বান্ধব।

মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন।

দ্বিতীয় খণ্ড।



শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ঢাকা-গিরিশযন্ত্র।

শ্রীমুন্সি মণ্ডলাবক্স প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮২।

২

মূল্য ১৸৹ দেড়টাকা।

সূচীপত্র।



মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন।

২য় খণ্ড। | বৈশাখ ১২৮২। | ১ম সংখ্যা।

রাজা কে?

যখন অষ্টাদশশতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ফাঁরাশি রাষ্ট্রবিপ্লব কেবল প্রধূমিত অবস্থায় ছিল, তখন বাগ্মিশ্রেষ্ঠ মিরাবো একদা পারিসের প্রধানতম রাজনৈতিক সভার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অতি গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন যে, ‘রাজা, রাজপদ, ও রাজদত্ত মর্য্যাদা অচিরেই পৃথিবী হইতে প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে; কিন্তু জনসাধারণের কোন কালেও বিলয় নাই।’ ফ্রান্সের তদানীন্তন জাতীয়হৃদয় প্রতপ্তবারুদগৃহের উপমাস্থল ছিল। এই কথা উহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নিপতিত হইল। ইয়ুরোপ কাঁপিয়া উঠিল, ইয়ুরোপের সিংহাসনসকল ঐ আঘাতে টলিতে লাগিল, এবং সুখসুপ্তব্যক্তি অকস্মাৎ বজ্রনির্ঘোষশ্রবণে যেরূপ চমকিয়া [illegible] সিংহাসনারূঢ় রাজবর্গ এবং তাঁহাদিগের প্রসাদভোগী প্রজারক্তপুষ্ট আভিজাতগণও সেইরূপ সহসা চমকিয়া উঠিলেন। মিরাবোর কথাটি অল্পাক্ষরগ্রথিত, সূত্রবৎ সংক্ষিপ্ত, এবং অবোধের কর্ণে নিতান্ত অল্পমূল্যবিশিষ্ট; কিন্তু উহার অভ্যন্তরে এই ভয়ঙ্কর প্রশ্ন লুক্কায়িত রহিয়াছে যে, ‘পৃথিবীতে রাজা কে?’

বালকেরা বাহিরের আড়ম্বর দেখিয়াই বিমোহিত হয়। চক্ষুকর্ণপ্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় এবং কুসুমময়ী কল্পনা বিনা, আর কিছুই তাহাদিগের মনের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে না। যাহাদিগের মন যথার্থ

শিক্ষা এবং উচ্চতরবৃত্তিসমূহের পরিচালনাবিরহে-বালকের অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাদিগেরও ঐ দশা। তাহারাও বালকের মত বৈভবের বাহ্যঘটা দেখিয়াই ভুলিয়া যায়, এবং যেখানে দশজনকে প্রণত হইতে দেখে, সেখানেই একবার বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করে। সংসারে এতদিন এই শ্রেণির লোকই অধিক ছিল, এবং ইহাদিগের নিকট যাঁহার মাথায় মুকুট আছে, তিনিই এক জন রাজা। তিনি পিশাচ হউন, পাপিষ্ঠ হউন, এবং যত দূর সম্ভব অযোগ্য, অপদার্থ, স্বার্থপর এবং নীচাশয় হউন, কোন প্রকারে একবার সিংহাসনে উঠিতে পারিলেই তিনি রাজা হইলেন। পাপীয়সী এগ্রিপিনার পাপজ পুত্র মূর্ত্তি নিরো এক প্রসিদ্ধ রাজা। ক্লদিয়স রাজা, কেলিগুলা রাজা, ফ্রান্সের নবম চার্লস্ ও ত্রয়োদশ লুই রাজা, এবং ইংলণ্ডে জন, জেম্‌স্, ~~তৃতীয়~~ এড্‌ওয়ার্ড্, চতুর্থ জর্জ্ প্রভৃতিও রাজা। ইহাঁদিগের রাজত্ব অবিসংবাদিত, কারণ ইহাঁরা সকলেই দণ্ডধারণ করিয়াছিলেন।

নিরোর জন্মপ্রসঙ্গে এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, তদীয় পিতা এহেনোবারবস্, পুত্র হইয়াছে সংবাদ শুনিয়া, পার্শ্ববর্ত্তিবন্ধুবর্গের নিকট এক বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার ন্যায় পিতার ঔরসে এবং এগ্রিপিনার ন্যায় মাতার গর্ভে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বাঁচিয়া থাকিলে তিনি দেশ উচ্ছিন্ন করিবেন। যাঁহাদিগকে লোকে রাজা বলে, অনুসন্ধান করিলে তাঁহাদিগের অনেকের সম্বন্ধেই এইরূপ অনেক অদ্ভুত বৃত্তান্ত সংকলন করা যাইতে পারে। যেমন রোমে ষষ্ঠ আলেগ্‌জেণ্ডরের ন্যায় মূর্ত্তিমান্ পাপণ্ড, পোপের আসনে সমাসীন হইয়া, লোকসমাজে পবিত্র পুরুষ এবং পিতৃদেব বলিয়া পূজিত ও অভিহিত হইয়াছে; সেইরূপ পৃথিবীতেও এতকাল পর্য্যন্ত যিনি একবার রাজা হইয়াছেন, তিনিই রাজভোগ্য পবিত্র অধিকারসমূহ নিরাপত্তিতে উপভোগ করিয়াছেন। কিন্তু কালের কঠোরপরীক্ষায় ইহা এক্ষণ প্রমাণিত হইতেছে, এবং যাঁহাদিগের মন প্রাগুক্ত বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়াছে তাঁহারাও সকল দেশেই ইহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিতেছেন যে, মণিময় মুকুট, স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসন, নানাবিধ আভরণযুক্ত সুশোভন রাজদণ্ড, রণভেরী, রণমাতঙ্গ, সুসজ্জিত দেহরক্ষক, অগণিত সৈনিক, সৈনিকদিগের মার্জ্জিত অস্ত্র শস্ত্র, ইহার কিছুই রাজতা নহে। রাজতা একটি শক্তি এবং সেই শক্তি জনসাধারণের সমবেত বল।

জনসাধারণের রাজশক্তি বিষয়ে যে গভীর সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইল, ইহার অনুকূল প্রমাণ প্রধানতঃ দুই প্রকার;—এক দার্শনিকযুক্তিমূলক, আর প্রত্যক্ষপরীক্ষিত ঐতিহাসিকবৃত্তান্তমূলক। দার্শনিকযুক্তিপরম্পরার মর্ম্মার্থ সংকলন করিয়া এককথায় ব্যক্ত করিতে হইলে, ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত

হয় যে, মনুষ্যমাত্রই কতক গুলি স্বাভাবিক স্বত্ব ও অধিকার লইয়া ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করে। সুতরাং, সকল মনুষ্যই স্বভাবতঃ স্বাধীন। সে যতক্ষণ পরকীয়প্রবৃত্তির অবৈধ প্রতিবন্ধকতা না জন্মায় এবং পরকীয় স্বত্বের অন্তরায় না হয়,ততক্ষণ সে আপনিই আপনার প্রভু এবং আপনিই আপনার রাজা। সে যত কেন দরিদ্র, যত কেন দুঃখী হউক না, এই নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্যে কেহই তাহার উপর কণিকামাত্র কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিতে অধিকারী নহে। এই যুক্তিসূত্র অবলম্বন করিয়া কতদূর অগ্রসর হইলেই দৃষ্ট হইবে যে, যাঁহারা রাজা বলিয়া পৃথিবীতে রাজপূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত সাধারণমনুষ্যের কিছুতেই কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তবে যে তাঁহারা রাজা হইয়াছেন, সে কেবল জনসাধারণের প্রয়োজনসাধন অথবা সেবকতার জন্য।

এই পৃথিবীতে তুমিও ললাটে রাজটীকা লইয়া অবতীর্ণ হও নাই, এবং আমিও দাসত্বের বিশেষ কোন লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। তবে তুমি কে যে, আমার উপর রাজত্ব করিবে? আমি সূর্য্যের উদয় হইতে সূর্য্যের অস্তগমন পর্য্যন্ত গলদ্ঘর্ম্মকলেবরে পরিশ্রম করিয়া মুষ্টিমিত আহার্য্য বস্তু আহরণ করিব, আর তুমি শ্বেতমর্ম্মরখচিত সুদৃশ্য প্রাসাদে স্বর্ণপর্য্যঙ্কে শয়ান থাকিয়া হাসিয়া হাসিয়া তাহার সারভাগ গ্রহণ করিবে,তোমার এ অধিকার কোথা হইতে? এই প্রশ্নের এক বই দুই উত্তর নাই। সেই উত্তর এই,—আমি তোমাকে আমার সামাজিকপ্রয়োজনসিদ্ধির সহায়তায় এবং আমার স্বত্বাধিকারসমূহের রক্ষণাবেক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি; তাই তুমি আমার এবং আমার মত আর সহস্র লোকের প্রদত্ত বলে বলীয়ান্ হইয়া এইক্ষণ আমাদিগের সকলের উপর প্রতিনিধি প্রভু হইয়াছ। তোমার যত কিছু ক্ষমতা, যত কিছু বৈভব, সমস্তই আমার কিংবা আমাদিগের। আমাদিগের সর্ব্বসম্মত সাধারণ ইচ্ছাই তোমার ব্যবস্থাশাস্ত্র, এবং আমাদের মৌনসম্মতিই তোমার রাজকীয় সনন্দ। রাজা আমরা, তুমি আমাদিগের ভৃত্যমাত্র। আমরা তোমাকে বাড়াইয়াছি বলিয়াই তুমি বাড়িয়াছ, এবং আমরা দিয়াছি বলিয়াই তুমি আমাদিগের ধনে ধনী এবং আমাদিগের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াছ।

যেমন ভৃত্যদিগের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে প্রভুর তুষ্টিসম্পাদনে এবং প্রিয়কার্য্যসাধনে তৎপর থাকেন, তিনিই সেই পরিমাণে প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কার লাভ করেন, রাজাদিগের মধ্যেও সেইরূপ যিনি যে পরিমাণে জনসাধারণের হিতানুষ্ঠানে ও চিত্তবিনোদনে যত্নশীল রহেন, তিনিই সেই পরিমাণে সুখ, সম্মান ও সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া লৌকিককীর্ত্তির অত্যুচ্চস্থান অধিকার করিয়া যান। যুগ যুগান্ত হইল রাজা রামচন্দ্র মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাকে লোকে বাহু তু-

লিয়া আশীর্ব্বাদ করে; আর যুগযুগান্ত হইল রোমরাজ্যের চিরকলঙ্ক দুরাত্মা টারকুইন উহার পাপদেহ পরিত্যাগ করিয়া চক্ষু বুজিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি লোকে রোমের পুরাবৃত্ত পাঠ করিবার সময়, উহার নামে ঘৃণা ও ক্রোধের ভাবে স্ফীত হইয়া উঠে, এবং উহাকে কথায় কথায় শতবার অভিসম্পাত করে। ইহার কারণ কি?—না, রাজা রামচন্দ্র পৌর ও জানপদবর্গের ইচ্ছার সম্মানরক্ষা এবং সাধারণের প্রীতি লাভের জন্য স্বকীয় প্রাণাধিকা প্রিয় ভার্য্যাকেও পরিত্যাগ করিয়া প্রজামুখাপেক্ষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং টারকুইন প্রাকৃতপ্রভুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া,যার পর নাই বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিয়াছে।

এইক্ষণ এইরূপ বিতর্ক হইতে পারে যে, যে কথা উল্লিখিত হইল, তাহা দর্শনশাস্ত্রের প্রলাপমাত্র। মনুষ্যের সত্ত্বাধিকার ও স্বাধীনতা, এবং জনসাধারণের স্বাভাবিক রাজমর্য্যাদা পণ্ডিতমণ্ডলীর অতীপ্রিয়তত্ত্ব হইলেও, পৃথিবীর প্রকৃত ঘটনাবলীর নিকট উহা কোন প্রকারেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। পৃথিবীতে নীতিশাস্ত্রের নাম লইও না। সেখানে বাহুবলই সকলশাস্ত্রের ভাষ্যস্বরূপ এবং সমুদয়কূটপ্রশ্নের চরমসিদ্ধান্ত। চাহিয়া দেখ, যাহার বাহুবল আছে, সে লোকসমূহের শাস্ত্রোক্ত স্বত্ব ও অধিকার সকল অম্লানচিত্তে পাদতলে নিষ্পেষণ করিয়া রাজত্ব করিতেছে, আর জয়ঢক্কা বাজাইতেছে; এবং যাহাদিগের বাহুবল নাই, তাহারা অহোরাত্র ক্রন্দন করিয়া করিয়া পরিশেষে আপনাদিগের দুঃখার্ণবে আপনারা ডুবিয়া যাইতেছে। অবলার অশ্রুবিসর্জ্জনে সমাজে কোথায় কোন্ সময় কি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়? রুশিয়া যখন পোলণ্ডকে গ্রাস করিল, তখন পোলণ্ডনিবাসীরা কত ই না চীৎকার করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের চীৎকারে কি ফল ফলিয়াছে? আইরিশদিগের আর্ত্তনাদে কাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে? আলশেস ও লোরেনবাসীরা অদ্যাপি প্রাণভরে রোদন করিতেছে। কিন্তু কে তাহাদিগের রোদনে কর্ণপাত করে? মৃগী যখন ব্যাঘ্রের তীক্ষ্ণদশনে বিদ্ধ হইয়া কাতরকণ্ঠে বিলাপ করে, তখন সেই বিলাপধ্বনিতে রণস্থলী বিষাদে পরিপূর্ণ হয়, কিন্তু তাহাতে ব্যাঘ্রের কি হইয়া থাকে?

যাঁহারা, জনসাধারণের রাজশক্তির বিরুদ্ধে মুকুটিতরাজাদিগের বাহুবলের প্রশংসা করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁহাদিগের যুক্তি যত না আমাদিগের প্রতিকূল, তাহা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিকতর অনুকূল। তাঁহাদিগের আপত্তি, আপত্তিই নহে। উহা বস্তুতঃ আমাদিগেরই সিদ্ধান্তের পরিপোষণ করে। আমরা স্বীকার করি যে, বাহুবলের নিকট বিচার নাই,বিতর্ক নাই, এবং অন্য কোন রূপ বলের আপাততঃ অধিকার

নাই। কিন্তু সমাজে বাহুবল কার ? রাজার, না জনপদবর্গের? সমাজের যথার্থ অধিস্বামী কে ? এক জন, না জনসমষ্টি ? যদি এই কথাই সত্য হয়, তবে যে রাজারা কখনও দিনকে রাত্রি করেন, আর রাত্রিকে দিন করেন, তাহার এই একমাত্র কারণ আছে যে, সাধারণের সহিষ্ণুতা সহজে বিনষ্ট হয় না। উহা জড়প্রকৃতির সহিষ্ণুতার ন্যায় নিষ্পন্দ ও নিশ্চল,—অবাতবিক্ষোভিতসমুদ্রের ন্যায় কবিদিগের ধ্যানযোগ্য এবং কার্য্যসাধনতৎপর কৃতি পুরুষদিগের চির-আরাধ্য।

কি আশ্চর্য্য! অনেকেই আপনাকে আস্তিক বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং কেহ তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিলে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। কিন্তু তাঁহারা, ইতিহাসে অবিশ্বাসী হইয়া, ন্যায়ের অবজ্ঞা, শাসনে অনাস্থা দেখাইয়া, এবং প্রকৃতির পাষাণকঠিন নিয়মগ্রন্থে অভক্তি প্রদর্শন করিয়া, সত্য সত্যই যে ঘোরতর নাস্তিকের মত ব্যবহার করেন, তাহা ক্ষণকালও মনে করেন না। তাঁহারা বর্ত্তমানক্ষণে যাহা দেখিতে পান, তাহারই পূজা করেন, কিন্তু অতীতকালের সাক্ষ্য এবং ভবিষ্যতের আশ্বাসনী, ইহার কিছুরই প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। যাঁহারা প্রকৃত আস্তিক, তাঁহাদিগের বিশ্বাস এই যে, মানবনিবাসে জনসাধারণের স্বত্ব এবং সমবেতবল এক দিন, কি এক বৎসর, কি এক শতাব্দীই অবহেলিত অথবা মর্দ্দিত হইতে পারে, কিন্তু কোন [illegible] রাই চিরকাল উহাকে অবহেলা কি [illegible]র্দন করিয়া ত্রাণ পাইতে পারেন না।

বিধাতা যে সকল শারীরিকনিয়ম মানবীয়শরীরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তৃষাতুর অন্ধ মনুষ্য প্রতিদিনই তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক লঙ্ঘন করিতেছে। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও নিশীথে, সকলসময়েই মনুষ্য প্রাকৃতনিয়মের অবহেলা করিয়া আপনার নিরঙ্কুশপ্রবৃত্তিনিচয়কে ভোগের পথে ছাড়িয়া দিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির বল কত দিন ইহা সহিয়া থাকে ? এই যথেচ্ছবিচরণ কত কাল অব্যাহত চলে? অপরাধী যতদূর যাইতে না পারুক, অনমানিত নিয়ম, উহার কঙ্কালময় লৌহহস্ত প্রসারণ করিয়া, তাহাকে গ্রীবায় ধরিয়া ফিরাইয়া আনে, এবং অনতিবিলম্বে এমন নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দেয় যে তাহা কখনও আর [illegible]।

নাগরিকেরা, সাধারণের স্বাস্থ্যঘটিত নিয়মসমূহের প্রতি উদাসীন হইয়া, নগরের যেখানে সেখানে নানাবিধ দুর্গন্ধময় বস্তু পুঞ্জীকৃত হইতে দেয়, এবং আর সহস্র প্রকারে প্রকৃতির শক্তিকে অবজ্ঞা করে। কিন্তু যখন প্রকৃতির ক্রোধ লোকমারির ভীষণনাদে চতুর্দ্দিকে নিনাদিত হয়, এবং মৃত্যুর লক লক জিহ্বা গৃহে গৃহে ও পল্লীতে পল্লীতে প্রসারিত হইয়া পড়ে, তখন কে আর উদাসীন রহিতে সমর্থ হয় ? সামাজিকেরা, সমাজের প্রতিবিধানক্ষম-

তাকে অগ্রাহ্য করিয়া, আপনাদিগের মধ্যে কোন ভয়ানক পাপকে বহুকাল যাবৎ পুষিয়া রাখেন। অনেকে যেমন বস্ত্রদ্বারা বহ্নিকে আচ্ছাদন করিতে চেষ্টা করে, তাঁহারাও সেই রূপ করেন। কিন্তু ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যখন প্রচণ্ডবাত্যার ন্যায় প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়া, মর মর শব্দে সমাজতরুর শাখা পল্লব ভাঙ্গিয়া ফেলে, এবং অবশেষে সমাজের মূল ধরিয়াই টানা টানি করে, তাঁহাদিগের অভিমান ও বলদর্প তখন কোথায় গিয়া পড়িয়া থাকে ?

জনসাধারণের স্বত্বঘটিতন্যায়সম্বন্ধেও প্রকৃতির নিয়ম এইরূপ অমোঘ ও অনুল্লঙ্ঘনীয়। যিনিই যাহা মনে করুন, [illegible]তার উপর বিধাতা নাই। প্রবলপরাক্রান্ত রাজারা, অনেকেই আপনাদিগকে রাজ্যের বহির্ভূত বিবেচনা করিয়া, যেভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে চলিয়াছেন, এবং সাধারণের দীর্ঘনিঃশ্বাস এবং দুঃখধ্বনির প্রতি বধির হইয়া ব্যাঘ্রভল্লুকের ন্যায় নিজ নিজ স্বেচ্ছাচারিতার তৃপ্তিসাধনেই রাজপদের সার্থকতা জ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের তথাবিধ উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার যে, পৃথিবী হইতে রাজকীয়মর্য্যাদার চিহ্নপর্য্যন্তও ধুইয়া ফেলিবার কারণ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা তৎকালে চিন্তা করেন নাই। লোকে যাহাকে রাষ্ট্রবিপ্লব বলে, তাহার প্রকৃত নাম জনসাধারণ-রাজশক্তির নিদ্রাভঙ্গ। দণ্ডধরেরা এক জন, কি দুই জন, কি দশজনের উপর অত্যাচার করিলে, প্রকৃতির পাষাণবক্ষ তাহা সহিয়া লয়। কিন্তু সেই অত্যাচার যখন জনসাধারণের একীভূতহৃদয়ের উপর বিস্তারিত হয়, তখন রাজ্যের অভ্যন্তর হইতে এমন এক জ্বলজ্জিহ্ব প্রমত্ত অগ্নি বাহির হইয়া পড়ে যে, তাহার নিকট কিছুই আর রক্ষা পায় না। সেই দিগন্তব্যাপিনী বিলোলশিখা অবলোকন করিয়া, অতি বড় দুর্দ্দমস্বভাব সম্রাট্‌গণও রাজমুকুট পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূর্তীবৎ ভূমিষ্ঠ হন, এবং জনসাধারণই যে জগতের প্রকৃত রাজা এই কথায় সাক্ষ্য দান করেন।

পুরাতন রোমরাজ্য ঐতিহাসিকদিগের প্রীতির পুত্তলস্বরূপ। পৃথিবীতে অদ্য পর্য্যন্ত যত রাজ্য গঠিত হইয়াছে, রোমের সহিত তাহার কাহারও,কি বিস্তারে, কি বৈভবে, কি সামর্থ্যে, কি মহিমায়, কিছুতেই তুলনা হইতে পারে না। রোম সর্ব্বাংশে অতুল ছিল। উহার উচ্ছ্রিত মস্তক অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গকেও উপহাস করিয়াছে, উহার বাহুদর্পে ধরণী নিয়ত থরথর কম্পমানা রহিয়াছে। রোমীয় বীরপুরুষদিগের কথা দূরে থাকুক, রোমের একটি সামান্য দূতও প্রতিবেশী রাজাদিগের নিকট রাজোচিত অভ্যর্থনা পাইয়াছে ; এবং সে যাহাকে যে আদেশ করিয়াছে, তাহাই শিরোধার্য্য পূর্ব্বক প্রতিপালিত হইয়াছে। লোকে সূর্য্য চন্দ্রের কক্ষভ্রংশও কল্পনা করিতে পারি-

য়াছে, তথাপি রোমের পতন কেহ কল্পনা করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু রোম, যে অসভ্যজাতিসমূহের স্বত্ব ও অধিকার নিপীড়ন করিয়া, দুর্দ্দান্তদানবের ন্যায় ভৈরবমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান ছিল, কালে সেই অসভ্যজাতীয়েরাই সমুত্থিত হইয়া রোমের মাথার মুকুট কাড়িয়া লইল, উহার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিল, উহার রাজবেশ, রাজভূষা, সমস্ত ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া ফেলিল, এবং উহার ধরাবলুণ্ঠিত মৃতদেহের উপর স্বকীয় জয়ধ্বজা তুলিয়া দিয়া সাধারণশক্তির অসীমতার পরিচয় দিল। রোমের বিরুদ্ধে গথ ও ভেণ্ডালদিগের যে অভিযান হয়, ইহাকে রাষ্ট্রবিপ্লব বলা সুসঙ্গত না হইলেও, রাজকীয়শক্তির সহিত প্রাকৃতশক্তির সংগ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কেহই কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।

সপ্তদশশতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয়রাজ্যই যুগপৎ দুইটি বিপ্লবে বিলোড়িত হয়। ইংলণ্ডে প্রকৃতিবর্গ, রাজার অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া, অবশেষে আপনাদিগকেই শক্তির মূলপ্রস্রবণ বলিয়া ঘোষণা দেয়; এবং ফরাশি ফ্রণ্ড বিপ্লবের সপক্ষগণও, সেই সময় সাধারণের প্রভুত্ব ও মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত ঘোরতর চীৎকার করিয়া, অবশেষে রাজ্ঞী এন্ এবং তদীয় কূটযুদ্ধপ্রসিদ্ধ প্রধানমন্ত্রী মেজেরিণকে রাজধানী হইতে কিছু দিনের জন্য নির্ব্বাসিত থাকিতে বাধ্য করে। এন্ অবনতি স্বীকার করিয়া পুনরায় সিংহাসনে বসিলেন; চার্লস্ অবনতি স্বীকারের অবসর না পাইয়া, যাহাদিগকে পূর্ব্বে প্রজাজ্ঞানে ঘৃণা করিতেন, তাহাদিগের বিচারে স্বকৃতদুষ্কৃতির দণ্ডস্বরূপ প্রাণত্যাগ করিলেন। হইতে পারে যে, ফ্রণ্ডবিপ্লবের অধিনায়কদিগের মধ্যে অনেকেই নিতান্ত স্বার্থপর ছিলেন; এবং হইতে পারে, ইংলণ্ডীয়রাজার চরিত্র কোন কোন অংশে এমন মাধুর্য্যবিশিষ্ট ছিল যে, ক্রমওয়েলকে তাঁহারা তুলনায় নিকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করাই উচিত। কিন্তু এই বিপ্লবদ্বয়ের বিঘটনে এই কথা উভয় দেশেই প্রমাণিত হইয়া রহিল, এবং মানবজাতির অক্ষয়স্মৃ[illegible]লদক্ষরে লিখিত থাকিল যে, জনস[illegible]র সহিষ্ণুতা একবার যখন বিচলিত [illegible] সমগ্র জানপদশক্তি একশিখায় [illegible] লিয়া উঠে, তখন রাজা এবং রা[illegible]হার মুখে পতিত না হইতে হই[illegible] তৃণের ন্যায় ভস্মীভূত হয়।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির অভ্যুদয় ও বিলয়ও সাধারণের রাজকীয়মহিমার আর এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ। তদীয় অত্যাশ্চর্য্য জীবনবৃত্ত ইহাই অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে যে, সাধারণের শক্তিতে পরিবর্দ্ধিত হইলে তৃণও পর্ব্বত হয়; আর সাধারণের অকৃপা হইলে পর্ব্বতও তৃণ হইয়া যায়। যখন উন্মাদগ্রস্ত পারিশীয়ানদিগের নিদারুণপদাঘাতে ষোড়শ লুইর পুরুষানুক্রমিক রাজসিংহাসন রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া গেল, এবং তদীয় ছিন্নগ্রীবা রক্ত-

ধারা বর্ষণ করিয়া পারিশনগরের রাজপথকে সিক্ত করিল, তখন কেহই মনে করিয়া ছিল না যে, ফ্রান্স আবার জীবিত হইয়া পৃথিবীর জাতীয়সভায় আসন গ্রহণ করিবে। রাজকোষ লণ্ডভণ্ড, সেনাবল অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ, বাহিরে শত্রুর ভীষণ গর্জ্জন, অভ্যন্তরে আত্মকলহ, আকাশ অন্ধকারময় এবং চতুর্দ্দিগে অহর্নিশ হাহাকার! কর্ণধারহীন তরণী সমুদ্রের তরঙ্গায়িতঘূর্ণাবর্ত্তমধ্যে যেমন একবার ডোবে, আরবার ভাসে এবং প্রতিক্ষণেই যায় যায় হয়, অরাজক ফ্রান্সও তখন ঠিক্ সেইরূপ অবস্থাপন্ন। [illegible] একটি লোকও নাই, অথচ [illegible]র চক্ষু উহারই উপর নিপ- [illegible] একবার তল পড়িলেই সকলে [illegible] উঠে, এবং এই কথা বলিয়া [illegible]শ করে যে, রাজ্যের মূলভিত্তি [illegible]বন রাজা, যে রাজ্যে রাজা [illegible]া জনসাধারণের কিছুই ভরসা নাই। এই দুস্তরবিপত্তির সময় কর্শিকার একটি সামান্য যুবা সহসা আসিয়া ফ্রান্সের রক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। দৃষ্টিমাত্রেই সকলে তাঁহাকে কার্য্যনির্ব্বাহক্ষম প্রতিনিধিপুরুষ বলিয়া চিনিয়া লইল। রাজ্যে যে বিভাগের যে পরিমাণ শক্তি ছিল তাহা তাঁহার নিকট অর্পিত হইতে লাগিল, এবং সেই একধারাপ্রবাহিত মিলিতশক্তির অজেয়তেজে ফ্রান্সের রাজতরী তৎক্ষণাৎ সুস্থির হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ অধিক বেগে অগ্রসর হইয়া চলিল। বস্তুতঃ নেপোলিয়নের আধিপত্যসময়ে ফ্রান্সের প্রতাপ দিগ্‌দিগন্তরে যেরূপ ছাইয়া পড়িয়াছিল, অন্য কোন রাজার সময়েই উহার ঐরূপ যশোবিস্তার এবং প্রভাব ও পরাক্রম প্রদর্শিত হয় নাই। ইয়ুরোপের রাজগণ তখন রাজকুলের চিরপ্রতিষ্ঠিত পৌরাণিকমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত পরস্পরসন্ধিবদ্ধ হইয়া রাজদ্রোহী ফ্রান্সের সহিত পুনঃ পুনঃ মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং পুনঃ পুনঃই আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ফিরিয়া গিয়াছেন। নেপোলিয়ন এই অলৌকিক বল কোথায় পাইয়াছিলেন? ইহা কি তাঁহারই রাজশক্তির পরিচয় দেয়? না, সাধারণের সমবেতশক্তির অপ্রতিহত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে? যদি নেপোলিয়নকে বীর বলিয়াই প্রশংসা কর, তবে যেই তিনি সাধারণের প্রতিনিধিত্ব পরিত্যাগ করিয়া, এবং সাধারণের সহানুভূতিতে জলাঞ্জলি দিয়া, স্বকীয় স্বার্থের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি তিনি ছিন্নমূলপাদপের ন্যায় একবারে নিপাত গেলেন কেন?

নেপোলিয়নের অদৃষ্টচর বিজয়পরম্পরা এবং অচিন্তিতপূর্ব্ব অবসানের আদ্যোপান্ত কাহিনী পর্য্যালোচনা করিয়া, আড়ম্বরপ্রিয় তরলমতি ব্যক্তিরা কিরূপ সিদ্ধান্ত করেন, বলিতে পারি না। গূঢ়দর্শী বিচক্ষণ লোকেরা ইহাতে জনসাধারণ রাজশক্তির লহরীলীলা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহাদিগের

চক্ষে নেপোলিয়নের পৃথক্‌অস্তিত্ব নাই;তিনি জনসাধারণরূপ অবিনশ্বর বিরাটপুরুষের করধৃত বজ্রমাত্র ছিলেন। উঁহার দ্বারা যতক্ষণ সাধারণের প্রয়োজনসাধন হইয়াছে, ততক্ষণ তাঁহার হুঙ্কারে, পুরাতন রাজাদিগের কীটদস্ট পুরাতন সিংহাসনের কথা দূরে থাকুক, পর্ব্বত ও বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে; আর যখন বীরচূড়ামণি সাধারণপ্রয়োজনের পরিপন্থী হইয়াছেন, তখন মসকের দংশনেই তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া পড়িয়াছে।

ইহার পরও কি জিজ্ঞাসা করিব যে, পৃথিবীতে রাজা কে? আমেরিকার লিঙ্কন এবং ওয়াসিংটনের অচলা কীর্ত্তি এই প্রশ্নের কি উত্তর করিবে? যদি ইটালীর ললাটভূষণ ম্যাজিনি এবং গ্যারিবল্‌ডীর নিকট জিজ্ঞাসুভাবে উপস্থিত হই, তাঁহারা কি উপদেশ দিবেন? বস্তুতঃ ইতিহাসের স্তবকে স্তবকে এবং পত্রে পত্রে এই একই কথাই অঙ্কিত দেখিবে, যে,—রাজা জনসাধারণের সমবেতশক্তি, আর যাঁহারা রাজপুরুষ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা উহার ছায়া বই আর কিছুই নহেন। পুরাণপ্রসঙ্গে কথিত হইয়া থাকে যে, ভাগীরথী যখন হিমাদ্রির মস্তক হইতে সহস্রধারায় নিঃসৃত হইয়া, পুনরায় একীভূতপ্রবাহে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছিলেন, তখন এক মদমত্ত মাতঙ্গ তাঁহার সেই অদম্য বেগ অবরোধ করিতে যাইয়া পরিশেষে ত্রাহি ত্রাহি রবে তাঁহার শরণাপন্ন হয়। সর্ব্বজনীন-শক্তিস্রোতের নিকট ভাগীরথীর স্রোত কিছুই নহে। হতভাগ্য সেই রাজা, যিনি রাজগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, জনসাধারণের উদ্বেলিত হৃদয়াবেগের প্রতিকূলে ঐ রূপ দণ্ডায়মান হন। তাঁহার স্মৃতি বৃশ্চিকদংশন, সম্মুখ অন্ধকার, এবং সিংহাসন শ্মশানমঞ্চে আরোহণ করিবার সোপানবিশেষ।

কুকবি।

১

ত্বরা কাড়ি লহ বীণা, হে দেবি ভারতি!
কুকবির কর হতে, এ মম মিনতি।
মম নিবেদন শু'নে,
অয়ি দেবি! মন্ত্র গুণে
কুবংশীর রন্ধ্র তার দেও বন্ধ ক'রে;
সহে না কুগীত আর শ্রবণকুহরে।

২

মানসসরসে মাতঃ! ফুটে না কি আর,
সরস কমল কলি, সৌরভ-আধার?—
সে সৌরভ শিরে ক'রে,
সমীরণ ঘরে ঘরে
ভ্রমে না কি আর এবে, পূর্ব্বের মতন?
ভাসে না মরাল সরে আর কি তেমন?

৩

অনন্ত আকাশপটে, দেব কন্যাগণ
ক্রীড়াকালে করে যেই পুষ্প বিকীরণ,
যে দেবকুসুম দলে,
মানবে নক্ষত্র বলে;
সে তারকাদল নিশানাথে সাথে ক'রে,
ফুটে না কি আর এ বিমান সরোবরে ?

৪

সৌদামিনী ঘনকোলে নাহি কিগো হাসে ?
চাঁদের চাঁদনি যথা নীল জলে ভাসে।
শুনি জলধর ধ্বনি,
আনন্দে শিখী আপনি
নাচে না কি তরুশাখে পুচ্ছ বিস্তারিয়া ?
সুবঙ্গে এ রঙ্গ, কি গো, গেল ফুরাইয়া ?

৫

দিনান্তে অরুণ যবে যান অস্তাচলে,
ছড়াইয়া স্বর্ণরাজি সাগরের জলে—
তা লয়ে তরঙ্গ দলে
খেলিত যে কত ছলে;
সাগরে তরঙ্গ রঙ্গ সাঙ্গ কি এবার ?
নীল জলে ভানুরশ্মি ভাসে না কি আর ?

৬

আর্য্যজাতি বীর্য্যহীন হইল যখন,
রজত-কীরিট ত্যজি হিমাদ্রি তখন,
যবনের অগ্নিবাণে,
পাছে শিরোদেশে হানে;
অনন্ত তুষারে শির আবরিল তাই ?
হিমাদ্রির শির-শোভা আর কিগো নাই?

৭

অক্ষয় ভাণ্ডার তব, হে প্রকৃতি সতি !
অনন্ত যৌবনা তুমি, চিররূপবতী ;—
যে বলে এ সব ধন
ভারতে নাহি এখন
থাকিতে নয়ন অন্ধ, হায় ! সে দুর্ম্মতি।
ভারতে লাবণ্যপূর্ণ অনন্ত প্রকৃতি।

৮

থাকিতে এ সব ধন ভারতভাণ্ডারে,
কুকবি কুগীতে কেন জ্বালায় আমারে ?
বঙ্গ-কবি ধরি তান,
আদি রসে থাকিখান,
আপনার সর্ব্বনাশ করিয়া সাধন,
বঙ্গ সমাজের করে মরম পীড়ন।

৯

ভারতে বীরত্ব নাই,—কিন্তু আগে ছিল—
আর্য্যবীর বীর্য্যে ধরা একদা কাঁপিল ;—
গাও তাই, গাও সবে,
গাও সুমধুর রবে ;
নির্বীর্য্য ভারতে বীর্য্য করহে সঞ্চার,
বীররসে হিন্দুহিয়া জাগুক আবার।

১০

না যদি সে গুণ থাকে, তবে বঙ্গ-কবি,
যতনে আঁক গো, বোসে প্রকৃতির ছবি ;
ভূধরে, সাগর জলে,
মরুভূমে, বন স্থলে
ফিরি ফিরি, ঘুরি ঘুরি, যে কিছু দেখিবে,
অবিকল সেইরূপ ছবিটি আঁকিবে।

১১

কিম্বা সেবি কায়মনে কল্পনা দেবীরে,
খুলি দেহ নিরয়ের দ্বার ধীরে ধীরে ;—
কেমনে পাতকি দলে,

নরক অনলে জ্বলে,
দেখাও মানবে, যাহা দেখেনি নয়ন,—
দেখাইলা কবি গুরু মিল্‌টন যেমন।

১২

বঙ্গের মঙ্গল যদি করহ কামনা,
এ দীনের নিবেদনে অবজ্ঞা ক'রো না।
জয়দেব বিদ্যাপতি,
আদি বঙ্গ কবিপতি
আদি রসে মজাইলা বাঙ্গালির মন,
মজায়োনা আর পুন নব কবিগণ।—হা।।

পাণিনি।

রত্নপ্রসবিত্রী ভারতভূমি পূর্ব্বতন সময়ে কোনবিষয়েই উপেক্ষণীয় বা অশ্রদ্ধেয় ছিলেন না। প্রাচীনভারত দেশোজ্জ্বলকর রত্নসমূহ প্রসব করিয়া,যথার্থই স্বীয় রত্নপ্রসবিত্রীনামের অন্বর্থতা সম্পাদন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় আর্য্যসন্তানগণ, একদা অসাধারণ তর্কশক্তি, অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান, ও অসাধারণ বুদ্ধিমহিমা বিকাশ করিয়া,পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে অধঃকৃত করিয়াছিলেন। যে সময়ে ইউরোপ-ভূখণ্ডের সভ্যতার উপদেষ্টা রোমরাজ্য মাতৃগর্ভে ছিল,সে সময়েও ভারতে বিদ্যা ও সভ্যতাজ্যোতিঃ বিস্তীর্ণ হইয়া পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। ভারতীয়-আর্য্যগণের উদ্ভাবিত কোন শাস্ত্রই অপরের অনুকরণস্পৃহায় সমুত্থিত হয় নাই। তাঁহারা যখন স্বীয় অসামান্যসূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন, তখন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্যজাতিই অনাগতকালগর্ভে নিহিত ছিল। পঞ্চনদের পবিত্রসলিলকণবাহী সিন্ধুতীরবাসী মহর্ষিগণের যে বেদগানে আর্য্যাবর্ত্ত স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যরসে পরিপ্লুত হইয়াছিল, সেই ঋগ্বেদের তুল্য প্রাচীন গ্রন্থ ভূমণ্ডলের কোন স্থানে পরিদৃষ্ট হয় না (১)। গ্রীকজাতি স্বদেশীয় হোমর ও হিসিয়দ প্রণীত যে প্রাচীন গ্রন্থাবলির এত গৌরব করিয়া থাকেন, ঋগ্বেদের সমক্ষে তৎসমুদয়কেও নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। অধিক কি,পারসিকগণের বর-

(১) পাক্ষ্ময়ী ভট্টমোক্ষমুলর সমস্ত বৈদিক গ্রন্থকে ছন্দ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও সূত্র এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ছন্দভাগ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঋগ্বেদসংহিতা এই ভাগের অন্তর্গত। মোক্ষমুলর খ্রীঃ পূঃ ১২০০ বৎসর হইতে খ্রীঃ পূঃ ১০০০ বৎসর পর্য্যন্ত এই বিভাগের কাল নির্ণয় করিয়াছেন। Vide Max Muller's History of Ancient Sanskrit Literature, P P. 70. 572.

পণ্ডিতবর কোল্‌ব্রুক জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে প্রাচীনতম বেদসংহিতার কাল খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ বৎসর

নীয় জোরেস্তার প্রণীত আবস্তা (১) গ্রন্থও ঋগ্বেদের পরসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে (২)। যে ব্যাকরণশাস্ত্র ভাষাশিক্ষার অদ্বিতীয় সাধন, সেই শাস্ত্রপ্রণয়নেও আর্য্যগণ অপেক্ষা পৃথিবীর কোন জাতিই অধিক নৈপুণ্য ও প্রাবীণ্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই। শব্দশাস্ত্রের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, পৃথিবীর মধ্যে কেবল দুই জাতি অন্যোন্যসাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া ন্যায় ও ব্যাকরণ শাস্ত্র আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই দুই জাতি আদৌ একস্থানে ও একমূল হইতে সমুৎপন্ন হয়েন।

নিরূপণ করিয়াছেন। Vide Colebrook's Miscellaneous Essays vol. I (Ed. by E. B. Cowell) P. 99, or As. Res, vol, viii P, 493.

শাস্ত্রপ্রবীণ উইল্সন ও লাসেন কোলব্রুকের এই গণনায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। Wilson's Introduction to Rigveda. P. XLVIII, and Lassen's Indesche Alterthumskunde, I. P. 747.

আচার্য্য গোল্‌ড্‌টুকর বেদসংহিতার কালনির্ণয়প্রসঙ্গে কোল্‌ব্রুকের মতানুসারী হইয়া ভট্টমোক্ষমূলর ও অধ্যাপক বেবার (Weber) সাহেবের মত খণ্ডন করিয়াছেন। Goldstucker's Panini. His place in Sanskrit Literature. P. 74-776.

(১) সচরাচর এই গ্রন্থ 'জেন্দাবস্তা' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

(২) আবস্তা কোন্ সময়ে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয় নাই। প্লিনি বলেন আবস্তাগ্রন্থপ্রণেতা জোরেস্তার মোজেসের বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন (Hist. Nat. XXX 2.) আরিস্ততল জোরেস্তারকে প্লেতোর ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিরোসিয়স্ (Berosous) নামক বাবিলন দেশীয় জনৈক ইতিহাসপ্রণেতা তাঁহাকে (জোরেস্তার) বাবিলনের অধিপতি বলিয়া উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার আবির্ভাবের কাল খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বৎসর স্থির করিয়াছেন। জান্থস্ (Xanthos) নামক লিডিয়া দেশবাসী অতি প্রাচীন গ্রীক লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে, জোরেস্তার বিখ্যাত ট্রোজান যুদ্ধের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। মার্টিন হোগ সাহেব এই সমস্ত মতের উল্লেখ করিয়া জোরেস্তারের আবির্ভাব সময় খ্রীঃ পূঃ ১০০০ বৎসর স্থির করিয়াছেন। Vide Martin Haug's Essays on the Sacred Language, Writings, and Religion of the Parsees. See also MaxMuller's Chips from a German Workshop. Vol. I. P. 119,120, and Calcutta Review VOL. LIX. No. CXVIII. P. 242 243.

চতুর্দ্ধাবিভক্তপৃথিবীর যে অগ্রগণ্য ভূখণ্ড মানবজাতির আদিনিবাস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যস্থলই উল্লিখিত জাতিদ্বয়ের আদিপুরুষগণের সূতিগৃহ। (১) কালপ্রভাবে এই একান্নভুক্ত আদিপুরুষদিগের সন্ততিবর্গ, পরস্পরবিচ্ছিন্ন ও বহুদলে বিভক্ত হইয়া, দেশবিশেষে গমন পূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন করেন। তন্মধ্যে একদল ইউরোপস্থ গ্রীশ দেশে গমন করিয়া গ্রীক এবং অন্যতর দল ভারতবর্ষে

(১) আর্য্য হিন্দুগণ দক্ষিণাভিমুখ হইয়া হিমালয়ের তুষারাবৃত প্রদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক সপ্তসিন্ধুর (সিন্ধুনদী, তাহার পঞ্চশাখা ও সরস্বতী) নিকটে আসিয়া সমুপস্থিত হয়েন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা, গ্রীক্, জরমান্, ইটালিয়ান্ প্রভৃতি জাতির পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত একত্রিত হইয়া, ভারতবর্ষের বহু উত্তর দিক্‌বর্ত্তী প্রদেশে বাস করিতেন। Max Muller's 'Last Results of Sanskrit Researches' in Bunsen's out of Phil. of vn. Hist, vol. I. P, 129-131 'Ancient Sanskrit Literature P. 13 and chips from a German Workshop' vol. I, P, 632'-65.

ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম দিক্‌বর্ত্তী মধ্য আসিয়ার জনপদ বিশেষে প্রাচীনতম আর্য্যগণের বাসস্থান ছিল। পরে তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে গমন পূর্ব্বক উপনিবিস্ট হয়েন। Muir's Sanskrit Texts vol. II p. 278,

মধ্য আসিয়া আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষগণের বসতি স্থান। উহার উচ্চতর ভূমিভাগই মানবজাতির বাল্যলীলাক্ষেত্র বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত ও সম্মানিত হইয়া থাকে। Weber's 'Modern Investigations on Ancient India' p 10.

পূর্ব্বতন আর্য্যবসতির মধ্যস্থলে বাক্ত্রিয়া (বক্‌দেশ)। পরে তাঁহারা হিন্দুকুশ, বেলুর্তাগ, অক্‌সস্ ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্ত্তীপ্রদেশে যাইয়া বাস করেন।
M, Pictet's 'Les Origines Indo Europeenns, vol, I, p, 51.

হিন্দু, গ্রীক্, রোমান প্রভৃতি একমূল হইতে সমুৎপন্ন। এই আদিম আর্য্যজাতি কাস্পিয়ান্ সাগরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে অধিবাস করিতেন। A. W. von Schlegel's De l'Origine des Hindous in Essais Litteraires et Historiques, p. 5145-17

হিন্দুগণ আদিম আর্য্যজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহু উত্তরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। Lassen's Indian Antiquities Second Edition, p, 613,

তিন সহস্র বৎসর গত হইল, হিন্দুগণ মধ্য আসিয়ার উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে উপনিবিস্ট হয়েন। কেলটিক্ বংশীয়গণেরও মধ্য আসিয়ায় আদি নিবাস ছিল। ইহাঁরা সংস্কৃত ও জেন্দ্ ভাষার ন্যায় আর্য্যভাষী ছিলেন। Huxley's "Fore fathers of the English People," published in "Nature,, 17th March 1870,

প্রবিষ্ট ও উপনিবিষ্ট হইয়া হিন্দুজাতিতে পরিগণিত হয়েন †। যদিও সেমিতিক-জাতির মধ্যে আরব্য ও ইহুদিগণ স্ব স্ব দেশীয় ভাষার ব্যাকরণসূত্রপ্রণালীর সমুৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা ব্যাকরণবিজ্ঞানের নিদানভূত পদসাধন বিষয়ে গ্রীক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় আরিস্ততলের ‡ নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ আছেন ¶। ফলে হিন্দু ও গ্রীক-জাতিই পৃথিবীস্থ অপরাপর জাতির ব্যাকরণ শাস্ত্রের উপদেষ্টা। ভাষাবিজ্ঞানের এই অংশ গ্রীশ্ দেশ হইতেই ইউরোপের অন্যান্য স্থানে নীত হইয়াছে। যে গ্রীকজাতি সমস্ত ইউরোপকে ব্যাকরণের উপদেশ দিয়াছেন, সেই গ্রীকগণকেই ভারতবর্ষীয় ব্যাকরণের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইয়াছে। অতিপ্রাচীনকালহইতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে স্বকীয় আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে বেদগান করিতেন। এই উপগীয়মানবেদের স্বরগ্রামের প্রতি তাঁহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। অবিশুদ্ধস্বরসংযোগ ও উচ্চারণ বৈষম্য সঙ্ঘটিত হইলে, তাঁহারা আপনাদিগকে প্রত্যবায়গ্রস্ত ও পুনষ্টশক্তি মনে করি-

বেদসংহিতাতে উত্তর দিকের অনেক প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। ইহাতে বোধহয় হিন্দুগণ হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী মধ্য আসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। কৌষীতকীব্রাহ্মণে উত্তরদিক ভাষাশিক্ষাও বাক্যের দিক বলিয়া কথিত হইয়াছে। *

* "পথ্যাস্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাদ্ বাগ্ বৈপথ্যাস্বস্তিস্তস্মাদুদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উএব যন্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যোবাতত আগচ্ছতি তস্যবা শুশ্রূষন্তে ইতিস্মাহ। এষাহি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।" কৌষীতকীব্রাহ্মণ। ।৭।৬।

† হিন্দু ও গ্রীকগণ যে একটি মূলজাতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, পরস্পরের ভাষাসাদৃশ্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ. কুতূহলপর পাঠকগণ। Bopp's Comparati Grammar, Maxmuller's Lectures on th Science of Languages 1st and 2nd Series, Prichard's Physical History of Mankind, Maxmuller's Chips from a German Workshop Vol. I. History of Ancient Sanskrit Literature, Muir's Sanskrit Texts Vol. II. Lassen's Indian Antiquities, Schlegel's Origin of the Hindus. প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহার বিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

‡ আরিস্ততল স্তেগিরা (Stagyrae, others, stagerius) নগরে খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪ অব্দে জন্মপরিগ্রহ করেন। খ্রীঃ পূঃ ৩২২ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। Vide En. Bs. Vol. II. P. 286-287, and Per. Cy. Vol. II. P. 332-335.

¶ Muller's An. San. Literature. P. 158

তেন (১)। এই কল্পিত আশঙ্কা জাগরূক থাকাতে, আর্য্যগণ বেদের উচ্চারণবিশুদ্ধতা রক্ষার্থ নিরতিশয় যত্নপর হইয়া বৈয়াকরণিক জ্ঞানের তত্ত্ব উদ্ভাবনে প্রয়াসবান্ হয়েন (২)। বেদের ব্রাহ্মণভাগের অনেকস্থলে, অক্ষর, পদ প্রভৃতি ব্যাকরণপ্রযুক্ত সংজ্ঞার উল্লেখ থাকাতে ইহার আভাস উপলক্ষিত হয় (৩)। শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী বাজসনেয়ী শাখার শতপথব্রাহ্মণে একবচন, বহুবচন ও ছান্দোগ্যোপনিষদে স্বর, উষ্মা, স্পর্শ প্রভৃতি বর্ণবিভাজক সংজ্ঞার উল্লেখ আছে (৪)। পরন্তু সামবেদসংহিতার ঋকে মহর্ষিগণ ব্যাকরণনির্দ্দিষ্ট পদচতুষ্টয়ের উল্লেখ করিয়া আরাধ্য দেবতার স্তুতিকরিতেও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই(৫)।

এইরূপে বেদ-বিহিত স্বরগ্রামের উচ্চারণ প্রসঙ্গে ব্যাকরণের অনুশীলন আরম্ভ হইল। প্রাচীন গ্রীকজাতির মধ্যে ব্যাকরণ যখন বাল্যলীলা-তরঙ্গে দোলায়মান হইতেছিল,তখন আর্য্যগণের মধ্যে উহা কিশোরভাব অতিক্রম করিয়া যৌবন সীমায় পদা-

(১) পলিনেসিয়াবাসিদিগের মধ্যেও ঠিক এইরূপ আত্মপ্রত্যয় আছে। Vide Sir. G. Grey's Polynesian Mythoogy. P. 32.

(২) কালক্রমে বেদসংহিতার বিভিন্ন শাখায় স্বরগ্রামের উচ্চারণপদ্ধতিজ্ঞাপক সূত্রসমূহ বিভিন্নব্যক্তিকর্ত্তৃক রচিত হইয়া প্রাতিশাখ্যনামে অভিহিত হয়। ইহা প্রস্তাবের স্থানান্তরে পরিব্যক্ত হইবে।

(3) Weber's Indesche Studien. IV. P. 76

(৪) "মাসো মিত্রোবরুণো অর্যমায়ুস্ত্বিত্যেতৎ স্বক্তমধিগাবাবপতি চতুস্ত্রিংশৎবাজিনো দেববন্ধো রিত্যুষ্টৈকৈকএতাং বহুক্তীণাং পুরস্তাদ্দধতি নেদনায়তনে প্রণবং দধানেত্যেপো নেদেকবচনেন বহুবচনং ব্যবায়ামেতি ন তথা কুর্য্যাৎ সার্ব্বমেব স্বক্তমাবপেদুপ প্রাণাচ্ছমনং বাক্যং [?] প্রাণাৎ পরমং যৎসমস্তমিতি"। ১৮।৩। [৭।১] White Yajurveda. VOL. II, p 990. Ed, By. Dr, Albrecht Weber, Berlin.

"সর্ব্বেস্বরা ইন্দ্রস্যাত্মনঃ সর্ব্বউষ্মাণঃ প্রজাপতেরাত্মনঃ সর্ব্বে স্পর্শা মৃত্যোরাত্মনস্তং যদিস্বরেষূপালভেতেন্দ্রং শরণং প্রপন্নোহভূবং সত্বাপ্রতি বক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ।" ৩।

"সর্ব্বে স্বরা ঘোষবন্তো বলবন্তো বক্তব্যা ইন্দ্রেবলং দদানীতি সর্ব্ব উষ্মাণোহগ্রস্তা নিরস্তা বিবৃতা বক্তব্যাঃ প্রজাপতেরাত্মানং পরিদদানীতি সর্ব্বে স্পর্শা লেশেনাভিনিহিতা বক্তব্যা মৃত্যোরাত্মানং পরিহরাণীতি"। ৫। ছান্দোগ্যোপনিষৎ দ্বিতীয় প্রপাঠক। ২২ খণ্ড।

(৫) পাহি, নো অগ্ন! একয়া পাহ্যুত দ্বিতীয়য়া। পাহি, গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জাম্পতে! পাহি, চতসৃভির্বসো। ২। ৩৬।

শ্রীসত্যব্রত সামাধ্যায়ি ভট্টাচার্য্য-প্রকাশিত সামবেদসংহিতার কৌথুমী শাখার দ্বিতীয় খণ্ডের ২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

পণ করে। গ্রীশদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক প্লেতো (১) কেবল বাক্যসংযোজক নাম সংজ্ঞা) ও ক্রিয়ার বিষয় অবগত ছিলেন। তৎশিষ্য আরিস্তুতলের দর্শনশাস্ত্রোপযোগিনী ব্যাকরণবিজ্ঞতাও এই সংজ্ঞাদ্বয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে অলঙ্কার শাস্ত্রের সূত্রানুশীলন প্রসঙ্গে তিনি আর কএকটি সংজ্ঞা ব্যাকরণে প্রবেশিত করেন। জিনোদোতসের (২) (Zenodotos) পূর্ব্বে সর্ব্বনামের অস্তিত্ব ছিল না, এবং আরিস্তারকসের (৩) (Aristarchos) পূর্ব্বতনপণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই উপসর্গের বিষয় পরিজ্ঞাত হয়েন নাই (৪)।

এইরূপে বৈয়াকরণিক জ্ঞানের অনতিপরিস্ফুট ক্ষীণালোক যখন গ্রীশদেশে শনৈঃশনৈঃ প্রসৃত হইতেছিল, তখন উহা আর্য্যাবর্ত্তবাসী মহর্ষিগণের নির্ম্মলপ্রতিভাফলকে সংহত হইয়া পূর্ণাবস্থা পরিগ্রহ করে। প্লেতোর পূর্ব্ববর্ত্তী আপিশালী, গার্গ্য প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ ব্যাকরণে বিশিস্ট অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করেন। আপিশালীপ্রমুখ পণ্ডিতগণের পরবর্ত্তী মহর্ষি পাণিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তিসহকারে বৈয়াকরণিক জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ব্যাকরণাচার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন (৫)। এই সময়ে জিনোদোতস্ প্রভৃতি উইরোপের ব্যাকরণোপদেষ্টা পণ্ডিতগণ ভবিষ্যকালগর্ভে নিহিত ছিলেন। আরিস্তুতল বচনের বিভিন্নতা গ্রীশ দেশে প্রথমে প্রচার করেন, কিন্তু আমরা আরিস্তুতলের পূর্ব্বসাময়িক বেদের ব্রাহ্মণভাগে এবিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ দেখিতে পাই। আরিস্তুতল কারকের বিষয় অবগত ছিলেন না। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সংস্কৃত ব্যাকরণে সপ্তকারকের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছিল। যে আরিস্তারকস্ (Aristarchos) গ্রীশরাজ্যে উপসর্গের

(১) প্লেতো খ্রীঃ পূঃ ৪২৯ অব্দে মে মাসে জন্মপরিগ্রহ করেন। খ্রীঃ পূঃ ৩৪৭ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। Penny Cyclopedia vol, XVIII p, 230-241,

(২) প্রাক-ব্যাকরণবেত্তা জিনোদোতস্ খ্রীঃ পূঃ ২৮০ অব্দে তলোমীর রাজত্বসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। Penny Cyclopedia. vol, XXVII p, 772.

(৩) আরিস্তারকস্ খ্রীঃ পূঃ ১৫৮ অব্দে প্রাদুর্ভূত হয়েন। P. C. Vol. II p. 332.

4 Max-Muller's History of Ancient Sanskrit Literature p, 161.

(৫) আপিশালী, কাশ্যপ, গার্গ্য, গালব, শকটায়ন, শাকল্য, সেনক এবং স্ফোটায়ন, এই কএকজন বৈয়াকরণিক পাণিনির পূর্ব্বসাময়িক। ডাক্তর বোত্লিঙ্ক্ স্বপ্রকাশিত পাণিনি ব্যাকরণে ইহাঁদিগের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। Vide Dr, Otto Bohtlingk's Panini, vol, II, p, iii, v,

স্রষ্টা, সেই আরিস্তারকসের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি কাত্যায়ন স্বপ্রণীত প্রাতিশাখ্যে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ প্রভৃতি পদনির্দ্দেশক সংজ্ঞার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (১)। এইরূপে ব্যাকরণবিজ্ঞানের যে অংশেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই অংশেই গ্রীকজাতি অপেক্ষা হিন্দুজাতির প্রাচীনত্ব ও প্রাবীণ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শাব্দিকশ্রেষ্ঠ মোক্ষমুলর গ্রীক-দার্শনিক স্বনামবিখ্যাত প্রোতাগোরাসকে (২) ব্যাকরণের লিঙ্গনির্দ্দেশ বিষয়ে হিন্দুগণ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)। তাঁহার মতে প্রোতাগোরাসের পরবর্ত্তী পাণিনি হিন্দুদিগের মধ্যে প্রথমে ব্যাকরণসম্মত লিঙ্গনির্ণায়ক সূত্রসমূহ প্রচার করেন (২)। আমরা এস্থলে প্রস্তাবিত বিষয়ে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলাম। প্রোতাগোরাস্ পাণিনির পূর্ব্ব কি পরসাময়িক, যথাসময়ে তাহা উপন্যস্ত হইবে।

আমরা অতি সংক্ষেপে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের বৈয়াকরণিকজ্ঞানের প্রাচীনত্ব প্রদর্শন করিলাম। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মহর্ষি পাণিনিই আর্য্যবৈয়াকরণিক সমূহের মধ্যে পূজনীয় ও বরেণ্য। আপিশালীপ্রমুখ যে কতিপয় ব্যাকরণবেত্তা পাণিনির পূর্ব্বসাময়িক ছিলেন, তাঁহারা কেহই পাণিনির ন্যায় প্রাবীণ্য প্রদর্শনে সক্ষম হয়েন নাই। ফলে ঋষিশ্রেষ্ঠ পাণিনিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যাকরণাচার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না। এই মহামনস্বী কোন্ সময়ে কোন্ দেশ সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃষ্টপদ্ধতিক্রমে কোন পুস্তক বা প্রস্তরফলকে বিশেষ লিপিবদ্ধ হয় নাই। এতদ্বিষয়ক সমুদয় সত্যই ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং, ঈদৃশ অনিশ্চিত বিষয়ের সত্যবিনির্ণয় কালান্তরাগত ঘটনা-

(১) "নামাখ্যাতমুপসর্গোনিপাতশ্চত্বার্য্যাহুঃ পদজাতানি শাব্দিকাঃ।
তন্নাম যেনাভিদধাতি সত্ত্বং তদাখ্যাতং যেন ভাবং স ধাতুঃ॥
প্রাভাপরানিদুর্দ্দুরনুব্যাপাপসংপরি প্রতিন্যতাধি সূদবাপি॥
উপসর্গা বিংশতিরর্থবাচকাঃ সহেতরাভ্যামিতরে নিপাতাঃ।
ক্রিয়াবাচকমাখ্যাতমুপসর্গোবিশেষকৃৎ।
সত্ত্বাভিধায়কং নাম নিপাতঃ পাদপূরণঃ॥"
কাত্যায়ন প্রাতিশাখ্য।

(২) প্রোতাগোরাসের আবির্ভাব সময়সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ তাঁহাকে খ্রীঃ পূঃ ৪৭০ অব্দের লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। Penny Cyclopædia, vol, XIX p, 55.

আবার কেহ কেহ বলেন, প্রোতাগোরাস খ্রীঃ পূঃ ৪০০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। Vide Encyclopedia Britannica vol, XV, p, 505 506.

(1) Muller's Ancient Sanskrit Literature. P. 163.
(2) Ibid. P. 163.

পুস্তের বিচারসাপেক্ষ। সংস্কৃতবিৎ প-ণ্ডিতদিগের অনেকেই কেবল স্বকপোল-কল্পিত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পাণিনির সময় নির্ণয় করিয়াছেন। কেহ কেহ বা দুরবগাহ কুটতর্কজালে স্ববক্তব্য বিষয় এমনই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন যে, তাহা হইতে প্রকৃত ঘটনার উন্নয়ন এক রূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। দু-র্ভাগ্যক্রমে ভারতের একখানিও প্রকৃত ইতিহাস বিদ্যমান নাই। একটি হিরোদো-তাস অথবা একটি জিনোফন ও ভা-রতের হইয়া জন্মপরিগ্রহ করেন নাই। ভারতের নিমিত্ত অতীত সাক্ষিত্বের নিদর্শন স্বরূপ একটি এক্সোডাস ও কাহাকর্ত্তৃক বির-চিত হইয়া ভবিষ্যবংশীয়গণের অন্ধতমসা-চ্ছন্ন তর্কপথের আলোকবর্ত্তী হয় নাই। অতুল ভারতী কীর্ত্তি ভারতের সন্তানগণের হস্তে পড়িয়া কেবল কল্পনাসুলভ অপ্রা-কৃত বর্ণনাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। কালের কি অচিন্তনীয় প্রভাব! নিয়তিনেমির কি নিদারুণ পরিবর্ত্তন !!! যে প্রাচীন ভারত-বর্ষের মহিমা প্রভাবে ইউরোপের ঈয়তী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সেই ভারতবর্ষ এক্ষণে জ্ঞা-নের জন্য লালায়িত হইয়া ইউরোপের নি-কট ভিক্ষাপ্রার্থী!! ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বদ্ধপরিকর হইয়া অমৃতলাভাশায় ভারত-মহিমার নিদানভূত সংস্কৃতশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিতেছেন, ভারত নিশ্চেষ্টভাবে তাহা চাহিয়া দেখিতেছেন। ভারতের শক্তি নাই, চেষ্টা নাই, জাতীয়জীবনের কোন চিহ্ন শরীরে বর্ত্তমান নাই। অদ্য ভারত প্রমাদ-শয্যাশায়িত হইয়া যোগনিদ্রাভিভূত অনন্ত-শায়ী ভগবান্ ভূতভাবনের ন্যায় মোহনিদ্রা অনুভব করিতেছেন। স্বীয় অক্ষয়ভাণ্ডার পরকরতলগত দেখিয়াও ইহাঁর স্নিগ্ধশোণিত ধমনীমধ্যে মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইতেছে। ব-স্তুতঃই অদ্যতনভারত সূত্রসঞ্চালিত ক্রীড়া-পুত্তলীর ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন জড়ভাবাপন্ন। কিন্তু শাস্ত্রদর্শী ইউরোপীয়পণ্ডিতদিগকে শত ধন্যবাদ। আমরা কেবল তাঁহাদিগের যুক্তি ও বিচারশক্তিপ্রভাবেই ভারতের অনেক অপরিজ্ঞেয়কল্প বিষয় জানিতে সমর্থ হইতেছি। এই শাস্ত্রবিশারদগণের মৃত-সঞ্জিবনী বিদ্যাপ্রভাবে এক্ষণে প্রাচীন ভারতে জীবনীশক্তি পরিলক্ষিত হইতেছে। মহামহোপাধ্যায় পাণিনির কাল নির্ণয় করিতে যাইয়া যদিও অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত স্খলিতপদ হইয়াছেন, তথাপি কেহ কেহ সত্যপরায়ণতায় প্রণোদিত হইয়া স্বীয় অনন্যসাধারণ বিচারশক্তিপ্রভাবে এবি-ষয়ে অনেকাংশে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া-ছেন। আমরা যথাক্রমে স্বপ্রদর্শিত যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে, এই পণ্ডিতগণের হেতু-বাদের বৈধাবৈধতা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রস্তা-বিত বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হই-তেছি। (র)

(ক্রমশঃ।)

দেশের উন্নতি ও বিদ্যালোচনা।

যখন কোন জাতি স্বাধীন অবস্থায় থাকে;—যখন দেশীয়লোকের পরিশ্রমজাত সামগ্রী অথবা তদ্বিনিময়লব্ধ অর্থ দেশীয়লোকের অভাব মোচন করে এবং তাঁহাদিগেরই ভোগ্য হয়;—এবং যখন রাজ্যশাসনকার্য্য দেশীয়লোকের দ্বারা তাহাদিগেরই উপকার উদ্দেশ্য সম্পাদিত হয়; তখন সর্ব্বসাধারণের মন স্বচ্ছন্দ ও নিরুদ্বেগ থাকে বলিয়া, সেই জাতির মধ্যে সমধিক পরিমাণে বিদ্যার আলোচনা হইয়া থাকে।

প্রাচীন আর্য্য ও গ্রীক জাতির মধ্যে, এইরূপ অবস্থায় নানা প্রকার শাস্ত্রালোচনা উদ্ভূত হইয়াছিল। আরবদিগের অভ্যুদয়সময়ে তাহাদিগের মধ্যে বিদ্যালোচনার স্রোত প্রবাহিত হয়। ইউরোপীয় প্রাচীন অসভ্যজাতিসমূহ প্রথমে রোমসাম্রাজ্যের অধিকার, তৎপর রোমীয় পোপের কঠিনশাসন হইতে আপনাদিগকে বিমুক্ত করিলে পর, তাহাদিগের মধ্যে যে বিদ্যালোচনা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা সেই সমস্ত জাতিকে এইক্ষণ পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বপ্রধান পদ প্রদান করিয়াছে। আর্য্য, গ্রীক, রোমান ও আরব জাতির স্বাধীনতা-ধ্বংশ এবং তাহাদিগের নানারূপ বিড়ম্বনা হওয়াতে, এইক্ষণ তাহাদিগের সন্তানেরা অতীব হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছে, এবং তাহাদিগের মধ্যে বিদ্যালোচনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে বিদ্যার স্রোত ভারতবর্ষ হইতে পশ্চিমদিকে ইউরোপের প্রাচীন সভ্যজাতি সমূহের মধ্যে প্রবাহিত হইত। কিন্তু ইউরোপের আধুনিক সভ্যজাতীয়েরা স্বাধীন, তাঁহারা বাহুবলে সমস্তপৃথিবীর উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন; এইক্ষণ তাঁহাদিগের নিরুদ্বেগ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত মন সমধিক তেজের সহিত বিদ্যালোচনায় নিযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং এইক্ষণ বিদ্যার স্রোত পূর্ব্বের ন্যায় প্রবাহিত না হইয়া তাহার বিপরীত দিকে বহিতেছে;—এইক্ষণ সেই প্রাচীনধারা ইউরোপ হইতে পূর্ব্ববাহিনী হইয়া আমাদিগের দেশে আসিতেছে। কিন্তু এদেশের অবস্থা এইক্ষণ এমনই মন্দ হইয়া উঠিয়াছে যে, বিদেশ হইতে সেই স্রোত এতদূর আসিয়াও দেশে স্থান পাইতেছে না।

ইহার কারণ কি? বাল্মীকি ও ব্যাসদেব, কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ আর্য্যবংশে জন্মধারণ করিয়াছিলেন। পাণিনি ও দুর্গসিংহ প্রভৃতি ব্যাকরণকারেরা দেশীয় প্রাচীনভাষাকে মার্জ্জনা করিতে করিতে তাহার এমন এক আশ্চর্য্য আকৃতি ও গঠন দিয়াছেন যে, তাহা সমস্তপৃথিবীর বিস্ময় ও প্রশংসার স্থল হইয়া রহিয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রকারগণ

এবং আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য ও ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি গণিতকারগণ জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রের এত উন্নতি করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের উদ্ভাবিত তত্ত্ব ও প্রক্রিয়া নিচয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক, মাত্র অল্পদিন হইল, আবিষ্কৃত হইয়াছে। জৈমিনি, গোতম, কপিল, পাতঞ্জল প্রভৃতি ন্যায় ও মীমাংসা শাস্ত্রকারেরা ঐ সমস্ত চিন্তা ও যুক্তিমুলকশাস্ত্রে মনুষ্যবুদ্ধির অধিকারের চরমসীমা পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আর বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ও বৈষ্ণবসম্মত ভক্তিশাস্ত্রকারেরা মানবমনঃসম্ভূত ধর্ম্মভাবের বিচিত্রতার পরকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

এই সমস্ত ক্ষমতাবান্ লোক যে জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই জাতির সন্ততিরা কি এইক্ষণ বিদ্যালোচনা করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন ? মানসিক শক্তি সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অক্ষমতা নাই। কেবল অবস্থার নিষ্পেষণ হেতু আমাদিগের মনের সেই শক্তি তেজস্বিনী ও ফলোপধায়িনী হইতেছে না।

কোন কোন ইংরেজগ্রন্থকার এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে, এদেশীয় যুবকগণ যতদিন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন,তত দিন তাঁহাদিগের যেমন মানসিক প্রখরতা ও শক্তি লক্ষিত হয়, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেআর সেরূপ থাকে না। কেহ বলেন, এদেশীয়েরা তামাক খায় বলিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় তাঁহাদিগের মস্তিষ্ক নিস্তেজ হইয়া যায়। কেহ বাল্যবিবাহকে এই অবনতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এইরূপই হইয়া থাকে। ফলতঃ কোন ইংরেজ ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিবেন আমরা ইহা ভরসা করি না। আমরাও সর্ব্বদাই এইরূপ ঘটনা দেখিতে পাইয়া থাকি, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ইহার এই এক মাত্র কারণ যে, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার সময়েই আমাদিগের যুবকদিগের স্কন্ধে দরিদ্রতানিবন্ধ অসহনীয় ভার আসিয়া চাপিয়া পড়ে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ স্ব স্ব পরিবারদিগকে যে প্রকার সামাজিক সদবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন, এইক্ষণ দেশের সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনহেতু আমাদিগের সেই সামাজিক অবস্থা রক্ষা করিবার সাধ্য ও সুযোগ নাই। তথাপি সেই অবস্থা রক্ষা করিতে না পারিলে, মৃত্যু ও আমাদিগের নিকট শ্লাঘার বিষয় বোধ হয়। এই জন্য স্রোতের বিরুদ্ধে সন্তরণ করার ন্যায় সেই চেষ্টাতেই আমাদিগের সমুদয় ক্ষমতা নিঃশেষিত হইতেছে। যে স্বচ্ছন্দাবস্থা ও মনের স্ফূর্ত্তি বিদ্যা উপার্জ্জনের অদ্বিতীয় সহায়, দেশীয় লোকের ভাগ্যে তাহা নাই বলিয়া, আমরা প্রকৃত বিদ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেই পারিতেছি না।

আমাদিগের ক্ষমতা বিনষ্ট হয় নাই, তাহার বিশেষ কোন অপচয়ও হয় নাই,আ-

য়রা কেবল অবস্থার নিপীড়নে নিষ্পেষিত হইয়া ও দগ্ধ উদ্ভিজ্জের ন্যায় পত্রমুকুলবিহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছি। কোকিল বৃক্ষশাখায় বসিয়া কেমন মধুররবে গান করিতে থাকে, কিন্তু পিঞ্জর বদ্ধ হইলে তাহার কণ্ঠ হইতে সে স্বর আর নির্গত হয় না। মহাকবি কালিদাসও অন্নচিন্তার উৎকণ্ঠায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

স্বাধীনদেশে রাজার নিকট বিদ্যার অসামান্য মর্য্যাদা। দেশীয় বিদ্বজ্জনগণকে সম্মান করিয়া, রাজা আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করেন। অর্থচিন্তায় বা অপরবিধ সাংসারিকচিন্তায় তাঁহাদিগের মনোযোগ অন্যদিগে আকৃষ্ট হইতে না পারে, এই নিমিত্ত রাজভাণ্ডার হইতে তাঁহাদিগের জন্য বৃত্তি নিরূপিত হইয়া থাকে। যখন যিনি বিদ্যার আলোচনায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন, তখন তিনি রাজার নিকট হইতে সমধিক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী এবং দেশের অন্যান্য প্রধান লোকেরাও বিদ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সম্মানবৃদ্ধি ও উন্নতিলাভের একটি উপায় স্বরূপ বিবেচনা করেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্লাডস্টন ও ডিস্‌রেলী, এবং আরগিল্ ও রসল্‌প্রভৃতি আভিজাতগণ গ্রন্থরচনা করিয়া আপনাদগের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাহাতে সাধারণগ্রন্থকারমণ্ডলীরও কতই না সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছে। সুলেখক হেল্প্‌স্ সহচরভাবে সর্ব্বক্ষণ মহারাণী বিক্টোরীয়ার নিকটে থাকিতেন। গোবীজপ্রয়োগপ্রণালীর আবিষ্কর্তা ডাক্তর জেনার প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদ প্রবীণপণ্ডিতগণ রাজচিকিৎসকরূপে সর্ব্বদা রাজসদনে অবস্থান করেন। মহাকবি টেনিসন রাজসরকার হইতে পেন্সন পাইয়া স্বগৃহে বাস করেন, এবং মধ্যে মধ্যে অপূর্ব্বকবিতা প্রকাশ করিয়া জগৎ মোহিত করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডীয় প্রধানজ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতবর স্যার জর্জ্জ এয়ারী রাজভাণ্ডার হইতে বেতন পাইয়া বহুসংখ্যক অনুচরসহ গ্রীণউইচের মানমন্দিরে বসিয়া কেবল জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলনেই সময় অতিবাহিত করিতেছেন। অপরাপর সমুদয় প্রধান প্রধান পণ্ডিত ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কেবল বিদ্যার আলোচনাতেই নিযুক্ত রহিয়াছেন। প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে রাজা সম্মান সূচক প্রধান উপাধি প্রদান করেন। সমুদ্রগর্ভ সম্পর্কীয় প্রাকৃতিক তত্ত্ব অনুসন্ধান নিমিত্ত রাজব্যয়ে চেলেঞ্জার নামক সুপ্রসিদ্ধ অর্ণবপোত কতকগুলি রাজবেতনভোগী পণ্ডিতসমভিব্যাহারে সমুদয় সমুদ্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সম্প্রতি মন্ত্রীবর ডিসরেলী উত্তরমেরুসন্নিহিত দেশের পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত অর্ণবপোত পাঠাইবার কারণ অর্থব্যয় করিবার অঙ্গীকার করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীতে যশস্বী হইয়াছেন। বিগত পৌষ মাসে যখন সূর্য্যশুক্রের সংক্রমণ হয়, তখন ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতিকর্ত্তৃক

শত শত পণ্ডিত সুবিধাজনক স্থান হইতে সেই ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করার কারণ রাজ-ব্যয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বিগত সূর্য্যগ্রহণ পরিদর্শনার্থ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ শ্যামদেশে এবং তৎসন্নিহিত অন্যান্য স্থানে আসিয়াছিলেন।

ইউরোপের স্বাধীন দেশসমূহে বিদ্যালোচনার উৎসাহবর্দ্ধননিমিত্ত এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশেও পূর্ব্বে এইরূপ অবস্থা ছিল। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভা জগদ্বিখ্যাত। এইক্ষণও যে সমুদয় নামতঃস্বাধীন হিন্দু রাজা আছেন, তাঁহাদিগের সভায় রাজপণ্ডিত নিযুক্ত আছেন, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মানবৃদ্ধি ও অর্থসাহায্য হইয়া থাকে। মুসলমান সাম্রাজ্যের সময় আকবর প্রভৃতি উদারচেতা বাদসাহকর্ত্তৃক এদেশীয় পণ্ডিতেরা যথেষ্টপরিমাণে সম্মানিত হইতেন। আর দেশীয় লোকে রাজ্যশাসন-সম্পর্কীয় প্রধান প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব প্রদেশে রাজার অবস্থাপন্ন থাকিতেন। এবং তাঁহাদিগের বদান্যতা হইতেই দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী উদার রাজপ্রসাদস্বরূপ বৃত্তি ও পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়া নিরুদ্বেগ ও নিরুৎকণ্ঠচিত্তে বিদ্যার আলোচনায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিতেন। অপরাপর আঢ্যলোকেরাও পণ্ডিতদিগের সম্মানবৃদ্ধি ও তাঁহাদিগকে অর্থদান করিতে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করিতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা প্রাচীন নবরত্নসভার ন্যায় বিখ্যাত। দেশীয় রাজা, প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারী ও রাজকর্ম্মচারীদিগের উৎসাহবারিসিঞ্চনদ্বারাই নবদ্বীপ ও বিক্রমপুরে সংস্কৃত ভাষা ও তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যার আলোচনা স্থাপিত, বর্দ্ধিত, এবং অবশেষে অসামান্য উন্নতিপ্রাপ্ত হয়। নবদ্বীপ ও বিক্রমপুরের পণ্ডিতদিগের ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থলে এমন সুখ্যাতি ছিল যে, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, ও বারাণসীপ্রভৃতি স্থানহইতেও ছাত্র আসিয়া বাঙ্গালার প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগের নিকট তর্কশাস্ত্রাদি শিক্ষা করিতেন।

কিন্তু, এইক্ষণ আমাদিগের বিদেশীয় রাজপুরুষদিগের সন্নিধানে এদেশীয় শাস্ত্রব্যবসায়িপণ্ডিতদিগের, কিংবা সেই রাজপুরুষদিগের স্বদেশীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন আধুনিক কৃতবিদ্যলোকদিগের সম্মান বা পুরস্কার নাই। বিদ্যালোচনায় উৎসাহ প্রাপণের প্রধান দ্বারটি এদেশীয়লোকদিগের সম্বন্ধে এককালে অবরুদ্ধ হইয়াছে। কোন শাস্ত্রীয় পণ্ডিত, কিংবা ইউরোপীয় বিদ্যার এদেশস্থ উপাসক, অর্থচিন্তা হইতে বিমুক্ত থাকিয়া নিয়ত বিদ্যার অনুশীলন করিতে পারেন, এই নিমিত্ত ইংরেজগবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাদিগের জন্য বৃত্তি নিরূপিত হওয়া এমনই অসম্ভব ব্যাপার যে, অন্যান্য দেশের রাজনীতির অনুযায়ী বলিয়া কেহ এরূপ প্রস্তাব করিলে, তাঁহাকে বাতুল বলিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব পাগলাফাটকে পাঠাইবেন, এরূপ হওয়ারই অধিক সম্ভা-

বনা। পুরস্কার বা সম্মান প্রাপণের আশায় কোন প্রাচীন পণ্ডিত কোন ইংরেজ রাজপুরুষের নিকট গেলে, তাঁহার কতদূর সিদ্ধকাম হওয়ার সম্ভাবনা; অথবা কোন সাহেবের সহিত ঐরূপ একজন পণ্ডিত সাক্ষাৎ বা আলাপ করিতে গেলে কিরূপ দৃশ্য উপস্থিত হয়,তাহা অনায়াসেই কল্পনা করা যাইতে পারে। এদেশের একজন অতুলকীর্ত্তিসম্পন্ন অসাধারণ পণ্ডিত একদা ইংরেজদিগের একটি বিদ্যালোচনার মন্দিরে উপস্থিত হইতে যান; তাহাতে তিনি দেশীয় রীতি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেন বিলাতি জুতা পরিধান করেন নাই, এই অপরাধে প্রবেশ অধিকার প্রাপ্ত হইলেন না।

প্রধান প্রধান বিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপকতাকার্য্যে এদেশীয় বিজ্ঞলোকের নিযুক্ত হওয়ার কতদূর সম্ভাবনা আছে, তাহা এই এক কথা বলিলেই বুঝা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষের সমুদয় হিন্দুপণ্ডিতগণের সম্মিলনস্থান বারানসী নগরে, হিন্দুসন্তানগণকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্যও গবর্ণমেণ্ট একজন ইউরোপীয়কে অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। কলিকাতায় মুসলমানদিগকে আরবি কিংবা পারসি শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত ও একজন ইংরেজই নিযুক্ত আছেন।

ইংরেজ রাজপুরুষদিগের নিকট আধুনিক ইংরেজিবিদ্যায় পারদর্শী লোকেরাও যে প্রাচীন পণ্ডিতদিগের অপেক্ষা অধিকতর সমাদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এমত নহে। কলেজসমূহের প্রধান প্রধান অধ্যাপকতাকার্য্যে বিলাত হইতে অল্পবয়স্ক যুবকগণ আসিয়া নিযুক্ত হইয়া থাকেন; এদেশীয় শিক্ষকদিগের মধ্যে তেমন কেন বিদ্যা ও কার্য্যপটুতা প্রকাশিত হউক না, সেই সমুদয় উচ্চতর-অধ্যাপকতা তাঁহারা কখনও প্রাপ্ত হইতে আশা করিতে পারেন না। বঙ্গীয় একজন বিখ্যাতপণ্ডিত বিজ্ঞান আলোচনার জন্য একটি সভা স্থাপন করিবার মানসে, দেশীয়লোকদিগের নিকট ভিক্ষা করিয়া বহুপরিশ্রমে ৬০। ৬৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বঙ্গাধিরাজ তাঁহার নিকট তৎসম্বন্ধে এই পত্র লিখিয়াছেন যে, তিনি প্রস্তাবিত কার্য্যের সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে রাজকীয় ব্যয়ে ঐ বিষয়ের সাহায্য করার একটি কথাও নাই। অন্যান্যদেশে রাজকোষের অর্থেই এই সমস্ত গুরুতরকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

দেশের দরিদ্র অবস্থা নিবন্ধন সমুদয় ভদ্রপরিবারের যুবকদিগকেই জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চাকরীর অনুসন্ধান করিতে হয়। সুতরাং, ইংরেজীওয়ালা হইলেই সে চাকরীর উমেদওয়ার,অথবা অধীনস্থ চাকর শ্রেণীর লোক, ইংরেজ রাজপুরুষদিগের মধ্যে সকলের মনেই এইরূপ একটি সংস্কার জন্মে। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা সুশিক্ষিতলোকদিগকে কিরূপ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন, তাহা অনেকেই ভোগ করিয়া জানেন;

যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে ভোগ করেন নাই, তাঁহারা অনায়াসেই কল্পনা করিয়া বুঝিতে পারেন।

এইক্ষণ দেশের এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে,চাকরী ভিন্ন অধিকাংশ লোকেরই উপায়ান্তর নাই। সেই চাকরী পাওয়া প্রথমে যেমন উৎকট সাধনার কার্য্য, পাইলেও তাহা তেমনই মর্ম্মান্তিকযন্ত্রনার কারণ। প্রধান প্রধান রাজকার্য্যগুলি রাজার স্বজাতীয়দিগের জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছে। অবশিষ্ট অল্পবেতনের, অধিকপরিশ্রমের এবং অসুবিধার কার্য্যগুলির মধ্যেও যাহা ইংলণ্ডীয়েরা তুচ্ছ করিয়া গ্রহণ করেন না, উচ্ছিষ্টস্বরূপ কেবলমাত্র সেই সমুদয় চাকরীই এদেশীয়দিগের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। তাহাও কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীগণের বিদ্যা, উপযুক্ততা বা কার্য্যপটুতা অনুসারে বিতরিত হয় এমত নহে। অনেকে কালেজে বিদ্যাভ্যাস পূর্ব্বক অতি কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বারে দ্বারে চাকরীর জন্য লালায়িত হইতেছেন; অথচ রাজপুরুষদিগের খানসামা খেদমতগারদিগের জ্ঞাতি কুটুম্বেরা, কিংবা যাঁহারা কোন ইংরেজরাজপুরুষকে ধর্ম্মের বাপ ডাকিয়া অথবা অন্য কোনপ্রকারে বশীভূত করিয়াছেন তাঁহারা, আত্মীয় স্বগণসহ, ডেপুটীমাজিষ্টরী পাইতেছেন।

আত্মসম্মান এককালে বিসর্জ্জন না দিলে যে সকল উপায় অবলম্বন করা যায় না, চাকরী পাওয়ার জন্ম তদ্ভিন্ন উপায় নাই। চাকরী পাইলে যে কিছু উন্নতি দেশীয়দিগের ভাগ্যে ঘটে, তাহাও যে বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষানুসারে লাভ করা যায় এমত নহে। চাকরী পাইবার যে উপায়, চাকরী পাইলে উন্নতি লাভ করারও সেই উপায়। কত কত সদ্বিদ্বান্ ও উচ্চশ্রেণীরলোক সেই সকল উপায় অবলম্বন করিতে না পারিয়া সহস্র যোগ্যতা স্বত্বেও চাকরী পাইতেছেন না, অথবা পাইলেও তাহাতে উন্নতি হইতেছে না। অথচ সামান্যবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্যাহীন লোকেরা বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইতেছেন।

এদিগে ইংরেজি শিক্ষা করিয়া এদেশীয়লোকেরা ইংরেজদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইতেছেন, ইহা দেখিয়া অনেক ইংরেজের এই রূপ মত হইয়া উঠিয়াছে যে, এদেশীয়দিগকে উচ্চ ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া আদপেই অকর্ত্তব্য। লর্ড মেও এবং কেম্বেল সাহেবের সময় উচ্চতর ইংরেজি শিক্ষা উঠিয়া যায় যায় হইয়া রহিয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত ব্যাপার আলোচনা করিয়া, দেশীয় সুশিক্ষিত দিগের মনে বিদ্যালোচনা করিবার প্রবৃত্তি কি পরিমাম আছে এবং সেই আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতে তাঁহাদিগের কতদুর সুখ ও সুবিধা হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। সুশিক্ষিতলোকদিগের মনে এইক্ষণ স্বভাবতঃই নিরাশার ভাব প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহারা অভিমান ও লজ্জায় মনের সমুদয় তেজ ও স্ফূর্ত্তিতে বঞ্চিত হইয়া

পড়েন। বিদ্যার প্রতি তাঁহাদিগের যার পর নাই অনাদর ও অশ্রদ্ধা জন্মে। কেহ কেহ, রাগে ও দুঃখে দিশাহারা হইয়া, অবশেষে এই বলিয়া মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিন্দা করিয়া থাকেন যে, তিনি শিশু-শিক্ষা পুস্তকে 'লেখা পড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই,'। 'লেখা পড়া যেই জানে, সর্ব্বলোকে তারে মানে,'। ইত্যাদি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা মিথ্যা কথা।

আধুনিক সুশিক্ষিতদিগের যে এই প্রকার বিড়ম্বনা,তাহা হয় ত যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা করেন নাই, সুতরাং ভুক্তভোগী নহেন, তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না; এবং যে সমস্ত ক্ষীণবীর্য্য অকর্ম্মণ্য লোকেরা যাহা কিছু চাকরীর উন্নতি লাভ করিয়াই মনে করেন যে,তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যথেষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাও স্বীকার করিবেন না। কিন্তু আমরা প্রথমোক্ত ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করি,যে সকল লোকে ডেপুটীমাজিষ্টরী, মুনছেফী কিংবা দেশীয়দিগের মধ্যে অন্য অন্য উচ্চপদ প্রাপ্ত হন অথবা তাহাতে উন্নতি লাভ করেন,তাঁহারা কি উপায় অবলম্বন করিয়া কত লাঞ্ছনার পর ঐ রূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ঐ সমস্ত পদে থাকিয়াই বা কেমন সুখে আছেন, এবং শরীরের শোণিত জল করিয়া যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন,তাহা উন্নতি লাভের পক্ষে কত দূর কার্য্যকরী হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয় গোপনে জিজ্ঞাসা করিবেন।

পূর্ব্বে, দেশীয় আঢ্যলোকেরা বিদ্যার বিলক্ষণ সম্মানবৃদ্ধি ও উৎসাহদান করিতেন, কিন্তু এইক্ষণ দেশমধ্যে আঢ্যলোকের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। তাঁহাদিগের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছে। সুতরাং যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিরা প্রতিপালিত ও বিদ্যালোচনায় উৎসাহ প্রাপ্ত হইতেন, ক্রমেই তাঁহারা লুপ্ত হইতেছেন; অথবা তাঁহাদিগের সেই আশ্রয়দান করিবার ক্ষমতা বিনাশ পাইতেছে; কিংবা দেশের পরিবর্ত্তিত অবস্থাতে তাঁহাদিগকে সামাজিক সম্মানরক্ষার জন্য নূতন প্রকার কার্য্য কলাপে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের স্থলবর্ত্তী এইক্ষণ পঞ্জিকায় "নবদ্বীপাধিপতি নৃপতেরনুজ্ঞয়া,, লিখিত হওয়া অপেক্ষা মাজিষ্টর সাহেবের রিপোর্টে তাঁহার নাম উল্লিখিত হওয়া অধিক সম্মানের বিষয় মনে করেন। নবদ্বীপের প্রধানতম পণ্ডিত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে যত না সম্ভ্রম অনুভব করেন, একজন সামান্য ইংরেজকে আপনার গাড়িতে লইয়া বেড়াইতে পারিলে তদপেক্ষা অধিকতর সম্মানের বিষয় জ্ঞান করেন। আমরা এই নিমিত্ত তাঁহার দোষ দি না। অবস্থার এমনই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া এইরূপ করিতে হয়।

পূর্ব্বে ধনীরা পণ্ডিতদিগকে অকাতরে অর্থদানও করিতেন,এইক্ষণ পণ্ডিতেরাপ্রায় একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। টোল সমুদায়

উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে হইয়াছে। এইক্ষণ পণ্ডিতেরা বিদ্যার উপযুক্ত গৌরব পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদরপূর্ত্তির নিমিত্ত জম্বুকচাতুর্য্য অবলম্বন করিয়া, মুদি পশারির বাড়ীতে "শ্রুত্বাতিদূরে ভবদীয় কীর্ত্তিং„ বলিয়া উপস্থিত হইতে, এবং যখন যে ব্যক্তির নিকট যাচ্ঞা করিতে যান, তখন তাহারই মনোরঞ্জন করিয়া কথা বলিতে অথবা শ্লোক পড়িতে বাধ্য হইতেছেন।

দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের এই দুর্গতি এবং বিদেশীয় বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন বি এ, এম এ, ইত্যাদি উপাধিধারী কৃতবিদ্য যুবকবৃন্দের অতৃপ্তবাসনাসম্ভূত চিরবিরস বদন দেখিয়া কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়?

দেশীয় লোকের অবস্থার হীনতা হেতু যে আমাদিগের মধ্যে বিদ্যার উচিত মত আলোচনা হইতে পারে না, তাহার আর বহুল বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। যিনি এই সমুদয় বিষয় কিঞ্চিৎমাত্রও চিন্তা করেন, তিনিই আমাদিগের এই সকল কথার যথেষ্ট প্রমাণ ও দৃষ্টান্তস্থল দেখিতে পাইবেন।

কিন্তু বিদ্যার আলোচনা ও লোকের অবস্থা এই দুইএর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যে দেশে বিদ্যার আলোচনা অধিক, সেই দেশের লোকের অবস্থা উৎকৃষ্টতর; যে দেশে বিদ্যার আলোচনা অল্প, সেখানকার লোকের অবস্থা অপকৃষ্ট। পক্ষান্তরে অবস্থা উত্তম হইলে বিদ্যালোচনার সুবিধা জন্মে ও তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, আর অবস্থা মন্দ হইলে কোন জাতির মধ্যেই বিদ্যালোচনার স্রোত প্রবল তেজে প্রবাহিত থাকিতে পারে না।

যদি কোন বাহ্য বা আভ্যন্তরিক কারণবশতঃ কোন জাতির অবস্থা অপকৃষ্ট হয়, অমনি তাহাদিগের মধ্যে বিদ্যালোচনার ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে; এবং বিদ্যালোচনার ত্রুটির সহিত অবস্থার অপকৃষ্টতা আরও বৃদ্ধি পায়। এইরূপ ক্রমেই সেই দেশের লোক অধোগতির দিকে, ক্রমনিম্ন ধরাতলে গতিবিশিষ্ট মসৃণ গোলকের ন্যায়, বর্দ্ধমান বেগের সহিত গমন করিতে থাকে।

আমাদিগের দেশের অবস্থাও এইরূপ হইয়াছে। স্বাধীনতা ভ্রষ্ট হওয়াতে আমরা দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছি, বিদেশীয় লোকেরা আমাদিগের স্বর্ণগর্ব্বা মাতৃভূমির অধিকারী হইয়াছেন। আমাদিগের এইক্ষণ এরূপ সামর্থ্য নাই যে, স্বচ্ছন্দ বা স্বচ্ছল অবস্থায় জীবিকা নির্ব্বাহ করি। অন্নচিন্তার উৎকণ্ঠা আমাদিগের মন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সুতরাং বিদ্যার আলোচনাতে অসামান্য উন্নতিলাভ করিবার ক্ষমতা থাকিলেও আমরা তাহাতে অসমর্থ হইতেছি, এবং এই হেতু দেশের অবস্থা আরও অপকৃষ্ট হইতেছে।

যেমন জ্বরবিকার-সমাক্রান্ত রোগীর ঔষধ বা পথ্য গ্রহণের প্রতি ভয়ানক অরুচি জন্মে, এবং ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ না করাতে রোগের আরও বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ অবস্থার অপকৃষ্টতা এবং উচিতমত সদ্বি-

দ্যার আলোচনার অভাব, পরস্পরের প্রতিপোষক হইয়া উভয়েই তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ভাবে আরও কতক কাল গত হইলে যে আমাদিগের জাতীয় মৃত্যু বা লোপাপত্তি হইবে,ইহা বুঝিবার নিমিত্ত অধিক ভবিষ্যদ্দৃষ্টি আবশ্যক করে না।

এইরূপ অবস্থায়, যেমন রোগীর অরুচি স্বত্ত্বেও প্রাণান্ত করিয়া কটু কষায় ঔষধ এবং বিস্বাদ পথ্য গ্রহণ করিতে হয়, সেই রূপ অবস্থাঘটিত সহস্রপ্রতিবন্ধকতা স্বত্ত্বেও আমাদিগের হিতকর সদ্বিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। (দী)

কবিতা ও বনিতা।

যাহারা বিষয়মুগ্ধ, বণিক্‌চরিত্র, এবং কেবল ক্ষতিলাভ গণনাতেই তৎপর,তাহাদিগের নিকট কবিতারও আদর নাই এবং বনিতারও সম্মান নাই। বধিরের নিকট বংশীধ্বনি,বরাহের নিকট গজমুক্তা এবং বানরের কণ্ঠে মণির হার সুখেরও নহে, শোভারও নহে। বান্ধবের পাঠকবর্গ সে শ্রেণীর লোক নহেন। তাঁহারা সকলেই সুরসিক, সুপুরুষ। তাঁহারা কবিতা ও বনিতা উভয়েরই মর্য্যাদা জানেন,—কবিতার রসমাধুরীরও স্বাদগ্রহণ করেন এবং কান্তার প্রণয়মধুর পবিত্র প্রিয়সম্ভাষণেও মোহিত হন। আমি এই নিমিত্ত মনে করিয়াছি, আজ আমার বৃদ্ধত্ব কিছু কালের জন্য বিস্মৃত হইয়া, এই বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিব; এবং এই দুইয়ে কি কি অংশে বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা তাঁহাদিগকে অতি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিব।

সুপুরুষেরা বনিতার কিরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া সুখী হন? তাঁহারা স্বাভাবিক লাবণ্য দেখিতেই ভাল বাসেন? না, কৃত্রিম আভরণের কৃত্রিম কান্তির জন্য লালায়িত হন? আমি বিবেচনা করি,যাঁহারা আভরণপ্রিয়, তাঁহারা আধুনিক লোক। তাঁহাদিগের চক্ষু আছে, চক্ষে দৃষ্টি নাই; হৃদয় আছে, হৃদয়ে রস নাই। যথার্থ চক্ষুষ্মান্ ও যথার্থ হৃদয়বান্ ব্যক্তির নিকট কি বনিতা, কি কবিতা, স্বভাবের নিরাভরণ শোভাই উভয়ত্র চিত্তহারিণী। কে বসন্তের মৃদুমন্দতহিল্লোল পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রময় বীজনের জন্য ব্যাকুলিত হয়? কোন্ মূঢ়ব্যক্তি চন্দ্রিকার স্নিগ্ধ আলোকে উপেক্ষা করিয়া দীপালোকদর্শনের অভিলাষে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে? শিশিরসিক্ত পদ্মাসনে চক্ষুর যেরূপ তৃপ্তি জন্মায়, রক্তপুষ্প অতি সুদৃশ্য হইলেও কি উহার নিকট সে তৃপ্তির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? যাঁহারা, বাল্মীকি কি কালিদাসের স্বভাবসুন্দর মনোহর কবিতায় অনাদর প্রদর্শন করিয়া নৈষধের 'পদে পদে সন্তি ভটা রণোদ্ভটা' ইত্যাদি কবিতার জন্য উৎসুক হন, তাঁহারাও যেমন রসিক; যাঁহারা বনি-

তার অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যরাশিকে কৃত্রিম আভরণ রাশি দিয়া ঢাকিয়া রাখেন, তাঁহারাও তেমনই রসিক। আমি উভয়কেই শত হস্ত দূর হইতে অভিবাদন করি।

কবিতার আর এক গুণ রসমাধুর্য্য, এবং বনিতার আর এক গুণ রসগ্রাহিতা। রস ও রসিকতা প্রভৃতি শব্দ মূর্খের কর্ণে অগ্নিবর্ষণ করে। তাঁহারা আপনারা অপবিত্র বলিয়া প্রকৃতির চিরপবিত্র পুণ্যনিকেতনকেও অপবিত্র মনে করেন, এবং যেদিগে চান সেইদিগেই শুদ্ধ অপবিত্রতা দর্শন করিয়া দুঃখে দগ্ধীভূত হন। কিন্তু সকলে তাঁহাদিগের মত দুর্ভাগ্য নহে। রসমাধুর্য্য কি রসিকতা তাঁহাদিগের নিকট যেমন হউক, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের নিকট অতি প্রিয় বস্তু। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক রসলেশশূন্য কবিতা পড়িয়াও সুখী হয় না, এবং শ্মশানচামুণ্ডার ন্যায় উর্দ্ধনয়না ও ভস্মবদনা বনিতার সাহচর্য্যসুখও ভোগ করিতে চায় না। এই উভয়ই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কি অনুর্জ্জসের উৎকৃষ্ট সঙ্গিনী। পার্থিব জীবনে তাঁহাদিগের সহিত কাহারও কোন প্রয়োজন নাই। সুখের জন্য কবিতা পড়ি, সুখ ও শান্তির লালসায় বনিতার নিকটবর্ত্তী হই। যদি তাহাই না হইল, তবে আর সে কবিতা কি সেই বনিতার আবশ্যকতা কি?

তবে এস্থলে একটি কথা বিশেষরূপে বলিয়া রাখা উচিত হইতেছে। কবিতার রসমাধুর্য্যেও শিষ্টতার অবগুণ্ঠন চাই; এবং বনিতার রসিকতাতেও লজ্জার শোভন আবরণ চাই। লজ্জা অবলার স্বভাবসুলভ অপূর্ব্ব অলঙ্কার, এবং শিষ্টতার অবগুণ্ঠনও কবিতার অপরিহার্য্য ভূষণ। এই দুইয়ের তুলনা নাই। ভবভূতি কি মিল্টনের কবিতাকে কে রসশূন্য বলিয়া নিন্দা করিবে? যদি উত্তরচরিতের প্রেমপ্রসঙ্গে অথবা আদম ও ইভার প্রণয়রসপূর্ণ পবিত্র কথোপকথনেও রস না থাকে, তবে ব্রহ্মাণ্ডে ফুলে, ফলে, ও লতামুকুলে কিছুতেই রস নাই। কিন্তু সে রস নির্ম্মল ও নিরবদ্য,—গিরিনদীর নির্ঝরকণার ন্যায় শীতল ও অপঙ্কিল; প্রকৃতির মোহনচ্ছবির ন্যায় গম্ভীর অথচ মাধুর্য্যপূর্ণ। অশিক্ষিত ইতর লোকেরা সে রসের স্বাদ পাইতে পারে না। তাহাদের হৃদয়বৃত্তি তদনুরূপ মার্জ্জিত নহে; সুতরাং তাহাদের জন্য গ্রাম্য কবির জঘন্য গ্রাম্য মদিরা চাই। কিন্তু যাঁহারা তাদৃশ হীনাবস্থা অতিক্রম করিয়া মনুষ্যত্বের উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐরূপ রসেই স্বর্গীয় সুধার স্বাদলাভ করিয়া কৃতার্থ হন। আর দেখ, রামহৃদয়-সরোজিনী জনকনন্দিনীকেই বা কে অরসিকবনিতা বলিয়া কবিকল্পনার অনুপযুক্ত অবলম্ব বলিতে সাহস পাইতে পারে? অবনীতে কখনও কোন দেশে এইরূপ প্রেমগতপ্রাণা পতিপরায়ণা কামিনী জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন কি না সন্দেহের বিষয়। যদি জানকীর হৃদয়কেও রসপূর্ণ না বল, তবে রসিকতা শব্দের কোন অর্থই সম্ভবে না। কিন্তু এ রসিকতা আর এক সামগ্রী। ইহা

লজ্জা ও পবিত্রতার আবরণে এমনই এক অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক কান্তি লাভ করিয়াছে যে, ইহার সংস্পর্শে, চন্দ্রালোকস্পৃষ্ট নৈশ কুসুমের ন্যায়, সমস্ত সংসারই অমৃতাভিষিক্ত হয়, অথচ মনের উচ্চবৃত্তি সমূহ ব্যথিত হয় না। ইহাতে প্রেম আছে, পঙ্ক নাই; আনন্দের উচ্ছ্বাস আছে, আমোদের ফেনিল আবিলতা নাই; এবং ঈষন্মুকুলিত গোলাপের মৃদু হাসা আছে, ধুতুরার অট্টহাস নাই। ইহা ফুটে অথচ ফাটিয়া পড়ে না, দ্রবে অথচ বিগলিত হয় না। যাঁহারা রসের স্বাদগ্রহণে সমর্থ, তাঁহাদিগের নিকট এইরূপ রসপূর্ণ কবিতা এবং ঈদৃশী রসিকা বনিতা মনোময় কল্পতার মহৌষধিস্বরূপ। দুঃখের বিষয় এই, অনেক বনিতা রসিকতার অনুরোধে বিপথগামিনী হন; এবং অনেক কবিতাও রসধারা বর্ষণ করিতে গিয়া পরিশেষে বিষধারা বর্ষণ করে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা ঐরূপ বনিতা ও ঐরূপ কবিতাকে বিষাক্ত বাহুবল্লীর ন্যায় স্বকীয় দেহ ও হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন।

কবিতা ও বনিতার আরও সহস্র সাদৃশ্য আছে। যথা, কবিতায় শব্দবাহুল্য, বনিতায় মুখরতা; কবিতার ব্যঙ্গোক্তি, বনিতার বিদ্রূপগর্ভ অস্ফুট পরিহাস; কবিতার বীররস এবং বনিতার হৃদয়োদ্দিপিনী ওজস্বিনী বাক্যাবলী, ইত্যাদি। আমি এ সকলদিগে দৃষ্টি না করিয়া এতদুভয়ের আর একটি অপূর্ব্ব সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াই নিবৃত্ত হইব।

প্রিয় পাঠক! তুমি মন খুলিয়া বলিতে পার, তুমি কবিতাকে অত ভাল বাস কেন? যদি তোমার সঙ্কোচ অথবা লজ্জা বোধ হয়, আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিব। মনুষ্য মাত্রই পাপী, মনুষ্য মাত্রই নানাদোষে দোষী। যন্ত্রণার উপর যন্ত্রনা এই, পাপী মনুষ্য পরস্পর সহানুভূতি না দেখাইয়া একজনে আর একজনকে শ্রুতিকঠোর কর্কশভাষায় হিতোপদেশ দেন, এবং আর দশপ্রকারে একে অন্যের পোড়া ঘায়ে লবনের ছিটা দিয়া পরস্পর বিষম যন্ত্রণার কারণ হন। কবিতা ও কমনীয়প্রকৃতি বনিতায় সে দোষ নাই; ইহাঁরা উভয়েই মধুরভাষিণী। ইহাঁদিগের নীরব উপদেশে দগ্ধপ্রাণ শীতল হয়। কোন দোষ করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা উপদেশ দেন; সে উপদেশ, কারাবাস অথবা প্রাণদণ্ড। দোষীকে ধর্ম্মধ্বজী যাজকেরাও উপদেশ দিয়া থাকেন; সে উপদেশ অভিসম্পাত অথবা অন্ধকারময় অতলস্পর্শ নরক। কিন্তু কবিতা ও বনিতার উপদেশ, অশ্রুকণা, উষ্ণনিশ্বাস, অথবা মলিনমুখে মলিনহাসি;—হৃদয়ে নিষ্ঠুর আঘাত করে না, অথচ হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত উদ্বেলিত করিয়া তুলে; সৌন্দর্য্যের যে বিমলচ্ছবি কপালদোষে চিত্তপট হইতে অপসারিত হইয়াছে, তাহাকে আবার আনিয়া ধীরে ধীরে সেই স্থানে স্থাপিত করিয়া দেয়; এবং মৃতকল্প আত্মায় ধীরে ধীরে অমৃত সিঞ্চন করিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ

প্রদীপকে পুনরায় প্রজ্বলিত করে। ইহারই নাম কবিতা, ইহারই নাম বনিতা; সুখের সঙ্গিনী, দুঃখেরও সঙ্গিনী; চিরবিনোদিনী, চির কল্যাণবিধায়িনী। (শ্রীজ্ঞানানন্দসরস্বতী।)

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। বিচিত্র মিলন নাটক। শ্রীমদন মোহন মিত্র প্রণীত। —এই গ্রন্থের রচয়িতা এক জন লব্ধনামা সুলেখক। তাঁহার লেখনীনিঃসৃত কাব্য নিচয় পাঠকসমাজে অপরিচিত নহে। আমরা ভরসা করি, বিচিত্র-মিলনও শীঘ্রই পরিচিত হইবে। যাঁহারা ভ্রমরপ্রকৃতি, তাঁহারা ইহাতে প্রচুর পরিমাণে মধু লাভ করিবেন; যাঁহারা পরিহাস-রসিক, তাঁহারা অভীপ্সিত ভোগ্যসামগ্রী প্রাপ্ত হইবেন; এবং যাঁহারা সৌন্দর্য্যপ্রিয়, তাঁহারাও অনেক স্থলে সুন্দর ছবি দেখিয়া সন্তোষ পাইবেন। ইহার অধিকাংশ লেখাই আমোদপূর্ণ, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দুই একটি কবিতা নিতান্ত গম্ভীর; পাঠ করিবার সময় আনন্দ হয় এবং মনে মানবপ্রকৃতি বিষয়ে নূতন চিন্তার উদ্রেক হয়। তবে একটি কথা এই, বিচিত্র মিলনে কল্পনার যাহা কিছু বৈচিত্র্য আছে, তাহার প্রায় সমস্ত ভাগই কবিগুরু সেক্সপীরের। সেক্সপীরের বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া নামে এক খানি নাটক আছে। এখানি তাহারই প্রতিবিম্ব। যাঁহারা ইংরেজীতে উক্ত প্রসিদ্ধ নাটক খানি পড়িয়াছেন, তাঁহারা প্রতিকৃতির বিস্তর প্রশংসা করিবেন, সন্দেহ নাই।

২। বিনোদিনী। মাসিক পত্রিকা, শ্রীমতী ভুবন মোহিনী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।—আমরা এই পত্রিকা খানি পাঠ করিয়া আনন্দিত ও আশান্বিত হইলাম। স্থানাভাববশতঃ এবার ইহার বিশেষ সমালোচনা করা গেল না, কিন্তু ২।১ মাস দেখিয়া ইহার সম্বন্ধে কএকটি কাজের কথা বলিতে আমাদিগের ইচ্ছা রহিল। কারণ, এই পত্রিকা খানির উন্নতির সহিত এদেশীয় অন্তঃপুরবাসিনীদিগের শিক্ষাগত উন্নতি ও অবনতি এবং রুচি ও মতি গতির অনেক সম্বন্ধ আছে। এই সংখ্যায় 'বাঙ্গালির জ্ঞানালোক' নামে একটি কবিতা দেখিলাম। সাধারণীতে ভুবনমোহিনী দেবীর যে সকল কবিতা দেখিয়াছি, তাহার অনেকটিই নূতনমেঘে চপলার চমকের ন্যায় চিত্তহারিণী; এটি তেমন নহে। এটিতে প্রতিভার সেই স্ফুরণ নাই, কথা গাঁথনিরও সেই মনোহারিত্ব নাই। এটি বিষাদমলিনা অবসন্না বর্ষীয়সীর বিলাপ মিশ্রিত উপদেশের মত, একটু নীরস অথচ একটু অধিক গাঢ়। দিগম্বরের অতিথি-সেবা নামক উপন্যাসটি মন্দ নহে। যদিও এই রূপ কাহিনী এদেশে প্রাচীন পিতামহীদিগের মুখে অনেক শুনিতে পাওয়া

যায়, তথাপি মধ্যে মধ্যে নূতন ভাবের সমাবেশ [illegible] সমগ্র অংশটি নূতনবৎ [illegible] হইয়াছে। শেষ অংশ কৌতুক-লোদ্দীপক, এবং লেখা সরল, সরস ও সুখ-পাঠ্য। সম্পাদিকা বান্ধবের অভিবাদন ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

৩। ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের বর্ত্তমান অভাব। শ্রীরাজনারায়ণ বসুদ্বারা অভিব্যক্ত।—শ্রীযুক্ত বসুজমহাশয় এক জন বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ মান্য ব্যক্তি। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের ইদানীন্তন অবস্থা সম্বন্ধে ইংরেজী ও বাঙ্গালায় অনেকখানি গ্রন্থ প্রকটন করিয়াছেন। তন্মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থখানি যেমন সরল, তেমন সাহসব্যঞ্জক। আমরা এইরূপ সরলতা ও সৎসাহসের অগণ্য সাধুবাদ দি। ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে চাও ত, হৃদয়ের কবাট এই রূপ খুলিয়া দাও। নতুবা, প্রশংসা কি প্রিয়সম্ভাষণের লোভে কপটতা অবলম্বন করিয়া, সংসারে কপটতার স্রোত অবরোধ করা কখনই সম্ভবপর হইবে না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত আদর্শ কি, এবং বর্ত্তমান ব্রাহ্মগণ তাহা হইতে কত দূর প্রচ্যুত হইয়াছেন, সে বিষয়ে আমরা কোন অভিমত ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, তাহা হইলে আমরা সমালোচনা করিতে গিয়া অনর্থক ধর্ম্মবিষয়ক কুটতর্কে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িব। কিন্তু আমরা ইহা না বলিয়া পারি না যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহাই আদর্শ হউক, বর্ত্তমান গ্রন্থকার মানবজাতির ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতার এক জন হৃদ্গত বন্ধু।

পাণিনি সম্বন্ধে ক্রোড়পত্র

☞ মুদ্রাঙ্কণ সময়ে আমাদের একটু ত্রুটি হইয়াছে। বিবেচক পাঠকবর্গ সেই ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া নিম্নের (১) চিহ্নিত নোটটি ১২ পৃষ্ঠার (১) চিহ্নিত নোটের সহিত সংযোজন করিয়া, এবং (২) চিহ্নিত নোটটি ঐ পৃষ্ঠার (২) চিহ্নিত নোটের পরিবর্ত্তে পাঠ করিবেন। আর, ১৩ পৃষ্ঠায় নোটের দ্বিতীয় পংক্তিতে ব্রাকেটের মধ্যে "বক্‌দেশ" লিখিত আছে; ইহার স্থলে "বাহ্লীকদেশ" পড়িবেন।

(১) সচরাচর এই গ্রন্থ 'জেন্দাবস্তা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরন্তু পহ্লবী ভাষায় ইহার নাম 'আবস্তা-জেন্দ' উক্ত হইয়াছে। আধুনিক পারসীক যাজকসম্প্রদায়ের মতে আবস্তার অর্থ পবিত্রগ্রন্থের মূলভাগ, এবং জেন্দ শব্দে আবস্তার পহ্লবীভাষায় অনুবাদিত অংশ বুঝাইয়া থাকে। শ্রীযুত মার্টিন হগ সাহেবের মতে 'জেন্দ' শব্দ অনুবাদ বা ভাষ্য মাত্রেরই প্রতিপাদক। এই অনুবাদের সঙ্গে টিপ্পনীস্বরূপ যেসমস্ত বাক্য আছে, তৎসমুদয় "পাজেন্দ" নামে উক্ত হইয়া থাকে।

Vide "Essays on the Sacred Language, Writings, and Religion of the Parsees." By Martin Haug, Dr Phil. P P. 120, 121, and "American Oriental Society's Journal" Vol. V P. 348-358.

(২) 'জেন্দাবস্তা, কোন্ সময়ে প্রচারিত

হয়, তাহা অদ্যাপি সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয় নাই। এই গ্রন্থপ্রণেতা জোরোস্তারের (†) আবির্ভাবকালসম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক মতবৈষম্য আছে (‡)। প্লিনি, জোরোস্তার ও মোজেসের তুলনাপ্রসঙ্গে, বলিয়াছেন যে, জোরোস্তার মোজেসের কএক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন (Histori Naturalis. XXX 2.) লিদিয়া দেশবাসী জানথস্ (Xanthos. 470 B.C.) নামক জনৈক প্রাচীন গ্রীক লেখকের মতে জোরোস্তার সুবিশ্রুত ত্রোজান যুদ্ধের ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে (প্রায় খ্রীঃ পূঃ ১৮০০ অব্দে) জন্মপরিগ্রহ করেন। আরিস্তত্তল ও ইউদোক্সস্ (Eudoxus) জোরোস্তারকে প্লেতোর ৬০০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিরোসস্ নামক বাবিলন দেশীয় ইতিহাসলেখক, তাঁহাকে বাবিলনের রাজা ও রাজবংশসংস্থাপয়িতা বলিয় উল্লেখ পূর্ব্বক খ্রীঃ পূঃ ২২০০ ও খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ের অংশ তদীয় রাজত্ব কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং অপরাপর লেখকগণ জোরোস্তারকে ত্রোজান যুদ্ধের ৫০০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন [Vide Pliny Historia Naturali. XXX. 1-3]

পারসীকগণের বিশ্বাস যে, তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দরায়ুসের পিতা হিস্তাস্পেসের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা এই হিসতাস্পেস্ ও জেন্দাবস্তালিখিত কববিস্তাস্পকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ পূর্ব্বক খ্রীঃ পূঃ ৫৫০ অব্দ তাঁহার রাজত্ব কাল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শ্রীযুত হগ সাহেব পারসীকদিগের এই বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। কববিস্তাস্পের নাম সাহনামা গ্রন্থে "কেইগুস্তাস্প্" লিখিত আছে। দরায়ুসের পিতা হিস্তাস্পেস্ এবং জেন্দাবস্তোক্ত কববিস্তাস্প (সাহনামার কেইগুস্তাস্প্) উভয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। যাহাহউক শ্রীযুত হগ এই সমস্ত মতের উল্লেখ করিয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলিয়াছেন যে, জোরোস্তার খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। Vide Haug's 'Essays on the Sacred &c. &c." P. 129-130 and P. 252-255. Also "Calcutta Review' Vol. LIX No CXVIII P. 242-243.

(†) আবস্তার যশ্নভাগে ইহাঁর নাম 'জোরথুস্ত্র স্পিতম', বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রীকগণ এই শব্দের অপভ্রংশে ইহাঁকে "জরাথ্রুদস" বা "জরোয়স্ত্রেস" এবং রোমকেরা জোরোস্তার বলিয়া থাকেন। আবস্তা-প্রণেতা এই শেষোক্ত নামেই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট পরিচিত হইয়াছেন। পারসীকগণ এই নামের পরিবর্ত্তে ইহাঁকে জারদোস্ত্ বলিয়া উল্লেখ করেন।

(‡) সমস্ত জেন্দাবস্তা গ্রন্থকে গ্রীক, রোমক ও পারসীকেরা জোরস্তার প্রণীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইদানীন্তন শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণের মতে উহা এক জনের প্রণীত নয়। শ্রীযুত হগ্ সাহেব অনুমান করেন, জোরোস্তার প্রবর্ত্তিত এই ধর্ম্মগ্রন্থের শেষ ভাগ খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, এবং ইহা সমাপ্ত হইতে অন্যূন সহস্র বৎসর লাগিয়াছে।

প্রকৃতিভেদে রুচিভেদ।



যাহা লোকের নিকট এক পদার্থ, তাহা শাস্ত্রকারদিগের নিকট আর এক পদার্থ। শাস্ত্রকারেরা অতি সহজ কথা বুঝাইবার জন্যও এক এক সময়ে এমন দুর্ভেদ্য তর্কজাল বিস্তার করেন যে, লোকে তাহাতে কোন প্রকারেই সহজে প্রবেশ করিতে পারে না, প্রবিষ্ট হইলেও বাহির হইবার পথ দেখে না। রুচি কাহাকে বলি, এই কথাপ্রসঙ্গেও এইরূপ ঘটিয়াছে। আলঙ্কারিক ও দার্শনিক পণ্ডিতবর্গ রুচি শব্দের যে সকল সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞপাঠকসমাজে অবিদিত নহে। কিন্তু ঐ সমস্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা এমনই দুর্গম ও জটিল যে, যাঁহারা বিশিষ্টরূপে দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই, তাঁহারা কিছুতেই উহার মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন না। আমরা এই নিমিত্ত ঐ পথ পরিত্যাগ করিয়া, যে সকল ভাব ও কথা সর্ব্বত্র পরিচিত আছে, তাহা লইয়াই রুচিশব্দের তাৎপর্য্য বিবৃত করিতে যত্নপর হইব।

কোন বিষয় কাহারও মনে ভাল লাগে, কোন বিষয় কাহারও মনে ভাল লাগে না। কোন একটি বিশেষ সংগীত শ্রবণ করিয়া কেহ একবারে গদগদচিত্ত হন, কাহারও কর্ণে সেই সংগীতটিই বিষধারা বর্ষণ করে। অধিকারীরা রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া যে ভাবে দেবলীলার অভিনয় করেন, তাহা দেখিবার জন্য কেহ পঞ্চ ক্রোশের ব্যবধান হইতে পদব্রজে চলিয়া আসেন; কেহ তাদৃশ অভিনয়কে যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনার একশেষ মনে করিয়া অব্যাহতি লাভের জন্য পঞ্চ ক্রোশ ব্যবধানে চলিয়া যান। কেহ একখানি কাব্য পাঠ করিয়া পদে পদে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন; কেহ সেই কাব্যখানিকে নীরস কাষ্ঠসমান বিবেচনা করিয়া অনির্ব্বচনীয় বিরক্তির সহিত দূরে ফেলিয়া দেন, এবং যাহা বিজ্ঞব্যক্তিরা ঘৃণায় স্পর্শ করেন না অথবা ইচ্ছা হইলেও লজ্জায় স্বকীয় গ্রন্থাধানে রাখেন না, এমন একখানি কদর্য্য পুস্তক লইয়া দিবা রাত্রি পড়িয়া থাকেন। একখানি চিত্রপট দর্শনে কাহারও হৃদয় একবারে উছলিয়া উঠে এবং দৃষ্টি উহাতেই একবারে লাগিয়া থাকে; আর একব্যক্তি সেই পটখানি পুনঃপুনঃ দর্শন করিয়াও তাহাতে সৌন্দর্য্য কি মাধুর্য্যের কোন চিহ্ন দেখিতে পান না। ইত্যাদি স্থলে বলিব যে, যাঁহার মনে ঐরূপ কোন বিষয়, কি গীত, কি কাব্যাদিতে প্রীতি জন্মে, তাঁহার উহাতে রুচি আছে; আর যাঁহার মনে প্রীতির পরিবর্ত্তে বিরক্তি জন্মে, তাঁহার

উহাতে রুচি নাই। সুতরাং, রুচির সারার্থ মনের আনন্দ এবং সেই আনন্দ জন্য স্পৃহা। যাহা ভাল লাগিল, তাহা রুচিকর; এবং যাহা ভাল লাগিল না, তাহা অরুচিকর।

কিছুতেই রুচি নাই এরূপ লোক জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি কেহ থাকেন, তাঁহার অবস্থা স্মরণ করিয়া কেহই তাঁহাকে হিংসা করিবে না। তিনি পণ্ডিত হইলেও মহামূর্খ, পরম সাধু হইলেও মহাপাতকী। এই শোভাবিলাসিনী সুরম্য মেদিনী তাঁহার বসতি স্থান নহে। তাঁহার অধ্যয়ন ও বিদ্যালোচনা ভস্মে ঘৃতাহুতি, বিবাহ পাপ, বন্ধুজনসংসর্গ অকথ্যযন্ত্রণা, এবং পার্থিব জীবন প্রত্যক্ষ নরকভোগ। সূর্য্য, মেঘপটলকে প্রভাতকান্তিতে রঞ্জিত করিয়া, তাঁহার জন্য উদিত হয় না; চন্দ্রমার অমল স্নিগ্ধ কৌমুদী তাঁহার জন্য মৃদুহাসি হাসে না; তরুলতা ও সরোবরের নির্ম্মলসলিলরাশি কুসুমনেত্র বিকশিত করিয়া তাঁহারদিকে ফিরিয়া চায় না; বিহঙ্গগণ সুধাসিক্তকলকণ্ঠে কখনও তাঁহাকে আহ্বান করে না; ভারতীর বীণাধ্বনি সদৃশী কবিতা তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস পায় না; প্রীতি ভয়ে কি বিরাগে তাঁহার নিকট চক্ষু মেলে না; সংক্ষেপতঃ, এই সুবিস্তীর্ণ ধরণীমণ্ডলে কেহই আপনাকে তাঁহার বলিয়া পরিচয় দেয় না। কিন্তু জগদীশ্বরপ্রসাদাৎ এইরূপ নিরানন্দ, নিরালম্ব, চিরবিষাদমগ্ন, কিম্ভুত লোকের সংখ্যা অতি অল্প। পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই রুচিবিশিষ্ট। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোন-না কোন বিষয়ে রুচি, অর্থাৎ আসক্তি ও আনন্দ বোধ আছে; এগীতে না হউক অন্য গীতে এবং এভাবে না হউক অন্যভাবে, কিন্তু কোন না কোন গীতে এবং কোন না কোন ভাবে সকলেরই হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠে।

অনেকে রুচি শব্দটিকে অতীব সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়া শুধু কাব্যনাটকাদির দোষগুণঘটিত বিচারের কথাকেই ইহার বিষয় মনে করেন, এবং যাঁহার কাব্য নাটকে তেমন পাণ্ডিত্য নাই, তাদৃশ ব্যক্তি নিতান্ত সুরুচিসম্পন্ন হইলেও তাঁহাকে রুচিহীন, রসহীন এবং সর্ব্বপ্রকারস্বাদশক্তিবিহীন বলিয়া অবধারণ করিয়া রাখেন। ইহা ভ্রম। রুচির বিষয় এই অনন্ত জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি। যাহা সুন্দর, যাহা সুশ্রাব্য, যাহা অন্যথা সুখপ্রদ কিংবা মনোমদ, তাহার সহিতই রুচির সম্পর্ক আছে। কাহার চক্ষু কি দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হয়, কে কি শুনিতে ভালবাসে, কে কিরূপ আলাপ করে ও কিরূপ বেশবিন্যাসে অনুরাগ দেখায়, কি প্রকার আভরণে কাহার মনে আনন্দ জন্মে, কিরূপ আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়াকলায় হৃদয় আসক্ত থাকে, এই সমস্তকথাই রুচির পরিচায়ক। উপাসনাদি ধর্ম্মবিহিত উচ্চকল্পের অনুষ্ঠান নিচয়ও রুচির সহিত সম্পর্কশূন্য নহে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ভজনাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রত্য সামগ্রীসমূহ এবং উপাসকদি-

গের রীতিপদ্ধতি, ভাবভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর পরীক্ষা কর, অথবা একসম্প্রদায়স্থ দুই ব্যক্তির উপাসনাক্রিয়া দর্শন কর, তাহাতেও রুচিগতপার্থক্যাদির পরিচয় পাইবে। রুচি বিশ্বাসের উপর কার্য্য করে, জীবনের সকল কার্য্যেই নিত্যসঙ্গিনীর ন্যায় উপদেশ দেয়, এবং মুখের কথা ফুটিতে না ফুটিতে, আকারে, ইঙ্গিতে ও হাস্যভ্রূকুঞ্চনাদি শতমুখে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

এইক্ষণ প্রশ্ন এই,—মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের সর্ব্বত্র, সকল সময়ে এবং সকল বিষয়েই যে বিষম রুচিভেদ পরিলক্ষিত হয়, ইহার কারণ কি? যাঁহারা মানবমনের গূঢ়তত্ত্বসকল আলোচনা করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এক এক জনে এই প্রশ্নের এক এক প্রকার উত্তর করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, দয়া কি ন্যায়পরতার ন্যায় রুচিনামে মনুষ্যের একটি পৃথক্ মনোবৃত্তি আছে; সেই বৃত্তির বিকাশ অথবা অবিকাশ কিংবা অপূর্ণ বিকাশই রুচিভেদের একমাত্র কারণ। কেহ বলিয়াছেন, রুচি শোভানুভাবকতার নামান্তর,—যিনি যে পরিমাণে সৌন্দর্য্যের স্বাদগ্রহণে সমর্থ, তাঁহার রুচি সেই পরিমাণে বিকশিত ও মার্জ্জিত; আর যিনি যে পরিমাণে সৌন্দর্য্যবিষয়ে অন্ধ, তাঁহার রুচি সেই পরিমাণে অস্ফুট ও অমার্জ্জিত। এই শ্রেণির চিন্তকদিগের মতে সুরুচির নাম সৌন্দর্য্যের উপাসনা এবং কুরুচির নাম কদর্য্য বস্তুতে প্রীতি। কাহারও মত এই যে, বয়োভেদ অথবা অবস্থাভেদ হইতেই রুচিভেদ জন্মে। যেমন জীবনে দিন দিন নূতন নূতন পরিবর্ত্তন ঘটে, রুচিতেও দিন দিন সেইরূপ নূতন নূতন পরিবর্ত্তন আসিয়া অলক্ষিতভাবে উপস্থিত হয়। কিশোরবয়সে যাহা ভাল লাগিত, যৌবনে তাহা ভাল লাগে না; এবং যৌবনে যাহা প্রিয় বোধ হয়, পরিণতবয়সে তাহা প্রিয় বোধ হয় না। অন্য এক শ্রেণির পণ্ডিতদিগের মতানুসারে শিক্ষাভেদ ভিন্ন রুচিভেদের কারণান্তর নাই। শিক্ষাপ্রভাবে মনুষ্য দেবতা, শিক্ষাবিরহে মনুষ্য পশু। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তির রুচিবিষয়ক পার্থক্যই ইহার প্রমাণ। উভয়েই সমান মনুষ্য। কিন্তু একজন অমৃতের জন্য লালায়িত, আর একজন কর্দ্দমতোয় পান করিয়াই পরিতৃপ্ত।

আমরা রুচি নামে পৃথক্ একটি মনোবৃত্তি স্বীকার করি না। এইরূপ একই বৃত্তির সর্ব্ববিষয়ব্যাপকতা অনুমানসিদ্ধও নহে, এবং প্রমাণদ্বারাও কোন প্রকারে সমর্থিত হইতে পারে না। চক্ষু যদি শুনিতে না পায়, তবে তাহাতে চক্ষুর নিন্দা নাই; এবং কর্ণও যদি দেখিতে না পায়, তবে তাহা কর্ণের দোষ বলিয়া গণনা হয় না। ইহা ভিন্ন আমরা প্রাগুক্ত একটি মতেরও প্রতিবাদী নহি। তবে আমাদিগের সহিত এই এক বিশেষ বিভিন্নতা, আমরা উল্লিখিত কারণসমূহের কোন একটিকেই রুচিভেদের একমাত্র কারণ না বলিয়া প্র-

ত্যেকটিকেই পৃথক্ একটি কারণ বলি, এবং সকল কারণের অভ্যন্তরে মনুষ্যের প্রকৃতিভেদকেই রুচিভেদের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। শিক্ষা বলিলে সংসর্গ-জন্য দোষগুণ তাহাতে আসিতে পারে, কিন্তু অবস্থাবিশেষ তাহার অন্তর্গত হয় না; এবং বয়ঃকালাদিজন্য অবস্থাবিশেষকে রুচির প্রণোদক বলিয়া গ্রহণ করিলে প্রবৃত্তিবিশেষের প্রাবল্য অথবা দুর্ব্বলতা তাহার অন্তর্গত হইলেও, শক্তি-ভেদ ও শিক্ষা প্রভৃতি অতি প্রধান কারণ নিচয় তাহার মধ্যে পরিগৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতিভেদকে আদিকারণ বলিয়া উল্লেখ করিলে সকলই তাহাতে আসিয়া পড়ে। প্রকৃতি যে সকল শক্তি প্রদান করেন, শিক্ষা তাহার বিকাশ করে, শিক্ষার অভাবে তাহা জড়তা প্রাপ্ত হয়; সংসর্গবিশেষে তাহা উন্মেষিত হয়, সংসর্গবিশেষে তাহা বিপথগামী অথবা একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। শোক দুঃখ ও হর্ষবিষাদজনিত মানসিক অবস্থা এবং বয়ঃকালাদিও প্রকৃতির উপর সামান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করে না। সুতরাং শক্তি-ভেদ, শিক্ষা, সংসর্গ, প্রবৃত্তিবিশেষের প্রাবল্য এবং অবস্থাভেদ প্রভৃতি যত প্রকার কারণ রুচির উন্নতি কি অবনতি বিষয়ে অনুকূলতা অথবা প্রতিকূলতা করে, সমস্তই প্রকৃতিভেদরূপ এক কারণের অন্তর্ভূত।

দুইটি লোক তুল্যরূপে ক্রীড়াসক্ত। তম্মধ্যে একজন তাসপাসা লইয়াই সময়ের স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতে ভাল বাসেন, আর একজন অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা এবং অশ্বগজের কর্ণভেদি গর্জ্জন শুনিবার জন্য বালক সেকেন্দর সার মত প্রমত্ত হন। এস্থলে শিক্ষাভেদ এই রুচিভেদের কারণ নহে, অবস্থার বিভিন্নতাকেও কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, শোভানুভাবকতাপ্রভৃতি বৃত্তিবিশেষেরও কার্য্যকারিতা নাই। এখানে যথার্থ কারণ প্রাকৃতশক্তিভেদ। যিনি তাসপাসাতেই নিরুপম আনন্দ অনুভব করেন এবং উহা লইয়াই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতে ভাল বাসেন, তিনি যে ধাতুতে গঠিত, সেকেন্দরসাহ সে ধাতুতে গঠিত নহেন। উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত শক্তিবিষয়ে অনেক প্রভেদ আছে, তাহাতেই ক্রীড়াপ্রমোদঘটিত রুচিবিষয়েও এত প্রভেদ। যিনি যৌবনে মেরেঙ্গো, অস্তার্লিজ ও জিনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষকারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সমস্ত ইয়রোপ-ভূখণ্ডকে পদাঘাতে কম্পিত করিয়াছিলেন, তিনি যদি কৌমারে নবনীতকোমলা বালিকার মত কন্দুকলীলাতেই ব্যাসক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে মনোবিজ্ঞানের সমস্ত কথাই মিথ্যা কথা বলিয়া সপ্রমাণ হইত। তাঁহার রুচি শৈশব সময় হইতেই কোন্ দিগে প্রধাবিত ছিল এবং তিনি কি লইয়া ক্রীড়াসহচরদিগের সহিত খেলা করিতেন এবং কিরূপ প্রমোদে সুখী হইতেন, তাহা তদীয় চরিতাখ্যায়কদিগকে জিজ্ঞাসা কর।

মনুষ্যের প্রাকৃত শক্তি সম্বন্ধে একটি অত্যাবশ্যকীয় কথা আমাদিগকে এস্থলে সংক্ষেপে বলিয়া লইতে হইয়াছে। নতুবা শক্তিভেদের সহিত রুচিভেদের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইবে না। যদি কাহাকেও শক্তিমান্ পুরুষ বলি, তাহা হইলে এমন সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে যে, শক্তির যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিকল্পিত হইতে পারে, সমস্তই সেই একাধারে নিহিত রহিয়াছে। যে দুই বীরপুরুষের কৌমার-রুচির প্রসঙ্গ হইল, তাঁহারা এক বিষয়ে যেমন অসাধারণ শক্তিমত্তা দেখাইয়াছেন, তেমন অনেক বিষয়ে নিতান্ত হীনশক্তি ছিলেন। আবার অনেকে প্রস্তাবিত বিষয়ে নিতান্ত নিকৃষ্টকল্পের লোক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিলেও অন্যান্য বহুবিষয়ে অতীব প্রশংসনীয় ক্ষমতা ও রুচিশালিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংলণ্ডে জন্সন্ প্রভৃতি পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা মনুষ্যের শক্তিঘটিত এই নিয়ম সুন্দর রূপে বুঝিতেন না, এবং বুঝিতেন না বলিয়াই রুচিভেদ সম্বন্ধে কোন কথা হইলে তর্কতরঙ্গে ভাসমান হইয়া নানাবিধ ভ্রমসংকুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, পশ্চিমদিকে যাইতেও যে বলের আবশ্যক, পূর্ব্বদিকে যাইতেও যখন ঠিক্ সেই পরিমাণ বলই প্রচুর হইয়া থাকে, তখন যে বুদ্ধি যথাযথরূপে প্রযুক্ত হইয়া বৃক্ষশাখা হইতে ছিন্নবৃন্ত ফলের প্রস্খলন দর্শনে মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে, সেই বুদ্ধিই যদি আর একপথে পরিচালিত হইত, তাহা হইলে তদ্দারা অথেলো কি অভিজ্ঞানশকুন্তলের ন্যায় অপূর্ব্বকাব্যও অনায়াসে বিরচিত হইত। কিন্তু বিচার এবং বহুদর্শন দ্বারা ইহা এইক্ষণ বৈজ্ঞানিকসত্যের ন্যায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানবীয়শক্তি এক এবং অখণ্ড হইলেও বহুধাবিভক্ত এবং বহুধারা-প্রবাহিত। জগতের নিত্যপরীক্ষিত বৃত্তান্তচয়ও সর্ব্বথা এই সিদ্ধান্তেরই পরিপোষকতা করে।

কাহারও চক্ষু এবং বুদ্ধি সৌন্দর্য্য বিষয়ে এমন সুনিপুণ যে, তিনি উহার বিভেদ ও অনুভেদ সকল তিল তিল করিয়া ভাগ করিতে পারেন, এবং একখানি আলেখ্য দর্শন করিলে তাহার কোথায় কি গুণ এবং কোথায় কি দোষ আছে, তাহা দৃষ্টিপাত মাত্রই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ সহকারে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হন; অথচ তাঁহার সঙ্গীতবিষয়িনী বুদ্ধি এত অল্প যে, তানসেন কি সুরিমিঞার গন্ধর্ব্বকণ্ঠানুকারিনী ভুবনমোহিনী গীতলহরীও তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে সমর্থ হয় না। যদি রূপের লীলাভঙ্গি এবং সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্মভেদ বিষয়ে আলাপ কর, তাহা হইলে মনে হইবে যে, তাঁহার ন্যায় সুরসিক ও সুরুচিবিশিষ্ট পুরুষ আর একটি সম্ভবে না। কিন্তু সঙ্গীতপ্রসঙ্গে কথা তুলিলে তাঁহাকে তেমনই আবার অরসিক ও অক-

র্ষণ্য লোক বলিয়া অবজ্ঞা করিবে। দুর্জ্ঞেয় গণিততত্ত্বের অন্তস্তলে কত কি মধু সঞ্চিত রহিয়াছে। যাঁহারা স্বভাবতঃ গণিতবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা তাহা পান করিয়া ধ্যানরত তাপসের ন্যায় বিমোহিত থাকেন। কিন্তু প্রকৃতি যাঁহাদিগকে সে বুদ্ধি ও সে শক্তি দেন নাই, তাঁহারা অন্যরসে রসিক হইলেও উহার প্রবেশদ্বারের রেখা সমূহকে করকপালস্থিত অদৃষ্টরেখার ন্যায় অপাঠ্য জ্ঞানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যান। দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হইলে, শক্তিগত বিভিন্নতার এইরূপ আরও সহস্র দৃষ্টান্ত সঙ্কলিত হইতে পারে; কিন্তু যাহা উদাহৃত হইল, তদ্দ্বারাই বিলক্ষণরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে, যাঁহার যে বিষয়ে প্রকৃতিদত্ত শক্তি নাই, তাঁহার প্রকৃতিতে সে বিষয়ে রুচি থাকা নিতান্ত নিসর্গবিরুদ্ধ; আর যিনি যে বিষয়ে স্বভাবতঃ শক্তিসম্পন্ন, তিনি সে বিষয়ে স্বভাবতঃই অনুরক্ত ও রুচিবিশিষ্ট। যেমন শরীরের অঙ্গবিশেষে সামর্থ্য না থাকিলে সেই অঙ্গসম্পর্কিত ব্যায়ামে ইচ্ছা অথবা আনন্দ বোধ হয় না, তেমন মনেরও বৃত্তিবিশেষে সমুচিত শক্তি না থাকিলে সেই বৃত্তির পরিচালনায় তৃপ্তিলাভের প্রত্যাশা থাকে না।

একই শক্তির পরিমাণগত তারতম্যানুসারেও রুচির বৈচিত্র্য জন্মে। গায়কেরা সাধারণতঃ গীতবিদ্যাকে ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। ধ্রুপদ গুরুপাক, কষ্টসাধ্য এবং সংগীতের চরমোৎকর্ষ। খেয়াল কাঠিন্য ও কোমলতা মিশ্রিত; উহাতে রাগ রাগিণীর ব্যাকরণ আছে, অথচ টপ্পারও একটু একটু রস আছে। টপ্পা ফুলের মধু, সরবতের ন্যায় সুপাক, সুখপেয়, সহজ সাধ্য। অনেকে গাইতে পারেন কিংবা গান শুনিয়া সুখী হন, কিন্তু টপ্পা পর্য্যন্তই তাঁহাদিগের শক্তির দৌড়। উহার ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইতে হইলে, তাঁহাদিগের পক্ষ অবসন্ন হইয়া পড়ে। অনেকে আর এক গ্রাম ঊর্দ্ধে উঠিয়া বিচরণ করেন। আর, যাঁহারা প্রকৃতির কৃপায় উচ্চশ্রেণির শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উহার শেষ শিখরে সমারূঢ় হইয়া এক অলৌকিক আনন্দরসে নিমগ্ন হন। তাঁহারা কি সুখে সুখী হইলেন, অশক্ত অদীক্ষিত ব্যক্তিরা নিম্নভূমিতে থাকিয়া তাহা সংশয়াকুল বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করেন। যাহারা আরও জড়বুদ্ধি, তাহারা উপহাস করেন। এইরূপ অনেকেরই চিন্তাশক্তি আছে। কিন্তু কাহারও চিন্তাশক্তি উচ্চ শ্রেণির,—প্রখর, বলবিশিষ্ট এবং শ্রমসহ। কাহারও চিন্তাশক্তি বালক অথবা স্ত্রীলোকের মত,—দুর্ব্বল, শ্রমবিমুখ এবং স্থৈর্য্যহীন। চিন্তাশক্তির এই মাত্রাগত প্রভেদ অনুসারে এই দুই শ্রেণিস্থ লোকের মধ্যে অধ্যয়ন ও পাঠ্যনির্ব্বাচনাদি বিষয়ে কিরূপ রুচিগত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া উঠে, তাহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন?

শিক্ষা রুচিকে কিরূপ পরিশোধিত ও পরিমার্জ্জিত করে, তাহার নিদর্শনবাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। যে লৌহখণ্ড খনি হইতে এই মাত্র উত্তোলিত হইল, তাহাও লৌহ, এবং যাহা নিপুণকারুকরের হস্তে পুনঃ পুনঃ শোধিত ও পুনঃ পুনঃ মার্জ্জিত হইয়া এইক্ষণ স্বকীয় প্রভায় রজতপ্রভাকেও পরিহাস করিতেছে, তাহাও লৌহ। কিন্তু উহাকে স্পর্শ করিতেও লোকের অবজ্ঞা জন্মে, আর ইহা বীরজনবাহুতে অমূল্য ভূষণের ন্যায় মণিমুক্তার সহিত বিলম্বিত হয়। অঙ্গার ও হীরক একই পদার্থের বিভিন্ন রূপ বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে। অথচ উভয়ে কত অন্তর, তাহা চাহিয়া দেখ। পারিসের সুশিক্ষিতা নবীনা এবং সাওতাঁল কি গারোজাতীয় অশিক্ষিতা যুবতী প্রকৃতিতে পরস্পর বহুদূরবর্ত্তিনী নহে। কিন্তু উভয়ের রুচিগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে কে ইহাঁদিগকে একজাতীয় জীব বলিয়া স্বীকার করিতে পারে? আভরণপ্রিয়তা উভয়েতেই সমান বলবতী এবং উভয়েই সমান রূপাভিমানিনী। প্রশংসার কলকণ্ঠও উভয়কে সমানরূপে অভিভূত করে। তথাপি শিক্ষার শোধনী-প্রক্রিয়ায় উভয়ে এইক্ষণ এতই প্রভেদ জন্মিয়াছে যে, একটি সুরলোকবিহারিণী বিদ্যাধরী এবং আর একটি পিশাচের প্রণয়সহচরী। সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত, উভয় শ্রেণিস্থ লোকই গীত, বাদ্য ও নৃত্যাদিতে তুল্য অনুরক্ত। কিন্তু সুশিক্ষিত সমাজে গীতের নাম স্বরসুধা, অশিক্ষিতসমাজে গীতের নাম কর্ণপীড়া; সুশিক্ষিতসমাজে বাদ্যযন্ত্রের নাম বীণা কি পিয়ানো, অশিক্ষিতসমাজে বাদ্যের নাম ঢক্কা কি ভগ্নকাংস; সুশিক্ষিত সমাজে নৃত্যের নাম লাস্য কি লীলাতরঙ্গ, অশিক্ষিত সমাজে নৃত্যের নাম লম্ফ ঝম্ফ কি প্রতিবেশীর নিদ্রাভঙ্গ। কবিতায়ও এইরূপ। সুশিক্ষিতেরা যে কবিতায় আদর করেন, তাহাতে কল্পনার বৈচিত্র্য থাকে, অথচ কলঙ্কের পঙ্ক দৃষ্ট হয় না; অলঙ্কার ও রসমাধুরীর প্রাচুর্য্য থাকে, অথচ সে অলঙ্কার চক্ষুতে কণ্টকবৎ বিদ্ধ হয় না, সে রস আত্মাকে আবিল করে না। পক্ষান্তরে গ্রাম্যরুচিবিশিষ্ট অশিক্ষিত ব্যক্তিরা যে কবিতা লইয়া প্রমত্ত হন, তাহাতে কল্পনা না থাকুক কর্দ্দম থাকে, এবং রস ও অলঙ্কার না থাকুক ঝাল ও ঝঙ্কার থাকে। কর্ণাটরাজমহিষী এইরূপ কবিদিগকে কপি বলিয়াছিলেন; বঙ্গে ইহাঁদিগকে কেহ কবিওয়ালা বলে এবং কেহ কবিকুলের কালিমা কিংবা কবিকুঞ্জের কাক বলে।

এইস্থলে কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, যদি শিক্ষার এতই মাহাত্ম্য থাকিবে, তবে যাঁহারা সুশিক্ষিত বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিয়া থাকেন তাঁহাদিগের রুচিও অনেক সময় নিতান্ত অধোগতি প্রাপ্ত হয় কেন? তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে, জ্বলন্তবহ্নিরূপিণী দময়ন্তীর পবিত্র কাহিনী শ্রবণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া, বিদ্যাসুন্দরের কুৎসিত যাত্রা

শুনিবার জন্য অধীর হন ; বেন্থাম ও মিল প্রভৃতি মহামনস্বিদিগের গম্ভীরচিন্তাপ্রসূত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাবলিকে ভস্মস্তূপ বিবেচনায় একদিকে সরাইয়া রাখিয়া, কতকগুলি অর্থশূন্য অকর্ম্মণ্য পুস্তক দিয়া সেই স্থান পূরণ করেন ; এবং বাল্মীকি, ভবভূতি ও মিল্‌টন প্রভৃতি সাক্ষাৎ দেবোপম স্বর্গীয় কবিদিগের কাব্যকলাপে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে রাত্রির দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, রেনল্‌ডের গুপ্তকথা অথবা ঐরূপ আর কিছু অস্পৃশ্য বস্তু লইয়াই অনিমেষলোচনে উপবিস্ট থাকেন। এই রুচিবিকারের কারণ কি ? এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর, শিক্ষার অপূর্ণতা। যদি তাহা না মান, ইহার দ্বিতীয় উত্তর মানসিকশক্তির অপকৃষ্টতা। যদি তাহাতেও তৃপ্ত না হও, তবে ইহার তৃতীয় এবং শেষ উত্তর, প্রবৃত্তিবিশেষের অপ্রশংসনীয় ও অনুচিত প্রবলতা। প্রবৃত্তির পঙ্কিল স্রোত যখন খরধারে প্রবাহিত হয়, তখন শিক্ষা, শক্তি ও সুরুচি, সমস্তই সৈকতভূমিতে জলরেখার ন্যায় বিধৌত ও বিলুপ্ত হইয়া যায়।

মনুষ্যের উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয়বিধ প্রবৃত্তিই রুচির উপর কর্ত্তৃত্ব করে। ভাল হউক আর মন্দ হউক, স্ববিষয়ের অনুসরণ করা মনোবৃত্তি মাত্রেরই নৈসর্গিক ধর্ম্ম। যাঁহাদিগের স্নেহ মমতা ও দয়াবৃত্তি স্বভাবতঃ প্রবলা, তাঁহারা করুণরসের কাব্য পড়িতেই ভাল বাসেন, এবং যে সকল দুঃখের কথায় দয়া উত্তেজিত হয়, তাহার পাঠ কি শ্রবণ করিয়া অজস্র অশ্রুধারা মোচন করেন। তাঁহাদিগের নিকট অশোকবনে সীতার বিলাপ, দেসদিমোনার মৃত্যুকালীন খেদ, পিঞ্জরাবরুদ্ধা রেবেকার স্তম্ভিতমনস্তাপ, পতিগতপ্রাণা সূর্য্যমুখীর শোকরুদ্ধ সুকোমলকণ্ঠ যেরূপ হৃদ্য ও মনোহর ; রোমিও ও জুলিয়তের গুপ্তগবাক্ষদ্বারে গুপ্তপ্রেমালাপ, লায়লা ও মজনুর প্রেমঘটিত চতুরতা এবং রাধা ও চন্দ্রাবলীর প্রণয় কলহ কখনই তেমন বোধ হয় না। সেইরূপ, যাঁহাদিগের দয়া দুর্ব্বল, ধর্ম্মবুদ্ধি নিস্তেজ, শোভানুভাবকতা হীনপ্রভ, এবং আর আর উচ্চতর বৃত্তি অর্দ্ধবিকসিত, অথচ কামাদি নিকৃষ্টবৃত্তি নিতান্ত বলবতী, তাঁহারা ভাগবতের ব্রজলীলা কিংবা লুক্রিসিয়ার বিড়ম্বনা, ডন জুয়ানের অপকীর্ত্তি কিংবা চতুর্থ জর্জ্জের চরিত্রবর্ণন পাঠ করিয়া যেরূপ তৃপ্তি লাভ করেন, আর কিছুতেই তাহা প্রাপ্ত হন না। যেদেশে যে সময়ে এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা নিতান্ত অধিক হয়, সে দেশে সেই সময়ে কুৎসিত কাব্যাদির সংখ্যা কিরূপ অধিক হইয়া পড়ে, কুরুচি সংক্রামক রোগের ন্যায় গৃহে গৃহে কিরূপ পরিব্যাপ্ত হয় এবং সৎকবি ও সুলেখকবর্গ কিরূপ হতাদর হইয়া যান, তাহা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি সকলদেশের সামাজিক ইতিহাস পাঠেই অনায়াসে অবগত হওয়া যাইতে পারে।

বৈজ্ঞানিক ও ভট্টাচার্য্য।

(কথোপকথন।)

কে হে তুমি ভিন্নদেশি ! বসিয়া ওখানে,
শ্বেত সুস্থকায়, উচ্চ বিশাল কর্পর ;
একদৃস্টে কি দেখিছ আকাশের পানে ?
কি হেতু সম্মুখে রাশি করেছ প্রস্তর ?

—

কে আপনি? জিজ্ঞাসিতে লাগিলা বিনয়ে
জীর্ণকায় ! কি উদ্দেশে আমার নিকটে,
নহি রাজকর্ম্মচারী যে কোন বিষয়ে
পাঠাইব অনুরোধ সহ রাজপাটে।

—

কোন্ বর্ণ তুমি ? এ যে ম্লেচ্ছের আকার,
দেখি তব ব্যবহার দেশের বাহির ;
আছে কি শাস্ত্রীয় জ্ঞান করিতে বিচার ?
অথবা কেবল বস্ত্রে আবৃত শরীর।

—

সামান্য মানব আমি, আপনার দেশে
অতি দীন, ধনী যারা তুচ্ছ করে মনে,
সদারতি প্রকৃতির প্রমোদ-বিলাসে,
আছি আপনার চিন্তা লইয়া বিজনে।

—

কোন্ শাস্ত্রে অধিকার? শ্রুতি কিম্বা স্মৃতি,
গোম্পদ পাণিনি কিম্বা দর্শন দর্শনে ?
কি করিছ তৃণ গুল্ম লোষ্ট্রে, দৃঢ়াকৃতি !
বালকের খেলা সম খেল কি ওখানে ?

—

আমার বিষয় এই প্রকৃতি-সাগর,
যার তীরে বসি নিত্য বালকের সম
চয়ন করিছি যত শম্বুক প্রস্তর,
তৃপ্তি ভিন্ন অভিলাষ নাহি অন্য মম।

—

এ সবে অনিত্য বলে শাস্ত্রে ভ্রান্তমতি !
জলভ্রমে মৃগতৃষ্ণা তোমার এ সুখ ;
চক্ষু মুদি রাখ যোগ সতের সংহতি ;
ত্যজ বস্তুরাগ হও অসতে বিমুখ।

—

ভেদি এ প্রকৃতি-দুর্গ খুলিয়াছি কত
সুপ্রশস্ত পথ, কত রতন পেয়েছি,
পরিতেছে এবে মম দেশবাসী যত,
এই শ্রম-ফল দেখি আনন্দে ভাসিছি।

—

ভাঙ্গি গেল এই খানে প্রলাপ-আলাপে
চিন্তার শৃঙ্খল তাঁর পদার্থ সংযুত,
ফিরাইলা দৃষ্টি মৌনী মনের সন্তাপে
সন্নিকটে আগন্তুক দেখে উপস্থিত।

এ সকল পথে সুখে যেকালে বেড়াই,
'শৃঙ্খলা' 'নিয়ম' কত হেরি পদে পদে ;
পাড়ি 'অভিপ্রায়' আঁখি যে দিকে ফিরাই,
অনুভব করি 'শক্তি' বিপদ সম্পদে।

জান কি হে! তিষ্ঠিয়াছ যাহার উপরে,
প্রকাণ্ড পুস্তক এ যে পুরাবৃত্ত-সার;
কত কাণ্ড লেখা কাণ্ডে কাণ্ডে থরে থরে
আছে শম্ভু-সৃষ্টি কাল হইতে তোমার।

—

এর গর্ভে চিন্তাতীত-শকতি-নিহিত
রহিয়াছে যত ধন রত্ন রাশি রাশি,
খোদিয়া, অর্ণবপোত ভরি শত শত
পাঠাইছি নিজ দেশে তব দেশে বসি।

—

শুদ্ধ এ পদার্থ-তত্ত্ব-বলে কৃশকায়!
জলানল অযুতাশ্ববেগে জলে স্থলে
টানিতেছে পোতরথ আমার আজ্ঞায়,
দামিনী দূরস্থবার্ত্তা বহিছে সকলে।

—

স্তূপীভূত বিগলিত উদ্ভিদ হইতে
পূতি বায়ু আকর্ষণ করিয়া কৌশলে,
পথের তিমির তব হরণ করিতে,
গাঁথিয়া রেখেছি দেখ তারা পংক্তি মালে

ভীরুদর্শ! তুচ্ছ বস্তু চিন্তা সহযোগে
হয় কত কমণীয় দ্রব্যে পরিণত,
অনায়াসে লাগিছে যা আজি তব ভোগে
জান কি তা হইতেছে সহজেতে কত?

—

শুদ্ধ এ পদার্থ-তত্ত্ব-বলে প্রভাকর
আঁকিতেছে চিত্রকর হয়ে তব ছবি,
নির্জ্জীব পারদ হয়ে ব্যস্ত কলেবর
আনিছে ঝঞ্ঝার বার্ত্তা জ্ঞাতসারে ভাবী।

—

যদি বস্তু-বিচারণ-পথে ভ্রমিবারে
হয়ে থাকে অভিলাষ অন্তরে তোমার,
এস তবে দেখাইব প্রাণপণ করে,
ইহা ভিন্ন নাহি কিছু ক্ষমতা আমার।

—

বলে বিপ্র, একমনে শুনি এ সকল
বুঝিয়াছি তুমি সেই লোক্‌মানের চেলা
বুঝেছি তোমার যত বিদ্যা বুদ্ধি বল,
জান মাত্র গোটা কত ভোজবিদ্যা খেলা।*

* এইটি এবং আর গুটি দুই কবিতা বহুদিন হইল বঙ্গদেশীয় আর একখানি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলাম। যতদূর জানিতে পাইয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, আমার কবিতাচয় অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া ডাকঘরের অনন্ত শয্যায় শয়ান হইয়াছে। (প্রবাসী।)

পাণিনি।

(১৮ পৃষ্ঠার পর।)

সংস্কৃত সাহিত্য মধ্যে মহর্ষি পাণিনি-প্রণীত গ্রন্থই সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকে। যথানিয়মে এই গ্রন্থের আলোচনা করিলে পূর্ব্বতনসাহিত্যসম্বন্ধিনী অনেক অভিজ্ঞতা উপলব্ধ হয়। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও বৈষয়িক জ্ঞান প্রভৃতির গূঢ়তত্ত্ব-বিনির্ণয় এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের উপর সম্যক্ নির্ভর করিতেছে। যে শব্দশাস্ত্রের মধ্যে পাণিনির এতদূর মর্য্যাদা সেই সংস্কৃত-শব্দশাস্ত্রকারগণই সূক্ষ্মরূপে পাণিনির কাল-বিনির্ণয় করিতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছেন। ঋষিশ্রেষ্ঠপতঞ্জলির ভাষ্যবিষয়ক অলৌকিক জ্ঞান অথবা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের দর্শনশাস্ত্রপ্রসারিণী অমানুষী বুদ্ধি প্রস্তাবিত বিষয়ে সমাকৃষ্ট হয় নাই। এরূপ হিন্দুজাতির গৌরবকর জ্যোতিষ্মৎ-রত্নের উদ্ভব ও বিলাস ক্ষেত্রের পরীক্ষায় হিন্দুগণ বহুকাল হইতে নিরস্ত ছিলেন। এটি অনল্পক্ষোভের বিষয়, সন্দেহ নাই।

ঋষিপ্রধান পাণিনির আবির্ভাবকাল-নির্ণয় সম্বন্ধে ইদানীন্তন শাস্ত্রপ্রবীণ পণ্ডিতগণের অনেক মতদ্বৈধ আছে। অধ্যাপক লাসেন ও বেবারের মতে পাণিনি শাক্যসিংহ বুদ্ধের পরসাময়িক (১)। বেবার আবার সমধিক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে যাইয়া চৈনিকপরিব্রাজক হোয়েন্থসাঙের মতানুসারে পাণিনির দুটি অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে পাণিনির শেষ আবির্ভাবের সময় খ্রীষ্টীয় ১৪০ অব্দ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে (১)!! লোকে যেমন নক্ষত্রদোষ হইতে বহু অন্তরে থাকিয়া দেশান্তরে যাত্রা করে, আমরাও সেইরূপ বেবারের মতকে শতহস্ত দূর হইতে প্রণাম করিয়া মতান্তরের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

শাব্দিকশ্রেষ্ঠ মোক্ষমূলর প্রস্তাবিত বিষয়প্রসঙ্গে বিভিন্নস্থলে বিভিন্নমত উপন্যস্ত করিয়াছেন। বিষয়ান্তরাগত অবান্তর ঘটনাপরম্পারায় তাঁহার উদ্দিষ্টবিষয় এমনই সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে যে, তৎসমুদয়কে অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্তক্ষেত্রে উপনীত হইতে হইলে নিশ্চয়ই স্খলিতপদ হইতে হয়। মোক্ষমূলরপ্রদর্শিত মতসমূহের সার নিষ্কর্ষ করিলে আমাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, সূত্রকার পাণিনি বার্ত্তিককার কাত্যায়নের সমসাময়িক। মোক্ষমূলর খ্রীঃ পূঃ সার্দ্ধ ত্রিশত অব্দ কাত্যায়ন বররুচির আবির্ভাব-

1 Lassen's Indeshe Alterthumskunde Vol. I Second Edition. P. 864. Weder's Indesche Studien V 136 ff.

1 Muller's An. San. Literature P. 305.

কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি আমরা তৎপ্রদর্শিত মতের মর্ম্মগ্রাহী হইয়া থাকি, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে,তাঁহার মতে মহর্ষি পাণিনিও ঐ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন (১)। মোক্ষমূলর, কাশ্মীর নিবাসী সোমদেব ভট্টসংগৃহীত বৃহৎ-

(১) মোক্ষমূলরের চরমসিদ্ধান্ত কি, তাহা আমরা নিঃসন্দিগ্ধরূপে স্থির করিতে পারিলাম না। এতন্নিবন্ধন বাধ্য হইয়া সহৃদয়গণের বিবেচনার্থ মোক্ষমূলরলিখিত এতৎসংক্রান্ত বাক্যগুলির সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মোক্ষমূলর লিখিয়াছেন, "কাত্যায়ন, পাণিনির সমালোচক ও সমকালীন ব্যক্তি" (An. San. Lit. P. 139)। "যদি পাণিনি খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে * বর্ত্তমান থাকেন " [Ibid P. 245.] " প্রাচীন কাত্যায়ন বররুচি পাণিনির সমকালীন ব্যক্তি ,, (Ibid P. 363.)। "পাণিনির মূল ও কাত্যায়নপ্রণীত অতিরিক্ত সূত্র খ্রীঃ পূঃ তৃতীয়শতাব্দীর ' প্রারম্ভে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে আমরা অধিক ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইব না " Ibid P. 244.। " যদি কাত্যায়ন ও পাণিনির আবির্ভাবের সময় এক না হয় " ইত্যাদি Ibid P. 184.। এস্থলে স্পষ্টবোধ হইতেছে, মোক্ষমূলর পাণিনি ও কাত্যায়নকে এক সময়ের লোক বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করেন নাই। " যদি অশ্বলায়ন পাণিনির সমকালীন অথবা অন্ততঃ অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারেন " ইত্যাদি Ibid P. P. 44, 45। " আমাদিগকে অবশ্য এই পাঁচজন শিক্ষক ও ছাত্রের পারম্পর্য্য স্বীকার করিতে হইবে, যথা ; প্রথম শৌনক, দ্বিতীয় অশ্বলায়ন, তৃতীয় কাত্যায়ন, চতুর্থ পতঞ্জলি, ও পঞ্চম বেদব্যাস" Ibid P. 239। "এই সকল লক্ষণানুসারে সহজেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে শৌনক ও কাত্যায়নের পারম্পর্য্য সম্বন্ধ,বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠ এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী" Ibid. P. 230। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, মোক্ষমূলরপ্রণীত পুস্তকের ৪৫ ও ২৩৯ পৃষ্ঠানুসারে যদি অশ্বলায়ন, পাণিনি ও শৌনকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী হয়েন, তবে পাণিনি ও শৌনক অবশ্যই সমসাময়িক বলিয়া পরিগণিত হইবেন; এবং যদি ২৩০ পৃষ্ঠানুসারে শৌনক কাত্যায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়েন, তবে পাণিনিও অবশ্যই কাত্যায়নের পূর্ব্বসাময়িক হইবেন। মোক্ষমূলরের প্রত্যেক বাক্য এইরূপ পূর্ব্বাপর সঙ্গতিবিরুদ্ধ হওয়াতে আমরা তাঁহার বৃহৎকথানুসারি প্রথমোক্ত মতকেই (অর্থাৎ কাত্যায়ন, পাণিনির সমসাময়িক) সিদ্ধান্তস্বরূপ গণ্য করিয়া লইলাম। Vide, Goldstucker's Panini. P. P. 80,81.

* মোক্ষমূলর ইহাই কাত্যায়নের আবির্ভাবের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। Vide An. San. Lit. PP. 242, 243.

কথানুসারে প্রস্তাবিত বিষয়ের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথিত আছে, পূর্ব্বে কাত্যায়ন মুনি বৃহৎকথা নামে একখানি সপ্তলক্ষশ্লোকাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়া, কাণভূতিকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন (১)। পরে সোমদেব ভট্ট খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে অনন্তপত্নী সূর্য্যবতীর চিত্তবিনোদনার্থ উহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া, কথাসরিৎসাগর নামক আখ্যায়িকাগ্রন্থ প্রচারিত করেন (২)। এই কথাসরিৎসাগরের একস্থলে লিখিত আছে, পুষ্পদন্তনামক মহাদেবের জনৈক অনুচর গৌরীকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমনপূর্ব্বক কাত্যায়ন বররুচিনামে বৎসরাজধানী কৌশাম্বী নগরীতে সোমদত্তনামা ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করেন। তাঁহার জন্মের অব্যবহিত পরে এই আকাশবাণী হয় যে, "এই বালক শ্রুতিধর হইবে, এবং বর্ষপণ্ডিত হইতে সমস্ত বিদ্যালাভ করিবে। ব্যাকরণশাস্ত্রে ইহার আত্যন্তিক ব্যুৎপত্তি জন্মিবে, এবং সমুদয় বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিষয়ে রুচি জন্মিবে বলিয়া বররুচিনামে অভিহিত হইবে (৩)।" মোক্ষমুলরের উদ্ধৃত

(১) অনেকে আবার গুণাঢ্যকে বৃহৎকথার রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যথা;

"বৃহৎকথা ভূতভাষাখ্যো গ্রন্থভেদঃ। গুণাঢ্যস্তৎকর্ত্তা।

ভূতভাষাপ্রণীতাসৌ গুণাঢ্যঃকবিকচ্যতে।,,

বাসবদত্তাটীকায় নরসিংহ বৈদ্যধৃত বাক্য।

"ভূতভাষা কবির্যো গুণাঢ্যশ্চাপি কীর্ত্তিতঃ।,, উত্তর তন্ত্র।

হল্ সাহেব প্রকাশিত বাসবদত্তা ভূমিকার ২২ পৃষ্ঠা দেখ।

উপন্যাস অনুসারে মলয়বান্ নামক পুষ্পদন্তের জনৈক বন্ধুও পুষ্পদন্তের ন্যায় শাপগ্রস্ত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন, এবং প্রতিষ্ঠান নগরীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া গুণাঢ্যনামে অভিহিত হয়েন। See Wilson's E-says on sanskrit Literatnre. Vol. I. p 162.

(২) অধ্যাপক উইলসনের মতে কথাসরিৎসাগর খ্রীষ্টীয় ১০৮৮ অব্দে সোমদেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়। Wilson's Essays on San. Lit. Vol. II. P. 112. কিন্তু অন্যস্থলে তিনি আবুল ফাজেলের নির্দ্দেশানুসারে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কথাসরিৎসাগর খ্রীষ্টীয় ১০৫৯ ও ১০৭১ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অথবা ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। Wilson's Essays on San, Lit, Vol I, P. 159. ডাক্তর ব্রোখাস্ স্বপ্রকাশিত কথাসরিৎসাগরের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, সোমদেব ভট্ট খ্রীষ্টীয় ১১২৫ অব্দের কিছুপরে বর্ত্তমান ছিলেন। Dr. Brockhaus's Katha-Sarit Sagara, Vol. I. Preface, P. VIII.

(৩) "একঃ শ্রুতিধরো জাতো বিদ্যাং বর্ষাদবাপ্স্যতি।

কিম্বদন্তী অনুসারে বাল্যকালাবধি এই কাত্যায়নের অসীমবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ছিল। একদা তিনি কোন নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া মাতৃসমীপে সেই নাটক আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং উপনয়নের পূর্ব্বে ব্যাড়ির প্রমুখাৎ প্রাতিশাখ্য বিশেষ শ্রবণ করিয়া তাহা সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। কাত্যায়ন অবশেষে বর্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক নানাশাস্ত্রে প্রাবীণ্য লাভ করিয়া বৈয়াকরণিক তর্কে পাণিনিকে পরাভূত করেন। পরিশেষে মহাদেবের বিশিষ্ট অনুগ্রহে বিজয়লক্ষ্মী পাণিনির অঙ্কশায়িনী হন। কাত্যায়ন মহাদেবের ক্রোধশান্তির নিমিত্ত পাণিনিপ্রণীত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া তাহা সম্পূর্ণ ও সংশোধিত করেন। এই কাত্যায়ন অবশেষে মগধরাজ নন্দের মন্ত্রিপদে বৃত হইয়াছিলেন।

মোক্ষমুলর এই আখ্যায়িকার সারাংশ উপন্যস্ত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদিও সোমদেবের উপকথামুলক গ্রন্থ ব্যবস্থাপিত ঐতিহাসিক ও সময়নিরূপণসম্বন্ধীয় সত্য যাথার্থ্য প্রতিপাদক নহে, তথাপি ইতিহাসক্ষেত্র-বিলসিত মগধাধিপ নন্দের নাম কাত্যায়নের উপাখ্যান-সংসৃষ্ট হওয়াতে আমরা অনায়াসে তদীয় আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতে পারি। নন্দ, সুবিশ্রুতনামা চন্দ্রগুপ্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে মগধরাজ্যের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ পূঃ ৩১৫ অব্দে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলে সোমদেবের নির্দ্দেশানুসারে কাত্যায়ন, খ্রীঃ পূঃ সার্দ্ধ ত্রিশত অব্দের লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশশতাব্দীর ব্রাহ্মণবর্ণিত কিম্বদন্তী যখন বিখ্যাত বৈয়াকরণিক কাত্যায়ন ও পাণিনিকে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের সহিত সন্নিবদ্ধ করিয়াছে, তখন ইউরোপীয় মতানুসারে আমরা ইহা অবশ্যই খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর পরার্দ্ধে নিবেশিত করিতে পারি (১)।

মোক্ষমুলরের প্রদর্শিত যুক্তির বলাবল পরীক্ষার অগ্রে আমরা তদুদ্ধৃত আখ্যায়িকার সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। মোক্ষমুলর সোমদেবের এই আখ্যায়িকা অনেকাংশে রূপান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কথাসরিৎসাগরের চতুর্থ অধ্যায়ে এই গল্পটি অন্য প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এই স্থলে উহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কাত্যায়ন বররুচি কাণভূতির নিকট উপকোশার সহিত আপনার বিবাহের পরবর্ত্তী ঘটনা এইরূপ বিবৃত করিতেছেন;—"বর্ষের ছাত্রগণের মধ্যে পাণিনিনামে একজন অতিস্থূলবুদ্ধি

কিন্তু ব্যাকরণং লোকে প্রতিষ্ঠাং প্রাপয়িষ্যতি॥

নাম্না বররুচির্লোকে তত্তদস্মৈহি রোচতে।
যদ্ যদ্ বরং ভবেৎ কিঞ্চিদিত্যুক্ত্বা বাগুপারমৎ॥

(1.) An. San. Lit. P. 242 243.

ব্রাহ্মণবালক ছিল। এই বালক বিদ্যাভ্যাসে অপারগ হওয়াতে স্বশ্রেণী হইতে তাড়িত হয়। এতন্নিবন্ধন পাণিনি আপনাকে নিতান্ত অপমানিত জ্ঞান করিয়া হিমাদ্রিতে গমনপূর্ব্বক বিদ্যালাভের নিমিত্ত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করে। মহাদেব এই দুশ্চর তপে সন্তুষ্ট হইয়া পাণিনিকে সমস্ত বিদ্যার নিঃশ্রেণী স্বরূপ একখানি ব্যাকরণ অর্পণ করেন। পাণিনি, এইরূপে সফলমনোরথ হইয়া প্রকাশ্য বিচারে আমাদিগকে আহ্বান করে। সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত আমাদিগের এই বিচার হয়। অষ্টম দিবসে একটি ভয়ঙ্করশব্দ সমুত্থিত হইয়া আমাকে এবং আমার সহযোগিবর্গকে হতবুদ্ধি ও বিচার্য্যবিষয়ে দিশাহারা করিয়া ফেলে। সুতরাং বিজয়শ্রী পাণিনির পক্ষ আশ্রয় করেন। এই সময় হইতে পাণিনির ব্যাকরণ, আমার ও ইন্দ্রদত্ত প্রভৃতির ব্যাকরণের গুণাতিক্রমী হইয়া উঠে, এবং আমাদিগকে বাধ্য হইয়া পাণিনির প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয় (১)।

প্রস্তাবিত বিষয়সম্বন্ধে অধ্যাপক বোথ্‌লিঙ্কের গবেষণাপ্রসারিণী অভিজ্ঞতা ও এই সোমদেব ভট্টের আখ্যায়িকার উপর ব্যবস্থাপিত। বোথ্‌লিঙ্ক্‌ এতদনুসারে খ্রীঃ পূঃ সার্দ্ধ ত্রিশত অব্দ পাণিনি ও কাত্যায়নের আবির্ভাবকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে যুক্তিমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চরমসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন মোক্ষমূলর তাহার অনুসরণ করেন নাই। বোথ্‌লিঙ্ক্‌ ইউরোপীয় গবেষণাসুলভ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যে অদ্ভুত যুক্তি ও বিচারশক্তিদ্বারা স্বমতের সমর্থন করিয়াছেন তাহার সারাংশ এই ;— " রাজতরঙ্গিনীনামক কাশ্মীর দেশের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, অভিমন্যু, চন্দ্র এবং অন্যান্য ব্যাকরণ প্রণেতৃগণকে পতঞ্জলির মহাভাষ্য স্বদেশে প্রবর্ত্তিত করিতে আদেশ করেন। এই অভিমন্যু (যাঁহার রাজত্বকালে চন্দ্র প্রভৃতি বৈয়াকরণিকগণ বর্ত্তমান ছিলেন) খ্রীষ্টের শতবৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দে চন্দ্রকর্ত্তৃক পতঞ্জলির মহাভাষ্য কাশ্মীরদেশে প্রচলিত হয়। সুতরাং সমীচীনতা সহকারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, ইহার পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ১৫০ অব্দে পাণিনিসূত্রের এই মহাভাষ্য বিরচিত হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা পতঞ্জলি ও পাণিনির মধ্যবর্ত্তী তিন জন ব্যাকরণরচয়িতার নাম (কাত্যায়ন, পরিভাষাকার, ও কারিকারচয়িতা) দেখিতে পাইতেছি। খ্রীঃ পূঃ ৩৫০ অব্দে উপনীত হইবার জন্য

1 Wilson's Essays on Sanskrit Literature Vol. I. 167-170.

ইহার সহিত আচার্য্য গোল্ডষ্টুকরনির্দ্দিষ্ট আখ্যায়িকার কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য আছে।

vide GoldStucker's Panini P. 84-85.

ইহাঁদিগের প্রত্যেক দ্বিতয়ের মধ্যে পঞ্চাশৎ বৎসর ধরা উচিত। এরূপ হইলেই আমরা কথাসরিৎসাগর-নির্দ্দিষ্ট পাণিনির সময় (খ্রীঃ পূঃ ৩৫০ অব্দ) অবধারণ করিতে পারি " (১) !!

আমরা এই কচ্ছ নিঃসার পাণ্ডিত্যে সম্পূর্ণ অনাদর প্রদর্শন করিতেছি। খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর জনৈক ভারতবর্ষীয়ের উপন্যস্ত কিম্বদন্তীতে ইদানীন্তন ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যালোকসম্পন্ন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণকে এইরূপ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে দেখিয়া সকলেই অনল্প বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই। বিধাতা যদি সোমদেবকে সাধারণ মর্ত্যগণ অপেক্ষা বিশেষ প্রকৃতিক করিয়া সৃজন করিতেন, তবে তিনি অদ্য ইউরোপীয়মতানুসারে স্বীয় উপন্যাসকে ঐতিহাসিক নিদর্শনের সম্মানিতপদে সমাসীন দেখিয়া অবশ্যই এই বিস্ময়ের অংশভাগী হইতেন। যে কোন কারণেই হউক, ইউরোপীয় সত্যানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণকে একজন বিগতকালগর্ভশায়ী ভারতবর্ষীয়ের প্রতি এইরূপ আস্থা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে দেখিলে আমাদিগের হৃদয়ে যুগপৎ অভিমান ও আনন্দসাগর উদ্বেল হইয়া উঠে। কিন্তু ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে এই অন্ধভক্তির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে হইতেছে। ইউরোপীয় মতানুসারে যাহা প্রামাণিক বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, একজন ক্ষুদ্রমতি ভারতবর্ষীয়ের বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর মতানুসারে তাহা কিরূপ প্রমিত হয়, তদ্বিষয়ের বিচারভার সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণকে গ্রহণ করিতে বিনয়সহকারে অনুরোধ করিতেছি।

বঙ্গপ্রসূত লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ পাণিনির কালনির্ণয় প্রসঙ্গে চপলতা ও একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির মতে, ব্যাড়ি, পাণিনি ও কাত্যায়ন এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন ( )। তদীয়মতপরিপোষণী যুক্তি মোক্ষমূলরের ন্যায় সোমদেবের উপকথার অনুসারিণী। সুতরাং তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের প্রদর্শিত মতের স্বতন্ত্র বিচারের আবশ্যকতা উপস্থিত হইবেনা। কোন লেখক স্বীয় পুচ্ছগ্রাহিতাদোষ পরিহারব্যপদেশে সমধিক প্রাবীণ্য প্রদর্শন করিতে যাইয়া বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন (২)। ইহার কোনটিই প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা দৃঢ়তর করা হয় নাই। আমাদিগের মন এইরূপ পাণ্ডিত্যের সারগর্ভতা স্বীকারে প্রস্তুত নহে। সুতরাং আমরা এবিষয়ে লেখনীর ব্যায়ামক্রিয়া হইতে বিরত হইয়া বোথলিঙ্ক ও মোক্ষমূলর প্র-

[1] Vide otto Boehtlingk's Panini, P. XIV XVIII.

(১) শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি-প্রকাশিত সিদ্ধান্তকৌমুদীর "পাণিনীয়াগমকাল নির্ণয় " প্রস্তাব দেখ।

(২) আর্য্যদর্শন। প্রথম খণ্ড। দশমী সংখ্যা। গ্রীক ও যবনশীর্ষক প্রস্তাব দেখ।

দর্শিত যুক্তির বৈধাবৈধতা বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মোক্ষমূলর বোত্লিঙ্কের সহিত ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক পাণিনি ও কাত্যায়নকে এক সাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বোত্লিঙ্ক স্বমত নিরবলম্বনে না রাখিয়া যে যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও যথাস্থলে উপন্যস্ত হইয়াছে। এই যুক্তিসম্মত প্রমাণ যে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক তাহা মোক্ষমূলরই স্বয়ং প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বোত্লিঙ্ক কাশ্মীররাজ অভিমন্যুর যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অন্যান্য পণ্ডিতগণের মতদ্বৈধ আছে। বোত্লিঙ্কের মতে অভিমন্যু খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রদর্শী লাসেন প্রাচীনতম মুদ্রাসমূহ পরীক্ষা করিয়া খ্রীষ্টীয় ৪০ ও ৬৫ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময় অভিমন্যুর রাজত্বকাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন (১)। আচার্য্য গোল্ড্‌ষ্টুকর ও অধ্যাপক মোক্ষমূলরের মতে ইহাই যাথার্থ্য প্রতিপাদক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে (২)। সুতরাং বোত্লিঙ্কের কষ্টকল্পনামূলক প্রমাণ যে সমীচীন নহে, তাহা স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে। মোক্ষমূলর বোত্লিঙ্কপ্রদর্শিত প্রমাণ খণ্ডন করিয়াও স্বমতসমর্থন জন্য লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যখন পতঞ্জলির মহাভাষ্য এতদূর প্রচররূপ হইয়া উঠে যে, উহা রাজকীয় আদেশানুসারে কাশ্মীরদেশে নীত হয়, তখন পাণিনিপ্রণীত মূলসূত্র ও কাত্যায়নপ্রণীত তাহার বার্ত্তিক খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে বোধহয় আমরা অধিক ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইব না।" (৩)।

কাত্যায়ন, অষ্টাধ্যায়ী সূত্রের বার্ত্তিক প্রণয়ন কালে, অনেক স্থলে পাণিনির ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিয়া, তৎসমুদয় স্বীয় ইচ্ছানুসারে সংশোধিত করিয়াছেন। মোক্ষমূলরের উদ্ধৃত সোমদেবের কথার সহিত ইহার বিশিষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে। এই কাত্যায়ন আবার মাধ্যন্দিনী প্রাতিশাখ্যের প্রণেতা। এদিকে ব্যাড়িও একজন বৈয়াকরণিক এবং পাণিনির সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ নিবদ্ধ আছে। সোমদেবসংগৃহীত উপকথা যখন পরস্পরসম্বন্ধনিবদ্ধ এই বৈয়াকরণিক ত্রিতয়কে মগধরাজ সুপ্রসিদ্ধ নন্দের সহিত একসময়ে সন্নিবেশিত করিয়াছে, তখন মোক্ষমূলর ইতস্ততঃ না করিয়া তিনজনকেই একসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরূপ প্রমাদ তাঁহার একদেশদর্শিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

মোক্ষমূলর স্থানবিশেষে কাত্যায়নকে পাণিনির সম্পাদক ও সমালোচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৪)। তাঁহার মতে

(1) Indian Antiquities Vol. II, P. 413.
(2) Goldstucker's Panini P. P. 85, 86.

3 Muller's An. San Lit. P. 243-244.
4 Ibid P P. 353, 138.

কাত্যায়নপ্রণীত বার্ত্তিক পাণিনির অতিরিক্ত সূত্রসংগ্রহ মাত্র। পাণিনিপ্রণীত গ্রন্থ অপেক্ষাও এই অতিরিক্ত সূত্রে সংস্কৃত শাস্ত্রাভিজ্ঞতার উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে (১)। যাহা হউক, কাত্যায়নের বার্ত্তিক বস্তুতঃ পাণিনিসূত্রের সমালোচন মাত্র। নাগোজী ভট্ট বার্ত্তিকের সংজ্ঞানির্দ্দেশ স্থলে বলিয়াছেন, পাণিনীয় সূত্রের অনুক্ত ও দুরুক্ত বিষয়ের সম্যগ্বোধ সম্পাদনার্থ সমালোচনকে বার্ত্তিক কহে (২)। কাত্যায়ন পাণিনীয় সূত্রের সমর্থন ও পোষকতাজন্য স্ববার্ত্তিক প্রণয়ন করেন নাই। প্রত্যুত দোষোদ্ঘাটন করিয়া পাণিনিকে সাধারণ্যে নিন্দনীয় ও অপদস্থ করিবার জন্যই তাঁহার বার্ত্তিক প্রণীত হইয়াছে। কাত্যায়ন, এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ যতক্ষণ মন পরিতৃপ্ত না হইয়াছে, ততক্ষণ পাণিনির দোষ প্রদর্শনে ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি কোন কোন স্থলে পাণিনিকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করিয়াও স্বীয় জিগীষা ও কলহলিপ্সার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং কাত্যায়ন যে পাণিনির একজন মহাপ্রতিদ্বন্দ্বী, তদ্বিষয়ে কাহারও সংশয় হইতে পারে না। পাণিনির দোষ প্রদর্শনার্থ কাত্যায়নকে যে প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে, তদ্বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কাত্যায়ন পাণিনিপ্রণীত ৩৯৯২ কিংবা ৩৯৯৩ সূত্রের সার্দ্ধৈকসহস্র অপেক্ষাও অধিক সূত্রে স্খলিত প্রদর্শন করিয়া স্বীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। এতন্নিবন্ধন চারি সহস্র বার্ত্তিক বিরচিত হইয়াছে। এই চারি সহস্র বার্ত্তিকের মধ্যে আবার ন্যূনতঃ দশসহস্র বিশেষস্থল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এইক্ষণ জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যে গ্রন্থ এরূপ দোষ-দুষ্ট, যাহাতে দশসহস্রপরিমিত স্খলিত বর্ত্তমান রহিয়াছে, সে গ্রন্থ কি প্রকারে এত সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়া উঠিল? যদি একজনে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া এরূপ ভ্রমপ্রমাদে পতিত হয়েন, তবে তিনি কখনই পূজ্যপাদ আচার্য্য বলিয়া সাধারণ্যে সম্মানিত হইতে পারেন না। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে যে, পাণিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থের অনেকস্থলে অনেক প্রচলিত শব্দের অপ্রচলিত অর্থের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কাত্যায়ন অঙ্গুলিক্ষেপপূর্ব্বক তৎসমুদয় প্রদর্শন করিয়া প্রচলিত অর্থ সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। যিনি শব্দের অর্থপরিগ্রহে সমর্থ নহেন, তিনি কখনই শব্দশাস্ত্রের অঙ্গবিশেষ প্রণয়নে সাহসী হইতে পারেন না। এরূপ হইলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই অপদস্থ ও হতমান হইতে হয়। পাণিনি ও কাত্যায়ন একসাময়িক হইলে লোকে কখনও পাণিনির নামোচ্চারণ করিতে চঞ্চজ্জিহ্ব হইত না।

1 An. San. Lit. P. 247.

(২) "বার্ত্তিকমিতি। সূত্রেঽনুক্ত-দুরুক্ত চিন্তাকরত্বং বার্ত্তিকত্বং।" নাগোজীভট্টকৃত কৈয়টটীকা।

প্রত্যুত সমুচিত ভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক কাত্যায়নকেই অনন্যসাধারণ-জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া সম্মান করিত। বোধ কর, ডিম্ব ও ডবিম্ব নামে দুইজন ব্যক্তি একসময়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন। উভয়েই একশাস্ত্রে মনোনিবেশ করিয়া সেই শাস্ত্রব্যবসায়ী হইয়া উঠেন। অবলম্বিত শাস্ত্রে উভয়েরই ব্যুৎপত্তি জন্মে। তন্মধ্যে ডিম্ব আপনাকে জনসমাজে সম্মানিত করিবার জন্য অধীতশাস্ত্রসম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচারিত করেন। ডবিম্ব দেখিলেন ডিম্বপ্রণীত গ্রন্থ সম্পূর্ণ ও প্রমাদশূন্য হয় নাই। উহাতে অনেক অশুদ্ধি ও অনেক বিষয়ের অনুল্লেখ আছে। যে যে শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাও অনেক স্থলে দুরুক্ততা ও নিহতার্থতা দোষে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এতন্নিবন্ধন তিনি ডিম্বপ্রণীত গ্রন্থের দোষ সংশোধন ও শব্দসমূহ প্রচলিত অর্থে ব্যাখ্যা করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রচারিত করেন। এরূপ স্থলে ভবিষ্যবংশীয়ের নিকট কে অধিক শ্রদ্ধাস্পদ ও ভক্তিভাজন বলিয়া পরিগৃহীত হইবেন? ডিম্ব যখন ডবিম্বের সমসাময়িক হইয়াও স্বপ্রয়োজিত শব্দ সমূহের যথার্থ অর্থ পরিগ্রহে অসমর্থ হইলেন, তখন তিনি অবশ্যই ডবিম্ব অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর ও নিম্নপদের লোক বলিয়া সাধারণে স্বীকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কাত্যায়ন ও পাণিনির সম্বন্ধে এবিষয়ে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য লক্ষিত হইতেছে। যদিও কাত্যায়নকৃত পাণিনিসমালোচন কোন কোন স্থলে ইদানীন্তন মতের সহিত ঐক্য হইতেছে, তথাপি কেহই মহর্ষি পাণিনির প্রাধান্য ও প্রাবীণ্যের অপহ্নবে সম্মত নহেন। পাণিনি যে সমস্ত সূত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সমস্ত পৃথিবী অদ্যাপি বিস্ময়মিশ্র ভক্তি-সহকারে তাহার গুণ গান করিতেছে। অদ্যাপি নির্জ্জীবভারত পাণিনির নিমিত্ত সমুদয় সভ্যজাতির সমীপে অতুলকীর্ত্তিক্ষেত্র বলিয়া সম্মান ও আদর সহকারে পরিগৃহীত হইতেছে। এইরূপ বিশ্বজনীন সম্ভ্রম এবং গৌরবের আস্পদ হওয়া অল্প ক্ষমতা ও গুণের পরিচায়ক নহে। স্মরণাতীত কাল হইতে মহামহোপাধ্যায় পাণিনির এই উচ্ছ্রিত গৌরবস্তম্ভ অক্ষুণ্নভাবে বিরাজমান রহিয়াছে। বার্ত্তিককারের পুনঃ পুনঃ ভীষণ আক্রমণে ও বিগতকালপ্রসূত বিপ্লবপরম্পরায় ইহা অনুমাত্রও বিচলিত হয় নাই; এবং উৎপৎস্যমান গ্রন্থের অট্টহাসেও ইহার প্রাধান্য কখন অপহৃত হইবে না।

(ক্রমশঃ।)

পলাসির যুদ্ধ

মনুষ্যজগতে নিখুঁত রূপ নাই এবং নিখুঁত কাব্য নাই। কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেনের এই কাব্যখানিও সর্ব্বাংশে নিখুঁত নহে। তবে, একথা তথাপি অক্ষুব্ধচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, 'পলাসির যুদ্ধ কাব্যে' সর্ব্বত্রই তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই বাঙ্গালা ভাষার কণ্ঠহারে একটি কমনীয় আভরণস্বরূপ গ্রথিত হইবে, এবং যত দিন এই ভাষা জীবিত থাকিবে, তত দিনই ইহার প্রফুল্লকান্তি বঙ্গবাসীর হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হইবে।

এই কাব্যের বিষয় পলাসির প্রসিদ্ধ যুদ্ধ, অথবা নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন এবং বঙ্গে ইংরেজ-রাজশ্রীর প্রথম অভ্যুদয়। এদেশীয়েরা সাধারণতঃ যে সকল বিষয়ের আদর করিয়া থাকেন, এই কাব্যে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে দেবতা নাই, গন্ধর্ব্ব নাই, দেবাসুরের যুদ্ধ নাই, তপোবন প্রভৃতির বর্ণনা নাই, জটাচীরধারী তাপসদিগের কঠোর তপস্যার কথা অথবা শৈবালসমাবৃতা পদ্মিনীর ন্যায় বল্কলাবৃতা তপস্বিকন্যাদিগের প্রেম, বিরহ ও অশ্রুবর্ষণ প্রভৃতি ভারতপ্রিয় হৃদয়হারি বৃত্তান্ত নিচয়েরও উল্লেখ নাই। কিন্তু তথাচ ইহাতে যাহা আছে, তাহা পাঠ করিবার সময় হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উছলিয়া উঠে, এবং কল্পনা অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান হয়।

পলাসির যুদ্ধ বলিলে বালকেরা মার্শমেন সাহেবের ইতিহাস-পুস্তক স্মরণ করে, এবং বৃদ্ধেরা বিলাতের কোন প্রসঙ্গ মনে করিয়া বীতস্পৃহ হন। কিন্তু যাঁহাদিগের চক্ষু দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছে, এবং বুদ্ধি চিন্তাসহযোগে আমাদিগের কবির কল্পনার সঙ্গে উড্ডীন হইতে পারিবে, তাঁহাদিগের নিকট বঙ্গীয়কবির লীলার জন্য ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয় সম্ভবে না। পলাসির যুদ্ধ বর্ত্তমান ভারত-ইতিবৃত্তের প্রথম পৃষ্ঠা; পলাসির যুদ্ধ ভারতের নিয়তিনেমির শেষ আবর্ত্ত। ভাগীরথী ও কালিন্দীর ন্যায় দুইটি পুরাণপ্রসিদ্ধ স্রোতস্বতী দুই দিগ হইতে প্রবাহিত হইয়া যেখানে আসিয়া প্রণয়ভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, অনেকে ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে সেই স্থানকে তীর্থস্থান বলিয়া পূজা করেন। আবার, সমুদ্রের পর্ব্বোচ্ছ্বাস-প্রবাহ সকল যে স্থলে আসিয়া ভৈরবরবে পরস্পর-প্রহত

* পলাসির যুদ্ধ কাব্য। শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত।——শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা নূতন ভারতযন্ত্রে মুদ্রিত। কলিকাতা।

হয়, এবং ভয়াবহ তরঙ্গমালা স্বজন করিয়া তটভূমি প্রকম্পিত করে, অনেকে প্রকৃতির মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তাদৃশ স্থানকে বৈজ্ঞানিকের দৃশ্যস্থান বলিয়া আদর করেন। এই গণনায়, পলাসির ক্ষেত্র মহাতীর্থ ও মহাদৃশ্য। এখানে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পরস্পর সম্মিলিত হয়; এখানে প্রাচীন সভ্যতা ও আধুনিক উন্নতি এই দুই প্রতিকূল স্রোত পরস্পর পরস্পরকে আঘাত ও প্রতিঘাত করে; এখানে বংশপরম্পরায় সহস্রকোটি লোকের ললাটলেখার পরীক্ষা হইয়া যায়; এখানে দুই মহাদেশের দুইটি ইতিহাস, কালের এক কুক্ষিতে যুগপৎ নিমজ্জিত হইয়া, একীভূত নূতনমূর্ত্তিতে ভাসিয়া উঠে; এবং বঙ্গভূমি, ভারতবর্ষ ও সমস্ত এসিয়া-ভূখণ্ডে এইক্ষণ যে পরিবর্ত্তনের চক্র অবিরাম গতিতে অহর্নিশ চলিতেছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে এখানেই তাহা প্রথম চালনা পায়। যদি ইতিহাসে পলাসির যুদ্ধ না থাকিত, তবে এদেশের অবস্থা এইক্ষণ কিরূপ হইত, তাহা চিন্তা করাও কঠিন। লোকে এইক্ষণ যে যুগান্তপ্রলয় ও অভিনব সৃষ্টি দেখিয়া কখনও আশায় উৎফুল্ল, কখনও বিষাদে অবসন্ন হইতেছে, তাহার চিহ্নও কুত্রাপি পরিলক্ষিত হইত কি না, সন্দেহের কথা। বস্তুতঃ সমালোচ্যগ্রন্থে পলাসির যুদ্ধ যে ভাবে কল্পিত হইয়াছে, তাহা অতি উচ্চ শ্রেণীর কল্পনার পরিচয় দেয়, এবং সমগ্র-চিত্রটিকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে হইলে ইতিহাসশৈলের উর্দ্ধতমশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ভারতের মানচিত্রকে পুনরায় কবির চক্ষে নিরীক্ষণ করা আবশ্যক হয়। নহিলে, পলাসির যুদ্ধ কিছুই নহে।

আমরা শুদ্ধ কল্পিত বিষয়ের উচ্চতা, প্রসার ও অতুলগৌরব স্মরণ করিয়াই কবির প্রশংসা করিতেছি না। এই কল্পনায় নবীন বাবুর আর একটি বিশেষ প্রশংসা আছে। তিনি যে পথে গমন করিয়াছেন, সে পথে কেহই তাঁহার পূর্ব্বে পাদক্রম করেন নাই। তিনি যে 'মণিপূর্ণ খনিতে' সাহসসহকারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে কেহই তাঁহার জন্য আলোকবর্ত্তিকা স্থাপন করেন নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতির সময় হইতে এদেশে যিনিই যে কোন কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনিই একটি পুরাতন অবলম্ব পাইয়াছেন। কেহ পুরাণ ফুলে নূতন মালা গাঁথিয়াছেন; কেহ নূতন ফুলে পুরাণ সূত্র ব্যবহার করিয়াছেন। নবীন বাবুর তাহা হয় নাই। তাঁহার অবলম্ব স্বহৃদয় ও স্বকীয় কল্পনা মাত্র। তাঁহার জন্য বাল্মীকিও মণি বেধ করিয়া যান নাই, এবং কবিকল্পপাদপ ব্যাসদেবও অনন্তরত্নরাশি সাজাইয়া রাখেন নাই। তাঁহাকে প্রায় সমস্তই স্বহস্তে সঞ্চয়ন ও স্বহস্তে গ্রন্থন করিতে হইয়াছে। ইহা সামান্য অভিমানের কথা নহে। গ্রন্থখানিতে যদিও আধুনিক রীত্যনুসারে একটি বিজ্ঞাপন সংযোজন করিয়া দেওয়া হয় নাই, কিন্তু কবি আশার সম্বোধনচ্ছলে দ্বিতীয় সর্গের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোকে

মনের বিনয়চ্ছন্ন অভিমান ও অভিমানচ্ছন্ন ভয় অতি সুকৌশলে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অভিমানকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করি, এবং তাঁহার আশা যে দুরাশা নহে, ইহাও সরলহৃদয়ে বিশ্বাস করি। যাঁহার কৃপায় আজি বঙ্গে মধুসূদন প্রভৃতির নাম লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে বিচরণ করিতেছে, তিনি নবীন বাবুর প্রতি অপ্রসন্ন নহেন।

পলাসির যুদ্ধ কাব্য অনতিবৃহৎ পাঁচটি সর্গে বিভক্ত। ইহার প্রথম সর্গে নবাববিদ্রোহিদিগের ষড়্‌যন্ত্র ও কূটমন্ত্রণা, দ্বিতীয় সর্গে ব্রিটিশ-সেনার শিবিরসন্নিবেশ, তৃতীয় সর্গে পলাসিক্ষেত্রের বর্ণনপ্রসঙ্গে সিরাজদ্দৌলার তদানীন্তন অবস্থাবর্ণন ইত্যাদি, চতুর্থ সর্গে যুদ্ধ এবং পঞ্চম সর্গে 'শেষ আশা অথবা সিরাজদ্দৌলার' শোচনীয় উপাংশুহত্যা।

প্রথম সর্গের আরম্ভ যেমন গম্ভীর, তেমনই মনোহর। বোধ হয়, মেঘনাদবধের আরম্ভ বিনা বাঙ্গালার কোন কাব্যের প্রারম্ভবর্ণনাতেই ঐরূপ ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য্য এবং এইরূপ পরিম্লান মনোহারিত্ব প্রদর্শিত হয় নাই। অভ্রভেদি পর্ব্বত কি অনন্তবিস্তারিত সমুদ্রাদির বর্ণনাতে মনে এক গাম্ভীর্য্যের আবেশ হয়। ইহা সেই রূপ গাম্ভীর্য্য নহে। কোন অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী অঙ্গনা, কি মৃদুবাহিনীস্রোতস্বিনী, কিংবা সরোবিলাসিনী ফুল্ল কমলিনী প্রভৃতির বর্ণনাতেও উৎকৃষ্ট কবিরা মনোহারিত্ব সৃজন করিতে পারেন। এই মনোহারিত্বও সেই প্রকারের নহে। যদি কোন প্রতিভাশালী চিত্রকর বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া তুলিতে সমর্থ হইতেন, এবং সেই মূর্ত্তিতে আতঙ্ক ও আশা এই উভয়ের বিরোধ এবং শোকের মলিনতা ভাল রূপে ফলাইতে পারিতেন, তবে তাহাকেই ইহার উপমাস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতাম। পড়িবার সময় প্রতীতি হয়, যেন প্রকৃতি আপনি আসিয়া আজন্মদুঃখিনী বঙ্গভূমির দুঃখে করুণকণ্ঠে বিলাপ করিতেছেন, আর সমস্ত সংসার ভয়ে, বিস্ময়ে, এবং শোকভরে স্তম্ভিত হইয়া অনন্যমনে ও অনন্যকর্ণে সেই বিলাপ শ্রবণ করিতেছে।

দিগন্তব্যাপি অন্ধকারের বর্ণনায় এই অংশে একটি আশ্চর্য্য পংক্তি কবির লেখনী হইতে হঠাৎ স্খলিত হইয়াছে;—

'তিমিরে অনন্যকায় শূন্য ধরাতল'

সংস্কৃতে অনুবাদ করিলে এই পংক্তিটিকে মহাকবি ভারবির নিম্নোদ্ধৃত প্রসিদ্ধ শোকার্দ্ধের সঙ্গে অকুতোভয়ে গাঁথিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

"ভবতিদীপ্তিরদীপিতকন্দরা
তিমিরসংবলিতেব বিবস্বতঃ"

এই সর্গের মধ্যে কিছু দূরে প্রবিষ্ট হইলে যবননিপাতের নিদানভূত ভারতবিখ্যাত জগৎসেঠের নিভৃতমন্ত্রভবন। এই মন্ত্রণাচিত্রে অনুকৃতির কিঞ্চিৎ ছায়া আছে। যাঁহারা মিল্টনের স্বর্গভ্রংশকাব্যের দ্বিতীয়সর্গে পাণ্ডিমোনিয়মের সেই লোম-

হর্ষণ বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহা বিস্ময়কর কি বিচিত্র বোধ না হইতে পারে। কিন্তু অনুকৃতির ছায়া আছে বলিয়াই যে ইহা কোন প্রকারে অযশের কারণ হইয়াছে, এমন নহে। আদৌ, পলাসির যুদ্ধে এই অংশ অপরিহার্য্য। এটুকু ছাড়িয়া দিলে ইতিহাসকে লঙ্ঘন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই মন্ত্রনায় যাঁহারা অধিনায়ক তাঁহাদিগের সহিত পাণ্ডিমোনিয়মের মন্ত্রণাধিনায়কদিগের অনেক বৈলক্ষণ্য। ইঁহারা রক্ত মাংসের মনুস্য, তাহারা কবিকল্পি● অপদেবতা। ইঁহাদিগের শোক, দুঃখ, মর্ম্মব্যথা এবং আশা ও ভয় আমরা বুঝিতে পাই ; তাহাদিগের সমস্তই মানবীয়সহানুভূতির বহির্ভূত। আমরা এই অংশ হইতে বিশেষ বাছনি না করিয়া কএকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। বর্ণনায় কিরূপ প্রশংসনীয় চিত্রনৈপুণ্য দেখান হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

" রাখিয়া দক্ষিণকরে দক্ষিণ কপোল,
বসি অবনতমুখে বীর পঞ্চজন ;
বহে কি না বহে শ্বাস চিন্তায় বিহ্বল
কুটিল ভাবনাবেশে কুঞ্চিত নয়ন।
অনিমেষনেত্রে কস্টে যেন একমনে
পড়িছে বঙ্গের ভাগ্য অঙ্কিত পাষাণে
বিধির অস্পস্টাক্ষরে ; কিম্বা চিত্তসনে
প্রাণ যেন আরোহিয়া কল্পনা-বিমানে,
সময়ের যবনিকা করি উদ্ঘাটন,
বঙ্গ ভবিষ্যৎ-সিন্ধু-করে সন্তরণ "।

" একটি রমণীমূর্ত্তি বসিয়া নীরবে,
গৌরাঙ্গিনী, লম্বগ্রীবা, আকর্ণ-নয়ন,
(সুখ-তারা শোভে যেন আকাশের পটে !)
শোভিছে উজ্জ্বলি জ্ঞান-গর্ব্বিত বদন।
আবার পলকে সেই নয়ন যুগল,
স্নেহের সলিলে হয় কোমলতাময়,
এই বর্ষিতেছে ক্রোধ গরিমা গরল
অমনি দয়াতে পুনঃ দ্রবীভূত হয়।
বিশ্বব্যাপি সেই দয়া জাহ্নবী যেমন
সমস্ত বঙ্গেতে করে সুধা বরিষণ। "

" সুস্নিগ্ধ নয়নে ঐ গম্ভীর বদনে,
করতলে বামগণ্ড করিয়া স্থাপন,
ভাবিছে, জানকী যেন অশোক কাননে,
আপন উদ্ধার চিন্তা, বিষাদিত মন।
আবার এদিগে দেখ, স্বতন্ত্র আসনে
নীরবে বসিয়া এক তেজস্বী যবন,
দুরূহ ভাবনা যেন ভাবিতেছে মনে,
শ্বেত শ্মশ্রু-রাশি তার চুম্বিছে চরণ।
ক্ষণে চাহে শূন্যপানে, ক্ষণে ধরাতল
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে শ্মশ্রু করে দলমল। ,,

* * * * *
* * * * *

কোন্ ব্রতে ব্রতী আজি কে বলিবে হায় ?
কি বর মাগিছে সবে শ্যামার চরণে,
সামান্য লোকের মন বলা নাহি যায়,
রাজাদের কি কামনা বলিব কেমনে ?
ওই দেখ—
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি, তুলিয়া বদন,

কষ্টের স্বপন যেন, হলো অপসৃত,
সঙ্গীদের মুখপানে করি নিরীক্ষণ
কহিতে লাগিল মন্ত্রী নিজ মনোনীত।
পর্ব্বত নির্ঝর হতে অবরুদ্ধ নীর,
বহিতে লাগিল যেন, গরজি গম্ভীর।"

কূটচক্রবদ্ধ মন্ত্রণাকারীদিগের প্রত্যেকেই সিরাজদ্দৌলার ঘোরতর বিদ্বেষী ও মর্ম্মান্তিক শত্রু ছিলেন। সিরাজের সর্ব্বনাশ হউক এবং তদীয় সিংহাসন এই মুহূর্ত্তেই বিচূর্ণিত হইয়া যাউক ইহা প্রত্যেকেরই প্রাণগত কামনা ছিল। কিন্তু কবি অতি সাবধানে, অতি সুকৌশলে, ইহাঁদিগের এক এক জনের মনের ভাব এক এক রূপ ভাষায় প্রকাশিত করিয়া চরিত্রের বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে স্বকীয় লোকপ্রতিজ্ঞতা এবং শাব্দিক ক্ষমতারও পরিচয় দিয় ছেন। মন্ত্রিবর রায় দুর্ল্লভ কপটধার্ম্মিক। তাঁহার মন কূর্ম্মশুণ্ডবৎ। উহা একবার বাহিরে আইসে, আর বার সঙ্কুচিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তিনি কিছুই পরিস্কার দেখিতে পান না। যেখানে পদনিক্ষেপ করিতে যান, সেখানেই তাঁহার কণ্টক ভয়। যাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও তিনি সম্যক্ বিশ্বাস করেন না। শেষে, প্রাণভয়কে পাপভয় বলেন, এবং এইরূপ লোকের যেমন হইয়া থাকে, মনের কথা মনেই রাখিয়া ইহাঁর এবং উহাঁর মুখ পানে চাহিয়া থাকেন। তাঁহার পর জগৎশেঠ। যেমন পাণ্ডব সভায় ভীম, তেমন এই সভায় জগৎশেঠ;—অকপট, অসন্দিগ্ধ চিত্ত, অটলসাহসপূর্ণ এবং অভিমানবিষে জর্জ্জরিত। শেঠবরের হৃদয়ের ক্রোধ আগ্নেয়গিরির মত; উহা হইতে যাহা কিছু উদ্গীর্ণ হয়, তাহাই শ্রোতার অঙ্গে 'তপ্তলোষ্ট্রসম' নিপতিত হয়; কথার ধমনীতে অগ্নিস্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়। জগৎশেঠের প্রতিজ্ঞাও ভীমের ন্যায়; শুনিলেই হৃদয় চমকিয়া উঠে এবং যেন এতক্ষণ পরে পুরুষসম্মুখে আসিয়াছি এইরূপ প্রতীতি জন্মে;—

" সম্ভব, হইবে লুপ্ত শারদচন্দ্রমা,
অসম্ভব, হবে লুপ্ত সেঠের গরিমা।"

* * * * *

" সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
উপাড়িব একা নভো-নক্ষত্র-মণ্ডল,
সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জ্জন,
লইব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল।
যদি পাপিষ্ঠের থাকে সহস্র পরাণ,
সহস্র হলেও তবু নাহি পরিত্রাণ।"

রাজনগরেশ্বর মহারাজ রাজবল্লভের কথায় বিষের মিশ্রণ আছে, তাড়িতবেগ নাই; কথা যেন ফুটে ফুটে হইয়াও দুঃখভরে কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ যে অস্ফুটকথা তাহাতেও

" * * * উঠিল কাঁপিয়া
দুরু দুরু করি মিরজাফরের হিয়া।"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রকৃত ধার্ম্মিক, পাপদ্বেষী, পবিত্র ও পরদুঃখকাতর। তিনি যখন আলিবর্দ্দির অকলঙ্ক চিত্রপটের দিকে

দৃষ্টিপাত করিয়া সিরাজের কলঙ্কপঙ্কিল কুৎসিত প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করেন, তখন ঘৃণায় তাঁহার আত্মা জর্জ্জরিত হয়। কিন্তু তিনি জগৎশেঠের মত সাহসী নহেন, রাজবল্লভের মত কূটভাষীও নহেন। তাঁহার পরামর্শ স্পষ্ট কথা। চক্রীদিগের মধ্যে তাঁহারই চক্রান্ত নাই, কারণ তিনি মীমাংসাকারী।

আমরা প্রস্তাববাহুল্যভয়ে রাণী ভবানীর কথা হইতে পাঠকের জন্য কিছুই উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া নিতান্ত দুঃখিত রহিলাম। কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, যিনিই সেই অমৃতাভিষিক্ত বিষ কি বিষাক্ত অমৃত পান করিবেন, তিনিই পদে পদে কবিবর নবীন চন্দ্রকে হৃদয় খুলিয়া সাধুবাদ দিবেন।

যদি কোন ব্যক্তি সুগভীর নিদ্রার মধ্যে সহসা কোন অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুতশব্দ শ্রবণ করিয়া জাগিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহার চিত্ত যেরূপ নানাবিধ অচিন্তনীয় ভাবে তৎকালে আলোড়িত হয়, এই কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে দ্বিতীয় সর্গে অবতীর্ণ হওয়া মাত্র পাঠকের অসাবধান চিত্তও সহসা সেইরূপ আলোড়িত হইয়া উঠে। প্রথম সর্গের সমস্ত কথাই পূর্ব্বে এক একবার নিশার দুঃস্বপ্নের মত অলীক বোধ হয়; অথবা ঘোরান্ধ-রজনীতে অকস্মাৎ মেঘগর্জ্জন শ্রবণ করিলে কিংবা অকস্মাৎ দামিনীর ক্ষণস্থায়ি চমক দেখিলে, তাহা যেমন শ্রুতি কি দৃষ্টির বিভ্রম বলিয়া বিশ্বাস জন্মে, সেইরূপ যাহা কিছু শুনিয়াছি এবং যাহা কিছু দেখিয়াছি সমস্তই যেন মনের ভ্রান্তি, এইরূপ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু দ্বিতীয় সর্গে প্রবেশ করিলেই সেই প্রীতিকর ভ্রম ও প্রিয় বিশ্বাস তিরোহিত হইয়া যায়; এবং যাহা দেখি নাই তাহা দেখিয়া এবং যাহা শুনি নাই তাহা শুনিয়া, মন বিস্ময়ের পর ভয়ে এবং ভয়ের পর বিস্ময়ে বিস্ফারিত ও সঙ্কুচিত হয়। কোথায় ইংলণ্ড, আর কোথায় বঙ্গভূমি। কিন্তু এখন কি শুনি, আর কি দেখি? না--

"ব্রিটিশের রণবাদ্য বাজে ঝম্ ঝম্,
হইতেছে পদাতিক-পদ সঞ্চলন
তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন্ ঝনন,
হ্রেষিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, গর্জ্জিছে বারণ।
থেকে থেকে বীরকণ্ঠ সৈনিকের স্বরে,
ঘুরিছে ফিরিছে সৈন্য, ভুজঙ্গ যেমতি
সাপুড়িয়া মন্ত্র বলে; কভু অস্ত্র করে,
কভু স্কন্ধে; ধীরপদ; কভু দ্রুত গতি।
'ড্রমের' ঝর্ঝর রব বিপুল ঝঙ্কার,
বিজ্ঞাপিছে ব্রিটিশের বীর অহঙ্কার।"

এই সর্গে সমরোন্মুখ সৈনিকদিগের মনের ভাব আঁকিতে যাইয়া কবি মধ্যস্থলে আশার যে একটি বন্দনা করিয়াছেন, তাহা বহুকাল স্মরণ থাকিবে। এই বন্দনাটিকে স্কটলণ্ডদেশীয় প্রসিদ্ধ কবি ক্যাম্বেলের আশা নামক কবিতার সহিত মিলাইয়া পড়িলে পাঠকবর্গ নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিবেন। ক্যাম্বেলের আশা পৃথ্বীলোক পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধতম

গগণে বিচরণ করে ; নবীন বাবুর আশা স্নেহগদ্গদ প্রিয়কণ্ঠের ন্যায় হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চরণ করিয়া প্রাণ মন কাড়িয়া লয়। দুইটিই সুন্দর ও সুখদর্শন ; কিন্তু একটি মধ্যাহ্নসূর্য্যের খরজ্যোতিঃ, আর একটি লঘুমেঘাবৃত চন্দ্রমার শীতলকান্তি ; একটি সুদূরবর্ত্তিনী, আর একটি মর্ম্মস্পর্শিনী।

যিনি ব্রিটিশ-সেনার প্রাণ, পলাসি-যুদ্ধের প্রধান নায়ক এবং ভারতে ইংরেজ-রাজমহিমার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, সেই চির-বিশ্রুতনামা দুর্দ্ধর্ষপ্রকৃতি ক্লাইবের সহিত এতক্ষণ কাহারও সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি কোথায় ছিলেন, কেন বঙ্গে আসিলেন, এবং বঙ্গে আসিয়াই বা আজ কি কারণে কাটোয়া-শিবিরে তরুতলে একাকী গভীর-চিন্তায় নিমগ্ন, কবি আখ্যায়িকার প্রচলিত রীত্যনুসারে ইতঃপূর্ব্বে তাহার কিছুই ব-লেন নাই। কিন্তু আশার নিকট জিজ্ঞাসা-চ্ছলে যে ভাবে বীরবরকে সহসা অভিনয়-ভূমিতে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা অতি সুচারু হইয়াছে। এইরূপ পটপরিবর্ত্তনে মনে কৌতূহলের উদ্দীপন হয়, এবং উত্ত-রোত্তর চিত্র গুলি দেখিবার জন্য চিত্ত স্ব-ভাবতঃই উৎসুক হইয়া উঠে।

ক্লাইবের তৎকালীন মুখচ্ছবি এবং মনোগত ভাবের যেরূপ বর্ণনা হইয়াছে, তাহাও আমাদিগের নিকট প্রশংসনীয় বোধ হইল।—

* * * "প্রশস্ত ললাট
বীরত্বের রঙ্গভূমি, জ্ঞানের আধার ;
বক্ষঃস্থল যেন যমপুরীর কপাট,
প্রশস্ত, সুদৃঢ় ; বহে তাহার ভিতর
দুরাকাঙ্ক্ষা, দুঃসাহস, স্রোত ভয়ঙ্কর।"

—

"যুগল নয়ন যিনি উজ্জ্বল হীরক
আভাময় ; অন্তর্ভেদি তীব্রদৃষ্টি তার,
স্থির, অপলক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক।
যে অসম সাহসাগ্নি হৃদয়ে তাঁহার
জ্বলে, যথা অগ্নিগিরি অন্তঃস্থ অনল ;
প্রদীপ্ত নয়নে সদা প্রতিভা তাহার —
ভুবনবিজয়ি জ্যোতিঃ ; বরষি গরল
শত্রুর হৃদয়ে ; কিন্তু কখনও আবার
সে নেত্র-নীলিমা নীল নরকাগ্নি মত,
দেখায় চিত্তের সুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি যত।"

—

"নীরবে, নির্জ্জনে, বীর বসি তরুতলে ;
অর্দ্ধহীন ঊর্দ্ধদৃষ্টি ; বোধ হয় মনে
ভেদিয়া গগণ দৃষ্টি কল্পনার বলে,
ভবিতব্যতার ঘোর তিমির-ভবনে
প্রবেশিয়া, চেষ্টিতেছে দূর ভবিষ্যত
নিরখিতে ;—" * * *

নবীন বাবু বর্ণনীয় বীরপুরুষের চক্ষু এবং দৃষ্টির প্রতিই সমধিক মনোযোগ দিয়াছেন। বোধ হয়, যদি তিনি তাঁহার অধর, ওষ্ঠ, নাসা, ভ্রূযুগ এবং উপবেশন-ভঙ্গিমাকেও ঐ সঙ্গে আঁকিয়া তুলিতেন, তাহা হইলে বিজ্ঞানেরও সম্মান রক্ষা পাইত এবং বর্ণনাও অধিকতর চমৎকা-রিণী হইত।

ক্লাইবের বর্ণনায় কিঞ্চিৎ ন্যূনতা থা-

কিলেও, যিনি ধ্যানযোগে তদীয় মানস-চক্ষুর সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া এই ক্ষুদ্রতাময় নরলোকে ক্ষণকাল বিরাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দিকে চাহিলেই সকল কথা ভুলিয়া যাই। একবার নয়ন ভরিয়া ঐ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলে, নবীন বাবুকে কখনই প্রশংসার সামান্য উপহার দিতে প্রবৃত্তি হয় না; প্রশংসা করিবার ইচ্ছা তখন প্রীতি ও ভক্তিতে পরিণত হয়। যখন বীরকেশরী ক্লাইব, সংশয়-দোলায় দোলায়িত হইয়া আশার হিল্লোলে একবার উপরে উঠিতেছেন এবং পরিণামচিন্তায় আবার জড়সড় হইয়া ভূতলে পড়িতেছেন; যখন সম্পদ ও বিপদ, বিজয় ও পরাজয় এবং কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তির বিভিন্ন মূর্ত্তি তাঁহার কল্পনানেত্রে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাসিত হইয়া তাঁহাকে ভয়ানকরূপে বিলোড়ন করিতেছে; এবং যখন অপমানের বৃশ্চিকদংশন, লোভের অঙ্কুশ-তাড়না এবং অভিমানের প্রদীপ্তবহ্নি তাঁহার চিত্তকে এক অনির্ব্বচনীয় উৎসাহে স্ফীত করিয়া তুলিতেছে, এমন সময়ে রাজরাজেশ্বরী-রূপিণী এক দিব্য-রমণী, আরাধ্য দেবতার ন্যায় অথবা মূর্ত্তিমতী সিদ্ধি কি জয়শ্রীর ন্যায়, অন্ধকার গৃহে দীপালোকবৎ, অকস্মাৎ তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন। তখন,—

"সহস্র ভাস্কর তেজে গগণ প্রাঙ্গণ
ভাতিল উপরে; নিম্নে হাসিল ভূতল;
নামিল আলোক রাশি ছাড়িয়া গগণ,
সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা তখনি
জ্যোতির্ব্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব্ব রমণী"

এই রমণীচিত্র অপ্রতিম। এই অলৌকিক রূপরাশি দর্শনে অতি নিকৃষ্টস্বভাব মনুষ্যেরও কিছু কালের জন্য আত্মবিস্মৃতি হয়, এবং যে পবিত্রতা তাহাকে কখনও স্পর্শ করে নাই, তাহা আসিয়া তাহাতে আবিষ্ট হয়।

"কোটি কহিনুর কান্তি করিয়া প্রকাশ,
শোভিছে ললাট রত্ন, সেই বরাননে;
গৌরবের রঙ্গভূমি, দয়ার নিবাস,
প্রভুত্ব ও প্রগল্‌ভতা বসে একাসনে।
শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক কিরণে
কনক-অলকাবলী—বিমুক্ত কুঞ্চিত,
অপর্ক খচিত চারু কুসুমরতনে,—
চির বিকসিত পুষ্প, চির সুবাসিত"

* * * *

"ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জ্বল,
নির্ম্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্ম্মালায় খচিত,
জ্যোতি-রত্নে অলঙ্কৃত জ্যোতিষ্ক সকল;
জ্বলিছে হাসিছে জ্যোতিঃ চির প্রজ্জ্বলিত।
উজ্জ্বল সে জ্যোতিঃ যিনি মধ্যাহ্ন তপন,
অথচ শীতল যেন শারদ চন্দ্রমা,
যেমন প্রখর তেজে ঝলসে নয়ন,
তেমতি অমৃতমাখা পূর্ণ মধুরিমা।
ক্লাইব মুদ্রিত নেত্রে জাগ্রত স্বপনে
ভুবন-ঈশ্বরী মূর্ত্তি দেখিলা নয়নে"

—

অভয়া মাভৈ রবে ক্লাইবের আকুলপ্রাণকে আশ্বস্ত করিয়া,—তাঁহার নির্ব্বাণোন্মুখ সাহসকে পুনরায় উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া, আকাশবাণীর মত যে কয়টি

কথা বলিলেন, তাহা শুনিবার জন্য হৃদয় যার পর নাই অধীর হয়, অথচ শুনিয়া দুঃখের মুর্ম্মুর-দাহনে দগ্ধ হইয়া যায়।—

"তোমার চিন্তায় আজি টলিল আসন;
আসিনু পৃথিবীতলে, তোমারে বাছনি!
শুনাইতে ভবিষ্যত বিধির লিখন,—
শুনিলে উল্লাসে তুমি নাচিবে এখনি।"

* * *

"সোণার ভারতবর্ষে, বহুদিন আর,
মহারাষ্ট্রী মোগল বা ফরাসী দুর্জ্জয়
করিবে না রক্তপাত; দ্বিতীয় 'বাবার'
ভারতের রঙ্গভূমে হইয়া উদয়
অভিনব রাজ্য নাহি করিবে স্থাপন;
কিম্বা অতিক্রমি দুর হিমাদ্রি-কান্তার,
দিল্লীর ভাণ্ডার রাশি করিতে লুণ্ঠন
ভীমবেগে দস্যুস্রোত আসিবে না আর,
ভারতের ইতিহাসে উপস্থিত প্রায়,
অচিন্ত্য, অশ্রুত, এক অপূর্ব্ব অধ্যায়।"

আমরা এই সর্গ হইতে আর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। বোধ হয়, রসগ্রাহী সহৃদয় ব্যক্তিরা উহা পাঠ করিয়া বিস্মিত ও বিমোহিত হইবেন। যদি কল্পনার উচ্চতায়, এবং চিত্রগত কারুকার্য্যের চমৎকারিতায় আত্মাকে একবারে অভিভূত করিতে পারিলে কাব্যের প্রশংসা হয়, তবে এ অংশটি কত দূর প্রশংসনীয় তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। প্রাচীনতার প্রতি অন্ধভক্তি পরিত্যাগ করিয়া, পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে বিচার করিলে, এই কবিতা কয়টির তুলনাস্থল অল্প আছে। যখন সেই জ্যোতির্ম্ময়ী বরবর্ণিনী বুঝিতে পাইলেন যে, তাঁহার সাধক সিদ্ধকাম হইয়াছেন; তখন তিনি তাঁহাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়া, যেন অঙ্গুলিনির্দ্দেশ সহকারে, বিধাতার অঙ্কিত 'ভারতবর্ষের ভাবি মানচিত্র খানি' দেখাইতে লাগিলেন। ভারতবাসি! জীবিত হও আর মৃত হও, তুমিও আজ সেই চিত্রখানি একবার দর্শন কর,—

*

"অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রি উত্তরে
ওই দেখ উর্দ্ধ শিরে পরশে গগণ;
অদ্রির উপরে অদ্রি অদ্রি তদুপরে,
কটিতে জীমূতবৃন্দ করিছে ভ্রমণ;
দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেণিল সাগর,
—উর্ম্মির উপরে উর্ম্মি উর্ম্মি তদুপরে—
হিমাদ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তর
তুলিছে মস্তক দেখ ভেদি নীলাম্বরে;
অচল পর্ব্বত শ্রেণী শোভিছে উত্তরে,
চঞ্চল অচলরাশি ভাসে সিন্ধুপরে।"

—

"বেগবতী ঐরাবতী পূর্ব্ব সীমানায়;
পঞ্চভুজ সিন্ধুনদ বিরাজে পশ্চিমে;
মধ্যদেশে, ওই দেখ, প্রসারিয়া কায়
শোভে যে বিস্তৃত রাজ্য রঞ্জিত রক্তিমে,
বিংশতি ব্রিটন নাহি হবে সমতুল;
তথাপি হইবে—আর নাহি বহু দিন;
অভাগিনী প্রতি বিধি চির প্রতিকূল—
বিপুল ভারত, ক্ষুদ্র ব্রিটন অধীন।
বিধির নির্ব্বন্ধ বাছা খণ্ডন না যায়,
কিবা ছিল রোমরাজ্য এখন কোথায়?"

"ওই শোভে শতমুখী ভাগীরথী তীরে
কলিকাতা, ভারতের ভাবি রাজধানী;
আবৃত এখন যাহা দরিদ্র-কুটীরে,
শোভিবে অমরাবতী রূপে করি গ্লানি
রাজ-হর্ম্ম্যে, দৃঢ় দুর্গে, গ্যাসের মালায়।
ওই যে উড়িছে উচ্চ অট্টালিকা শিরে
ব্রিটিস পতাকা; যেন গৌরবে হেলায়
খেলিছে পবন সনে অতি ধীরে ধীরে;
তুমিই তুলিয়া সেই জাতীয় কেতন,
ভারতে ব্রিটিস রাজ্য করিবে স্থাপন।"

—

"নব রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তোমায়,
আমি বসাইব ওই রত্ন-সিংহাসনে;
আমি পরাইব রাজ-মুকুট মাথায়;
সমস্ত ভারতবর্ষ আনত বদনে
পালিবে তোমার আজ্ঞা, অদৃষ্টের মত,
তোমার নিশ্বাসে এই ভারত ভিতরে
কত রাজ্য, রাজা, হবে আনত, উন্নত;
ভাসিবে যবনলক্ষ্মী শোণিতে, সমরে;
প্রণমিবে হিমাচল সহিত সাগর,—
ইংলণ্ডের প্রতিনিধি—ভারত-ঈশ্বর।"

চিত্র প্রদর্শনের পরক্ষণেই,——

"অদৃশ্য হইল বামা; পড়িল অর্গল
ত্রিদিব কবাটে যেন, অন্তর-নয়নে
ক্লাইবের; গেল স্বর্গ এল ধরাতল।"

সর্গাবসানে একটি সংগীত। বীরকণ্ঠ ব্রিটিশ-সৈনিকগণ, রণমদ-মত্ততায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া, একতানকণ্ঠে, ঐ সংগীত গাইতে গাইতে, গঙ্গা পার হইতেছে; আর তালে তালে, আঘাতে আঘাতে, গঙ্গার অমল জলরাশি লহরী-লীলায় নাচিয়া উঠিতেছে। ভাগিরথী বহুদিনের পরে বীররসে নৃত্য করিলেন!!! গীতি-কবিতা রচনায় গ্রন্থকারের কিরূপ ক্ষমতা আছে, বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে তাহা অনেককাল হয় পরীক্ষিত হইয়াছে। আমরা তথাপি কএক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম। কারণ, এরূপ গীতে শুধু আমোদ নহে, উপকার আছে। যেমন এক জনের গীত শুনিলে আর এক-জনের গাইতে ইচ্ছা হয়, সেইরূপ এক জাতির জয়-গাথা শ্রবণ করিলে আর এক জাতির হৃদয়ও গাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে। ইহার নাম সহানুভূতির শাসন, এবং ইহাই মহান উপকার। সিংহল বিজয়ের সময় বাঙ্গালি একবার এই গীত গাইয়াছিল। কপাল গুণে এখন তাহার কণ্ঠ নীরব হইয়াছে, অথবা এই দীপক ও হিন্দোল-রাগে বিরাগ হওয়ায় লতার ন্যায় দোদুল্যমান। বিলাসিনীদিগের ললিতকণ্ঠের অনুকরণেই প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। বাঙ্গালি আবার যদি কোন দিন এইরূপ গীত গাইয়া জল স্থল নিনাদিত করে, তাহা হইলে সেই দিন বঙ্গভারতী বিমানে থাকিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন।

"সমুদ্রের বুকে পদাঘাত করি,
অভয়ে আমরা ব্রিটন নন্দন;
আজ্ঞাবহ করি তরঙ্গ লহরী,
দেশ দেশান্তরে করি বিচরণ।
নব আবিষ্কৃত আমেরিকা দেশে,
কিম্বা আফ্রিকার মৃগতৃষ্ণিকায়,

ঐশ্বর্য্যশালিনী পুরব প্রদেশে,
ইংলণ্ডের কীর্ত্তি না আছে কোথায় ?
পুরব পশ্চিম গায় সমুদয়,
জয় জয় জয় ব্রিটিশের জয়। ”

—

“ সম্পদ সাহস ; সঙ্গী তরবার ;
সমুদ্র বাহন, নক্ষত্র কাণ্ডারী ;
ভরসা কেবল শক্তি আপনার ;
শয্যা রণক্ষেত্র ; ঈশা ত্রাণকারী।
বজ্রাগ্নি জিনিয়া আমাদের গতি,
দাবানল সম বিক্রম বিস্তার ;
আছে কোন্ দুর্গ ? কোন্ অদ্রিপতি ?
কোন্ নদ নদী, ভীম পারাবার ?
শুনিয়া সভয়ে কম্পিত না হয়,
জয় জয় জয় ব্রিটিশের জয়। ”

আমরা এইবার প্রথম দুই সর্গের সমালোচনান্তেই প্রস্তাব শেষ করিতে বাধ্য হইলাম। অবশিষ্ট তিন সর্গের সমালোচনা আর একবারে প্রকাশ করিব, এবং কাব্যের ভাষা ও দোষ-গুণ-সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যাহা বক্তব্য আছে, তাহা উপসংহারে বলিব।



প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। নাগাশ্রমের অভিনয়।—ইহা এক খানি প্রহসন। গ্রন্থকারের প্রকৃত নাম প্রকাশ করা হয় নাই। তিনি “ মহর্ষি খগেন্দ্রভক্ত ” বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন,এবং “শ্রীকেঁড়েলচন্দ্র ঢাকেন্দ্র ” এই নামেই পাঠক সমাজে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। প্রহসনের উদ্দেশ্য কলিকাতাস্থ ভারতাশ্রমের বিড়ম্বন। এই নাগাশ্রম যে কলিকাতার ভারতাশ্রম এবং এই নাগনাগিনীরা যে ব্রাহ্ম আর ব্রাহ্মিদিগেরই বিড়ম্বিত প্রকৃতি, তাহা দুই ছত্র পড়িলেই স্পষ্ট প্রতীত হয়।

গ্রন্থকার উন্নতিশাল ব্রাহ্মদিগের যে সকল ক্রিয়াকলাপ ও রীতি নীতিকে বঙ্গীয় ভদ্রসমাজের নিকট উপহসনীয় দোষ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে দোষ কি না আমরা তাহার বিচার করিতে যাইব না। কারণ, কোন সম্প্রদায়ের মর্ম্মে আঘাত দেওয়াই বান্ধবের অভিপ্রেত নহে। বিশেষতঃ, সমাজতত্বের যে সকল দুরবগাহ প্রশ্নের সহিত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রাণগত সম্বন্ধ রহিয়াছে, সর্ব্বজ্ঞ সার্ব্বভৌমের মত তিন কথাতেই তাহার মীমাংসা করা আমাদিগের নিকট অসম্ভব বোধ হয়। যদি কখনও এবিষয়ে আমরা কিছু লিখি, তবে তাহা অন্য প্রকারে এবং পৃথক্ প্রবন্ধে লিখিব। সম্মুখস্থ প্রহসন খানির সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ইহার লেখক ব্যঙ্গবর্ণনে বিলক্ষণ পটু এবং মনুষ্যের চরিত্র চিত্র করিতেও সক্ষম। প্রহসনাংশে তদীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে।

২। নটনন্দিনী—(উপন্যাস)। শ্রীহরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।—ইংরেজীতে এই শ্রেণীর পুস্তক সকল দুই প্রকার, নভেল ও টেল। নভেল গদ্য কাব্য; টেল অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর আখ্যায়িকা মাত্র। নটনন্দিনী টেল; কিন্তু টেল পাঠ করিলে যে সুখ হয়, নটনন্দিনী পাঠে তাহা হয় না। কেন হয় না, তাহা বুঝিবার জন্য গ্রন্থখানি ধৈর্য্যের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করা আবশ্যক। ইহাতে গল্প আছে। গল্প কেন? গ্রন্থকার বাল্যকাল হইতে যত কথা ও উপকথা শুনিয়াছেন, তাঁহার মনে যত কিছু ভাবের উদয় হইয়াছে, সকলই আছে। কিন্তু তৎসমুদয়ের সমাবেশে কোনরূপ নৈপুণ্য দেখান হয় নাই। ভাষা আধুনিক বাঙ্গালার ন্যায় নহে, বিশেষতঃ এরূপ গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। গ্রন্থকার যদি বারাঙ্গনা চতুষ্টয়ের প্রস্তাব ছাড়িয়া দিতেন, অশ্লীল পদ্য ও গানগুলি রচনা করিতে পরিশ্রম স্বীকার না করিতেন, এবং দুঃখিনীর জীবনগত পরীক্ষার বিষয় সকল সরলভাষার আবরণে আবৃত করিয়া গ্রন্থখানি পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন, তাহা হইলে নটনন্দিনীর দুঃখে অনেকেরই মন আর্দ্র হইত, গ্রন্থকারও প্রশংসা লাভ করিতেন। তাহা না করিয়া, এরূপ গ্রন্থ স্ত্রীলোকের নীতিশিক্ষার জন্য নির্ব্বাচন করা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় অভিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত ব্যক্তির উপযুক্ত হয় নাই। তবে ন্যায়ের অনুরোধে স্বীকার করি যে, গ্রন্থকার রত্নের লোভেই কলঙ্কের হ্রদে ঝাঁপ দিয়াছেন, এবং শেষে কৃতকার্য্য না হইয়া পাঠকবর্গকে তাঁহার সঙ্গে নাবিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

—

৩। বিবাহভঙ্গ-নাটক।—নটনন্দিনীর প্রণেতা কর্ত্তৃক প্রণীত।—গ্রন্থকার নটনন্দিনীর পরিচয় দ্বারাই পরিচিত হইতে অভিলাষী। আমাদের ইহাতে আপত্তি নাই। নাটকাংশে গ্রন্থখানা প্রশংসনীয় হয় নাই, ভাষার জন্যও নয়। পদ্য, গান এবং মেয়েলি শ্লোক সকল অপাঠ্য। "ছাতি ফেন সহোদর," (৭২ পৃঃ) ইত্যাদি উপমা নিতান্ত নূতন। আমরা গ্রন্থকারকে অনুরোধ করি, তিনি যেন ভবিষ্যতে গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইলে অশ্লীলতার জঘন্য সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকেন। যাঁহারা বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই যদি কবিওয়ালার মত নবমীর গান তুলিয়া দেন, তবে আর—

'অন্যে পরে কা কথা'।

—

৪। বামারঞ্জন।—"অর্থাৎ বামাগণের চিত্তরঞ্জনার্থ অতিসরলভাষায় অথচ যুক্তাক্ষরবিহীন সদুপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র-পুস্তক।" শ্রীকালীকিশোর চৌধুরী প্রণীত।—বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে, গ্রন্থকার "তাঁহার পরিবারস্থ কোন একটি স্ত্রীলোককে প্রথম লিখা পড়া শিক্ষা দেওয়া উপলক্ষে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া "জানিতে পান যে,

শিশুশিক্ষা প্রভৃতি পুস্তকে খর খর, কাটাকাণ ইত্যাদি যাহা লেখা আছে, তাহা স্ত্রীলোকের 'পাঠ করিতে ভাল লাগে না।' "সুললিত সরল ভাষায় একটু একটু উপদেশ পড়িতে পারিলে, তাহাদের মনোরঞ্জন ও সৎশিক্ষায় উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে।" এই "পদ্যময় উপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি" সেই অভাব পূরণের জন্য বিরচিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার সাধু কামনার প্রশংসা করি। ইহাতে যে সকল পদ্য পাঠ বিনিবেশিত হইয়াছে, নমুনা স্বরূপ তাহার দুই একটি তুলিয়া তৃষিত পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

(মনোযোগ।)

" মন করে টল টল চারি দিকে চায়।
মন দিয়া বেশাতীর লেখা যে না শুনে।
কদলী বলিতে সেই কচু কিনে আনে॥
যেই দিকে নেও মন সেই দিকে যায়॥"

"মন করে টল টল চারি দিকে চায়।
মন দিয়া যে না করে গাছে আরোহণ।
পা পিছলি সেই হয় ভূতলে পতন॥
যেই দিকে নেও মন সেই দিকে যায়॥"

আলঙ্কারিকেরা বলেন যে, কোন একটি ভাবকে শ্রোতা কি পাঠকবর্গের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে হইলে একই কথার পুনরুক্তি নিন্দনীয় হয় না। বোধ হয়, গ্রন্থকারের ইহা স্মরণ থাকাতেই, "—মন করে টল টল চারিদিকে চায়—" এই চরণটি চতুর্দ্দশবার আবর্ত্তিত হইয়াছে। 'সেই হয় ভূতলে পতন'—এই বাক্যটি নব্য বৈয়াকরণেরা কবিপ্রয়োগ বলিয়া উঠাইয়া রাখিতে পারেন। এই ত গেল রচনা। এখন দেখ রুচি।—

(নারী-উক্তি।)

২

" শুন ওগো সহচরী।
নির্দ্দয় হইয়া পিতা যৌবনের ভয়ে।
দানিলেন পতি হাতে তারে যেতে লয়ে॥
মোরা বলহীনা নারী॥"

৫

" শুন ওগো সহচরী।
করিলেন পতি ভয়ে সোহাগে হরণ।
নিজ মনে বাঁধিলেন ভীষণ যৌবন॥
মোরা বলহীনা নারী॥"

শেষোদ্ধৃত কবিতাটির সুগভীর অর্থ আমরা সম্যক্ প্রকারে পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। যদি ইহাতে কোন অপরাধ হইয়া থাকে, গ্রন্থকার দয়া করিয়া সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

ক্লিওপেট্রা।

অথবা কামিনী কলঙ্ক।

ইতিহাসের রসমাধুরীহীন কঠোর-লেখনী এবং কবির কুসুমকোমল কল্প-তুলিকা উভয়ই অতি আদরের সহিত ক্লিও-পেট্রার প্রেমের প্রতিমা আঁকিয়া রাখি-য়াছে। কবে কোন্ যুগে সীদনস কি নীল-নদের তটে রোমের বীরচূড়ামণি এবং মৈসরী রাজবালা প্রেমের খেলা খেলিয়া-ছেন এবং প্রেমসুধাসিক্ত সুমধুরকণ্ঠে হর্ষ ও বিষাদের গীত গাইয়া গিয়াছেন; আজও পৃথিবীর চতুষ্প্রান্তবর্ত্তী মনুষ্যগণ, ক-খনও দুঃখে দ্রবীভূত হইয়া, কখনও মনের বিরাগে বারংবার ধিক্কার দিয়া, সেই কা-হিনী শ্রবণ করিতেছে এবং সেই গীতে মোহিত হইতেছে। ইহা কি বিচিত্র নহে?

আমরা বলি ইহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই। মনুষ্যজাতি চিরকালই প্রেমাধীন। যোগী, ভোগী, মূর্খ, জ্ঞানী, সাধু, অসাধু, সকলেই ভক্তের মত চিরকাল প্রেমের পূজা করিয়া আসিয়াছে; এবং সূর্য্য যত দিন কক্ষভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত না হয়, এবং চন্দ্রমার স্নিগ্ধ দীপালোক যত দিন না নির্ব্বাণ হইয়া যায়,ততদিনই মনুষ্য এইরূপে প্রেমের উপাসনা করিবে। মনুষ্যের ভা-ষায় প্রেমের পর শব্দ নাই এবং কল্পনার জন্যও ইহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ নাই। যেমন জড়জগতে মাধ্যাকর্ষণের অনন্তবি-স্তারিত অচ্ছেদ্য বন্ধনী, তেমনই মানব-জগতে প্রেম। গোলকের উপর সর্পপটি যত ক্ষণ না তিষ্ঠিতে পারে, যদি তত ক্ষণের জন্যও মানবনিবাস প্রেমশূন্য হয়, তবে সংসারের গতিচক্র স্তম্ভিত হইয়া আসে, বিশ্ব বিষাদময় গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, এবং সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ের অন্ত-স্তল হইতে এক ভয়ানক হাহাকার-ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল নিনাদিত করে। জ্ঞান চক্ষুকে আলোকিত করিতে পারে অথবা মনোবৃত্তিসমূহকে প্রসারিত করিতে সমর্থ হয়; ধর্ম্ম চিত্তের মলিনতা বিদূরিত করে; কিন্তু প্রেমের নাম প্রাণ। প্রেম-হীন আর প্রাণহীন উভয়েই সমান। কবি কলকণ্ঠ কোকিলের মত প্রেমের স্তুতি গান করেন বলিয়াই জগতে সকলের প্রিয়, এবং যাঁহারা সাধকের ন্যায় প্রেমের জন্য সর্ব্ব-ত্যাগী হইয়াছেন, তাঁহারাও এই জন্যই জগতের পূজ্য। সুতরাং, প্রেমিক আর প্রেমিকা বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদি-গের প্রতিমূর্ত্তি যে সকলের চিত্তপটে দৃঢ় অঙ্কিত থাকিবে এবং সকলেই যে চিরকাল তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব ইতিবৃত্তের আদর ক-রিবে, ইহা বিচিত্র কি?

ভাবুক ব্যক্তির হৃদয়ে এই কথার পর এইরূপ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে যে, প্রেম যদি এমনই এক অলৌকিক সামগ্রী, তবে প্রেমিকা ক্লিওপেট্রাকে কলঙ্কিনী বল কেন ? আমরাও এই প্রবন্ধে এই প্রশ্নেরই উত্তর করিতে ইচ্ছা করি। ক্লিওপেট্রাকে কলঙ্কিনী বলি কেন ? যে প্রেম করে, তার আবার কলঙ্ক কি ?

লোকাচারের প্রতি দৃষ্টি করিলে, প্রেমের প্রধান কলঙ্ক পরিণয়ের নিয়ম-লঙ্ঘন। যেমন প্রতিষ্ঠিত প্রথার অনুসরণ না করিলে, ধর্ম্মও সময়ে সময়ে অধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যাত হয় এবং পরম ভক্তিমান্ উপাসক ব্যক্তিও নাস্তিক বলিয়া ঘৃণিত হইয়া থাকেন; সেইরূপ যে প্রেম গিরিকন্দরনিঃসৃত নির্ঝরজলের ন্যায় পবিত্র, তাহাও যদি প্রতিষ্ঠিত-প্রথা-রূপ লৌকিকদর্পণে সুন্দর প্রতিভাত না হয়, তবে লোকসমাজে তাহা কলঙ্কপঙ্কিল বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যদি কোন কামিনীর হৃদয়োত্থিত প্রীতি-প্রবাহ জাহ্নবীর ন্যায় খরধার হয়, সমুদ্রের ন্যায় গভীর হয়, এবং আকাশের ন্যায় সুপ্রশস্ত হয়, এবং এতৎ সত্ত্বেও যদি তিনি সমাজ-শাসনের অনুবর্ত্তিনী হইতে অসমর্থা হন, তবে সামাজিকেরা তাঁহাকে অমনি কলঙ্কিনী বলিয়া সম্বোধন করে। ইহা সমাজেরও দোষ নহে, সামাজিকেরও দোষ নহে; মনুষ্যজাতির দুর্ভাগ্য। আমরা পরিণয়ের ছায়াশূন্য ঈদৃশ প্রেমকে কলঙ্ক না বলিব এমন নহে, কিন্তু কলঙ্ক বলিবার সময় একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস নিক্ষেপ করিব। ইহা পৃথিবী হইতে প্রক্ষালিত হইয়া যাউক, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক কামনা। কিন্তু যাবৎ না মনুষ্যের সমাজসংস্থান শোধিত ও পরিবর্ত্তিত হয়, যাবৎ না সামাজিকনিয়ম ন্যায়ের নির্ম্মল ও অটলভিত্তির উপর সংস্থাপিত হয়, তাবৎ আমরা ইহাকে ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ না করিয়া বরং করুণার আবরণেই আবৃত রাখিতে ইচ্ছা করিব। যদি শুধু এই কলঙ্কেরই কথা হইত, তথাপি আমরা ক্লিওপেট্রাকে কলঙ্কিনী বলিয়াই উল্লেখ করিতাম; কেন না কলঙ্ক সকল অবস্থাতেই কলঙ্ক এবং মানবজাতির বিশ্বজনীন সিদ্ধান্তই এবিষয়ে সর্ব্বময় কর্ত্তা। কিন্তু ইহা ছাড়াও ক্লিওপেট্রার কলঙ্ক আছে। সে কলঙ্ক দুরপনেয়। বহুযুগ ব্যাপিয়া অশ্রুবর্ষণ করিলেও তাহা ধুইয়া যাইবে না; কাব্যশাস্ত্র শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে একটি কমনীয়মূর্ত্তি দিতে সক্ষম হইবে না।

আদৌ ক্লিওপেট্রার প্রেম প্রকৃতির স্বাভাবিক-বিকাশ নহে। উহা একটি কাল্পনিক বস্তু,—আহূত ব্যাধি অথবা উৎপাদিতলাবণ্য; দেখিয়া চক্ষু সুখী হয় না। যদি কেহ কোন বিশেষগুণ দেখিয়া গুণনিধির প্রতি অনুরক্ত হয়, তবে তাহা উৎকৃষ্ট প্রেম। কারণ, ভক্তিতেই তাহার উৎপত্তি, এবং ভক্তিতেই পরিপুষ্টি। আর, যদি কেহ রূপ দেখিয়া ভুলিয়া যায়, তাহাও নিতান্ত নিকৃষ্ট প্রেম নহে। কারণ,

রূপের মোহিনী শক্তিতে স্বভাবেরই মহিমা প্রকাশিত হয়। রূপমুগ্ধ নায়কের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে প্রমত্তহৃদয় যুবজনমাত্রেরই সহানুভূতি হওয়া সম্ভব।

" অপরূপ পেখনু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণীহীন হিমধামা॥
নয়ননলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জিত
ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস।
চকিতচকোর জোরি বিধি বান্ধল
কেবল কাজরপাশ॥"

*　*　*

" কিয়ে মম দিঠি পড়ল শশিবয়না।
নিমিখ নেহারি রহল দুয় নয়না॥"

জুলিয়েট যখন রোমিয়োর সেই নববিকসিত মোহনমূর্ত্তি দেখিয়া দৃষ্টিমাত্রই উন্মাতচিত্তা হইল, তখন তাহার প্রতি আমাদিগের ঘৃণা হয় না। সরল হৃদয়, সরল প্রেম, আদ্যোপান্ত সমস্তই সরলতাময়। বনলতাসদৃশী শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তের সেই অলৌকিক রাজশ্রী দেখিয়া একবারে তাড়িতস্পৃষ্টবৎ পরাভূত হইল, তখনও আমাদিগের বিরক্তি হয় না, অথবা অন্তরাল হইতে গুরুজনের ন্যায় তিরস্কার করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। প্রকৃতির প্রণোদনাকে কে উপেক্ষা করিতে পারে? কে উদ্রিক্ত-বহ্নিশিখাকে হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়? কিন্তু ক্লিওপেট্রার পক্ষে ইহার কিছুই ঘটে নাই। তিনি গুণেও মোহিত হন নাই, রূপ দেখিয়াও ভুলিয়া যান নাই। তাঁহার কথা বলিতে হইলে স্পষ্টাক্ষরে ইহাই নির্দ্দেশ করা উচিত যে, তিনি সাম্রাজ্যলোভে লুব্ধ হইয়া প্রেমের বরিশ লইয়া খেলা করিয়াছেন, এবং প্রতি উদ্যমে মণি মুক্তা ও রাজমুকুট তুলিয়া মাথায় পরিয়াছেন। আবার তাঁহার প্রেম সাড়ম্বর-মৃগয়াস্বরূপ। রাজারা যেমন করে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া এবং আরও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া মৃগয়ার জন্য বহির্গত হন, ক্লিওপেট্রাও এণ্টনির আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সেইরূপ মৃগয়াভিলাষে বহির্গত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার স্বর্ণমণ্ডিত সুসজ্জিত-তরণী, বেণু বীণা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যসহযোগে, যেন নাচিতে নাচিতে, তারসস নগরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল এবং তিনি সখিসমাবৃতা হইয়া একখানি স্বর্ণসিংহাসনের উপর রূপের নিশানি সাজাইয়া হেলিয়া বসিলেন, তখন নদীর উভয়তটবর্ত্তী সকললোকেই একস্বরে বলিয়া উঠিল যে, এবার আর এণ্টনির উদ্ধার নাই। এণ্টনিও বস্তুগত্যা সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়াই জন্মের মত বাগুরাবদ্ধ হইলেন। যিনি নিষাদবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মনুষ্যকে এইরূপে প্রাণে বধ করেন, তাঁহাকেও কি কলঙ্কিনী বলিব না? যিনি প্রেম করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ আয়োজন করেন, তাঁহার চরিত্রও কি নিন্দনীয় নহে?

ক্লিওপেট্রার প্রেমের আরম্ভে এই চাতুরী, মধ্যে এই চাতুরী, এবং অবসানেও

এই চাতুরী। তিনি সহচরীদিগের নিকট আপনাকে আপনি প্রেমব্যবসায়িনী বলিয়াছেন; আমরাও তাঁহাকে প্রেমব্যবসায়িনী বলি। তিনি আপনি কখনও ভুলিতেন না; অথচ কি মোহমন্ত্র প্রয়োগ করিয়া ভুলাইয়া রাখিতে হয়, তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তাঁহার বিচিত্রপ্রেমলীলায় মান, বিরহ, হাস্য, রোদন যাহা কিছু দেখিতে পাই, সকলই যেন রঙ্গভূমিতে অভিনয়ের মত। উহার কোনটিতেই যে স্বাভাবিকতার অনুমাত্রও সংস্পর্শ আছে, মনে এইরূপ প্রতীতি হয় না। যখন এণ্টনি তদীয় প্রথমভার্য্যা ফাল্ভিয়ার মরণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া, রোমে যাত্রা করেন, তখন ক্লিওপেট্রা মানাভিনয় করিলেন। এণ্টনির প্রস্থানের পর তিনি বিরহের অভিনয় দেখাইলেন। কিন্তু এটিই দেখ, আর ওটিও দেখ, কিছুতেই হৃদয় হৃদয়ালুতার পরিচয় পাইয়া পরিতৃপ্ত হয় না। *

ক্লিওপেট্রার প্রেমের আর এক কলঙ্ক অবিশ্বাস। প্রকৃত প্রেমিক আপনাকে বিশ্বাস করেন এবং প্রেমাস্পদ ব্যক্তিকেও বিশ্বাস করেন। ক্লিওপেট্রা আপনাকেও বিশ্বাস করিতেন না এবং প্রেমাস্পদকেও বিশ্বাস করিতেন না। এণ্টনি তাঁহাকে কখনও কখনও আমোদ করিয়া নীলনদের কালভুজঙ্গিনী বলিতেন; কিন্তু বস্তুতঃও তিনি তাঁহাকে ভুজঙ্গিনী বলিয়াই যে জানিতেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কোন ব্যক্তি, অকস্মাৎ কোন অজ্ঞাতস্থলে উপস্থিত হইয়া কোন কুহকিনীর মায়াজালে আবদ্ধ হইলে, আপনাকে অসহায় ও নিরুপায় মনে করিয়া যেমন সতত বহির্গমনের পন্থা অনুসন্ধান করে, অথচ কিছুই দেখিতে না পাইয়া দুঃখে জর্জ্জরিত রহে; এণ্টনিও ক্লিওপেট্রার মায়াময় প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া বাহির হইবার জন্য সতত সেইরূপ উপায়ের অনুসন্ধান করিতেন, এবং চক্ষে কোন উপায় না দেখিয়া হৃদয়ের ভারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেন। যদি ক্লিওপেট্রার প্রতি এণ্টনির বিশ্বাসই থাকিত, তাহা হইলে তিনি কদাপি প্রিয়ব-

* প্লুতার্ক ও রোলিন প্রভৃতি পুরাবৃত্তলেখকেরা ক্লিওপেট্রার উপাখ্যানকে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন এবং প্লুতার্ককে অবলম্বন করিয়া সেক্সপীয়র তাঁহার চরিত্র যেরূপ চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহাই এই প্রবন্ধে অবলম্বন করিয়াছি। কবিবর ড্রাইডেন "প্রেমের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ" নামক স্বপ্রণীত নাটকে এই রাজরঙ্গিণীকে যেরূপ করিয়া আঁকিয়াছেন, আমরা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখি নাই। সুতরাং সেই চিত্রের সহিত আমাদিগের প্রবন্ধের যে মেল হইবে না তাহা পাঠকবর্গকে বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। বস্তুতঃ ড্রাইডেনের ক্লিওপেট্রা নিরবচ্ছিন্ন কল্পনাসম্ভূত। ড্রাইডেন হাস্য ও করুণাদি রসের অবতারণার জন্য পদে পদেই ঐতিহাসিক সত্যের অপহ্নব করিয়াছেন এবং ক্লিওপেট্রার মান বাড়াইতে গিয়া এণ্টনির ছবিটি বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন।

রস্য এনোবারবসের নিকট তাঁহাকে মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য এবং ছলনাময়ী বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন না। আর যদি এণ্টনির প্রতিও ক্লিওপেট্রার বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে তিনিও কদাচ এণ্টনির অনুচরবর্গকে অর্থ ও উপহার দ্বারা বশীভূত করিয়া বীরবরের হৃদয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পরামর্শ দিতেন না। প্রেমিকের চিত্ত চিরকালই অভিমানপূর্ণ। যে যথার্থ প্রেমমুগ্ধ হয়, সে জানে যে সৃষ্টিও যদি বিপর্যস্ত হইয়া যায়, তথাপি তাহার প্রেম টলিবে না এবং তাহার প্রেমাস্পদের মন টলিতে পারিবে না। ক্লিওপেট্রার প্রেমে এই বিশ্বাস এবং এই অভিমান থাকিলে আমরা তাঁহার সহস্র দোষ ভুলিয়া যাইতাম। কিন্তু ইহার গন্ধও তাহাতে পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহার বিশ্বাস যাহা কিছু ছিল, তাহা রূপে; এবং অভিমান যাহা কিছু ছিল, তাহাও রূপ লইয়া। যখন রোমের দূত আসিয়া তাঁহার নিকট এণ্টনির পুনঃপরিণয়ের সংবাদ দিল, তখন তাঁহার মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন এবং নারীজনোচিত লজ্জা এবং রাজপরিজনোচিত আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া তিনি আপনিই সেই দূতকে প্রহার করিলেন। কিন্তু আবার যখন শুনিলেন যে অক্টেভিয়া তাঁহার মত রূপলাবণ্যবতী নহেন, বয়সেও তাঁহার কনীয়সী হইবেন না, এবং বিলাস-বিভ্রম প্রভৃতি কিছুই জানেন না, তখন তাঁহার আত্মা আশ্বস্ত হইল এবং তিনি প্রসন্নমনে দূতকে পারিতোষিক দিলেন। এই আশা ও নৈরাশ্য, হর্ষ ও বিষাদ, এবং উত্থান ও পতনের যদি কিছু অর্থ থাকে সেই অর্থ এই যে, ক্লিওপেট্রা রূপ বই কিছুরই গৌরব বুঝিতেন না এবং কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না;—আর, এই অবিশ্বাসজন্য আকুলতারও যদি কিছু অর্থ সম্ভবে, সেই অর্থও এই যে, ক্লিওপেট্রা প্রেম কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না। প্রেমিকের ধর্ম্ম অন্য প্রকার।

প্রেমের জন্যই জগতে যাঁহার প্রসিদ্ধি, সেই ক্লিওপেট্রাকে অপ্রেমিক বলিলে অনেকেই আপাততঃ বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু একথা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত আমরা যাহা বলিব, বোধ হয় কাহারও হৃদয় তাহার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক হইবে না। প্রেম কি? না, স্বার্থত্যাগ। আপনাকে পরের করা,—আপনার মান, আপনার গৌরব, আপনার সুখদুঃখ সমস্তই পরের হাতে তুলিয়া দেওয়া,—সংক্ষেপতঃ আপনার অস্তিত্ব পরের অস্তিত্বে ডুবাইয়া দিয়া সর্ব্বতোভাবে সেই পরগতপ্রাণ হওয়াই, প্রেম। তপোনিষ্ঠ সাধকেরা উপদেশ দেন যে, যাঁহার মন কামনাশূন্য হয় নাই, এবং আত্মা যোগবহ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করে নাই, সাধনার পথে তাঁহার অধিকার নাই। অনুভাবসমর্থ সহৃদয় ব্যক্তিরাও সেইরূপ বলিয়া থাকেন যে, যে আপনাকে বিনাশ করিতে পারে নাই,—'আমি' এই যে একটি শব্দ ইহাকে

অভিধান হইতে একবারে পুঁছিয়া ফেলিতে সক্ষম হয় নাই এবং অহঙ্কারের চরমশিখরে সমারূঢ় হইয়া 'আমি'কেই 'তুমি' করিতে স্বত্বলাভ করে নাই,প্রেম যে কি এক অবাঙ্মনসোগোচর অলৌকিক পদার্থ, তাহা তাহার অন্তরে অনুভূত হয় না। ডলাবেলার পুরাতন প্রেম স্মরণ করিয়া অনুতপ্তচিত্ত এণ্টনি বলিয়াছিলেন ;—

"সে ও আমায় ভাল বাসিত। আমিই তাহার আত্মা ছিলাম। আমাতে বিনা তাহার আর পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। আমরা উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের মধ্যে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম যে, যে বন্ধনী আমাদিগের যুগলহৃদয়কে প্রথম বন্ধন করে, তাহা আর দেখিতে পাইতাম না। এখনও তাহা দেখিতে পাই না। যেমন দুইটি স্রোত একখানে আসিয়া মিশিয়া যায়, আমরাও সেইরূপ মিশিয়া গিয়াছিলাম। আমিও আর আমাতে ছিলাম না, সেও আর তাহাতে ছিল না। আমরা দিতেও পারিতাম না, নিতেও পারিতাম না; কারণ উভয়েই এক ছিলাম, আমি সে, সে আমি।" *

কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে, কে বলিবে যে ক্লিওপেট্রা এই প্রেমে প্রেমিকা ছিলেন। তাঁহার প্রেমময় বাণিজ্যে বিনিময়ের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাতে সকলই ক্রয়, কিছুর বিক্রয় নাই।

* ড্রাইডেনের 'প্রেমের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ,' তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তিনি আপনা হইতে কখনও স্খলিত হইতেন না; আপনার মান, আপনার মন কখনও পরের হাতে তুলিয়া দিতেন না, এবং আপনার অপ্রাকৃত তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির জন্য প্রেমাস্পদ ব্যক্তির ব্রহ্মাণ্ডও যদি ভাসিয়া যাইত, তাহাতেও বিন্দুমাত্র দুঃখানুভব করিতেন না। কথায় বলে, প্রয়োজনের তুলনায় প্রিয়জন আর কোথায় থাকে। এই অবিশ্বাসযোগ্য নিদারুণ কথা তাঁহার সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। তিনি প্রয়োজনের নিকট প্রিয়জনকে তৃণ বলিয়াও গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার সহিত বণিকৃচরিত্র অক্‌টেভিয়সেরই বরং তুলনা হইতে পারে, কিন্তু এণ্টনির সহিত কিছুতেই তুলনা হয় না। এণ্টনি ভোগরত হউন, বিলাসী হউন, তিনি যে মহাত্মা ছিলেন, তাহাতে আর সংশয় নাই †। তাঁহার হৃদয়ে উত্তাপ ছিল, উহা

† আমাদিগের বিবেচনায় পণ্ডিতবর জর্‌বাইনস অতিবিচক্ষণ ব্যক্তি হইয়াও এণ্টনির প্রতি যার পর নাই অবিচার করিয়াছেন। তিনি যাজকীয় ভাষায় যে ভাবে তদীয়চরিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে এণ্টনির ন্যায় অন্তঃসারশূন্য অকর্ম্মণ্য পুরুষ দুটি আর সম্ভবে না। ইহাও প্রচুর হইল না। তাঁহার মতে এণ্টনি পশুবৎ ইন্দ্রিয়মাত্রপরায়ণ,এবং সর্ব্বথা মনুষ্যনামের অযোগ্য। এই এণ্টনি তিনি কোথায় পাইলেন, বুঝিতে পারি না। যদি ইতিহাস মান,তবে প্লুতার্কের অনুবাদ দেখ;

প্রেমভরে উছলিয়া উঠিত এবং পরার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিত। ক্লিওপেট্রার সমস্তই ইহার বিপরীত, তিনি মায়াজাল বিস্তার করিয়া লোকমোহন করিতে যতই কেন নিপুণতা প্রদর্শন করিয়া থাকুন না, যখন হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাইয়া তুলনা করিব, তখন অবশ্যই বলিব যে এণ্টনির অপর নাম 'দান,' আর ক্লিওপেট্রার অপর নাম 'গণনা'।

যখন এণ্টনি অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন এবং রসিকসমাজে রসগ্রাহী এবং বীরসমাজে বীরকুলচূড়ামণি বলিয়া গণ্য হইতেন;—যখন দেশ বিদেশের রাজারা আজ্ঞাবহভৃত্যের ন্যায় তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিত, এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যও কিয়ৎকাল ভূনত-জানু অবস্থান করিয়া তদীয় আদেশক্রমে দণ্ডায়মান হইয়াই রাজা হইয়া যাইত;—এক কথায় এই, যখন তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রেও সকলের অদৃষ্টচক্রে আবর্ত্তন ঘটিত এবং তিনি পরিহাসচ্ছলে যাহা বলিতেন তাহাও বিধিলিপিবৎ সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইত, তখন ক্লিওপেট্রার নয়নে সমুদয় পৃথিবীতেও এণ্টনির সদৃশ ব্যক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। তিনি সখিদিগের নিকট তখন এণ্টনিকে "পুরুষের মধ্যে পুরুষ" বলিয়া ব্যাখ্যান করিতেন; এণ্টনি যে অশ্বে আরূঢ় হইয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই অশ্বটিকেও সার্থকজন্মা বলিয়া ঈর্ষ্যা করিতেন; এবং যদি কেহ এণ্টনির প্রশংসার সময় কথাপ্রসঙ্গেও জুলিয়স সিজরের-নামোল্লেখ করিত, তাহাকে যথেচ্ছ তিরস্কার করিতেন। এণ্টনি কল্পতরু সাজিয়া দুই হস্তে রাজ্য সাম্রাজ্য বিলাইয়া দিতেন, তিনি ছায়াতলে দণ্ডায়মান হইয়া দুই হস্তে তাহা কুড়াইয়া তুলিতেন। এণ্টনির সেই এক সময় ছিল। তাঁহার মনোমোদনের জন্য মিসরদেশকে নির্ম্মনুষ্য করিতেও তখন ক্লিওপেট্রার দুঃখ হইত না। কিন্তু প্রেমান্ধ এণ্টনির প্রতাপসূর্য্য যখন ধীরে ধীরে অস্ত যাইতে লাগিল, যখন সেই দুর্দ্ধর্ষ বীর-বাহু বহুদিনের বিলাস-রসে অবশেষে শ্লথ হইয়া পড়িল, যখন অপমান ও অপযশের ঢকা দিগ্-

ইতিহাসের এণ্টনিকে কখনও ক্ষুদ্রপ্রাণ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। আর, যদি কবি-করধৃত-তুলিকায় শ্রদ্ধা কর, তবে সেক্সপীয়রের কাব্য দেখ। মানবপ্রকৃতিজ্ঞ সেক্সপীয়র অক্টেভিয়স হইতে এণ্টনির কত অধিক সম্মান করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই বিবেচনা করিতে পারেন। কেহ কেহ বলেন যে, জর্বাইনসের এই এক রোগ দেখা যায় যে, অন্যে যাহার প্রশংসা করে, তিনি তাহার নিন্দা করেন। যদি এমন হয়, তাহা হইলে ওয়ার্বারটন ও স্লিগেল প্রভৃতি সমালোচকেরা এণ্টনির গৌরব করিয়াছেন বলিয়াই তিনি সম্ভবতঃ তাঁহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইতে থাকিবেন। কারণ যাহাই হউক, একথা ঠিক্ যে, রাজায়মান প্রকৃতির কি স্বাভাবিক মহিমা আছে, তাহা তিনি অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই।

দিগন্তরে বাজিয়া উঠিল, এবং যখন শক্র আসিয়া তাঁহাকে চারিদিগ হইতে ঘেরিয়া বসিল, ক্লিওপেট্রার কৌমারকালের নির্ব্বাণপ্রেমও তখন আবার একটু একটু করিয়া উদ্দীপিত হইল; যে সিজরের নাম হৃদয় হইতে একবারে তিরোহিত হইয়াছিল, আবার তাহা স্মরণ হইতে লাগিল, এবং শয়নমন্দিরের প্রাচীরচতুষ্টয় হইতে এণ্টনির চিত্রপটগুলি অপসারিত হইয়া তাহাদের স্থলে সিজরের পুরাতন প্রতিমূর্ত্তিসকল শোভা পাইল। কেন না তখন সকলের মুখেই সিজর-নামের জয়ধ্বনি এবং সিজরের বংশধরই তখন সকলের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। সিজরের প্রেরিত সামান্যদূতও তখন এণ্টনি হইতে অগ্রগণ্য। এই কি প্রেমের প্রতিদান? এণ্টনির পুরস্কারের আর আর কথা দূরে পড়িয়া থাকুক, যখন তিনি ক্লিওপেট্রার মৃত্যুঘটিত মিথ্যাবাদ শুনিয়া স্বকীয় বক্ষঃস্থলে তরবারির আঘাত করিলেন এবং সেই আহত ও রক্তপ্লাবিত দেহে ক্লিওপেট্রার নিভৃত নিকেতনের দ্বার দেশে আনীত হইলেন, 'প্রেমিকা' তখনও পরিণামচিন্তা ও ক্ষতিলাভগণনা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে সম্মত হইলেন না। মনুষ্যের প্রাণে ও কি ইহা সহ্য হয়? আমাদিগের কথা অসন্দিগ্ধচিত্তে বলিতে পারি যে, এই অপ্রতিম শোচনীয় ঘটনা যখন স্মরণ করি, এবং এণ্টনির ভূতপূর্ব্ব রাজলীলার সহিত যখন তাঁহার তদানীন্তনদুরবস্থাকে মনে মনে একত্র করিয়া দেখি, তখন শুধু ক্লিওপেট্রা অথবা কামিনীকুলকেই কেন, সমুদয় মানবজাতিকেই আমরা অন্তরের সহিত ধিক্কার দি, এবং মনুষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে লজ্জিত হই। যদি এথেন্স-নিবাসী টাইমনের পক্ষে বিশ্বদ্রোহী হওয়া সঙ্গত হইয়া থাকে, তবে ঐ ভয়ঙ্কর আঘাতের পর বাঁচিয়া উঠিলে এণ্টনিও বিশেষ যুক্তিসহকারেই মানবপ্রকৃতির বিদ্রোহী হইতে পারিতেন।

কেহ কেহ * বলেন যে মৃত্যুতেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। যখন ক্লিওপেট্রা অবসানে এণ্টনির নাম মুখে করিয়াই তনুত্যাগ করিলেন এবং এণ্টনির সহিত এক সমাধিশয্যায় শয়ান হইলেন, তখন তাঁহার কোন কলঙ্কই কলঙ্ক বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হয় না। যদি একথায় আমাদিগের হৃদয় সায় দিতে পারিত, আমরা যৎপরোনাস্তি সুখী হইতাম। একে ত অবলার নিন্দা, তায় আবার সে মৃত। কে এমন নিষ্ঠুর কার্য্যে ইচ্ছা করিয়া লিপ্ত হয়? কিন্তু সত্যের অনুরোধে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, মৃত্যুতেও ক্লিওপেট্রার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। প্রেমের জন্য মৃত্যু স্বীকার, আর অপমানভয়ে আত্মহত্যা এক কথা নহে। যদি ক্লিওপেট্রা এণ্টনির জন্যই দেহত্যাগ করিয়া থাকিবেন, তবে প্রাণের সেই চিরারাধ্য প্রিয় পুতুলকে তথাবিধ দশায় দর্শন করিয়াও আত্মবিস্মৃত হন নাই কেন? যদি

* হেজ্‌লিট্ প্রভৃতি কোন কোন সহৃদয় সমালোচক।

ক্লিওপেট্রা স্বকীয় জীবনকে প্রেমের স্বর্গীয় সিংহাসন সমক্ষেই বলিস্বরূপ অর্পণ করিয়া থাকিবেন, তবে এণ্টনির মৃত্যুর পরও তিনি অত দিন বাঁচিয়া ছিলেন কেন? যখন জয়যুক্ত অক্‌টেভিয়স এণ্টনির লোকান্তর প্রাপ্তির পর তাঁহার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন, তখনও কি তিনি বৈভববাসনা এবং সম্পদের তৃষ্ণা হৃদয় হইতে উন্মূলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? কে এ সব আলোচনা করিয়া তাঁহাকে প্রেমিকা বলিবে, বল। প্রেমিকের হৃদয় পার্থিব স্বর্গস্বরূপ। সে স্থানে দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রবৃত্তির প্রবলতাহেতু লোকশাসনে অবহেলা হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির প্রতি কখনও কোনপ্রকার অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শিত হয় না। সেই অতলস্পর্শ সমুদ্রে হয় অমৃত, না হয় গরল উঠে; কিন্তু তাহা হইতে কখনও কর্দম উঠে না।

পাণিনি।

(৫১ পৃষ্ঠার পর।)

কেবল ইদানীন্তন অভিজ্ঞসম্প্রদায়ই যে পাণিনিকে সমধিকশ্রদ্ধা ও আদরসহকারে গ্রহণ করিতেছেন, তাহা নহে। বিগতকালগর্ভনিহিত ভারতপ্রসূত বৈয়াকরণিকব্যূহের মধ্যেও অনেকে ঋষিপুঙ্গব পাণিনির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁরা কেহ পাণিনিকে আচার্য্য, কেহ বেদপুরুষ, কেহ বা ভূতভাবন ভবানীপতির অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই (১)। সূক্ষ্মদর্শিপণ্ডিতগণ যখন তারস্বরে পাণিনির এইরূপ গুণগান করিয়া গিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাঁহাকে অসাধারণশাস্ত্রজ্ঞ ও অসাধারণব্যাকরণবেত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পাণিনি যদি স্বপ্রণীত গ্রন্থে স্থূলদর্শিতার পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই এইরূপ সম্মানের অধিকারী হইয়া সাধারণ্যে পূজিত হইতে পারিতেন না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে, পাণিনি ও কাত্যায়ন একসময়ে

(১) "পশ্যতি ত্বাচার্য্যো নাকারস্থস্যাতো লোপোভবতীতি।"
"পশ্যতি ত্বাচার্য্যো ন ব্যঞ্জনস্য গুণো ভবতীতি।"
"পশ্যতি ত্বাচার্য্যঃ স্থানিবদাদেশো ভবতীতি।" পাতঞ্জল মহাভাষ্য। (Vide Dr. Ballantyne's Edition P. P. 145, 246, 615.)
"সূত্রকারো মহেশ্বরঃ। বেদপুরুষোবা।"
"শিবো বেদপুরুষোবাত্রাচার্য্যঃ।" নাগোজী ভট্ট

বিশ্বসংসারে অবতীর্ণ হয়েন নাই। উভয়েই এরূপ বিভিন্নসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন যে, উভয়ের আবির্ভাবকালগত প্রচলিত-শব্দসমূহ বিভিন্নার্থদ্যোতক হইয়া উঠে। এরূপ না হইলে উভয়ের নির্দ্দিষ্ট অর্থসমূহের এত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইত না।

আচার্য্য গোল্‌ড্‌ষ্টুকর পাণিনি ও কাত্যায়নের আবির্ভাবসময়ের বিভিন্নতা সমর্থন করিতে যাইয়া কএকটি যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা তাহার সারবত্তায় বিমোহিত হইয়া এস্থলে যথাযথ উপন্যস্ত করিলাম।—

১ম। পাণিনির সময়ে যে সমস্ত বৈয়াকরণিকনিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত অথবা অবিশুদ্ধ হইয়া উঠে।

২য়। কাত্যায়নের সময়ে শব্দসমূহ যে যে অর্থদ্যোতক ছিল, তাহা পাণিনির সময়ে অনেক রূপান্তরিত হইয়া যায়।

৩য়। পাণিনিপ্রযুক্ত শব্দার্থসমূহ কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত ছিল।

৪র্থ। কাত্যায়নের সময়ে যে শব্দশাস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা পাণিনির সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না।

গোল্‌ড্‌ষ্টুকর তর্কশাস্ত্রানুমোদিত পথের অনুসরণপূর্ব্বক একটি মূলযুক্তিকেই চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার এই যুক্তিচতুষ্টয়ের সার নিষ্কর্ষ করিলে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, পাণিনি ও কাত্যায়ন এরূপ বিভিন্নসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন যে, শব্দশাস্ত্রের যে যে অংশ পাণিনির সময়ে প্রচররূপ ছিল, তাহা কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত এবং যাহা পাণিনির সময়ে অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা কাত্যায়নের সময়ে প্রচলিত হইয়া উঠে। এই যুক্তিটি সান্দ্রতিমিরগর্ভগৃহে অনতিপরিস্ফুটদীপশিখার ন্যায় কথঞ্চিৎ অনুসন্ধেয়পদার্থ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইতেছে; এবং যন্নিবন্ধন পাণিনির উচ্ছ্রিতগৌরবস্তম্ভ অস্তঃশত্রুর ভীষণ আক্রমণেও বিচলিত না হইয়া অদ্যাপি অপ্রতিহত ও অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজমান রহিয়াছে, এই যুক্তি তাহাও সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেছে। পাণিনি ও কাত্যায়ন সমসাময়িক হইলে কখনও এরূপ বৈসাদৃশ্য সঙ্ঘটিত হইত না, এবং পাণিনিও কখন সামাজিকসমাজে ঈশ্বরানুগৃহীত ঋষি বলিয়া পরিগৃহীত ও পূজিত হইতেন না।

গোল্‌ড্‌ষ্টুকর যে যুক্তিচতুষ্টয়ের আশ্রয়গ্রাহী হইয়া তর্ক-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার দৃঢ়তাপ্রতিপাদক অনেক উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রস্তাবের অনুচিতপল্লবিতত্বদোষ পরিহারার্থ কতিপয় স্থূলদৃষ্টান্তসহ উহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

১ম। পাণিনির সময়ে যে সমস্ত বৈয়াকরণিকনিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত অথবা অবিশুদ্ধ হইয়া উঠে।

পাণিনি সপ্তম অধ্যায়স্থ প্রথমপাদের পঞ্চবিংশতিসংখ্যক সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,ডতর ও ডতম প্রত্যয়ান্ত এবং অন্য, অন্যতর ও ইতর এই পঞ্চ সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর, ক্লীবলিঙ্গে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার এক বচনে অদ্ হইবে। যথা; কতরদ্, কতমদ্, অন্যদ্ ইত্যাদি। কিন্তু তিনি আবার ইহার অব্যবহিতপরবর্ত্তী একটি বিশেষসূত্রে এই বিধান করিয়াছেন যে, কেবল বৈদিকপ্রক্রিয়াস্থলেই উল্লিখিত দুই বিভক্তিতে ইতর শব্দের ক্লীবলিঙ্গে 'ইতরদ্' পদের পরিবর্ত্তে 'ইতরম্' পদ নিষ্পন্ন হইবে। পাণিনি যেমন বেদোক্ত 'ইতরম্' পদসাধনার্থ একটি বিশেষ বিধির উল্লেখ করিয়াছেন,ডতর প্রত্যয়ান্ত 'একতর' শব্দের স্থলে সেরূপ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার মতে (৭।১।২৫ সূত্রানুসারে) 'অন্যদ্' প্রভৃতির ন্যায় 'একতরদ্' পদ ও বিশুদ্ধ ও প্রচরদ্রূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কাত্যায়ন,পাণিনির এই শেষোক্ত বিশেষবিধির বার্ত্তিকে ইহার সংশোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, কি বৈদিকপ্রক্রিয়া কি সাধারণব্যবহার্য্যভাষা সর্ব্বত্রই "একতরম্" পদ প্রচলিত হইবে (১)।

পাণিনীয় ৮।৪।৪৫ সংখ্যকসূত্রে লিখিত আছে, অনুনাসিক বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ক, ট, ত, প স্থানে বিকল্পে অনুনাসিক বর্ণ হয়, অর্থাৎ পদান্তস্থ উক্ত বর্ণচতুষ্টয়, যথাক্রমে গ, ড়, দ, ব তেও পরিণত হইয়া থাকে। যথা; এতন্মুরারি, এতদ্মুরারি ইত্যাদি। পাণিনি যখন এই সূত্রের বিকল্পত্ব স্বীকার করিয়াই তুল্যত্ব অবলম্বন করিয়াছেন, তখন তাঁহার মতে অনুনাসিকবর্ণাদি প্রত্যয় পরে থাকিলেও ক, ট, ত, প স্থানে গ, ড়, দ, ব হইতে পারে। কিন্তু কাত্যায়ন ইহার প্রতিষেধ করিয়া, অনুনাসিকপ্রত্যয়স্থলে এই সূত্রের বিকল্পের পরিবর্ত্তে নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অনুনাসিকপ্রত্যয় পরে থাকিলে প্রচলিতভাষায় সর্ব্বদাই ক, ট, ত, প স্থানে অনুনাসিক বর্ণ হইয়া থাকে। যথা; বাঙ্ময়, ত্বঙ্ময় ইত্যাদি। প্রস্তাবিতবিষয়ে ভাষ্যকার পতঞ্জলিও বার্ত্তিককার কাত্যায়নের সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিয়াছেন (২)।

পাণিনি ১।২।৬ সংখ্যক সূত্রে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যে লিটে ইন্ধ ও ভূ, ধাতুর কিৎ সংজ্ঞা হইবে। লিটের প্রথম পুরুষের একবচনে এই ইন্ধ্ ধাতু হইতে 'ঈধে' পদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু পাণিনি অন্যান্যস্থলে

(১) ৭।১।২৫—অদ্ড্ডতরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ। ৭।১।২৬—নেতরাচ্ছন্দসি। বার্ত্তিক—ইতরাচ্ছন্দসি প্রতিষেধ একতরাৎ সর্ব্বত্র।

(২) ৮।৪।৪৫—যরোঽনুনাসিকেঽনুনাসিকোবা। বার্ত্তিকঃ—যরোঽনুনাসিকে প্রত্যয়ে ভাষায়াং নিত্যবচনম্। ভাষ্যঃ—যরোঽনুনাসিকে প্রত্যয়ে ভাষায়াং নিত্যমিতি বক্তব্যম্। বাঙ্‌ময়ং ত্বঙ্‌ময়ং।

যেরূপ করিয়া থাকেন, এস্থলে বৈদিকক্রিয়ার সহিত প্রস্তাবিতসূত্রের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার মতানুসারে 'ঈধে' এই ক্রিয়াপদ বৈদিক ভাষার ন্যায় সচরাচরব্যবহার্য্যভাষাতেও প্রযোজিত হইতে পারে। কিন্তু কাত্যায়ন স্ববার্ত্তিকে এই ভ্রমপ্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। তিনি ইন্ধ্ ধাতুর ছন্দোবিষয়ত্ব ও ভূ ধাতুর বুকের নিত্যত্ব (১) উল্লেখ করিয়া পাণিনির এই সূত্রের নিরর্থকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। পতঞ্জলি এস্থলেও কাত্যায়নের অনুসৃতপথাবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই (২)। উপরে দৃষ্টান্তস্বরূপ যে কএকটি সূত্র উল্লিখিত হইল, তাহা ইদানীন্তনবৈয়াকরণিকনিয়মের সম্যক্ বিরোধী। ইহাতে আদৌ প্রতীত হইবে, পাণিনি সাধারণরূপে ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া এই সূত্রগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন। আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কতিপয়মাসমাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া যে জ্ঞানোপার্জ্জন করে, পাণিনির ব্যাকরণবিজ্ঞতাও তদপেক্ষা উচ্চবিষয়াশ্রয়িনী নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, আমরা পাণিনিকে কি এই প্রকার বালকের ন্যায় এতই অনভিজ্ঞ ও অদূরদর্শী বলিয়া স্থির করিব যে, তিনি 'ঈধে' ক্রিয়াপদের ব্যবহারপ্রদর্শনে, একতর শব্দের ক্লীবলিঙ্গসম্মত পদনির্দ্ধারণে, এবং বাক্ ও ময় এই দুই শব্দের সন্ধিসংযোজনে অসমর্থ; না ইহাই সিদ্ধান্ত করিব যে, পাণিনির সময়ে সাধারণভাষায় 'ঈধে' (৩) 'একতরম্' প্রভৃতি বৈয়াকরণিকপদ প্রচরদ্রূপ ছিল, পরে কাত্যায়নের বার্ত্তিকপ্রণয়নকালে তাহা অপ্রচলিত হইয়া উঠে, এবং ইদানীন্তনসময়সম্মত বাঙ্ময়, ত্বঙ্ময় প্রভৃতি পদের ন্যায় পাণিনির সময়ে বাগ্ময়, তগ্ময় পদও বিশুদ্ধ ও প্রচলিত ছিল? যদি পাণিনির প্রাধান্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই শেষোক্তসিদ্ধান্তকে যুক্তি ও প্রমাণসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

(১) ৩। ৪। ১১৭—ছন্দস্যুভয়থা। ৬। ৪। ৮৮—ভুবো বুগ্লুঙলিটোঃ।

(২) ১। ২। ৬—ইন্ধিভবতিভ্যাংচ। বার্ত্তিক—ইন্ধেশ্ছন্দোবিষয়ত্বাদ্ভুবো বুকো নিত্যত্বাত্তাভ্যাং কিদ্বচনানর্থক্যং। ভাষ্য—ইন্ধেশ্ছন্দো বিষয়ো লিট্। ন হ্যন্তরেণ চ্ছন্দ ইন্ধেরনন্তরো লিড্ লভ্যঃ। আমা ভাষায়াং ভবিতব্যম্। ভুবোবুকো নিত্যত্বাত্তবতেরপি নিত্যোবুক্ কৃতে গুণে প্রাপ্নোতি। অকৃতেঽপি প্রাপ্নোতি। তাভ্যাং কিদ্বচনানর্থক্যম্। তাভ্যামিন্ধিভবতিভ্যাং ক্দিবচনানর্থক্যম্।

(৩) কেবল বৈদিকগ্রন্থেই ইন্ধ্ ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং 'ঈধে' পদটীও বৈদিকগ্রন্থবিহিত। পাণিনির সময়ে এইরূপ পদ বৈদিকভাষার ন্যায় প্রচলিতভাষাতেও ব্যবহৃত হইত। অন্যথা পাণিনি 'ইন্ধ' ধাতুর চ্ছন্দোবিষয়ত্বের প্রাপ্তিতেও অতিরিক্ত ১। ২। ৬ সংখ্যক সূত্র প্রণয়ন করিয়া 'কিৎ' সংজ্ঞার বিধান করিতেন না।

২য়। কাত্যায়নের সময়ে শব্দসমূহ যে যে অর্থদ্যোতক ছিল, তাহা পাণিনির সময়ে অনেক রূপান্তরিত হইয়া যায়।

যখন যিনি শব্দশাস্ত্রে সহজবোধসম্পাদনার্থ কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তখন তাঁহার বিশিষ্টসূক্ষ্মতাসহকারে সেই শাস্ত্রাধিকৃত শব্দসমূহের অর্থবিনির্ণয় করা কর্ত্তব্য। তিনি যদি প্রচলিতশব্দসমূহের অপ্রলিত অর্থ নির্দ্দেশ করেন, তাহাহইলে তৎপ্রণীতগ্রন্থ কখনই সাহিত্য-সমাজে আদৃত হইতে পারে না। তবে গ্রন্থকার যদি অসাধারণশাস্ত্রদর্শী বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হয়েন, তাহা হইলে ইহাই স্থির করিতে হইবে যে, পরিবর্ত্তনশীলসময়ের লহরীলীলার সহিত গ্রন্থ-প্রযুক্ত অর্থসমূহও পরিবর্ত্তিত হইয়া রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। পাণিনীয়সূত্রসম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তেরই সারবত্তা লক্ষিত হইতেছে।

পাণিনি, ৬। ১। ১৪৭ সংখ্যক সূত্রে আশ্চর্য্যশব্দের অনিত্য (যাহা সচরাচর সংঘটিত হয় না, কাদাচিৎক) অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু এদিকে কাত্যায়ন স্ববার্ত্তিকে 'আশ্চর্য্য' শব্দ 'অদ্ভুত' অর্থ প্রতিপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পতঞ্জলি এরূপ স্থলেও পাণিনির পক্ষ সমর্থন করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি স্বীয় ভাষ্যে বার্ত্তিককার কাত্যায়নের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাদাচিৎক দ্রব্য মাত্রেই অদ্ভুত অর্থ দ্যোতক হইয়া থাকে। ইহার সমর্থনার্থ এই দৃষ্টান্তগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা; বৃক্ষের কি আশ্চর্য্য উচ্চতা, আকাশের কি আশ্চর্য্য নীলিমা, আশ্চর্য্য! অন্তরীক্ষে নক্ষত্রসমূহ অবদ্ধভাবে রহিয়াছে, তথাপি উহা পতিত হইতেছে না। এস্থলে, বৃক্ষের উচ্চতা, আকাশের নীলিমা ও অন্তরীক্ষ হইতে নক্ষত্রসমূহের অপতন কাদাচিৎক, সুতরাং ইহা অদ্ভুতত্বের পরিচায়ক হইতেছে(১)। পতঞ্জলি পাণিনির পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া যেরূপ কষ্টকল্পনার আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক অনিত্যতা হইতে 'অদ্ভুত' অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কোনও সামাজিকের হৃদয়গ্রাহী হইবে না। কুতার্কিক নৈয়ায়িকগণও বোধ হয় এই

(১) ৬। ১। ১৪৭— আশ্চর্য্যমনিত্যে। বার্ত্তিক —আশ্চর্য্যমদ্ভুত ইতি বক্তব্যম্। ভাষ্য —ইহাপি যথাস্যাৎ। আশ্চর্য্যমুচ্চতা বৃক্ষস্য। আশ্চর্য্যং নীলাদ্যৌঃ। আশ্চর্য্যমন্তরীক্ষেঽবদ্ধানি নক্ষত্রাণি ন পতন্তীতি। তত্তর্হি বক্তব্যং। ন বক্তব্যম্। অনিত্য ইত্যেব সিদ্ধং। ইহ তাবদাশ্চর্য্যমুচ্চতা বৃক্ষস্যেতি। আশ্চর্য্যগ্রহণেন ন বৃক্ষোঽভিসম্বধ্যতে কিং তর্হ্যুচ্চতা সাচানিত্যা। আশ্চর্য্যং নীলাদ্যৌরিতি নাশ্চর্য্যগ্রহণেন দ্যৌরভিসম্বধ্যতে কিং তর্হি নীলতা সাচানিত্যা। আশ্চর্য্যমন্তরীক্ষেঽবদ্ধানি নক্ষত্রাণি ন পতন্তীতি নাশ্চর্য্যগ্রহণেন নক্ষত্রাণ্যভিসম্বধ্যন্তে কিং তর্হি পতনক্রিয়া সাচানিত্যা। তত্রানিত্য ইত্যেব সিদ্ধম্।

অপসিদ্ধান্তের প্রশ্রয়দানে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবেন। সমুদয় অনিত্যপদার্থ আশ্চর্য্যজনক বটে, কিন্তু সমুদয় আশ্চর্য্যজনক পদার্থ অনিত্য নহে। পতঞ্জলিপ্রদর্শিত তৃতীয় উদাহরণে এই ন্যায়শাস্ত্র-সিদ্ধ সূত্রের যাথার্থ্য পরিস্ফুট হইবে। অন্তরীক্ষে নক্ষত্রসমূহ অবদ্ধভাবে রহিয়াছে, তথাপি উহা পতিত হইতেছে না, এস্থলে বন্ধনশূন্য নক্ষত্রসমূহের অপতন, কাদাচিৎক নহে, উহা আশ্চর্য্যদ্যোতক হইতেছে।

পাণিনি, ৭।৩।৬৯ সংখ্যক সূত্রে 'ভোজ্য' শব্দ ভক্ষ্যার্থবাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাত্যায়ন স্ববার্ত্তিকে পাণিনির এই অসম্যক্প্রযুক্ত অর্থের সংশোধন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ভোজ্য শব্দ অভ্যবহার্য্য অর্থে প্রয়োজিত হইয়া থাকে (১)। এক্ষণে যদি ভোজ্য ও ভক্ষ্য এই উভয় শব্দের প্রয়োগের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে উভয়ের অর্থ-গত পার্থক্য বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়া উঠে। শব্দশাস্ত্রের প্রয়োগানুসারে 'ভোজ্য' ও 'অভ্যবহার্য্য' শব্দ ভোগোপযোগী পদার্থের দ্যোতক। ইহা চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য পেয় প্রভৃতি তরল ও সঙ্ঘাতকঠিন উভয়বিধ দ্রব্যই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে 'ভক্ষ্য' শব্দ কেবল কঠিন খাদ্যের নির্দ্দেশক। সুতরাং এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, পাণিনি 'ভোজ্য' শব্দের যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত ইদানীন্তন মতের ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে না। পাণিনি কি এত অনভিজ্ঞ ছিলেন যে, একজন সামান্যলোকে যে শব্দ যথাবৎ অর্থে প্রয়োগ করিতে পারে, তিনি তাহারই অপপ্রয়োগদ্বারা স্বীয় গ্রন্থ দোষাক্রান্ত করিয়া গিয়াছেন? যিনি ব্যাকরণবিজ্ঞতাপ্রভাবে বিশ্বজনীন খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কি এইরূপ অনভিজ্ঞতাজনিত প্রমাদ সম্ভাবিত হইতে পারে? অন্যান্যস্থলে যেরূপ হইয়া থাকে, পতঞ্জলি এস্থলেও পাণিনির পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক কাত্যায়নকে আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি 'অব্ভক্ষ' ও 'বায়ুভক্ষ' এই দুটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, 'ভক্ষ্য' শব্দ 'অভ্যবহার্য্য' তরলপদার্থপ্রতিপাদকও হইয়া থাকে। কিন্তু পতঞ্জলিপ্রদর্শিত এই শব্দদ্বয় বৈদিকগ্রন্থেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা বেদ-বিহিত অনশনের প্রকারভেদ মাত্র (২)। পতঞ্জলি স্বীয় ভাষ্যাবতারনিকার একস্থলে পয়ঃ প্রভৃতি

(১) ৭।৩।৬৯— ভোজ্যং ভক্ষ্যে। বার্ত্তিক—ভোজ্যমভ্যবহার্য্যমিতি বক্তব্যং। ভাষ্য ইহাপি যথাস্যাৎ। ভোজ্যঃ সূপঃ। ভোজ্যা যবাগূরিতি। কিং পুনঃ কারণং ন সিধ্যতি। ভক্ষিরয়ং খরবিশদে (কঠিন খাদ্যে) বর্ত্ততে তেন দ্রবে ন প্রাপ্নোতি। নাবশ্যং ভক্ষিঃ খরবিশদে বর্ত্ততে কিং তর্হ্যন্যত্রাপি বর্ত্ততে। তদ্‌যথা। অব্‌ভক্ষো বায়ুভক্ষ ইতি।

(২) "এতে নৈবাত্তিরুক্ষোব্যাখ্যাতো-

তরল পদার্থকে যে ‘ অভ্যবহার্য্য ’ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্ববাদি-সম্মত (১)।

যাহা হউক ; উল্লিখিত দৃষ্টান্তদ্বয়দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে যে, পাণিনির সময়ে ‘ আশ্চর্য্য ’ ও ‘ ভোজ্য ’ শব্দ যথাক্রমে অনিত্য ও ভক্ষ্যার্থ প্রতিপাদক ছিল। পরে কাত্যায়নের সময়ে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অদ্ভুত এবং অভ্যবহার্য্য অর্থ দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে।

৩য়। পাণিনিপ্রযুক্ত শব্দার্থসমূহ কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত ছিল।

কাত্যায়ন শব্দসমূহের যে যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয়ের সহিত শব্দশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অর্থের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। এই সমস্ত অর্থ অবগত হইতে হইলে কোন বিশেষবিধি পরিজ্ঞানের আবশ্যকতা উপস্থিত হয় না। কিন্তু পাণিনির অর্থ ইহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত। পাণিনি স্বীয় সূত্রে অধিকাংশ শব্দের যে যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, ইদানীন্তন সাহিত্যগ্রন্থে প্রায় তৎসমুদয়ের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। উদাহরণ স্থলে প্রত্যবসান (১। ৪। ৫২ ; ৩। ৪। ৭৬, ভোজন), উপসংবাদ (৩। ৪। ৮, পণবন্ধ, শপথকরণ), ঋষি ৪। ৪। ৯৬, বেদ ঃসঞ্জন (১। ৩। ৩৬, উর্দ্ধেক্ষেপণ), স্বকরণ (১। ৩। ৫৬, স্বীকার, বিবাহ), হোত্রা (৫। ১। ১৩৫, ঋত্বিক্), উপাজেক্র অন্বাজেক্র , (১। ৪। ৭৩, বলাধান), নিবচনেক্র , (১। ৪। ৭৬, বচনাভাব, মৌন), কণেহন এবং মনোহন , (১। ৪। ৬৬, শ্রদ্ধাপ্রতিঘাত অর্থাৎ আত্যন্তিক বাসনার তৃপ্তি), প্রভৃতি শব্দ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সমুদয় শব্দ যে যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা ইদানীন্তন সাহিত্য গ্রন্থে প্রায়ই প্রচলিত নাই (২)।

যাবৎ সকৃদাদদীত তাবদশ্নীয়াৎ। অব্‌ভক্ষস্তৃতীয়ঃ স কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ।,,

“ এই কৃচ্ছ্রব্রত বর্ণনেই অতি কৃচ্ছ্র বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে একমাত্র ভোজনবিষয়ে বিশেষ নিয়ম এই, যত পরিমাণে অন্ন একবারে গ্রহণ করিবে তাহাই আহার করিবে। তৃতীয়টী অব্‌ভক্ষ। জল মাত্র পান করিয়া সম্পাদন করিতে হয়। এই তৃতীয়টী কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র নামে প্রসিদ্ধ।,,

পণ্ডিত সত্যব্রতসামশ্রমি-প্রকাশিত সামবিধান ব্রাহ্মণের ১৪ পৃষ্ঠা দেখ।

(১) “ বেদেখল্বপি পয়োব্রতো ব্রাহ্মণঃ। যবাগূব্রতো রাজন্যঃ। আমিক্ষাব্রতো-বৈশ্য ইত্যুচ্যতে। ব্রতংচ নামাভ্যবহারার্থমুপাদীয়তে। ”

কৈয়টঃ—“ পয় এব ব্রতয়তি। নাগোজীভট্টঃ-ব্রতয়তীতি অভ্যবহার্য্যত্বেনোপাদত্ত ইত্যর্থঃ।,,

গোল্‌ড্‌ষ্টুকর প্রকাশিত সংস্কৃত ইংরেজী অভিধানের ৩১০ ও ৩১১ পৃষ্ঠা দেখ।

(২) অনুচিত বাহুল্যবোধে সূত্রগুলি উল্লিখিত হইল না। সহৃদয় পাঠকবর্গ নি-

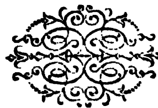
৪র্থ। কাত্যায়নের সময়ে যে শব্দ-শাস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা পাণিনির সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না।

যিনি যে সম্প্রদায়মান্য শাস্ত্রসমূহে প্রাবীণ্যলাভ করিয়া কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তৎপ্রণীতগ্রন্থে সেই সম্প্রদায়গত শাস্ত্রসমূহেরই অধিক বিবরণপ্রাপ্তির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার যদি প্রয়োগস্থলেও স্বসম্প্রদায়ের শ্রদ্ধেয় কোন শাস্ত্রের উল্লেখ না করেন তাহা হইলে, তাঁহাকে হয় অনভিজ্ঞ, নয় সেই শাস্ত্রের পূর্ব্বসাময়িক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পাণিনি ব্রাহ্মণ্যসম্প্রদায়ের গ্রন্থকার। পুরাণপ্রোক্ত ঋষিগণ যেরূপ এই সম্প্রদায়ের সম্মান ও শ্রদ্ধাস্পদ, পাণিনিও সেইরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ কেবল কতকগুলি বৈয়াকরণিক-পদ-নির্ণায়ক সূত্রসংগ্রহ নয়। ইহাতে প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে ব্রাহ্মণ্যসম্প্রদায়গত অনেক বিষয় সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং আমরা পাণিনি হইতে ব্রাহ্মণ্যসম্প্রদায়ের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারি। পাণিনি যদি স্বসম্প্রদায়মান্য কোন বিষয়ের অনুল্লেখ করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, পাণিনির সময়ে সেই বিষয়ের অস্তিত্ব ছিল না। পাণিনি যেরূপ প্রাবীণ্যসহকারে বৈয়াকরণিক সূত্রসমূহ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে স্বসময়াধিকৃত শব্দশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

—

র্দ্দেশানুসারে তৎসমুদয় দেখিয়া লইবেন। পরন্তু এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সংস্কৃত কোস ও ভট্টিকাব্যে ইহার অধিকাংশ শব্দের নির্দ্দেশ আছে। কোষকারগণ অবশ্যই পাণিনি প্রভৃতি হইতে এই শব্দগুলির সঙ্কলন ও অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেবল বৈয়াকরণিক প্রয়োগের বৈচিত্র্য-প্রদর্শনার্থই ভট্টিকাব্য বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং উহাতে যে পাণিনিপ্রযুক্ত শব্দার্থের নির্দ্দেশ থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্যের নহে।



দেবোপাখ্যান

(গ্রীস ও ভারতবর্ষ।)

প্রথম প্রস্তাব।

ইংলণ্ডীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেরই এই সিদ্ধান্ত যে, গ্রীস-দেশের দেবদেবীরা ভারতবর্ষের দেবদেবী হইতে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা বলেন,—"কি আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, কি প্রকৃতিরই পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, ভারতের দেবদেবীরা ভয়ঙ্কর, আর গ্রীসের দেবতাসকল মনোহর। হিন্দুগণ অস্বাভাবিক ও অসম্ভবকল্পনায় তাঁহাদের উপাস্যদেবতাদিগকে এমনই ভীষণ করিয়া তুলিয়াছেন যে, উপাসকমনুষ্যদিগের সহিত তাঁহাদের কিছুতেই সহানুভূতি সম্ভবে না। অন্যদিকে,গ্রীকদেবদেবীগণ মানবপ্রকৃতিবিশিষ্ট এবং আকৃতিতেও মনুষ্য—একই বর্ণ, একই স্বভাব, কিন্তু অনন্তশক্তি। সুতরাং তাঁহারা মনুষ্যের সুখে সুখী হন মনুষ্যের দুঃখে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করেন"। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতবর্গের মতে "হিন্দুপৌত্তলিকতার সার ভয়,গ্রীকপৌত্তলিকতার জীবন প্রীতি। যখন উপাস্যদেবের প্রতি প্রীতিপর হওয়া এবং তৎসাহায্যে দেবপ্রসাদ ও দেব-সহানুভূতি লাভই উপাসনার উদ্দেশ্য, তখন একথা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, হিন্দুদিগের দেবোপাখ্যান নিতান্ত অবজ্ঞেয়, এবং অনুচিতকল্পনাদোষে অশ্রদ্ধেয়; গ্রীকদিগের দেবোপাখ্যান অতি-সুখপাঠ্য এবং যার পর নাই মনোহর

আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পূর্ব্বোক্তমত ক্রমে কএকটি প্রস্তাবে সমালোচনা করিব; এবং গ্রীস ও ভারতবর্ষের দেবদেবীগণের পুরাণপ্রসিদ্ধ আকৃতি ও প্রকৃতির তুলনা করিয়া,ঐ মত কত দূর সত্য তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইব। জাতিসাধারণের বিশ্বাস পুরাণের অনুযায়ী, না পুরাণ জাতিসাধারণের বিশ্বাস লইয়া সঙ্কলিত, আলোচ্য দেশদ্বয়সম্বন্ধে একথা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে চিরপ্রচলিত কিংবদন্তী এবং উপাখ্যানসমস্তের গঠন হইতে যুক্তির সাহায্যে যে পরিমাণ জানা যায়, তাহাতে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে, হিন্দু ও গ্রীকগণ দেবদেবীসম্বন্ধে পুরাণের বর্ণনায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। হইতে পারে, অনেকের জ্ঞান-চক্ষু নিতান্ত তীক্ষ্ণ ছিল, পুরাণের জীর্ণ আবরণ তাহাদিগের দৃষ্টিকে আবৃত রাখিতে সমর্থ হইত না। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, সা-

ধারণভাবে বিবেচনা করিতে গেলে গণ- নারই উপযুক্ত নহে ।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে পৌত্তলিকতার বন্ধু নাই। আর্য্যবংশীয়েরা সকলদেশেই এই শব্দটিকে এক্ষণে গালিস্বরূপ বিবেচনা করেন। এক্ষণে কেন? তাঁহারা কখনও স্পষ্টতঃ পৌত্তলিক-নাম স্বীকার করেন নাই। সমস্ত ইয়োরোপ পালস্তিনের ধর্ম্ম-স্রোতে প্লাবিত। ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মও নূতন শরীর ধারণ করিয়াছে এবং অভিনব-পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়াছে। এক্ষণে গ্রীসদেশে থেলেস্ এবং ভারতে মহর্ষি লোমহর্ষণ দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে দেবনির্ব্বাচন করেন না। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রসকল আর পূর্ব্বের ন্যায় মনুষ্যের অদৃষ্টরাজ্যের অধীশ্বর নয়। কবিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া কেহই আর পূর্ব্বের ন্যায় ক্রীড়াপুত্তলবৎ যাজকহস্তধৃত সূত্রদ্বারা চালিত হয় না। এ অনুসন্ধান ও সত্যনির্ণয়ের সময়। এখন ইতিহাস শাস্ত্র সম্যক্ আলোচিত এবং শব্দশাস্ত্র মথিত হওয়ায় জ্ঞানসমুদ্রে অমৃত উত্থিত হইতেছে।

অমৃত উঠিতেছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিষও দেখা দিয়াছে। ইতিহাসে অনুমানের বাহুল্যবিধায় প্রকৃত অপ্রকৃতে এবং অসত্য সত্যে পরিণত হইতেছে। অনুমানের উপর অনুমান এবং কল্পনার উপর কল্পনা ন্যস্ত হওয়ায় ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রত্যেক বিষয়ে ঘন ঘন মত পরিবর্ত্তন করিতেছেন। এতদিন শত শত গ্রন্থকার পরিশ্রম করিয়া গ্রীকদেবদেবীগণকে যে শ্রেষ্ঠত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা শব্দশাস্ত্রের মহিমায় ভারতের দেবগণের সহিত আবার একাসনে উপবেশন করিতেছেন। কে কবির কল্পনাকে দূষনীয় মনে করে? কবি নির্দ্দোষ। পাঠকের চিত্তরঞ্জনার্থ কল্পনার সাহায্যগ্রহণ করায় যদি কিছু দোষ ঘটিয়া থাকে, সে দোষ অন্ধকার-প্রিয় আধুনিক দার্শনিকদিগের। তাঁহারা এক্ষণে শব্দের মূলানুসন্ধান জীবনের মূল উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া যে পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা কখনও কখনও কবি-কল্পনাকেও অতিক্রম করিতেছে। এরূপ আলোচনায় একাক্ষরিক অভিধানের আর অবকাশ নাই। দেবগণমধ্যে অধিকাংশই চন্দ্র সূর্য্য হইয়াছেন। যাঁহার সহস্র নাম আছে, তাঁহার একটি নাম আলোকার্থক হইলেই তিনি অন্তরীক্ষে স্থান লাভ করিতেছেন। এইরূপ আলোচনায় ট্রয়নগরের অবরোধ মিথ্যা হইয়া গিয়াছে *; বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব অলীক হইয়াছে †; রাম, যুধিষ্ঠির কবির মানসপ্রসূতপ্রসূন বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন ‡। আবার কবে যেন শুনিতে পাই রণজিৎসিংহ ও শিবজিও স্বপ্নদৃষ্টপুরুষমাত্র।

শব্দ-শাস্ত্রের মন্থন-দণ্ড-রূপিনী সংস্কৃত-

* নিবারকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা।

† জেমশ্ মিল্‌কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস।

‡ হুয়িলারকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস। ইমার্শনের ইতিহাসবিষয়ে বক্তৃতা (১৩ পৃঃ) তুলনা কর।

ভাষা অন্যান্য ভাষা হইতে নমনীয়া। কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিলে সংস্কৃত একাক্ষরিক অভিধান প্রভৃতির সাহায্যে টিপুসুলতানকেও গ্রহবিশেষের অবতার বলিয়া স্বর্গে উঠান যায়। সংস্কৃতভাষা কেন? শব্দশাস্ত্রেরই বা আবশ্যক কি? ইদানীং ইচ্ছানুযায়িনী যুক্তি ও অনুমানের সাহায্যে যে কোন নামকে অনায়াসে যে কোন অর্থের আধার করা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক হোয়েটলি সাহেব উল্লিখিতরূপ যুক্তির সাহায্যে, যুক্তির অসারত্ব প্রদর্শন করিতে গিয়া নেপোলিয়নের অস্তিত্বও অবিশ্বসনীয় প্রমাণ করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ ভাবনার কারণ আছে। আমরা ভারতবর্ষীয় লোক: আমাদের নাম, রাম, হরি, দুর্গা। এক্ষণে ভবের খেলা খেলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিব, আর অমনি আমাদের পৌত্র, প্রপৌত্র, শব্দশাস্ত্রের সাহায্যে আমাদিগকে আলোক বোধে জ্বালিয়া রাখিবে অথবা বায়ুবোধে উড়াইয়া দিবে। এই পারলৌকিক ভাবনার কারণ আছে। আবার যদি তাহাদের বংশগৌরব বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা হয়, তবে আমাদিগকে অন্তরীক্ষে স্থান দান করিয়া আপনাদিগকে সূর্য্য বা চন্দ্র বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিবে, আর অমনি নূতন রামায়ণমহাভারতের প্রয়োজন হইবে!

পরিহাসরসিকতা পরিত্যাগ করিয়া এ কথা বলা যাইতে পারে যে, যদিও শব্দশাস্ত্রের 'স্মৃতি' আলোচনায় প্রাচীন অগ্রীক উপাখ্যানসমস্ত অভিনবকাব্যের আকার ধারণ করিতেছে, তথাপি প্রকৃত উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতেছে না; যাহা সত্য তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে না। এ সম্বন্ধে গ্রোট সাহেবের মত* অনেক ভাল বোধ হয়। তিনি বলেন, "শব্দশাস্ত্রের সাহায্যে দেবোপাখ্যান ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করা অনন্তপরিশ্রম স্বীকার মাত্র।" আমরা বিবেচনা করি শুধু প্রাচীনসময়ের সরলকল্পনার দেবদেবীরাই শব্দশাস্ত্রের অধীন। যাঁহাদিগের আকৃতি ও প্রকৃতি গঠন করিতে পুরাণ ও দর্শন সহকারিতা করিয়াছে, তাঁহারা শব্দশাস্ত্রের বিচারাধীন নহেন।

যে সকল দেবতার নাম আলোকার্থক, তাঁহারা সকলেই যে চন্দ্র, সূর্য্য বা অগ্নি এরূপ বোধ হয় না। যেমন ভারতে অদিতির সন্তানগণ মঙ্গলময় দেবতা এবং দিতির সন্তানগণ অমঙ্গলময় দৈত্য, সকল দেশেই সেইরূপ। এজন্য দেবগণের চিহ্ন আলোক এবং দৈত্যগণের চিহ্ন অন্ধকার; অর্থাৎ মঙ্গল ও অমঙ্গল। যাঁহাকে জগতের স্রষ্টা ও পাতা বলিয়া আরাধনা করিব, তাঁহাকে মঙ্গলময় না বলিয়া আর কি বলিব? এজন্য ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময়। এজন্য দেবগণ আলোকস্বরূপ। তাঁহারা সকলেই চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির অবতারবিশেষ, এমন নহে। পৃথিবীর বাল্যনিকেতন ইরাণদেশে জোরোষ্টার যে হর্ম্মজ ও এরি-

* গ্রীসের ইতিহাস প্রথম পুস্তক। ৫৮৩ পৃষ্ঠা।

মাণের কল্পনা করিয়াছেন, সেও মঙ্গল ও অমঙ্গল মাত্র। অগ্নিপূজকদিগের উদ্দেশ্যের মূলেও মঙ্গলই বিরাজমান। পারস্য ও রোম রাজ্যে যুদ্ধের সময় এই জন্যই অনল রক্ষিত হইত। এদেশেও মঙ্গলানুষ্ঠান-সময়ে এই জন্যই ঘৃতের প্রদীপ রক্ষিত হইয়া থাকে। দেব ও অসুরের প্রকৃতিতে মঙ্গল ও অমঙ্গল বুঝিতে হইলে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ে দেখা যায়,

তস্মাদ্দেবা দিবা রাত্রাবসুরাস্তুবলান্বিতাঃ।
জ্যোৎস্নাগমেচ মনুজাঃ——————॥

দিবায় দেবের বল, অন্ধকারে অসুরের বল, আবার জ্যোৎস্নাগমে মানবের বল। কবিগণ ইহা হইতেই মানবজীবনের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ অথবা অবস্থার দিবারাত্রি কল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং এরূপ বিবেচনা করা কখনই উচিত নয় যে, কি পৌরাণিক কি বৈদিক জ্যোতির্ম্ময় ও মঙ্গলময় দেবগণ সকলেই চন্দ্র বা সূর্য্য।

আমরা যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাতে দেবগণকে প্রকৃতির নিরাকারা শক্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে না। আমাদিগকে দেবচরিত্র তুলনা করিতে হইবে। জাতিসাধারণেও দেব বলিয়াই উপাসনা করিত, সুতরাং শব্দবিজ্ঞান যাহাই কেন বলুন না, আমরা কবির চক্ষে সকলকেই সজীব ও ইচ্ছাময় দর্শন করিয়া সমালোচনা করিতে বাধ্য।

জাতিমাত্রেরই আবির্ভাবসময়ে উপাখ্যান, তৎপরবর্ত্তী সময়ে ইতিহাস। তন্মধ্যে প্রথমভাগ অর্থাৎ কিম্বদন্তী ও উপাখ্যানের সময়কে আবার কেহ কেহ দুইভাগে বিভক্ত করেন,— অমিশ্র উপাখ্যানের সময় এবং অর্দ্ধ ইতিহাস ও অর্দ্ধ উপাখ্যানের সময়। আমরা ভারত ও গ্রীসের নিরবচ্ছিন্ন উপাখ্যানের বিষয়ীভূত সময়ের কিছুই জানি না। তৎপর যখন ইতিহাসের সহিত কিছু কিছু যোগ আছে, সেই সময় অবধি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জানিতে পাই। সুতরাং, সেই বৈদিক ও পৈলাসজিক সময়হইতেই বর্ত্তমান তুলনা আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক সময়ের সহিত হোমর ও হিসিয়দ বর্ণিত সময়ের যাহা কিছু সাদৃশ্য বা বৈষম্য আছে তাহা সবিস্তার প্রদর্শন করিব।

আমরা যে অতি প্রাচীন কালের কোন বিষয়ই প্রকৃতরূপে অবগত হইতে পারি না তাহার দুইটি কারণ আছে;— প্রথমতঃ, পুরাবৃত্তের অসদ্ভাব; দ্বিতীয়তঃ, কষ্ট-সঙ্কলিত কিম্বদন্তী ও উপাখ্যানসকল অত্যুক্তিদোষে দূষিত। এই দুই কারণে বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে সময়নির্ণয়ে বিরত থাকিতে হয়। পুরাবৃত্তের অসদ্ভাব হওয়ার কারণ এই যে, যখন মনুষ্যগণ পশুপালন অথবা মৃগয়াদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তখন তাহাদের কোনপ্রকারেই চিরস্মরণীয় হইতে অথবা আপনাদিগের নাম রাখিয়া যাইতে বাসনা হইতে পারে না; তখন তাহাদের কোন নিয়মবদ্ধ ভাষাও থাকে না। অনন্ত বায়ু-সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ-সায়কের গমনমার্গের ন্যায় তাহা-

দের নাম ও কার্য্য বিস্মৃতিসাগরে মিশিয়া যায়। আবার যখন সেই অন্ধকারাবৃত কক্ষ অতিক্রম করিয়া মানবজীবনের প্রত্যূষসময়ে উপস্থিত হয়,তখন অত্যুক্তিদোষ সমস্ত সত্য ঢাকিয়া রাখে। যেমন কুয়াসার মধ্য দিয়া নিরীক্ষণ করিলে দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্রবস্তুও বৃহৎ প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ সেই কুয়াসাপরিবৃত অতীতকালের দূরবর্ত্তী সময়ের ক্ষুদ্র বিষয়ও পরবর্ত্তিলোকের নিকট বৃহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, মনুষ্যগণ স্বভাবতঃই আপনাহইতে আপন পূর্ব্বপুরুষকে অধিকজ্ঞানী মনে করিতে বাধ্য। বালক আপন পিতাকে আপন অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান্ দেখে; পিতামহ পিতাকে শিক্ষা ও উপদেশ দান করেন বলিয়া তাঁহাকে আরও অধিকজ্ঞানী মনে করে। এইরূপ উত্তরোত্তর জ্ঞানাধিক্য কল্পনা করিয়া সকলের আদিপুরুষকে কল্পনার উচ্চতমশিখরে স্থাপন করে। তিনি দেব। দেবকার্য্য মানবের কার্য্য অপেক্ষা অশেষগুণে শ্রেষ্ঠ হওয়া আবশ্যক, সুতরাং তাঁহার কার্য্যবর্ণনায় অতিশয়োক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এজন্য ভারতে ব্রহ্মা, পিতামহ। এই জন্যই গ্রীসে যিয়স, পেটর। সময়সম্বন্ধেও কাজে কাজেই উৎকর্ষ দেখাইতে হয়, এইরূপে সত্যাদি বা স্বর্ণাদিযুগচতুষ্টয়ের সৃষ্টি।*

দ্বিতীয়তঃ, মনুষ্যমাত্রই প্রথমে অত্যন্ত কল্পনাপ্রিয় থাকে। তাহাদের সকল জ্ঞানেরই অভাব, সকলই জানিতে বাসনা। সে জ্ঞানের শিক্ষক সময়, কিন্তু সে পরবর্ত্তিলোকের জন্য। তাহারা সেই অভাব কল্পনার সাহায্যে পূরণ করে, কল্পনার উত্তেজনা করিতে প্রকৃতি তাহাদের সহায় হন, সুতরাং ভাষা গঠিত হইতে হইতেই উৎকৃষ্ট কাব্যসকল প্রণীত হইতে থাকে। এবং এই জন্যই আমরা সেই অন্ধকারাবৃত সময়ে কবিগণদীপ্ত প্রদীপের সুন্দর আলোক দেখিতে পাই। অপ্রাকৃতকবিকল্পনা বর্ত্তমানসময়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না; ভবিষ্যৎকালেও নহে, কারণ পরবর্ত্তীলোকে মিথ্যাবাদী বিবেচনা করে। কিন্তু অতীতকালের কল্পনায় কোন বাধা নাই, কবির মিথ্যাবাদিত্ব প্রমাণ করিতে সে সময় আর ফিরিয়া আসে না। সুতরাং সত্যকালে পশু পক্ষী কথা কহিত, বানরে হরি সঙ্কীর্ত্তন গাইত, এবং মনুষ্যদেহ একবিংশ হস্ত পরিমাণ বর্দ্ধিত হইত। উল্লিখিত কারণবশতঃ মনুষ্য স্বভাবতঃই প্রাচীন কালের পক্ষপাতী। এটি জাতিবিশেষের দোষ নয়, মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ দোষ। আমরা সকলদেশীয় প্রাচীন কাব্য ও উপন্যাস সকলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাই। তবে দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে ইতর বিশেষ হইয়া থাকে।

কোন জাতি জন্মগ্রহণ করিলে, প্রথমতঃ একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করে, মা

* এই স্থলে বাইবেলের স্বর্ণ, পিত্তল, লৌহ ও কর্দ্দম এই যুগচতুষ্টয়ের সহিত হিন্দুযুগ চতুষ্টয়ের তুলনা কর।

একাধিক উপাসনায় রত হয়, অথবা নিরীশ্বরবাদী হইয়া থাকে, নির্ণয় করা সহজ নয়। এই তত্ত্ব মনুষ্যের স্বভাবমাত্র আলোচনার উপর নির্ভর করে, সুতরাং আভ্রান্তরূপে সিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর নহে। আখ্যায়িকা বা উপন্যাসের সাহায্যব্যতীত, অন্য প্রকার শিক্ষার উপায়াভাবে, মনে আপনা হইতে যে একপ্রকার অপরিস্ফুট ধর্ম্মভাবের উদয় হওয়া সম্ভব, তাহা স্থান ও সময়ানুযায়ী পরিবর্ত্তনের নিয়মের অধীন। কোন কোন জাতি বাহ্যপ্রকৃতি হইতে একপ্রকার ভয়মিশ্র অপ্রকাশিত ধর্ম্মভাব লাভ করে, এবং তাহা হইতে কার্য্যদর্শনে কারণের ন্যায় কোন প্রধান শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে। যেস্থলে প্রকৃতি মৃতার ন্যায় অবস্থিতা, যেখানে জনগণ একভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, অন: আলোচনা নাই, যত্ন নাই, কার্য্যের কারণানুসন্ধানে কেহই প্রয়াস পায়না, সেখানে সকলেই পৌত্তলিকতায় মনোনিবেশ করে। নিভৃত গিরিগহ্বরের অন্ধকারে যাহার জীবন অতিবাহিত হয়, প্রকৃতির অন্য বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে যেমন কুসংস্কারে জড়িত হয়, এবং বাহ্যজগতে মঙ্গলময়হস্ত না দেখিয়া অভিজ্ঞতার অভাবে প্রত্যেক নূতন ঘটনাই ভয়ের আস্পদ মনে করে ও বৃথাকল্পনায় রত হয়, প্রত্যেক অভাব মোচনে প্রত্যেক দেবতা কল্পনা করিয়া পৌত্তলিকতায় মনোনিবেশ করে, নিরবচ্ছিন্ন একাবস্থ প্রকৃতিতেও লোকের মন তদ্রূপ হয় এবং একাধিক উপাসনা কর্ত্তব্য বোধ করে। আবার এরূপও হইতে পারে, যেস্থলে প্রকৃতি ভয়ঙ্করী,— তরঙ্গান্বিতসমুদ্র ভৈরবরবে গর্জ্জন করিতেছে, অভ্রভেদী পর্ব্বতরাজী ভূকম্পনে রত, তটাভিঘাতিনী সুপ্রশস্তা স্রোতস্বতীসকল মানবশক্তি তুচ্ছ করিয়া, কালের গতি অবজ্ঞা করিয়া, অবিরামবেগে প্রবাহিত হইতেছে, বুদ্ধিমান্ কল্পনাকুশল লোক এমত স্থলে জন্মগ্রহণ করিলে আপন জাতীয় লোকদিগকে প্রকৃতির গতিতে দেবত্ব প্রদর্শন করিয়া একাধিক উপাসনায় রত করিতে পারেন। ইহার মধ্যে কোন্ মত সত্য, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ফলতঃ, অবস্থাভেদে দুই ই সম্ভব। পণ্ডিতবর বকল্ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিত এই শেষোক্ত মতের পোষক।

অনেকেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, প্রথমে কোন জাতিই নিরীশ্বরবাদী হইতে পারে না। তবে ইংলণ্ডের যে শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ নির্ণয় করেন যে, মনুষ্য প্রথমতঃ মিথ্যাকথনশীল, শিক্ষালাভ করিয়া সত্য কথা বলিয়া থাকে, কেবল তাঁহারাই একথা অস্বীকার করিবেন। প্রকৃতির প্রথম বয়সের নিরাশ্রয়সন্তান কোন উচ্চ শক্তির কল্পনা না করিলে কাহার প্রতি নির্ভর করিয়া জীবিত থাকিবে?

গ্রীস ও ভারতবর্ষসম্বন্ধেও প্রাচীনতম সময়ের লোকের ধর্ম্মবিষয়ের মূল নির্ণয় হয় না। হয় ত ইরাণে সকলের ভাষা এ রীতি নীতি এক ছিল, পরে উপনিবেশ

স্থাপয়িতাদিগের বুদ্ধি বিদ্যার তারতম্যানুসারে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবং সেই জন্যই সকলদেশে পরস্পর মিলিয়া যায় এমন অনেক বিষয় আছে। যাহা হউক, দেবোপাসনাসংক্রান্ত তর্ক মীমাংসা করিতে প্রাচীনতম ধর্ম্মপুস্তক বেদই অগ্রগণ্য *। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রায় একবাক্যে বেদে ঈশ্বরের অদ্বৈতত্ব স্বীকার করেন †। বেদে দেবতা স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু একমাত্র ঈশ্বর সকলের শ্রেষ্ঠ। অনেকে বলেন, গ্রীসদেশে পিলাসজি জাতির সময় একমাত্র জিয়সের উপাসনা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিশপ থারল্ওয়াল্ ‡ প্রভৃতি ইতিহাসপ্রণেতৃগণ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, গ্রীসে তখন একাধিক উপাসনায় সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ছিল। আমরা আমাদের কোন পরবর্ত্তী প্রস্তাবে ঐ বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া পৌরাণিক দেবদেবীর তুলনা ও সমালোচনা করিব। (শ্রীব্রঃ)

* বেদ প্রচারের সময় নির্ণয় হয় না। সংগ্রহের সময় কেহ কেহ খৃস্টের জন্মের দেড়সহস্রবৎসর পূর্ব্বে মনে করেন। তাহা হইলে রামায়ণের সময় লইয়া গোলযোগ হয়। রামায়ণ বেদ সংগ্রহের পরবর্ত্তী। কেহ কেহ বেদ সংগ্রহের সময় খৃঃ পূঃ ৩০০১ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

† কোলব্রুক্, এসিয়াটিক্ রিসার্সেস্ অষ্টমপুস্তক, বেদ। মেকেঞ্জি এসিয়াটিক্ রিসার্সেস্, হিন্দুধর্ম্ম। মোক্ষমূলর, 'চিপ্‌স্' দ্বিতীয় পুস্তক; ভাষা বিষয়ে বক্তৃতা। কক্স্ আর্য্যদেবোপাখ্যান।

‡ গ্রীসের ইতিহাস প্রথম পুস্তক, মধ্যভাগ।

উদাসীনের বিদায়।

এই না আর্য্যের সমাধি-মন্দির
কুরুক্ষেত্র, সেই মহা তীর্থস্থান,
কাল-রাহু আসি গ্রাসিল যথায়
ভারত-সৌভাগ্য তেজস্বী তপন ?

২

বসিব এখানে,—শৃগাল অধম
সিংহাসনে যদি পারে রে বসিতে
হৃদয়ে উঠায়ে স্মৃতির তরঙ্গ
বর্ত্তমান দুঃখ ডুবাব তাহায়।

শত শত ফুল যে বনে শুকাল,
যে নভে মিশাল শত শত তারা,
সেই বন সেই আকাশ মানসে
কুসুম নক্ষত্র সহিতে আঁকিব।

৪

গোধূলির শেষে সাগর সীমায়
যে হৈম কিরণ আকাশ উজলি
ডুবিল ত্রেতায়, দেখি যদি হায়
সে কিরণ-রেখা পারি রে চিত্রিতে !

৫

কি ফল ফলিবে সে সব চিন্তায়!
ভারত এখন কুজ্ঝটিকাবৃত;
মহামন্ত্রে ফণী নত-শিরা যথা
সোণার ভারত তেমতি এখন!

৬

শত শত বীর-শোণিতে আরক্ত
এই পূত রেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া,
চলি যাব, সুখে দিয়া জলাঞ্জলি,
স্বদেশের পানে চাহিব না ফিরে!

৭

স্নেহ-রসে গলি, সজল-নয়নে,
ফিরাতে যদ্যপি আসেন জননী,
কহিব তাঁহারে,—'কে তুমি আমায়
অভাগিনি, ডাক পুত্র পুত্র বলে?'

৮

'উদাসীন আমি; গৃহে ফিরে যাও;
মাতৃহীন আমি বহুদিন হতে;
কুরু-ক্ষেত্র-রণে, পুত্র-শোকানলে
দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছে দুঃখিনী?'

৯

সহোদর যদি আসেন সাধিতে
কহিব তাঁহারে,—'ভ্রাতৃহীন আমি;
যে যুদ্ধের শেষে জননী মরিল,
সেই যুদ্ধে মোরে ভিখারী করিল।'

১০

একমাত্র বীণা যতনে লইয়া
আঁধার নিশীথে অরণ্যে পশিব,
ধীরে ধীরে বীণা-তন্ত্র পরশিয়া
সংগীত-গভীর-সমুদ্রে ডুবিব।

১১

'ভারতের দশা এই কি হইল!'
শোক-ভগ্ন-স্বরে গাইব যখন;
গাবে প্রতিধ্বনি,—আকাশ-নন্দিনী
'ভারতের দশা এই কি হইল!'

১২

ধীরে ধীরে কভু সুতান ধরিব,
অর্দ্ধস্ফুট স্বরে গাইব কখন;
ঝিঁ ঝিঁ তালে কভু কণ্ঠ মিশাইয়া
গাইব, বাহ্যিক জগত ভুলিয়া।

১৩

বৃক্ষে বৃক্ষে পত্র মর্ম্মরিবে খেদে,
বিসর্জ্জিবে তরু শোক-অশ্রুধারা;
বিষাদে খদ্যোত আসিবে নিকটে,
সহসা বিহঙ্গ উঠিবে জাগিয়া।

১৪

ক্ষুদ্র তটিনীর তীরে গিয়া কভু
তারকার মেলা সলিলে হেরিব;
ভূত-রূপ-পটে ভারতের তারা
এই তারা দেখি, হইবে স্মরণ।

১৫

প্রভাতে যখন উদিবে তপন
পূর্ব্বাসার দ্বারে কিরণ ছুটিবে,
আনন্দে তখন বিহ্বল হইয়া
গাইব গম্ভীরে বীণা বাজাইয়া;

১৬

'স্বাগত দিনেশ,—আঁধার বিনাশি!
স্বাগত ভারতে জগতজীবন!
এই কুজ্ঝটিকা দূর করি দেব!
মৃতপ্রায় মায়ে বাঁচাও স্বগুণে।

১৭

থাক্ অন্য কথা ; কুরুক্ষেত্রে যদি
নাহি ত্যজে থাক কঠিন পরাণ,
একবার তবে বীর-কুল-চূড়া
দেখাও, জননি ! মৃত পুত্রগণে ।

১৮

দেখাও এদাসে বিস্ফুলিঙ্গ সম
সপ্তরথী-মাঝে অভিমন্যু রথী ;
মত্ত ঐরাবত ভীম ভীমসেন ;
বীরেন্দ্রকেশরী অর্জ্জুন বীরেরে ;

১৯

ভীষ্ম মহাবীর ক্ষত্র-কুলরবি
যুধিষ্ঠির সত্য ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্
দ্রোণ গুরু ; শত কৌরব দুর্জ্জয় ;
রাধেয় সমরে অটল পর্ব্বত ।

২০

হায় বৃথা খেদ ! বৃথা এ সাধনা !
বৃন্তহীন ফুল ফুটে কি কখন ?
যে অনল কালে গিয়াছে নিভিয়া,
ফুৎকারে কি পুনঃ উঠিবে জ্বলিয়া ?

২১

তবে কেন বৃথা করি কালক্ষয় ?
আশার ছলনে প্রতারিত হই ?
এ মনোবেদনা কে আর বুঝিবে ।
এসংসারে হায় কে আছে আমার ?

২২

বীরপ্রসবিনী ভারত-জননী
বিদায় দেহ মা জনমের তরে
তুমিও ভীষণ জ্বালি হুতাশন
এ দুঃখের দেহ দেহ বিসর্জ্জন ! (দীঃ)

পলাসির যুদ্ধ ।

২য় সংখ্যা ।

ইহা একটি আধারিত কথা যে, কাব্যের প্রধান পরীক্ষাস্থল পাঠকের হৃদয় । তার্কিকের ভাষা, সোপানের পর সোপানে আরোহণ করিয়া, বুদ্ধিকে সম্বোধন করে ; কবির কণ্ঠলহরী, তর্কের কুটিল পথে পরিভ্রমণ না করিয়া, একবারে গিয়া হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে স্পৃষ্ট হয় । সুতরাং, যে কাব্য যে পরিমাণে হৃদয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে,— শ্রোতা কি পাঠকের হৃদয়নিহিত নিদ্রিতভাব সমূহকে উদ্বোধিত করিয়া দেয়, সেই কাব্য সেই পরিমাণে কৃতার্থতা লাভ করে । আর, যে কাব্য যে পরিমাণে হৃদয়কে স্পর্শ করিতে অথবা হৃদয়ের নিকটস্থ হইতে অসমর্থ থাকে, সেই কাব্য সেই পরিমাণে অকাব্য মধ্যে পরিগণিত হয় ।

পোপ এবং বায়রণে ইহার উদাহরণ দেখ । পোপের লেখা পড়িবার সময় তোমার প্রথমেই এই প্রতীতি হয় যে, তুমি কোন সাবধান লোকের নিকটে বসিয়াছ । উত্তরোত্তর কথার গাঁথনিতে সাবধানতা, ভাবের সমাবেশে সাবধানতা, এবং পদবিন্যাসেও সেই সাবধানতা । যেন প্রত্যেক

শব্দ শতপরীক্ষার পর গৃহীত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক ভাব শতবার শোধিত হইয়া কবির হৃদয় হইতে বাহিরে আসিয়াছে। বায়রণের লেখায় এই সাবধানতার চিহ্ন-মাত্রও বিলোকিত হয় না। উহা নিশীথে বংশীধ্বনির মত, অথবা বাতবিক্ষোভিত স্রোতস্বিনীর বিলাপধ্বনির মত। শ্রবণমাত্রই চিত্ত পাগলের ন্যায় নাচিয়া উঠে। কি শুনিলাম, কে শুনাইল, ইহা বিচার করিবার অবসর থাকে না; প্রাণ আকুল হইয়া পড়িতেছে, কেবল এইমাত্র ধারণা থাকে। কখনও বিরক্তি বোধ হয়, কখনও বা মনে প্রীতির সঞ্চার হয়,—কখনও আত্মা অশান্তিতে ছট্‌ফট্ করে, কখনও বা শান্তির ক্ষণস্থায়ি সুখস্পর্শে ক্ষণকালের জন্যে সুখের আস্বাদ পায়। কিন্তু সেই অনির্ব্বচনীয় আকুলিত-ভাব কিছুতেই প্রশমিত হয় না; উহা ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইয়া শেষে সমস্ত হৃদয়কে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলে।

উল্লিখিত কবিদ্বয়ে শক্তিবিষয়ে এত তারতম্য কিসে? এই প্রশ্নে সকলেই এই উত্তর দিবে যে, একজন বুদ্ধির কবি, আর এক জন হৃদয়ের কবি; পিঞ্জরবদ্ধ গৃহশুক এবং প্রমত্ত বনবিহঙ্গ। যিনি বুদ্ধির কবি, তিনি 'যেহেতু' এবং 'অতএব' দিয়া বুদ্ধিমান্‌দিগকে প্রবোধ দেন; কিন্তু তাঁহার সেই সুমার্জ্জিত ও সুসঙ্গত কথা শ্রুত হইয়াও অশ্রুতবৎ থাকে। যিনি হৃদয়ের কবি, তিনি তানমানে দৃক্‌পাত না করিয়া, মনের সুখে কি মনের দুঃখে হৃদয়ের গীত গাইয়া ফেলেন; কিন্তু সেই বন্যসঙ্গীত বিশৃঙ্খল হইলেও হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয় এবং এক তানে শত তান সৃজন করে।

'পলাসির যুদ্ধ' এই শেষোক্ত শ্রেণির কাব্য। ইহা হৃদয়-রূপ জীবন্ত প্রস্রবণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, এবং ইহার প্রত্যেক কবিতা, ও প্রতি পংক্তিতেই সঙ্গীবতার পরিচয় রহিয়াছে। আমরা ইহাকে বায়রণের কোন কাব্যের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, সে তুলনায় ইহা অবশ্যই হীনপ্রভ প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু বায়রণের কবিতায় যে দৃক্‌পাতশূন্য বন্যভাব এবং যে অদ্ভুত মাদকতা আছে, ইহাতেও অনেকস্থলেই তাহার অনুরূপ পদার্থ পরিলক্ষিত হয়। কোন কৃত্রিমকবি কদাপি 'পলাসির যুদ্ধ' প্রণয়নে সমর্থ হইত না। ইহার লেখকের হৃদয়ে চিরবসন্ত, চির-যৌবন। তাঁহাতে বার্দ্ধক্যের জড়তা নাই, চিন্তামাত্র-পরায়ণের সাবধানতা নাই, এবং ভাবিয়া ভাবিয়া পদবিন্যাসেরও অবকাশ নাই। কিন্তু লেখা তথাপি হৃদয়স্পর্শিনী। আমরা নিম্নে তৃতীয় সর্গের আরম্ভ হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। নবীনচন্দ্রকে কেন অসাবধান বলি এবং অসাবধান বলিয়াও কেন অকৃত্রিম কবি বলি, ইহা হইতেই তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতে পারিব।

'এই কি পলাসি ক্ষেত্র? এই সে প্রাঙ্গণ?
যেই খানে কি বলিব?—বলিব কেমনে?
স্মরিলে সে সব কথা বাঙ্গালির মন

ডুবে শোকজলে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে,'
যেই খানে মোগলের মুকুটরতন
খসিয়া পড়িল আহা! পলাসির রণে;
সেই খানে চিরুরুচি স্বাধীনতা-ধন
হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে;
দুর্ব্বল বাঙ্গালি আজি সজল নয়নে
গাবে সে দুঃখের কথা; তবে হে কল্পনে!'

'অতিক্রমি সান্ত্রীদল,—যন্ত্রীদল মাঝে
গাইছে যথায় যত কোকিল-গঞ্জিনী
বিদ্যুতবরণী বামা; মনোহর সাজে
নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ মানসমোহিনী,
ডুবিয়া ডুবিয়া যেন সঙ্গীতসাগরে;—
পশি সশঙ্কিতে সেই সিরাজশিবিরে,
সাবধানে, সশঙ্কিতে, কম্পিত অন্তরে,
না বহে নিশ্বাস যেন অতি ধীরে ধীরে,
কহ সখি! কহ দুঃখ-বিকম্পিত-স্বরে,
শত বৎসরের কথা বিষণ্ণ অন্তরে।'

উল্লিখিত প্রথম কবিতাটির প্রথমার্দ্ধ পড়িবার সময় মনে সর্ব্বাগ্রে ইহাই ধারণা হয় যে, কবি একজন অতীব সহৃদয় এবং অতি প্রগাঢ় চিন্তাশীল ব্যক্তি। তিনি কল্পনা-যোগে সেই ভারতবিশ্রুত পলাসি-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং উপস্থিত হইয়াই চিন্তাবেশে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মন আর তাঁহাতে নাই; হৃদয়ে গভীর শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে এবং শোকবশে নয়নযুগল হইতে দর দর ধারে নিঃশব্দ অশ্রুধারা নিপতিত হইতেছে। ইহার পরই জিজ্ঞাসা, এ শোক কি?—না মোগলের দুঃখে দুঃখ, শত্রুর জন্য সহানুভূতি, উৎপীড়কের জন্য উৎপীড়িতের সকরুণ খেদ, অথবা কারণ বিনা কার্য্য। ভাল, শোকের স্রোতই প্রবাহিত হউক। অকস্মাৎ আবার ক্রোধের স্ফূর্ত্তি কোথা হইতে? যদি মোগলের দুঃখেই দ্রবীভূত হইয়া থাক, তবে আবার তাহাকে 'পাপাত্মা' ও 'যবন' বলিয়া তিরস্কার কর কেন? আর বাঙ্গালিরই বা সেই পাপাত্মা যবনের নিপাত-গীত গাইতে বিশেষ দুঃখ কি?

পাঠকের চিত্ত এইরূপ বিবিধ প্রশ্নে বিলোড়িত হইতেছে এবং কবি-কল্পনার দুরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া মীমাংসার অনুসন্ধান করিতেছে, ইহার মধ্যেই সহসা এক নূতন কথা। কোথায় কোটিকল্প লোকের অদৃষ্টের ফলাফল-গণনা, আর কোথায় রূপসীবৃন্দের রূপের তরঙ্গ। কিন্তু কবি যেই ভারতের ভাগ্যসূত্র করে ধারণ করিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলার শিবিরস্থ বিলাস গৃহে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন, অমনি সকল কথা পাসরিলা একেবারে সেই বিলাস-সরসীতে ভাসিয়া গেলেন। তখন,

'যার মুখপানে চাহি হেন মনে লয়;
এই রূপবতী নারী রমণীর মণি,
ফিরে কি নয়ন আহা! ফিরে কি হৃদয়!
বারেক নিরখি এই হীরকের খনি?'

'মিলাইয়া সপ্তস্বর সুমধুর বীণ
বাজিতেছে বিমোহিত করিয়া শ্রবণ;

মিলাইয়া সেই স্বরে শতেক নবীনা,
গাইতেছে সপ্তস্বর, ব্যাপিছে গগণ

*　　　*　　　*

'সুধু কলকণ্ঠ নহে দেখ একবার
মরি কি প্রতিমাখানি!—অনঙ্গ রূপিনী!—
নবাবের সম্মুখেতে করিছে বিহার,
অবতীর্ণা মূর্ত্তিমতী বসন্তরাগিনী;
বাণী-বীণা-বিনিন্দিত স্বর মধুময়
বহিছে কাঁপায়ে রক্ত অধর যুগল;
বহিতেছে সুশীতল বসন্তমলয়
চুম্বি পারিজাত যেন, মাখি পরিমল;
বিলাসবিলোল যুগ্ম নেত্র নীলোৎপল
বাসনা সলিলে, মরি, ভাসিছে কেবল!'

আমরা পূর্ব্বে যে অসাবধানতার কথা বলিয়াছি,ইহাই সেই অসাবধানতা;—এক গীতের মধ্যে আর এক গীত, এক রাগিণীর মধ্যে আর এক রাগিণী। কিন্তু এই অসাবধানতার মধ্যেও স্বভাবের কি চমৎকার শোভা রহিয়াছে! কি আশ্চর্য্য সহৃদয়তাই প্রকাশিত হইয়াছে! তরঙ্গের পৃষ্ঠে তরঙ্গের ন্যায় উদ্বেলহৃদয়সমুদ্রে মুহুর্মুহুঃ ভাব-পরিবর্ত্ত হইতেছে, আর আত্মবিস্মৃত কবি সেই সমস্ত চঞ্চলভাবকে বর্ণতুলিকা লইয়া অবিরাম চিত্রিত করিতেছেন। মনের এই অবস্থায় কি কখনও সাবধান হওয়া সম্ভবপর হয়? অথবা তর্কশাস্ত্রকে প্রবোধ দিবার জন্য অত সাবধান হইয়া চলিলে, কবিতা কি কখনও চল-সৌদামিনীর মত এইরূপ স্ফূর্ত্তিমতী ও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়া থাকে?

কবি এই সর্গে আর একটি অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। রমণীর রূপবর্ণনায়, নৃত্যগীতের বর্ণনায় এবং হাব, ভাব, লীলা, রঙ্গ, এবং বিলাসবিভ্রমের বর্ণনায় প্রায়ই মনুষ্যের চিত্ত তরলিত হয়। কিন্তু এই সর্গে তাদৃশ বর্ণনা সকল পাঠ করিবার সময়েও চিত্ত তরলিত না হইয়া, যেন কি দুঃখে,বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে;—অবিরলবৃষ্টিধারার মধ্যে রৌদ্রের বিসাদমাখা হাস্যের ন্যায়,অথবা প্রভাতের নিভু নিভু দীপশিখার ন্যায় পাঠকের চক্ষে সমস্তই নিরানন্দআনন্দের মূর্ত্তি ধারণ করে। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্ধভক্তেরা আদিরসকে করুণরসের নিত্যবিরোধি বলেন। যিনি আদিরসের উদ্দীপক বর্ণনাতেও এইরূপ কারুণ্যের উদ্বোধন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাকে মহাকবি বলিব কি না, এই প্রশ্ন দুইবার উত্থাপন করা অনাবশ্যক।

পলাসিযুদ্ধের চতুর্থ সর্গ বঙ্গবাসিমাত্রেরই অভিমানের বিষয়। বাঙ্গালায় এমন সামগ্রী অল্প আছে। ইহার যে অংশ পাঠ করিবে, সেই অংশেই মোহিত ও পুলকিত হইবে; এবং যত বার পড়িবে তত বারই নূতন আনন্দ অনুভব করিবে। কি রস, কি রচনা, সর্ব্বাংশেই ইহা যার পর নাই মাদক ও মনোহর। যদি স্থান থাকিত, তবে আমরা ইহার আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিতাম কিন্তু যদিও তাহা সম্ভব নয়, আমরা তথাপি এখান ওখান হইতে কএকটি কবিতা কোন ক্রমেই না তুলিয়া

পারিলাম না।

যুদ্ধের আরম্ভে——

'বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি,
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন, উঠিল সে ধ্বনি।'

'নাচিল সৈনিকরক্ত ধমনী ভিতরে,
মাতৃকোলে শিশুগণ,
করিলেক আস্ফালন,
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।'

'নিনাদে সমর-রঙ্গে নবাবের ঢোল,
ভীমরবে দিগঙ্গণে,
কাঁপাইয়া ঘনে ঘনে,
উঠিল অম্বরপথে করি ঘোর রোল।'

'ভীষণ মিশ্রিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
কৃষক লাঙ্গল করে,
দ্বিজ কোষাকুষি ধরে,
দাঁড়াইল বজ্রাহত পথিক যেমন।'

'অর্দ্ধ নিষ্কোষিত অসি ধরি যোদ্ধৃগণ,
বারেক গগণ প্রতি,
বারেক মা বসুমতী,
নিরখিল যেন এই জন্মের মতন।'

*   *   *

'ইংরেজের বজ্রনাদী কামান সকল,
গম্ভীর গর্জ্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত অনল।'

'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি,
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে,
চাহিল আকাশ পানে,
ঝরিল কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি।

'পাখিগণ কলরব করি ব্যস্তমনে,
পশিল কুলায়ে ডরে;
গাভীগণ ছুটে রড়ে,
বেগে গৃহদ্বারে গিয়ে হাঁফাল সঘনে।

'আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন,
উগরিল ধূমরাশি,
আঁধারিল দশদিশি,
গরজিল সেই সঙ্গে ব্রিটীশ বাজন।'

'আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন
কাঁপাইয়া ধরাতল,
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল যে ভীমরব ফাটিল গগণ।'

'সেই ভীমরবে মাতি ক্লাইবের সেনা,
ধূমে আবরিত দেহ,
কেহ অশ্বে, পদে কেহ,
গেল শত্রু মাঝে, অস্ত্রে বাজিল ঝঞ্ঝনা।'

'খেলিছে বিদ্যুৎ একি ধাঁধিয়া নয়ন!
লাখে লাখে তরবার,
ঘুরিতেছে অনিবার,
রবিকরে প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন।'

যখন ভয়াকুলিত নবাব সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল, তখন—

'দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে, দাঁড়ারে যবন,
দাঁড়াও ক্ষত্রিয় গণ,
যদি ভঙ্গ দেও রণ,
গর্জ্জিল মোহনলাল 'নিকট শমন!'

'আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,

কারো না থাকিবে শিব,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন।'

* * *

'সেনাপতি! ছিছি একি! হা ধিক্ তোমারে!
কেমনে বল না হায়!
কাঠের পুতুল প্রায়,
সসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে!'
'ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,
ওই তব সৈন্যগণ,
দাঁড়াইয়া অকারণ,
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির?'
'দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার,
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব কি দেখিছ আর?'

* * *

'যেই হিন্দুজাতি এবে চরণে দলিত,
সেই হিন্দুজাতি সনে,
নিশ্চয় জানিবে মনে,
একই শৃঙ্খলে সবে হবে শৃঙ্খলিত।'
'অধীনতা, অপমান, সহি অনিবার,
কেমনে রাখিবে প্রাণ,
নাহি পাবে পরিত্রাণ,
জ্বলিবে জ্বলিবে বুক হইবে অঙ্গার'
'সহস্র গৃধিনী যদি শতেক বৎসর,
হৃৎপিণ্ড বিদারিত,
করে অনিবার, প্রীত
বরঞ্চ হইব তাহে, তবু হা ঈশ্বর!'
'একদিন—একদিন—জন্ম জন্মান্তরে
নাহি হই পরাধীন;
যন্ত্রণা অপরিসীম,
নাহি সহি যেন নর গৃধিনীর করে!'
'কি ছার জীবন যদি নাহি থাকে মান;
রাখিব রাখিব মান,
যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
সাধিব সাধিব সবে প্রভুর কল্যাণ!'

ইহার পর পুনরায় যুদ্ধ, যুদ্ধে মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণা, এবং বঙ্গেশ্বরের পরাজয় ও পলায়ন। কবি তৎকালে কল্পনা-নেত্রে অস্তগমনোমুখ ভাস্করের প্রতি চাহিয়া যে কয়েকটি কবিতা সম্বোধন করিয়াছেন, ভারতবাসীর অশ্রুজল ভিন্ন তাহার আর প্রতিদান সম্ভবে না। প্রিয়-বিয়োগ-বিধুর কামিনীকণ্ঠের বিলাপ শুনিয়াছি, এবং ত্রিতন্ত্রীর কাঁদো কাঁদো মৃদুনিনাদ শুনিয়াছি; কিন্তু কিছুতেই প্রাণ এমন আলোড়িত হয় নাই। যদি এই বাক্য কয়টি কবির মুখ হইতে নিঃসৃত না হইয়া স্বদেশবৎসল মোহনলালের মুখ হইতে নিঃসারিত হইত, তবে আর কথাই ছিল না।

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র কিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির-বিষাদ-রজনী!
অধীনতা-অন্ধকারে চিরদিন তরে,
ডুবায়ে ভারতভূমি যেওনা তপন;
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ করে,
কি দশা দেখিয়ে, আহা, ডুবিছ এখন?
পূর্ণ না হইতে তব অর্দ্ধ আবর্ত্তন,

অর্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন !

* * *

নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোকসিন্ধুজলে ?
যাও তবে, যাও দেব, কি বলিব আর ?
ফিরিওনা পুনঃ বঙ্গ-উদয়-অচলে ;
কি জন্য বল না আহা ফিরিবে আবার ?
ভারতে আলোকে কিছু নাহি প্রয়োজন ;
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ ;
যদবধি হইবে না দাসত্বমোচন,
এস না ভারতে পুনঃ এস না কপন।

মুর্শিদাবাদের বুদ্ধিমান্ লোকেরা মি-রজাফরকে কর্ণেল ক্লাইবের গর্দ্দভ বলিত। পঞ্চমসর্গে সেই গর্দ্দভশ্রেষ্ঠের সিংহাসনে অভিষেক এবং সিরাজদ্দৌলার নিধন। কবি এই সর্গটিকে 'শেষ আশা' নাম দিয়াছেন। যদি আমাদিগের ইচ্ছা অনুসৃত হইত, তবে আমরা ইহার এক নাম রাখিতাম মহাপাতক, আর এক নাম রাখিতাম— আশার নির্ব্বাণ। এখানেই সকলের সকল আশা ফুরাইল, প্রদীপ চিরদিনের তরে নিভিয়া গেল। এই সর্গের সমুদয় অংশ সমান হৃদ্য হয় নাই, কিন্তু এক একটি স্থান আশ্চর্য্য। পাঠক কখনও দুঃখে গলিয়া পড়িবেন, কখনও ভয়ে স্তম্ভিতবৎ হইবেন। যখন মনুষ্যকুলের চিরকলঙ্ক কুমার মিরণের জনৈক পাপসহচর কারাগারের গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া সিরাজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই দুঃখ-জর্জ্জরিত, অর্দ্ধমৃত, হতভাগ্য যুবার শিরচ্ছেদের জন্য করে খড়্গ তুলিয়াছে, তখন দয়ার্দ্রচিত্ত কবি উপদেশ করিতেছেন—

" রে নির্দ্দয় অনুচর ! কৃতঘ্ন হৃদয়,
কি কাজে উদ্যত আজি নাহি কিরে জ্ঞান ?
কেমনে রে দুরাচার ! কেমনে নির্ভয়ে,
নাশিতে উদ্যত আজি নবাবের প্রাণ ? "

* * *

" ডুবিবে,ডুবিছে,পাপী, আপনি আপন ;
শৃঙ্গচ্যুত শিলাখণ্ড ত্যজিয়া শিখর
পড়ে যবে ধরাতলে, কি কাজ তখন
আঘাত করিয়া তার পৃষ্ঠের উপর।

পলাসির যুদ্ধ কাব্যের ভাষা কিরূপ হৃদয়হারিণী হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ এরূপ সরল, সরস ও সুখপাঠ্য কবিতা এদেশীয়েরা অধিক দেখেন নাই। আমাদিগের বিবেচনায় ইংরেজী ভাষার সহিত ওয়াণ্টারস্কটের 'লেডী অব্ দি লেক' নামক কাব্যের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালা ভাষার সহিতও 'পলাসির যুদ্ধ' কাব্যের সেই সম্বন্ধ থাকিবে। তবে, কবিবর নবীনচন্দ্র ইংরেজী ভাষার প্রাণগত রসকে বাঙ্গালা ভাষায় ঢালিতে গিয়া স্বজাতির যেমন কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তেমনই দুই একটি অসহ্য অপরাধও করিয়াছেন। যথা,— 'পাড়া-প্রতিবাসী-ত্রাস',— 'চীত হয়ে পড়ে দাও দাঁড়ে টান' — ইত্যাদি। গ্রাম্যতা-দোষে দূষিত এইরূপ এক একটি পংক্তি,দু-

গন্ধকুম্ভে গোময়ের প্রক্ষেপের ন্যায়, এক একটি মনোহর কবিতাকে একবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু কবি কিছু কিছু পরেই আবার এমন এক একটি সুধানিঃস্যন্দিনী কবিতা বঙ্গভারতীর কণ্ঠে তুলিয়া দিয়াছেন যে, দেখিয়া তাঁহার সকল অপরাধ ভুলিয়া গিয়াছি। নিম্নে ইহার উদাহরণ দেখ।

" শোভিছে একটি রবি পশ্চিম গগণে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।

* * *

" প্রিয়ে কেরোলাইনা আমার!
যেই প্রেম অশ্রুরাশি আজি অভাগার,
ঝরিতেছে নিরবধি
তরল না হত যদি
গাথিতাম সেই হার তব উপহার
কিছার ইহার কাছে গোলকন্দ হার!,,

পলাসির যুদ্ধে এরূপ কবিতা এবং এইরূপ ললিতপদাবলীর অভাব নাই। যেন লেখনী অবিরতমুক্তা ফল প্রসব করিয়াছে।

যখন বাল্মীকি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে পরকীয় পদানুসরণ করিতে হয় নাই; যখন হোমর বীররসে মত্ত হইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে সেই এক গীত গাইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে আর কাহারও কণ্ঠানুকরণ করিতে হয় নাই। কিন্তু নূতন কবিদিগের সে সৌভাগ্য সম্ভবে না। তাঁহারা প্রকৃতির নিকট যত না শিখিয়া থাকেন, পূর্ব্বতন কবিসম্প্রদায়ের নিকট তাহা অপেক্ষা অধিক শিখেন। সুতরাং তাঁহারা অনুকারী। নবীন বাবু ও অনুকরণের অপবাদ হইতে নির্ম্মুক্ত নহেন। সিরাজ্দৌলার বিকট স্বপ্ন দর্শনে সেক্সপীয়রের তৃতীয় রিচার্ড নামক নাটকের স্বপ্নদর্শন স্পষ্ট প্রতিভাত রহিয়াছে; চাইল্ড হেরোল্ডের তৃতীয় কাণ্ডস্থ কতিপয় কবিতায় নৃত্য গীতের যাদৃক্ বর্ণনা আছে, পলাসির যুদ্ধে কোন কোন কবিতায় তাহার ছায়া পড়িয়াছে, এবং বায়রণ ও স্কটকে আরও অনেক স্থলে অনুকরণ করা হইয়াছে। ইহাকে আমরা দোষ বলি না। কারণ, এ দোষে সকলেই সমান দোষী। দোষ অথবা অপূর্ণতার কথা বলিতে হইলে পলাসির যুদ্ধের বিশেষ দোষ কিংবা বিশেষ অপূর্ণতা এই যে, ইহাতে মনুষ্যচরিত্রের বিশদ চিত্র নাই। ইহার পাঠাবসানে মনে কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট ভাব এবং অত্যুৎকৃষ্ট বর্ণনা দৃঢ় নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট কোন একটি চরিত্র তেমন চিত্রিত থাকে না।

নবীন বাবু প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি। আমরা ভরসা করি তিনি ভবিষ্যতে আমাদিগের এই ক্ষোভ দূর করিবেন। বঙ্গভাষা স্বদেশহিতৈষী সহৃদয়-বঙ্গবাসীর প্রাণস্বরূপ। সেই বঙ্গভাষা যাঁহা কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইল, তাঁহাকে অবশ্যই আমরা ভাল বাসিব। এবং যাঁহাকে ভাল বাসিব তাঁহার নিকট কেন না আশা করিব?

গোবিন্দদাস।

আমরা যখন মহাজন-পদাবলী-সংগ্রহের প্রথমখণ্ড প্রকাশ করি, তখন আশা ছিল যে, পরে জীবনীসম্বলিত গোবিন্দ দাসের পদাবলীও প্রচার করিব। সুতরাং গোবিন্দদাস, (বুধরীগ্রামবাসী গোবিন্দ কবিরাজ মাত্র) বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অনেক পরের লোক বলিয়া যে একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসে অনেক লোক প্রতারিত হইয়াছেন, তাহা নিরসন মানসে আমরা লিখিয়াছিলাম, "গোবিন্দদাস নামে চারিজন পদাবলী রচয়িতা ছিলেন। তন্মধ্যে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' প্রণেতা গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির সমকালীন ছিলেন।" কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের বাক্যে অনাস্থাবশতঃই হউক, বা কারণান্তর বশতঃই হউক, শ্রীযুক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রণীত বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে তদীয় পূর্ব্ববর্ত্তী মহেন্দ্রবাবুর মতানুসরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এবং বিগত ভাদ্রের "জ্ঞানাঙ্কুরে" যে, গোবিন্দদাসসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, উক্ত প্রবন্ধলেখকও ভূমিকার যথেষ্ঠ আড়ম্বর করিয়া পরিশেষে আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব লেখকদিগের ন্যায় ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন। এহেন্ এই হতভাগ্য দেশে ইতিহাস কি জীবনী লেখার রীতি নাই। তাহাতে যে দুই একখানি জীবনচরিত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ভ্রমসঙ্কুল দেখিতে কাহারও ইচ্ছা নহে। অতএব আমরা এই প্রস্তাবে গোবিন্দদাস সম্বন্ধে যথার্থ তত্ত্ব প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গোবিন্দদাস নামে সর্ব্বশুদ্ধ নয়ব্যক্তির নাম বৈষ্ণবগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ছয় জন পদাবলী রচয়িতা। বৈষ্ণবগ্রন্থে অধিকাংশেরই নামমাত্র, কেবল দুই এক জনের বিষয় কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া যায়। যাহা হউক, এপর্য্যন্ত অনুসন্ধানে যাহা পাইয়াছি, তাহা পাঠকগণের গোচর করিতে ক্রটি করিব না। প্রথমে পদাবলী-রচয়িতাদিগের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক, অপর তিনজনের বিষয় পরে কিঞ্চিৎ বলিব।

১ম। গোবিন্দদাস— কাঁঠগড়ের (কাটোয়ার) উত্তরস্থিত প্রসিদ্ধ ঝামট গ্রামের নিকটবর্ত্তী বনপাড়া নামক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে গোপালচক্রবর্ত্তী নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন; গোবিন্দচক্রবর্ত্তী তাঁহারই ঔরসপুত্র। উক্ত গোপালচক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠভ্রাতা রামদাস চক্রবর্ত্তী একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। গোপাল ও তদীয় তনয় গোবিন্দচক্রবর্ত্তী, উভয়েই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। প্রবাদ আছে একদা রামদাস

ও গোবিন্দ উভয়ে স্নানার্থ একসরোবরে অবগাহন করিয়া একটি মনোহর প্রস্ফুটিত কমল দেখিতে পাইলেন। রামদাস অনেক যত্ন করিয়াও পুষ্পটি ধরিতে সক্ষম হইলেন না। পরিশেষে মনে মনে উহাকে বিষ্ণুপদে সমর্পণ করিয়া, স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গোবিন্দদাস বিনা-যত্নেই কমলফুলটি তুলিতে সমর্থ হইলেন, এবং তদ্দ্বারা ভগবতী কাত্যায়নীর পাদপদ্ম পূজা করিবেন বলিয়া যেই হস্তে লইয়াছেন, অমনি ভগবতী গোবিন্দের সম্মুখীন হইয়া পুষ্পটি হস্ত পাতিয়া গ্রহণ করিলেন; এবং গোবিন্দকে রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদ রচনা করিতে আদেশ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তদবধি গোবিন্দ পরমবৈষ্ণব ও মহাকবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। চণ্ডীদাস ও অন্য এক গোবিন্দদাস সম্বন্ধেও প্রায় এইরূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল 'আষাঢ়ে' গল্প শুনিয়া অনেক পাঠকই 'দোক্তাকর্ম' বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু এরূপ অসার গল্প হইতেও একটি ঐতিহাসিক সত্য লাভ করা যায়। তান্ত্রিকানুষ্ঠানের মুলোচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যেই বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। উপরোক্ত দুই ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা অনেক কাল পর্য্যন্ত ঘোরবিবাদে নিমগ্ন থাকেন, অনেক গ্রন্থেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্বসম্বন্ধে নানাবিধ প্রবাদ ও উপকথা প্রচলিত আছে। যদিও প্রোটেষ্টাণ্ট রোমাণকাথলিকদিগের পরস্পর বিবাদে যেরূপ রক্তারক্তি ব্যাপার সংঘটিত হয়, বঙ্গদেশে তদ্রূপ কিছুই ঘটে নাই, তথাপি ইহাদের যে পরস্পরের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষ ছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বোধ করি শাক্তদিগকে নির্য্যাতন করিবার অভিপ্রায়েই সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণ ঈদৃশ কাল্পনিক গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন। সে যাহা হউক, সংপ্রতি গোবিন্দদাস সম্বন্ধে একটি প্রধান তর্কের মীমাংসায় আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

বিদ্যাপতির একটি কবিতার অন্তে*—

" ভণয়ে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাসতথি,
পূরল ইহ রস ওর। "

আবার আর একটি পদের শেষে—

"বিদ্যাপতি কহে, নিকরুণ মাধব,
গোবিন্দদাস রস পূর।"

পরন্তু রায়বসন্তের কোন কোন কবিতার শেষেও—

" গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত। "

অপরঞ্চ—

" রায়বসন্ত, মধুপ আনন্দিত,
নিন্দিত দাস গোবিন্দ। "

পুনশ্চ—

"রায়বসন্ত, মধুপ অনুসন্ধিত,
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ। "

ইত্যাকার ভণিতা দেখিয়া অনেকেই

* মহাজন পদাবলী ৯৫ পৃষ্ঠা দেখ।

মনে করেন, তত্তৎকবিতা বিদ্যাপতি বা রায়বসন্তের * রচিত। গোবিন্দদাস তাহার সংস্কর্ত্তা মাত্র, সুতরাং তিনি বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী। এরূপ মীমাংসা নির্দ্দোষ কি না পাঠকেরাই বিবেচনা করুন। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণ সমূহ দ্বারা আমরা উপরি উদ্ধৃত ভণিতা-উক্ত গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির সমকালীন বলিয়াই অধিকতর বিশ্বাস করি। সম্প্রতি শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় যে প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতেও বিদ্যাপতি, রায়বসন্ত, ও চম্পাতি প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত পদগুলি বিদ্যাপতির পদ বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। গোবিন্দদাসের দুটি কবিতার অন্তে রায় চম্পতিরও নাম দৃষ্ট হয়। যথা—

"রায় চম্পাতি, বচন মানহ,
দাস গোবিন্দ ভাণ"

পুনশ্চ

"রায় চম্পাতি, ও রস গাহক,
দাস গোবিন্দ ভাণ"

ইহাতে আমাদিগের মনে সহসা এই বিশ্বাসেরই উদয় হয় যে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন; এবং অনেক পদ একত্র রচনা করিয়াছেন। এরূপ করা বিচিত্র কি? তবে গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী বলিয়া অনুমান করিবার আবশ্যক কি? বুধরী গ্রামবাসী গোবিন্দ ভিন্ন আর গোবিন্দদাস নাই, এই বিশ্বাসই এরূপ অনুমানের মূল। আমাদিগের অনুমানই যে উহা অপেক্ষা ভ্রমশূন্য, তাহাও পাঠককে সহসা বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করি না। প্রথমে আমাদিগের প্রদত্ত প্রমাণ গ্রহণ করুন, তৎপর ডিক্রি ডিসমিস যা হয় একটা নিষ্পত্তি করিবেন।

উইলসন্ সাহেবকৃত 'উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস উভয়ে মিলিত হইয়া 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রণয়ন করেন। এবং আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে গোবিন্দদাস 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থেরও প্রণেতা। উক্ত গ্রন্থখানি চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলীর ন্যায় যে অত্যন্ত প্রাচীন ও গৌরাঙ্গের প্রিয় বস্তু ছিল নিম্ন লিখিত কবিতা তাহার প্রমাণ।

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দসনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শোনে পরম আনন্দ।"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ২য় প

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, যে কারণে চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করা যায়, গোবিন্দ দাসের পক্ষেও ঠিক সেই কারণ বর্ত্তমান। তবে গোবিন্দদাসকে পরবর্ত্তী বলা কিরূপে

* অনেকে বিদ্যাপতি ও রায়বসন্তকে একই ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করেন। তাহাই হউক বা উঁহারা সমসাময়িকই হউন, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

সঙ্গত হইতে পারে? পরন্তু বিদ্যাপতির কোন কোন কবিতায় রূপনারায়ণ, বিজয় নারায়ণ, বৈদ্যনাথ ও শিবসিংহ এই চারিটি নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দ দাসকৃত নিম্নলিখিত কবিতা দুইটিতেও বৈদ্যনাথ ও রূপ নারায়ণকে 'ভূপতি' শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে।

১

" নব নীরদ তনু, তড়িত লতাজনু,
পীত পতনি বনি ভাল।
মালতি বকুল, বলিত অতি আকুল,
মৌলি মিলিত বনমাল॥
পেখলু কালিন্দীকুল বিলাসী।
হেলি কল্পতরু, তরুণী মোহন,
বাওয়ে বিনোদিয়া বাঁশী॥
মণিময় আভরণ, নূপুর রণ ঝন,
মদন মন্থর গতি ভাঁতি।
গীম বিভঙ্গীম, নয়ন তরঙ্গিম,
কত কুলবতী মতি মাতি॥
কমল নীত, চরণ কমল মধু,
পাওয়ে যো সোই সুজান।
রাজা বৈদ্যনাথ, রূপনারায়ণ,
গোবিন্দদাস অনুমান।"

২

তনু ঘন মঞ্জন, জনু দলিতাঞ্জন,
কঞ্জনয়নী-নয়ন দলিতাঞ্জন।
নন্দ সুনন্দন, ভুবন আনন্দন,
নাগরী নারী-হৃদয় ঘন চন্দন॥
লোচন খঞ্জন, জগত জন রঞ্জন,
কুলবতী যুবতী বরত ভয় ভঞ্জন।
গোবিন্দ দাস ভণ, রসিক রসায়ণ,
রসময় ভূপতি রূপনারায়ণ॥"

আরও একটি কথা। বিদ্যাপতিও চণ্ডীদাসের মিলন বিষয়ক একটি পদের ভণিতায় আছে।

" রূপনারায়ণ, বিজয় নারায়ণ,
বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
মিলন ভাবি, দুহুঁক করুবর্ণন,
তছুপদ কমল ভৃঙ্গ॥"

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ইহাঁরা সকলে একস্থানবাসী, এক সময়ের লোক, এবং ইহাও অবাস্তব নয় যে সকলেই এক পরিবারস্থ ব্যক্তি ছিলেন। বোধহয় তন্মধ্যে বিদ্যাপতি শিবসিংহের সভাসদ; এবং গোবিন্দদাস রূপনারায়ণ ও বৈদ্যনাথের সভাসদ ছিলেন। বিদ্যাপতি যেমন 'শিবসিংহ ও লছিমা' কে স্বীয় পদের রস পোষকতার প্রমাণ মান্য করিয়াছেন; কোন কোন কবিতায় তদ্রূপ গোবিন্দদাসকেও সাক্ষী করিয়াছেন। * সমসাময়িক না হইলে এরূপ করিবার সম্ভাবনা কি? আর দেখ, উপরোক্ত কবিতাটিতে যে চারিজনের নাম দেখা যায়, তাঁহারা যে সকলেই কবি ছিলেন এরূপ আভাসও উহাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। আমরা সকলের কবিতা অদ্যও প্রাপ্ত হই-

* " রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ।" " গোবিন্দদাস পরমাণ" মহাজন পদাবলী সংগ্রহ দেখ।

নাই। কিন্তু রূপনারায়ণের একটি কবিতা নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে।

" চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতি গুণ,
দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি শুনি, চণ্ডীদাস গুণ,
দরশনে ভেল অনুরাগ ॥
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপ নারায়ণ কেবল,
বিদ্যাপতি চলি গেল ॥
চণ্ডীদাস তব, রহই না পারই,
চলল দরশন লাগি।
পন্থ হি দুহুঁজন, দুহুঁ গুণ গাওত,
দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহুঁ জাগি ॥
দৈবহি দুহুঁ দোঁহা, দরশন পাওল,
লখই না পারই কোই।
দুহুঁ দোঁহা, নাম, শ্রবণে তহি জানল,
রূপনারায়ণ গোই। "

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে ভরসা করি গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির সমকালীন বলিতে পাঠকের বিশেষ আপত্তি থাকিবে না। সুতরাং এক্ষণে আমরা বলিতে পারি যে, এই গোবিন্দদাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নে ইহাঁর রচিত একটি বিরহবর্ণন প্রকটন করিতেছি, পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন এটি পাঠ করিতে করিতে বিদ্যাপতির কথা মনে পড়িবে। ফলতঃ পদকল্পতরু গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র মাস বর্ণন বিদ্যাপতির কৃত, এবং অপর সাতমাস গোবিন্দদাসের বিরচিত। যদি একথা সত্য হয়, তবে আমরা যে পূর্ব্বে ইহাঁদের মিলিত রচনার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হইবেনা।

" আঘন মাস, রাস রসায়ন,
নায়র মাথুর গেল।
পুর নারীগণ, পূরল মনোরথ,
বৃন্দাবন শূন ভেল ॥ ১
আওল পৌষ, তুষার সার সমীরণ,
হিমকর হিম অনিবার।
নায়রী কোরে, ভোরি রহুঁ নায়র,
করব কোন পরকার ? ২
মাঘে নিদাঘ, কোন পাতিয়ায়ব,
আতপ মন্দ বিকাশ।
দিনমণি তাপ, নিশাপতি চোরল,
কানু বিনু সঘন হুতাশ ॥ ৩
ফাগুনে গুনিগুনি, নাগর গুণমণি,
ফাগুয়া খেলত রঙ্গে।
বিরহ পয়োধি, অবধি নাহি পায়ই,
দুরন্ত মদন তরঙ্গে ॥ ৪
আয়ত চৈত, চিত কত বাঁধব,
ঋতুপতি নব পরবেশ।
দারুণ মনমথ, ফুলশরে হানল,
কানু রহল পরদেশ ॥ ৫
মাধবী মাসে, সাধ বিহিবাধল,
পিককুল পঞ্চমগান।
মধুকর বোলে, জীবন ক্ষীণ দোলত,
কোন মিলায়ব কান ? ৬
জেঠহি মিঠ, কহত সব রঙ্গিণী,
চন্দন চান্দনি রাতি।

শীতল পবন, সবহু মোহে লাগল,
দারুণ মনমথ শাতি ॥ ৭ ॥
আয়ত আষাঢ়, গাঢ় বিরহামল,
হেরি নব নীরদ পাঁতি।
নীরদ-মুরতি, নয়নে জনু লাগল,
নিঝরে ঝরে দিন রাতি ॥ ৭
শাওনে সঘন, গগনে ঘন গরজন,
উনমত দাদুরী বোল।
চমকিত দামিনী, জাগয়ে কামিনী,
জীবন কণ্ঠ বিলোল ॥ ৯
ভাদর দরদর, দারুণ দুরদিন-
ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শিকর নিকর, থির নহে অম্বর,
দহই মনোভব মন্দ ॥ ১০
আশ্বিন মাসে, বিকশিত পদুমিনী,
সারস হংস নিশান।
নিরমল অম্বরে, হেরি সুধাকরে,
ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ ॥ ১১
কার্ত্তিক মাসে, আশ নিরাশল,
কোবিহি লীলাময় রাস।
নিকরুণ কান, কোন সমুঝায়ব,
চলতহি গোবিন্দদাস ॥ ১২ ,,

২য় গোবিন্দদাস। ইঁহার প্রকৃত নাম গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী। ইঁহার বিষয় আর কিছুই জানা যায় না। কেবল এই মাত্র জানা যায় যে, ইনি নবদ্বীপবাসী ছিলেন। কি নবদ্বীপ, কি উৎকল, কি বৃন্দাবন, কি শ্রীরজপত্তন গৌরাঙ্গ যখন যে স্থানে গিয়াছেন, এবং যেস্থানে অবস্থিতি করিয়াছেন, গোবিন্দানন্দ তদীয় সমভিব্যাহারে ছিলেন। ইনি কবি ও গায়ক ছিলেন। গৌরাঙ্গের অত্যন্ত প্রিয় ও পরম ভাগবত বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃতের স্থানে স্থানে ইঁহার নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। * বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন যে, গৌরাঙ্গের পারিষদ ও শিষ্যবর্গ পূর্ব্বজন্মে কেহবা সখা, কেহ সখী, কেহ গোপাল ইত্যাদি ছিলেন। তদনুসারে গোবিন্দানন্দকে ইন্দু রেখার অবতার বলিয়া শাস্ত্রকারনামা কবি চৈতন্য সঙ্গীত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। † চৈতন্য ভাগবতের স্থানে স্থানেও ইঁহার নামের

* " প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত। ,, চৈ, চ, আদি খণ্ড, ৬১ পৃ।

"প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান।
আর পঞ্চজন দিল তার পালি গান।
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥"
ঐ, ঐ, মধ্যখণ্ড, ১০৫ পৃ।

" শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ।
হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব গোবিন্দ ॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর যবে হৈল মন।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নয়জন ॥ ,,
ঐ, ঐ, ঐ, ১০৬ পৃ।

বৃন্দাবনে গোপাল দর্শন করিতে যাইবার সময় চৈতন্যের সঙ্গে ' গোবিন্দানন্দ ভক্ত আর বাণীকৃষ্ণ দাস ' ছিলেন।
চৈ, চ, মধ্যখণ্ড ১৫২

† "ইন্দুরেখা সঙ্গেরয়ে, শ্রীগোবিন্দানন্দ হয়ে,
নদীয়ায় পূর্ণমনস্কাম। ,, চৈ, স,

উল্লেখ আছে। (১) ইহাঁর অধিকাংশ পদই চৈতন্য বিষয়ক। আমরা একটিমাত্র পদ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। গোবিন্দানন্দ চৈতন্যের প্রেমোন্মাদ দর্শনে ব্যাকুল হইয়া কহিতেছেন—

"পুলকে পূরলতনু নিজ গুণ শুনি।
প্রেমে অঙ্গ গর গর লোটায় ধরণী॥
ক্ষণে নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
গদাধর মুখ হেরি পড়ে মূরছিয়া॥
ক্ষণে মালসাটমারে ক্ষণেবোসে হরি।
রাধা রাধা বলি কাঁদে ফুকরি ফুকরি॥
ললিতা বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস।
ধৈরজ ধরিতে নারে গোবিন্দদাস॥"

৩য় গোবিন্দদাস। ইনি গিরীশ্বর দত্তের পুত্র ও কায়স্থ-কুল-সম্ভূত। বোধহয় চৈতন্যদত্ত, বল্লভদত্ত, বাসুদেব দত্ত এবং গোবিন্দদত্ত এই বংশোদ্ভব। যদি তাহা হয়,তবে ইনি চট্টগ্রাম নিবাসী। (২) চৈতন্য উড়িষ্যাতে যাইবার সময়—

"নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ॥"
চৈ, ভা, মধ্য ২৭৭ পৃ।

এই ক একজন তৎসঙ্গে গমন করেন। এবং সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিয়া কীর্ত্তন গানে তাঁহাকে মোহিত করিতেন। (৩) চৈতন্য মঙ্গলে (৪) এবং চৈতন্য চরিতামৃতের স্থানে স্থানেও ইহাঁর নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি একজন বিখ্যাত কীর্ত্তনিয়া ছিলেন। (৫) ইহাঁর স্বরচিত অনেকগুলি পদও মনোহর। কিন্তু তৎসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটি অনুপ্রাসপূর্ণ পদ উদ্ধৃত করিতেছি। এরূপ করিবার কারণ, পদটি পাঠকরিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন।

"গোঠে গোচর গূঢ় গোপাল।
গাওত গমকে, গীতকীরি গুর্জ্জরী,
গৌরী, গোল, গান্ধার॥
গোপী গোপ, গরিমা গুণ গোপক,
গোকুল গাম বিহারী।
গুঞ্জা গৈরিক গোরোস গরভিত
গোরচনা রুচির ধারী॥

---

(১) "গোবিন্দ,গোবিন্দানন্দ,সকলে তথাই।"
চৈ, ভা, মধ্যখণ্ড ১৫১ পৃ।
"জগদানন্দ,গোবিন্দানন্দ,শ্রীশুক্লাম্বর।"
ঐ, ঐ, ঐ ১৮৯ পৃ।
"গোবিন্দ,গোবিন্দানন্দ, শ্রীগর্ভ, শ্রীমান।"
ঐ, ঐ, ঐ ২৪৬ পৃ।

(২) "চৈতন্য বল্লভদত্ত বাসুদেব নাম।
চাটিগ্রামে হইল তাসবার পরকাশ॥"
ঐ, ঐ, ঐ, ৯ পৃ।

(৩) "লইয়া গোবিন্দদত্ত আর যত জন।
গৌরচন্দ্র নৃত্যে সবে করেন কীর্ত্তন॥"
চৈ, চ, মধ্য ১৭১

(৪) "রায় রামানন্দ আর বাসদেব দত্ত।
হরিদাস ঠাকুর গোবিন্দ অনুগত।"
চৈ, স, সূ ৩৯ পৃ।

(৫) "প্রভুর কীর্ত্তনিয়া আদি শ্রীগোবিন্দদত্ত।"
চৈ, চ, আ ৬২

গহন গুহাগত, গোচারণ রত,
গোদোহনরতিকারী।
গোগিরিধারী, গূঢ় গরবাম্বিত,
গুরুগৌরব পরচারি॥
গজগতিগামী, গানগুণ গুম্ফিত,
গগনে চলয়ে সুরবৃন্দ।
গোরস গাহি, গিরীশ্বর নন্দন,
গাও ত দাসগোবিন্দ॥

৪র্থ গোবিন্দদাস। ইহাঁর নাম গোবিন্দ আচার্য্য, শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র। মালিহাটী গ্রামে ইহাঁর বাসস্থান ছিল। ইনিও গৌরাঙ্গের পরমভক্ত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। চৈতন্যসঙ্গীতের মতে গোবিন্দ দত্ত সুমুখীর ও গোবিন্দাচার্য্য চন্দ্রতিলকার অবতার। * ভল্লভাভট্টের গৃহে চৈতন্যের নিমন্ত্রণ হইলে, তিনি স্বয়ং যাইবার পূর্ব্বে স্বরূপগোস্বামী, জগদানন্দগোস্বামী ও গোবিন্দাচার্য্যকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। † এতদ্দ্বারা ইহাঁদিগের প্রতি বিশেষ স্নেহ দৃষ্ট হইতেছে। ইহাঁর সম্বন্ধে আর কিছু সারকথা জানা যায় না। ইহাঁর স্বীয় পরিচয়াত্মক একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইনি নিত্যানন্দেরও পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন।

নাচে নিত্যানন্দ, ভুবন আনন্দ,
বৃন্দাবন গুণ শুনিয়ারে।
বাহুযুগ তুলি, বলে হরি হরি,
চলন মন্থর ভাঁতিয়ারে॥
কি বা সে মাধুরী, বচন চাতুরি,
গদাধর মুখ হেরিয়ারে।
মাধব গোবিন্দ, শ্রীবাস মুকুন্দ,
গাওত ও রস ভারিয়ারে॥
নাচে নিত্যানন্দ চাঁদরে।
কন্থে গদ গদ, চলে পদ আধ,
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদরে॥
ও চাঁদ বদনে, হাস সঘনে,
অরুণ লোচন ভঙ্গিয়ারে।
কুসুমের হার, হিয়ার উপর,
সুঘড় রঙ্গিয়া সঙ্গিয়ারে॥
রাতুল চরণে, রতন নূপুর,
রঙ্গের নাহিক ওররে।
মনের আনন্দে, শ্রীনিবাস সুত,
গতি গোবিন্দ চিত ভোররে॥

উৎকলাধিপ মহারাজ প্রতাপাদিত্য গৌরাঙ্গের আশ্রয় লইতে অনেক যত্ন করেন। কিন্তু সন্যাসী হইয়া নৃপতির সহিত গৌরাঙ্গ কোন সংস্রব রাখিতে চান না। অনেক সাধ্য সাধনার পর তৎপ্রতি নিত্যানন্দের কৃপা হয়। এবং গৌরাঙ্গের অকৃপাতে যখন প্রতাপাদিত্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হন, তখন গোবিন্দাচার্য্যের দ্বারা গৌরাঙ্গের এক বর্হির্বাস লাভ করিয়া চৈতন্যের কৃপার চিহ্নস্বরূপ উহা প্রতাপাদিত্যের নিকট প্রেরণ ক-

---

* "সুমুখী গোবিন্দ দত্ত নামে হৈল স্থিত।"
"চন্দ্রতিলকাতে শ্রীগোবিন্দাচার্য্য রায়।"

† "নিমন্ত্রনের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা।"
স্বরূপ জগদানন্দ গোবিন্দে পাঠাইলা॥,,
চৈ, ৮ম অ, ৬০ পৃষ্ঠা।

রেন *। এই বহির্ব্বাস পাইয়া প্রতাপাদিত্য আপাততঃ প্রাণ ধারণ করিতে কৃতসংকল্প হন। সেই অবধি গোবিন্দের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের অত্যন্ত সখ্য জন্মে। শ্রীনিবাসসুত গোবিন্দ প্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রতাপ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। এবং স্বীয় কোন কোন পদের ভণিতায় প্রতাপাদিত্যের নামোল্লেখ করিয়া গোবিন্দও তৎপ্রতি প্রচুর দয়া প্রকাশ করিতেন। আমরা তাদৃশ একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

শুন শুন নিরদয় হৃদয় মাধব
সে যে সুন্দরী রাই।
বিরহে জর জর, কনক মাঁজরি,
রহক রূপের ছাই॥
আওয়ে মধুঋতু, মধুর যামিনী,
কামিনী-চিত-চকোর।
কুসুমশায়ক, জীবন গাহক,
তুহুঁ সে * * ভোর॥
সে অঙ্গ ছুটফটি, কৈছে মিটব,
তপত সহচরী অঙ্গ।
নয়ন লোরে ঝর ঝর লোচন,
লোরে মহী করু পঙ্ক॥
এতহি বিরহে, আপহি মুরছই,
শুন শুন নাগর কান।
প্রতাপ আদিত, এরসে ভাসিত,
দাস গোবিন্দ গান॥

৫ম গোবিন্দদাস। ইহাঁর প্রকৃত নাম গোবিন্দ ঘোষ বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত যৌগ্রামকুলীনগ্রামে ইহাঁর বাসস্থান ছিল। চৈতন্যসঙ্গীতানুসারে ইনি রঙ্গদেবীর অবতার।
"রঙ্গদেবী ব্রজধামে,শ্রীগোবিন্দঘোষ নামে,
নবদ্বীপে করেন আনন্দ।"

ইহাঁর স্বপ্রণীত পদাবলীতে † এবং চৈতন্যচরিতের স্থানে স্থানে ‡ উল্লেখ আছে যে ইহাঁরা তিন ভ্রাতা ছিলেন। অপর দুই ভ্রাতার নাম বাসুদেব ও মাধব ঘোষ। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের একস্থানে লিখিত আছে।

'বাসুদেব গোবিন্দ মুরারী তিনভাই'।
মধ্যখণ্ড ১৩২ পৃ।

চৈতন্য সঙ্গে উৎকল গমন করিতেছেন। চৈতন্য মঙ্গলেও বাসুদেবঘোষ ও

* 'তবে নিত্যানন্দ গোসাঞী গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস॥'
চৈ, চ, মধ্য ৯৮ পৃষ্ঠা।

† 'গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা।'

‡ 'গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই'
চৈ, চ, আ ৬৩

'গোবিন্দ মাধব ঘোষ আর বাসুঘোষ।
তিনভাইর কীর্ত্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ।'
ঐ, ঐ, ম ৯১

'গোবিন্দঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায়।'
ঐ, ঐ, ম ১০৫ পৃ।

মাধব ঘোষেরই উল্লেখ আছে। * মুরারীর উল্লেখ নাই। ইহাতে বোধ হয় মুদ্রাঙ্কণ দোষে 'মাধব' স্থানে "মুরারি শব্দ লিখিত হইয়াছে। ইহাঁরা তিন ভ্রাতাই যারপরনাই সুকবি ও সুগায়ক ছিলেন। তন্মধ্যে গোবিন্দঘোষের পদাবলী যারপরনাই প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট ও চিত্ত-দ্রবকারী। গৌরাঙ্গের সাতটি কীর্ত্তনের দল ছিল, গোবিন্দঘোষ তাহার একদলের মূল-গায়ক ছিলেন। উড়িষ্যাহইতে চৈতন্য যখন নিত্যানন্দকে বঙ্গদেশে স্বীয় মত প্রচার করিতে প্রেরণ করেন, তখন মাধবঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ তাঁহার সমভিব্যাহারে প্রেরিত হন; গোবিন্দঘোষকে স্বীয়সমীপে রাখেন। † প্রস্তাব অতিদীর্ঘ হইল বলিয়া, মাধব ও বাসুদেব ঘোষের কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতে বিরত থাকিয়া, আমরা গোবিন্দ ঘোষের একটি পদ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রাণের মুকুন্দহে আজি কি শুনিনু আচম্বিৎ!
কহিতে পরাণ যায়, মুখে নাহি বাহিরায়,
গৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ।
ইহাত না জানিমোরা,সকালে মিলিনু গোরা,
অবনত মাথে আছে বসি॥
নিঝর নয়ান ঝরে, বুক বাহি ধারা পড়ে,
মলিন হৈয়াছে মুখশশী॥
দেখিয়া তখন প্রাণ, সদা করে আনচান,
সুধাইতে নাহি অবসর।
ক্ষণেকে সম্বিত হৈল, তবে মুঞি নিবেদিল,
শুনিয়া দিলেন এ উত্তর॥
আমিত বিবশ হৈয়া,তাঁরে কিছু না কহিয়া,
ধাইঞা আইনু তব পাশ।
এইত কহিনু আমি, যে কহিতে পার তুমি,
মোর নাহি জীবনের আশ॥
শুনিয়া মুকুন্দ কাঁদে,হিয়া থির নাহি বাঁধে,
গদাধরের বদন হেরিয়া॥
এ গোবিন্দ ঘোষে কয়,ইহা যেন নাহি হয়,
তবেঁ মুঞি যাইব মরিয়া॥

৬ষ্ঠ গোবিন্দ বা গোবিন্দ কবিরাজ। অপর পাঁচজনের ন্যায় ইহাঁর বৃত্তান্ত নিতান্ত অপরিজ্ঞেয় নহে। চৈতন্যসঙ্গীত মতে ইনি ভাগেীরথীর অবতার।

"ভাগেীরথীর নাম হৈল গোবিন্দচরণ।"

ইনি চৈতন্যের জন্মের ৮২ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৮৯ শকাব্দায় বা ১৫৬৭ খ্রীঃ অ রাজসাহী জিলার অন্তর্গত বুধরী গ্রামে পরমানন্দ গুপ্তের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নরোত্তম দাসের প্রিয়-সহচর রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনিও রাজসাহী-বাসী ছিলেন। কিন্তু জ্ঞানাঙ্কুরের প্রবন্ধলেখক কহেন, "আমরা রাজসাহী জেলাস্থ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য কোন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বংশের পুস্তকাগারে একখানি হস্ত লিখিত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ গোকুল কৃষ্ণ সেন নামক কোন ভদ্র কুলোদ্ভব বৈ-

---

* 'গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসু ঘোষ আর।
সবে মিলে আসি কৈল পৃথিবী প্রচার॥'
চৈ, মঙ্গল, সূত্র ৪০ পৃ।

† 'প্রভুসঙ্গে গোবিন্দ রহে পাইয়া সন্তোষ।'
চৈ, চ, আদি ৬৩ পৃ।

ধরকর্ত্তৃক সংগৃহীত। ঐ পুস্তকে লিখিত আছে যে, রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ দুই সহোদর মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী শাদিখাঁর দিয়ারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাদিখাঁর দিয়ার এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে অদ্যাপি গোবিন্দদাস ও রামচন্দ্রের সম্বন্ধে অশেষবিধ জনরব শুনা যায়।"

ভক্তমাল ও এই বৃত্তান্ত পরস্পর অনৈক্য। এইক্ষণ কোনটীকে সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিব? বাঙ্গালাভক্তমাল ৺ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রণীত। তাঁহার অনুসন্ধান ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় চৈতন্য-চরিতামৃত ও পাষণ্ডদলনে বিলক্ষণ আছে। তাঁহারও যে ভ্রম হইয়াছে একথা আমরা কখনও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক নহি। পক্ষান্তরে গোকুলকৃষ্ণ সেন মহাশয় অথবা জ্ঞানাঙ্কুরের প্রবন্ধলেখকের বাক্যও আমরা কাল্পনিক বলিতে সাহসী হই না। তবে কি ইহাঁরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তির কথা লিখিয়াছেন? যখন অন্যান্যাংশে পরস্পর মিল আছে, তখন তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? এ প্রশ্নের একমাত্র মীমাংসা এই হইতে পারে যে, গোবিন্দ ও রামচন্দ্র শাদিখাঁর দিয়ারেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ বুধরী গ্রামে যাইয়া বাস করেন। জ্ঞানাঙ্কুরের লেখক আরও বলেন "গোবিন্দদাস ৭২ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৫৬১ শকাব্দায় (খ্রীঃ ১৬৩৯ অব্দে) পদ্মানদীর তীরস্থ খেতর নামক গ্রামে (নরোত্তম দাসের আবাসে) পরলোক গমন করেন। তাঁহার বিরচিত একমাত্র গ্রন্থের নাম 'পদমালা'। সংপ্রতি ভক্তমাল হইতে গোবিন্দ ও রামচন্দ্র সম্বন্ধে কএকটি কথা সংগ্রহ পুর্ব্বক নিম্নে প্রকটন করিতেছি।

গোবিন্দ ও রামচন্দ্র উভয়েই প্রথমে শাক্ত ছিলেন। এবং বৈদ্য কুলজাত বলিয়া মদ্যপানেও অভ্যাস ছিল। প্রথমে রামচন্দ্র বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তদ্বৃত্তান্ত এই, তিনি রাঢ়দেশহইতে গৌরাঙ্গপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে বিবাহ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেছেন, পথিমধ্যে মালিহাটীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে শ্রীনিবাসাচার্য্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আচার্য্য প্রভুর উপদেশে অকস্মাৎ রামচন্দ্রের বৈরাগ্যোদয় হয় এবং তখনি তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

রামচন্দ্র বাটীতে আসিয়া গোবিন্দকেও সুরাপান ত্যাগ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনেক উপদেশ দেন। প্রমত্ত বামাচারী গোবিন্দ তাঁহাকে বাতুল বলিয়া উপহাস করিতেন। এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও যথেষ্ট নিন্দা করিতেন। একবার গ্রহণীরোগে শয্যাগত হইয়া একদা নিদ্রা বা মোহাবস্থায় দেখিতে পাইলেন, তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পীড়া শান্তির সঙ্গে সঙ্গেই সে ভাব বিদূরিত হয়। কিছু দিনান্তর একদিন গোবিন্দ শক্তি উপাসনা করিতেছেন, রামচন্দ্র উক্ত গৃহদ্বারে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নাম লইতেছেন। কথিত

আছে, গোবিন্দ প্রত্যহ ভগবতীর সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করিতেন, কিন্তু সেদিন দর্শন না পাইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। তদীয় ব্যাকুলতা দর্শনে ভগবতী গৃহের বহির্ভাগ হইতে উত্তর করিলেন, "দ্বারে বৈষ্ণব উপবিষ্ট, তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমার গৃহে প্রবেশের সাধ্য নাই। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব এক আত্মা; বিষ্ণু আমার গুরু, সুতরাং বৈষ্ণবও আমার পূজনীয়।" ভগবতীর প্রমুখাৎ এই বাক্য শুনিবামাত্র, শ্রীনিবাসের নিকট যাইয়া মন্ত্রগ্রহণ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। তৎক্ষণাৎ গোবিন্দ দৈবপ্রভাবে অসাধারণ কবিত্ব শক্তি লাভ করিলেন, এবং শরাহত ক্রৌঞ্চমিথুনদর্শনে যেরূপ বাল্মীকির মুখ হইতে 'মা নিষাদ' ইত্যাদি কবিতা বহির্গত হইয়াছিল, গোবিন্দের মুখহইতেও তদ্রূপ নিম্নলিখিত পদটি বহির্গত হইল ;—

ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দ-নন্দন,
অভয়-চরণার-বিন্দরে।
মনুষ্য দুর্লভ দেহ, সৎসঙ্গে সেবহ,
হরিপদ নিতরে॥
শীত আতপ, বাত বরিখন,
এদিন যামিনী জাগিরে।
বৃথায় সেবিনু, কৃপণ দুরজন,
চপল সুখলব লাগিরে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, শরণ বন্দন,
পাদ সেবন দাসীরে।
পূজন সখীগণ, আত্ম নিবেদন,
গোবিন্দ দাস অভিলাষীরে॥

এই হইতে আরম্ভ করিয়া গোবিন্দ দাস এত পদরচনা করিয়াছিলেন যে, তত পদ আর কোন পদাবলী-রচয়িতাই রচনা করেন নাই। ইনিও বৈষ্ণব সমাজে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সমকক্ষ লোক বলিয়া খ্যাত। গোবিন্দ দাস বলিতে সাধারণতঃ বৈষ্ণবেরা ইহাঁকেই নির্দ্দেশ করেন। ইহাঁর কোন কোন কবিতা পাঠকালে বিদ্যাপতির কবিতা বলিয়া ভ্রম হয়; আবার কোন কোন কবিতা পাঠকালে অনুপ্রাসপ্রিয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিদিগের কথা মনে পড়ে। একজন বৈষ্ণব-শাস্ত্রপারদর্শী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বিদ্যাপতির ভণিতা বিশেষে 'গোবিন্দ দাস রসপুর' বাক্য দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, "বিদ্যাপতি অনেক গুলি পদ অসম্পূর্ণ রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মরিবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন 'আমার একখানি অস্থি রাখিও; ভবিষ্যতে কোন ভাগ্যবান্ কবি যদি এই সকল কবিতার পূরণ করিতে পারেন, তবে এই অস্থি আপনি দ্রব হইয়া যাইবে। বুধরী গ্রামবাসী এই গোবিন্দদাস সেই কবিতা গুলি পূরণ করিয়া ভণিতায় আপনার নাম সংযোগ করিয়া দেন।" কিন্তু এরূপ গোঁড়ামির কথা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। নিম্ন লিখিত কএক চরণ দ্বারা ভক্তমাল গোবিন্দ দাসের বিবরণ শেষ করিয়াছেন।

'প্রভু চলি গেলা তবে আপনার ধাম।

শ্রীগোবিন্দ দাস ঠাকুর হৈল নাম ॥
তাঁহার মহিমাগুণ কে বর্ণিতে পারে।
সর্ব্ব লোক গায় যশঃ প্রসিদ্ধ সংসারে ॥
কৃষ্ণ-কৃপা-পাত্র যাহা ব্রহ্মার দুর্ল্লভ।
মহানুস্বভাবসিদ্ধ মহা-অনুভব ॥
নানারস পদ পদাবলী প্রকাশিলা।
প্রভুর চরণস্পর্শ সর্ব্বাংশে ফলিলা ॥'

ভক্তমাল, ১৭ শ মালা। ২০২ পৃ।

চৈতন্যচরিতামৃতেও ইহাঁদের উভয়ের নামেরই উল্লেখ আছে। * গোবিন্দ শ্রীবল্লভ নামে এক বিগ্রহ স্থাপন করেন, কোন কোন পদের ভণিতায় ইহার উল্লেখ আছে। † ৭ম, ৮ম ও ৯ম গোবিন্দের বিষয়ে বৈষ্ণব গ্রন্থে অতি অল্প বিবরণই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক জনের নাম গোবিন্দ গড়ুর-মহাবীর। ইনি নবদ্বীপে আসিয়া গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হন, চৈতন্যভাগবতের এক স্থানে এই মাত্র উল্লেখ আছে। যথা—

'কাশীশ্বর বাসুদেব রাম গড়ুরাই'

ইত্যাদি। মধ্য ১৫১ পৃ।

আর চৈতন্য সঙ্গীতের মতে ইনি ভদ্রাক্ষিকা সখীর অবতার। যথা—

"ভদ্রাক্ষিকা গোবিন্দ গড়ুর মহাবীর।'

কার পুত্র, কোথা বাস, কোথা রহিলেন, কি করিতেন, আর কোন কথারই উল্লেখ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

আর একজন উৎকলবাসী, ইহাঁর নাম যাত্রা গোবিন্দ। ইহাঁর বিষয়েও কিছু জানা যায় না। কেবল নরেন্দ্রতীর্থে চৈতন্যের জলকেলি উপলক্ষে তিনবার ইহার নামের উল্লেখ আছে। যথা—

'হেন কালে রামকৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ।
জল কেলি করিবার আইলা নরেন্দ্র ॥'

চৈ, চ, অন্ত্য ৩৫৬ পৃ।

"রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ॥"

ঐ, ঐ, ঐ,

"শ্রীগোবিন্দ রাম কৃষ্ণ বিজয় নৌকায়।
লক্ষ লক্ষ লোক জলে হরিষে বেড়ায় ॥,,

ঐ, ঐ, ৩৫৭ পৃ।

অবশিষ্ট ব্যক্তির বিষয় চৈতন্য চরিতামৃতের স্থানে স্থানেই উল্লেখ আছে। ‡

---

* 'কংসারি সেন রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, কুমুদ তিন রস রাজ ॥'
আ, ৬৬ পৃ।

† 'গোবিন্দদাস, বিষ্ণুলাগি রোয়ই,
শ্রীবল্লভ পরমাণ ॥'

‡ 'কাশীশ্বর গোঁসাঞীর শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞী।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তার সম নাই ॥'.
চৈ, চ, আদি ৫৭ পৃ।

'ঈশ্বর পুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তার প্রিয় অনুচর ॥
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তার আজ্ঞা পাইয়া।
নীলাচলে প্রভুর স্থানে মিলিল আসিয়া ॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকারে।
অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বরে ॥
চৈ, চ, আদি ৫৭ পৃ।

ইনি কাশীশ্বরপুরীর অনুচর। চৈতন্যের গুরু ঈশ্বরপুরী পরলোক গমনকালে গৌরাঙ্গের সেবা করিতে কাশীশ্বর ও গোবিন্দকে উৎকলে যাইতে বলেন। গুরুর অনুরোধে গোবিন্দকে অতিপ্রিয়কিঙ্কররূপে স্বীয় সমীপে রাখেন। রামদাস, নন্দদাস প্রভৃতি অন্যান্য কিঙ্করেরা গোবিন্দের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল। গোবিন্দ ছাড়া চৈতন্য একপাদও কুত্রাপি যাইতেন না। বৃন্দাবনে যখন অবস্থিতি করেন তখনও—

"জগদানন্দ ভবানন্দ, গোবিন্দ,কাশীশ্বর।
প্রভুসঙ্গে এই সব নিত্য কৈল স্থিতি।"

তথা বিগ্রহ দর্শন সময়ে গোবিন্দ সঙ্গেই আছেন।—

"শ্রীযাদবাচার্য্য আর গোবিন্দ গোসাঞী।,,

উৎকলে যখন নিশীথ সময়ে জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেন, গোবিন্দ জলপাত্র লইয়া সঙ্গে যাইত। পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক গোবিন্দকে কহিতেন—

"মোর পাদজল যেন না লয় কোনজন।,,
চৈ, চ, অন্ত্য ৯৯

কালিদাসকে গৌরাঙ্গ স্বীয় সঙ্গ পরিত্যাগ করান; গোবিন্দের কৌশলেই তাহার অপরাধ মার্জ্জন হয়। * সন্ন্যাসী হইয়া চৈতন্য অধিক ও সুস্বাদ আহার ভক্ষণ করেন বলিয়া রামচন্দ্রপুরী নিন্দা করাতে, গোবিন্দের প্রতিই আদেশ হইয়াছিল, অদ্যাবধি আমার জন্য আর কিছু গ্রহণ করিও না; কেবল—

"পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি পাঁচ গোণ্ডার ব্যঞ্জন।,, ঐ, ঐ, অন্ত্য ৬২

কমলাকান্ত বিশ্বাস অদ্বৈতের ঋণপরিশোধার্থ প্রতাপরুদ্রের নিকট ৩০০ শত টাকা চাহিয়া এক পত্র লেখাতে, তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে গোবিন্দের প্রতিই আদেশ হয়। † বঙ্গদেশবাসী ভক্তগণকে

'রামাই নন্দাই দুই প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥
বাইশ ঘড়া পাণি দিনে ভরেন র মাই।
গোবিন্দের আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই॥'
চৈ, চ, ৩৬ পৃ।

'পরমানন্দ পুরী গোবিন্দ কাশীশ্বরাগমন।,
ঐ, ঐ, মধ্য ৫ পৃ।

'দামোদর পণ্ডিত আর গোবিন্দ কাশীশ্বর।
এই সব সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে॥,
ঐ, ঐ, ঐ ১২৭ পৃ।

'সুকৃতি গোবিন্দ জানাইল প্রভুরে।
বৈষ্ণব সকল আসিয়াছেন দুয়ারে॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা হৈল সভারে আনিতে।
শয়নে আছেন না চাহেন কার ভীতে॥'
ঐ, ঐ, অন্ত্য ৩৬৫ পৃ

"প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে।
জলকরঙ্গ লৈঞা গোবিন্দ যায় প্রভুসনে।,,
ঐ, ঐ, ঐ, ৯৯ পৃ।

* 'প্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসে দিল প্রভুর শেষ পাত্র দানে।'
চৈ, চ, অ, ১০০ পৃ।

† 'গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ইহা আজিহৈতে।
বাউল্যা বিশ্বাসে হেথা না দিবে আসিতে॥'
ঐ, ঐ, আ, ৬৮ পৃ।

মালাচন্দনদ্বারা অভ্যর্থনা করিতেও গোবিন্দই আদিষ্ট হইতেন।* সার্ব্বভৌম গৃহে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবেন, তাহাতেও সঙ্গে গোবিন্দ। † শেষ দশায় গৌরাঙ্গ উন্মাদ প্রায় হন,তখনও গোবিন্দ সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। রাত্রি কালে চৈতন্য উপাসনা করিতেন, গোবিন্দ গৃহান্তরে জাগিয়া থাকিয়া চৈতন্যের গৃহের দিকে কর্ণ রাখিতেন। বাহির হইবার সাড়া পাইলে, সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া গৃহে আনয়ন করিতেন। ‡ এইরূপে সর্ব্বকর্ম্মেই গোবিন্দ গৌরাঙ্গের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।

পাঠক, আমরা গোবিন্দদাসের বিবরণ সংগ্রহ করিতে যে পরিমাণে অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিয়াছি, এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাহার একআনাও আপনারা অনুভব করিতে পারিবেন না। কারণ, আমরা এত পরিশ্রমে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার পরিমাণ অতি অল্প। আবার তাহাও যে সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না। তবে যে উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ লেখা, বোধ করি তাহা সফল হইবে। আমাদের সংগৃহীত বৃত্তান্ত অল্প হউক, বা ভ্রমপূর্ণ হউক, "গোবিন্দদাস যে একমাত্র ও অদ্বিতীয়," এ ভ্রম অতঃপর আর কাহারই থাকিবে না। আমরা পথ প্রদর্শন করিলাম, ভাগ্যবান্ লেখকেরা ভবিষ্যতে উহা পরিষ্কার করিবেন। (ভ্র)

বর্ষা।

সজল বরিষা কাল!
শোভিত অম্বরে নীলমেঘমালা,
সজল কোমল নয়ন নন্দন,
স্থির অচঞ্চল, আবার চঞ্চল,
ভেসে ভেসে যায়, শীত সমীরণে,
হাসে প্রভাময়ী, বিজুলির লতা,
কণকের মালা নীরদের গলে!
উজলি ধরণী, নীলাম্বু সেবিতা,
উজলি সসীম সলিল লহরী,
ঝলি নীরবিন্দু, শ্যাম দুর্ব্বাদলে,

* 'দামোদরস্বরূপ গোবিন্দ দুইজন।
মালাপ্রসাদ লৈঞা যায় যাহা বৈষ্ণবগণ॥
আদৌমালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা আনি তাঁরে দিল।' চৈ, চ, মধ্য ৯১ পৃ

† 'প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া।
সেই অন্ন হরিদাসে কিছু দিল লৈঞা॥ ঐ, ঐ, ঐ, ১০৩

‡ সিংহদ্বার দক্ষিণে আছে তেলঙ্গাগাভীগণ।
তাহা যাই পড়িলা প্রভু হই অচেতন॥
এথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইয়া।
স্বরূপেরে বোলাইল কবাট খুলিয়া॥' চৈ, চ, অন্ত্য, ১০৫।

ঝলি নীরবিন্দু, কুসুমের থরে,
নব বিকচিত!
ব্রততী বিতানে,
হেরি মেঘদাম, প্রেমমত্ত মনে,
কুহরে পঞ্চমে, পিক-প্রণয়িনী,
অই পুনঃ মরি, বিরহ ঝঙ্কারে,
শোক-প্রবাহিনী পড়ে উছলিয়া।
স্ফুটিত কাননে, কুসুম কলাপ,
অমল গোলাপ,—বন বিমোহিনী;
চারু সরসিজ, অমল কমলে,
চারু নবরুচি, ভাসিছে বদনে,
অমল মাধুরী, হৃদয় নিলয়ে,—
পরিমল ধরি, রূপের প্রতীমা।
পরিমল ভরে অনিল অচল,
মৃদুল মৃদুল সুবাসিত বয়।
অম্বরে মেদুর মন্দ্রে কাদম্বিনী,
ললিত মধুর গম্ভীর তরল;
শুনি সে নিনাদ,
বিকাসি কলাপে,
হেম সুরঞ্জিত সহস্র চন্দ্রমা,
বিলাস আবেশে, কদম্বের ডালে,
ময়ূরের সনে, নাচে কলাপিনী;
যথা সরোবরে, সলিল-সুন্দরী,
মৃদুমন্দ বায়ে, নিরখি পূরবে,
কণক লহরী, উষার বদন।
বয় তরঙ্গিণী, মন্থরগামিনী!
সাগর সঙ্গিনী, কুলু কুলু রবে,
পূর্ণ অবয়বে, সলিলেতে ভরা;
যথা নিতম্বিনী কুসুমযৌবনে,
চারু দরশন ভুবন-মোহিনী।

ভুবন গগন, শ্যাম তরু শ্রেণী,
শ্যামরূপবতী কানন-বল্লরী,
সকলি বিষাদে অন্ধকারে মাখা।
আবার প্রকৃতি, লাবণ্যের থালা,
ললাম-নিলয় মলিন-বসনা,
বিষণ্ণ-বদনা, বরিষার ছলে,
ফেলিছে নীরবে, নয়ন আসার
বিরলে কাতরে।
অই যে আবার
নব মনোহর ঘন-রুচিদাম,
নীল কৃষ্ণ দ্যুতি; বন রাজি লীলা,
ছাইল গগন; তিমিরবসনে
ঢাকিলা বদন, দেবী বসুমতী।
ঝরিল নীরদে নীরবিন্দু শত,
নাচিল কুসুম নব পত্রদল,
উছলে সরসী, বিমল সলিলা,
উছলে যেমতি, প্রণয় পীযূষ,
প্রণয়িনীপ্রাণে, পতির মিলনে।
আবার মলিনা প্রকৃতি রমণী,
কাঁদিল, গর্জ্জিল, সুগম্ভীর স্বরে,
নব নীরধর; প্রকৃতি বালার,
কোমল নয়নে, বহিল উচ্ছাসে;
সহস্র প্রবাহ, আবরি বয়ান;
ততোধিক মরি;
দাসত্ব শৃঙ্খল,—
নিবদ্ধ ভারত লক্ষ্মীর নয়নে,
ঝরিল অযুত অনন্ত প্রবাহ।
কাঁদিলা ইন্দিরা আকুলা বিষাদে
চির মনঃখেদে।
প্রকৃতি আবার,

কিছু দিন পরে, ধরিবে উল্লাসে,
মনোরম ছবি, হাসিবে বিনোদ,
সুকুমার হাসি, হবে আহ্লাদিনী,
বসন্তে শরদে ; কিন্তু এই চির,
চির-অভাগীর, হবে কি কখন,
দুঃখ অবসান, শুকাবে কি আর,
দুঃখবিগলিত নয়নের জল !
ঘুচে কি কখন, বন-বিহগীর,
অনন্ত অজ্ঞেয় পিঞ্জর-যাতনা।

শ্রীঃ।—

পাণিনি।

(৮০ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

আমরা এবিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে 'আরণ্যক' শব্দের উল্লেখ করিতেছি। পাণিনি, ৪। ২। ১২৯ সংখ্যক সূত্রে আরণ্যক শব্দ অরণ্যবাসি-মনুষ্য-প্রতিপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'আরণ্যক' শব্দ যে এই অর্থে প্রয়োজিত হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য (১)। কেবল অরণ্যবাসী মনুষ্য নয়, অরণ্যেচর হস্তী, অরণ্যপ্রসূত পশু প্রভৃতি অর্থেও আরণ্যক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এসকল অপেক্ষাও ইহার অন্য একটি গুরুতর অর্থ আছে। সচরাচর পণ্ডিতসমাজে অরণ্যগীত বেদসংহিতার অধ্যায় বিশেষ 'আরণ্যক' অর্থে অভিহিত হইয়া থাকে (২)। কোন অভিজ্ঞ খ্রীস্টধর্ম্মাবলম্বীর নিকট 'বাইবল' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি কখনও অগ্রে উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের উল্লেখ করিবেন না। 'বাইবল' শব্দ উচ্চারণ করিলেই প্রথমে স্বজাতির সম্মানিত ধর্ম্মগ্রন্থের নির্দ্দেশ করিয়া পরে শব্দের ব্যুৎপত্তির অনুসরণপূর্ব্বক 'পুস্তকের' উল্লেখ করিবেন। এইরূপ কোন শাস্ত্রাভিজ্ঞ হিন্দুকে আরণ্যক শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে,তিনি অবশ্যই প্রথমে স্বসম্প্রদায়-মান্য পবিত্র বেদাধ্যায়ের উল্লেখ করিয়া পরে অরণ্যবাসী মনুষ্য প্রভৃতির নির্দ্দেশ করিবেন। কিন্তু পাণিনি একজন বেদমান্য ঋষি ও প্রগাঢ় শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত হইয়াও আরণ্যক শব্দে কেবল অরণ্যবাসী মনুষ্যের উল্লেখ করিয়াই তূষ্ণীম্ভাব

(১) প্রচলিত সাহিত্যগ্রন্থে ইহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। যথা, রঘুবংশে ঃ—

" আরণ্যকোপাত্ত ফলপ্রসূতিঃ। "

(২) " শাস্ত্রেচারণ্যকে গুরুঃ। "

মহাভারত। উদ্যোগপর্ব্ব। ১৭৪ অ।

"অরণ্যাধ্যয়নাদেতদারণ্যকমিতীর্য্যতে। অরণ্যে তদধীয়ীতেত্যেবং বাক্যপ্রচক্ষতে॥"

"এতদারণ্যকং সর্ব্বং নাব্রতী শ্রোতুমর্হতি॥"

তৈত্তিরীয়ারণ্যক।

" সামধ্বনাবৃগ্যজুষী নাধীয়ীত কদাচন।
বেদস্যাধীত্য বাপ্যন্তমারণ্যকমধীত্য চ॥ "

মনুসংহিতা। ৪। ১২৩।

অবলম্বন করিয়াছেন। কাত্যায়ন আরণ্যক শব্দের বেদাধ্যায়বাচক অর্থ অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি যে স্ববার্ত্তিকে পাণিনীয় সূত্রের সংশোধন করিবেন তাহা আশ্চর্য্যের নহে। পতঞ্জলিও কাত্যায়নের এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা কি প্রতিপন্ন হইতেছে? পাণিনি একজন প্রগাঢ় শাস্ত্রদর্শী হইয়াও যখন 'আরণ্যক, অর্থে কেবল অরণ্যবাসী মনুষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন তদানীন্তন সময়ে বেদের অধ্যায় বিশেষ আরণ্যক অর্থে অভিহিত হইত না, তাহাই কি সম্ভাবিত নয়? যদি এরূপ হইল, তাহাহইলে পাণিনির সময়ে আরণ্যক অধ্যায় প্রণীত ও গীত হইয়াছিল, তাহা কিরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে, এবং পাণিনি ও কাত্যায়নই বা কিরূপ সমসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন? (১)

পাণিনির ২। ৪। ৪, ৬। ১। ১১৭, ৭। ৪। ৩৮ প্রভৃতি সূত্রে প্রতিপন্ন হইতেছে, তিনি যজুর্ব্বেদের বিষয় অবগতছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয়সংহিতা কি শুক্লযজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ীসংহিতা তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল, এই সমুদয় সূত্রে তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। ৪। ৩। ১০২ সংখ্যক সূত্রে তিত্তিরি শব্দোদ্ভূত 'তৈত্তিরীয়' পদ সাধনের বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ থাকাতে বোধ হইতেছে, পাণিনি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ অবগত ছিলেন। শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ঔখ্য প্রভৃতি শাখা শুক্লযজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী জাবালী প্রভৃতি শাখা (২) অপেক্ষা প্রা-

(১) ৪। ২। ১২৯ :— অরণ্যান্মনুষ্যে। পতঞ্জলিঃ— অত্যল্পমিদমুচ্যতে মনুষ্য ইতি। কাত্যায়নঃ— পথ্যধ্যায়ন্যায়বিহার-মনুষ্য-হস্তিষ্বিতি বক্তব্যং। পতঞ্জলিঃ —আরণ্যকঃ পন্থাঃ। আরণ্যকোঽধ্যায়ঃ। আরণ্যকোন্যায়ঃ। আরণ্যকোবিহারঃ। আরণ্যকোমনুষ্যঃ। আরণ্যকো হস্তী। কাত্যায়নঃ— বা গোময়েষু। —পতঞ্জলিঃ— বা গোময়েষ্বিতি বক্তব্যম্। আরণ্যকা গোময়াঃ। আরণ্যা গোময়াঃ।

(২) ঔখ্য, আপস্তম্বী, বৌধায়নী, সত্যাষাঢ়ী, হিরণ্যকেশী, ঔখেয়া (বা ঔ-[illegible]) এই ছয়শাখা তৈত্তিরীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত।

জাবালী, কাণ্বী, মাধ্যন্দিনী, শাপীয়া, তাপনীয়া, কাপালী, পৌণ্ড্রবৎসী, আবটিকী, পরমাবটিকী, (বা পরমাবটিকী) পারাশরীয়া, বৈধেয়া, বৈনেয়া, ঔধেয়া, গালবী, বৈজবী, ও কাত্যায়নীয়া এই সপ্তদশ শাখা বাজসনেয়ীসংহিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা শুক্লযজুর্ব্বেদের অন্তর্ভূত।

শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমিপ্রকাশিত শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতা ১ম খণ্ড। বাঙ্গালা ভূমিকার ৬ পৃষ্ঠা দেখ।

টীকাকারদিগের মতে, হোতৃ ও অধ্বর্য্যুর মন্ত্র প্রভৃতির পরস্পর মিশ্রণহেতু দুর্ব্বোধ্যতাজন্য প্রথমোক্তকে কৃষ্ণযজুঃ (কৃষ্ণ, অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, স্বরূপবোধব্যাপার-শূন্য) এবং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অ-

চীন (১)। এক্ষণে পাণিনি এই শেষোক্ত বেদসংহিতার বিষয় অবগত ছিলেন কি না তাহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। পাণিনি ও কাত্যায়নের সময়নিরূপণ এই মীমাংসার উপর সম্যক্ নির্ভর করিতেছে।

পাণিনির ৪।৩।১৩৬ সংখ্যক সূত্রোক্ত শৌনকাদিগণের মধ্যে বাজসনেয়ের নির্দ্দেশ আছে (২)। কিন্তু কোনও মূল সূত্রে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ যে পুরাণপ্রজ্ঞঋষিকে শাস্ত্রকারগণ শুক্লযজুর্ব্বেদীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগের সংগ্রাহকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই যাজ্ঞবল্ক্যের নামও পাণিনীয়সূত্রে দৃষ্ট হয় না (৩)। যাজ্ঞবল্ক্য, পূর্ব্বোক্ত যাজ্ঞ-

মিশ্রণ হেতু সুবোধ্যতাজন্য দ্বিতীয়োক্তকে শুক্লযজুঃ (শুক্ল অর্থাৎ বিশুদ্ধ, স্বরূপবোধ-ব্যাপার-বিশিষ্ট)। যথা; "বিদ্যারণ্যশ্রীপাদৈর্ব্যাখ্যাতমে নাম্নৈবং কচিন্মন্ত্রং কচিদিত্যব্যবস্থয়া বুদ্ধিমালিন্যহেতুত্বাত্তদ্যজুঃ কৃষ্ণমীর্য্যতে।" রামকৃষ্ণ।

"শুক্লানি যজুংষীতি। শুদ্ধানি যষ্বা ব্রাহ্মণেনামিশ্রিত মন্ত্রাত্মকানি॥"

দ্বিবেদগঙ্গ।

(১) Müller's Hist. An. San. Lit. P P. 174. note 1.334.

(২) অধ্যাপক বেবারের মতে এই সকল গণবিহিত নাম নির্দ্দেশ পাণিনিকৃত নহে। বস্তুতঃ পরবর্ত্তী বিভিন্ন সময়ে এই সকল গণ সঙ্কলিত হইয়াছে। আচার্য্য গোল্ডস্টুকরও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন।

• Vide goldstucker's Panini P, 131, note 154.

(৩) প্রথিত আছে, যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের আরাধনা করিয়া তাঁহাহইতে যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়েন :— "শুক্লানি যজুংষি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যো যতঃ প্রাপ তং বিবস্বন্তং।" কাত্যায়ন-অনুক্রমণী।

"আদিত্যানীমানি শুক্লানি যজুংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেনাখ্যায়ন্তে।"

শতপথ ব্রাহ্মণ।

এতদ্বিষয়ক কিম্বদন্তীটি এই :—ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যাদি শিষ্যগণকে যজুর্ব্বেদের শিক্ষা দেন। একদা বৈশম্পায়ন মহর্ষিগণকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া স্বীয় ভাগিনেয়কে পদাঘাতে বিনষ্ট করেন, এবং এই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তজন্য ব্রতানুষ্ঠান করিতে শিষ্যদিগকে আদেশ দেন। গুরুর এই আদেশে যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন; "ভগবন্! এই সকল ব্রাহ্মণ তাদৃশ তেজস্বী নহেন, ইহাঁদিগকে বৃথা ক্লেশ দিবার আবশ্যকতা নাই। আমিই একাকী এই ব্রতাচরণ করিব।" বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যের এই আস্পর্দ্ধা দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "ব্রাহ্মণাবমাননাকারিন্! আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, সমুদয় পরিত্যাগ কর।" যাজ্ঞবল্ক্য গুরুকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যোগসামর্থ্যে অধীত বিদ্যাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া বমন করিলেন। তদনন্তর বৈশম্পায়ন

সমেয়ের ন্যায় ৪।১।১০৫ ও ৪।২। ১১১ সংখ্যক সূত্রে গর্গাদিগণের মধ্যে উক্ত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে ৪।৩।১০২ সংখ্যক সূত্রে তৈত্তিরীয় পদসাধনের উপায় স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে পাণিনির বাজসনেয়ী সংহিতার পরিজ্ঞান বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দিহান হইতে হয়।

পাণিনির বাজসনেয়ী-সংহিতা-জ্ঞান-বিষয়ক বিচার প্রকারান্তরে তাঁহার শতপথ ব্রাহ্মণপরিজ্ঞান বিষয়ক বিচারের সহিত তুল্যাবয়বী হইতেছে। এক্ষণে যদি এই শতপথ ব্রাহ্মণের দিকে মনোযোগ বিধান করা যায়, তাহাহইলে, উহাও পূর্ব্বোক্ত বাজসনেয় ও যাজ্ঞবল্ক্যের দশানুসার হইয়া উঠে। পাণিনির ৫।৩।১০০ সংখ্যক সূত্রোক্ত দেবপথাদিগণের মধ্যে শতপথের

অন্য শিষ্যদিগকে কহিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য যে যজুঃ বমন করিয়াছেন, তাহা তোমরা গ্রহণ কর। শিষ্যগণ গুরুর আদেশে তিত্তিরপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া সেই বান্তযজুঃ ভোজন করিলেন, এইজন্য এই বেদশাখা তৈত্তিরীয় নামে বিখ্যাত হইল। এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য যজুঃ বমন করিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে সূর্য্যের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পরিশেষে তাঁহা হইতে যজুর্ব্বেদ লাভ করিলেন।

"স্বস্রীয়ং বালকংসোঽথ পদাস্পৃষ্টমঘাতয়ৎ॥
শিষ্যানাহ চ ভোঃ শিষ্যাঃ! 'ব্রহ্মহত্যাপহংব্রতম্।
চরধ্বং মৎকৃতে সর্ব্বে ন বিচার্য্য মিদং তথা॥
অথাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তং কিমেভির্ভগবন্ দ্বিজৈঃ।
ক্লেশিতৈরল্পতেজোভিশ্চরিষ্যেঽহমিদং ব্রতম্॥
ততঃ ক্রুদ্ধো গুরুঃ প্রাহ যাজ্ঞবল্ক্যং মহামতিঃ।
মুচ্যতাং যৎ ত্বয়াধীতং মত্তো বিপ্রাবমন্যক!॥
* * * * * *
ইত্যুক্ত্বা রুধিরাক্তানি সরূপাণি যজূংষি সঃ।
ছর্দ্দয়িত্বাদদৌ তস্মৈ যযৌচ স্বেচ্ছয়া মুনিঃ॥
যজূংষ্যথ বিসৃষ্টানি যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ দ্বিজাঃ।
জগৃহুস্তিত্তিরা ভূত্বা তৈত্তিরীয়াস্তু তে ততঃ॥
* * * * * *
যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি মৈত্রেয়! প্রাণায়ামপরায়ণঃ।
তুষ্টাব প্রযতঃ সূর্য্যং যজূংষ্যভিলষংস্ততঃ॥
এবমুক্তো দদৌ তস্মৈ যজূংষি ভগবান্ রবিঃ।
অযাতযামসংজ্ঞানি যানি বেত্তি ন তদ্গুরুঃ॥"

বিষ্ণুপুরাণ। তৃতীয়াংশঃ। ৫ম অধ্যায়ঃ।

Compare Müller's An. San. Lit. P. 174. note 1, and As Res. Vol. VIII or Colebroke's Misc. Essays. Vol. I. P. 13-14 (Cowell's Edition.)

নাম নির্দ্দেশ আছে ; কিন্তু প্রকৃষ্টপদ্ধতিক্রমে কোনও মূলসূত্রে উহার উল্লেখ নাই।

পাণিনীয় ৪।৩।১০৫ সংখ্যক সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীন ঋষিগণ-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ ও কল্পশাস্ত্রার্থে ণিন্ প্রত্যয় হয়। যথা ; শাট্টায়ন-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ শাট্টায়নী, ভল্লু-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ ভাল্লবী, পিঙ্গ প্রোক্ত কল্প পৈঙ্গী ইত্যাদি (১)। কাত্যায়ন এই সূত্রের বার্ত্তিক স্থলে যাজ্ঞবল্ক্যাদির উত্তর এই ণিন্ প্রত্যয়ের প্রতিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে তুল্যকালত্ব হেতু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির উত্তর উক্ত প্রত্যয় হইবে না। যথা ; " যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি।" এস্থলে যাজ্ঞবল্ক্য-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ অর্থে যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর ণিন্ না হইয়া অণ্ প্রত্যয় হইল। পতঞ্জলিও এই মতানুসারী হইয়া কাত্যায়নের পোষকতা করিয়াছেন (২)। এক্ষণে এই যাজ্ঞবল্ক্যপ্রোক্ত ব্রাহ্মণ, কোন্ ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশ-বাচি এবং কাত্যায়ন-নির্দ্দিষ্ট সমকালত্ব কোন্ কালাশ্রয়ি তাহার সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য। এই সিদ্ধান্তই এক্ষণে অভীষ্ট পথাবলম্বন বিষয়ে আমাদিগের নেতা হইতেছে।

অধ্যাপক বেবার স্বপ্রণীত " ভারতবর্ষীয় পাঠ " নামক পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন, কাত্যায়ন নির্দ্দিষ্ট যাজ্ঞবল্ক (৩) (যাজ্ঞবল্ক্যপ্রোক্ত ব্রাহ্মণ) সম্ভবতঃ শতপথ ব্রাহ্মণেরই দ্যোতক (৪)। কিন্তু এই আত্মপ্রত্যয় তাঁহাকে নিঃসন্দিগ্ধ করিতে পারে নাই। পুস্তকের অন্যস্থলে প্রস্তাবিত বিষয়প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, ' যাজ্ঞবল্ক, কেবল যাজ্ঞবল্ক্যবিরচিত ব্রাহ্মণ বাচক নহে, যাজ্ঞবল্ক্য-প্রোক্ত আরণ্যক আদির (৫) ও দ্যোতক (৬)।

(১) বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টান্তগুলি সিদ্ধান্তকৌমুদী হইতে আহৃত। পাণিনির সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই।

(২) ৪।৩।১০৫ পুরাণ। প্রোক্তেষু ব্রাহ্মণ-কল্পেষু। কাত্যায়ন—পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধস্তুল্যকালত্বাৎ। পতঞ্জলি—পুরাণপ্রোক্তেষ্বিত্যত্র যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধোবক্তব্যঃ। যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি। সৌলভানীতি। কিং কারণং। তুল্যকালত্বাৎ। এতান্যপি তুল্যকালানীতি। কৈয্যট—তুল্যকালত্বা-দিতি। শাট্টায়নাদিপ্রোক্তৈর্ব্রাহ্মণৈরেক কালত্বাদিত্যর্থঃ।

(৩) অধ্যাপক বেবার এস্থলে ' যাজ্ঞবল্ক্য ' লিখিয়াছেন। এটি তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম। ' যাজ্ঞবল্ক 'ই বিশুদ্ধ পদ। ৬।৪।১৫১ সূত্রানুসারে হলের পরস্থ যকারের লোপ হইবে।

(৪) " Indasche Studin. Vol. I. P. 757. note.

(৫) শতপথব্রাহ্মণের শেষঅধ্যায়স্থ বৃহদারণ্যকের অংশ বিশেষ ' যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ড ' নামে প্রসিদ্ধ। Müller's An. San. Lit. P. 354.

(৬) Indesche Studin. Vol I. P. 393.

বেবারের এই লিখন ভঙ্গীতে বোধ হইতেছে, তাঁহার সিদ্ধান্ত সংশয়দোলায় অধিরূঢ় হইয়া পর্য্যায়ক্রমে পক্ষদ্বিতয়াবলম্বী হইয়া উঠিতেছে। যাহা হউক, আমরা এই অমূলক সন্দেহে আস্থাবান্ না হইয়া, বেবারের প্রথম পক্ষেরই সমর্থন করিতেছি। কোন বিষয়ে একটি বিশেষ বিধি প্রদত্ত হইলে সেই বিধিটি তদ্বিষয়াশ্রয়ীই হইয়া থাকে। তাহা আর বিষয়ান্তরে উপগত হয় না। যদি দর্শন শাস্ত্র সংক্রান্ত কোন সূত্রে একটি বিশেষ বিধি করা যায়, তাহাহইলে তাহা সেই দর্শনশাস্ত্রগত বিষয়কেই শৃঙ্খলাকৃষ্ট করিবে; দর্শন ব্যতিরিক্ত গণিত শাস্ত্রাদিতে তাহার কার্য্য হইবে না। এইরূপ কাত্যায়ন যখন কেবল বেদসংহিতার ব্রাহ্মণ অর্থে বিশেষ সূত্র করিয়াছেন, তখন উহা কেবল ব্রাহ্মণ ভাগেরই নির্দ্দেশ করিতেছে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত মন্ত্র কিংবা আরণ্যকের একটি বিশেষ অধ্যায়ের প্রদর্শক হইতেছে না। সুতরাং স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাজ্ঞবল্ক্যপ্রোক্ত ব্রাহ্মণ শতপথব্রাহ্মণেরই নির্দ্দেশবাচক, অন্য কোন বিষয়ের দ্যোতক নহে।

এক্ষণে কাত্যায়ননির্দ্দিষ্ট সমকালত্ব কোন্ সময়ের প্রতিপাদক, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ভট্টমোক্ষমুলরের মতে ইহা কাত্যায়নের আবির্ভাব-সময়ের নির্দ্দেশক। অর্থাৎ কাত্যায়নের সহিত এককালত্ব প্রযুক্ত যাজ্ঞবল্ক্যাদির উত্তর ণিন্ প্রত্যয়ের প্রতিষেধ হইয়াছে। মোক্ষমুলর স্বপ্রণীত 'প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের ইতিহাস' নামক পুস্তকে কাত্যায়ন-নির্দ্দিষ্ট 'সমকালত্ব' শব্দটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;— যাজ্ঞবল্ক্যাদি এত আধুনিক যে তাঁহারা কাত্যায়নের সমকালবর্ত্তী (১)। আমরা মোক্ষমুলরের এই বাক্যের সারবত্তা অবধারণে অসমর্থ হইতেছি। কোন্ যুক্তিবলে তিনি এইমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের মস্তিষ্কে নীত হইতেছে না। মোক্ষমুলরের এই মত প্রকারান্তরে পাণিনি ও কাত্যায়নকে ব্যাকরণশাস্ত্রানভিজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে (২)।

কোন নিয়মানুসারে যদি কোন বিশেষ বিষয় অন্যথাভূত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই সেই স্থলে এক একটি বিশেষ বিধি পরিকল্পিত হইয়া থাকে। নিয়মানুসারে এই বিশেষ-বিষয়-প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে কখনও প্রতিষেধ বিহিত হয় না। আমরা যে সূত্রটি উপন্যস্ত করিলাম, একটি স্থূল দৃষ্টান্তে তাহা পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেছি। দেবদত্ত যজ্ঞদত্তকে আদেশ করিলেন, গৃহস্থিত সমুদয় দ্রব্য স্থানান্তরিত কর। কিন্তু পাঠ্য-

(১) An. San. Lit. P. 363.

(২) স্মৃতি যদি আমাদিগকে প্রতারণা না করিয়া থাকে, তাহাহইলে ইহা দৃঢ়তা সহকারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, মোক্ষমূলর পাণিনি ও কাত্যায়নকে একসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পুস্তকগুলি আমার এই আদেশের লক্ষ্য নহে। এস্থলে যজ্ঞদত্ত দেবদত্তের প্রথম বাক্যানুসারে পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি গৃহস্থিত সমুদয় পদার্থই স্থানান্তরিত করিতে পারেন। দেবদত্ত পাঠ্যপুস্তকগুলির স্থানান্তরিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া পরবর্ত্তী বিশেষ বিধান দ্বারা তাহার প্রতিষেধ করিলেন। পাণিনির "পুরাণ-প্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু" এই সূত্রে কাত্যায়নকৃত বিশেষ বিধিও উল্লিখিত যজ্ঞদত্তকৃত বিশেষ আদেশের অনুরূপ অর্থ বহন করিতেছে। শাট্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যাদির সমাবেশ দেখিয়াই কাত্যায়ন একটি বিশেষ-বিধিদ্বারা উক্ত সূত্র-বিহিত প্রত্যয়ের প্রতিষেধ করিয়াছেন। যদি যাজ্ঞবল্ক্য কাত্যায়নের সমসাময়িক হইতেন, তাহা হইলে কাত্যায়ন কখনও এই বিশেষ বিধির প্রণয়ন করিতেন না। কারণ সমকালত্বহেতু কাত্যায়ন, অবশ্যই যাজ্ঞবল্ক্যাদিকে আধুনিক বিবেচনা করিতেন, সুতরাং পাণিনিকৃত সূত্রানুসারেই তাঁহাদিগের স্বতঃপ্রতিষেধ হইত। তজ্জন্য একটি বিশেষ বিধি প্রণয়নের আবশ্যকতা উপস্থিত হইত না। পাণিনি যখন প্রাচীন ঋষিগণ-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ ও কল্পার্থে ণিন্ প্রত্যয়ের বিধান করিয়াছেন, তখন তাহা আধুনিক ঋষিগণপ্রোক্ত ব্রাহ্মণ ও কল্পার্থে কিরূপে প্রয়োজিত হইতে পারে? কাত্যায়ন যাজ্ঞবল্ক্যাদিকে স্বসময় অপেক্ষা বহু প্রাচীন মনে করিয়াই যে বিশেষ বিধির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমাদিগের উদাহৃত দেবদত্তকৃত আদেশই তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিতেছে। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যাজ্ঞবল্ক্য শাট্যায়ন প্রভৃতির ন্যায় কাত্যায়নের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। এই জন্যই কৈয়্যট স্বপ্রণীত পাতঞ্জল মহাভাষ্যের টীকায় যাজ্ঞবল্ক্যাদিকে শাট্যায়ন প্রভৃতির সমকালীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন(১)।

(১) কাশিকাবৃত্তি কাত্যায়নের বার্ত্তিকের উপর ভ্রুক্ষেপ না করিয়াই স্বকপোলকল্পিত মতানুসারে যাজ্ঞবল্ক্যকে আধুনিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সিদ্ধান্তকৌমুদীও এই পুচ্ছগ্রাহিতা দোষে দুষ্ট হইয়াছে *। জয়াদিত্য ও ভট্টোজিদীক্ষিত কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিকের বিষয় বিশেষ

* কাশিকাঃ— প্রত্যয়ার্থবিশেষণমেতৎ। তৃতীয়া সমর্থাৎ প্রোক্তে ণিনি প্রত্যয়োভবতি। যত্তৎ প্রোক্তং পুরাণপ্রোক্তংচেৎ। ব্রাহ্মণকল্পাস্তে ভবন্তি। পুরাণেন চিরন্তনেনর্ষিণা প্রোক্তং পুরাণপ্রোক্তং। ব্রাহ্মণেষু তাবৎ। ভাল্লবিনঃ। শাট্যায়নিনঃ। ঐতেরেয়িণঃ। কল্পেষু; পৈঙ্গীকল্পাঃ। আরুণপরাজী। পুরাণপ্রোক্তেষ্বিতি কিম্। যাজ্ঞবলকানি ব্রাহ্মণানি। আশ্মরথঃ কল্পঃ। যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ো ন চিরকালা ইত্যাখ্যানেষু বার্ত্তা॥"

সিদ্ধান্তকৌমুদীঃ— পুরাণেতি কিম্। যাজ্ঞবলকানি ব্রাহ্মণানি। আশ্মরথঃ কল্পঃ॥

আমাদিগের যুক্তি যাজ্ঞবল্ক্যাদিকে শাট্টায়ন প্রভৃতির ন্যায় কাত্যায়ন অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। কিন্তু এই শাট্টায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি পাণিনির পূর্ব্ব কি পর সাময়িক এতদ্দ্বারা তাহার কোন মীমাংসা হইল না। যে কূটতর্কাবর্ত্তে পতিত হইয়া এতক্ষণ আমরা ঘূর্ণ্যমান হইতেছিলাম তাহাহইতে একরূপ মুক্তিলাভপূর্ব্বক এই শেষোক্ত অভীষ্ট বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য যে, কাত্যায়ন যেমন ৪। ৩। ১০৫ সংখ্যক সূত্রে একটি বিশেষ নিয়মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পাণিনি সেরূপ কোন বিধির প্রণয়ন করেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি যদি পাণিনির পূর্ব্ব-সাময়িক হইতেন, তাহাহইলে পাণিনি অবশ্যই তাঁহাদিগকে প্রাচীন জ্ঞান করিয়া কাত্যায়নের ন্যায় বিশেষ বিধির নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন। পাণিনি শতপথ ব্রাহ্মণসদৃশ একটি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের বিষয় বিস্মৃত হইয়া যে স্বীয় সূত্রকে অসম্পূর্ণতা ও যাজ্ঞবল্ক্যপ্রোক্ত ব্রাহ্মণবাচক পদকে চ্যুতসংস্কৃতি দোষে দুষ্ট করিবার উপায় করিয়া যাইবেন তাহা সম্ভাবিত নহে। যাজ্ঞবল্ক্যাদি পাণিনির সমকালবর্ত্তী হইলেও তৎপ্রণীত সূত্রে দেবপথের ন্যায় [illegible]পথের নির্দ্দেশ থাকিত। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আরণ্যকের ন্যায় যাজ্ঞ-

বিবেচনা না করিয়াই যে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, অধ্যাপক বেবার যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিকে পাণিনির সম কি কিছু পূর্ব্বসাময়িক বলিয়াছেন *। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি যে শাট্টায়নাদির সমসাময়িক তাহা কৈয্যটকৃত টীকাতেই প্রকাশ পাইতেছে (পাতঞ্জল ভাষ্যের কৈয্যটকৃত টীকা দেখ)। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে যে, এই শাট্টায়ন প্রভৃতি পাণিনির পরবর্ত্তী।

পতঞ্জলি সুলভ-প্রোক্ত ব্রাহ্মণকে সৌলভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'যাজ্ঞবল্ক' যেরূপে মীমাংসিত হইয়াছে, 'সৌলভ' ও সেইরূপে মীমাংসিত হইতে পারে।

শাস্ত্রপ্রবীণ শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার দত্ত স্বপ্রণীত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক পুস্তকে মোক্ষমূলরের মতানুসারে কাত্যায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্যকে এক সাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, উপক্রমণিকার ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা দেখ)। কিন্তু তিনি এবিষয়ের প্রমাণস্থলে আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকরপ্রণীত পাণিনিবিচারের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা বিস্মিত হইতেছি। আমাদিগের ক্ষুদ্র বিবেচনায় গোল্‌ডষ্টুকর কখনও মোক্ষমূলরের মতের অনুমোদন করেন নাই। Vide Goldstucker's Panini P. 136-140.

* Weber's Akademische Vorlesungen. P. P. 125 126.

বল্‌ক্য প্রোক্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতিও পাণিনির সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না। অর্থাৎ পাণিনি, কাত্যায়নের এত পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন যে, কাত্যায়ন যেসমস্ত ব্রাহ্মণকে প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন পাণিনির সময়ে তাহাদের অস্তিত্বই ছিল না। (ক্রমশঃ।)

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

১

আশ্বিন-দশমী! স্থির জাহ্নবীর জলে
বিম্বিত গোধূলি-মুখ করুণ বিমল;
একখানি ক্ষুদ্র-তরী ধীরে ধীরে চলে
বক্ষে বহি গিরিজার চরণ-কমল।

২

'যাও বৎসরেক তরে নগেন্দ্রনন্দিনি!'
এতেক কহিয়া সবে তুলিয়া সতীরে
নয়নসলিলে ভাসি হায় রে তখনি
বিসর্জ্জন দিল পূত জাহ্নবীর নীরে।

৩

চারিদিকে জল রাশি ছিটিয়া উঠিল,
পরদুঃখে যেন নদী কাতর হইয়া
বরষি নয়ন-বারি শোক প্রকাশিল,
যতনে প্রতিমা খানি হৃদয়ে লইয়া।

৪

উঠিল ছিটিয়া জল; ধীরে ধীরে, হায়!
প্রতিমা গভীর জলে করিল প্রবেশ,
এখন সুবর্ণ-আভা কিছু দেখা যায়,
এবে আর প্রতিমার নাহিক উদ্দেশ।

৫

এই দশমীর দিনে,—বৎসরেক গত—
হৃদয়-মণ্ডপ মম অন্ধকার করে,
প্রাণের প্রতিমা, হায়, জনমের মত
বিসর্জ্জন দিয়াছিনু কালের সাগরে।

৬

ভক্তেরা শোকার্ত্ত মনে, সত্য, ফিরে যায়,
কিন্তু আশা তাহাদের লভে না নির্ব্বাণ;
আবার আশ্বিন আসে, হেরে পুনরায়
শরৎ-সুধাংশু সম উমার বয়ান।

৭

আমার ও প্রতিমা কি রে ফিরিবে আবার?
আশ্বিন, দীনের ভাগ্যে, আর কি আসিবে?
ঘুচিবে মনের দুঃখ, ঘুচিবে আঁধার?
আনন্দ-হিল্লোলে হিয়া আর কি দুলিবে?

৮

কে খুলিল সহসা এ চিন্তার দুয়ার?
কেন স্মৃতি মায়াবিনী বিগত ঘটনা
নবীন উজ্জ্বল বর্ণে মানসে আমার
আঁকিল, আবার দিতে এ ঘোর যাতনা?

৯

একটি বৎসর গত দেখিতে দেখিতে—
জীবন-জলধি-তীরে একাকী বসিয়া,
একটি বৎসর হ'তে নয়ন-বারিতে
নিবারি মনের অগ্নি যতন করিয়া!

১০

শৈশবের ভাল বাসা—হিরকে যেমন—
[illegible]

কমল-কলিকা সম বালিকা যখন
আছিলে, উজ্জ্বল করি জনক আলয়।

১১

তখন আমিও শিশু। একত্রে দুজনা
একই পুতুল লয়ে খেলিতাম, প্রিয়ে,
একই দোঁহার চিন্তা, একই ভাবনা—
দুই মুক্তা গাঁথা যেন এক সূত্র দিয়ে।

১২

হেসে গদ গদ দোঁহে একই কারণে,
একই কারণে, হায়, ঝরিত তখন
চারি চক্ষে বারিধারা, একই দহনে
দহিত প্রভাত-পদ্ম—দোঁহার বদন।

১৩

একত্রে প্রত্যূষে উঠি ফুলডালা হাতে
বহির্ভাগে যাইতাম ফুল তুলিবারে,
সাজিত দোঁহার কেশ শিশির সম্পাতে,
ঊষার কিরণ হেম চুম্বিত দোঁহারে।

১৪

একত্রে তটিনীতীরে ধীরে ধীরে গিয়া
বসিতাম, খেলিতাম, হাসিতাম কত,
গণিতাম যত তরী যাইত ভাসিয়া,
গণিতাম উর্দ্ধগামী বিহঙ্গম যত।

১৫

শৈশবে সকলই মরি মধুর সুন্দর!
একদা মধ্যাহ্নে দোঁহে খেলার ছলনে
গেলাম নির্ভয়মনে অরণ্য ভিতর,
উভয়ে উভয় বাঁধি বাহুর বন্ধনে।

১৬

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ বিস্তারিয়া শাখা
প্রখর রবির কর ফেলেছে ঢাকিয়া,
চারিদিক্ ঘোরতর অন্ধকারমাখা,
বহিছে, স্বনিছে বায়ু থাকিয়া থাকিয়া।

১৭

থাকিয়া থাকিয়া কোন শাখার উপর
পাখীর পাখার শব্দ কভু শুনা যায়,
কভু কৃষ্ণকায় ধূর্ত্ত বায়স নিকর
আঁধারে মিশায়ে দেহ সুকণ্ঠ বাজায়।

১৮

ফুরাল কৌতুক, মনে ভয় উপজিল;
'মা' 'মা' বলিয়া তুমি কান্দিয়া উঠিলে,
নলিন-নয়নে তব সলিল ঝরিল,
সভয়ে আমার গলা আঁটিয়া ধরিলে।

১৯

আমিও তোমার সঙ্গে কাঁদিলাম কত,
একই বরিষা যেন ফুটাল হরষে
যুগল স্ফটিক উৎস, বায়ুবেগে নত
শিশির, কমলদ্বয়, ঢালিল সরসে।

২০

কাঁদিতে কাঁদিতে হল শরীর বিকল,
কাঁদিতে কাঁদিতে হল নিদ্রার আবেশ,
কাঁদিতে কাঁদিতে পাতি বসন অঞ্চল
গভীর নিদ্রায় দোঁহে অচেতন শেষ।

২১

অন্বেষণ তরে আসি জনক তোমার,
হেরিলেন নিদ্রাগত উভয়ে সে বনে;
শৈশবের সেই প্রেম—সুধার আধার,
হেরিয়া আনন্দ তাঁর উপজিল মনে।

২২

সেইদিন হতে মম পিতার সহিত
তোমার পিতার আরো বন্ধুত্ব বাড়িল,

প্রস্তাব, সুলগ্নে হল কার্য্যে পরিণত—
পরিণয়-পুত-পাশে দোঁহারে বাঁধিল।

২৩

কৈশোরের সেই চিত্র—চতুর্দ্দশীচাঁদ
সরল চঞ্চল তব নয়ন যুগল,
ঈষদ জলদে ঢাকা বিজলীর ছাঁদ
অতুল অস্ফুট তব বদন মণ্ডল ;

২৪

মধুর মোহন হাসি, কাদম্বিনী কেশ,
কখন ভূষিত অঙ্গ কণকভূষণে,
কখন সর্ব্বাঙ্গে পরা কুসুমের বেশ,—
বল, প্রিয়ে, সেইরূপ ভুলিব কেমনে ?

২৫

সেই খঞ্জনের মত সচঞ্চল গতি,
এই দাঁড়াইয়া স্থির প্রতিমা যেমন,
এই নাই,—অন্তরীক্ষে বিজলি যেমতি
ক্ষণ দেখা দিয়ে মেঘে লুকায় বদন।

২৬

সেই সুকোমল যত বচন তোমার,
কখন হরষে মাখা, বিষাদে কখন,
আধ আধ ভাঙ্গা তবু সুধার আধার—
কেমনে সে সব, প্রিয়ে, ভুলিব এখন ?

২৭

আবার নূতনমূর্ত্তি, যৌবনজীবনে
বদনকমল যবে ভাসিল তোমার,
পড়িল লজ্জার রেখা কুরঙ্গনয়নে—
সহসা নদীতে হ'ল বরিষা সঞ্চার।

২৮

মনে পড়ে,—দিবাভাগে পড়িতে পড়িতে
চাহিতাম যদি কভু নয়ন তুলিয়া,
সম্মুখে তোমারে, প্রিয়ে, পেতেম দেখিতে
স্থির সৌদামিনী সম আছ দাঁড়াইয়া।

২৯

কখন মেলিয়া সুখে চরণ যুগল
বসেছ লিখিতে করে লেখনী লইয়া ;
আচ্ছাদি কপোলযুগ পড়েছে কুন্তল,
কভু বা রাখিছ কেশে ধীরে সরাইয়া।

৩০

কখন অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া বদন
লজ্জাশীলা কুলবধূ দাঁড়াইয়া, হায়,
কখন রন্ধনশালে করিছ রন্ধন,
দ্বিগুণ উজ্জ্বল মুখ লোহিত বিভায়।

৩১

শুকাল বিকচ পদ্ম গোধূলিপরশে ;
নিরদয় ব্যাধি আসি ধরিল তোমায় ;
গ্রাসিল চাঁদেরে রাহু ; অদৃষ্টের বশে
সম্বরিয়া ভবলীলা লইলে বিদায়।

৩২

জ্বলিল ভীষণ বহ্নি জাহ্নবীর তীরে
ভস্মশেষ হল, হায় তোমার বদন,
আমার দশমী ; ভাসি নয়নের নীরে
প্রাণের প্রতিমা আমি দিনু বিসর্জ্জন।

শ্রীদী:—

শোভা ও সামর্থ্য।

১

আমরা মনুষ্যহৃদয়ের কতকগুলি বৃত্তিকে শোভা বলি,এবং কতকগুলি ভাবকে সামর্থ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি। নম্রতা, কোমলতা, লজ্জা, প্রীতি ও প্রশংসাপ্রিয়তা এ গুলির নাম শোভা; এবং সাহস, পরাক্রম, অধ্যবসায়, অভিমান ও আত্মনির্ভর এ গুলির নাম সামর্থ্য;—ব্রততী ও তরু,অথবা একাধারে প্রকৃতি ও পুরুষ।

যে সকল হৃদয়বৃত্তি শোভা বলিয়া অভিহিত হইল, সে গুলি স্বভাবতঃই তরলপ্রকৃতি এবং পরানুসারিণী ও পরমুখপ্রেক্ষিণী। নম্রতা বিনা ভরেও নুইয়া পড়ে; কোমলতা দুঃখদুর্ভাগ্যের কিঞ্চিন্মাত্র সন্তাপেই উনিয়া যায়; লজ্জা পরকীয় চক্ষুর সংস্পর্শে আসিলেই সংকোচে জড় সড় হয়; প্রীতি পরের স্কন্ধে নির্ভর করিয়া থাকিতেই ভাল বাসে; এবং প্রশংসা-প্রিয়তা নিয়ত পরের দিকেই চাহিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে সকল ভাব সামর্থ্য নামে উল্লিখিত হইল, সে গুলির সমস্তই ইহার বিপরীত। সাহস প্রদীপ্তপাবকশিখার ন্যায় সর্ব্বদাই স্বকীয় তেজে ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিতে থাকে; পরাক্রম পর্ব্বতকেও তৃণ বলিয়া গণনা করে না; অধ্যবসায় পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়াও পুনরায় লৌহদণ্ডবৎ দণ্ডায়মান হয়; অভিমান প্রশংসা ও অপ্রশংসার প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া অসহায় অগ্রসর হইয়া যায়; এবং আত্মনির্ভরের ভাব অশেষবিধ যন্ত্রণায় উৎপীড়িত হইয়াও আপনার বলে আপনি অটল রহে।

এই শোভা ও সামর্থ্যের শুভপরিণয়েই মনুষ্যপ্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিপূর্ণতা। নহিলে, মনুষ্য অর্দ্ধবিকশিত অথবা অবিকশিত প্রাণিমাত্র। যে পুরুষ পরের দুঃখে এক বিন্দু অশ্রুনিক্ষেপ করিতে পারে না, প্রণয়ভরে একবারও পরের অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া প্রেমরূপ অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় সুধার স্বাদ গ্রহণে সমর্থ হয় না, যাহার চিত্ত প্রকৃতির অনন্তবিস্তারিত সৌন্দর্য্যসলিলে এক মুহূর্ত্তের তরেও নিমজ্জিত হইয়া মনুষ্যলোকেই দেবলোকের সুখানুভব করে না,এবং যে আপনার স্বার্থ, আপনার মান এবং আপনার ক্রোধ রক্ষার সময়ে অন্যের সুখ, দুঃখ ও মনোবেদনাকে গণনাতেই আনিতে চায় না, তাহার পৌরুষে ধিক্। ঈদৃশ পুরুষকার অস্থিপঞ্জরময় দেহের ন্যায়। ইহাতে রক্ত নাই, মাংস নাই, এবং দেখিয়া সুখী হইবার কিছুই নাই। অথবা ইহা নির্জ্জল অন্নের ন্যায়। ক্ষুধার সময় ক্ষুধা নিবৃত্তি করে, কিন্তু তৃষ্ণা যেমন ছিল, তেমনই রহিয়া যায়; প্রাণ মুর্ম্মুর দাহনে দগ্ধীভূত হইয়া অবশেষে ভস্মে

পরিণত হয়। ইহা ব্যাঘ্র মহিষের আশ্রয় হইতে পারে; দৈত্য দানব এবং অসুরাদিতেও কিয়ৎ পরিমাণে উপযুক্ত হয়; কিন্তু কোন প্রকারেই মনুষ্যের আভরণ ও প্রার্থনীয় অবলম্বন হইতে পারে না।

অবলার সম্বন্ধেও এইরূপ। যে অবলার প্রকৃতিতে কোমলতা আছে, কাঠিন্য নাই, প্রশংসাপ্রিয়তা আছে অথচ অভিমান নাই, তিনি নারীনামের উপযুক্ত কি না ইহাই সন্দেহের বিষয়। যিনি কুসুমসদৃশ সুকোমল শয্যায় বাতাহত লতার ন্যায় নিপতিত থাকিয়া কাব্য পাঠ করিতে করিতে অশ্রুবিসর্জ্জন করেন, কিন্তু কর্ত্তব্যের কঠোর ব্রতপালনে সর্ব্বদাই পরাঙমুখ রহেন; যিনি মৃদুমধুর প্রেমালাপে সমস্ত যামিনীও যাপন করিতে ভাল বাসেন, কিন্তু কোন রুগ্ন পরিজনের শয্যাপার্শ্বে ক্ষণকালের জন্যেও সাহসসহকারে উপবিষ্ট রহিতে অসমর্থা হন; যিনি ফুল্লকমলের ন্যায় বিলাসসরসীতেই ভাসিয়া ভাসিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে চাহেন, কিন্তু জীবনের গুরুতর কার্য্য কলাপের নিকটবর্ত্তী হইলেই লজ্জায় এবং আলস্যে ও ঔদাস্যে ঢুলিয়া পড়েন, তাঁহার যাহা কিছু শোভা থাকে সমস্তই ছিন্নবৃন্ত-পুষ্পের লাবণ্যের ন্যায় দেখিতে দেখিতেই মলিন হয়, এবং শোভাবিলাসিনী সামর্থ্যের আশ্রয় বিরহে অচিরেই সর্ব্বপ্রকার শোভাহীন হইয়া আদরের উচ্চ আসন হইতে অনাদরের ধূলিরাশিতে নিপতিত হন।

কিন্তু যদিও এই বিরুদ্ধ গুণদ্বয়ের একত্র সমাবেশ,—শোভা ও সামর্থ্যের এই দুর্ল্লভ মিলন একান্ত বাঞ্ছনীয় ও যার পর নাই কমনীয়, তথাপি ইহা একবারের স্থলে সহস্রবার স্বীকার করিতে হইবে যে, শোভাই অবলার সার, এবং সামর্থ্যই পুরুষের প্রাণ। ইহার অন্যথা হইলেই স্বভাবের বিপর্য্যয় হইল এইরূপ প্রতীতি জন্মে, এবং সেই অপ্রাকৃতদৃশ্য সকলেরই চক্ষুকে ব্যথিত করে। যদি কোন ললনা, লজ্জার মোহন অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া, অপরিচিত পথিকের প্রতি সুতীব্র ও নির্ভীকচক্ষে চাহিতে থাকেন এবং নারীজনোচিত কোমলতা ও নম্রশীলতা প্রভৃতি স্নিগ্ধ ভাবনিচয় অতিক্রম করিয়া মহিষমর্দ্দিনীর মত দর্পভরে পাদচারণা করেন, তাহা হইলে তিনি আপনাকে আপনি যাহাই কেন মনে করুন না, পুরুষের হৃদয় তাঁহার দর্শনমাত্রেই ফিরিয়া আসে। আবার, যদি কোন পুরুষ পুরুষসমাজে প্রবিষ্ট হইলেই বালিকার মত নিজ অঙ্গের অভ্যন্তরে নিজে লুক্কায়িত হন, এবং অপমানকেও অপমান জ্ঞান না করিয়া সম্ভাবিত বিপদভয়েই সতত বধূর অঞ্চল ধরিয়া থর থর কম্পিত রহেন, তাহা হইলে তিনি মনে মনে যেমনই কেন মনোহরমূর্ত্তি ধারণ করুন না, গুণগ্রহণনিপুণা সহৃদয়া কামিনীরা তাঁহাকে দেখিলেই ন্যক্কারের ভাবে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যান। বস্তুতঃ পুরুষের চক্ষে পুরুষপ্রকৃতি অবলা যেমন দু-

ণার পাত্র, জগতে কিছুই তাদৃক্ ঘৃণাস্পদ নহে; এবং অবলাজাতির চক্ষেও পুরুষকারশূন্য নারীচরিত্র পুরুষের ন্যায় গভীর অবজ্ঞার বিষয় কিছুই আর সম্ভবে না। প্রকৃতির কি বিচিত্র লীলা! পুরুষ আপনার প্রকৃতিতে কাঠিন্যকে পরিপোষণ করে, অথচ অবলাতে কোমলতারই উপাসনা করে; এবং কোমলস্বভাবা অবলাও স্বহৃদয়ে কোমলতাকেই আদর সহকারে পোষণ করিয়া পুরুষে সাহস-শৌর্য্যাদি কঠোর গুণেই অনুরাগিণী হয়।

যখন ত্রয়োদশ লুই ফ্রান্সের রাজা, তখন ভয়ঙ্করনামা রিশিলু তাঁহার মন্ত্রী; এবং যখন পতির লোকান্তর প্রাপ্তির পর তদীয় পট্টমহিষী সিংহাসনে বিরাজমানা, তখন কূটযুদ্ধপ্রসিদ্ধ ম্যাজেরিন তাঁহার সচিব। রাজা রিশিলুর ভয়ে কোন্ স্থানে যাইয়া লুকাইয়া থাকিবেন, সর্ব্বদা এই ভাবনাই ভাবিয়া মরিতেন এবং রিশিলুর সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বেপথুমতী লাজুক নবোঢ়ার ন্যায় অধোবদন হইয়া মৃদু মৃদু কথা কহিতে আরম্ভ করিতেন;— রাজ্ঞী ম্যাজেরিনের নিকট ভীমা সিংহীর ন্যায় দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া গর্জ্জন করিতেন এবং সেই গর্জ্জনে ফ্রান্সের তদানীন্তন বীরপুরুষদিগকেও কাঁপাইয়া তুলিতেন। লোকে উপহাস করিয়া রাজাকে রমণীকুলের শিরোমণি বলিত এবং রাজমহিষীকে পুরুষপুঙ্গব বলিয়া ব্যাখ্যা করিত। এই রাজদম্পতী পরস্পর কিরূপ আসক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। ইংলণ্ডের এলিজাবেথ এবং ভারতবিখ্যাতা পাঞ্চালীকে অনেকে লোকললামভূতা বরাঙ্গণা বলিয়া প্রশংসা করেন, আমরা তাঁহাদিগকে দুর্দ্ধর্ষপ্রকৃতি পুরুষ বলিয়া দূর হইতে অভিবাদন করি; এবং বৎসরাজ প্রভৃতি ললিতনায়কদিগকে অনেকে সুপুরুষ জ্ঞানে অনুকরণ করিতে চান, আমরা তাঁহাদিগকে কোকিলগঞ্জিনী কামিনীদিগেরই উপমাস্থল বলিতে ভাল বাসি। ঐরূপ কামিনীতে কিপ্রকারে পুরুষের প্রীতিসঞ্চার হয়, তাহাও আমরা বুঝি না, এবং এই শ্রেণীর পুরুষদিগের প্রতিও অবলা কেন অনুরাগিণী হয়, তাহাও আমরা অনুভব করিতে পারি না।

কিসে দেশের উন্নতি হয়, আর কি কারণে দেশবিশেষের অধঃপাত ঘটে এই কথা লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে অহরহ বিতর্ক হইয়া থাকে। যদি এবিষয়ে কেহ আমাদিগের মত জানিতে ইচ্ছা করেন, আমরা তাঁহাকে নির্ম্মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, যে দেশের অবলারা পুরুষে পুরুষকারের পূজা না করিয়া প্রকৃতির অবমাননা করেন এবং পুরুষেরা অবলার ন্যায় নিজ নিজ প্রকৃতিতে শোভার বিলাস ও বিকাশকেই পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করেন, সেই দেশই অধঃপাতের দিকে নামিতে থাকে; আর, যে জাতির অবলারা, তাহা না করিয়া, আপনারা শোভাময়ী থাকেন অথচ পুরুষে পুরুষকা-

রেরই পূজা করেন এবং পুরুষেরাও অবলায় শোভারই সমাদর করিয়া আপনারা শ্রমশীল, কষ্টসহিষ্ণু, কোপনস্বভাব, অভিমানী ও কর্ম্মঠ হয়েন সেই জাতিই দিন দিন উন্নতির পর উন্নতিতে আরোহণ করে।

শোভা ও সামর্থ্যবিষয়ক এই সিদ্ধান্তের সহিত বঙ্গদেশের কিরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে, আমরা বারান্তরে তাহা প্রদর্শন করিব এবং এখানে ক্রমে প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটিতেছে, না স্বভাবেরই সৌন্দর্য্য পরিস্ফুটিত হইতেছে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রাপ্তগ্রন্থাদির সংক্ষিপ্তসমালোচনা।

১। সমদর্শী। ইহা একখানি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক মাসিকপত্রিকা; শ্রীযুক্তবাবু শিবনাথ শাস্ত্রী ইহার সম্পাদক। সমদর্শী নামের অর্থ এই যে, সম্পাদক স্থাবর জঙ্গম উভয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মদিগকেই সমান চক্ষে দর্শন করেন এবং এই দুইয়ের কোন সম্প্রদায়েই বিশেষরূপে আবদ্ধ নহেন। আমরা এই উদারতার জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ দেই। যদি সম্পাদক সমদর্শী নামের সার্থকতা রক্ষার জন্য স্বকীয় দৃষ্টি-চক্রকে আর একটুকু প্রসারিত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অধিকতর আদর হইত। এই পত্রিকাখানির বিশেষ প্রশংসা এই যে, ইহার সম্পাদকের সত্যানুসন্ধিৎসা এবং সরলতা বিষয়ে কাহারও মনে সংশয় হয় না। তিনি সুপণ্ডিত ও সুলেখক। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য অপেক্ষাও সত্যানুসন্ধিৎসার অধিক গৌরব, এবং লিখন নৈপুণ্য অপেক্ষাও অমায়িক সারল্যের অধিক প্রশংসা। এখন পর্য্যন্ত সমদর্শীতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে পার্কারও ইমার্শন প্রভৃতি কতিপয় আমেরিক পণ্ডিতের কথাই অধিক দেখিলাম। ভরসা করি সমদর্শী ভবিষ্যতে অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনতা প্রদর্শন করিয়া বঙ্গবাসীর উপকার করিবেন।

২। হীরকচূর্ণ নাটক।— লেখকের নাম নাই; গ্রন্থের মুখপত্রে এইমাত্র লিখিত আছে যে, তিনি একজন অভিনেতা। এবার রাজনীতির ঝঞ্ঝাবাতে বরদায় যে ভীষণতরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, এই নাটক খানি তাহারই একটুকু ফেণা স্বরূপ। ইহাতে কুমা বাইর চরিত্র ভিন্ন আর কোন অংশ তেমন প্রীতিপ্রদ বোধ হইল না। গ্রন্থকার মাননীয় পেট্রিয়ট সম্পাদককে যেরূপ তিরস্কার করিয়াছেন, তাহা কি ভাল হইয়াছে?

৩। ডাক্তার বাবু নাটক; জনৈক ডাক্তার প্রণীত।—নাটকশব্দের পূর্ব্বে এক অর্থ ছিল, সে অর্থ এইক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে নাটক বলিলে প্রকৃতির চিত্রময় রসপরিপূর্ণ কাব্য বুঝাইত, এইক্ষণ নাটকের অর্থ কথোপকথনচ্ছলে লিখিত আখ্যায়িকা। ডাক্তার বাবু এই শেষোক্ত শ্রেণীর নাটক, অর্থাৎ বাঙ্গালা নাটক।

গ্রন্থকার আপনার পরিচয় দেন নাই; কিন্তু পরিচয় দিলে তাঁহার লজ্জিত হইবার কারণ নাই। ব্রণ রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে অবশ্যই রক্তমোক্ষণ করিতে হয়; এবং সমাজশোধনরূপ কন্টকর ব্রত অবলম্বন করিলেও অবশ্যই সম্প্রদায়বিশেষের হৃদয়ে আঘাত করিয়া কিছু দিনের জন্য কএকটি লোকের অপ্রিয় থাকিতে হয়। চিকিৎসকের ব্যবসায় ধর্ম্মযাজকের ব্যবসায় হইতেও অধিকতর গৌরবাস্পদ। যেখানে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গও প্রবেশাধিকার লাভ করেন না, চিকিৎসক সেখানেও পিতা কি পুত্রের ন্যায় পরম-আদরে পরিগৃহীত হন। এই পবিত্র ও কল্যাণকর ব্যবসায় বঙ্গে কলুসিত হইয়াছে। বিষাক্ত দুগ্ধের ন্যায় ইহা কতক গুলি দুরাচারের হস্তে পড়িয়া সাধুলোকদিগের অস্পৃশ্য এবং অনেকস্থলে সাধারণের সর্ব্বনাশের নিদান হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই কলঙ্ক অপনোদনের জন্য নাটক, আখ্যায়িকা ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া যিনিই যতটুকু সদনুষ্ঠান করিবেন, তিনিই সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

৪। বঙ্গমহিলা। মাসিক পত্রিকা। চোরাবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সভা হইতে প্রকাশিত। এই পত্রিকা খানি বামাবোধিনীর কনিষ্ঠা ভগিনী, বঙ্গীয় কুলবধূদিগের অনুগ্রহপ্রার্থিনী। সকল গৃহেই ইহার আদর হওয়া উচিত। ইহার লেখকগণ কৃতবিদ্য ও লিখনক্ষম। তাঁহারা কখনও কখনও বিষয়ের গৌরব রক্ষার জন্য লেখার সরলতার প্রতি অমনোযোগী হন। ইহা দুঃখের বিষয়। যে উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা খানি প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সাধন করিতে হইলে লেখকদিগকে একবারে অনতিপরিস্ফুট বালিকার চিন্তাজগতে অবতরণ করিতে হইবে। নহিলে, তাহারা কি বুঝে, তাহা তাঁহারা বুঝিবেন না এবং তাহাদিগের মানসিক অভাব নিচয়ও দূর করিতে পারিবেন না।

৫। কবিতাকৌমুদী; প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত ও প্রকাশিত।—আমরা এই পদ্যময় পুস্তক দুখানির অনেক স্থান পড়িয়াই সুখী হইয়াছি এবং লেখকের ক্ষমতাশালিতার পরিচয় পাইয়াছি। "বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত" এই কথা শুনিলে প্রথমেই এই বোধ হয় যে, গ্রন্থখানি "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে"। কারণ, বালক শিক্ষার নিমিত্ত এদেশের কোন উৎকৃষ্ট কবিই অদ্য পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করেন নাই। সচরাচর যাহা লিখিত হয়, তাহা পড়িতে বালকের কেন, বৃদ্ধেরও প্রাণান্তকর পিত্ত বৃদ্ধি হয়। কবিতাকৌমুদীর বিষয় এই বলিতে পারি যে, ইহার সম্বন্ধে এ উক্তি কোন প্রকারেই সঙ্গত হয়না। ইহার কবিতানিচয়ে রস আছে এবং পড়িতে প্রবৃত্তি জন্মে। বিদ্যালয় সমূহে এই পুস্তক দুখানি আদরসহকারে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

ভক্তি ও ভারতবর্ষ।

প্রথম প্রস্তাব।

ভারতবর্ষীয় কবি, কল্পনার অলৌকিক মহিমায়, সুধাসিন্ধু মন্থন করিয়া গরল তুলিয়াছেন; ভারতের অদৃষ্টতকতেও তাহাই ফলিয়াছে। লোকে অমৃতের প্রত্যাশায় হস্ত প্রসারণ করিয়াছে; যাহা তুলিয়া নিয়া মুখে দিয়াছে, তাহাতে সমস্ত শরীর বিষদাহে দগ্ধ হইয়াছে, আত্মা ভস্মে পরিণতি পাইয়াছে, এবং আত্মার অভ্যন্তরস্থ শক্তির মূল প্রস্রবণ পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। যিনি এ কথায় সংশয়াবিষ্ট হন, অথবা ইহাকে অতিবাদদোষে দূষিত মনে করেন, তিনি ভারতবর্ষের অধঃপাতের সহিত ভক্তিরসের উদ্দীপনার কিরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা গভীরচিত্তে আলোচনা করুন। তাঁহার সকল সংশয় অপাকৃত হইবে।

ভক্তি অতি পবিত্র ও অতি উচ্চশ্রেণীর মনোবৃত্তি। কতকগুলি মনোবৃত্তি প্রকৃতির শাসনে নিম্নদিকেই প্রধাবিত হয়; কতকগুলি সমভূমিতেই বিচরণ করে। ভক্তি নিয়ত উর্দ্ধাভিমুখেই উড্ডীন থাকে। কল্পনা যেখানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না, ভক্তি সেখানেও আরোহণ করে, এবং কখনও কখনও উহা কবিত্বকেও বহুদূর নীচে ফেলে। অন্যান্য মনোবৃত্তির আনন্দ অনেক সময়েই স্বার্থ এবং পার্থিবতার কর্দ্দমে কলুষিত হয়, ভক্তিভোগ্য আনন্দ স্বার্থশূন্যতা এবং অপার্থিবতার জন্য এমনই নির্ম্মলমূর্ত্তি ধারণ করে যে, দেখিয়া, উহাকে দেবলোকের পদার্থ বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। যাঁহার হৃদয় ভক্তিরসে সর্ব্বদা উচ্ছলিত থাকে, তিনি অকবি হইলেও কবিসম্প্রদায়ের শিরোমণি এবং মনুষ্যলোকেই অমানুষ-সুখভোগের অধিকারী। তিনি পর্ব্বতের অভ্রভেদি শৃঙ্গরাজি দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করেন, সাগরের বীচিবিক্ষোভিত অনন্তবক্ষঃস্থল নিরীক্ষণ করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হন, প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় শোভা ও গরিমায় বিমুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ধ্যানার্ণবে ডুবিয়া যান, এবং যেখানে যাহা কিছু সুন্দর ও সমধিক গৌরবাস্পদ দেখিতে পান, তাহাই কৃতার্থম্মন্যচিত্তে মাথায় তুলিয়া লন। তাঁহার মুখশ্রী গম্ভীর, বাক্য গদ্গদ এবং অন্তরাত্মা জ্যোৎস্নাধৌত কুমুদবৎ চিরপ্রফুল্ল। নিতান্ত নীরস প্রাণও তাঁহার সুধাসিক্ত সংস্পর্শে প্রীতিতে পরিপ্লাবিত হয়, এবং যাহার চিত্ত কিছুতেই আর্দ্র হয় না, সেও তাঁহার অমায়িকমুখচ্ছবি দেখিলে ক্ষণকালের তরে দ্রব হইয়া পড়ে।

ভক্তির সহিত মনুষ্যপ্রকৃতির উন্নতির আরও অনেক সম্পর্ক আছে। প্রণয়ের

প্রকৃত পুষ্টি ভক্তিতে। যে প্রণয়িযুগল পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভক্তিবদ্ধ নহেন, তাঁহাদিগের প্রণয় প্রণয়ের বিড়ম্বনা মাত্র। উহা দুর্ব্বাদলে শিশিরবিন্দুর ন্যায়। আপাততঃ দর্শনে মুক্তাফল বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু অতি সামান্য আলোড়নেই ঝাড়িয়া পড়ে এবং চক্ষুর অদৃশ্য হয়। পক্ষান্তরে, যাঁহাদিগের প্রীতি আরাধনার আকৃতি লাভ করে,এবং গিরিনির্ঝরনিঃসৃত গঙ্গাস্রোতের ন্যায় ভক্তির অমল ও অক্ষয় উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া এক-সমুদ্রে নিপতিত হয়, তাঁহারা কালের ক্রুরতা এবং অবস্থার পাকচক্রকে উপহাস করিয়া ঐ স্রোতেই চিরকাল নিরাতঙ্ক প্রবাহিত হন, এবং সকল বিষয়েই একীভূত হইয়া অন্তে একত্বে মিশিয়া যান। যথার্থ রসিকতাতেও ভক্তির আবশ্যকতা। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি নাই, তিনি গুণী হইলেও গুণগ্রাহী নহেন। অন্যদীয় গুণগৌরবে এবং অন্যগত রসে তিনি কখনও আকৃষ্ট হন না। তাঁহার প্রাণ স্বকীয় হৃদয়ের সংকীর্ণ কূপ পরিত্যাগ করিয়া কদাপি পরকীয় হৃদয়ের প্রশস্তক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। তাঁহার মুখে কেহই পরের প্রশংসাবাদ এবং যশোগুণ-গান শ্রবণ করেন কি না, সন্দেহের বিষয়। ক্ষুদ্র একটি নাস্তিকের মত তিনি চিরকালই আপনাতে আপনি আবদ্ধ থাকেন, এবং আপনার ক্ষুদ্রতাকেই চিরকাল উপাসনা করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। পুরুষকারেরও প্রধান ভিত্তি ভক্তি। যিনি মনে মনে পুরুষোচিত চরিত্রের একটি মনোমোহিনী মূর্ত্তি গঠন করিয়া সাধকের ন্যায় সতত সেই দিকেই চক্ষু স্থির রাখেন না, এবং সেই চারিত্রগত উৎকর্ষের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য প্রাণপণে যত্নশীল হন না, প্রকৃত মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে তিনি কখনও তাহা বুঝিতে পান না। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই তাঁহার পদস্খলন হয়, এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই তিনি নীচতার পিশাচবাসযোগ্য পঙ্কিল হ্রদে নিমজ্জিত হইয়া মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের ঘৃণা ও অবজ্ঞার কারণ হন।

কিন্তু এত মাহাত্ম্যসত্ত্বেও ভক্তির বিপক্ষীয় আছে; এবং দুঃখের বিষয় এই, যে ভক্তি অপরাপর জাতির অনেক প্রকার উন্নতির অনুকূল হইয়াছে, সেই ভক্তিই ভারতীয় আর্য্যবংশের সমস্ত উন্নতির মূলদেশে কুঠারের আঘাত করিয়াছে। ভারতবর্ষ এক সময়ে জ্ঞানে, গুণে, সাহসে, শৌর্য্যে এবং হৃদয়ের অনন্ত বৈভবে যেরূপ উদ্দ্রিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা চিন্তা করিয়া কবিকল্পনা আহ্লাদে নৃত্য করিত, ভারতীর বীণা হরিগুণমুগ্ধ নারদবীণার ন্যায় স্তুতিগানে প্রমত্ত হইয়া পড়িত, এবং দেশে বিদেশে সকল জাতিই সেই গৌরবের ছটায় অভিভূত হইয়া উহার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইত। আজি সেই ভারত জীবন্মৃত এবং শবশয্যায় শায়িত! আজি সেই জ্বলদগ্নিসন্নিভ অজেয় পুরুষকার অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত! ইহার কারণ কি? এই অতর্কিত—পূর্ব্ব সর্ব্বনাশ কি প্রকারে সংঘটিত হইল?

এদেশের মস্তকে বিনা মেঘে কোথা হইতে আসিয়া এই বজ্র পড়িল? যাহার যাহা প্রবৃত্তি হয় বল, আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভক্তির অপ্রাকৃত বিকাশ এবং অনুচিত প্রবলতাই ভারতবাসীর সমস্ত দুর্গতির মূল। কোথায় ভক্তির গুণানুবাদ করিয়া দেশীয়দিগকে দ্রবীভূত করিতে চেষ্টা করিব, আর কোথায় তাহা না করিয়া অভক্তিরই বন্দনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু সত্যের অনুরোধে এবং স্বজাতির মমতায় ইহা কোনক্রমেই না বলিয়া পারিতেছি না যে, ভারতবর্ষের যত কিছু বিপত্তি, সমস্তই ভক্তির বিকার হইতে। আমাদিগের সরলমতি পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ এই আপাতকঠোর, অপ্রিয় এবং একান্ত অসম্ভব কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠেন, প্রগাঢ়রূপে চিন্তা করিলে তিনিও আমাদিগের সিদ্ধান্তেই সায় দিবেন, এবং একই ব্যথায় ব্যথিত হইয়া একবিন্দু অশ্রুবারি নিঃক্ষেপ করিবেন। প্রকৃত সত্য, ঔষধের ন্যায় কটুকষায় এবং প্রথমতঃ যার পর নাই বিরক্তিকর হইলেও, পরিণামহিতকর এবং প্রাণপ্রিয়।

ভক্তির অনেক প্রকার অবান্তরভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান প্রস্তাবের জন্য আমরা বিষয়ভেদে ইহার তিনটি মাত্র বিভেদ স্বীকার করিয়া লইব; যথা, দেবভক্তি, গুরুভক্তি ও রাজভক্তি,—এবং এই ত্রিবিধভক্তিই ভাগ্যদোষে এদেশে কিরূপ বিসময় ফলে পরিণত হইয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শন করিব।

আদৌ দেবভক্তি। মনুষ্য সংসার-সমুদ্রে জলবুদ্বুদপ্রায়, কালের ক্রীড়াসামগ্রী, ধূলির কীট, অপূর্ণ, অসমর্থ, এবং অসংখ্য অভাববিশিষ্ট। সুতরাং যিনি দেশে অসীম, কালে অনন্ত, সৃষ্টির আদি কারণ, সকল তৃষ্ণার তৃপ্তিস্থান, সকল আশার সাফল্য, সকল অভাবের পরিপূরক, সেই পরিপূর্ণস্বরূপের প্রতি অচলা ভক্তি মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক গতি। কেহ শিখায় না, তথাচ মনুষ্য ভক্ত হয়। স্রোতস্বিনী যেমন স্বভাবতঃ সাগরের অন্বেষণ করে, ধূমশিখা যেমন স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধগামী হয়, লঘুবস্তু যেমন স্বভাবতঃই গুরুতর বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, মনুষ্যের তৃষাতুর প্রাণও সেইরূপ স্বভাবতঃই সেই প্রাণারামের শরণ লয়। নহিলে সে বাঁচে না, তাহার আত্মার অন্তরতম শূন্যতা বিদূরিত হয় না, সুখ তাহাকে সুখী করে না, তাহার অন্তঃস্থ দুঃখের অলক্ষিত দাহ কিছুতেই নিভিয়া যায় না। এই জন্যই সাধনা, এই জন্যই তপস্যা, এই জন্যই সহস্র প্রকার ভজনপদ্ধতি ও ভজনামন্দির, এবং এই জন্যই আরও সহস্রবিধ উপকরণ ও উপায়কল্পনা। যাঁহারা শুধু বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া এবং তর্কমাত্র সহায় করিয়া মনুষ্যের প্রকৃতি হইতে দেবভক্তির মূলোৎপাটন করিতে আয়াসপর হন, তাঁহারা আকাশের সহিত সংগ্রাম করেন। তাদৃশ ব্যক্তিদিগের যত্ন কোনদিনও সফল হয় নাই, এবং কখনও যে সফল হইবে ভূতদর্শী ইতিহাস

এরূপ সম্ভাবনা করেন না। মনুষ্যবিশেষ চক্ষুঃসত্ত্বেও অন্ধ এবং হৃদয়সত্ত্বেও হৃদয়হীন হইতে পারে; কিন্তু সমগ্র মানবজাতি কদাপি হৃদয়সত্ত্বে নিরালম্ব হইয়া থাকিতে পারে না। কালে কালে এবং যুগে যুগে, শিক্ষা, সভ্যতা এবং সমাজবিপ্লব প্রভৃতি কারণচয়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দেবভক্তির প্রকারে পরিবর্ত্ত ঘটে; কিন্তু উহার মূলপ্রকৃতি কোন কারণে এবং কোন পরিবর্ত্তনেই স্পৃষ্ট অথবা পরিবর্ত্তিত হয় না।

ভারতবর্ষ এই দেবভক্তির আদিস্থান এবং চিরবিলাসক্ষেত্র। ইহা সামান্য অভিমানের কথা নহে। পণ্ডিতেরা ইহাকে অদ্যাপি এই নিমিত্তই পুণ্যভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুসভ্য ইউরোপ এবং স্বাধীনতাপ্রিয় আমেরিকা ধর্ম্মবিষয়ে য়িহুদি জাতির মন্ত্রশিষ্য। সেই য়িহুদীয় প্রাচীন সাধকদিগকে আমরা কোন প্রকারেই ভারতীয় প্রাচীন ঋষিতাপসদিগের সহিত এ বিষয়ে তুলনাস্থলে আনয়ন করিতে পারি না। য়িহুদিজাতির বাইবল শাস্ত্রের আর যত কেন প্রশংসা থাকুক না, ধ্যান, ধারণা এবং স্বরূপচিন্তার উচ্চতায় এবং ভক্তি ও তপোনিষ্ঠার প্রগাঢ়তায় ভারতীয় তেজঃপুঞ্জ মহর্ষিবর্গের হৃদয়কন্দরনিঃসৃত বেদ ও উপনিষদের নিকট উহা সর্ব্বথা হীনপ্রভ। য়িহুদিজাতির ভক্তি প্রকৃতির অধিদেবতাকে সর্ব্বদা হৃদয়ের বাহিরে রাখিয়াছে; ভারতবাসী ভক্তিরসাঞ্জনে রঞ্জিত দিব্যচক্ষে তাঁহাকে তরুর পত্রে পত্রে, মেঘের পটলে পটলে, কলনাদিনী তরঙ্গিণীর মৃদুহিল্লোলে, সাগরে, পর্ব্বতে, গ্রামে, বিপিনে এবং সূর্য্যে, চন্দ্রে ও নক্ষত্রে নক্ষত্রে পাঠ করিয়া পরিশেষে প্রাণের প্রাণরূপে হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে। বস্তুতঃ কালকুক্ষিনিহিত সেই পুরাতন মহাতপাদিগের অতলস্পর্শ দেবভক্তি বিষয়ে যখনই চিন্তা করি, আত্মা তখনই বিস্ময়ে বিস্ফারিত এবং অবসন্ন হইয়া পড়ে; এবং পাপপঙ্কমগ্ন, দুঃখদগ্ধ, বর্ত্তমান ভারত কি তাঁহাদিগেরই ভূতপূর্ব্ব তপোবন, এই বিষম সংশয় আসিয়া চিত্তকে বিলোড়িত করে। যে জাতীয়েরা সাধনার পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, লোকে যে সেই জাতীয়দিগকে দেববংশসম্ভূত এবং তাঁহাদিগের পবিত্রভাষাকে দেবভাষা বলিয়া সম্মান করিবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? ভারতশ্রীর কিছুই এইক্ষণ আর নাই। বাল্মীকি যে এদেশে ভাবগদ্গদ মধুরস্বরে ভজনীয় দেবতার নাম গাইয়াছিলেন এবং শঙ্কর ও শাক্যসিংহ যে এই দেশেই তপস্যায় দেহপাত করিয়াছিলেন, তাম্রফলক ও ভগ্ন মঠ মন্দিরাদির বিলুপ্তপ্রায় লেখা অথবা পুরাতন শাস্ত্রাদির বচনাবলী ভিন্ন আর কিছুতেই তাহার বিশিষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তথাপি দেখ, পুরুষপরম্পরাগত হৃদয়সংস্কারের এমনই মহীয়সী শক্তি, আজও ভারতবর্ষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানের সময় কেহই স্বকীয় ইষ্টদেবনাম উচ্চারণ না করিয়া একপাদ পরিক্রম করে

না এবং ক্রিয়া কর্ম্মে,মঙ্গলোৎসবে,আহারে উপবেশনে, বহির্গমনে,—অধিক আর কি, সামান্য একখানি পত্র লিখিবার সময়েও কোন ব্যক্তি তাঁহার নামাক্ষর বিস্মৃত হয় না। স্রোত নিরুদ্ধ হইয়াছে, তথাপি তরঙ্গ ক্রীড়া করিতেছে। অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি উত্তাপের মত কেমন একটুকু অনুভূত হইতেছে! পৃথিবীতে আর কোথাও এইরূপ প্রাণগত ভক্তিনিষ্ঠা কোন কালে বিদ্যমান ছিল কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

যদি ঈদৃশী দেবভক্তি স্বভাবের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া একবারে সর্ব্বগ্রাসিনী না হইত, এবং যদি ভক্তিমূলক যোগসাধন বিনা পার্থিব জীবনের আর কোন প্রয়োজন না থাকিত, তবে কোনরূপ ক্ষোভের বিষয় হওয়া দূরে থাকুক, ইহার পর আর সৌভাগ্য ছিল না। কিন্তু মানবসমাজ যে ভাবে গঠিত হইয়াছে এবং সৃষ্টির আদিকাল হইতে অদ্যপর্য্যন্ত যে ভাবে উহা আবর্ত্তিত ও উন্নমিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে ইহাই নিঃসন্দেহ প্রতীত হয় যে, মানুষীশক্তির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশই মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুতরাং একথাও আসিয়া পড়ে যে, এই প্রকার ভক্তিবিহ্বলতা, তপশ্চর্য্যার একান্ত উপযোগি এবং ভাবের আবেশজন্য সেই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভের অদ্বিতীয়সহায় হইলেও, মনুষ্যাত্মার তাদৃশ বিকাশের পথে ভয়ঙ্কর এক অন্তরায়।

ভারতবাসীর অনৈসর্গিক দেবভক্তির প্রথম ও প্রধান ফল বিজ্ঞানের অভাব। এদেশে বিজ্ঞানচর্চ্চা বিষয়ে ঘোরতর অন্ধকার দেখিয়া অনেকেই অন্তরের সহিত বিস্মিত থাকেন, এবং যে জাতি দর্শন ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনে এতদূর সূক্ষ্মদর্শিতা প্রদর্শন করিল, সেই জাতি বিজ্ঞানের প্রতি বিমুখ হইয়া কেন আজি শিশুর ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, ইহা ভাবিয়া অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। আমরাও এবিষয়ে অনেক ভাবিয়াছি, অনেক দুঃখ করিয়াছি এবং ব্যাস যে দেশের কবি, গৌতম ও গঙ্গেশ উপাধ্যায় যে দেশের দার্শনিক, সেই দেশের অধিবাসীদিগের বুদ্ধি প্রকৃতির পুরদ্বারে প্রবেশ করিতে গিয়াই কেন প্রতিহত হইয়া আসিল, তাহা চিন্তা করিয়া বিবাদবিষে জর্জ্জরিত হইয়াছি। অন্যেরা এ প্রশ্নের কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, জানি না; আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে ইহাই ধ্রুবসিদ্ধান্তরূপে প্রতিভাত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষীয়দিগের বিজ্ঞানবিমুখতার যদি কিছু কারণ থাকে, সেই কারণ দেবভক্তি। প্রাচীন আর্য্যগণ জাহ্নবী কি যমুনার তটে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তিবিহ্বলকণ্ঠে সামগান করিয়াছেন, ইহলোকে থাকিয়াই কিরূপে স্বর্গলোকভোগ্য প্রশান্ত সুখের স্বাদলাভ করিবেন তচ্চিন্তায় নিবিষ্ট রহিয়াছেন, এবং যেমন যজ্ঞীয় হুতাশনে ঘৃতাহুতি অর্পণ করিয়াছেন, তেমন পারলৌকিক চিন্তানলে ঐহিক সমুদয়

কর্ত্তব্যকে আহুতিস্বরূপ অর্পণ করিয়া পৃথিবীর সকল চিন্তা ভুলিয়া গিয়াছেন; এদিগে অনন্ত জড়প্রকৃতি পুরোভাগে অস্পৃষ্ট গ্রন্থবৎ নিপতিত রহিয়াছে, চিত্ত ক্ষণকালের তরেও তৎপ্রতি প্রধাবিত হইলে সময়ের অপচয় এবং পাপজ্ঞানে উহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা একবারে সকল কারণের মূলকারণ সন্নিধানেই উপনীত হইতে যত্ন পাইয়াছেন; জগতের বিচিত্র কার্য্যপরম্পরা যে অগণিত কারণশৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছে, সোপানমঞ্চে আরোহণের ন্যায় ধীরে ধীরে তাহাতে পাদচারণা করিতে শিক্ষা করা অনর্থক প্রয়াস মাত্র বিবেচনায় তৎপ্রতি চিরদিনই বিরাগ দেখাইয়াছেন। কেহ পরলোক, কি যোগশাস্ত্র, কিংবা অধ্যাত্ম তত্ত্ববিষয়ক কোন কুটকথা উত্থাপন করিলে তাঁহার সারোদ্ধার করিবার জন্য বর্ষাধিক কালও তাঁহারা স্তিমিতনেত্র রহিয়াছেন; অথচ প্রাকৃত নিয়মঘটিত কোন সামান্য কথার প্রসঙ্গ হইলেও, ভগবানের সাক্ষাৎ ইচ্ছার উপর তাহা ফেলাইয়া দিয়া অজ্ঞলোকের মত অমনি চিন্তার ব্যাপার ও পরিশ্রম হইতে অবসর লইয়াছেন।

ইউরোপীয় দার্শনিকগণের অগ্রগণ্য পণ্ডিতবর হ্যামিল্টন মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনচ্ছলে একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যাঁহারা নিয়মসূত্রবদ্ধ জড়জগতের তত্ত্বচিন্তাতেই নিরন্তর ব্যাপৃত থাকেন, তাঁহারা প্রথমে নিয়মবাদী হন, তাহার পর আত্মা এবং ঐশী ইচ্ছার স্বাধীনতা অস্বীকার করেন, শেষে একবারে অনীশ্বর বাদেই গড়াইয়া পড়েন। এই উক্তি সর্ব্বথা সমীচীন নহে। কেন না দেখা যাইতেছে যে, জগতের অধিকাংশ মহানুভাব ব্যক্তিই ঘোরতর নিয়মবাদী, অথচ দেবভক্ত, পারলৌকিক চিন্তারত এবং তপোনিষ্ঠ। কিন্তু ইহার বিপরীত উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ হইতে পারে না। পৃথিবীর পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, যে জাতির পুরঃসর ব্যক্তিরা ভক্তির প্রাবল্যবশতঃ জ্ঞানের অগম্য এবং নিয়মাতীত অধ্যাত্মজগতের তত্ত্বচিন্তাতেই অহর্নিশ নিবিষ্ট থাকেন, সেই জাতি প্রথমতঃ উচ্ছৃঙ্খল দৈবী ইচ্ছাকেই সকল কার্য্যের গৌণ ও মুখ্য কারণ বলে, তাহার পর ঘোরতর দৈববাদী হয়, এবং অবশেষে জ্ঞানগম্য ও নিয়মতন্ত্র প্রাকৃতরাজ্যে এবং তাহার প্রবেশকুঞ্চিকাস্বরূপ বিজ্ঞান শাস্ত্রে একবারে বিমুখ হইয়া, জড়জগতে মনুষ্যের প্রভাববিস্তার এবং মানুষীশক্তির স্ফূর্ত্তিমাত্রকেই মহাপাপ বলিয়া চীৎকার করে। অনেক দেশ হইতেই একথার নিদর্শন সংকলন করা যাইতে পারে। তবে, আমাদিগের পক্ষে সে চেষ্টা উপহসনীয়। কারণ আমাদিগের জন্মস্থান ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইহার অধিকতর দুঃখজনক উদাহরণস্থল পৃথিবীতেই আর নাই। বিজ্ঞান দুর্ব্বলমনুষ্যের বল, সত্যের বিশ্রাম ভূমি, সভ্যতার নেতা, সা-

মাজিক শক্তির প্রধান সাধন এবং আধুনিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতির একমাত্র নিদান। ভারতবর্ষ ভক্তির সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সেই বিজ্ঞান-বলে বঞ্চিত হইয়াছে, এবং প্রকৃতির অবমাননাজন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ইদানীন্তন সকল জাতির নিকটই অধঃকৃত হইয়া পড়িয়া আছে।

ভারতীয় আর্য্যবংশের পূর্ব্বোক্তপ্রকার দেবভক্তির আর এক ফল অদৃষ্টবাদ। এই "অদৃষ্টই" এদেশের "দুরদৃষ্টের" বীজ। দার্শনিকদিগের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা, দেবমহিমা প্রতিষ্ঠার জন্য যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া, মনুষ্য-শক্তিকে এতই নীচে ফেলিতে যত্ন করিয়াছেন যে, শেষে মনুষ্যের বুদ্ধি, বিবেক, কৃতিত্ব ও স্বাধীনতা সমস্তই তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং মানুষ ও অমানুষ উভয়বিধ জগতে যত প্রকার কার্য্য ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগের কল্পনাবৃত চিন্তাপটে একমাত্র বিধাতার ইচ্ছাই তাহার কারণরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। মনুষ্য যে পাপ করে তাহাও বিধাতার ইচ্ছা, মনুষ্য যে পুণ্যের দিকে অগ্রসর হয়, তাহাও বিধাতার ইচ্ছা।—

"জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষিকেশ! হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

"ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা আমি জানি, কিন্তু ধর্ম্মে আমার প্রবৃত্তি হয় না; এবং অধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহাও আমি জানি, কিন্তু অধর্ম্ম হইতে আমার মন নিবৃত্ত হইয়া ফিরিয়া আইসে না। হে হৃষিকেশ! তুমি হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত আছ, তুমি যাহা করাও, তাহাই আমি করিয়া থাকি।"

এই বিশ্বাসের অন্তস্তলে কি গভীর নির্ভরের ভাব, কি অচিন্ত্য শান্তি নিহিত রহিয়াছে! অথচ ইহা নীতিশাস্ত্র, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি এবং কার্য্যতৎপরতার মূলদেশ পর্য্যন্ত কিরূপ চর্ব্বণ করিয়া ফেলিতেছে! অদৃষ্টবাদ শুধু নীতি ও কর্ত্তব্যকেই যে গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে, এমন নহে। এদেশীয়দিগের বিশ্বাসানুসারে মনুষ্যবুদ্ধির চিন্তার জন্য যত কিছু প্রশ্ন সম্ভবে, এক অদৃষ্টই তাহার মীমাংসার প্রথম ও শেষ স্থল হইয়াছে। রাজ্যের উত্থান ও পতন, দেশের উন্নতি ও অধোগতি, রোগ, শোক, বিপদ, সম্পদ, সকলই অনিয়মতন্ত্র, অদৃষ্টমূলক, এবং ভগবানের অহেতুকী লীলা খেলা। সৎ ও অসৎ, পৌরুষ ও অপৌরুষ, কোনরূপ ক্রিয়ার সহিতই মনুষ্যের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই; সে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিবে, এবং অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে যেখানে গিয়া উপনীত হয়, সেখানেই স্রোতোবিক্ষিপ্ত কাষ্ঠফলক কি মৃতদেহের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে। যদি অদৃষ্টে পরাধীনতা থাকে, সেই পরাধীনতা স্বাধীনতার স্বর্গসুখ হইতে গরীয়সী; এবং যদি অদৃষ্টে অপমানের অরুন্তুদ লাঞ্ছনা থাকে, সেই অপমান ও লাঞ্ছনাও সম্মানের

অতুল সম্পদ হইতে শ্লাঘনীয়। সেকন্দর সাহের সেনাতরঙ্গ,প্রমত্তসমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় সিন্ধু-নদ-বেলা অতিক্রম করিয়া,গ্রামের পর গ্রাম এবং নগরের পর নগর গ্রাস করিয়া আসিতেছে ; সাবধান ! তাহার প্রতিকূলে কেহই উত্থান করিও না। কারণ ইহা অদৃস্টের লেখা। আর ঐ যে মর্কটমূর্ত্তি মুসলমানটি সপ্তদশ সৈনিকমাত্র সহায় লইয়া অসংখ্য বীররক্ষিত বঙ্গভূমির বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিতে অগ্রসর হইতেছে, ওখানেও অনর্থক কেহ মাথা তুলিয়া বিপন্ন হইও না। কারণ, উহাও অদৃস্টের শাসন। হা অদৃষ্ট! তুমি কি অবনীর ললাটমণি ভারতভূমির সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই দেবভক্তির অমৃতসিন্ধু হইতে উত্থিত হইয়াছিলে ?

কোন স্থানের জল কি বায়ু যদি বিষাক্ত হয়, তাহার ফল অতিশীঘ্রই ফলিয়া উঠে, এবং লোকে অতিশীঘ্রই সতর্কতা অবলম্বন করে। কিন্তু কোন দেশের সাধারণবিশ্বাস যদি বিষাক্ত হয়, তাহা হইলে যুগান্তেও দেশীয়দিগের চৈতন্য হয় না। ইহার এক কারণ এই, যাঁহারা চিকিৎসক, যাঁহাদিগের হস্তে প্রতিবিধানের ভার, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রুগ্ন হইয়া পড়েন ; এবং আর এক কারণ এই, রোগটিও এমন সুশোভন মুর্ত্তি ধারণ করে যে, কেহই আর উহাকে রোগ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে ইচ্ছুক হয় না। হৃদয় যখন রুগ্ন হয়, তখন বেদনাবোধ আর কোথায় থাকে ? এবং যে রোগে বেদনা নাই, কে তাহার প্রতীকার করে ? ভারতবর্ষেরও ইহাই ঘটিয়াছে। ভক্তিবিকারজন্য অচিকিৎস্য ব্যাধি, ভারতবর্ষের রোমে রোমে এবং গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মহাব্যাধির ন্যায় প্রসৃত হইয়া উহার সমস্ত কলেবরকে এইক্ষণ নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্যম এবং স্পন্দহীন করিয়াছে; এবং রোগী শান্তির কুসুমকোমল সুখশয্যায় শয়ান হইয়া বহিঃস্থ ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় ঘটনার প্রতিই উদাসীন রহিয়াছে। তাহার কর্ণকুহরে বজ্রধ্বনি কর, তাহাতেও তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় না; তাহার ব্রহ্মরন্ধ্রে পাদপ্রহার কর, তাহাতেও অনুমাত্র ভ্রূক্ষেপ জন্মে না। দৈবীশক্তির অন্ধভক্ত, অদৃষ্টবাদী ভারতবাসী, জীবন-সংগ্রামে বিমুখ হইয়া এবং পুরুষকারের কণ্টকময় বর্ত্ম ও প্রকৃতির অনুবর্ত্তিতা পরিহার করিয়া, বহুকাল যাবৎ নির্ব্বাণমুক্তির জন্য লালায়িত হইয়া আছে। মনুষ্য সম্বন্ধে বিধাতার যথার্থ যাহা ইচ্ছা, যদি তাহা অনুসৃত না হয়, এবং যদি দেশের সমস্ত লোক একহৃদয়বৎ উত্থিত হইয়া অচিরেই এই বিষম বিকারের প্রতীকার না করে, তবে ভারতবর্ষের সকল আশা, সকল ভরসাই নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে ; এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতভূমি ইহলোকেই নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিবে।

আবাহন।

১

" উঠ গিরিরাজ মোহ পরিহরি,
শারদ-অম্বর-নীলিমা-সাগরে,
ছড়ায়ে রজত-কিরণ-লহরি,
বঙ্কিম শারদ চন্দ্রমা বিহরে ;
খেলিছে বিমল কিরণ লহরি
শুক্ল মেঘে মেঘে তরঙ্গি অম্বর,
লহরে লহরে যায় ছড়াছড়ি,
লবণাম্বুকণা তারকা নিকর।

২

" উঠ গিরিরাজ মোহ পরিহর,
দেখ একবার মেলিয়া নয়ন,
দেখ একবার শ্যাম কলেবর,
স্নিগ্ধ চন্দ্রিকায় শোভিছে কেমন !
দেখ একবার শোভিছে কেমন,
'রজত' 'কাঞ্চন' শৃঙ্গ মনোহর,
শোভিছে কেমন শোভার সদন—
মানস-সরস, দক্ষিণ সাগর !

৩

" দক্ষিণ সাগরে ব্যাপিয়া সুদূরে,
কি চঞ্চল শোভা ! লীলা নীলিমার !
কি সুন্দর শোভা সুধাংশুর করে,
চঞ্চল সমীরে শ্যাম বসুধার !
সুধাংশুর করে এবে একাকার,
শ্যাম বসুন্ধরা, সুনীল সাগর ;
মর্ত্ত্য প্রকৃতির উত্তরীয় হার,
শোভে মধ্যে, শ্বেত বেলা মনোহর !

৪

" উঠ প্রাণনাথ,—উঠ শৈলেশ্বর !
শারদ ষষ্ঠীর চন্দ্রমা কিরণে,
রজতমণ্ডিত খণ্ড জলধর,
ভাসে কটিদেশে চল সমীরণে !
আহা ! শরদের পূর্ণচন্দ্র জিনি,
পশ্চিম গগনে শোভিছে আমার
উমার বদন,—উমা ত্রিনয়নী
বৎসর অন্তরে আসিছে আবার !

৫

" কত চন্দ্র আজি আকাশে উদয়,
দেখ হিমালয় মেলিয়া নয়ন ;
শারদ চন্দ্রিকা হইয়াছে লয়,
তপ্তকাঞ্চনাভা পূর্ণিত গগন !
তপ্তকাঞ্চনাভা উপরগগনে !
তপ্তকাঞ্চনাভা মধ্যমেঘজালে !
তপ্তকাঞ্চনাভা সাগরদর্পণে !
তপ্তকাঞ্চনাভা বসুধা শ্যামলে !

৬

" বীরবালা মম, দানব-দলনী !
দেখ শৈলেশ্বর ! দেখ নাহি তুমি,
বহুদিন আহা !—সিন্ধু অতিক্রমি,
যে দিন যবন এভারত ভূমি
প্রবেশিল, হায় হইল সে দিন
যেই মূর্চ্ছা তব, ভাঙ্গিল না আর !
সপ্তশত বর্ষ সেই মূর্চ্ছাধীন,
রহিয়াছ,—নেত্র মেল একবার।

৭

বীরবালা মম দানবদলনী,
রণরঙ্গে মাতা রঙ্গিণী সতত,
দশভুজা রূপে আসিছে অবনী
দশভুজে দশ দিক্ পরিণত।
ত্রিনেত্রে ত্রিকাল ;—অনন্ত শকতি
যুগলবাহনে ; বামাঙ্গুষ্ঠমূলে
প্রমত্ত অসুর ভীষণ মূরতি
বিদীর্ণ হৃদয় বিশাল ত্রিশূলে।

৮

" দক্ষিণচরণে বিক্রমী কেশরী,
বমত্রক্ত-ধার বিশাল- কবলে
আক্রমি অসুরে—রণোন্মত্ত অরি—
সংহারক মূর্ত্তি মত্ত ক্রোধানলে।
হেন মহাশক্তি দলিয়া চরণে,
বিরাজে পার্ব্বতী—শক্তিবিহারিণী ;
ত্রিভঙ্গ মুরতি পূর্ণেন্দুবদনে
ভাসে মহিমার হাসি সৌদামিনী।

৯

" মার এইরূপে আহা মরি মরি ;
কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে মিশ্রিত
অর্দ্ধ রণচণ্ডী, অর্দ্ধ রাজেশ্বরী,
অমৃতে অনলে হয়েছে মণ্ডিত।
ভুবন-ঈশ্বরী গিরিজা আমার
মাথায় মুকুট,—পাশাঙ্কুশ কর ;
রণরঙ্গিণীর ঝলসে আবার,
অন্যকরে খড়্গ, চক্র, ধনুঃশর।

১০

" উত্তরে ভারতী—রজত বরণা,
মানস-সরস-পঙ্কজবাসিনী,
বেদমাতা, করে শোভে চারু বীণা,
সঙ্গীতসাহিত্য-শাস্ত্র-প্রসবিনী।
দক্ষিণে কমলা কমল-আসনা,
শোভে করে পদে সোণার কমল,
ঐশ্বর্য্যরূপিণী, কণকবরণা,
সচঞ্চল যেন পদ্মপত্রজল।

১১

" তার দুই পাশে কুমার গণেশ,
জ্ঞানেশ গণেশ—জ্ঞান অবতার ;
জীবন্ত আদর্শ! বিজ্ঞানের শেষ !—
মুষিকের পৃষ্ঠে ঐরাবতভার !
অন্যদিকে বীর্য্য সৌন্দর্য্য আধার,
শূর সেনাপতি শিখণ্ডিবাহন,
করে পূর্ণচাপ পৃষ্ঠে তূণভার,
রূপে রতিপতি—মানসমোহন।

১২

" ঊর্দ্ধে উমাপতি বৃষভবাহন,
নিমজ্জিত দেব তপস্যাসাগরে,
অনাদি,—অনন্ত,—সৃষ্টির কারণ,
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ভাবিছে অন্তরে।
মরি কি প্রতিমা !—অনন্ত-শকতি,
অনন্ত বীরতা, অনন্ত বিভব,
বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, প্রেম, যোগরতি,
একাধারে মরি ! পরিপূর্ণ সব।

১৩

" এইরূপে আজি বৎসর অন্তরে,
আসিছেন উমা দেখিতে তোমায় ;
উঠ গিরিরাজ, এইরূপে পড়ে,
আর কত কাল রহিবে মূর্চ্ছায় ?
উঠ গিরিরাজ, এই চন্দ্রালোকে,

উমার প্রতিমা দেখ একবার,
কে আছে জগতে, সুখে, দুঃখে, শোকে,
এই রূপে চিত্ত যুড়াবে না যার ?

১৪

" আহা মরি কিবা স্বর্গীয় সঙ্গীতে,
নন্দন-সৌরভে সুরভি সমীরে,
নামিছে প্রতিমা ধীরে অবনীতে,
যেন উল্কাখণ্ড নামিতেছে ধীরে !
স্বর্গে দেবগণ দেয় জয়ধ্বনি,
নক্ষত্র, তারকা, করে বরিষণ,
মর্ত্ত্যে মহোৎসবে ভাসিছে অবনী,
উঠিছে গগনে আনন্দ নিক্বণ !

১৫

" দুই আনন্দের স্রোত সন্ধিস্থলে,
কেমনে অচল আছ হিমালয় ?
ওই উমা অবতীর্ণা হিমাচলে,
উঠ প্রভু আর বিলম্ব না সয়।
দক্ষবিনাশন জামাতা তোমার
ভুলিলে কি ?—পূর্ব্বকাহিনী সকল ?
যোগ্য আবাহন না হলে তাঁহার,
প্রজ্জ্বলিত হবে ক্রোধদাবানল।

১৬

" ওই মা আমার অবতীর্ণা দ্বারে,
ত্রিদিবের শোভা হায় রে ভূতলে,
এস এস ও মা, বস না আমারে,
হিমপুরী ছাড়ি কেন বিল্বমূলে ?
পাষাণের মেয়ে আপনি পাষাণী,
কেমনে থাক মা একটি বৎসর,
ভুলিয়া মায়েরে ? এপাপ পরাণি,
পাষাণ বলিয়া না হয় অন্তর।

১৭

" হায় মাতা এই একটি বৎসর,
থাকি বাছা তোর পথ নিরখিয়া
অচলার মত ; হায় ! নিরন্তর
অচলমস্তক আবেশে রাখিয়া
যোগনিদ্রাগত গিরীশ-হৃদয়ে,
নিশ্বাসি ঝঞ্ঝায়, কাঁদি বরিষায়,
(শত অশ্রুধারে তিতি হিমালয়ে,)
জ্বলি মনস্তাপে নিদাঘজ্বালায়।

১৮

" কত সাধ তব শুনি সমাচার,
কিন্তু অভাগীরে কে দিবে বলিয়া ?
আপনি অচলা ; জনক তোমার
অচল-ঈশ্বর ; গগন ব্যাপিয়া
মহামহীরুহ তব ভ্রাতাগণ
অচল অটল,—পড়িবে ভাঙ্গিয়া
ভীমঝঞ্ঝাউৎপীড়নে, তথাপি কখন
একপদ কভু যাবে না সরিয়া।

১৯

" ভগ্নীগণ তব কোমল বল্লরী,
না পারে দাঁড়াতে আশ্রয় বিহনে ;
হেন অবলারে বল না, শঙ্করি,
এত দূর পথে পাঠাই কেমনে ?
তব অকুশল জানি অসম্ভব,
জানি তুমি সর্ব্বমঙ্গলা আপনি,
তবু অভাগীর পরাণ নীরব
কাঁদে, মার মন, দিবস রজনী।

২০

" কি দুঃখে মা তোর মেনকা গর্ব্বিণী
থাকে, ও মা তবু নামও তাহার,

মহামায়া তুমি, কিন্তু, ত্রিনয়নি,
যার প্রতি মায়া নাহি মা তোমার ;
কি দুঃখে যে বাঁচে জননী তোমার,
বলিব কেমনে ; যায় নাহি প্রাণ
শিখরী বলিয়া,—তাহাতে আবার
চাপা আছে বুকে কঠিন পাষাণ।

২১

" জান এই সপ্ত-শত-বর্ষ হায় !
মহাধ্যানে মগ্ন জনক তোমার ;
কত কাল আর বল না আমায়
রবে এই নিদ্রা ? ভাঙ্গিবে কি আর ?
আছে কি না আছে জীবন তাঁহার
বুঝিতে নাপারি,—চিহ্ন মাত্র হায় !
সমীরে সুদীর্ঘ নিশ্বাস সঞ্চার,
অশ্রু দুই ধারা গঙ্গা যমুনায় !

২২

" কত যত্ন, তবু হলো না চেতন,
ঢালিয়াছি শিরে তুষার শীতল ;
মানস সরসে প্রক্ষালি চরণ,
সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, বহে অবিরল।
রাখিয়াছি বক্ষঃ জলদে মাখিয়া,
সমাবৃত বপুঃ পল্লবে পাষাণে,
তথাপিও নাহি উঠিলা জাগিয়া,
মা মানে প্রবোধ অবোধ পরাণে।

২৩

" হায় রে সে দিন ভারতে যখন
'অকালগ্রহণে' হলো অন্ধকার,
দিগ দিগন্তরে ত্রাসিয়া জীবন
বিনা মেঘে হলো বিজলি সঞ্চার ;
উঠিল সে দিন যেই হাহাকার
আসমুদ্র গিরি ভারত যুড়িয়া ;
শুনি সেই ধ্বনি, শুধু একবার
ঝটিকা নিশ্বাস ছাড়িলা কাঁপিয়া।

২৪

" সে দিন উছলি নয়নের জল,
যমুনা জাহ্নবী শতস্রোতধারে
নামিল ভাসায়ে শ্যাম বক্ষঃস্থল,
অৰ্দ্ধেক ভারত প্লাবিয়া আসারে ;
সে নীরব শোকে, নীরব রোদনে,
জানিলাম নাথ আছেন জীবিত,
কিন্তু কত কাল কাটাব এমনে,
যোগনিদ্রা কবে হবে অন্তর্হিত।

২৫

" রাজার বিহনে রাজ্য ছারখার,
'ধবল,' 'কাঞ্চন' শেখর যুগলে,
রজত, কাঞ্চন ভাণ্ডার আমার
পড়েছে ছড়ায়ে ; ভ্রমে দলে দলে
গজ, অশ্ব, সাদী নিষাদী বিহনে ;
পশু পক্ষী শালা ভাঙ্গিয়া বেড়ায়
যত জীবগণ ; বলিব কেমনে,—
পদানত সিংহ উঠেছে মাথায়।

২৬

" জান কত শত যুগ যুগান্তর,
রত্নাকর সনে যুঝি অনিবার,
উদ্ধারিলা রণজয়ী শৈলেশ্বর ;
রত্নপ্রসবিনী ভারত আমার।
রত্নাকর সর্ব্ব উৎকৃষ্ট রতনে,
গঠিত তাহার শ্যাম কলেবর,
নাহি হায় ! এই মরত ভবনে,
একাধারে এত শোভা মনোহর।

২৭

" মহারণে সিন্ধু মানি পরাজয়
সোণার ভারত দিয়া উপহার,
কহিল জলধি ক্লান্ত ফেণময়,
এই শ্বেত বেলা লঙ্ঘিব না আর।
আদেশিলা অদ্রি-ঈশ্বর তখন—
সিন্ধো! এই সন্ধি হলো তব সনে,
মহাগড়ে বেলা করিয়া বেষ্টন,
রক্ষিবে ভারতে দক্ষিণে আপনে।

২৮

" মহাদুর্গ করি আপনি উত্তরে
রহিলাম আমি, রাখিও স্মরণ,
রাখিলাম দৃষ্টি তোমার উপরে,
তব লীলাবর্ত্ত করিব দর্শন।
সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র উত্তরে পূরবে
রবে পর্য্যটক প্রহরিযুগল,
একটি মুহূর্ত্ত দাঁড়ায়ে নারবে,
রক্ষিবেক সীমা ভ্রমি অবিরল।

২৯

কিন্তু অবিশ্বাসী পশ্চিম প্রহরী,
গোপনে যুনানী যবন তস্করে;
কতবার নিজ বক্ষে পার করি
করাল প্রবেশ ভারত ভিতরে;
সেই দস্যুস্রোতে দিগ ভাসাইয়া,
কত রত্ন, শোভা, বলিব কেমনে,
কিন্তু সেই স্রোত দিল ফিরাইয়া,
সম্মুখ সমরে বীরপুত্রগণে।

৩০

" হায়! গৃহছুরি কাটে গৃহ যদি
দেবে ও না পারে রক্ষিতে তাহারে;
বিশ্বাসঘাতক সিন্ধু নিরবধি
অন্বেষিয়া গৃহছিদ্র দুরাচারে,
আনিল ভারতে পুনঃ দস্যুদল,
অন্তর-বিগ্রহে ক্লান্ত দিল্লীশ্বরে,
যুঝিল একাকী—হইল উজ্জ্বল,
যবনের অর্দ্ধচন্দ্র থানেশ্বরে।

৩১

" দেখিয়া নগেন্দ্র হইলা মূর্চ্ছিত,
বজ্রাঘাতে যেন; বহুদিন পরে
ভীম ভূকম্পনে, পাইয়া সম্বিত,
বলিলা, জীমূত-মন্দ্র ভয়ঙ্করে
'শৈলেন্দ্রাণি! আমি মেলিয়া নয়ন
বিধর্ম্ম পতাকা দেখিব না আর,
হবে ভারতের যেই নির্য্যাতন
আজি হতে, প্রাণে সবে না আমার।

৩২

" ভারতের তরে আজি যোগাসনে
বসিলাম, দেবি; উদিলে আবার
অস্তমিত রবি ভারত-গগনে,
সেই দিন ধ্যান ভাঙ্গিবে আমার।
সপ্তশত বর্ষ হতেছে অতীত,
নাহি চিহ্ন মাত্র এখনো তাহার,
বল উমা সে কি চির অস্তমিত?
ভারতের ভাগ্যে অনন্ত আঁধার?

৩৩

" হইতেছে নিশি ক্রমে গাঢ়তর;
গেল যবনেরা; কিন্তু পারাবার
চির অবিশ্বাসী—নির্দ্দয় অন্তর,
সোণার ভারত ডুবাল আবার'।
ওই সপ্তাতীত বাষ্পীয় বাহনে,

লুঠি ভারতের রতন-ভাণ্ডার
নিতেছে বহিয়া, শোষে প্রাণপণে
শত স্রোতে হায় শোণিত তাহার।

৩৪

"দেখ হৈমবতি, দেখ একবার
পিঞ্জরের পাখী ভারতদুঃখিনী,
নাহি সেই রূপ, নাহিক তাহার
সেই স্বর্ণ কান্তি বিশ্ববিমোহিনী।
অনন্তবন্ধনে বেঁধেছে তাহায়,
বাষ্প ও বিদ্যুতে বিতংসে লোহার,
বসি নিরশনে, ঝুলিছে মাথায়
সূক্ষ্ম সূত্রে শত অসি খরধার।

৩৫

"তিন দিন মাত্র পাইয়া তোমায়,
পূর্ব্ব স্মৃতি তার উঠে উছলিয়া,
পূজে ফল পুষ্পে; পাইবে কোথায়,
পুজিবারে সেই রত্নরাশি দিয়া?
কাটে মহাসুখে এই তিন দিন,
আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভুলি দুঃখভার,
মানস হিল্লোল হইলে বিলীন
দশমীতে, পুনঃ দেখে কারাগার।

৩৬

"যাও উমা তবে দুঃখিনীর ঘরে,
শারদ সপ্তমী হতেছে প্রভাত,
দেখ মা অরুণ পূরব অম্বরে,
কি আনন্দরেখা করিতেছে পাত!
বাজিছে ভারতে প্রভাত আরতি;
উঠিছে আকাশে আনন্দ নিক্কণ;
বৎসর অন্তরে যাও হৈমবতি,
দুঃখিনী ভারত যুড়াক জীবন।"

৩৭

এস হৈমবতি, এস মা ভারতে,
বঙ্গকবি মাতা করে আবাহন;
এস মা ভারতে কল্পনার রথে
দশভুজা রূপে উজলি গগন।
উঠ বলহীন ভারত-সন্তান,
পূর্ণজ্ঞানালোকে কর দরশন,
হতেছে ভারতে দেখ অধিষ্ঠান
মহাশক্তি; উঠ, কর আবাহন।

শ্রীনঃ

বড়বানল।

যাঁহারা বাদার মধ্যদিয়া নৌকাযোগে কলিকাতা গমনাগমন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, রজনী সময়ে বাদাবনস্থ নদীর জল দাঁড়ের আঘাতে একটুকু বিলোড়িত হইলে খদ্যোতবৎ আলোক নয়ন গোচর হইতে থাকে। এমন কি বাদার নদীতে যে সকল ক্ষুদ্র চিঙ্গড়ী মৎস্য পাওয়া যায়, রাত্রিকালে তাহাদিগের শল্কহইতেও আলোক বিকীর্ণ হয়। বোধ হয় সমুদ্রের সহিত এই সকল নদীর সাক্ষাৎ ভাবে সংস্রব থাকাতে এবং সমুদ্রের নিকটবর্ত্তি হওয়াতে, উহাতে এইরূপ আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ সমুদ্রগর্ভেই এই আলোকের উৎপত্তি।

মাবিকেরা সময়ে সময়ে এই সামুদ্রিক আলোক সন্দর্শন করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়াছে; এবং এই প্রাকৃতিক ব্যাপার হইতে তাহাদিগের মধ্যে নানা কুসংস্কার মূলক অবৈধ বিশ্বাসের উৎপত্তি হইয়াছে। কল্পনা-প্রিয় হিন্দু মহর্ষিগণ এই আলোককে বড়বানল নামে অভিহিত করিয়া, ইহার একটি অদ্ভুত উৎপত্তির প্রসঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অভিধানে ইহার যে কএকটি নাম * প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি "ঔর্ব্ব"। এই অর্থটি ও প্রাগুক্ত কাল্পনিক উপাখ্যান হইতে উৎপন্ন। সংক্ষেপে সেই উপাখ্যানটি নিম্নে প্রকটিত হইল।

কৃতবীর্য্যনামা ক্ষত্রিয় রাজা হোমার্থ সমৃদ্ধ ভৃগুবংশের নিকট ধন প্রার্থনা করাতে, ভার্গবেরা অস্বীকার করেন। তন্নিবন্ধন ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধারম্ভ করিয়া একে একে ভৃগুবংশীয়দিগকে নষ্ট করেন। ভৃগুবংশীয়া শতমহিলা হিমবাণ পর্ব্বতে পলায়ন করেন, তন্মধ্যে জনৈক রমণীর গর্ভে ঔর্ব্ব ঋষির জন্ম হয়। ঔর্ব্ব ক্ষত্রিয়দিগের অত্যাচারে ভৃগুবংশের লোপাপত্তি বৃত্তান্ত মাতার নিকট শ্রবণ করিয়া ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইলেন, এবং সর্ব্বলোক বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু পিতৃলোক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সেই ক্রোধজ বহ্নি মকরালয়ে নিক্ষেপ করিলেন।

"ততস্তং ক্রোধজং তাত!
ঔর্ব্বোঽগ্নিং বরুণালয়ে,
উৎসসর্জ্জ স চৈবাপ
উপযুঙ্ক্তে মহোদধৌ।
মহদ্ধয়শিরো ভূত্বা
যত্তদ্বেদবিদো বিদুঃ,
তমগ্নি মুদ্গিরন্ বক্ত্রাৎ
পিবত্যাপো মহোদধৌ।"

ইতি ঔর্ব্বোপাখ্যান শততম অধ্যায়।
মহাভারত, আদিপর্ব্ব।

বশিষ্ঠ কহিলেন "হে বৎস! অনন্তর ওর্ব্বঋষি ক্রোধাগ্নি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন; উহা মহাসমুদ্রের জল শোষণ করিতে লাগিল। একটি বৃহৎ অশ্বের মস্তক হইয়া, মুখহইতে সেই অগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে মহাসমুদ্রের জলপান যে করিতে লাগিল, তাহা বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা অবগত আছেন।"

সংস্কৃত কোন কোন অভিধানে, বড়বানলকে "নরকাগ্নি" বলা হইয়াছে। অনেকে বিশ্বাস করেন বৈতরণী নদী অথবা অনুশাসনপর্ব্বোক্ত রৌরব নামক নরকাগ্নি সমুদ্র গর্ভে প্রতিভাত হইয়া বড়বানল রূপে খ্যাত হয়। বোধ হয়, এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাসই প্রাগুক্ত নামের নিদান। এদেশে কোন কোন স্থানে সীতাকুণ্ড নামে যেসকল উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তাহার কোন কোনটিতেও অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। সাধারণতঃ উক্ত অগ্নিকেও বড়বানল কহে। এইজন্য চট্টগ্রামস্থ সীতাকুণ্ডের

---

* শুচিবহ্নিস্তমৌর্ব্বস্তু বাড়বো বড়বানলঃ। ইত্যমরঃ।

অপর নাম বাড়বকুণ্ড। কিন্তু আমাদিগের শিরনামাঙ্কিত বড়বানল হইতে উক্ত বাড়বাগ্নির প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং ইহাদের হেতুও পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এই নৈসর্গিক ব্যাপার সম্বন্ধে যেরূপ কল্পিত উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্রূপ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরাও ইহার সম্বন্ধে নানা প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। এই অগ্নির প্রকৃতি, লক্ষণ ও ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিক মতের সারাংশ প্রদর্শন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। আমরা বৈজ্ঞানিক দিগের গবেষণারূপ সলিলধারা ঔর্ব্বঋষির ক্রোধজবহ্নি জন্মের মত নির্ব্বাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তদীয় বংশধরেরা যেন আমাদিগের প্রতি কুপিত না হন।

এই অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অর্ণবপোতে গমন করিতে করিতে কখন কখন নাবিকেরা দেখিতে পায় যে অদূরে বহ্নিস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সেই অগ্নি কখন সমুজ্জ্বলতড়িদ্বৎ চঞ্চল; কখন প্রশান্ত ও মৌক্তিকহারের ন্যায় স্নিগ্ধপ্রভ; এবং কখনও বা স্ফুলিঙ্গ পটলের ন্যায় ইতস্তত: ভাসমান। পুনশ্চ দেখিতে দেখিতে পাবককণা সমূহ সমবেত হইয়া বহুদূর বিস্তৃত বহ্নিক্ষেত্রের ন্যায় শোভা পায়। পরন্তু কখন কখন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অনলস্তূপ দীপ্তিশালী যাদোবৎ পরস্পর আঘাত প্রতিঘাত করে, এবং ক্ষণে আবির্ভূত ক্ষণে তিরোহিত হইতে থাকে। নাবিকেরা এই সামুদ্রিক অগ্নি দর্শনে সচরাচর ইহাকে "জ্বলদর্ণব" নামে অভিহিত করে। কিন্তু সামান্য অগ্নির সহিত ইহার সাদৃশ্য অতি অল্প। এই অগ্নি ঈষন্নীলিমাযুক্ত,তরল পীতাভ। গলিত গন্ধকোৎপন্ন অগ্নিশিখা, বা মিল্টন বর্ণিত নরকাগ্নি সহ ইহার তুলনা হইতে পারে। পোতারোহিগণ বহুদূর হইতে এই অগ্নি দেখিতে সক্ষম হয়। অর্ণবযানের গতি অথবা বায়ু প্রবাহ নিবন্ধন বীচিমালা সমুত্থিত হইলে উহা আগ্নেয়গিরিশৃঙ্গবৎ প্রতীয়মান হয়।

মেল্লার * এবং অপর কেহ কেহ বলেন যে, 'যে কারণে হীরক প্রভৃতি কোন কোন স্বচ্ছ পদার্থ সূর্য্যরশ্মিতে অনেক ক্ষণ রাখিয়া, রাত্রিকালে অন্ধকার গৃহে লইয়া গেলে আলোক বিস্তার করে, সৈন্ধব আলোকও সেই কারণে সমুৎপন্ন। দিবাভাগে সমুদ্রজলে সূর্য্যকিরণ আকৃষ্ট হয়; রজনীযোগে তাহাই আলোকরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে'। আর এক সম্প্রদায় বলেন, 'যে ধর্ম্মবলে বায়ুসংযোগে জ্বলনশীল রাসায়নিক বস্তু বিশেষ (ফস্‌ফরস্) হইতে অগ্ন্যুৎপাদন হয়, সমুদ্র জলও সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট'। তৃতীয় পক্ষ বলেন, 'মেঘে মেঘে সংঘর্ষণ হইয়া যেরূপ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, বীচি সমূহের পরস্পর সংঘর্ষণে তদ্রূপ বড়বানলের উৎপত্তি'। এই তাড়িত অর্ণব-

* ইনি একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্‌ ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টফালি প্রদেশে মাল্টিবেক নগরে ইহাঁর জন্ম হয়।

সলিলে আছে, না অপর কোথা হইতে আকৃষ্ট হয়, উক্ত মতাবলম্বীরা তাহার কোন উত্তর করিতে প্রস্তুত নহেন। চতুর্থ সম্প্রদায়ের মতে বড়বানল সামুদ্রিক জলের বিশ্লেষীকরণ হইতে সমুৎপন্ন। এই সকল মত লিখিতে লিখিতে আমার একটি কথা স্মরণ হইল। কথাটি না লিখিয়া পারিলাম না, পাঠক, অপ্রাসঙ্গিকতা মার্জ্জনা করিবেন।

একবার খুলনা অঞ্চলের একখানি নৌকায় বাটীতে যাইতেছি। সন্ধ্যার পর নাবিকেরা রন্ধন করিতে করিতে সামুদ্রিক আলোকের কথা লইয়া পরস্পর গল্প করিতেছে। বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের নিকট অদ্ভুৎ গল্প শুনিয়া শুনিয়া উহার প্রতি আমার এরূপ শ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছে যে, আমি কৃষক, নাবিক প্রভৃতি নিরক্ষর লোক দেখিলেই, তাহাদিগের সহিত মিশিতে চেষ্টা করি, এবং ভক্তিভাবে ঐরূপ অদ্ভুৎগল্প শুনিতে থাকি। ফলতঃ যিনি যাহাই বলুন না কেন, যখন অপর কোন কর্ম্ম হস্তে না থাকে, তখন বিনা ব্যয়ে এরূপ নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করা আমার মতে অসঙ্গত নহে। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত সামুদ্রিক আলোক সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিল, তৎসমুদয় রদ্ করিয়া বৃদ্ধ মাঝি কহিল, "বাদাতে গাজি সাহেব একদিন বসিয়া তামাক খাইতেছেন, এমন সময় বাঘেরা যাইয়া নালিশ করিল, 'জোনাব, আর আমরা আপনাকে বহিতে পারিব না। মা কালীর ভূত পিশাচেরা আগুন জ্বালে (আলেয়া) তাই দেখে ভয় পেয়ে আমরা শীকার করিতে পারি না।' গাজি কহিলেন 'হিন্দুর দেবতার এতদূর ক্ষমতা! আমি গঙ্গার বাহন জলচর (মকর) দিগকে পোড়াইয়া মারিব।' গাজি সাহেব এই বলিয়া কল্কের আগুন জলে ফেলিয়া দিলেন। সেই অবধি জলে রাত্রিকালে আগুন জ্বলে।"

ইতি পূর্ব্বে যেসকল বৈজ্ঞানিক মতের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বৃদ্ধ মাঝির মত কোন অংশে অযৌক্তিক নহে। ফলতঃ এপর্য্যন্ত আমরা যে সকল মতের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার একটিও বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষা-সিদ্ধ নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা সমুদ্রজল হইতেই এই নৈসর্গিক ব্যাপারের উৎপত্তি হয় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; সুতরাং তাঁহাদিগের গবেষণা একমাত্র সমুদ্র জলে নিবদ্ধ থাকাতে পূর্ব্বোক্ত ভ্রমাত্মক মতব্যূহের প্রচার হইয়াছে। সংপ্রতি আমরা আধুনিক প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মতের উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা সমুদ্রজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তন্মধ্যে যে সকল ঐন্দ্রিয়িক পদার্থ (অর্গেনিক্ সাবষ্টেন্স্) আছে, তৎসমুদয় পরীক্ষা পূর্ব্বক বড়বানলের প্রকৃত হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ডাক্তার মেক্কালক * বারংবার পু-

* ডাক্তার মেক্কালক—১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে গারন্‌ছিতে এই খ্যাতনামা ভিষক্ ও অস্ত্র-চিকিৎসকের জন্ম হয়।

আনুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমুদ্রে যেসকল প্রাণী বাস করে, তাহাদিগের মৃতগলিত দেহ হইতে এই আলোকের উৎপত্তি। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে, সমুদ্রস্থ জলের সাধারণ বর্ণ নীল, কিন্তু কর্দ্দম শৈবাল কীটাণু প্রভৃতি সংযোগে কখন কখন হরিদ্বর্ণ দৃষ্ট হয়। সমুদ্রজল যতই হরিদ্বর্ণ হয়, বড়বাগ্নি ততই অধিক হয়; পরে যখন শুভ্রবর্ণে পরিণত হয়, তখন বড়বানল যৎপরোনাস্তি বর্দ্ধিত, উজ্জ্বল ও বহুদূর বিস্তৃত হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কোন কোন প্রাণীর শরীর হইতে আলোক বহির্গত হইতে থাকে। এবং সামুদ্রিক জলের শুভ্রাবস্থায় এইরূপ মৃত দেহ বহুল পরিমাণে থাকাতে আলোকের এত আধিক্য।

উপরোক্ত কারণটি প্রস্তাবিত নৈসর্গিক কাণ্ডের একমাত্র হেতু নহে। নাবিকেরা সময়ে সময়ে এমন কি ডাক্তার মেক্ কালক স্বয়ং এমন অনেক সামুদ্রিক জীবের উল্লেখ করিয়াছেন,যাহাদিগের শরীর হইতে জীবিতাবস্থায়ই প্রভূত আলোক নিঃসৃত হয়।

ডাক্তার বুকানন্ * লিখিয়াছেন, ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশে অর্ণবযান যোগে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলাম, সমুদ্রের জল অত্যাশ্চর্য্য শুভ্রাকার ধারণ করিয়াছে। আকাশ সর্ব্বত্রই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কেবল ১৫° অক্ষাংশে কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইল। সায়ংকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি অষ্টম ঘটিকা পর্য্যন্ত শুক্লত্ব ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ৮ম ঘটিকা হইতে ১১ শ ঘটিকা পর্য্যন্ত এরূপ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল যে, ছায়াপথের সহিত সাগর গর্ভের তুলনা করা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। পরন্তু ছায়াপথের মধ্যে মধ্যে যেরূপ সমুজ্জ্বল নক্ষত্র দৃষ্ট হয়,এই শুভ্রসাগরের স্থানে স্থানেও তদ্রূপ বড়বাগ্নিখণ্ড গুলি দেখা যাইতে লাগিল। রাত্র দুই প্রহরের পর হইতে সেই আলোকমালা ক্রমে অপসৃত হইতে আরম্ভ করিয়া উষাকালে একবারে অদৃশ্য হইল। সমুদ্রসলিলের শুভ্রতা বশতঃ অর্ণবপোতের উপরিভাগ এতদূর আলোকিত হইয়াছিল যে, পোতের সমুদয় রজ্জু ও অন্যান্য সামগ্রী স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঊর্ম্মিমালা অদৃশ্য হইয়াছিল। তাহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে তখন ঊর্ম্মি উত্থিত হইতেছিল না। কারণ তখনও তরঙ্গের আঘাতে পোত কম্পিত হইতেছিল, এবং তাহার শব্দও কর্ণগোচর হইতেছিল।

এই অদ্ভুৎ দৃশ্যের হেতু নির্দ্দেশ মানসে ডাক্তার বুকানন্ কএক পাত্র আলোকিত জল উত্তোলন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে, এক যবোদরের শোড়ষাংশের একাংশ পরিমিত দীর্ঘ ও তদনুরূপ প্রস্থ বহুসংখ্যক দীপ্তিশীল কীটাণু সঞ্চরণ করিতেছে। ইহার কোন কোনটির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চি পরিমাণ, কিন্তু প্রস্থে সকলগুলিই

* ডাক্তার ফ্রেন্সিস্ বুকেনন্। "এডিমবরা দার্শনিক পত্রের" এক প্রবন্ধে।

তুল্য। সাধারণতঃ জলকীটগণ যেরূপ ভাবে সন্তরণ করে ইহাদের গতিও ঠিক তদ্রূপ। তিনি কএকটি কীটাণু অঙ্গুলীর অগ্রভাগে স্থাপন করিলেন, তথা হইতেও আলোক নির্গত হইতেছে। দীপের নিকট ধারণ করাতে আলোক অন্তর্হিত হইল; কিন্তু একটা পিনের অগ্রভাগে উত্তোলন করাতে ঊর্ণনাভের তন্তুবৎ সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণের সূত্রের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। সাড়ে তিন সের জলে প্রায় চারিশত কীটাণু দেখা গিয়াছে। অথচ জলের রঙ্গ স্বাভাবিক ছিল।

যে সকল জলজ প্রাণীর বিষয় উপরে বর্ণিত হইল, তৎসমুদয়ই অত্যন্ত ক্ষুদ্র। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দীপ্তিশীল জীবের বৃত্তান্তও কোন কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেনেট সাহেব স্বপ্রণীত "পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে তিমি ধৃতকরণ বৃত্তান্ত„ নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, একদা নির্ব্বাত ও তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে হরণ অন্তরীপের নিকট পোত যোগে বিচরণ করিতেছিলাম, সহসা চতুর্দ্দিক আলোকময় দেখিতে পাইলাম। সমুদ্রের প্রশান্ত অবস্থায় আলোক ক্ষীণপ্রভ ছিল, কিন্তু পোতের গতি নিবন্ধন জল আলোড়িত হওয়া মাত্র প্রজ্বলিত বহ্নিশিখার ন্যায় এত আলোক বিকীরণ করিতে লাগিল যে, পোতস্থ সমুদয় বস্তু আলোকিত হইয়া উঠিল! জাহাজের পার্শ্বে একখানি জাল টানিয়া লওয়াতে বোধ হইতে লাগিল ধূমকেতুবৎ পুচ্ছবিশিষ্ট একটি অগ্নিপিণ্ড চলিয়া যাইতেছে। মৎস্য গুলা ইতস্ততঃ উল্লম্ফন করাতে বোধ হইল যেন অগ্নিরেখা অঙ্কিত হইতেছে।

মেঃ বেনেট পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন, এক প্রকার চাঁদা মৎস্য হইতে এই আলোক বহির্গত হইয়াছিল। ইহার আকার গোল ও চেপ্‌টা, বর্ণ তরল-পীত, এবং ইহার পরিধি প্রায় আট ইঞ্চি। ইহার শরীরের ঊর্দ্ধভাগের পার্শ্বে ব্রণের ন্যায় উপমাস আছে; এবং কবজী মৎস্যের ডানার মত সকণ্টক ডানা ঐ উপমাসের সহিত সংলগ্ন। উত্তেজিত হইবামাত্র সেই সকণ্টক পক্ষ সম্বলিত উপমাস ঘন ঘন কম্পিত হইয়া থাকে, এবং তাহা হইতে কিরণজাল বহির্গত হয়। পুনশ্চ মৎস্যটি যতই প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিতে থাকে আলোক ততই মন্দীভূত হয়। বেনেট সাহেব আরও একটি আশ্চর্য্য ব্যাপারের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মৎস্যের শরীরে আঁঠাবৎ এক পদার্থ (বিজল) আছে, উহা জলের সহিত মিশ্রিত হইলে, জলেরও আলোক-বিকীরণশক্তি জন্মে। উক্ত মহাত্মা কএকটি মৎস্য লইয়া পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া দেখিয়াছেন, উহা হইতেও আলোক বহির্গত হয়। সুতরাং আলোক ঐ আঁঠাবৎ পদার্থের গুণ, লবণাক্ত জলের ধর্ম্ম নহে।

প্রাগুক্ত চাঁদা ব্যতীত ১০।১২ প্র-

কার একজাতীয় তিন ইঞ্চি পরিমিত ক্ষুদ্র মৎস্য পরীক্ষা করিয়া বেনেট নির্ণয় করিয়াছেন, যে তাহাদিগেরও দীপ্তিপ্রদ শক্তি আছে। এই জাতীয় মৎস্যের শল্ক ও পক্ষ পাংশুবর্ণ, শরীরের সাধারণ রঙ্গ ইস্পাতের ন্যায়। দেহের নিম্নভাগে উদরের পার্শ্বে একসারি গোলাকার অগভীর রন্ধ্র আছে। শরীরের অপরাপর স্থানেও ঐরূপ রন্ধ্র আছে, কিন্তু তাহাদিগের গভীরতা আরও অল্প ও সেগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সমুদ্রের জলপূর্ণ একটা পাত্রের মধ্যে ইহার কএকটা ছাড়িয়া দেওয়াতে আনন্দে সন্তরণ করিতে লাগিল। প্রাগুক্ত রন্ধ্র হইতে নক্ষত্র জ্যোতির্ব্বৎ আলোক বহির্গত হইতে আরম্ভ করিল। সেই আলোক কখন স্তিমিত, কখন নির্ব্বাপিত, কখন বা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল। হস্তদ্বারা ধৃত করিতে গেলে, ক্রুদ্ধভাবে সবেগে সন্তরণ করিতে লাগিল; তখন কেবল রন্ধ্র নয়, সমগ্র শরীর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু মৎস্যগুলি প্রাণত্যাগ করিবামাত্র আলোক সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইল।

পূর্ব্বোক্ত চাঁদা ব্যতীত আরও অনেক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাঁদা বা নক্ষত্র-মৎস্য আছে; রাত্রিকালে তাহাদের দেহ হইতে কিঞ্চিন্নীলাভ আলোক বহির্গত হয়। এই সকল মৎস্যের অবয়ব স্বর্ণমুদ্রার মত, এবং ইহাদের শরীরেও সমদূরবর্ত্তী পাংশুবর্ণ চিহ্ন আছে; তাহা হইতেই আলোক উৎপন্ন হয়। ইহাদের শরীরস্থ আঁঠাবৎ পদার্থ হস্ত দ্বারা চটকাইলে, নক্ষত্রবৎ জ্যোতিঃ বহির্গত হয়। সামুদ্রিক তরঙ্গের আঘাতে যখন এইরূপে আলোক বহির্গত হয়, তখন তরঙ্গমালা অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণমণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। আমরা বড়বানল সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতে তিনটি বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দ্দিষ্ট হইল। (১) কোন মৃত মৎস্যের শরীর হইতে, (২) কোন কোন জীবিত মৎস্যের শরীর হইতে, (৩) এবং ঐ সকল মৎস্যের শরীরস্থ বিজল জলে মিশ্রিত হইলে তাহা হইতে, আলোক বহির্গত হয়।

(জ)—

প্রচলিত ও অপ্রচলিত মিথ্যা কথা।

মনুষ্যসমাজ কখনই মনুষ্যকে পার্য্যমাণে মিথ্যা কথা কহিতে দেয় না। কারণ, যদি সকলেই সকল বিষয়ে মিথ্যা কথা বলে, তাহা হইলে সামাজিক জীবন পদে পদেই অশেষ আপদে জড়িত হইয়া পড়ে, এবং অতি সামান্য কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করাও মনুষ্যের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। এই নিমিত্তই পৃথিবী ব্যাপিয়া মিথ্যুকের

নিন্দা, শৃগালাদি ধূর্ত্তজন্তুর সহিত তাহার তুলনা, ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া তাহার অপবাদ, এবং বরবর্ণিনী কামিনীদিগের পানিগ্রহণ ও প্রণয়সুধার অযোগ্য বলিয়া তাহার শাসন। যেন তাহাকে অপাংক্তেয় করিতে পারিলেই সকলের মঙ্গল হইল, এবং কোনরূপে তাহার সংস্রবে আসিলেই সকলের ইহকাল ও পরকাল ভাসিয়া গেল। দিবা দুপ্রহরে, সূর্য্যালোকে দণ্ডায়মান হইয়া পরের সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠন কর; তোমার নাম বীর। আর, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর একটি মিথ্যা কথা বলিয়া কাহারও কপর্দ্দকমাত্র করে তুলিয়া লও, তোমার নাম নরাধম। সঙ্গত কি অসঙ্গত বুঝি না, ইহাই শাস্ত্রের বিধি, এবং ইহাই সমাজের সর্ব্ববাদিসম্মত সাধারণ ব্যবস্থা। কিন্তু লোকচরিত্র কি বিচিত্র! মিথ্যুকের এত নিগ্রহ, এত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও কতকগুলি মিথ্যা কথা সমাজে সমাদৃতভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, এবং সভ্যতা ও শিষ্টব্যবহার সর্ব্বপ্রকারে তাহার অনুমোদন করিতেছে। যদি নামনির্দ্দেশ করিতে হয়, তবে এই শ্রেণীর মিথ্যা কথার নাম "প্রচলিত মিথ্যা কথা"; এবং যে গুলি শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ও লোকগর্হিত তাহার নাম "অপ্রচলিত মিথ্যা কথা"। এস্থলে, প্রথমতঃ প্রচলিত অথবা শিষ্টসম্মত মিথ্যা কথারই কতিপয় উদাহরণ দিব।

১। ভাল আছি।— বিধাতা যে অবস্থায় কেন রাখুন না, আমি ভাল আছি। সূর্য্যের উদয় হইতে সূর্য্যের পুনরুদয় পর্য্যন্ত সহস্র স্থানে সহস্র লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। সকলেই জিজ্ঞাসা করিবে, ভাল আছ? উত্তর, ভাল আছি। শরীর রোগে শোকে ভস্ম হইয়া যাইতেছে, হৃদয় মনুষ্যলোচনের অদৃশ্য অনন্ত যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হইতেছে, সংসার গভীর তমসাচ্ছন্ন তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, আমি তথাপি ভাল আছি। যদি মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলি, তাহা হইলেই শিষ্টাচারের উল্লঙ্ঘন হইল; অতএব আমি ভাল আছি। সামাজিকতার অনুরোধে আমাকে সকল সময়েই ভাল থাকিতে হইবে, এবং অন্তরের অগ্নি আচ্ছাদিত রাখিয়া ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গি ও মৃদুমধু হাস্য সহকারে সর্ব্বত্রই ভাল আছি বলিতে হইবে। নহিলে, আমার মত অসভ্য আর নাই।

২। কিছু না।—গোপনীয় আলাপ গোপন করিবার জন্য যত প্রকার বাক্য প্রকল্পিত হইয়াছে তন্মধ্যে 'কিছু না' এইটিই অতি মনোহর। যুবক যুবতী কোন নিভৃতস্থলে বসিয়া প্রণয়প্রসঙ্গে শতকথা কহিতেছে। বৃদ্ধা পিতামহী সহসা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোরা বুলবুলের মত কি বলাবলি করিতেছিলি? উত্তর, কিছু না। কতিপয় বয়োবৃদ্ধ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কোন উচ্ছৃঙ্খল রাজ্যের মূলোৎপাটনের জন্য পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ে হৃদয়ের গরল ঢালিয়া দিতেছেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি

করিতেছিলেন ? উত্তর, কিছু না। ' কিছু না ' বলিলে তাহার উপর আর বাঙ্নিস্পত্তির অধিকার নাই। যদি তুমি ' কিছু না ' কে ' কিছু ' মনে করিয়া উহার মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হও, তবে তুমি নিতান্ত মূঢ়। কিছু না, অন্তঃপুরসুন্দরীদিগের সমধিক আদরের অবলম্ব। তাঁহাদিগের যত কিছু, সকলই কিছু না। কহিতেও মিস্ট, শুনিতেও মিস্ট, তার পর যেমন হউক।

৩। ঘরে না।—একথাটি বিলাতি সভ্যতার ফল; এদেশীয়েরাও প্রায় শিখিয়া উঠিলেন। গৃহস্বামী, বিশিষ্ট কোন প্রয়োজনে ব্যাপৃত হইয়া ঘরে রহিলেই, ঘরে না। যাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছা, তাহাদিগের জন্য কোন সময়েই ঘরে না। যদি তিনি ঘরে বসিয়া এই পাপমগ্নসংসারে সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য সত্যময় সদ্গ্রন্থ রচনায় নিবিষ্ট থাকেন, তথাপিও তিনি ঘরে না। যেই দ্বারস্থ কেহ ঘরে না বলিল, অমনি তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে। এ কথায় সংশয়াবিষ্ট হইয়া ফিরিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, যে ঘরে না বলিল সে মিথ্যুক নয়, তুমিই মিথ্যুক, অন্ততঃ মামবুদ্ধিবর্জ্জিত।

৪। আপনাকে ধন্যবাদ।—যে উপকার করে সে মহান্ ব্যক্তি, কিন্তু যে উপকৃত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে পারে, সে মহত্তর। কারণ, উপকার সম্বন্ধে দান যত কষ্টকর, গ্রহণ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর কষ্টকর। এইক্ষণ, সেই কৃতজ্ঞতা, সেই ধন্যবাদ প্রদান, ' নলিনীদলগত জলবৎ ' তরল হইয়া পড়িয়াছে। লোকে শয়নে, স্বপনে, উত্থানে, উপবেশনে, ভ্রুকুঞ্চনে ও শিরঃকণ্ডূয়নেও লোককে ধন্যবাদ দিতেছে। যেন সংসার ধন্য হইয়া গিয়াছে। কথায়, অকথায় সকলেই ধন্য ধন্য শুনিতেছে। যেরূপ গতি, তাহাতে বোধ হয় কিছু দিন পরে লোকে পদাঘাত প্রাপ্ত হইলেও আঘাতকারীকে ভুলিয়া ধন্যবাদ দিয়া বসিবে। যাহাকে মনে মনে নিপাত যাও বলি, তাহাকেও যখন শিষ্টাচার রক্ষার্থ ' আপনাকে ধন্যবাদ ' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে হয়, তখন যে অভ্যাসবলে কালসহকারে অতদূর ভ্রম ঘটিবে, ইহাতে অসম্ভাবনা কি ? অনেক প্রণয়বিহ্বল যুবা ভ্রমবশতঃ অনুচিতস্থলেও অনেক সময়ে প্রণয়ের সম্বোধন মুখে আনিয়া লজ্জিত হইয়া পড়ে; কৃতজ্ঞতাবিহ্বল নবীন সভ্যও সেইরূপ ভ্রমবশতঃ যাহাকে তাহাকে, অথবা অপমান ও দুর্গতির নিদান শত্রুব্যক্তিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এক সময়ে লজ্জিত হইবে।

৫। পত্রের পাঠ।—যাঁহার নিকট পত্র লিখিতে হয়, তাঁহাকে অবশ্যই কিছু না কিছু বলিয়া সম্বোধন করিতে হয়, এবং আপনাকেও তাঁহার কিছু না কিছু বলিয়া স্বাক্ষর করা আবশ্যক হইয়া উঠে। মিথ্যা কথার এই এক প্রশস্তক্ষেত্র। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া শত সহস্র মিথ্যা কথা বলি-

লেও কোন প্রকার নিন্দা নাই। ইংলণ্ডে পরিণয়প্রার্থী প্রণয়ীরা প্রথমে পরস্পর পরস্পরকে নয়নের তারা, হৃদয়ের রত্নহার, প্রাণের প্রাণ, তার আবার প্রাণ, অঙ্গের আভরণ, মস্তকের মণি, স্বর্গের দেবতা, দেবলোকের আলোক, ইত্যাদি অসংখ্য শ্রুতিমধুর প্রিয়শব্দে সম্বোধন করেন। শেষে, যদি স্বার্থসম্পর্কিত কোন সামান্য কারণে পরিণয়ের কথা মিথ্যা হইয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণের জন্য ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ করিয়া পুনরায় ঐসমস্ত সম্বোধনপদ লইয়াই আমোদে অধীর হন। রাজপুরুষেরা, প্রভু জগতের প্রভুর ন্যায়, লোকের স্বত্বাধিকার পাদতলে দলন করেন এবং মনুষ্যকে মার্জ্জার মূষিক অপেক্ষাও অধম করিয়া রাখিতে চেষ্টা পান; অথচ অতি ক্ষুদ্র কোন ব্যক্তির নিকটও পত্র লিখিতে হইলে আপনাকে তাহার আজ্ঞানুগত ভৃত্য বলিয়া স্বাক্ষর করেন। উদরে অন্ন মিলে না, অঙ্গে বস্ত্র যোড়ে না, এবং দ্বারে দ্বারে অটন না করিলে কোন মতেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। কিন্তু পূর্ব্বপুরুষে কেহ কুলীন কি ভূস্বামী ছিল, এই জন্য তাঁহার নাম মহামহিম মহিমাসাগরবর শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রবলপ্রতাপেষু। মহাত্মা ভুলিয়াও মিথ্যা ছাড়া সত্য বলেন না, এবং অধর্ম্ম ছাড়া ধর্ম্মের পথে পাদক্ষেপ করেন না। কিন্তু উচ্চ একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করেন, এই জন্য তাঁহার নাম ধর্ম্মাবতার। দিনান্তে কি নিশান্তে একবারও যাহাকে স্মরণ করি না, এবং যাহার দুঃখ নিরশনের জন্য শরীরের একবিন্দু রক্ত অথবা ভাণ্ডারের একটি লিপ্তাক্ষর তাম্রমুদ্রাও ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হই না, তাহার নাম প্রাণাধিক। বস্তুত হাটে, ঘাটে, মাঠে, সর্ব্বত্রই। মনে করিয়াছি, তোমার প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত করিব; পত্রে লিখিতেছি,—আমি আপনার একান্ত বিশ্বস্ত শ্রী অমুক। এই সকলই সভ্যতার কথা, সরলতার সার, শিষ্টব্যবহারের মজ্জাগত রস। ইহাতে ধর্ম্মও ব্যথিত হন না, দেবতাও রুষ্ট হইতে পারেন না।

প্রশংসা, বিনয় ও অনুতাপের ভাষাও সাধারণতঃ প্রচলিত মিথ্যা কথা বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে। পরচিত্ত-বিনোদনের জন্য যত ইচ্ছা তত প্রশংসা কর, বিনীত বলিয়া প্রশংসা লাভের জন্য যত ইচ্ছা তত আত্মদৈন্য কীর্ত্তন কর, এবং আত্মদৈন্য কীর্ত্তন করিয়া হৃদয়ের অনুতাপ প্রদর্শনের জন্য যত ইচ্ছা তত সত্যের উল্লঙ্ঘন কর, সকলই সুসভ্য সমাজে শোভা পাইবে। বিনোদচন্দ্র এদেশের একজন ‘চমৎকার’ ব্যক্তি,.মাদৃশ দীন হীন ‘মহাপাপী’ জগতে আর নাই,এসকল কথা সর্ব্বত্রই অতিমাত্র শ্রদ্ধার সহিত শ্রুত ও আলোচিত হয়। কিন্তু যদি কোন ধৃষ্টব্যক্তি শিষ্টতার সীমা বিস্মৃত হইয়া অমনি জিজ্ঞাসা করে যে,বিনোদচন্দ্রকে সে দিন আপনি যার পর নাই তুচ্ছ একটি বিষয়েও সাহায্য করিতে বিমুখ হইলেন কেন; অথবা যদি সে এইরূপ উক্তি

করে যে, যাহার মত 'মহাপাপী' জগতেই আর নাই মনুষ্যনিবাসে তাহার অবস্থান করাই অনুচিত, পরপ্রশংসাকারী, বিনয়ী, ও অনুতাপী বক্তা তৎক্ষণাৎ ক্রোধে স্ফীত ও কণ্টকিত হন, এবং প্রশংসার ভাষা, বিনয়ের ভাষা ও অনুতাপের ভাষা ক্ষণকালের তরে অভিধানে পুরিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ নূতন আর এক ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করেন। ধন্য রে সভ্যতা! তুই ই সকল শক্তির মূলশক্তি এবং সকল শাস্ত্রের চরমসিদ্ধান্ত। তোর প্রভাবে আলোকও অন্ধকার হয় এবং অন্ধকারও আলোক হইয়া যায়। তোর আরাধনা বিনা মনুষ্যের আর কিছুই কার্য্য নাই।

আমি এই প্রবন্ধে প্রচলিত মিথ্যাকথার প্রকারমাত্র প্রদর্শন করিলাম; বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা ইচ্ছা করিলে আরও সহস্র দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইবেন। অপ্রচলিত অথবা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ মিথ্যাকথাসম্বন্ধে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, যে শ্রেণির উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদিতর সমস্তই অপ্রচলিত সংখ্যায় নিবেশিত হয়। ব্যাধসদৃশ নিষ্ঠুর নরঘাতকের হস্ত হইতে কোন নিরপরাধা অবলার প্রাণরক্ষার্থও যদি কেহ একটি মিথ্যা কথা বলে, তাহাও "অপ্রচলিত"। দুঃখদগ্ধা জননী কি পরপ্রহার-জর্জ্জরিতা জন্মভূমির তাপনিবারণ ও দুর্গতি হরণের জন্যও যদি কেহ একটি অকিঞ্চিৎসম্পর্কশূন্য নির্দ্দোষ অনৃতবাক্য ব্যবহার করে, তাহাও সাধুদিগের অসম্মত ও অসহনীয়।

শ্রীজ্ঞানানন্দ সরস্বতী।

তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা

তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা ?
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, যে অনল দগ্ধ করে,
তুই কি দেখিবি তার ? অন্যে তাহা দেখেনা;
যেজন অন্তরযামী, তিনি আর জানি আমি,
এ বহ্নির শতশিখা কে করিবে গণনা ?
তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা ?

২

এ পোড়া মনের কথা বলিবার নয় লো!
বিধবার চিত্ত, হায়, ! ঘোর মরুভূমি প্রায়,
বারি শূন্য, ছায়া শূন্য, সদা ধূ ধূ করে লো!
একদিন দুইদিন, নহে, শ্যামা, চিরদিন,
যতদিন ধূলায় না এ দেহ মিশায় লো!
এ পোড়া মনের কথা বলিবার নয় লো!

৩

কেন কাঁদি নিশি দিন তুই কি তা বুঝিবি ?
কেন দেখি অন্ধকার, শূন্যময় এ সংসার,
বুঝায়ে বলিলে তোরে বুঝিতে কি পারিবি ?
নাহিক ঔষধ যার, নাহি তার প্রতীকার,
এরূপ রোগের কথা শুনিয়া কি করিবি!
কেন কাঁদি নিশি দিন তুই কি তা বুঝিবি ?

আশা-মরীচিকা,শ্যামা,বিধবারে তোষে না
ভবিষ্যত অন্ধকারে, ক্ষণেক তুষিতে তারে,
একটিও ক্ষুদ্র তারা ঝিক্ মিক্ করে না ;
যখন হুতাশে, হায়,প্রাণ যেন ফেটে যায়,
তখন (ও) তাহারে কেহ বুঝাইতে পারে না!
আশা-মরীচিকা,শ্যামা,বিধবারে তোষে না।

৫

অবরোধে উদাসিনী বিধবারা হায় লো!
সংসারের সুখ যত, এই জনমের মত,
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া দিয়াছে বিদায় লো!
ভেঙ্গেছে ভোজের বাজি,শূন্যময় সব আজি,
নহে সে কাহারও শ্যামা,কেহ তার নয় লো!
অবরোধে উদাসিনী বিধবারা হায় লো!

৬

যখন আঁধার আসি, গ্রাসে এই ধরণী;
নিদ্রা গিয়া ঘরে ঘরে, জীবের যন্ত্রণা হরে,
আমার অন্তরে স্মৃতি জেগে উঠে অমনি ;
পরাণ অস্থির করে, অধীরে নয়ন ঝরে,
কত কথা মনে পড়ে কহিব কি স্বজনি!
যখন আঁধার আসি গ্রাসে এই ধরণী।

৭

কত কথা মনে পড়ে পারি না তা কহিতে!
জাগিয়া স্বপন দেখি,আঁধার পিঞ্জরে পাখী,
বনবিহারের কথা স্মরি প্রাণে তুষিতে!
চিন্তার স্রোতেতে,হায়,মন-তরী ভেসে যায়
স্মৃতির সহায়ে স্বর্গ হেরি এই মহীতে!
কত কথা মনে পড়ে পারি না তা কহিতে!

৮

ভাবিতে ভাবিতে শ্যামা, নিরখি এ নয়নে,
নাথের মোহন ছবি, যেন মেঘ-মুক্ত-রবি,
দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর আনন্দিত বদনে!
বিম্বাধরে সেই হাসি, সেই মুখ পূর্ণশশী,
সেই নাশা সেই চক্ষু সমুজ্জ্বল কিরণে!
ভাবিতে ভাবিতে,শ্যামা নিরখি এ নয়নে।

৯

কোনো সুখ বিধবার ভাগ্যে নাহি স্বজনি
দেখিতে দেখিতে,হায়,শূন্য ছায়াবাজি প্রায়,
মিশায় নাথের মূর্ত্তি অন্ধকারে অমনি!
মুদি চক্ষু নিদ্রা-আশে,অশ্রুজলে গণ্ড ভাসে,
শোকের সমুদ্র ওঠে উথলিয়া তখনি!
কোনো সুখ বিধবার ভাগ্যে নাহি,স্বজনি।

১০

তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা?
যতদিন আছি ভবে, এ কষ্ট সহিতে হবে,
আকাশ-কুসুম-সুখ কখন (ই) পাবনা!
হৃদয়-অনলে যবে, পোড়া দেহ ভস্ম হবে,
তবে যদি বিধবার ঘুচে এই যাতনা,
তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা?

(শ্রীদীঃ)

---

*কতিপয় জিজ্ঞাসুর অনুরোধক্রমে জানান যাইতেছে যে, শ্রীদীঃ স্বাক্ষরযুক্ত যে সকল গদ্যপ্রবন্ধ সময়ে সময়ে বান্ধবে প্রকটিত হইয়া থাকে, তাহা এবং শ্রীদীঃ স্বাক্ষরিত কবিতাকলাপ একই ব্যক্তির লেখা নহে। (সং)

চিনির বলদ

(প্রাপ্ত।)

বৃদ্ধা ভৈরবী মালিনী দ্বারে বসিয়া আছে, হরুঠাকুর তাহার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, " বলি মালিনি! ভাল আছে?" ভৈরবী রসিকা, সে বুঝিয়াও কৌতুক করিবার জন্য বলিল, যদি তোমার ভাল থাকিত তবে আর পথ ভুলিয়া এখানে আসিতে না। সরলমতি হরুঠাকুর তখন ভৈরবীকে বুঝাইবার জন্য বলিলেন,—আরে! সে ভাল নয়, খাবার ভাল।

প্রস্তাবের শিরোনামটি দেখিয়া, বুঝিয়াও যদি কেহ ভৈরবীর ন্যায় জিজ্ঞাসা করেন, " হিন্দু ময়রা কি চিনি দ্বারা বলদ প্রস্তুত করে?" তখন আমরা এইমাত্র বলিব, এবলদ খাদ্য বলদ নয়, চিনির ভারবাহী বলদ।

বলদ দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পৃষ্ঠে চিনির বোঝা উঠাইয়া দিলে বলদ চলিল; —মাথা নোয়াইয়া দুলিতে দুলিতে চলিল; রসনা প্রসারণ না করিয়া, পৃষ্ঠস্থ শর্করার আস্বাদগ্রহণে প্রয়াস না পাইয়া অবিরাম গতিতে চলিতে লাগিল। তোমরা কক্ষদেশে বামহস্ত স্থাপন করিয়া, ওষ্ঠদ্বয় বিস্তৃত করিয়া, দন্তপাটি বাহির করিয়া বলদের বলদত্ব দেখিয়া, হাসিতে লাগিলা। সকলেই বলিলা " বলদ কি নির্ব্বোধ! বোঝাই বয়, স্বাদ জানেনা।,, কিন্তু তখন কি একবার ভাবিলা যে মনুষ্যেও চিনির বলদে প্রভেদ কি?

নাপিত মাত্রই কি কৃপণ? তবে কেন কৃপণ হরিদাসকে নাপিত বলে? যেমন নাপিত সকল কৃপণ না হইয়াও কৃপণ নামের বিশেষণের অভাব মোচন করে, সেইরূপ বলদ নির্ব্বোধ না হইলেও নির্ব্বোধ মনুষ্যের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাহার নাম বিভূষিত করে। স্থিরচিত্তে পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিবেচনা কর, দেখিতে পাইবে বলদ নির্ব্বোধ নয়, মনুষ্যের মধ্যে তাহাদিগের অপেক্ষাও অনেক নির্ব্বোধ আছে।

তুমি মনুষ্য, আপন ক্ষমতাবলে অন্যান্য প্রাণীর উপর আধিপত্য কর। বলদ তোমার ইচ্ছা ও আজ্ঞার অধীন। তুমি চিনি বহন করাও, সে বহন করে। তাহার কষ্ট মাত্র সার, সে স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। সে বিশ্বাসঘাতকতা করে না বলিয়া কি সে নির্ব্বোধ? তুমি হুকুম দিয়া তাহার দ্বারা চিনিবহন করাও, এ দোষও কি বলদের? যদি তাহা সত্য হয়, তবে রাজমন্ত্রীর আজ্ঞায় যে প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তৃগণ উপনিবেশ সকলে না বুঝিয়াও নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা আরও নির্ব্বোধ।

বলদ পরের ইচ্ছায় বহন করে, অন্যের ভয়েই আস্বাদ গ্রহণ করেনা। কিন্তু বিবে-

চনা করিয়া দেখ, তুমি দিবারাত্র ইচ্ছা করিয়াই অন্যের জন্য শর্করার ভার বহন করিতেছ, তাহার আস্বাদন তোমার ভাগ্যে ঘটিতেছে না।

মনে কর তুমি রাজার কোষাধ্যক্ষ; বিপুল অর্থ তোমার হস্তে ন্যস্ত আছে, তুমি দিবারাত্রি মণি মাণিক্যাদির ভারবহন করিতেছ, কিন্তু তাহার ব্যবহার তোমার সাধ্যায়ত্ত নয়, সে সমস্ত রাজার জন্য। তুমি ইচ্ছা করিয়া চাকরী গ্রহণ করিয়াছ,মানবজীবনের সুমিষ্ট শর্করা আপন স্কন্ধে বহন করিতেছ, কিন্তু আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিতেছ না। তুমিও কি বলিবে, বলদ চিনির বলদ?

তুমি হাকিম। গম্ভীরভাবে বসিয়া আছ, সগর্ব্ব তীব্রদৃষ্টিতে চারিদিক স্তব্ধ রাখিতেছ। বিধাতার ন্যায়, অক্ষুব্ধচিত্তে রামের সম্পত্তি শ্যামকে দিতেছ, শ্যামের স্ত্রী রামের জন্য রাখিতেছ। দরিদ্রের শোণিত শোষণ করিয়া অর্থদণ্ড সংগ্রহ করিতেছ; রাজকোষ পূর্ণ হইতেছে। এক্ষণে বলদেখি এসমস্ত ভারবহন কি তোমার নিজের জন্য?

তুমি পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ। মধুক্রমে কত মধু সঞ্চিত থাকে? ইক্ষুদণ্ডে বা খর্জ্জুররসে কত মিষ্ট শর্করা প্রদান করিতে পারে? তুমি যে অমৃত ভাণ্ড পৃষ্ঠে বহন করিতেছ তাহার তুলনা নাই। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই, তুমি কি সে রস রসনাগত করিয়া থাক? তুমি প্রভুর আদেশে স্থূলবুদ্ধিসাধ্য সামান্য কার্য্য কর্ম্মেই ব্যাপৃত থাক; কিন্তু মানস-রসনার তৃপ্তি সাধনে কি অবসর পাও?

তন্তুবায় বস্ত্রবয়ন করে,তাহার পরিধেয় ছিন্নবস্ত্র। ময়রা মিঠাই প্রস্তুত করে, তাহার খাদ্য শাকান্ন। পাদুকা ও টুপি নির্ম্মিতার পদও মস্তক সর্ব্বদাই অনাবৃত। কোথায় দেখিয়াছ সূত্রধর উত্তম টেবল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেছে, উত্তম চেয়ারে বসিয়া আছে? ব্যবসায়ী লোকমাত্রই আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া অন্যের জন্য জীবন ব্যয় করে। সকলেই অন্যের ভারবহন করে। তবে কেন নিরীহ প্রকৃতি দেখিয়া বল "ভগা চিনির বলদ?"

রাজা প্রজার ভার বহন করেন। কৃষক পরান্ন সংগ্রহে জীবন ব্যয় করে। সুন্দরের সৌন্দর্য্য অন্যের দৃষ্টিসুখের জন্য, স্ত্রীর জীবন স্বামীর জন্য। চিকিৎসক রোগীর ভাবনা ভাবিয়া ব্যস্ত,উকীল মোয়াক্কেলের মঙ্গল চিন্তাতেই উন্মত্ত; কেহই নিজের কাজ করে না, সকলেই অন্যের ভার বহন করে। যখন মনুষ্যজীবনই অন্যের জন্য, তখন কি বলিতে পার যে, বলদ একেবারেই বলদ—চিনির বলদ? ধিক্ মনুষ্যের বৃথা গরিমা!

লেখকের বিষয় একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। গ্রন্থকার এবং পত্রিকা সম্পাদকগণ কি সকলেই বলদের প্রতি নব্বইসিকায় চুকুড়ি পাঁচ আইন জারি করিতে অধিকারী? রাম তাহার বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকে ষড়দর্শন, কোমৎ, মিল

প্রভৃতির দুই লাইন অবিকল অনুবাদ করিয়া প্রশংসা বা নিন্দা করিতেছে। কিন্তু এই সকল অমৃত কুণ্ডে যে শর্করারস রহিয়াছে, যে সমস্ত বহন করিবার জন্য রাম স্বীয় লেখনীকে অনবরতঃ তাড়না করিতেছে, হয়ত রামের চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যেও কেহ তাহার স্বাদগ্রহণ করে নাই। ভজহরি তাহার " সদাদর্শ ,, নামক সংবাদ পত্রে সকলকে রাজনীতি বুঝাইতেছেন। কিন্তু সে রাজনীতির অর্থ কি ? ভজ তাহা বুঝাইবার জন্য গোবর্দ্ধনকে বরাত দিতেছেন, গোবর্দ্ধন, গোপালকে বরাত দিতেছেন। ভজ খুড়োর কেবল পত্রপৃষ্ঠে রাজনীতির ভার চাপাইয়া দিয়া বহন করাই মাত্র সার হইতেছে। রাজনীতির স্বাদগ্রহণ অন্যের। ভজ উচ্ছৃতাংশ স্কন্ধে লইয়া সম্পাদক !

এক্ষণে পাঠকের বিষয় কি বলিব ? যদি পাঠক দশসহস্র পৃষ্ঠার পুস্তক মুখস্থ রাখিয়াও তাহার দশটি কথা না বুঝিলেন ; যদি তিনি পঞ্চাশটি ভাষা অধ্যয়ন করিয়াও তাহার রসগ্রহণে অথবা ভাল মন্দ বিচারে অধিকারী না হইলেন ; যদি তিনি মূল্যবান্ বিষয় সকল অন্যের জন্য রাখিয়া স্বয়ং লতা পাতায়ই সন্তোষ লাভ করিলেন; তবে তাঁহাকে অন্যের ভারবাহী না বলিয়া আর কি বলিব ? ইতালির কে একজন যাহা দেখিতেন তাহাই গ্রাস করিয়া মনে বহন করিতেন,—রোমন্থনে যে রস তাহাও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিত না। একজন ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ কণ্ঠস্থ করিয়া ভারবহনে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার মনে থাকিল সীতা রামের বাপ, রাম আকাশকুসুম। আর একজন, রাশি রাশি ইতিবৃত্ত পুস্তকের ভার স্কন্ধে বহন করিলেন। তাঁহার মত হইল যে, বিক্রমাদিত্য পারস্যের "সাপোর !,, একজন প্রধান ভাষাবিৎ পণ্ডিত বিলাতে বসিয়া ভাষার বোঝা বহন করিয়া স্থির করিলেন সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা কর্কশ। রাজনীতি বিশারদ একজন পাঠক স্থিরচিত্তে পাঠ করিলেন, লোহিত ও শ্বেতবর্ণের সন্ধিপত্রে ইংরেজ নামের মহিমা বিস্তার হইল ; কল্য যুদ্ধ হইবে বলিয়া বাঙ্গালাদেশ কৌশলে লাভ হইল ; আমার বল আছে , এই যুক্তি অনুসারে হতভাগিনী অযোধ্যাসিমন্তিনীদিগকে, নিরপরাধ চৈৎসিংহ ও রোহিলীয়গণকে হৃতসর্ব্বস্ব করা হইল। আবার এক জাতীয় লোকে অন্নের মণ্ড পান করিয়া অন্নদানে ধবলের অকলঙ্কজীবন রক্ষা করিল, আর বিশ্বাস করিয়া আপনাদের স্বাধীনতারত্ন অন্যের হস্তে ন্যস্ত রাখিল। সুতরাং তিনি প্রমাণ করিলেন শেষোক্ত জাতি স্বার্থপর বঞ্চক শৃগাল, নিষ্ঠুর শার্দ্দূল এবং পরস্বাপহারী তস্কর ; আর ধবলাঙ্গের মন শরীরের ন্যায় শুভ্র ও পবিত্র। এক্ষণে এই সকল পাঠক কি বলিবেন যে, বলদ চিনির ভার বহন করে কিন্তু চিনি কি পদার্থ তাহার কিছুই জানে না ?

হে উপার্জ্জনশীল ! তোমাকেও বলি, তুমি একবার নিজের জমাখরচ বাহির কর।

তুমি যে বিশবৎসর শরীরের শোণিত জল করিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছ, এবং তৎপরে অর্থোপার্জ্জন করিতেছ, সে অর্থের এক দশমাংশও কি তোমার নিজের জন্য ব্যয় হয় ? তুমি ইচ্ছা করিয়া পৃথিবীকে দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছ, বলদকে বাধ্য করিয়া লিখাইয়া লইয়াছ ; এক্ষণে কে অধিক নির্ব্বোধ ? তুমি অন্যের দাসত্ব করিয়া, অহঙ্কার কর, কিন্তু বলদ তাহা করে না। তুমি কর্ম্ম পাইলে, দাসত্ব পাইলে, বক্ষঃস্থল উচু করিয়া মস্তক উত্তোলন করিয়া সগর্ব্ব পাদক্ষেপে বিচরণ কর, অন্যের পাদুকাভার শ্লাঘনীয় মনে কর, বলদ তাহা করে না। তাহার উপর ভার দেও, লজ্জায় তাহার মস্তক ভূতলন্যস্ত হইবে। তাহার শক্তির অধিক কার্য্য করাইতে চেষ্টা কর, শয়ন করিবে। যদি তাহাকে মারিয়া ফেল তথাপি সে মনুষ্যের ন্যায় অন্যের নিকট দাসোচিত অবনতি স্বীকার করিবে না। তাহার স্পিরিটই উচ্চশ্রেণীর।

মনুষ্য বৃথা অহঙ্কার করে। কিন্তু বলদকে কে কোথায় অহঙ্কারী দেখিয়াছ ? তবে যে মধ্যে মধ্যে সগর্ব্বধ্বনি শুনিতে পাও,সে অহঙ্কার নয়,অভিমান ;—আপন বলে দৃঢ়বিশ্বাস থাকায় অভিমান। অভিমানী বলদ অহঙ্কারী মনুষ্য হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। সে শৃঙ্গের সদ্ব্যবহার জানে। তবে বলদ তোমা হইতে নীচ কিসে ? যেমত এদেশীয়গণ ইতিহাস লিখিতে জানে না বলিয়া অন্যান্য দেশের লোকেরা এদেশীয় সমস্ত প্রাচীন কাহিনীতেই অবিশ্বাস করে, স্যামসন্ সম্ভব, ভীম অসম্ভব ; সেই রূপ ভারবাহী বলদ তারস্বরে বক্তৃতা করিতে পারে না বলিয়া সকলেই বলদের নিন্দা করে। কিন্তু উন্নতিশীল অবনীতে কিছুই অসম্ভব নহে। পণ্ডিতেরা বলেন, কালে একমাত্র পুরুষ বা একমাত্র স্ত্রী হইতেই সন্তানের উৎপত্তি হইবে। ডারয়ুইনের ন্যায় দুই চারিজন পণ্ডিত আবির্ভূত হইলে একথা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করিয়া দিবেন, কালে বলদেরও উন্নতি হইবে, বলদ কথা কহিবে। তখন তাহারা স্থূলোদর বলদকে হরিদাস বলিয়া, কৃষ্ণবর্ণ বলদকে কৃষ্ণদাস বলিয়া করতালি দিয়া খল খল করিয়া হাসিতে থাকিবে। তাহারা 'মনুষ্য মহিমা' 'মনুষ্যচরিত' প্রভৃতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গ্রন্থ রচনা করিয়া পৃথিবীতে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে। কবি, দার্শনিক ধার্ম্মিক, গবর্ণর, রাজা, প্রজা প্রভৃতি পদবীভেদে বলদলোক সুশোভিত হইবে। তখনও কি বলিবে, চিনির বলদ ?

মনে কর বলদগণের প্রকৃত উন্নতির সময় উপস্থিত, তাহারা নাটকাভিনয় আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা 'আশ্চর্য্যবিচার' নাটকের ভেড়ীর অংশ অভিনয় করিতেছে। একটি গম্ভীর স্বভাব বলীবর্দ্দ ভেড়ীর পক্ষ সমর্থন করিতেছে। সকল বলদে আশ্চর্য্য বিচারে আশ্চর্য্য সমর্থন অঙ্কে অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছে। অভিনয়ের উত্তমতায় প্রীত হইয়া দর্শক বলদগণ দুই পাটি

দন্ত বিকাশ করিয়া হাসিতেছে, বলদবিশেষ ব্রেভোর বাহার পড়িতেছে। ‘ দৃশ্যের ’ অভাব মাদুরে, বর্ণের অভাব শরীরের বর্ণে এবং তুলীর অভাব পুচ্ছে, মোচন করিতেছে। আবার একটি বিস্তৃতকর্ণ শুক্লবর্ণ বলদের হম্বারবে সমস্ত আমোদিত করায় বাদ্যযন্ত্রের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। তখনও কি বলিবে, বলদ চিনির বলদ ? কি অবিচার ! আবার যদি তাহারা মনুষ্যমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া তাহাদের মজুরের স্থলে নিয়োগ করে; তাহার স্কন্ধদেশে একটি বলদমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া শিববাহন বৃষদেবের অবতারণা করে; যদি তাহারা মনুষ্যের স্কন্ধে ঘাসের বোঝা উঠাইয়া দিয়া, মনুষ্য নবদূর্ব্বাদলের স্বাদগ্রহণে অধিকারী নয় বলিয়া, ভারবাহী মনুষ্যকে ‘ঘাসের মানুষ’ বলিয়া উপহাস করে তবু কি বলিবে “বলদ চিনির বলদ ?”

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্তসমালোচনা।

১। সিকিমের ইতিহাস; শ্রীউমেশ চন্দ্র রায় প্রণীত। আমরা এই পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত সমস্তই অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে পড়িয়াছি। এত আহ্লাদের কারণ এই যে, আজ কাল বঙ্গে টপ্পা ও বিকৃত রসিকতারই বিশেষ আদর; যে সকল বিষয় পাঠ করিলে জ্ঞানতৃষ্ণা চরিতার্থ হয় এবং মনোবৃত্তিচয় পরিপুষ্টি লাভ করে, কেহই তাহা স্পর্শ করিতে চায় না। তবে, সত্য কথা বলিতে কি, পুস্তকখানি সমাপন করিয়া আমরা তৃপ্ত হই নাই। গ্রন্থকার ইতিহাস লিখিতে যত্ন পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাতে ঐতিহাসিকতার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল না। ইতিহাসের ভাষাও তিনি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি সিকিম প্রসঙ্গে সাকল্যে ৫২ টি পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন, ইহার মধ্যে অন্ততঃ ২৬ বার বক্তা ও কবি হইয়া বসিয়াছেন। কএকটি ব্যক্তি সন্ধ্যা-সমাগমে পথ দেখিতে পাইল না। তখন গ্রন্থকার লিখিতেছেন, “ পদ্মিনী নায়ক ভগবান্ মরীচিমালী পদ্মিনীরে বিরহিণী করিয়া অস্ত পর্ব্বতের গুহাশায়ী হইলেন, এবং করাল কালস্বরূপ তামসী সখীরে সঙ্গে করিয়া দুঃখ রজনী সমাগত হইল। ” পুনশ্চ জ্যোৎস্নাগমে “ কুমুদিনী নায়ক ভগবান্ সুধাংশু ” ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই পুস্তকে এইরূপ বিরক্তিকর বর্ণনার অভাব নাই। গ্রন্থকার ক্রিয়াপদ প্রয়োগেও পটুতা লাভ করেন নাই। একই বাক্যের মধ্যে একবার ‘ হইয়া ’ আর একবার ‘ হওত ’; একবার ‘ করিয়া ’ আর একবার ‘ করত ’ ভাল শুনায় না। আমরা ভরসা করি, সিকিমের শাসন প্রণালী লিখিবার সময় উমেশ বাবু অধিকতর সাবধান হইবেন। তাঁহার চেষ্টা যৎপরোনাস্তি প্রশংসনীয়; কৃতিত্বও সেই রূপ প্রশংস-

নীয় হইলেই ক্ষোভের কারণ তিরোহিত হয়।

২। নীতি শিক্ষা ; শ্রীঈশানচন্দ্র রায় প্রণীত। ইহা একখানি পদ্য গ্রন্থ এবং স্পষ্টতঃই বালক শিক্ষার জন্য রচিত। কিন্তু বালকদিগের হৃদয় মোহনের নিমিত্ত যেরূপ ললিতাপদাবলী গ্রন্থন করা আবশ্যক, গ্রন্থকার তাহা করিতে পারেন নাই। তাঁহার লেখায় যে পরিমাণ হিতকথা আছে, সেই পরিমাণ মনোহারিতা নাই। তবে তিনি বলিতে পারেন যে,—"হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ"। ইহার মধ্যে রসনাশাসন নামক কবিতাটিই সুখপাঠ্য বোধ হইল।

৩। বাসন্তিকা; শ্রীমতী বসন্ত কুমারী দাসী প্রণীত। গ্রন্থকর্ত্রী পতিপ্রেমবিহ্বলা প্রগল্‌ভা বালা। একটি ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যেই চারিবার 'প্রাণবল্লভ' ও 'প্রাণেশ্বর' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে দোষ নাই, তবে নিন্দা করি কেন ? গ্রন্থ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনের উপসংহারে লেখা আছে,—"পাঁচ দিবসে ইহার রচনা সমাপ্ত হইল, পুনর্ব্বার সংশোধন করাও হইল না"। সংশোধন করিয়া দিলে গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত ভাল হইত।

"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্।
অবিবেকঃ পরমাপদাম্পদম্।"

আমাদিগের বিবেচনায় বাসন্তিকার কোন স্থলেও কবিতা নাই। ইহাকে ছন্দোবদ্ধ পদমঞ্জরী বলিলেই, যথেষ্ট প্রশংসা। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রী পুনঃ পুনঃ যতিভঙ্গ করিয়া ছন্দের মাধুর্য্য নাশ করিয়াছেন। কএকটি উদাহরণ দেখ।

'সেবিব, কহিব মনে—র ভাব সকল'
'এতদূর মলিনা হ—য়েছ তুমি প্রিয়ে!,
'কাজ নাই, প্রিয়ে! তোমা-রে চিন্তিত যদি,
'কদাচিত তার জীব—ন থাকিতে দেহে,
'মনোভাব তার বোবা—র স্বপন সম,

কুলকামিনীর কোমল লেখনীও যদি কবিতাদেবীর সুকোমল অঙ্গে ঈদৃশ আঘাত প্রদান করে, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়। আমরা এইরূপ আশা করি, গ্রন্থকর্ত্রী আর কোন কাব্য লিখিয়া আমাদিগকে স্তুতি গান করিবার সুযোগ দিবেন।

৪। বীরবালা নাটক ; শ্রীবিহারী লাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।— এই নাটকের নায়িকাকে বীরবালা বলা হইয়াছে ; আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহাকে 'রাই রাজা' বলিলেই অধিকতর সঙ্গত হইত। কারণ, তাঁহাতে, কি তাঁহার পিতাতে, কিংবা তাঁহার পুরীর আর কাহারও প্রকৃতিতেই বীরত্বের কোন চিহ্ন দেখিলাম না। নাটকে সকলেই কথা কহিতেছে, কিন্তু কাহারও কথাতেই হৃদয় স্পৃষ্ট হয় না ; কি শুনিলাম কিছুই মনে থাকে না। গ্রন্থকার যে কয়টি চিত্র পাঠকের নয়নসন্নিধানে উপস্থাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে কাছাড় সেনাপতি চন্দ্রনাথের চরিত্র মনোহর হইয়াছে, আর কোন চিত্রেই মাধুর্য্য কি মনোহারিত্ব নাই। তবে, এই গ্রন্থের এই এক বিশেষ প্রশংসা, ইহার কোথাও একটি অপাঠ্য

শব্দ ও অপবিত্রভাব দৃষ্ট হয় না। লেখা নীরস হইলেও, কলঙ্কস্পর্শশূন্য। নাটকের বাজারে সকল নাটকে এগুণ লক্ষিত হয় না।

৫। বীরবালা নাটক; শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।— উমেশ বাবুর হেমনলিনী অপেক্ষা বীরবালা উৎকৃষ্ট। এখানিতে লেখার সজীবতা আছে এবং কোন কোন স্থলে বর্ণনাও মনোহারিণী হইয়াছে। বীর-বালা পাটলিপুত্র নগরের প্রান্তবর্তিনী প-র্ব্বতমালা ও বনশোভা দেখিয়া মায়ের সঙ্গে যে কথোপকথন করিতেছেন, তাহা পাঠ করিবার সময়ে বালিকার সুকুমার সৌন্দর্য্য দর্শনের ন্যায় মনে একটি নির্ম্মল আনন্দের সঞ্চার হয়। চন্দ্রগুপ্ত ও শিল-বক্ষের বীরমদমত্ত-প্রতিদ্বন্দিতা ও পরস্পর গুণগ্রাহিতাও হৃদয়কে মুগ্ধ করে। কিন্তু গ্রন্থের ভাষা অনেক স্থানেই ব্যাকরণগত দোষে দূষিত হইয়াছে, এবং কবিতাগুলিও ছন্দোবিন্যাসের দোষে গ্রন্থকারের কবি-কীর্ত্তিলাভের আশায় কণ্টক দিয়াছে। নিম্নে একটি কবিতা তুলিয়া দিলাম। বা-ঙ্গালি, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের বীররস-নিঃ-স্যন্দিনী অমৃতময়ী কবিতা পড়িয়া, এসব র-সশূন্য কবিতায় এখণ আর তৃপ্ত হয় না।

" কিভয়, আর্য্যশিশু, ম্লেচ্ছসমরে।
সিংহশিশু কি হে মেষপালে ডরে॥
ধর কুতুহলে, ছেঁড় ম্লেচ্ছশূরে।
একক্রমে বধ কর শতে শতে॥ "

৬। এই কলিকাল; ব্যঙ্গকাব্য।— গ্রন্থকারের নাম প্রকাশকরা হয় নাই, এবং নাম অপ্রকাশ রাখিয়া তিনি অবিবেচনার কর্ম্ম করেন নাই। তাঁহার এই গ্রন্থে এক কথা এই আছে যে, দুই একটি সাহেব বড় বদমায়েস, সকলকে বঞ্চনা করিয়া বেড়ানই তাহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র পথ। আর এক কথা এই, কোন কোন গোস্বামী প্রভু বাহিরে বকব্রতী হইয়াও গোপনে গোপনে মদ মাংস খান এবং আ-রও সহস্র অসাধু কর্ম্মে লিপ্ত হন। তৃতীয় কথা এই যে, কলিকাতার অনেক সুশিক্ষিত ভদ্রলোক নিতান্তদুষ্ক্রিয়ান্বিত ও পানরত। আমরা ইহার একটি কথাও অস্বীকার করি না; কিন্তু গ্রন্থকার যে ভাবে বর্ণনা করি-য়াছেন, তাহাতে কাহারও বিরক্তি না জ-ন্মিয়া যায় না। তিনি প্রহসন লেখা যত স-হজ মনে করিয়াছেন, উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে তত সহজ নহে। হাস্যাস্পদ হইয়া লোক হাসাইলে, সুখ কি? ভোজগৃহে ডেনিয়েল সাহেবের কথাগুলি গোল্ড্স্মিথ কৃত ' ভা-লমানুষ ' নামক নাটকের লফ্টী সাহেবের মুখ হইতে অক্ষরে অক্ষরে চুরি করা হই-য়াছে। উদ্ধৃত-চিহ্ন দিলে, কি দোষ ছিল?

৭। অনাথিনী। মাসিক পত্রিকা; শ্রীমতী থাকমণিদেবী কর্তৃক সম্পাদিত।—শুনি-য়াছি, সম্পাদিকা অল্প বয়সের বালিকা। তাঁহার লিখিত কবিতাটিতে শব্দলালিত্য আছে; কিন্তু পড়িতে লজ্জা হয়।

ক্ষাত্রধর্ম্ম ও বণিগ্‌বৃত্তি

যাঁহারা পৃথিবীতে রাজা বলিয়া অভিহিত হন, এবং মুকুট দণ্ডাদির মোহনচ্ছটা প্রদর্শন করিয়া লোকের নিকট রাজপূজা গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রধানতঃ দুই জাতিতে বিভক্ত। এক জাতির নাম ক্ষত্রীয়, আর এক জাতির নাম বণিক্। সাধারণ মনুষ্যগণও চরিত্রের বিকাশানুসারে ক্ষত্র ও বণিক্ এই দুই বিভিন্ন ও বিরুদ্ধপ্রকৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারেন।

ক্ষত্রিয় ও বণিক্ এই দুইটি শব্দ যদিও শুদ্ধ ভারতীয় আর্য্যভাষাতেই নিবদ্ধ দৃষ্ট হয়, কিন্তু যেখানে মনুষ্য আছে, এবং মনুষ্যের ভাষা সভ্যতার বিস্তার ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃতি ও উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেখানেই এতদনুরূপ কোন না কোন শব্দ প্রকল্পিত হইয়াছে। সুতরাং ক্ষত্রিয় ও বণিকের প্রকৃত জাতি-পরীক্ষা আত্মা ও ক্রিয়ায়। মনুষ্য আত্মার গরিমা এবং ক্রিয়ার গৌরবে ক্ষত্রিয়, এবং আত্মা ও ক্রিয়ার লঘুতা বিবেচনায় বণিক্। এইক্ষণ প্রশ্ন এই, সকল দিকে দৃষ্টি করিলে এই দুইয়ের কোন জাতিকে শ্রেষ্ঠ বলিব?

অনেকে বিবেচনা করেন, বণিকের রাজ্যে যুবজনস্পৃহনীয় অভিমানের পরিপুষ্টি না থাকুক, আভ্যন্তরিক শান্তি আছে; এবং কোন রূপ অনর্থক যশের সৌরভ না থাকুক, সর্ব্বসাধারণের আর্থিক উন্নতি আছে। অতএব বণিকের রাজ্যই প্রজার মঙ্গলের নিদান। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে, যাঁহারা ইদানীং চিন্তা জগতের অত্যুচ্চপ্রদেশে উত্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগেরও অনেকেরই এই সিদ্ধান্ত। তাঁহারা মনে করেন, রাজ্যের অধিনায়কগণ জাতীয় জয়পতাকার গৌরব রক্ষার জন্য লালায়িত না হইয়া নিরীহ, নিরুদ্যম ও শান্তিপ্রিয় হইলে, দেশে বাণিজ্যের স্রোত অব্যাহত প্রবাহিত হইতে থাকে, সকলের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়, চিরচঞ্চলা কমলা রাজনিকেতনে অচলা হইয়া বিরাজ করেন, কবি ও বৈজ্ঞানিকগণ রণক্ষেত্রের ভৈরবরাবে উদ্বেজিত না হইয়া কল্পনা ও সত্যের পদাঙ্কমালা অনুসরণের জন্য অবসর পান, এবং রাজ্যস্থ সমুদয় ব্যক্তিই নিজ নিজ স্ত্রীপুত্র লইয়া নিরুপদ্রবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন।

এই সিদ্ধান্ত যে অনেক অংশে সত্যের সন্নিহিত, তাহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই। কারণ, যে সকল রাজ্যের অধিবাসীরা, শান্তরসে উপেক্ষা করিয়া, ব্যবসায়

বাণিজ্যে উদাসীন রহিয়া এবং গার্হস্থ্য ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, তরঙ্গ-বিলাসী সামুদ্রিকদিগের ন্যায় বিঘ্নবিপত্তির সহিতই নিয়ত খেলা করে, তাহাদিগের কখন কি ঘটে কেহই বলিতে পারে না। তাহাদিগের জীবনে সমতল ভূমির একরূপতা নাই, এবং হেমন্তকালীন স্রোতস্বিনীর অনাবিল প্রবাহ নাই। উহাতে কখনও ঝটিকা বহে, কখনও বজ্রনাদ হয়, কখনও ভূকম্পের আমূল বিলোড়নে সমস্ত কাঁপিয়া উঠে, কখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে, এবং যদি ভাগ্যে থাকে তবে কখনও বা মেঘাবরণ-মুক্ত চন্দ্রলেখা দগ্ধদেহের তাপদুঃখ বিদূরিত করে। কিন্তু সাধারণতঃ সমুদয়ই অস্থির। যখন স্বপক্ষরক্ষণ কি বিপক্ষমর্দ্দনের জন্য তাহাদিগের মধ্যে যুদ্ধের ভেরী নিনাদিত হয়, তখন দেশের এক প্রান্ত অবধি অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কি এক বিষম হুলস্থূল পড়িয়া যায়, গ্রামে নগরে, ধনীর হর্ম্ম্যে ও দরিদ্রের কুটীরে সর্ব্বত্রই কি এক ভয়ানক অবস্থান্তর উপস্থিত হয় তাহা কল্পনা করাও কঠিন।—

প্রণয়পিপাসু যুবতী পরিণয়ের শুভদিনে প্রাণাধিক প্রিয়যুবাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য কোমল বাহুবল্লী প্রসারণ করিয়া আছে; তাহার প্রসারিত বাহু হইতে যুবা অপসারিত হইল। দম্পতী, দীর্ঘবিচ্ছেদের পর মিলিত হইয়া, স্বপ্নাবিষ্ট সুখীর ন্যায় কতই কি সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে; দেখিতে না দেখিতেই তাহাদিগের সকল স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। জননী, পুত্রমুখ সন্দর্শনে আনন্দে অধীর হইয়া, বহুবিধ সাংসারিক সুখ দুঃখের চিন্তা করিতেছেন; তাঁহার নয়নের পুত্তলি, বিদায় গ্রহণেরও অবকাশ না পাইয়া, মৃত্যুর করালবদনে প্রবিষ্ট হইবার জন্য নিঃশব্দ যাত্রা করিল। কৃষক, ফলোন্মুখ শস্যক্ষেত্রের রমণীয় শোভা দেখিয়া, হর্ষোৎফুল্লনেত্রে চাহিয়া আছে; তাহার শস্য সৈনিকবৃন্দের পাদদলনে ধূলিরাশিতে পরিণতি পাইল; তাহার সুশোভিতক্ষেত্র শ্মশানের দগ্ধমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিল। যেখানে আনন্দময় লোকালয় ছিল, সেখানে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল; হাস্যের উল্লাস হাহাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া, কল্য যে দেশ ইন্দ্রের অমরাবতী ছিল, অদ্য তাহাকে অঙ্গারের স্তূপ করিয়া দিল। রাজ্যে ইহার পর আর বিপদ কি? তুমি অস্তার্লিজ কি জিনা-ক্ষেত্রে বিজয়দুন্দুভি বাজাইতে চাও ত, নিজে গিয়া পুড়িয়া মর। তোমার যশের জন্য পরের স্ত্রী কেন বিধবা হইবে? পরের পুত্র কেন অনাথ হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবে?

যদি নিষ্কণ্টকশান্তি এবং নিরাপদ সুখশয্যাই মনুষ্যের সকল আশা ও সকল আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিস্থল হইত, তাহা হইলে আমরাও, পূর্ব্বোক্ত যুক্তিপদ্ধতি আশ্রয় করিয়া, সর্ব্বতোভাবে বণিগ্বৃত্তিরই পোষকতা করিতাম। কিন্তু আমাদিগের বোধ হয়, ম-

মুষ্য, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত, যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, যদি সেই ভাবেই চলিতে থাকে এবং মনুষ্যহৃদয়ের যেরূপ বিচিত্র গঠন দৃষ্ট হয়, যদি তাহা পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত না হইয়া এইরূপই রহিয়া যায়, তাহা হইলে কেহই ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য-সাহস-সমুজ্জ্বল বিঘ্নসঙ্কুল বীর-নীতির তুলনায় বণিকের " এহি এহি " " দেহি দেহি " নীতির পক্ষপাতী হইবে না।

যিনিই যাহা বলুন না কেন, মনুষ্যকে উপদেশ দেওয়া বৃথা। মনুষ্যের নাম মনুষ্য এবং সে চিরদিনই মনুষ্য থাকিবে। বহুযুগ পূর্ব্বেও তাহার প্রকৃতি যেরূপ দুর্ব্বল ছিল, উহা এখনও সেইরূপই দুর্ব্বল আছে, এবং অতীতকালের সাক্ষ্যের প্রতি অবিশ্বাস না করিলে, যুগান্ত পরেও সেইরূপই থাকিবে। যে অবধি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রচলন হইয়াছে, সেই অবধিই সাধুমতি ধর্ম্মযাজকগণ মনুষ্যকে অভিমানের পরিবর্ত্তে আত্মাবমাননা, শৌর্য্যের পরিবর্ত্তে শান্তশীলতা এবং যশঃস্পৃহা ও প্রভুত্ববাসনার পরিবর্ত্তে দীনহীনতা ও বিষয়বৈরাগ্যের ভাবকে হৃদয়ে পোষণ করিবার জন্য অযুতমুখে উপদেশ করিয়া আসিতেছেন ; কিন্তু মনুষ্য তাহা শুনে না। মনুষ্যের এক গণ্ডে আঘাত কর, সে অমনি তোমার দুইগণ্ডে আঘাত করিবে। যদি সে তাহা না করিয়া ক্ষমাধর্ম্ম অবলম্বন করে এবং তোমার দিকে আর একটি গণ্ড ফিরাইয়া দেয়, তাহার প্রিয়তম বন্ধুরাও তৎক্ষণাৎ তাহাকে করতালিসহকারে ধিক্কার দিবে। কোন ব্যক্তি ভাববিশেষের ক্ষণিক আবেশে অবশপ্রায় হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে ও গদ্গদবচনে আত্মদীনতা কীর্ত্তন করিতেছে। তুমি তাহার কথাতেই তাহাকে বিশ্বাস কর, সে ঐ দণ্ডেই পুচ্ছস্পৃষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় তোমার উপর গর্জ্জিয়া উঠিবে। এইরূপ ঘটনা কেবল একটি দুইটি ঘটিতেছে, এমন নহে। মনুষ্যজাতির যত কিছু ইতিহাস, সমস্তই এই।

আজি কালি যে ইউরোপ-ভূখণ্ড সত্য-সত্যই সভ্যতার প্রস্রবণ বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছে, যে ইউরোপ বেদবাক্যের ন্যায় নীতিধর্ম্ম প্রচার করিতেছে, আর পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে, সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে সেই উপদেশ প্রতিধ্বনিত হইয়া দেশ ব্যাপিয়া ভ্রমণ করিতেছে; অধিক আর কি সমগ্র পৃথিবীই যে ইউরোপের দিকে শিক্ষা ও দীক্ষার জন্য তাকাইয়া রহিয়াছে, সেই ইউরোপের নিকটও আমরা কার্য্যতঃ কি উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি ? ইউরোপের পুরাতন আচার্য্যগণ ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি কমনীয় গুণরাজির কতই না মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এবং কোমত প্রভৃতি আধুনিক আচার্য্যগণও ক্ষাত্রধর্ম্মকে কত না নিন্দা করিয়াছেন এবং বণিগ্বৃত্তির কতই না স্তুতিগীত গাইয়াছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখ, ইউরোপ সে পথ গ্রহণ করিল না ;—সে পথ গ্রহণ করিতে পারিল না। পৃথিবীতে যদি কোন দেশে এইক্ষণও ক্ষাত্রধর্ম্মের পূজা থাকে, সেই দেশ ইউরোপ। ফরাশিজাতির রাজপ্র-

তিনিধি প্রুশীয় সম্রাটের নিকট এমন কি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, পঞ্চলক্ষ লোকের বক্ষস্থলের শোণিত বিনা কিছুতেই আর সে পাপের প্রক্ষালন হইল না? সুবিস্তীর্ণ জর্ম্মণরাজ্যের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারিদিগ যে একবারে একটি কথাতেই উন্মত্তবৎ নাচিয়া উঠিল এবং কোটি লোকের প্রাণ একপ্রাণবৎ বৈরনির্য্যাতনের জন্য চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল, ইহার অভ্যন্তরে কি মনুষ্যপ্রকৃতি-রূপ দুর্ব্বোধ যন্ত্রেরই পরিচালনা দর্শন কর, না দুঃস্বপ্ন দেখিতেছ বলিয়া চিত্তকে প্রবোধ দাও?

অতীত কাহিণীর উল্লেখ করা অনাবশ্যক। যদি ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, উহার বর্ত্তমান ধূমায়মানা ভীমমূর্ত্তি কোন্ শাস্ত্রের উপদেশ করিতেছে তাহা আলোচনা কর, তথাপি প্রস্তাবিত বিষয়ে বিস্তর শিক্ষা লাভ করিতে পার। ঐ যে উত্তরে রুসিয়ার বন্য ভল্লূক লোহিতলোচনে তাকাইয়া রহিয়াছে, আর ঘন ঘন নাশাগর্জ্জন করিতেছে; ঐ যে প্রুশিয়ার জটাজূটশোভি বিকট কেশরী অভিমানে স্ফীত হইয়া এক এক বার দক্ষিণে বামে মুখ ফিরাইতেছে, আর নির্ব্বাত দীপবৎ নিস্পন্দ থাকিয়াও সকলের হৃদয়ে ঘোরতর আতঙ্ক জন্মাইতেছে, ইহারা প্রত্যেকেই কি বণিগ্বৃত্তিকে কার্য্যতঃ উপহাস করিতেছে না? ফলতঃ, বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যত কিছু নীতিশাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে, এবং ইউরোপীয় সভ্যতা আভ্যন্তরিক শান্তি বিষয়ে যত কিছু উপদেশ দান করিয়াছে, সমস্তই মিথ্যা। আর, বলং বলং বাহুবলং এই যে এক পুরাতন ক্ষাত্রনীতি মনুষ্যের জিহ্বায় জিহ্বায় বিচরণ করিতেছে, ইহাই সত্য। নহিলে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় মনুষ্যদিগের কথায় ও কার্য্যে এত অন্তর হইবে কেন?

মনুষ্যজাতি বণিকের তুলনায় ক্ষত্রিয়কেই চিরকাল পূজা করিয়া আসিতেছে কি না, তাহার আর এক প্রমাণ কাব্য। কাব্যে অবহেলা করিও না। প্রকৃত কাব্যের কথা প্রতি মনুষ্যেরই প্রাণের কথা। উহা হৃদয়ের মর্ম্মস্থান ভেদ করিয়া বহির্গত হয়, এবং বুদ্ধি বিশ্বাস করিতে না চাহিলেও প্রণয়িজনের পরিচিত কণ্ঠধ্বনির ন্যায় হৃদয় উহাকে চিনিয়া লয় এবং হৃদয় উহাতে বিশ্বাস করে। কাব্যে কাহার পূজা দেখিতেছ? ক্ষত্রিয়ের না বণিকের? বীরের না বঞ্চকের? কাব্যশ্রেষ্ঠ মহাভারত পাঠ করিয়া তুমি ক্ষত্রচূড়ামণি ভিষ্মার্জ্জুনেরই গুণানুরাগী হও? না, লোভী অথচ সত্যবাদী, সাধু অথচ কপটকুশল ধর্ম্মপুত্রেরই বন্দনা কর? একখানি আধুনিক কাব্যেরও নাম করির। ইবান্হো নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় উপন্যাসে যত গুলি চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কেহই ক্রুটডিবিয়ফের মত অস্পৃশ্য দুরাত্মা নহে, কেহই আবার সেই নিরীহ-প্রকৃতি য়িহুদীয় বণিকৃটির মত দোষস্পর্শশূন্য নহে।

তথাপিও যে, তুমি ঐ য়িহুদীটির প্রকৃতি ও অবস্থার সহিত স্বকীয় অবস্থা ও প্রকৃতির বিনিময় করিতে ইচ্ছুক হও না, ইহার কারণ কি? আমরা নিম্নে ইহার একটিমাত্র কারণ সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। :—

মনুষ্যমাত্রই যে সাধারণতঃ বণিগ্‌বৃত্তির প্রতি বীতরাগ হয় এবং মনে মনে উহাকে ঘৃণা করে, আমাদিগের বিবেচনায় তাহার প্রথম এবং শেষ কারণ এই যে, উহার সান্নিপাতিক শীতলচ্ছায়ায় কখনও পুরুষের পৌরুষধর্ম্ম রক্ষা পায় না। যথার্থ পুরুষকার এক অনির্ব্বচনীয় বহ্নি,— এক অমূল্য বৈভব। উহার দীপ্তি মনুষ্যকে ইহলোকেই দেবতার নিরুপম কান্তি প্রদান করে এবং প্রাচীনকালের পূতচিত্ত যাজ্ঞিকের ন্যায়, যাঁহারা উহাকে যজ্ঞীয় বহ্নির মত হৃদয়ে যত্নপূর্ব্বক পোষণ করিয়া রাখেন, তাঁহারা অবস্থার চক্রাবর্ত্তে পড়িয়া যত কেন নিষ্পেষিত হউন না, তাঁহাদিগকে দেখিলেই লোকে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হয়। তাঁহারা বস্তুতঃ পৃথিবীর রাজা, লোকালয়ের প্রভু, মনুষ্যত্বের আশ্রয় এবং শোভা ও সামর্থ্যের সম্মিলন-তীর্থ। কবির বীণা, বসন্তবিলাসিনী কোকিলার মত, তাঁহাদিগেরই যশোগীত গান করে, বরবর্ণিনী কামিনীরা গুণানুরাগিণী দেসদিমোনার ন্যায়, রূপলাবণ্যের অভাবসত্ত্বেও তাঁহাদিগেতেই অনুরাগিণী হয়, চরিতাখ্যায়ক ও ঐতিহাসিকেরা তাদৃশ পুরুষ-চরিত্র পাইলেই আহ্লাদে অধীর হন এবং পৃথিবীও তাঁহাদিগেরই পরজঃ স্পর্শ করিয়া আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগের কথা প্রস্তরফলকে লৌহরেখার ন্যায়; তাঁহাদিগের কার্য্যও মধ্যাহ্নসূর্য্যের আলোকের ন্যায়। সংক্ষেপতঃ, তাঁহারাই মনুষ্য, তাঁহারাই পুরুষ। লোকে থাকুক আর না থাকুক, অন্তরে সকলেই তাঁহাদিগের অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করে।

ক্ষাত্রধর্ম্ম এই পুরুষকারের যেমন অনুকূল, বণিগ্‌বৃত্তি তেমনই উহার প্রতিকূল। এই জন্যই ক্ষত্রিয়ে জগতের আদর, এই জন্যই বণিকে জগতের অবজ্ঞা। ক্ষত্রিয়ের উপাস্য মহত্ত্ব ও মান; বণিকের উপাস্য অর্থ ও লাভ। ক্ষত্রজাতীয়েরা মানের জন্য প্রাণত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। সুতরাং তাঁহারা আপনার মান রক্ষা করিবার জন্যও যেমন ব্যগ্র থাকেন, শত্রু হউক আর মিত্র হউক, পরের মান রক্ষা করিবার জন্যও তেমনই যত্নশীল রহেন। বণিগ্‌জাতীয়েরা অর্থ ও লাভের জন্য কুম্ভীপাক নরককুণ্ডে নিমজ্জিত হইতেও ক্লেশ অনুভব করেন না। সুতরাং তাঁহারা আপনার মানও যেরূপ বিক্রয় করেন, পরের মান লইয়া বাণিজ্য করিতেও সেইরূপ অম্লানবদনে সম্মত হন।

যদি ক্ষত্রিয় কাহারও সহিত প্রণয় করে, সে প্রণয়ের জন্য। সৌভাগ্যের সূর্য্যকিরণেও তাহার দেখা পাইবে, দুঃখ দুর্ভাগ্যের ঝঞ্ঝাবাতেও তাহাকে নিকটে দেখিবে। যদি বণিক্ কাহারও সহিত

প্রণয় করে, সে লাভের জন্য। যতক্ষণ লাভ,ততক্ষণই প্রণয় ও প্রতিশ্রুতি,জলে—জলবুদ্বুদ অথবা মধুভাণ্ডে মক্ষিকা। লাভের সম্পর্ক তিরোহিত হইল, কি প্রণয় ও প্রতিশ্রুতিও বিস্মৃতির অগাধ সলিলে বিলীন হইল। কথায় বিশ্বাস না কর ত, সামান্য বণিক্ দিগের আচার চরিত্র পর্য্যালোচনা কর, এবং ইউরোপের শক্তি-সাম্যে কেন আজি এই বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, রাজনীতির অনুবীক্ষণ লইয়া তাহারও মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখ। অনুবীক্ষণ কেন? স্থূলবীক্ষণেও ইহা পরিলক্ষিত হইবে। বিগত রুশযুদ্ধের রক্তাক্ষর লিখিত প্রণয়প্রতিজ্ঞা কাহার সত্যপরায়ণতায় প্রক্ষালিত হইয়া গেল? যে দেশ কোন সময়ে বীরতা এবং আতিথেয়তার বিহারভূমি বলিয়া অভিহিত হইত, অদ্য কেন তাহার এইরূপ অধঃপাত হইল? ইহা কি সমস্তই বণিক্ প্রেমের প্রতিফল নহে?

বস্তুতঃ ক্ষত্রিয়কে শত্রুও বিশ্বাস করিতে পারে, বণিক্‌কে বিশ্বাস করিতে হইলে চিরপরিচিত মিত্র ব্যক্তিরও তিনবার শঙ্কিত হওয়া উচিত। পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের সহিত ক্ষত্রিয়ের কত সহস্র বার যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়াছে, এবং সেই সমস্ত যুদ্ধে কত রাজ্য ও সাম্রাজ্য উৎসন্ন হইয়াছে, কত পুরাতন সিংহাসন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এবং কত নূতন রাজ্য ও নূতন সিংহাসন তাহার স্থল অধিকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু কোন কালেও কি ক্ষত্র বলিয়া পরিচিত কোন ব্যক্তি পৃথিবীর কোন দেশে পরাভূত ও শরণাগত শত্রুর মর্ম্ম বিদারণ করিতে সাহস পাইয়াছে? বণিক্ স্পষ্টতঃ শত্রুতা না করিয়া লোককে মিত্রভাবে ও প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়াছে। কিন্তু সেই আলিঙ্গন, কালকূট হলাহলের ন্যায় রোমে রোমে প্রসৃত হইয়া অনতিকাল মধ্যেই সমস্ত শরীর দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

ক্ষত্রিয় ও বণিকে এত প্রভেদ! শাস্ত্রের গূঢ়ার্থদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তিরা যেমনই কেন ব্যাখ্যা করুণ না, লোকসাধারণের চক্ষু আছে, এবং তাহারা সকলই দেখিতে পায় এবং সকলই বুঝিতে পায়। সুতরাং যে দেখে এবং দেখিয়া বুঝে; সে যে বণিকবৃত্তির প্রতি অন্তরের সহিত বিরক্ত এবং ক্ষাত্রবীর্য্যের প্রতি অন্তরের সহিত অনুরক্ত হইবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি? এক কথায় এই, মনুষ্যহৃদয়ের চিরপ্ররূঢ় সংস্কার এবং অহেতুকী আসক্তি ও অহেতুকী বিরক্তির কিছুমাত্র মাহাত্ম্য স্বীকার করিলে ইহাই বলিতে হইবে যে,বণিকের সংসর্গে সম্পদও বিপদ অপেক্ষা দূরতঃপরিহার্য্য, এবং ক্ষত্রিয়ের আশ্রয়ে বিপদও সম্পদ অপেক্ষা প্রার্থনীয়। যে রাজ্যে রাজা ও রাজপুরুষদিগের অনুকরণে সকল লোকই ক্রমে ক্রমে বণিগ্‌ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া উঠে, যে খানে ক্রয় ও বিক্রয় এবং আদান ও প্রদান বিনা সকল সম্পর্কই সকলে ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যায়,যেখানে কালসহকারে সাহস,

পরাক্রম ও আত্মাদর প্রভৃতি পৌরুষগুণের প্রতি লোকের আদর কমে, এবং উপার্জ্জন ও উপার্জ্জন ও উপার্জ্জনের জন্যই সকল লোক অহর্নিশ ব্যতিব্যস্ত থাকে, যেখানে আর্থিকবৈভবশূন্য মহত্ত্ব এবং আড়ম্বর শূন্য তেজস্বিতা অবহেলিত রহে, এবং নিতান্ত জঘন্য কাপুরুষও শুদ্ধ পুঞ্জীকৃত রজতরাশির অনির্ব্বচনীয় মহিমায় মণিময় আভরণের ন্যায় সমাজের মস্তক স্থলে গৃহীত হয়, সে রাজ্যে ও সে দেশে কখনও স্থায়ী মঙ্গল হইতে পারে কি না, তাহা গভীর সংশয়ের বিষয়।

জাগো মা আমার।

জাগো মা আমার! গোধূলি আইল,
পশ্চিমে দিনেশ গড়ায়ে পড়িল;
এ কাল নিদ্রায় কত দিন আর
রবে অচেতন! জাগো মা আমার!
জাগো মা! কাতরে ডাকিছে তনয়!

২

কত দিন হ'ল ঘুমাইলে বল?
কত যুগ কাল-সাগরে ডুবিল?
এ কেমন ঘুম ঘুমাইছ, মাগো!
শুন, কথা শুন, একবার জাগো!
এই কি তোমার নিদ্রার সময়?

৩

মা! তুমি কি মন পাষাণে বেঁধেছ?
কোলের সন্তানে ভুলিয়া রয়েছ!
সেই দ্বাপরের কুরুক্ষেত্র রণে
বক্ষে বাঁধি মৃত বীর পুত্রগণে
ঘুমায়েছ, আহা, কাঁদায়ে সংসার!

৪

দেখিতে দেখিতে কত দিন হ'ল!
কত দেশ মহা সমুদ্রে ডুবিল!
জন্মিল মরিল রাজা শত শত!
তোমার (ও) উপরে ঝঞ্ঝাবাত কত
(প্রলয়ে যেমন) ছাড়িল হুঙ্কার!

৫

গেল মুসলমান, আইল মোগল,
পদভরে ধরা করি টল মল;
বারিবিন্দু যথা বালুকা রাশিতে
অন্তর্দ্ধান হয় দেখিতে দেখিতে
সে রাজ্যও হায় গেল মিশাইয়া!

৬

তৃতীয় রাজত্ব হইছে এখন;
ব্রিটিস হর্য্যক্ষ করিছে গর্জ্জন;
বক্ষে সিংহ ধরি উড়িছে নিশান;
ব্রহ্মাণ্ড কাঁপায়ে ধ্বনিছে কামান,
বাজিছে বাজনা—'জয় বিক্টোরিয়া'।

৭

আজি শুভ দিশি, জাগো মা আমার!
তোমারে দেখিতে, দেখ, রাজকুমার
হাঙর, কুম্ভীর, ময় গিরিময়

' সাত সমুদ্রের ' নাহি করি ভয়
শ্বেত-দ্বীপ হ'তে এলেন আপনি।

৮

দেখ, দেখ, দেখ, কি আনন্দ আজ,
ঘরে ঘরে যেন লক্ষ্মীর বিরাজ!
গ্যাসালোকে লেখা ' চিরজীবী হয়ে
রহ রাজকুমার পুত্র পৌত্র লয়ে,
চিরজীবী তব হউন জননী!'

৯

গ্যাস ' করোনেট,' গ্যাসের কমল,
গ্যাসের নক্ষত্র করে ঝল মল,
গ্যাসের তপন হরিছে আঁধার,
গ্যাসালোকে গাঁথা হীরকের হার;
ইন্দ্রপুরী সম শোভিছে নগর।'

১০

দেখেছ ত্রেতায় লঙ্কার বিভব,
শত কৌরবের দেখেছ গৌরব;
ইংরাজ মহিমা দেখ মা এখন,
জনমে কি কভু দেখেছ এমন?
এমন অদ্ভুত দৃশ্য মনোহর?

১১

কিরীচে কিরীচে বিদ্যুৎ খেলিছে;
পদাতির পদ উঠিছে পড়িছে;
সদর্পে চলিছে অশ্বারোহী দল,—
অঙ্গে অস্ত্র নানা করে ঝল মল;
সারি সারি শত উড়িছে নিশান;

১২

' ধুতুর ' ' ধুতুর ' বাজিছে বিগুল,—
ধ্বনিছে আকাশ সমুদ্রের কূল;
সমর বাজনা দপটে বাজিছে,—
বীরবক্ষে বেগে শোণিত ছুটিছে;
রহি রহি শত গর্জ্জিছে কামান।

১৩

আজি এ নগর মহোৎসবে রত,
ঢের ঘুমায়েছ, মাগো, আর কত!
আসিছেন তোমা দেখিতে কুমার,
চক্ষু মেলে উঠে বসো মা আমার!
এ সময়ে কিগো ঘুমাইতে হয়?

১৪

দেখিতে তোমায় আসিলেন যিনি,
সভ্য দেশে তিনি সভ্য-চূড়ামণি;
উঠ অবগাহি জাহ্নবীর জলে,
পর বেশ ভূষা, পর কুতূহলে,
আনন্দ-সাগরে ডুবাও হৃদয়।

১৫

হেন কথা আমি কহি কি কারণ?
হেন কায, মাগো, করোনা কখন;
তুমি কাঙ্গালিনী, জনম দুঃখিনী,
কাঙ্গালিনী বেশে দেখিবেন তিনি,
এ বেশ ভূষণে কি কায তোমার?

১৬

অবোধ সন্তান তোমার যাহারা,
হরষে উন্মত্ত হউক তাহারা;
নবীন পল্লবে, নবীন মুকুলে,
সাজাক্ ভবন নব নব ফুলে;
তুমি ধর এই বচন আমার।

১৭

চির বিষাদিনী তুমি মা যখন,
আনন্দের বেশ সাজে কি কখন?
হাস নাই তুমি কত দিন হ'ল,

কি সুখে, কেমনে এবে আর বল
হাসিবে? ভুলিবে পূর্ব্ব দুখ যত?

১৮

এই বেশে চল; এই এলায়িত
শত বৎসরের ধূলায় লুণ্ঠিত
কুন্তল তোমার, বাধিও না আর,
মুছিও না, মাগো, নয়নের ধার;
এই বেশে চল দুঃখিনীর মত

১৯

শত গ্রন্থি দেওয়া মলিন বসন
অঙ্গে কোন মতে কর মা ধারণ;
শত পুত্র শোকে যাহার হৃদয়
দহিছে, শোভে কি অঙ্গে অলঙ্কার?
লও বরদার কিরীট তুলিয়া।

২০

দাঁড়াইও গিয়া এক পাশে সরি;
ধীরে যুবরাজে আশীর্ব্বাদ করি
মঙ্গল বারতা সুধাইও তাঁর;
সুধাইও,—'ভাল আছেন কুমার
নারী-কুলোত্তমা মাতা বিক্টোরিয়া?'

২১

কনক কিরীট রাখি পদ তলে,
কহিও কুমারে ভাসি অশ্রুজলে;—
"এই উপহার ধর, যুবরাজ,
বরদা আমার বনবাসী আজ,
হায়রে ভিখারী বিধির ইচ্ছায়,

২২

দয়ার আধার জননী তোমার,
উপযুক্ত পুত্র তুমিও তাঁহার;
চির মহত্বের হোরিয়া পতন,
একবার (ও) নাহি ঝরিল নয়ন?
অদৃষ্টের দোষ দোষিব কাহায়?

২৩

কি দেখিতে আজি আইলে হেথায়!
কি আছে আমার দেখাব তোমায়!
ভারত গৌরব যাহা যাহা ছিল,
কাল দুরাচার সকল (ই) নাশিল;
প্রাণশূন্য দেহ এ দেশ এখন!

২৪

বিচিত্র নগর; হর্ম্য মনোহর;
ভূতলে নন্দন উদ্যান সুন্দর;
সুপ্রশস্ত সেতু; চারু জল-যান;
বিদ্যুতের খেলা; বন্দুক কামান;
(তোমাদেরই) দেশে করেছ দর্শন।

২৫

কি দেখিতে, হায়, এলে তবে আজ!
কি দেখিয়া ফিরে যাবে, যুবরাজ!
সুধাবেন যবে জননী তোমার;—
'কহ কি দেখিলে ভারতে, কুমার?
কি আনিলে?' তুমি কি উত্তর দিবে?

২৬

ইন্দ্রপুরী সম এই যে নগরী
উন্মত্ত উৎসবে; সারি সারি সারি
এই যে সুন্দর প্রাসাদ শোভিছে;
গঙ্গার উরসে এই যে ভাসিছে
শত জল-যান বিচিত্র সুন্দর;

২৭

এই দুর্গ,—যেন জাগ্রত কেশরী;
ওই যে লইয়া সাগর লহরী
খেলিছে বোম্বাই; ওই যে মান্দ্রাজ

রাজেন্দ্রানী সম করিছে বিরাজ;
তোমাদের ই এই কীর্ত্তি সমুদয়।

২৮

এই দেশে যদি করিতে ভ্রমণ
এলে, যুবরাজ, করো দরশন
অরণ্য বেষ্টিত, জন প্রানী হীন,
গৌড় নগরের প্রাসাদ প্রাচীন;
বঙ্গ সূর্য্য যথা অস্তমিত, হায়!

২৯

দেখো ইলোরার পাতাল মন্দির;
অদ্ভুত রচনা,—দেখিও সুধীর—
প্রস্তরের ভীম মাতঙ্গ উপরি
শোভিছে কৈলাস,—মনোহরা পুরী,
খোদিত পর্ব্বতে গঠিত কৌশলে

৩০

উত্তরে দেখিও হিমাদ্রি শেখর,
গম্ভীর মুরত্তি,—গিরি কুলেশ্বর,
দীর্ঘ্যবাম, কিন্তু বিষাদে মগন;
ভারতের দশা করি দরশন
বক্ষভাসে আজ নীহারাশ্রু জলে!

৩১

গোমুখীর মুখো নিরবে বসিয়া
দেখিও, যখন পাষাণ ভেদিয়া,
হুহুঙ্কার ছাড়ি, কাঁপাইয়া গিরি,
সহস্র ধারায় বাহিরয় খরি,
ভাগীরথী, শিব শির বিহারিনী।

৩২

দেখিও প্রয়াগ; দেখো বারানসী;
বদরিকাশ্রম;—দ্বৈপায়ণ ঋষি
বসিয়া যথায়, নয়ন মুদিয়া,
গম্ভীরে আপন বীণা বাজাইয়া,
শিষ্যে শুনাইতা ‘ ভারত ’ কাহিনী।

৩৩

ব্রীটনেরা ভবে বীর অবতার,
সেই বংশে তব জনম, কুমার!
বীরত্বে তোমরা ভরেছ ভুবন,
কারে কহে ভয়, জান না কখন;
হিমাদ্রির মত হৃদয় অটল।

৩৪

তাই কহি তোমা; নিশীথে যখন
বসুধা রহিবে নিদ্রায় মগন,
একাকী আপনি কুরুক্ষেত্রে গিয়া
কহিও স্মৃতিরে, অর্গল খুলিয়া
দেখাইতে মম ভাণ্ডার সকল।

৩৫

দেখিতে পাইবে তাহার ভিতর,—
নিদ্রাগত শরশয্যার উপর
জ্যোতির্ম্ময় দেহ, বিরাট মুরত্তি,
বদন মণ্ডলে মহত্বের ভাতি:
রুধির পড়িছে সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া।

৩৬

দেখিবে গাণ্ডীব,—শিবদত্ত ধনুঃ;
পার যদি, ভূমে পারি বাম জানু
প্রাণপণে দিও কোদণ্ডে টঙ্কার,
কাঁপিবে দিগন্ত, ছাড়ি হুহুঙ্কার
সাগরতরঙ্গ উঠিবে নাচিয়া।

৩৭

কি বলিব! আর বলা নাহি যায়!
যেও, যেও বীর, ‘ চিলন ওলায় ’;
ভারতের আশা,—নিস্তেজ তপন,

সেই স্থানে শেষ দিয়া দরশন
অস্তাচলগামী বিধির বিধানে।

৩৮

যে বীরেন্দ্রদল অজেয় সমরে;
নেপোলিয়ানের দর্প চূর্ণ করে
গর্ব্বে যাহাদের স্ফীত বক্ষস্থল,
গ্রীকের সাহস, পরাক্রম, বল,
সচক্ষে তাহারা দেখেছে সেখানে।

৩৯

আর কি দেখিবে! দেখিয়া কি ফল!
শ্মশান শ্মশান শ্মশানই কেবল
সোনার ভারতে!! হিমাদ্রি হইতে
সীমান্তরে যাও পাইবে দেখিতে,
আর্য্যভস্মরাশি পর্ব্বত প্রমাণ।

৪০

আশীর্ব্বাদ করি, ভারত ভ্রমিয়া
নিরাপদে যাও স্বদেশে ফিরিয়া;
কহিও মায়েরে,—'ভারত দুঃখিনী
অশ্রু-জলে ভাসি কহিল, জননী,—
ভারতের আশা করো না নির্ব্বাণ!'

শ্রীদীঃ।—

সুশিক্ষিতদিগের ভ্রম।

(প্রাপ্ত।)

যখন ব্যাস, সক্রেটিস্, প্লেটো প্রভৃতি মহাপণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়াছেন যে, সকল মনুষ্যই ভ্রমবিশিষ্ট, তখন আমরা যদি বলি যে, এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিতদিগেরও ভ্রম আছে, তাহা হইলে বোধ করি, আমরা অপরাধী হইব না। বিশেষতঃ যখন নূতন রাজ্য স্থাপন বা নূতন সমাজ পত্তন হয় অথবা কোন রাজ্য বা সমাজের নূতন সংস্কার হয়, তখন সেই সকল মহৎকার্য্যে ব্রতী মহোদয়েরা মনীষাসম্পন্ন লোক হইলেও তাহাদের তত্তৎকার্য্যঘটিত ভাব ও ব্যবস্থা একেবারে সংশুদ্ধ ও অপরিবর্ত্তনীয় হয় না। পরন্তু তাঁহাদিগকেই আবার অনেক স্থলে প্রথমাবধারিত পথ ত্যাগ করিয়া নূতন পথে অথবা আরো পুরাতন পথে আসিতে দেখা যায়। অপূর্ণ মনুষ্যের পক্ষে ইহা কখনই বিচিত্র নহে।

আমাদের ভারতবর্ষে সম্প্রতি নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে হয় নাই, নূতন সমাজও গঠন করিতে হয় নাই। কিন্তু ঐ উভয় বিভাগেই বহুতর সংস্কার হইতেছে এবং ঐ উভয় বিভাগেই সংস্কারকগণ পূর্ব্বাবধারিত ব্যবস্থার বহুল পরিবর্ত্তন করিতেছেন। কতক ঐ সংস্কারকদিগের চেষ্টায় কতক বা সময়ের গতিকে এক্ষণে দেশসাধারণের লোকের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতেছে,—কতক কতক কার্য্যও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনস্রোতে এমনও

দেখা যায় যে, পূর্ব্বত্যক্ত ভাব ও ব্যবস্থা পুনরায় অবলম্বিত হইতেছে। এমন অবস্থায়, ঐ পরিবর্ত্তনকারী সুশিক্ষিতদিগের কার্য্যে যে ভ্রম ছিল বা আছে, তাহা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যায়।

এক প্রকার বিবেচনায় আমাদের দেশে জনসমাজের ব্যবস্থা কখনই স্থির নহে। জ্ঞানের বিকাশ ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রীতি নীতি ও ব্যবস্থা সকল অল্পে অল্পে আপনাপনি পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যাহাকে আমরা সমাজসংস্কার শব্দে অভিহিত করিতে পারি, সে পরিবর্ত্তন কিঞ্চিদধিক ত্রিংশৎবৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। এই ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সুশিক্ষিত ও সমাজসংস্কারকগণ ভারতের অশেষ দুর্দ্দশা বর্ণন করিয়া তাহার দূরীকরণ জন্য চিৎকার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহাদের অভিলষিত সংস্কার অল্পই সাধিত হইয়াছে! তাঁহারা বহু যত্ন করিলেও, তাঁহাদের প্রার্থিত সংস্কার যে অল্পই সাধিত হইয়াছে, তাহার এক কারণ এই যে, তাঁহারাই আবার তাঁহাদের নিন্দিত পূর্ব্বপ্রচলিত পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। ইহাও যে তাঁহারা কেবল অপার্য্যমানে করিতেছেন, এমন বোধ হয় না। প্রত্যুত লক্ষণে এরূপ অনুভূত হয় যে তাঁহারা সেই সকল পদ্ধতির গুণ দর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত নিন্দাবাদে যে তাঁহাদের কিছু কিছু ভ্রম ছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেইরূপে এখনে যাহারা পূর্ব্ব সংস্কারকদিগের পথে চলিবেন, তাহাদেরও ভ্রম থাকিবে, আশ্চর্য্য কি?

এই ত্রিশ বৎসর কাল এতদ্দেশীয় জাতিভেদ ও বিবাহ বিষয়ক ব্যবস্থার প্রতি প্রত্যেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক যুবক ব্যতীত আর সকল সুশিক্ষিতেরাই ঐ দুই প্রথা অবলম্বন করিয়া আছেন। কেন? এত গর্হনীয় ব্যবস্থাদ্বয় একবারে পরিত্যক্ত হয় না কেন? কেহ কেহ উত্তর দিবেন, লোকভয় প্রযুক্ত সুশিক্ষিতেরা ঐ দুই ব্যবস্থা ত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু এই উত্তর এক্ষণে সঙ্গত হয় না। এই ত্রিশবৎসরের প্রথমে ঐ উত্তর সঙ্গত ছিল। এক্ষণে সুশিক্ষিতেরাই সমাজের লোক; অধিকাংশ লোক তাঁহাদেরই শাসনে শাসিত হয়। এবং অতি নব্য যুবকেরা সেই সুশিক্ষিত নবীয়ানদিগের শিক্ষা ও উপদেশে প্রচলিত জাতিভেদ ও বিবাহ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার অনুগত হইয়া থাকেন।

এই শেষোক্ত ব্যাপারটি কি হেতু ঘটিতেছে, তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে হইলে এক বৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে। ফল কথা এই, বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথা ও বিবাহ প্রথা নিরবচ্ছিন্ন অনিষ্টোৎপাদক নহে। যে সকল সুশিক্ষিতেরা সংসারের সকল দেশ দর্শী, তাঁহারা তাহা বুঝিয়াছেন। উত্থানমমানশীল সুশিক্ষিতদিগের তাহা বুঝিতে কিছু বিলম্ব হইতে পারে। কিছু

দিন পরে বোধহয় সকলেই প্রতীতি করিবেন যে,উক্ত দুই প্রথাকে আমূলাগ্র নিন্দা জালে আচ্ছন্ন করা ও উহাদিগকে "সকল অনর্থের মূল „ বলা নিতান্ত ভ্রান্তি মাত্র।

আমরা আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে কি দেখিতে পাই? এখনও আমরা হিন্দু নামে একটি বিশাল জাতি রূপে পরিগণিত হইয়া আছি। জাতি-মর্য্যাদা-বিৎদিগের পক্ষে ইহা অল্প হর্ষের বিষয় নহে। অতি প্রাচীন কালে শত শত জাতি স্বর্ণপ্রসবা ভারতভূমির নামে লোভাকৃষ্ট হইত, আজিও ভারতভূমির প্রতি সেই সকল জাতির লোভ হ্রাস হয় নাই। কত জাতি উঠিল, আবার কত জাতি হৃতসর্ব্বস্ব হইল; কত ধর্ম্ম উঠিয়া আবার অন্য ধর্ম্ম দ্বারা পরাভূত হইল। হিন্দুজাতির অঙ্গে সে কলঙ্ক নাই। বরং হিন্দুগণ বরাবর অনার্য্যদিগকে ক্রমে ক্রমে আর্য্যধর্ম্মাক্রান্ত করিতেছেন। (নতুবা আজি ইউরোপে এত হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের শান্তিপ্রমুখ-হিন্দুনীতি ও শবদাহাদি হিন্দু প্রথার প্রচার কেন?) আজি হিন্দুদিগের যত অবসাদ হউক, হিন্দুগণ দীর্ঘকালব্যাপী যে প্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব সহ্য করিয়াছেন, এমন আর কেহই সহ্য করেন না। তথাপি এখনও হিন্দুদিগের যাহা আছে তাহা অনেকেরই নাই। এমন বিদ্যা, এমন ধর্ম্ম, এমন বিত্ত; এমন সারবত্তা হিন্দুগণ কি বুদ্ধিবলে এতকাল রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, কে বলিবে? তাহা বুঝিতে আমাদের বহুকাল লাগিবে। কিন্তু জাতিভেদ যে সেই হিন্দুজাতিত্বের একটি বন্ধন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। জাতি বা বর্ণভেদের যে বিচার আছে, তাহাই আমাদের দুর্গ স্বরূপ। তাহাতে ঠেকিয়া মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানগণ এপর্য্যন্ত পরাস্ত হইয়া আছেন। সংপ্রতি ইহা গেলে হিন্দুজাতিত্বের আর কিছু থাকিবে কিনা, বিলক্ষণ সন্দেহস্থল। অতএব কেবল হিন্দুজাতির মর্য্যাদা-রক্ষার নিমিত্ত সংপ্রতি আমাদের প্রচলিত জাতি-নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক।

আমাদের জাতি-নিয়মের মধ্যে ভোজ্যান্নতা বিষয়ক নিয়ম পালন করা কার্য্যতঃ কঠিন। এই কাঠিন্য প্রাচীনেরাও বুঝিতেন। এই নিমিত্ত প্রাচীন আর্য্যেরা

" শূদ্রেষু দাস গোপাল কুল মিত্রার্দ্ধসীরিণাং „

শূদ্রদিগের মধ্যে দাস গোপাল কুলমিত্র ও অর্দ্ধসীরিদিগের সহিত ভোজ্যান্নতা সচরাচর রূপে চালাইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ব্যবস্থা হইয়াছে যে;—

তৃণে কাষ্ঠে রণে যজ্ঞে নৌকায়াং গজপৃষ্ঠকে বিবাহে লোকযাত্রায়াং স্পর্শদোষো-নবীয়তে।

এই নিমিত্ত পিপীলিকা মক্ষিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্রদ্রব্যভোগী জন্তুর স্পর্শদোষ গৃহীত হয় না। এইজন্য এখনও বাজারে হিন্দুদিগের অধিকাংশ খাদ্য দ্রব্য বিক্রীত হইয়া থাকে। এই জন্য প্রাণসঙ্কটে সকলের অন্নই গ্রহণ করার ব্যবস্থা আছে।

এই জন্য হিন্দু ও মুসলমানের ব্যবহারে অনেকখানি মিল দেখা যায়। কার্য্যসৌকার্য্যার্থে আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের সহিত এতদূর মিশ্রিত হইলেও তাহারা কদাচারী হইয়াছেন, ইহা কেহ বলিতে পারিবেন না। আর ইহাও স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, তাহারা যে অনার্য্যদিগের সহিত মিলিত হইতে স্তোক অবঃস্বর করিতেন, তাহাই তাহাদিগের আচার বিশুদ্ধ রাখিয়াছে। ফলতঃ অনাচারই সর্ব্বদা পরিহার্য্য। আমাদিগেরও তাহাই লক্ষ্য থাকা উচিত। সেই লক্ষ্য রাখিয়া আমরা যদি জাতীয় নিয়ম প্রতিপালন করি, আমাদিগের কার্য্যের বিঘ্ন স্থায়ী হইবে না।

সদাচার রক্ষা করিয়া ভোজ্যান্নতা বিষয়ে যিনি যেরূপ ব্যবহার করুন, তাহাতে হিন্দুসমাজ অধিক আক্ষিপ্ত হইবে না। কিন্তু যিন বিবাহ বিষয়ক জাতি-নিয়ম ভঙ্গ করেন, তাহাকে হিন্দুসমাজের প্রান্তে আসিতে হইবে। ইহাতে সেই প্রান্তবাসী ব্যক্তির আক্ষিপ্ত হওয়া উচিত নহে। কারণ, হিন্দুগণ অমিশ্র হিন্দু থাকেন,—খিচুড়ী জাতি না হয়েন, ইহা প্রার্থনা করিতে হয়। সত্য বটে যে, প্রাচীন আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের কন্যাকেও বিবাহ করিতেন, কিন্তু সে তুলনায় আমরা এক্ষণে কার্য্য করিতে পারি না। আমরা প্রাচীন আর্য্যদিগের গুণ অল্পই ধারণ করিতে পারিয়াছি। এক্ষণে প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, হিন্দুগণ—বিশেষতঃ বাঙ্গালিগণ দ্রাবিড় ধর্ম্ম প্রভাবেই হিন্দু হইয়া আছেন। এই জাতি যে প্রাচীন আর্য্যদিগের ন্যায় অনার্য্যদিগের কন্যাগণের পাণীগ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে আর্য্যধর্ম্মাক্রান্ত করিবে, ইহা স্বপ্নেও অনুভব করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, যিনি বিবাহব্যবস্থাকে কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর রূপে নিয়মিত করিতে চাহেন, তাঁহাকেও হিন্দুসমাজ অবজ্ঞা করিবে। কারণ, অনির্দ্দেশ্যকাল হইতে বিবাহ ব্যবস্থা কেবল সংসারধারণোপযোগী ধর্ম্মক্রিয়ারূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সমগ্র মনুষ্যজাতি নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে এই ধর্ম্মভাবকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। অতএব সহজে এই ভাব অপগত হইবে না। যদি ভারতবর্ষ হইতে এই ভাব অন্তর্হিত হয়, ভারতবর্ষীয় গণিতাদি বিদ্যার ন্যায়, ইহাও অন্যদেশে উদিত ও পুজিত হইবে। কিন্তু ইহাও সম্ভাবিত যে হিন্দুনামধারীগণ এই ভাব ত্যাগ করিতে পারিবে না—হিন্দুর ধর্ম্মপত্নী কামপত্নীরূপে পরিণত হইবে না। তৃতীয়তঃ, যিনি একবারে বিবাহ প্রথারই বিরোধী, তিনি জনসমাজের বিরোধী। তাঁহার সহিত আমাদের বাক্যব্যয় করিতে হইবে, এমন প্রয়োজন দেখি না।

পরন্তু, এই সকল বিষয়ে ইংরেজদিগের আদর্শ দেখিয়া আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষদিগকে গালি দিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কএকটি কথা বলিতে হয়। অতি প্রাচীনকালের এই হিন্দুসমাজের ব্যবস্থা যে যথাতথরূপে এখনও খাটিবে, তাহা না হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রা-

টীন ব্যবস্থাপকদিগকে নিন্দা করিবার পক্ষে আমাদের কোন মুখ নাই। আমরা, না কোন রাজ্য জয় করিয়াছি, না কোন জাতিকে শাসনে রাখিয়াছি, না কোন সমাজের উন্নতি সাধন করিয়াছি, না কোন সম্প্রদায়কে সুশিক্ষা দিতে পারিয়াছি, না কোন দূরদেশে গিয়াছি, না কোন উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি, না আমাদের কোন অর্থকরী বিদ্যা আছে, না কোন শিল্প আছে, না কোন শাস্ত্র আছে। যাহাতে পুরুসার্থ হয়, এমন কোন মহৎকার্য্য আমাদের দ্বারা হয় নাই। আমাদের সৎসাহসের পরিচয় কেবল উচ্ছৃঙ্খল বিবাহ, অনার্য্যব্যবসায় ও বক্তৃতাতেই পর্য্যাপ্ত। আর আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সুপৌরুষের কার্য্য পিতৃপুরুষদিগকে গালাগালি। এই হীনঅতিহীন অসার লোকেরা যে কোন কালে আর প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবেনা, উল্লিখিত আচরণসমূহে ইহাই প্রকাশ পায়।

ইংরেজগণ আমাদের জাতিভেদ জন্য কত অসুখ প্রদর্শন করেন এবং তাহার ভঙ্গ বিষয়ে কতই প্ররোচনা দেন। কিন্তু যিনি মনে করিবেন যে, জাতিভেদ ভঙ্গ করিয়া ইংরেজদিগের সহিত সমভাবে মিলিত হইব, তাহার ন্যায় ভ্রান্ত আর কেহই নাই। যেমন পূর্ব্বে গৃহবিবাদাক্রান্ত হিন্দুরাজাগণ রাজত্বলাভের আশায় ইংরেজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া শেষে দাসত্বে বদ্ধ হইয়াছেন, সেইরূপ এখন আমরা ইংরেজদিগের "ব্রাদর্স" হইবার আশায় জাতিভেদ ত্যাগ করিয়া, শেষে একান্ত তাহাদের পাদুকা পরিষ্কারক "নিগার্স" হইয়া দাঁড়াইব; অথবা এক জন্মগত জাতিবন্ধন ত্যাগ করিয়া ধনগত, পদগত, মর্য্যাদাগত ও শক্তিগত অসংখ্য প্রকার জাতিবন্ধনে জড়িত হইব। লেখা পড়া শিখিয়া এবং জ্ঞানবুদ্ধি মার্জ্জিত করিয়া পৃথিবীর আর কোন জাতি ভ্রান্তিকুহকে স্বেচ্ছাক্রমে এতদূর দুর্গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, এমন উদাহরণ ইতিহাসে নাই।

এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা প্রার্থনা করি যে, সুশিক্ষিতদিগের কথায় ও কার্য্যে কত ভ্রান্তি ঘটে, তাহা তাহাদের পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। যিনি কোন কারণে কোন নিয়মের প্রতি চটিবেন, তিনি একবারে তাহা উচ্ছেদ করিতে চাহিবেন, তাহা হইলে সংসারের কোন নিয়মই স্থায়ী হইতে পারে না।

প্রস্তাব লেখকের সকল কথায় আমাদিগের সহানুভূতি নাই। সমাজের অভ্যন্তরীণ শক্তি স্বতঃসঞ্চালিত হইয়া যে সকল পরিবর্ত্ত আনয়ন করে, কে তাহার গতিরোধ করিতে পারে?

(সং)

দেবোপাখ্যান।

(গ্রীস ও ভারতবর্ষ।)

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

হিন্দু দেবদেবী সংগ্রহ।

হিন্দুদিগের দেবদেবীর উপাখ্যান সঙ্কলন করিতে সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে লিখিতে হয়। গ্রীকগণ জগতের সৃষ্টি বিষয়ে কিছুই কল্পনা করেন নাই। তাঁহাদের মতে স্বর্গ ও পৃথিবী আপনা হইতে উৎপন্ন, তাহাদের আদি নাই, তাহারা আদি দেবতা। কবিগণ তাঁহাদের কল্পনাকুসুমে বিরচিত সুপ্রশস্ত দেবোপাখ্যানগৃহের সৌন্দর্য্য সম্পাদনে যত্ন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার দৃঢ়তা সম্পাদনে অথবা ভিত্তিভূমি গ্রন্থনে মনোযোগ করেন নাই। তাঁহাদের মূলের প্রতি দৃষ্টি না থাকাতে তাঁহারা সুন্দরতা প্রদর্শনে পারগ হইলেও আপন আপন মতের স্থিরতা সম্পাদনে সমর্থ হন নাই। কিন্তু হিন্দুদিগের কিছুই অসম্পান্ন নয়,তাহাদের মূলে ভুল নাই। বৈদিক সময়ে স্বর্গ ও পৃথিবীকে * সেরূপ চক্ষেই দেখা হইয়া থাকে তখনও মূলে এক ঈশ্বর। তখনও ঈশ্বর স্রষ্টা, অনাদি, অনন্ত,মঙ্গলময়। অপরিজ্ঞাত সমস্ত বিষয় তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া কবি ও বৈজ্ঞানিকগণ অনেক অযৌক্তিক কল্পনা হইতে মুক্ত। হিন্দুদিগের দেবোপাখ্যানে যদি কেবল কবির কল্পনা মাত্র থাকিত, বিজ্ঞান যদি ভিত্তিভূমি দৃঢ় না করিত,তবে যে দেশে সমস্ত বিষয় লইয়া এত আন্দোলন,সে দেশে দেবোপখ্যান একভাবে এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিত না। কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে গ্রীকদিগের দেবচরিত্র কেবল কবিকল্পনাকুসুমে সুসজ্জিত, হিন্দুদিগের অতি প্রাচীন সময়ের দেবচরিত্রও বিজ্ঞানের সাহায্যে রচিত এবং কবির মনের সুন্দর আভরণে ভূষিত।

ভারতে সর্ব্বপ্রথমে বৈদিক সময়। তখন পুরাণবদ্ধ সৃষ্টি প্রকরণ, বা জটিল দেবোপাখ্যান ছিল না। তখন ইন্দ্র বা বরুণ একমাত্র ঈশ্বর *, কখনও বা ঈশ্বর

* কক্স সাহেব দ্যাবাপৃথিবী সকলের মূল বিবেচনায় গ্রীকদিগের স্বর্গ ও পৃথিবীর সহিত তুলনা করেন। কিন্তু অনেকে অশ্বিনীকুমার, অহোরাত্রক চন্দ্রসূর্য্য বলেন।

* য়দিন্দ্রাহং যথা ত্বমীশীয়! বস্ব এক ইৎ। স্তোতা মে গো সখা স্যাৎ॥ ৮॥ ৮॥ ১২ ইন্দ্র! তুমি যেমন একই (অদ্বিতীয়)

শব্দ ভিন্ন একজনের জন্য ব্যবহৃত, কিন্তু ঈশ্বর একই। কখন বা ইন্দ্রকে বায়ু বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে *। কখনও তাঁহাকে সূর্য্য বলিয়া আহ্বান করা হইত †। আবার কোন সময়ে মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা প্রভৃতি দেবগণ ইন্দ্রের নামান্তর ‡ বলিয়া নির্দ্দেশিত আছে। এইরূপ ঋগ্বেদে বরুণের স্তবে বরুণকেই ইন্দ্রাদি নামে আদিদেব বলিয়া অভিহিত দেখা যায়। তৎপর উপনিষদের সময়। এই সময়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ ক্রমে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র হইতে লাগিলেন। সকলেই দেখিতে লাগিলেন যে, ঈশ্বরের মহত্ব বিষয়ে আর সংশয় নাই। ... ক্রিয়মান, দেবগণ তাঁহার ... খন ঈশ্বর;—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। *

"তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অন্য কিছু হইতে উৎপন্ন, বা কিছুই হন নাই। তিনি জন্মবিহীন, নিত্য, শাশ্বত পুরাণ; শরীর বিনষ্ট হইলে তাঁহার বিনাশ নাই।"

তিনি;—

অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ানাত্মাস্যজন্তো-র্নিহিতো গুহায়াং

হইতেছ; আমাদের ধনের প্রেরয়িতা হইতেছ; তদ্রূপ আমিও যদি কখনও তোমার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী (ঈশ্বর) হই, তাহা হইলে আমারও স্তোতাগণ গো-সখা (গবাদি উপঢৌকনসহ বর্ত্তমান) হইবে। (সামবেদ সংহিতা, কৌথুমী শাখা, ঐন্দ্র পর্ব্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়।)

* বাত আবাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে ইত্যাদি।
১০॥৭০॥১৮৪ সামবেদসংহিতা, ঐন্দ্রপর্ব্ব।

† সামবেদসংহিতা ঐন্দ্রপর্ব্ব ১॥১১॥১২৫; ২॥১২॥১২৬; ৩ ৩॥১৩॥১২৭ দ্বিতীয় অধ্যায়, ছন্দ আর্চ্চিক।

‡ মহি ত্রীণা মবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যম্নঃ।
দুরাধর্ষং বরুণস্য॥৮॥৭৮॥১৯২
মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা এই দেবত্রয়ের (১) দুর্দ্ধর্ষিত দ্যুনিবাসী দীপ্তিশালী তেজঃপুঞ্জ, আমাদের ভালরূপে রক্ষা কর্ত্তা হউক।

(১) এস্থলে পণ্ডিতবর ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ি ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেবত্রয়ের অর্থ ত্রিবিধ নামধেয়ের বলেন। তিনি বলেন যেমন পৌরাণিকমতে এক ঈশ্বর স্রষ্টাদি ত্রিবিধ-রূপে বিরিঞ্চ্যাদি ত্রিবিধ নামধারী, তদ্রূপ বেদেও ইন্দ্র, মিত্র বরুণ প্রভৃতি নামে অভিহিত। আবার "সংবর্ত্তি প্রচেতসো বরুণো মিত্রো অর্য্যমা"। এস্থলে প্রচেতা অর্থ বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, সূর্য্য, সবিতা, ইন্দ্র; কারণ সকলই এক। ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী।
১॥৭১॥১৮২।

* কঠোপনিষৎ ১৮ শ্লোক।

তমক্রতুঃ পশ্যতিবীতশোকো ধাতুঃ প্রসা-
দাম্মহিমানমাত্মনঃ *।

"তিনি অনু হইতেও অনীয়ান্ এবং মহৎ হইতেও মহীয়ান্। এই আত্মা শরীরের গুহা মধ্যে অবস্থিতি করেন। কামনাশূন্য বীতশোক ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণের বা বিধাতার প্রসাদে আত্মার মহিমাকে দেখেন।"

এই সময়ের তুলনা করিলে গ্রীসে থেলেশ, জিনোফনেস্ এবং সক্রেটিস্ প্রভৃতির মত নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠে। তৎপর মানবীয় সময়। এই সময়ে সৃষ্টি-প্রকরণ প্রথমতঃ রচিত হয়। বৈদিক সময়ের প্রাকৃতিক শক্তি সকলের দেবত্ব এবং মূল্য, মনুর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির নিকট নত হয়। কিছুদিন পরে পৌরাণিক সময়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ শ্রেষ্ঠদেবগণের সেবক ও স্তাবক মাত্র হইয়া উঠেন।

মনুর সময় থেলেসের সময়ের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। যাঁহারা ভারতের সভ্যতার প্রাচীনত্ববিষয় অপ্রমান করিতে চেষ্টা করিয়া সকল বিষয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহাদের গণনাতেও মনু খৃঃ পূঃ নয়শত অব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। গ্রীসের সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞানবিৎ থেলেস খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমের লোক।

মনু বলেন † "প্রলয় কালে এই জগৎ এপ্রকার প্রকৃতিতে লীন ছিল যে উহা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণের বিষয় ছিল না, যেন সকল জগৎ সুষুপ্ত ছিল *। তৎপর বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগোচর অপ্রতিহত সৃষ্টিসামর্থ্যসম্পন্ন ও প্রকৃতি-প্রেরক পরমেশ্বর ইচ্ছাপুর্ব্বক দেহধারণ করিয়া আকাশাদি পঞ্চভুত † এবং প্রলয়কালে যাহা সূক্ষ্মরূপে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল সেই সমুদয় মহদাদি তত্ত্ব স্থূলরূপে প্রকাশ করিয়া আপনিই প্রকাশিত হইলেন। যিনি সকল লোক, বেদ পুরাণ ইতিহাসাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, যিনি মনোমাত্র গ্রাহ্য, অবয়ববিহীন, নিত্য ও সকল ভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ এবং যাঁহার ইয়ত্তা করা যায় না, তিনি স্বয়ংই মহদকারাদি কার্য্যরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই পরমাত্মা প্রকৃতিরূপে পরিণত আপন শরীর হইতে প্রজা সৃষ্টি করিবার মানসে "কিরূপে সম্পাদিত হইবে" চিন্তা করিয়া, প্রথমতঃ জল হউক ‡ এই বলিয়া আকাশাদি ক্রমে জলের সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে আপন শক্তি রূপ বীজ অর্পণ করিলেন। জল-

* কঠোপনিষৎ ২০ শ্লোক।

† মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায় সৃষ্টি প্রক্রিয়া। পঞ্চম শ্লোক হইতে দেখ।

* মহাভারতের আদিপর্ব্বে সৃষ্টি প্রকরণ ও গ্রীকদিগের কেয়স তুলনা কর।

† এই ভৌতিক মত যদিও ভ্রমাত্মক হউক, অবিসংবাদিতরূপে ভারতবর্ষ হইতেই উদ্ভূত।

‡ প্রাচীন বাইবলের সৃষ্টিপ্রকরণের (জিনিসিস্ প্রথম অধ্যায়) সহিত তুলনা কর।

মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল একটি ডিম্ব উৎপন্ন হইল, এবং তাহা হইতেই সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন *। ঈশ্বরের এক নাম নর; ঈশ্বর জল হইতে উৎপন্ন এজন্য জলকে নারা বলা যায়। প্রলয় সময়ে নারা, পরমাত্মার অয়ন অর্থাৎ স্থান হয় এজন্য পরমাত্মা নারায়ণ শব্দে বাচ্য †। যে পরমাত্মা সৃষ্টবস্তু মাত্রেরই কারণ, যিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যাঁহার ক্ষয়োদয় নাই; যিনি সৎপদের প্রতিপাদ্য এবং যিনি প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহেন বলিয়া অসৎ (অপ্রত্যক্ষ) শব্দে কথিত হইয়াছেন, সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন এই অণ্ডজাত পুরুষ, লোকে ব্রহ্মা বলিয়া বিখ্যাত। ভগবান ব্রহ্মা একবৎসর কাল অণ্ডমধ্যে অবস্থিতি করিয়া স্বয়ংই ধ্যানবলে অণ্ড দ্বিখণ্ড করিলেন। তিনি সেই দুই খণ্ডের ঊর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গ ও অপর খণ্ডে পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। এবং মধ্যভাগে আকাশ অষ্টদিক্, অনন্তসমুদ্র নামক জলধি প্রস্তুত করিলেন। ব্রহ্মা পরমাত্মা হইতে পরমাত্মার স্বরূপ হইয়া মনের সৃষ্টি করিলেন, যে মন এক এক সময়ে এক একপ্রকার জ্ঞানের আধার বলিয়া সৎস্বরূপ, অপ্রত্যক্ষ বলিয়া অসৎস্বরূপ। মনের সৃষ্টির পূর্ব্বে অভিমানের জনক এবং স্বকার্য্যসাধনক্ষম অহং অর্থাৎ আমি বোধক অহঙ্কার তত্ত্বের সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা অহঙ্কার তত্ত্বের সৃষ্টির পূর্ব্বে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করিলেন। যে মহত্তত্ব আত্মা শব্দে উৎপন্ন বলিয়া আত্ম শব্দে কথিত হয়। আর সত্বরজস্তমোগুণে যুক্তজন্য পদার্থ সকল সৃষ্টি করিলেন। এবং শব্দ-স্পর্শরূপ রস গন্ধের গ্রাহক শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা নাসিকা এই পঞ্চেন্দ্রিয় ও বাক্য হস্ত পদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি করিলেন। অসীম কার্য্য নির্ম্মাণে সমর্থ অহঙ্কারও তন্মাত্রপদবাচ্য পঞ্চভূত। অহঙ্কারের বিকার ইন্দ্রিয়, তন্মাত্রের বিকার পঞ্চভূত, তাহাতে তন্মাত্র ও অহঙ্কার যোজনা করিয়া মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর প্রভৃতি সমুদয় ভূতের সৃষ্টি করিলেন। সেই পরমাত্মা প্রাণবিশিষ্ট ইন্দ্রাদি দেবগণ * ক্রিয়াবিকর্ম্ম হেতুক পাষাণময় দেবগণ † এবং সাধ্য নামক সূক্ষ্ম দেব সমূহ ‡ এবং জ্যোতিষ্টোমাদি নিত্য যজ্ঞ সকল সৃষ্টি করিলেন। তিনি যজ্ঞকার্য্য সাধন করিবার

* মনুর মতে ব্রহ্মা ব্রহ্মাডিম্বে উৎপন্ন; ঈশ্বর স্বতন্ত্র অথচ ব্রহ্মার এক। পুত্রত্বসম্বন্ধে পরমাত্মার অভেদত্ব থাকায় ব্রহ্ম, ব্রহ্মা এক।

† নারায়ণের বটপত্রে ভাসমান হওয়ার বিবরণের সহিত ঐক্য কর।

* বৈদিক ও পৌরাণিক ইন্দ্রের সহিত মানবীয় ইন্দ্রের তুলনা কর। মনু ভারতের প্লেটো।

† Compare active powers and passive nature in English and Greek philosophy.

‡ Of spiritual nature. Compare Plato's Theology.

নিমিত্ত অগ্নি হইতে সনাতন ঋক্‌বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ উদ্ধৃত করিলেন *। ব্রহ্মা,সূর্য্যাদির ক্রিয়া-প্রচয়রূপ সামান্য কাল, ও মাস, ঋতু †, অয়ন, বৎসরাদি বিশেষ কাল, কৃত্তিকা প্রভৃতি সপ্তবিংশ নক্ষত্র, আদিত্যাদি গ্রহ সকল, নদী, পর্ব্বত, সমস্থান ও উন্নতানত বিষমস্থান সৃষ্টি করিলেন। তিনি উল্লিখিত প্রকার প্রজা সৃষ্টি করণার্থ প্রজাপত্যাদি তপস্যাবাক্য, চিত্তসন্তোষ, ইচ্ছা ও মৈত্র-সৌহিত্যাদির কারণ চিত্তবিকার প্রভৃতির সৃষ্টি করিলেন। তিনি কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মের বিভাগজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পৃথক করিয়া ‡ বিভক্ত করিলেন,—ধর্ম্মের ফল সুখ, অধর্ম্মের দুঃখ,প্রভৃতি দ্বারা সমুদয় প্রজাদিগকে সংযুক্ত করিলেন। পঞ্চ মহাভূতের যে সকল সূক্ষ্ম অংশ এবং স্থূলভাগ, তৎক্রমে (সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, এবং স্থূল হইতে স্থূলতর ইত্যাদি) জগৎ সৃষ্ট হইল ,, ¶।

* এই কথা মনুর মুখে নির্গত হওয়াতে বেদ যে কত প্রাচীন তাহা অনুমিত হয়। মনুও বেদের বিষয় কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

† বিজ্ঞানের আলোচনা দেখ।

‡ মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তুলনা কর। অধর্ম্মের তুলনায় মিল্টনের ' মৃত্যু ' বিষয়ক রূপকটি দেখ।

¶ মিল্টনের পঞ্চম পুস্তক স্বর্গচ্যুতির উপাখ্যানের সহিত তুলনা কর। বিজ্ঞান এইস্থলে একই ভাবে প্রযুক্ত।

তৎপর পরমপুরুষ ব্রহ্মা ;—

দ্বিধাকৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ
অর্দ্ধেন নারীতস্যাংস বিরাজমসৃজৎপ্রভুঃ।
তপস্তপ্ত্বা সৃজদ্‌যন্তু সস্বয়ং পুরুষোবিরাট্
তংমাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ
অহংপ্রজা সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরং
পতীন্ প্রজানামসৃজং মহর্ষীনাদিতো দশ।
মরীচি মত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেবচ। *
এতেমনূংস্তু সপ্তান্যানসৃজন ভূরিতেজসঃ
দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীং শ্চামিতৌজসঃ।
যক্ষরক্ষঃ পিশাচাংশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরান্
নাগান্ সর্পান্ সুপর্ণাংশ্চ পিতৄণাঞ্চ পৃথগ্গণান্।
বিদ্যুতোঽশনিমেঘাংশ্চরোহিতেন্দ্র ধনূংষিচ
উল্কা নির্ঘাত কেতূংশ্চ জ্যোতীংষ্যুচ্চাবচানিচ।
কিন্নরান্ বানরান্ মৎস্যান্ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্
পশূন্ মৃগান্ মনুষ্যাংশ্চ ব্যালাংশ্চোভয়তোদতঃ।
কৃমিকীট পতঙ্গাংশ্চ যূকা মক্ষিক মৎকুণং
সর্ব্বঞ্চ দংশ মশকং স্থাবরঞ্চ পৃথগ্বিধং।

মনু বলিলেন " হে মহর্ষিগণ! অচিন্ত্যশক্তি প্রজাপতি এইরূপ স্থাবরজঙ্গম সমুদয় জগৎকে এবং আমাকে সৃষ্টি

* মনুসংহিতা ৩২—৩৫ শ্লোক। মহাভারতে ব্রহ্মার মানসপুত্রদিগের সহিত সংখ্যা ও কার্য্য মিলাইয়া দেখ।

করিয়া প্রলয় কাল দ্বারা সৃষ্টিকালের নাশ করতঃ পরমাত্মাতেই অন্তর্হিত হইলেন।"

"যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদাসর্ব্বং নিমীলতি।"

আবার;—

"যখন জীব অজ্ঞানদশায় বহুকাল ইন্দ্রিয়ের সহিত অবস্থান করে, নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি কার্য্য করে না, তখন পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করে। *

তৎপর মহাভারতে পৌরাণিক মত দেখিতে পাওয়া যায়। মনুর লিখিত সৃষ্টিপ্রকরণে যে বিজ্ঞানগত মূল ছিল, কবি তাহা স্থির রাখিয়া দেবোপাখ্যান এবং সৃষ্টিপ্রকরণ অতি উজ্জ্বল চিত্রে চিত্রিত করিয়া মহাভারতে প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহার সমস্ত ঐক্য করিয়া পড়ার বাসনা হয়, মহাভারতে আদিপর্ব্বে সৃষ্টিপ্রকরণে তিনি সবিস্তার দেখিতে পাইবেন। আমরা সে সমস্ত বর্ণন করিতে বিরত থাকিয়া যে যে স্থলে মহাভারতে ও মনুসংহিতায় ঐকমত্য নাই তাহারই গুটিকতক প্রকটিত করিয়া প্রস্তাব উপসংহার করিব।

মহাভারতে আবার কল্পনার বাহুল্য; আবার প্রকৃতি দৈবগুণে সুসজ্জিত। 'বৃহদ্ভানু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি ও মনু ইহারা দিবের পুত্র *। মনুর পৌত্র সুভ্রাটের দশজ্যোতি (অগ্নি), শতজ্যোতি (চন্দ্র) এবং সহস্রজ্যোতি (সূর্য্য) এই তিন পুত্র। ইহাঁদের লক্ষ লক্ষ সন্তান। সেই সকল সন্তান হইতে কুরুবংশ, যদুবংশ, ভরতবংশ, যযাতিবংশ, ইক্ষাকুবংশ ও অন্যান্য সুবিস্তৃত রাজবংশ সমুদ্ভূত হইল।

মহাভারতে সত্বরজস্তমোগুণ আকার ধারণ করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রূপে আবির্ভূত। বেদে যে রুদ্রাদি নাম দেখা যায় তাহার সহিত পরবর্ত্তী দেব ত্রয়ের

* মনুই প্রথমতঃ জীবসংক্রমণ (Transmigration of Soul) প্রথা লৌকিক বিশ্বাসে প্রবর্ত্তিত করেন, এরূপ বোধ হয়।

* দিব শব্দের অর্থ স্বর্গ। উল্লিখিত এগারটি সূর্য্যের নামান্তর মাত্র, সুতরাং সকলেই স্বর্গের সন্তান। রূপক রক্ষা করিয়া ভাষ্যকারদিগের ন্যায় অর্থ করিতে হইলে একবার দিব শব্দের অর্থ মায়া হয়। মায়া ব্রহ্মার কন্যা হইয়াও ভার্য্যাস্বরূপা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ব্রহ্মার এগার পুত্র। দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বি, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, প্রজাপতি ও বৃহস্পতি ঐ এগার পুত্রের নামান্তর।

কেহ কেহ বলেন দিব অর্থ অদিতি অর্থাৎ ঊষা। ঊষার পুত্র সূর্য্যাদি এগার জন। এস্থলে রূপক অত্যন্ত স্পষ্ট।

গ্রীক কবি অর্ফিয়স বর্ণিত পার্সিফণির গর্ভে, তাঁহার পিতা যিয়সের ঔরসে কস্ত্রিয়সের জন্মবৃত্তান্ত দেখ। কস্ত্রিয়সের মরণ বর্ণনায় বৃহস্পতিপুত্র শুক্রশিষ্য কচের সহিত সাদৃশ্য দেখ।

সম্বন্ধ নাই। বেদে সে সকলই সূর্য্যের নামান্তর মাত্র অথবা অগ্নির অধিষ্ঠাতৃদেবতা মাত্র। কিন্তু পৌরাণিক দেবত্রয়ে, বিজ্ঞান কবির সহায় হইয়া সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কার্য্যের শক্তিত্রয়কে দেবত্রয় রূপে অবতীর্ণ করিয়াছে। সুতরাং বেদে যে ঈশ্বর এক ছিলেন পুরাণে তিনিই ত্রিমূর্ত্তি।

এইরূপে কল্পিত দেবত্রয়ের বর্ণনায় পুরাণ তিনভাগে বিভক্ত,—সাত্বিক,রাজস্ ও তামস্। সাত্বিক পুরাণে বিষ্ণুর অধিক মাহাত্ম্য বর্ণিত; রাজস্ পুরাণে ব্রহ্মার এবং তামস্ পুরাণে শিবের গুণ সকল কীর্ত্তিত। কিন্তু মহাভারতই সকল পুরাণেরই অবলম্বন। মহাভারতপ্রণেতা অহঙ্কার পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "অনাশ্রিত্যেদমাখ্যানং কথা ভুবিন বিদ্যতে।" কালে এবাক্য সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

পুরাণে সৃষ্টি বিষয়ে যে রূপ বর্ণনা দেখা যায় তাহা মূলে সাঙ্খ্যদর্শন হইতে গৃহীত *। সুতরাং বিজ্ঞান ও কল্পনা একত্র হইয়া পুরাণ গঠিত হইয়াছে। মহাভারতে ব্রহ্মাকে আদিস্বরূপ গণনা করিয়া সৃষ্টি সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহার কএকটি কথা লিখিয়াই এ প্রস্তাব শেষ করিব।

ব্রহ্মার স্থাণু প্রভৃতি সাতজন মানস পুত্র। তন্মধ্যেস্থাণুর এগার পুত্র, তাঁহারা রুদ্র বলিয়া খ্যাত *। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতুঃ এই ব্রহ্মার আর ছয় সন্তান। মহর্ষি অঙ্গিরার তিন পুত্র,—বৃহস্পতি, উতথ্য এবং সম্বর্ত্ত। রাক্ষস, বানর, কিন্নরগণ এবং যক্ষগণ পুলস্ত্যতনয়। শলভ, সিংহ, কিম্পুরুষ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, ইহামৃগ পুলহপুত্র। এবং পতঙ্গগণ ক্রতু হইতে জাত। দক্ষ ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুলি হইতে এবং তাঁহার ভার্য্যা বামাঙ্গুলি হইতে জাত। তাঁহাদের পঞ্চাশ জন কন্যা। তন্মধ্যে চন্দ্রে সাতাইশজন (নক্ষত্র), দশটি ধর্ম্মকে † এবং তেরটি কশ্যপে সম্প্রদান করা হয়। ব্রহ্মার কনিষ্ঠাঙ্গুলিজাতা বসুনাম্নী কন্যার গর্ভে দক্ষের ঔরসে অষ্টবসুর জন্ম ‡। তাঁহাদের অনেক সন্তান সন্ততি জন্মে।

তৎপর ;—

স্তনন্তু দক্ষিণং ভিত্বা ব্রহ্মাণোনরবিগ্রহঃ
নিঃসৃতো ভগবান্ধর্ম্ম সর্ব্বলোক সুখাবহঃ।
ত্রয়স্তস্য বরাঃপুত্রা সর্ব্বভূত মনোহরাঃ
শমঃ কামশ্চ হর্ষশ্চ তেজসা লোকধারিণঃ।
কামস্যতু রতির্ভার্য্যা শমস্য প্রাপ্তিরঙ্গনা
নন্দাতুভার্য্যাহর্ষস্য যাসুলোকাঃপ্রতিষ্ঠিতাঃ।

---

* See H. H Wilson's Preface to বিষ্ণুপুরাণ।

* প্রস্তাবের পূর্ব্ব অংশের সহিত এই একাদশ রুদ্রের তুলনা কর।

† কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি এই দশটি ধর্ম্মদার বা ধর্ম্মের স্ত্রী।

‡ ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস।

মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রঃ, কশ্যপস্য সুরাসুরাঃ
জজ্ঞিরে নৃপশার্দ্দূল লোকানাং প্রভবস্তুসঃ *।
ব্রহ্মণো হৃদয়ংভিত্ত্বা নিঃসৃতো ভগবান্ ভৃগুঃ।
ভৃগোঃ পুত্রঃ কবির্বিদ্বাচ্ছুক্রঃ কবি সুতোগ্রহঃ †।

ক্রমে যক্ষরক্ষগন্ধর্ব্বাদি উৎপন্ন হইল। কশ্যপই সকলের আদি পুরুষ। কশ্যপ, দক্ষের তেরজন কন্যা বিবাহ করেন, তাহাদিগ হইতেই সুরাসুরের জন্ম।

মরীচেঃ কশ্যপঃপুত্রঃ কশ্যাপাত্তু ইমাঃ প্রজাঃ
প্রজজ্ঞিরে মহাভাগ দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশঃ।
অদিতির্দিতির্দনুকালা দনায়ুঃ সিংহিকা তথা
ক্রোধাপ্রাধাচ বিশ্বাচ বিনতা কপিলা মুনিঃ।
কদ্রুশ্চ মনুজব্যাঘ্র দক্ষকন্যৈব ভারত
এতাসাং বীর্য্যসম্পন্নং পুত্রপৌত্রমনন্তকং।
অদিত্যাং দ্বাদশাদিত্যাঃ সম্ভূতা ভুবনেশ্বরাঃ
যে রাজন্নামতস্তাংস্তে কীর্ত্তয়িষ্যামি ভারত।
ধাতা মিত্রোর্য্যমা শক্রো বরুণস্ত্বংশ এবচ
ভগোবিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমস্তথা।
একাদশস্তথা ত্বষ্ট দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে
জঘন্য জস্তু সর্ব্বেষা মাদিত্যানাং গুণাধিকঃ *।

এক্ষণে দুর্গার জন্মবিষয় আলোচনা করিতে হইবে। দুর্গা শক্তিরূপিনী বা প্রকৃতি, এবং শিব পুরুষ। এই প্রকৃতি ও পুরুষ অবলম্বন করিয়াই দার্শনিকগণ সৃষ্ট্যাদি সমস্ত মীমাংসা করিয়াছেন। প্রকৃতির শক্তি অনন্ত, পার্ব্বতীরও শক্তি অনন্ত; পার্ব্বতী এজন্যই অসুরমর্দ্দিনী, এজন্যই পার্ব্বতীর দশহস্ত ‡। হিমাচল প্রকৃতির সর্ব্বা-

---

* মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬৬ অধ্যায় ৩১—৩৪ শ্লোক। অধর্ম্মের উৎপত্তি দেখ। অধর্ম্মের পুত্র ভয়, মহাভয় ও মৃত্যু। এ সকল বিষয়ে রূপক এত স্পষ্ট যে, যাহার একটুমাত্রও জ্ঞান আছে সেও বুঝিতে পারে। সুতরাং দেবোপাখ্যানে স্থান দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

† মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬৬ অধ্যায় ৪১ ও ৪২ শ্লোক।

* মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬৫ অধ্যায়। ১১—১৬ শ্লোক।

† কেনেডি সাহেবের মতে মাত্র তন্ত্রের দুর্গা পূজা। (এসিয়াটিক্ সোসাইটির জার্নাল। ১৮৩৭ সন ২৪১ পৃ)। এটি ভ্রম! তাঁহার অনেক পূর্ব্বে দুর্গা পূজা প্রচলিত ছিল! কোন কোন রামায়ণে দুর্গা পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত প্রধান গল্পই দুর্গা পূজা সম্বন্ধে।

‡ দুর্গা ও পার্ব্বতী নামের ব্যুৎপত্তি তুলনা কর। প্রকৃতি বিপদনাশিনী শক্তি, সুতরাং অমঙ্গল স্বরূপ অসুরবিনাশিনী।

পেক্ষা উচ্চ ও গম্ভীর পদার্থ, এজন্য হিন্দু কবি হিমাদ্রিকেই শক্তিস্বরূপা প্রকৃতির জনক বলিয়াছেন। পার্ব্বতীর জন্ম সকলেই অবগত আছেন, বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কার্ত্তিকেয় ও গণেশ তাঁহার সন্তান, গণেশ পার্ব্বতীর মানস পুত্র।

সমুদ্র মন্থনে চন্দ্র ও লক্ষ্মীর উৎপত্তি। লক্ষ্মী ও স্বরস্বতী উভয়েই বিষ্ণুর সহধর্ম্মিণী। সরস্বতী বিরিঞ্চি তনয়া। এইরূপে মহাভারতের তেত্রিশ সহস্র, তেত্রিশ শত, তেত্রিশ ও পুরাণের তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ দেবদেবীর সৃষ্টি।

যদিও মূলে বিশেষ গোল নাই, পুরাণ সকলে সাম্প্রদায়িক বিবাদজনিত ফল বর্ণিত থাকায় অনেকস্থলে ঐকমত্যের অভাব। সে সকল পরিত্যাগ করিয়া আমরা পরবর্ত্তী প্রস্তাব সকলে দেবদেবী সকলের তুলনা করিব।

কমলবাসিনী।

১

ইকি অপরূপ! হেরি মনোহর,
রমনী-রতন কমল উপর;—
মনের উল্লাসে হেলিয়া দুলিয়া
তালে তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া,
বীণাবিনিন্দিত ললিত গাইয়া,
মধুর হাসিয়া, মোহে অন্তর।

২

কে তুমি, রমনী?—ভুবন মোহিনী;
তব প্রিয়জন, কোন্ গুণমণি?
কোন্ বীরবর, কৃপাণ ধরিয়া,
অরাতি নিকরে জড়িত হইয়া,
তব চন্দ্রানন ভাবিয়া ভাবিয়া,
সমূলে নির্মূলে অরাতি-শ্রেণী?

৩

কোন্ বীরবর শত্রু প্রহরণে
দুর্ব্বল হইয়া ভয়ঙ্কর রণে,
পুনঃ বলীয়ান্ তোমার স্মরণে,
বিক্রমে আক্রমে বিপক্ষ-কুল?
কার ধমনীতে তোমার উৎসাহে,
বহে তপ্তধারা বিদ্যুতপ্রবাহে?
মত্ত বীরমদে? স্নাত শত্রু লোহে,
কোন্ শাক্ত? তুমি কার শক্তি মূল।

৪

কোন্ বীরবর, তোমায় স্মরিয়া,
অরাতিনিকরে তৃণবৎ গণিয়া,
কালানল সম রণে প্রবেশিয়া,
বীর-যশ লভি অমর হয়?
কেতুমি রমনী?—ভুবন মোহিনী;
তব প্রিয়জন কোন্ বীরমণি?
কেতুমি রমণী? কার শিরোমণি?
কোন্ বীর, তব আদেশ বয়

৫

অঙ্গের কবচ, হাতের ধনুক,
রথের সারথী, মাথার মুকুট,
মনের সাহস, দেহের বল,

চরণের গতি, রণের কৌশল,
কার তুমি "—ধনি! ভীষণ রণে।
কোন্ বীরবর ধরণী জিনিয়া,
ভ্রূভঙ্গিমা ভয়ে মোহিত হইয়া,
অধীন হইল প্রাণ মন দিয়া?
প্রেম লতিকায় রাখিলে বান্ধিয়া
বল বল, কোন্ বীর রতনে?

৬

কোন্ বীরবর, বিপক্ষ প্রহারে,
জর্জ্জরিত হয়ে ভীষণ সমরে,
পুনঃ বলীয়ান্ স্মরিয়ে তোমারে?
বীর-দর্প ভরে ধরা কাঁপায়।
শিরায় শিরায় তোমার উৎসাহে,
শোণিত বাহিত বিদ্যুত প্রবাহে,
কোন্ ধানুকীর? স্নাত শত্রুলোহে,
কোন্ রথী, তব মহিমা গায়?

৭

অথবা প্রেমিক হেন কোন জন,
রসিক প্রবর, রস নিকেতন?—
রসিকা রমণী তুমি যাহার।
স্মিতাধরে কত রস পরকাশ,
বঙ্কিম কটাক্ষে রসের বিকাশ,
রসের তরঙ্গ রসময় ভাব,
বলগো রসিকে! তুমি কাহার?

৮

কোন্ প্রেমিকের প্রেম বিধায়িনী?
কোন্ প্রেমিকের হৃদয় বাসিনী?
কোন প্রেমিকের জীবন তোষিণী?
প্রেমিকা-রমণী-রতন-সার।
কার হৃদি সরে ফুল্ল কমলিনী?
কার হৃদাকাশে চন্দ্রমা রূপিণী?
কার হৃদিপদ্মে সুধা স্বরূপিণী?
ধন্য সে প্রণয়ী, তুমি গো যার।

৯

কোমল কবিতা রচনা করিয়া,
প্রণয়-কৌমুদি-আতরে বাসিয়া,
বিমল দাম্পত্য সুখেতে ভাসিয়া,
সে জানি কতই আদর করে।
হাসি হাসি মুখে সমুখে বসিয়া,
হৃদিতারে তার সুর মিশাইয়া,
ললিত রাগেতে ললিত গাইয়া,
তুমিও কি কর মোহিত তারে?

১০

যখন তোমায় প্রেমিক প্রবর
সরল প্রণয়ে করে সমাদর,
আনন্দে বিভোর তাহার অন্তর,
প্রেমের তরঙ্গ হৃদয়ে খেলে।
যখন তুমি তারে প্রেম সুধা দানি,
সুধা ও সরল সুধাময় বাণী,
সুধা রস-সিক্ত হয় সে অমনি,
প্রেমানন্দে তার হৃদি উথলে।

১১

উথলে হৃদয় প্রেম-বেগে তার,
প্রণয়-প্লাবনে মানস আগার,—
হয় মগ্ন; গায় প্রণয় গান,
প্রেমিক জনের জুড়ায় কাণ
গায় গীত অতি মধুর তানে,
সুরের লহরী ছোটে বিমানে,
মৃদুল হিল্লোলে ভুবন ব্যাপিয়া
তাপিত জনের সন্তাপ নাশিয়া,

করে সুধা বৃষ্টি অবনী ' পরে।
প্রণয় পুলকে পুনঃ কবিবর,
উঠায় পঞ্চমে স্বরের লহর ;
বনে উপবনে পর্ব্বত শিখরে,
আকাশে পাতালে সাগর গহ্বরে,
প্রেম-রসে জীব-হৃদয় ভরে।

১২

গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ গণ,
কুবের বরুণ বায়ু হুতাশন,
দেবেন্দ্র উপেন্দ্র শশাঙ্ক তপন,
শুনি প্রেমগীতি মোহিত সবে।
গগণ ভেদিয়া উঠে গীত ধ্বনি,
" সংসারে রমণী, সুখের তরণী,
সংসারী জনের রমণীই মণি ;
অতুল দাম্পত্যসুখ এভবে।

১৩

প্রিয়া, প্রেমিকের প্রেম বিধায়িনী,
প্রিয়া, প্রেমিকের হৃদয় বাসিনী ;
প্রিয়া, প্রেমিকের জীবন তোষিণী ;
প্রেমিকা রমণী, রতন-সার।
প্রিয়া, হৃদিসরে হেমাঙ্গী হংসিনী ;
প্রিয়া, হৃদাকাশে হিমাংশু রূপিনী ;
প্রিয়া, হৃদিপদ্ম বিকাশ কারিনী ;
সেই ধন্য,—প্রিয়া, প্রেয়সী যার। "

১৪

এরূপে প্রেমিক, গীত করি সাঙ্গ,
প্রণয় প্রবাহে ঢেলে দেয় অঙ্গ,
উথলে হৃদয়ে সুখের তরঙ্গ,—
তুষ প্রতি তার অচলা মতি।
স্মিতাধরে কত রস পরকাশ,
বঙ্কিম কটাক্ষে রসের বিকাশ,
রসের তরঙ্গ রসময় ভাব,
কেতুমি কামিনী ? কার যুবতী ?

১৫

হৃদয় কমলে কেতুমি কামিনী ?
কেন তুমি মম হৃদিবিহারিণী ?
কে তুমি রমণী—কমলে কামিনী ?
কাহার ঘরণী ? হে সুলোচনে ?
নীরবে কিহেতু রহিলে বল না ?
বল না কেতুমি ললিত ললনা ?
সত্য বল ধনি ; করনা ছলনা ;
দিতে পরিচয় কিভয় মনে ?

১৬

চিনেছি,—বলিতে হইবেনা আর,
বুঝেছি, কেতুমি রমণীর সার।
প্রেম সরোবরে তুমি পঙ্কজিনী,
কবির, হৃদয়ে কল্পনার খণি,
সাধনের সিদ্ধি, কবিতার প্রাণ,
সংসারের সুখ সন্তোষ নিদান,
জয়শ্রী বীরের, জ্ঞানের জ্যোতি।
তুমিই প্রীতির প্রতিমূর্ত্তি, সতি !
অথবা তুমিই মূর্ত্তিমতী প্রীতি।
প্রীতিময়ী ! তুমি ভবের গতি।
যেখানেতে তুমি, সেখানেই প্রীতি ;
সেখানেই তুমি, প্রীতি যেখানে ;
কর তুমি যার হৃদয়ে বসতি
সেই মত্ত তব মহিমা গানে।

১৭

" অশনে বসনে শয়নে স্বপনে '
ভূগর্ভে ভূতলে অনন্তগগণে,

ভ্রমে মম মধুকর অন্বেষণে,—
আজি হৃদি মাঝে বিহার তার।
হৃদয় কমলে হেলিয়া দুলিয়া,
বিহর আবার নাচিয়া নাচিয়া,
মোহ, কল-কণ্ঠে ললিতগাইয়া;
কমল-বাসিনী তুমি আমার। শ্রীমঃ—

ভারতে মুশলমান।

উপক্রমণিকা।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে নির্জীব নিস্পন্দ ভারতহৃদয়ে জীবনসঞ্চার হইতেছে। কাগার তীরে, প্রায় সাত শত বৎসর গত হইল, যে দিন রাজপুতকুলসূর্য্য পৃথুরাজ ম্লেচ্ছহস্তে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ভারত গাঢ় নিদ্রায় অচেতন ছিল। গাঢ়-নিদ্রাভিভূত ব্যক্তি যেমন কীটদষ্ট হইলে অঙ্গবিশেষ সঞ্চালন দ্বারা কীট তাড়াইবার চেষ্টা করে, অথচ একেবারে জাগরিত হয় না; সেইরূপ এতকাল ভরিয়া ভারতের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যবনাস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, ভারত সময়ে সময়ে হস্তপাদ সঞ্চালন দ্বারা উহার জ্বালা শমিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সেই বিষাক্ত অস্ত্রাঘাতে ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল; উহার শরীরে রক্তসঞ্চরণ প্রক্রিয়া রুদ্ধ হইল; তখন পরস্পরসম্বন্ধশূন্য উহার সর্ব্বাঙ্গ একে একে যবনাধীন হইল। এতদিন পর্য্যন্ত ভারত জীবনশূন্য ছিল, আজি সেই ভারতে জীবন সঞ্চার হইতেছে। পাশ্চাত্যসভ্যতাস্রোতই যে এই নবজীবন সমানয়ন করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গাঢ়নিদ্রার পর জাগরিত হইলে মনুষ্য যেমন স্বশরীরের এবং আবাস স্থানের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে, ভারতবাসীরাও আজি স্বভাবতঃ সেইরূপ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। কি ছিলাম, কি হইয়াছি, কেমন করিয়াই বা হইলাম ?—প্রভৃতি তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছে। এসকল তত্ত্বের মীমাংসা কোথায় পাইবে ? ভারতের ইতিহাস নাই। গতদিনের সুখসপ্নের ন্যায় ভারতের ভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্যের মধুর স্মৃতি, বিজন বনে প্রস্ফুটিত কুসুমসৌরভের ন্যায় হৃদয়ে যে সুখ সমাবেশ করিতেছে—বিদ্যুদ্বৎ চঞ্চল রেখা টানিয়া নয়ন মুগ্ধ করিতেছে, কেমন করিয়া যে সে সৌভাগ্য তিরোহিত হইল তাহার ইতিহাস নাই।

ভারতের ইতিহাস নাই। ভারতের অভ্যুদয় সময়ে যে সকল রাজ্য অপেক্ষা-

কৃত বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল ত-ন্মধ্যে রোম, মিশর, পারস্য ও গ্রীস প্রধান। দেখা যাউক এই সকল সাম্রাজ্যের আধুনিক অবস্থাই বা কিরূপ। যিনিই অভিনিবেশ সহকারে প্রাচীন সাম্রাজ্যাবলীর বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তিনিই দেখিতে পাইয়াছেন যে, কেবল ভারতবর্ষই যে আজি কালি শোচনীয় দুর্দ্দশাপন্ন তাহা নহে; লোকবুদ্ধির অতীত কোন নৈসর্গিক নিয়ম বলে প্রাচীন কালের সুপ্রসিদ্ধ সকল সাম্রাজ্যই এখন দরিদ্রভাবাপন্ন। যে আকাশে প্রখরকিরণ চিরমধ্যাহ্নরবি সমুদিত থাকিয়া দিক্ দিগন্তর প্রতিভাত করিত, স আকাশ এখন গাঢ় অমাতিমিরাচ্ছন্ন; যে আকাশে পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিত সেখানে সুত রেখাবৎ দ্বিতীয়ার কলামাত্র দৃশ্যমান রহিয়াছে।

প্রাচীন রোমের কোন চিহ্নও এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। নভোমণ্ডলসংস্পর্শী উত্তুঙ্গশিখর "পিরামিড,, যদি মিশরের কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া আজি বিরাজ না করিত তবে মিশরের ভূতপূর্ব্ব উন্নতিতে কে বিশ্বাস করিত? পারস্য সাম্রাজ্য শাখা-প্রশাখা-পরিশূন্য প্রাচীন পাদপের ন্যায় একটি মাত্র পল্লব লইয়া জগতে অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। আরও কত কত সাম্রাজ্য কালের পরিবর্তনে একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে প্রাচীন পরাক্রমের ভগ্নাবশেষমাত্র জগতে মানবশক্তির ক্ষণভঙ্গুরতার নিদর্শন মাত্র হইয়া রহিয়াছে! দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল রাজ্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষিত হইত, অধুনা সেই সকল রাজ্যই মানবজাতির গতিবিধি প্রবর্ত্তকমাত্র স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে রুষিয়া, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী কি ছিল? অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইংলণ্ড আজি কালি জগতে সর্ব্বাগ্রগণ্য; কিন্তু ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিজাতীয় লোকের চিরপ্রসিদ্ধ ক্রীড়াভূমি আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে যখনই কোন বিজাতীয় বিজিগীষু ইংলণ্ডবিজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে তখনই সফলমনোরথ হইয়াছে। প্রাচীন কালের কোন রাজ্যই এত অল্প আয়াসে পরবিজিত হয় নাই। রোমক, সাক্সন, দিনামার, ফরাসী (নরমান্) প্রভৃতি জাতীয়েরা একে একে ইংলণ্ড অধিকার করিয়া সেখানে রাজত্ব করিয়াছে। পরিশেষে বৃক্ষকোটরবাসী আদিম বৃটন এবং উল্লিখিত জাতি চতুষ্টয়ের পরস্পর সম্মিলনোৎপন্ন আধুনিক ইংরেজ জগতে সভ্যতার আদর্শরূপে পরিণত হইয়াছে।

আমরা এখনও প্রাচীন গ্রীস সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। গ্রীসের সঙ্গে ভারতের বিশেষ সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে গ্রীসই ভারতবিজয়ে বহির্গত হয়। কাডমিক সুপ্রসিদ্ধ সেকিন্দরের কাপালিক সিন্ধু-

বিজয় অবিশ্বাস্য হইলে এবং পারস্যাধিপতি জেরায়সক্ত আংশিক সিন্ধুপরাজয় পরিত্যাগ করিলে গ্রীকেরাই সর্ব্বপ্রথম ভারতের ঐশ্বর্য্যে বিচলিতচিত্ত হইয়া ভারতাক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিল। গ্রীকেরাই সর্ব্বাগ্রে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। গ্রীস সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিয়াই আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণা করিব।

গ্রীসবাসীরা এককালে জাতীয় মহত্বে পৃথিবীর অগ্রগণ্য ছিল। কি বিদ্যা বুদ্ধিতে, কি কাব্যনাটকে, কি ন্যায়দর্শনের গূঢ়তম সিদ্ধান্তে, কি অলৌকিক প্রীয় বীরত্বে, কি ভুবনমুগ্ধকরী বক্তৃতা শক্তিতে, কি সর্ব্বজন বিস্ময়কর স্থাপত্যে—একদিবস তাহারা জগতে অগ্রগণ্য ছিল। গ্রীসের অভ্যুদয়কালে উহার প্রতাপ অখণ্ড ছিল; সমস্ত পৃথিবী একদিবস গ্রীসের ভয়ে ভীত ছিল। কিন্তু কালের কঠোর শাসনে সেই গ্রীসই পরপদানত হইল। যে গ্রীকেরা একদিবস দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপে ভুবনবিজয়ী পারস্য-সেনা-স্রোতের গতিরোধ করিয়া সমস্ত ইউরোপের স্বাধীনতা রক্ষার মূল হইয়াছিল; যাহারা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া, পূর্ব্ব শত্রু পারস্যকে পদদলিত করিয়া শতদ্রুতট পর্য্যন্ত বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিল, সেই বিশ্ববিজয়ী গ্রীকেরাই তুরস্কপদানত হইয়া পড়িল। প্রাচীন ভারতের সর্ব্বজনবিস্ময়কর অভ্যুদয় এবং আধুনিক ভারতের শোচনীয় অবনতির একমাত্র তুলনাস্থল গ্রীস। উভয়েই এককালে সমস্ত জগতে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল; উভয়েই পরিণামে এক অবস্থাপন্ন হইল। কিন্তু গ্রীসের অভ্যুদয়ে সাময়িক ইতিহাস ছিল, এখনও আছে; ভারতের ছিল না, এখনও নাই। কে বলিতে পারে যে, সেই প্রাচীনকালের ইতিহাসই গ্রীসের পুনরভ্যুদয়ের অন্যতম কারণ নয়। অন্যূন তিনশত বৎসরের অকথ্য দাসত্ব লাঞ্ছনা সহ্য করার পর অদ্য সার্দ্ধশতাব্দিমাত্র গত হইল জীবন্মৃত গ্রীকজাতি জাতীয়গৌরবপ্রণোদিত হইয়া বিপুল প্রতাপে মাভারিণের স্কন্ধে তুরস্কের অভিনিক্ত শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়াছিল। কিঞ্চিদূন সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পরে বাইরণের উৎসাহানলোদ্দীপক কবিতাবলী নির্জীব গ্রীকহৃদয়ে যে মারাথন, থারমোপিলির সজীব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল, সে মারাথন থারমোপিলি কি ভারতরঙ্গভূমে অবিকল অভিনীত হয় নাই? অনেকবার হইয়াছে। কিন্তু তাহার ইতিহাস কই? "রাজস্থানে এরূপ ক্ষুদ্র প্রদেশ দৃষ্ট হয় না যেখানে থারমোপিলির তুল্য রণক্ষেত্র নাই; এমন নগর নাই যেখানে লিওনিডাসতুল্য বীর জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু ইতিবৃত্তপ্রণেতার ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন লেখনী প্রভাবে যাহা চিরবিস্ময়জনক ব্যাপারে পরিণত হইতে পারিত, কালের নিবিড়

আবরণে তাহা তৃণসমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।' (১)

যখন সমগ্র পৃথিবী তাঁহাদের ইচ্ছাধীন ছিল, তখন ভারতবর্ষকেই উপনিবেশভূমি নির্ব্বাচন করিয়া প্রাচীন আর্য্যেরা সুদূরদর্শিনী বুদ্ধির যে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহা পর্য্যালোচনা করিলে হৃদয় মন বিস্ময়াবিষ্ট হয়। তাঁহারা তখনই দেখিয়াছিলেন যে, ভারতের ন্যায় প্রকৃতির প্রিয়ভূমি ভূমণ্ডলে আর দ্বিতীয় নাই। এখানে বাহ্য শত্রুর ভয় নিতান্ত অল্প। চিরনীহারাবৃত হিমালয় অতিক্রম করিয়া উত্তর মুখ হইতে কেহই ভারতাক্রমণে অগ্রসর হইতে পারিবে না। উত্তরপশ্চিম এবং পশ্চিমস্থিত ভয়ঙ্কর গিরিসঙ্কট অতিক্রমণ মানবশক্তিবহির্ভূত। পূর্ব্বসীমায় আসামপ্রান্তস্থ শৈলসরিৎমালাপরিবৃত নিবিড় অরণ্যানী, প্রকৃতিনির্ম্মিত দুর্ভেদ্য প্রাচীরবৎ বিরাজ করিতেছে। দক্ষিণে মহাসমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গশ্রেণী অসীম। বাহ্যশত্রুর ভয় নাই। অভ্যন্তরে অমন্তরত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি প্রকৃতির চিত্রশালিকা।

কোন কোন আর্য্য-সংস্কৃত-গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, আর্য্যেরা ভারতকেই পৃথিবী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন; স্বদেশানুরাগী ভারতসন্তান দেখিবেন, ভারতকে পৃথিবী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে একটি বিস্ময়কর নিগূঢ় তত্ত্ব সমর্থন করা হইল। বিবিধ পদার্থের মধ্যে ভূমণ্ডলের যেখানে যাহা আছে তাহা ভারতে নাই, এমন প্রায় দেখা যায় না। চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গ, বারিকণাপরিশূন্য বিস্তৃত মরুভূমি, বিশাল তরঙ্গশঙ্কুল স্রোতস্বতী, হীরক-স্বর্ণ-প্রমুখা ধাতুখনি, আফ্রিকার অসহ গ্রীষ্ম, গ্রীণলণ্ডের অবিচ্ছেদ শীত, শীতোষ্ণ সর্ব্বপ্রদেশের সর্ব্বপ্রকার ফলমূল, শতবিধ মনুষ্য, শতভাষা—জিজ্ঞাসা করি পৃথিবীর আর কোন্ ভূমি এরূপ বৈচিত্র্যময়ী? ভারতই যদি প্রকৃতির সর্ব্ববৈচিত্র্যের সমাবিষ্কার হইল তবে উহাকে পৃথিবী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অর্থান্তরে অসংলগ্ন বোধ হইবে না। প্রাচীন আর্য্য মহাপুরুষেরা সেই ভারতবর্ষকেই বাসভূমি করিলেন। প্রকৃতিনির্ম্মিত এই দুরাক্রম্য দুর্গবৎ ভারতভূমিই তাঁহাদিগের মনোনীত হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে জগতে অগ্রগণ্য হইয়া উঠিলেন। স্থানমাহাত্ম্য যে তাঁহাদের সেই সর্ব্বজনবিস্ময়করী উন্নতির অন্যতর প্রধান কারণ তাহার সন্দেহ নাই। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যদি তাঁহারা প্রাচীন রোমক কিংবা গ্রীক জাতির সহিত বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতেন তাহা হইলে কখনই এত শীঘ্র এত উন্নত হইতে পারিতেন না। স্থানমাহাত্ম্যেই ভারত এত দীর্ঘকাল স্বাধীন ছিল। যাহা হউক বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। বৈচিত্র্যময়ী ভারতভূমি একতা

(১) মহাত্মা কর্ণেল টড্ প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাস। উপক্রমণিকা। সুরেন্দ্র বাবুর অনুবাদ।

রক্ষা করিতে পারিলেন না। সেই দুরাক্রম্য ভারতই প্রত্যেক আগন্তুকের পদানত হইল। ললাটলিপি— টমাস্ সাহেবও ভারতে রাজোপাধিলোলুপ হইলেন (১)। যাহাহউক আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, কোন আগন্তুকই অল্পায়াসে কিংবা স্বল্পসময়ে ভারতের কোন অঙ্গ অধিকার করিতে পারেন নাই।

দেরায়স্ কিংবা আলেগ্‌জাণ্ডারের ভারত আক্রমণ এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। মুশলমান কর্তৃক ভারত বিজয়ই আমাদিগের বর্ণনীয়। আমরা সিন্ধুদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে প্রধান প্রধান হিন্দুরাজ্য সকলের পতনেতিহাস সঙ্কলন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিরূপে সকলগুলি হিন্দুরাজ্য ক্রমে ক্রমে যবনাধীন হইয়াছিল সে সকলের সমালোচন করিতে গেলে একখানি সুবিস্তীর্ণ ইতিহাস হইয়া পড়ে। আমরা এখন সে ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছি না। সংক্ষেপে ডাহির, পৃথ্বীরাজ, অনঙ্গপাল, রাণাশাঙ্গ প্রভৃতি প্রত্যেক ভারতবাসীর চিরস্মরণীয়, হিন্দুকুলোজ্জ্বল মহারাজাদিগের চরমপরাজয়রূপ চিরশোচনীয় বিষয়ের ইতিহাস সঙ্কলন করিব। আমরা আজি এই দুঃখগীতি গাইতে অগ্রসর হইতাম না। যবন কর্তৃক ভারতপরাজয় স্মরণ করিয়া প্রত্যেক হিন্দুর অশ্রুবিপাত কর্তব্য। তবে আজি সেই হৃদয়ভেদী ভূতপূর্ব্ব অপমানের কথা স্মরণ করাইয়া কেন পাঠকবর্গকে বিমর্ষ করিতে চলিলাম? আজি কালি অধিকাংশ হিন্দুযুবকই বিদ্যালয়পাঠ্য ইতিহাসে পাঠ করেন, কাশীম ৭১২ খৃঃ অঃ সিন্ধুঅধিপতি ডাহিরকে সংহার করিয়া সমগ্র সিন্ধুরাজ্য অধিকার করিলেন। যেন সিন্ধু অধিকার করিতে কাশীমের আয়াসমাত্রও লইতে হয় নাই! যেমন সসৈন্যে মুশলমান সেনাপতি উপস্থিত হইলেন, অমনি সমগ্র সিন্ধুরাজ্য তাহার শাসনাধীন হইল। উত্তরজীবনেও এই অলীকবৎ সত্যে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়া যায়। অলীকবৎ সত্য! কত কালের কত চেষ্টার পর, সে সিন্ধু মুশলমানাধিকৃত হইল তাহার উল্লেখও নাই! এদিকে থারমোপিলির পর্ব্বতপ্রস্থ স্মরণ করিয়া শতমুখে প্রাচীন গ্রীকদিগের প্রশংসা করিয়াও পরিতৃপ্তি নাই। স্বদেশীয় মহাত্মাদিগের শৌর্য্যবীর্য্য বিস্মৃত হইয়া কিংবা অবহেলা করিয়া অপর দেশীয় অপর জাতীয় সেই সকলের পক্ষপাতী হওয়ার ফল বিষময়। উহাতে স্বদেশের স্বজাতীয়ের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধার লাঘব হয়। স্বদেশের ভূতপূর্ব্ব মহত্ত্বে যাহাদিগের শ্রদ্ধা নাই, কস্মিন্‌কালেও তাহাদের অবস্থা সমুন্নত হইবে উহা অসম্ভব। কিয়দংশ ভিন্ন অধিকাংশ ভারতবাসীই ভারতেতিহাসে শ্রদ্ধাশূন্য। আজিও ভারতেতিহাস পদবাচ্য একখানি গ্রন্থ কাহারো কোন ভাষায় দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস লি-

(1) Vide Griffin's Rajas of the Punjab.

খিতেছেন; কেন, মুসলমান শাসন সময়ে সমগ্র ভারতব্যাপী মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লব কি এত অকিঞ্চিৎকর যে কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না? মিলের জীবনচরিত পাঠ করিয়া ভারতবাসীরা যে উপকার লাভ করিবে,কপিল কিংবা কণাদের জীবনবৃত্তে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ লাভ আছে। যাহা হউক উপক্রমণিকার অতি বিস্তৃতদোষ পরিহারার্থে এই স্থানেই উহার উপসংহার করিলাম। মুসলমান ইতিহাস লেখকেরাই প্রস্তাবিত বিষয়ে আমাদিগের প্রধান অবলম্বন। ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীও মুসলমান লেখকদিগের অনুগমন করিয়াছেন। কিন্তু রাশি রাশি উপন্যাস এবং কবিকল্পনার গাঢ় আবরণ হইতে যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সমুদ্ধার সাধন ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গেরই ঐকান্তিক যত্নের ফল। তজ্জন্য তাঁহারা জগতের নিকট ধন্যবাদার্হ। যে যে স্থানে আমরা যাঁহাদিগের অনুসরণ করিব, সেই সেই স্থানেই তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিব। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এখানে আর কিছুই বক্তব্য নাই।

সিন্ধুবিজয়।

অতি প্রাচীনকালে সিন্ধুদেশ জাঠ এবং মেধ জাতীয়ের বসতিস্থান ছিল। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীক-গ্রন্থকারেরা উহাদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। উহারা প্রথমে সামান্যরূপ কৃষি এবং বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; পরে যখন অর্থলালসা সমধিক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ণবযান সহযোগে আরব এবং পারস্যোপকূলে গতায়াত করিয়া বহির্ব্বাণিজ্যলব্ধ অর্থে অপেক্ষাকৃত ধনশালী হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতেও অপ্রতিভ হইত না। কালক্রমে উভয় জাতীয়ের মধ্যে [illegible] ঈর্ষা সঞ্চারিত হইল। মজমুলুত্তওয়ারিক-নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, উল্লিখিত জাতিদ্বয়ের মধ্যে বহুদিন পর্য্যন্ত বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল। পরিশেষে এই প্রকার আত্মদ্রোহে রাজ্যের সাধারণ বলহানি আশঙ্কা করিয়া, হস্তিনাধিপতি মহারাজা দুর্য্যোধনের নিকট একজন শাসনকর্ত্তার জন্য আবেদন করে। ভারতের উত্তরার্দ্ধে দুর্য্যোধনের প্রতাপ তখন অখণ্ড; বোধ হয় এই জন্যই মেধ এবং জাঠেরা তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছিল। যাহা হউক দুর্য্যোধন স্বভগ্নী দুঃশলার স্বামী জয়দ্রথকে সিন্ধুর শাসনার্থে প্রেরণ করিলেন। তিনি হিন্দুস্থান হইতে ৩০০০০ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া সিন্ধুদেশে তাহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই সিন্ধুদেশে ব্রাহ্মণধর্ম্মের বহুল প্রচার আরম্ভ হইল। উহার পূর্ব্বে সিন্ধুদেশে হিন্দুধর্ম্মবিহিত পৌত্তলিক উপাস-

নাই প্রচলিত ছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণপ্রমুখ চতুর্ব্বর্ণের সমধিক প্রচার ছিল, এমত দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মহাভারত অনুসরণ করিলে জয়দ্রথ হইতে যে সিন্ধুরাজ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রচার, এমত বোধ হয় না। জয়দ্রথের পূর্ব্বেও তাঁহার পিতা সিন্ধুদেশের অধিপতি ছিলেন এমত দেখা যায়। সুতরাং তৎপূর্ব্বে যখন সেখানে হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেন, তখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বহুল প্রচার জয়দ্রথের পূর্ব্বেই হইয়াছিল। মহাভারত আদিপর্ব্বে লিখিত আছে যে, যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর বংশোদ্ভব, হস্তিনাপুরী-সংস্থাপক মহারাজা হস্তির প্রপৌত্র মহারাজা সম্বরণ,পাঞ্চালনরপতিগণ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া, সপরিবারে সিন্ধুনদীতীরে পর্ব্বতসন্নিধানে অবস্থিতি করিলেন;— *

ততঃ সদারঃ সামাত্যঃ সপুত্রঃ সসুহৃজ্জনঃ।
রাজা সম্বরণস্তস্মাৎ পলায়ত মহাভয়াৎ॥
সিন্ধোর্নদস্য মহতো নিকুঞ্জে ন্যবসত্তদা।
নদীবিষয়পর্য্যন্তে পর্ব্বতস্য সমীপতঃ॥
আদিপর্ব্ব ৯৪ অধ্যায়।

এ আখ্যায়িকা অবলম্বন করিলে দুর্য্যোধন এবং জয়দ্রথের বহুপূর্ব্বে সিন্ধুদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল এমত প্রতীয়মান হয়। যাহাহউক মুশলমানদিগের আক্রমণপ্রাক্কালে সিন্ধুদেশ কাচবংশীয় হিন্দুরাজাদিগের দ্বারা শাসিত ছিল। মহারাজা ডাহিরের সময়ে সিন্ধুদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। তখন প্রজাবর্গের অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল। ডাহির কোন্ বংশ সম্ভূত ছিলেন এবং মুশলমান আক্রমণপ্রাক্কালে সিন্ধুদেশের তৎকালিক অবস্থা আমরা স্থানান্তরে সমালোচনা করিব।

কোন্ সময়ে যে মুশলমানেরা সর্ব্বপ্রথম ভারতাক্রমণ করে তাহার নিশ্চয়তা নাই। স্বর্ণক্ষেত্র ভারতভূমির প্রতি চিরকালই যে, বিদেশীয়দিগের লোভ ছিল, তাহার প্রমাণের অপ্রতুল নাই। কবিকল্পনা চিরকালই ভারতভূমিকে কুবেরভাণ্ডার বলিয়া বর্ণিত করিয়াছে। নবীনধর্ম্মে মত্ত মুশলমানেরা বিশ্ববিজয়ে কৃতসংকল্প হইয়াছিল; ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ সম্পদে যে তাহারা প্রথম হইতেই প্রলুব্ধ হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিল না। এমন কি, যখন ইউরোপে স্পেন্ বশীভূত করিয়া ফ্রান্স পর্য্যন্ত হস্ত প্রসারণ করিয়াছিল, ভারতে তখনও বাস্তবিক কিছুই করিতে পারিয়াছিল না।

পুরাতন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ৬৩৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতে মুশলমান সমাগমের কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐ অব্দে কালিফ ওমারের প্রতিনিধি ওস্মান, টানা নগর আক্রমণ করিবার জন্য

* আমরা পাঠকবর্গকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় কল্প ৫৬ সংখ্যায় "ভারতবর্ষ মধ্যে হিন্দুসন্তানদিগের বসতি বিস্তার" নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

এক দল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। টানা বর্ত্তমান বোম্বাই নগরের অনতিদূরে অবস্থিত। ভারতে মুশলমানদিগের এই প্রথম আগমন। নগরবাসীরা এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ প্রস্তুত হইতে পারিয়াছিল না; সুতরাং অল্প আয়াসেই পরাজিত হইয়াছিল। তদনন্তর ৬৬২ খৃষ্টাব্দে হরস্ নামক সেনাপতি সিন্ধুপ্রদেশান্তর্গত কিকাণ নগর আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি সসৈন্যে যুদ্ধে পরাজিত এবং হত হয়েন। ৬৬৪ খৃঃ অঃ যবন সেনাপতি মুহাল্লাব মুলতান পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। ইনি অপেক্ষাকৃত অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে কোন কারণ বশতঃ স্বজাতীয় কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। কিকাণ বাসীরা আবদুল্লা নামক সৈন্যাধ্যক্ষকে যুদ্ধে হত করে। রসিদ কৈকানদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু মেধ জাতীয়েরা তুমুল সংগ্রামের পর তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিল। রসিদের মৃত্যুর পর সিনান সিন্ধু দেশে উপস্থিত হন। তিনি অবাধ্য কৈকানদিগকে পুনর্ব্বার পরাজিত করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন এমন সময়ে বুদ্ধ নগরে বিপক্ষ কর্ত্তৃক হত হন। (১)

পরিশেষে কালিফ আবদুলমালিক (৬৮৪-৭০৫) সুপ্রসিদ্ধ হাজাজকে ইরাকের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। হাজাজ যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুর ও দুর্দ্দান্ত ছিলেন। সিন্ধু এবং তৎসন্নিহিত জাঠ এবং মেধেরা তাঁহাকে এতদূর ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল যে কালিফ নূতন শাসনকর্ত্তাকে তাহাদিগের প্রতি সমুচিত দণ্ডবিধান করিতে আদেশ করিলেন। হাজাজ অবিলম্বে সায়দ আস্‌লামকে মাক্রানে পাঠাইলেন। তত্রস্থ আলাফিজদিগের সহিত বহুকালের বিসম্বাদ থাকাতে, তাহারা এই সুযোগে সায়দকে হত্যা করিল। হাজাজ উহাদিগের দণ্ডবিধানের জন্য মজারা নামক সৈন্যাধ্যক্ষকে পাঠাইলেন। মজারা আবদুল রহমানকে অগ্রে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং পশ্চাৎ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু আলাফিজেরা পূর্ব্বেই সতর্ক ছিল; অকস্মাৎ পথীমধ্যে আক্রমণ করিয়া রহমানের প্রাণ বিনাশ করিল। যাহা হউক হাজাজের সঙ্গে বহুদিনব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহে আপনাদিগকে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া উহারা সিন্ধুনরপতি ডাহিরের শরণাপন্ন হয়। কালিফের সঙ্গে ডাহিরের বিসম্বাদের উহা অন্যতর কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তদনন্তর ৭০৫ খৃষ্টাব্দে ওয়ালিদ কালিফ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া মহম্মদ নামক সেনাপতিকে আলা-

(১) প্রাচীন মুশলমান ইতিহাসপ্রণেতাদিগের গ্রন্থকলাপ হইতে এই শুষ্ক তালিকা গ্রহণ করিলাম। পাঠক হয়ত উহা অনাবশ্যকীয় মনে করিতে পারেন; কিন্তু প্রথম মুশলমান সমাগমের সাময়িক ইতিবৃত্ত এত বিরল যে বহু অনুসন্ধানেও উহার বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হইলাম না।

ফিজদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন না।

পাঠক হয়ত এতদূরে বুঝিতে পারিয়াছেন নিতান্ত অল্প আয়াসে সিন্ধু বিজয় সম্পন্ন হয় নাই। মুশলমানেরা সপ্ততিবৎসর অনবরত অশেষবিধ চেষ্টায়ও সিন্ধুবিজয়ের কিছুই করিতে পারিলেন না। যদিও এই সকল আক্রমণে সিন্ধুবাসীরা যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, তথাপি এপর্য্যন্ত তাহারা মুশলমানদাসত্ব স্বীকার করে নাই। সত্য বটে, কোন কোন বার মুশলমানেরা নগর বিশেষ পরাজিত এবং বিলুণ্ঠিত করিয়াছিল; কোন কোন স্থান তাহাদিগের শাসনাধীনে আনিয়াছিল; কিন্তু যেমনি যবন সৈন্য নগর বিশেষ পরাজয়ের পর, উহা পরিত্যাগ করিয়া নগরান্তর আক্রমণে অগ্রসর হইতেছিল, অমনি পূর্ব্ববিজিতনগর অস্ত্রধারণপূর্ব্বক পুনরায় স্ব স্ব স্বাধীনতা প্রচার করিত। মুশলমানেরা গর্ব্বান্ধ হইয়া একটি সুমহৎ ভ্রমে নিপতিত হইয়াছিলেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে কোন স্বাধীন জাতি বিজাতীয় কর্ত্তৃক পরাজিত হইতে পারে, কিন্তু এযুক্তি কখনও সুসঙ্গত নহে যে, উহারা নির্ব্বিবাদে পুনঃস্বাধীন হইবার বাসনা পরিত্যাগ করিবে। মুশলমানেরা বিজিত স্থান সকল রক্ষণার্থে উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্যনিবেশ কখনও আবশ্যকীয় মনে করিতেন না; সুতরাং সিন্ধু প্রদেশের কোন স্থানই দীর্ঘ কালের জন্য শাসনাধীন রাখিতে পারিয়াছিলেন না। ৬৩৬হইতে ৭০৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত এই ভাবেই গত হয়। বারংবার উপক্রুত হইয়া সিন্ধুবাসীরাও সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে শিক্ষা করিয়াছিল।

যাহাহউক, ওয়ালিদ ভীত হইবার লোক ছিলেন না। ইউরোপে বিজয়লক্ষ্মী মুশলমান সহায় হইলেন। উঁহাদিগের ভয়ে সমগ্র সভ্য জগৎ প্রকম্পিত হইতেছিল। উঁহারা পারস্যবিজয় সম্পন্ন করিয়া রোমসাম্রাজ্যে আপনাদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ অনুভূত করাইয়াছিল। মিশর করাধীন হইল রোমাদিকৃত; আফ্রিকা তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। পরিশেষে এক উদ্যমে সমগ্র স্পেনরাজ্য জয় করিয়া, মুশলমানেরা ফ্রান্স পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিল। এদিকে এসিয়াতে ইরাকের গবর্ণর হাজ্জাজ, খারিজম অধিকার করিয়া, বোখারা, শাম, সমরকন্দ, ফর্গণা পর্য্যন্ত মুশলমান-করাধীন করিলেন। কাসগর বিজিত হইলে চীনসম্রাট মুশলমানদিগের সঙ্গে সন্ধিনিবদ্ধ করিয়া নির্ভয় হইলেন। প্রলয়-সিন্ধুতরঙ্গবৎ দুর্দ্দমবেগ মুশলমান-সেনাস্রোত উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে অসংখ্য জনপদ সমস্তাৎ উদ্বেলিত করিল। বাত্যাবিতাড়িত প্রবলাগ্নিপ্রায় মুশলমানদিগের অদম্যোৎসাহানল চতুর্দ্দিকে যুগপৎ যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিল। প্রাচীন কিংবা আধুনিক কোন জাতিই মুশলমানদিগের ন্যায় অল্প সময়ে এত সুদূরবিস্তৃত সুপ্রশস্ত অধিকার বিস্তার

করিতে পারেন নাই। যে বীরবৃন্দপদ-ভরে সমস্ত পুরাতন পৃথিবী প্রকম্পিত হইতেছিল, যৎসামান্য ক্ষুদ্র সিন্ধুদেশ একালপর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে পর্য্যুদস্ত রাখিয়াছিল।

সিংহলাধিপতি দাসদাসী এবং অন্যান্য সামগ্রীসম্বলিত আটখানি অর্ণবপোত উপঢৌকনস্বরূপ কালিফ ওয়ালিদের সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিন্ধুপকুলবর্ত্তী দেবাল নগরের দস্যুগণ ঐ সকল অর্ণবপোত আক্রমণ করিয়া সমুদয় সামগ্রী আত্মসাৎ করে। এই বিষয় লইয়া মুশলমান ইতিহাস লেখকেরা বিভিন্নমত হইয়াছেন। উল্লিখিত আখ্যায়িকা আলবিলাদুরী, ফেরেস্তা এবং কাচনামা লেখক যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মিরমাসুম বলেন যে, কালিফ আবদুল মালিক দাস দাসী সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতবর্ষে কতকগুলি চর প্রেরণ করেন; প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে পথীমধ্যে দেবাল নগরের নিকট উহারা দস্যুকর্ত্তৃক হত হয়। কিন্তু এ আখ্যান সম্ভবপর হইতে পারে না। কালিফ আবদুল মালিক ওয়ালিদের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। ওয়ালিদের সঙ্গেই ডাহিরের বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। তখন আবদুল মালিকের মৃত্যু হইয়াছিল। যাহাহউক দেবাল সিন্ধুপকুল সন্নিহিত বলিয়া ওয়ালিদ সিন্ধুরাজ ডাহিরের নিকট ঐ সকল জাহাজ প্রতিপ্রদানের প্রার্থনা করিলেন। ডাহির উত্তর দিলেন যে, "উহারা দস্যু, এবং আমার শাসনাধীন নহে; সুতরাং আমি এ প্রার্থনায় সম্মত হইতে পারি না।" মুশলমানেরা এই উত্তর অপমানকর বিবেচনা করিয়া তুমুল সংগ্রামের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সিন্ধুরাজ ডাহিরেরও আয়োজনের অপ্রতুল ছিল না। তিনি বিলক্ষণ পরাক্রান্ত ছিলেন; তাঁহার অধিকার বহুদূরবিস্তৃত এবং সৈন্যসংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। এলফিনিষ্টোনের মতানুসারে সমগ্র সিন্ধু, মুলতান, কালাবাগ পর্ব্বত পর্য্যন্ত সিন্ধুপকুলবর্ত্তী সমুদয় ভূমি, তাঁহার করাধীন ছিল। কলিকাতা রিভিউ বলেন যে, সমগ্র সিন্ধুরাজ্য, পাঞ্জাব, মাক্রানের অধিকাংশ এবং শিবিস্থান (Siwistan) সিন্ধুসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল *। আমরা এই স্থানে কাচনামা হইতে ডাহিরের তদানীন্তন অধিকারবর্ণনা গ্রহণ করিলাম। তদানীন্তন সিন্ধুসাম্রাজ্য উত্তরপূর্ব্বে কাশ্মীর, পশ্চিমে মাক্রান, দক্ষিণে দেবাল এবং পারস্য উপসাগর, উত্তরে কর্দ্দান পর্ব্বত এবং কৈকণান, এই চতুঃসীমান্তর্গত ছিল। এই সুবৃহৎ রাজ্য ব্রাহ্মনাবাদ, শিবিস্থান, অস্কলন্দ এবং মুলতান এই চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল। চারি জন প্রধান কর্ম্মচারী এই চারি বিভাগের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। আলোর (বর্ত্তমান বাখারের অতি নিকটবর্ত্তী) রাজধানী ছিল; এবং তদ্ভিন্ন,নিরুণদুর্গ (বর্ত্ত-

* কলিকাতা রিভিউ, ৯৯ সংখ্যা; ১৮৭০ সাল।

মান হায়দারাবাদ), দেবাল, লোহানা, লক্কা, সামা, যোধপুর, ব্রহ্মপুর, ককর, আসার প্রভৃতি অতি সমৃদ্ধিশালী নগর সকল রাজ্যের নানা স্থানে অবস্থিত ছিল। সুন্দর সুন্দর রাজপ্রাসাদ, গ্রীষ্মাবাস, উদ্যান, কুঞ্জবন, পুষ্করিণী এবং কৃত্রিম সরিৎ প্রভৃতি, সুবৃহৎ সুসম্পন্ন রাজধানীর মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিত। রাজধানীর চরণ ধৌত করিয়া সিন্ধু প্রবাহিত ছিল। রাজা স্বয়ং আলোরে বাস করিতেন; তাঁহার ধনাগার পূর্ণ ছিল। রাজ্যে সুবিচার হইত। তাঁহার অধীনস্থ রাজবৃন্দ এবং সামন্তবর্গ যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন; তাঁহারা সর্ব্বদা রাজ্যের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং প্রজাসাধারণের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

বলা বাহুল্য যে এই সময়ে ভারতবর্ষ মধ্যে সাময়িক ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র (F udal system) সুপ্রচলিত ছিল। প্রধান প্রধান রাজা সকল অধীনস্থ সামন্তবর্গের মধ্যে ভূমি বিভাগ করিয়া দিতেন; ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শান্তিরক্ষার ভার তাঁহাদিগের প্রতিই ন্যস্ত ছিল। কোন বিশেষ প্রয়োজন সমুপস্থিত হইলে সামন্তবর্গ স্ব স্ব অধীনস্থ সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজার সাহায্যার্থ একত্রিত হইতেন। রামায়ণে বালির সৈন্য সংগ্রহ প্রসঙ্গে উহার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে দুর্য্যোধন এই নিয়মানুসারেই উত্তর ভারতবর্ষস্থ রাজন্যবর্গ একত্রিত করিয়াছিলেন। তদনন্তর মুশলমান অধিকার কালেও এই রীতি নিতান্ত অপ্রচলিত ছিল না। অনতি দীর্ঘকাল পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় জমিদারেরাও এই নিয়ম অনুসরণ করিয়া অধীনস্থ "লাঠিয়াল,, বর্গকে চাকরাণ স্বরূপ ভূমিবিশেষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন।

কালিফ প্রথমতঃ ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ সম্মত ছিলেন না; পরিশেষে হাজ্জাজের উত্তেজনায় উবৈদুল্লা সৈন্যাধ্যক্ষকে দেবাল জয় করিতে পাঠাইলেন। দেবালবাসীরা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত এবং হত করিল। এই পরাজয়ে হাজ্জাজ আরও ক্রোধান্বিত হইলেন; এবং অবিলম্বে বুদৈল নামক সেনানীকে দেবাল প্রেরণ করিয়া তৎপশ্চাৎ মহম্মদ হারুণ এবং আবদুল্লাকে বুদৈলের সাহায্যার্থ দেবালাভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। তিন সেনানী একত্র হইয়া দেবাল আক্রমণ করিলেন। তুমুল যুদ্ধের পর বুদৈল পরাজিত এবং হত হইলে হতাবশিষ্ট মুশলমানেরা পলায়ন পরায়ণ হইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

বারংবার এইরূপে অপমানিত হওয়ায় কালিফের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইরাকের শাসনকর্ত্তা সিন্ধু বিজয়ে কৃতসংকল্প হইলেন। এখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অল্প আয়াসে সিন্ধু পরাজয় হইবে না। সুতরাং তখন যথাসাধ্য আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সুপ্রসিদ্ধ মহম্মুদ কাসিম সিন্ধু বিজয়ে আ-হূত হইলেন। কাসিম তখন সপ্তদশবর্ষ অতিক্রম করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই তরুণ বয়সেই প্রবীণবয়সসুলভ শৌর্য্যশালী ছিলেন; কারণ প্রদেশের শাসন ভার তাঁহার প্রতি ছিল। ঐ স্থানে তিনি নিজ বল, বীর্য্য, বুদ্ধি, বিচক্ষণতার এরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, হাজাজ সেই তরুণবয়স্ক অজাতশ্মশ্রু যুবককেই দুরূহ সিন্ধুবিজয় ব্যাপারে নিযুক্ত করিলেন।

সচরাচর ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে, কাসিম যৎসামান্য মাত্র সৈন্যসাহায্যে সিন্ধু জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আলবিলাদুরী বলেন যে, আবুল আসাদজান বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে কাসিমের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। হাজাজ ছয় সহস্র সিরীয় অশ্বারোহী কাসিমের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহা ব্যতীত ছয় সহস্র উষ্ট্রারোহী, তিন সহস্র উষ্ট্র এবং মহম্মদ মারুণ অনেক সৈন্য সহিত মাক্রাণে কাসিমের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। কাসিম কাটাপল্ট নামক ৫টি অস্ত্র লইয়াছিলেন। এক একটি কাটাপল্ট বিপক্ষের প্রতি প্রয়োগ করিতে পাঁচ শত লোক নিযুক্ত ছিল। তুমুল সংগ্রামোপোযোগী অন্যান্য আয়োজনেরও অপ্রতুল ছিল না। কাসিমের সৈন্যসংখ্যা অন্যুন ৫০০০০ সহস্র ছিল। (১) এই বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে কাসিম দেবালে উপস্থিত হইলেন। হাজাজ অর্ণবপোত-সংযোগে বহুসংখ্যক সৈন্য এবং নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র তাঁহার সাহায্যার্থ পাঠাইলেন।

উপর্য্যুপরি কয়েকদিবসের যুদ্ধে দেবাল পরাজয় স্বীকার করিল না। পরি-

(১) ইলিয়ট্‌কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১ম পুস্তক ৪৩৫ পৃঃ। আমরা এইস্থানে কৃত-জ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রবন্ধে প্রাচীন মুশলমান ইতিহাস হইতে যে সকল মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ইলিয়ট্ কৃত ভারতেতিহাস হইতে সংগৃহীত। ভারতবাসী তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণী থাকিবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সংখ্যক কলিকাতা রিভিউ যথার্থই বলিয়াছেন যে, নামকরণ সম্বন্ধে ইলিয়ট্ মহাভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি স্বকৃত ইতিহাস দেশীয় পুরাবিদ্‌বর্গের ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু যদি কোন ভারতবাসী হিন্দু, তৎসাময়িক ইতিহাস প্রণয়ণ করিতেন, তাহা হইলে উহা বিজয়ী মুশলমানকৃত ইতিহাস হইতে বিভিন্নবর্ণে চিত্রিত হইত। মুশলমানকৃত ভারত বিজয়ের ইতিহাস তাঁহারাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হিন্দুলিখিত কোন সবিস্তার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মুশলমানেরা যে নিরপেক্ষভাবে লিখেন নাই তাহা বলা বাহুল্য। যখনই হিন্দুদিগের উল্লেখ করিয়াছেন, তখনই অভদ্রজনোচিত নানাবিধ তিরস্কারসূচক উপাধিসংলগ্ন করিয়া বিজিত "অবিশ্বাসী" দিগের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতে সঙ্কুচিত হয়েন

শেষে কাসিম কোন বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত দেবালস্থিত দেবমন্দিরবিশেষের চূড়া ভূমিতে পতিত না হইবে, ততদিন দেবাল পরাজিত হইবে না, এই দৃঢ়বিশ্বাসবশতঃ নগরবাসীরা উৎসাহিতচিত্তে প্রাণপণে নগর রক্ষা করিতেছিল। কাসিম কাটাপণ্ট এবং অন্যান্য শস্ত্রসাহায্যে মন্দিরচূড়া ভূমিতে পাতিত করিলেন। তখন নগরবাসীরা আপনাদিগকে দৈবনিগৃহীত বিবেচনা করিয়া হতোৎসাহ হইয়া পড়িল। কাসিম জয়লাভ করিলেন। মুশলমান কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের সূত্রপাত হইল। ৭১২ খ্রীঃ অঃ ১লা মে মাসে দেবাল যবনাধিকৃত হইল। *

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেবাল তাঁহার শাসনাধীন নয় বলিয়া ডাহির কালিফের প্রার্থনায় অসম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে দেবালবাসীরা যে কাসিমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিয়াছিল এমত বোধ হয় না। এল্‌ফিনিস্টোন বলেন যে, সিন্ধুরাজপুত্র [জয়সিংহ] দেবাল আক্রমণের সময় উপস্থিত ছিলেন, এবং দেবাল পরাজিত হইলে তিনি ব্রাহ্মণাবাদ অভিমুখে গমন করেন। কাসিমকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাবাদ অধিকার বৃত্তান্ত আমরা স্থানান্তরে বিবরিত করিব। বাস্তবিক ডাহির যে সৈন্য দ্বারা দেবালবাসীদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাই নিতান্ত সম্ভবপর।

দেবাল পরাজয়ের পর কাসিম নাইরুণ (বর্ত্তমান হাইদারাবাদ) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আগমনের সম্বাদ পাইয়াই নাইরুণবাসীরা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। কাসিম তথা হইতে শিবিস্থানে উপস্থিত হইলেন। ডাহিরের কোন নিকটসম্পর্কীয় বক্স শিবিস্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার অমাত্যবর্গ বিনাযুদ্ধে কাসিমের হস্তে নগর সমর্পণ করিতে পরামর্শ দিল। কিঞ্চিদূন পাঁচশত বৎসর পরে বঙ্গাধিপ লক্ষণ্যসেনের অমাত্যবর্গেরা রাজাকে এই মন্ত্রণা দিয়াছিলেন। কিন্তু বক্স লক্ষণ্যসেনের ন্যায় সাহসবিহীন ছিলেন না; তিনি বিনাযুদ্ধে শিবিস্থান মুশলমানদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন; বক্সের কোন কোন মন্ত্রী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কাসিমের শরণাপন্ন হইল। কাসিম নগর আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। বক্স সম্পূর্ণ এক সপ্তাহকাল প্রভূত বিক্রমে নগর রক্ষা করিয়াছিলেন; পরিশেষে পূর্ব্বোক্ত অবিশ্বাসী অমাত্যেরা নগরের গুপ্তপথ সকল কাসিমের নিকট জ্ঞাপন করিলে বক্স হতোৎসাহ হইলেন। তিনি রজনী-

নাই। আপনাদিগের অলৌকিক বীরত্ব জগতে প্রচার করিবার জন্য স্বজাতিপক্ষপাতী হইয়া হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে বলিতে যথাসাধ্য ক্রটী করেন নাই। "মন্দভাগিনী··ভূমি·· আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রকলক!

* ইলিয়ট কৃত ভারতেতিহাস, ১ম পুঃ, উপসংহার; ৪৩৬ পৃষ্ঠা।

যোকো দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধ প্রদেশের অধিপতি কাকার রাজধানী সীসাম নগরে আশ্রয় লইলেন। শিবিস্থান কাসিমের হস্তগত হইল। মুশলমানেরা যখন সীসাম সম্মুখে উপস্থিত হইল, কাকা উহাদিগের শরণাগত হইলেন। বেত প্রদেশের শাসনকর্তা মোকা এবং মোলন প্রভৃতি হিন্দু-সামন্তগণ কাসিমের সঙ্গে মিলিত হইল এবং জন্মভূমি ভারতের অধীনতা সম্পাদনে কাসিমের সাহায্য করিতে লাগিল।

এইরূপে সমুচিত আয়োজন সম্পন্ন হইলে কাসিম নবধর্ম্মাবলম্বী মোলনকে, দূতস্বরূপ মহারাজা ডাহিরের সমীপে প্রেরণ করিলেন; এবং প্রস্তাব করিলেন যে, যদি সিন্ধুরাজ মুশলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, কালিফকে বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হয়েন, তবে তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিবেন। রাজদূত মহারাজা ডাহিরকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলে, সিন্ধুঅধিপতি উত্তর করিলেন যে, "যদি তুমি দূত না হইতে, তবে এই মুহূর্ত্তে তোমার শিরশ্ছেদন করিয়া তোমার অবাধ্যতার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতাম"। মোলন হিন্দুনরপতির এই সগর্ব্ব প্রত্যুত্তর লইয়া কাসিমের নিকট প্রত্যাগত হইল। কাসিম তখন সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইবার উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ডাহির তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাহাকে বিফলমনোরথ করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়সিংহকে বেতদুর্গে প্রেরণ করিলেন; এবং দ্বিতীয় পুত্র কৌকিকে সিন্ধুতীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করিয়া, পশ্চাৎ স্বয়ং অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ডাহিরের আগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া কাসিম শঙ্কাকুল হইলেন; এবং রাজপুত্র কৌকি পিতার সহিত সম্মিলিত হইলে, সিন্ধু উত্তীর্ণ হওয়া সুকঠিন হইবে আলোচনা করিয়া, ৬০০ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে সলিমান নামক সেনাপতিকে কৌকির গতিরোধ করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। সার্দ্ধসহস্র সৈন্য সমেত অন্য একজন সেনাপতি গণ্ডবাপ্রদেশ প্রবেশের পথাবরোধ করিতে প্রেরণ করিলেন। মুসারম্, নামাম প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষেরা অন্যূন চারি সহস্র সৈন্য সমেত বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধসজ্জায় প্রস্তুত রহিলেন *। এইরূপে চারিদিকে যথোচিত সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া, কাসিম তরিসংযোগে সেতু প্রস্তুত করিয়া, নিরাপদে সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ডাহিরপ্রেরিত রসিল নামক সেনাপতি কাসিমের সেতু ভগ্ন করিলেন। কাসিম তখন অপর তীরে সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে নৌকারোহণ করিয়া, তীর, বর্ষা প্রভৃতি অস্ত্রবর্ষণ করিতে করিতে, সিন্ধুনদ পার হইলেন। রসিল পরাজিত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইলেন। যখন ডাহির কাসিমের সিন্ধু উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ জ্ঞাত হইলেন, তখন ক্রোধে

* ইলিয়ট্ কৃত ভারতেতিহাস, ১মং পৃ, ১৬৬-১৭৬ পৃঃ।

এত অধীর হইয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ সংবাদবাহকের শিরশ্ছেদন করিয়া, সমুদয় সৈন্য সমভিব্যাহারে কাসিমের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাসিম জয়পুর (সেওয়ার) অধিকার করিয়া রাবার দুর্গের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। রাবার দুর্গে ডাহির তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত এই স্থলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কএকটি কথা বলিব। ব্রাহ্মণ জাতি ভারতের চির হিতাকাঙ্খী। ভারতের ভূতপূর্ব্ব উন্নতির মূল কারণ ব্রাহ্মণ। তাঁহারা যে সকল জগন্মান্য নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; ন্যায় দর্শন প্রভৃতিতে যে সকল গূঢ় প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন; কাব্যনাটকে যে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন; জ্যোতিষ, রাসায়নিক বিদ্যায় যে সকল বিস্ময়কর তত্ত্বের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন; আজি কালি এই উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতি শিখরে সমারোহণ করিয়াও পাশ্চাত্য জাতীয়েরা তৎসমুদয়ের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইতেছেন। বাস্তবিক ব্রাহ্মণকীর্ত্তি পরিত্যক্ত হইলে প্রাচীন ভারতে শ্লাঘার বিষয় কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। ক্ষত্রিয়েরা গৃহবিদ্রোহে স্ব স্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র! তাহাতে ভারতের আধুনিক সন্ততি কি উপকৃত হইয়াছেন! বরং সে বীরত্ব ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কাব্যনাটকে গীত না হইলে এতদিন বিস্মৃতিসাগরে লীন হইয়া যাইত। বৈশ্য শূদ্র সম্বন্ধে কিছুমাত্র বক্তব্য নাই। কিন্তু কত শত ব্রাহ্মণ বিষয়-সুখ সম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সংসারের মঙ্গল চিন্তায়ই ব্যাপৃত ছিলেন। বাস্তবিক প্রাচ্য পণ্ডিতমণ্ডলী ভারতের ললাটে আজি কালি যে সাদর রাজটীকা সম্প্রদান করিতেছেন, ব্রাহ্মণ জাতির অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপই তাহার নিদানীভূত। নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, সেই সর্ব্বজনপূজনীয় ব্রাহ্মণ সন্তানগণই পরিশেষে কোন কোন বিষয়ে ভারতের অনপনেয় কলঙ্কের মূলীভূত হইয়া পড়িলেন। শারীরিক বলবীর্য্যে কোন কালেই ব্রাহ্মণেরা প্রসিদ্ধ ছিলেন না। কোন দিন কোন যুদ্ধ বিগ্রহে ব্রাহ্মণেরা অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজাদিগের মন্ত্রী ছিলেন; রাজাদিগের অভ্যুদয় কালে তাঁহাদিগের কোন চিন্তা ছিল না। ভারতে যবনসমাগম প্রাক্কালে আরও ভীত হইলেন। যদি ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরা কিছুমাত্র সাহসী থাকিতেন, তাহা হইলে সপ্তদশজন যবন সৈন্য কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়-রূপিণী কলঙ্কময়ী কিম্বদন্তী কোন দিন বঙ্গ-ইতিহাস কলঙ্কিত করিত না। শাস্ত্রে লিখিত আছে, "যবনেরা বঙ্গ অধিকার করিবে, তাহাদিগের প্রতিকূলাচরণ করা নির্ব্বোধের কার্য্য"; শাস্ত্রানুসন্ধান করিয়া স্বভাবভীরু বৃদ্ধ রাজার সমক্ষে এই ভবিষ্যবাণীর অবতারণা করিলেন। উহার কিঞ্চিদূন সার্দ্ধসহস্র বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধু রাজমন্ত্রী-

বর্ষ তাহিরকে ঠিক ঐ উপদেশ দিয়াছিলেন। "কাসিম (জয়পুর) অধিকার করিয়াছেন, ভাগ্য তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন, তিনি নিশ্চয়ই 'বিজয়ী' হইবেন" ইহা বলিয়া রাজমন্ত্রী শিশাকর (Sisakar) তাহিরকে যুদ্ধে বিরত হইতে মন্ত্রণা দিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত রাজা তাহির, মন্ত্রীর এই ভীরুজনসুলভ বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা অশুভ দিনে যুদ্ধযাত্রা নিষেধ করিতে লাগিলেন; তাহির সে সকল উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মণদিগের এই অসময়োচিত প্রতিবাদে, রাজা স্বয়ং যুদ্ধ সংকল্প হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হইয়াছিলেন না; কিন্তু কে বলিতে পারে যে, ঐ সকল অমঙ্গলসূচক বাক্যে সাধারণ সেনাদিগকে নিরুৎসাহ না করিয়াছিল?

রাবার দুর্গ সম্মুখেই ভারতের ভাবীপতনসূচক, হিন্দুজাতির চিরশোচনীয় এই তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছহস্ত হইতে জন্মভূমি ভারতের সংরক্ষণে, হিন্দুসেনা বিপুল বিক্রমের সহিত মুশলমানদিগকে আক্রমণ করিল। বারংবার বিতাড়িত এবং অপমানিত মুশলমানেরাও ভীষণ মুর্ত্তিতে অগ্রসর হইল। ক্রমাগত পঞ্চদিন যুদ্ধের পরও যবনেরা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ষষ্ঠদিবসে কাসিম স্বকীয় সৈন্যদিগকে একত্র সমাবেশ করিয়া, ধর্ম্মপুস্তক হইতে উৎসাহ বাক্য পাঠ করিয়া যবনদিগের নির্ব্বাপিতপ্রায় উৎসাহানল প্রবলপ্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। তখন গগণভেদী সিংহনাদ করিয়া সহস্র সহস্র যবনসেনা প্রবলঝঞ্জাবিতাড়িত সিন্ধুতরঙ্গবৎ দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিল। পর্ব্বতোপত্যকায় ভীষণনাদী অশনিসম্পাতে প্রতিধ্বনি যেরূপ অপার্থিব, অনৈসর্গিক বিকটশব্দ সমুত্থিত করে, হিন্দুসেনা সকল সেইরূপ ভীম সংরাবে যবনদিগের সম্মুখীন্ হইল। কিন্তু বিধাতা ভারতের অদৃষ্টে পরাধীনতা লিখিয়াছিলেন;—তাহির হস্তী আরোহণ করিয়া হিন্দুসেনানিবেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন; এমন সময়ে যবনবিক্ষিপ্ত একটি জ্বলৎ কন্দুকে তাঁহার হস্তী আহত হইল। হস্তী মাহুতের আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া রাজাকে লইয়া সিন্ধুসলিলে অবগাহন করিল। এই নিদারুণ অমঙ্গলসূচক ঘটনা হিন্দুসেনাদিগকে একেবারে হতোৎসাহ করিয়াছিল। এই দুর্দ্দৈব কারণ বশতঃ জয়লাভের সর্ব্বাঙ্গীন সম্ভাবনা থাকিতেও হিন্দুসেনা বারংবার মুশলমান কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল! যাহা হউক, পরিশেষে উহার দারুণ তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হইলে হস্তী রঙ্গভূমি অভিমুখে আনীত হইল। বিপক্ষ হইতে আষাঢ়ের বারিধারার ন্যায় তাহিরের শরীরে অজস্রধারে বর্ষা পড়িতে লাগিল।

একটি বর্ষার আঘাতে তাহিরের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল; তাহির উহা কণ্টকাঘাতবৎ তুচ্ছ করিয়া নদীর তীরভাগে অ-

খিরোহণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে উর্দ্ধ হইতে কালরূপী এক যবনসেনার নিদারুণ খড়্গাঘাতে তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইল। সিন্ধু অধিপতি রাজপুতবীরাগ্রগণ্য মহারাজা ডাহির সিন্ধুতীরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন *। সেই দিবসই স্বাধীনতা-সূর্য্য ভারত হইতে অন্তর্দ্ধান হইতে ব্যাকুল হইল। পূর্ণিমার চন্দ্রকরোজ্জ্বলা রজনী অবসানে, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পরিশেষে নিবিড় ঘোরতর অমানিশা সমস্ত জগতে আলোকবিস্তারিণী ভারতভূমিকে তমসাচ্ছন্ন করিল।

ভদ্র ও ইতর।

মনুষ্যমনে এরূপ কতকগুলি প্রবৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে যে, সমাজবদ্ধ না হইয়া লোকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। সমাজবদ্ধ হইলেই, ঐ সমস্ত প্রবৃত্তির অনুযায়ী কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম, সেই সমাজ সম্পর্কে কার্য্য করিতে থাকে; এবং সেই সমস্ত সামাজিক নিয়মানুসারেই মনুষ্যসমাজ গঠিত হয়। এই হেতু সকল দেশেরই প্রধান প্রধান সামাজিক ব্যাপারগুলি প্রায় একরূপ। জাতীয় প্রকৃতি, বসতিস্থানের গুণাগুণ, কিংবা ধর্ম্মপ্রচারক ও নীতিপ্রবর্ত্তকদিগের শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের বিচিত্রতা হেতু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের সামাজিক রীতি নীতির বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সাধারণ স্থূল স্থূল বিষয়গুলি ধরিলে, সকল জাতিই প্রায় একরূপ।

সমাজস্থ লোকদিগের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া, ঐরূপ একটি স্থূল সামাজিক নিয়ম। ইহা সকল সমাজেই দৃষ্ট হয়। কোন ব্যক্তি একপ্রকার কার্য্য

---

* ডাহির কোন্ বংশ সম্ভূত ছিলেন, তৎসম্বন্ধে প্রাচ্য ইতিহাস লেখকদিগের ঐকমত্য নাই। কোন কোন মুশলমান লেখক তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, (কাচনামা)। সুপ্রসিদ্ধ চীনদেশীয় পরিব্রাজক হয়েন সাং তৎসাময়িক সিন্ধুরাজাদিগকে "Shu-to-lo" বংশীয় বলিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কেহ কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ শূদ্র, কেহ চিতোরনগরীয় রাজপুত বলিয়া, ঐ নামের অনুবাদ করিয়াছেন। লেঃ বার্টন কৃত সিন্ধুবিবরণেও এবিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ইলিয়ট্ও এতৎসম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কাচনামার কথাই বিশ্বস্ত বিবেচনা করিয়াছেন। ইলিয়ট্ কৃত ভারতেতিহাস, ১ম পুঃ, উপসংহার, ৪১১ পৃঃ। রাজপুতেরা দ্বিজবংশীয় এবং পবিত্রসূত্রধারী বলিয়াই বোধহয় কাচনামা লেখক ডাহিরকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকিবেন।

করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে, তাহার সন্তানগণ স্বভাবতঃ সেই কার্য্যসম্বন্ধীয় সমুদয় বিষয় সম্পর্কে বিশেষ পরিচয় লাভ করে। বাল্যকালাবধি পিতা পিতৃব্যের ব্যাবসায়ের সাহায্য করাতে, স্বভাবতঃ সন্তানগণেরও তাহাতে ব্যুৎপত্তি ও অধিকার জন্মে। আর এইরূপে ক্রমে কএক পুরুষ ধরিয়া একই প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে, পরিবার মধ্যে সেই কার্য্য বা ব্যবসায়ের অনুকূল মানসিক ভাবগুলি, ধারাবাহিক রূপে প্রবাহিত হইতে থাকে।

এইরূপ পুরুষ-পরম্পরায়, কেবল যে বিশেষ বিশেষ ব্যাবসায় সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা ও কার্য্য নিপুণতা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত হইয়া আসে এমত নহে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ প্রকার বিষয়ের সহিত সংসৃষ্ট থাকা হেতু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মানসিক গুণ ও স্বভাব চরিত্রের দোষাদোষ, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর যে সমস্ত প্রাচীন ও নব্যজাতির ইতিহাস বা বিবরণ সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায়, সকলের মধ্যেই জনসমাজ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাই। ধর্ম্মযাজক, ভূম্যাধিকারী, রাজকর্ম্মচারী, সমরব্যবসায়ী, বাণিজ্য ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষী ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী ইত্যাদির ভাগগুলি, এবং প্রত্যেকের অবলম্বিত ব্যবসায়ের অনুরূপ গুণাগুণ, মানসিক ভাব এবং স্বভাবের পার্থক্য, সকল জাতির মধ্যেই বিশেষরূপ লক্ষিত হয়। অধিকাংশ জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নিয়ম প্রচার করিয়া জান নাই বলিয়া, সেই সেই জাতিতে এই সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা প্রায় মিশ্রিতভাবে অবস্থিতি করে; এক শ্রেণীর লোকে সহজে অন্য শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে, এবং শ্রেণীবিভাগের ততদূর দৃঢ়তা নাই। কিন্তু কোন কোন জাতিতে আবার তদ্রূপ নহে। বিশেষতঃ হিন্দুজাতির প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অবলম্বিত কার্য্য সম্পর্কে অধিকতর পটুতা ও নিপুনতা উদ্ভাবন এবং রক্ষা করিবার মানসে, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গুণ ও মানসিক ক্ষমতা ও স্বভাব বিশেষ রূপে দৃঢ়ীভূত ও তিক্ষ্ণীভূত করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন। এই হেতু জন্মগত ব্যবসায় পদ্ধতি, এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বা একত্র আহার ইত্যাদি দ্বারা, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মিশ্রিত হওয়ার নিষেধ প্রভৃতি নিয়ম এদেশে প্রচলিত হইয়াছে।

এই সমস্ত নিয়ম আমাদিগের সমাজে প্রচলিত থাকাতে ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের মহৎ উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে, অথবা তৎ সঙ্গে সঙ্গে কি কি অসৎফল উৎপাদিত হইয়াছে, বর্ত্তমান নিয়মের পরিবর্ত্তে কি প্রকার নিয়ম প্রচলিত থাকিলে সর্ব্বাংশে ভাল হইত, অথবা

কোন্ অংশে আমাদিগের দেশের প্রচলিত জাতিভেদ প্রণালী সংশোধন করিলে তাহার দোষগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল গুণগুলি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, এইক্ষণ তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। অথবা স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষীয় ব্যবসায় অবলম্বন হেতু, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীয় লোকের স্বভাবে কি প্রকার বৈচিত্র জন্মে, এইক্ষণ আমরা তাহারও বর্ণনা করিতেছি না।

যে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে জনসমাজ সচরাচর বিভক্ত হয়, তাহার কতকগুলি শ্রেণীকে ভদ্র এবং তদিতর অন্যান্য শ্রেণীকে ইতর বলা গিয়া থাকে। ভদ্র ও ইতরের পার্থক্য, সকল দেশে সকল সমাজেই দৃষ্ট হয়। যে সকল কার্য্য বিশেষরূপ সুশিক্ষিত না হইলে সম্পাদন করা যায় না; যে ব্যবসায়ে সম্পত্তি ও সম্মান উপার্জ্জিত হয় বলিয়া, স্বভাবতই অপরাপর লোকের মানভাজন হইয়া থাকা যায়; যে সকল ব্যবসায় এরূপ যে, তাহার অনুরোধে অনেকস্থানে যাইয়া বহুজ্ঞতা লাভ করা যায়, অথবা অনেক প্রকার লোকের সংস্রবে আসিতে হয়; যাহাতে উচ্চতর লোকের সাহায্য হেতু বিনয়, শীলতা ও ব্যবহারগত মর্য্যাদা ইত্যাদি অভ্যস্ত হয়, এবং যাহাতে নিম্নশ্রেণীর লোকের প্রতিপালকতাসম্বন্ধ হেতু উদারতা, ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার, দয়া ইত্যাদি গুণের অভ্যাস জন্মে; এবং যে সকল কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে অনেক লোকের উপর কর্তৃত্ব করা নিবন্ধন তেজস্বিতা প্রভুত্বের ভাব অভ্যাস পায়; সেই সকল কার্য্য প্রভৃতিতে যে যে শ্রেণীর লোক ব্যাপৃত থাকেন তাঁহারাই ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত হন। এবং তাঁহাদিগের মধ্যেই ভদ্রোচিত গুণগুলি বিশেষরূপ লক্ষিত হয়।

পুরুষানুক্রমে এই সকল কার্য্য করিতে করিতে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিদ্যালোচনা সম্পত্তি বা সম্মান সম্ভূত উচ্চতা, বহুদর্শন বা অভিজ্ঞতা এবং শীলতা, উদারতা, ন্যায়পরতা, স্বভাবের গৌরব ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ ধারাবাহিক রূপে প্রচলিত হইয়া আসে। আর পৈত্রিকধর্ম্ম লাভ, আশৈশব সংসর্গ ইত্যাদি কারণে ঐ সমস্ত শ্রেণীতে উপরিউক্ত গুণগুলি ক্রমেই বদ্ধমূল ও তেজস্বী হইয়া থাকে। অবশেষে ঐ সমস্ত ভদ্রোচিত গুণ, বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকের এরূপ অঙ্গীভূত হইয়া যায় যে, যেমন ইতর শ্রেণীর কোন পরিবার ভদ্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তিন পুরুষ অতিবাহিত হওয়ার পূর্ব্বে সম্পূর্ণ ভদ্রোচিত স্বভাব ও গুণ প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ তাহারা ইতরজনোচিত অবস্থা, অথবা ভদ্রসমাজ ভ্রষ্ট হইয়া ইতর সংসর্গ প্রাপ্ত হইলেও তিনপুরুষ অতিবাহিত না হইতে তাহাদের পরিবার মধ্যে ভদ্রত্বের চিহ্ন এককালে বিলুপ্ত হয় না। এই হেতুই আমাদের দেশীয় ভদ্রবংশোদ্ভব, লোকের এত গৌরব ও এত আদর। তবে অ-

বশ্য স্বীকার করিতে হইবে, প্রকৃতির প্রত্যেক নিয়মে যেমন ব্যাভিচার দৃষ্ট হয় সেইরূপ এই সামাজিক নিয়মেরও ব্যাভিচার স্থল আছে। ভদ্রবংশে এমন কুলাঙ্গারও জন্মধারণ করে, যাহার স্বভাব ইতরের স্বভাব হইততেও নীচ ; এবং ইতর কুলেও এমন কুলপাবন লোক জন্ম গ্রহণ করেন যে, তাঁহাদিগের গুণ ও স্বভাব ভদ্রলোকের ন্যায়।

আমরা ভদ্র ও ইতরের নৈসর্গিক পার্থক্য প্রদর্শন হেতু এপর্য্যন্ত যে এতগুলি কথা বলিলাম তাহার কারণ এই যে, বিদেশীয় বিদ্যার আলোচনা হেতু আমাদিগের দেশীয় পূর্ব্বপ্রচলিত ভদ্র ও ইতরের পার্থক্যবোধ অনেকে অনুচিত অহঙ্কারসম্ভূত, কিংবা নিরর্থক অনৈক্য-উৎপাদক মনে করিয়া থাকেন। অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি ভদ্র ও ইতরের পার্থক্য না থাকে, যদি দেশস্থ সকলে এক শ্রেণীর লোক হয়,তাহা হইলে জাতীয় একতা স্থাপনের বিশেষ সুবিধা জন্মে। যদি এই একতা ইতর শ্রেণীর লোকের ভদ্রোচিত ব্যবহার, স্বভাব ও গুণলাভ দ্বারা হইতে পারে, তাহা হইলেই বাস্তবিক জাতীয় উন্নতি হয়। নতুবা ভদ্রলোকের ইতর ব্যবহার অবলম্বন দ্বারায় জাতীয় একতা ক্রয় করিলে জাতীয় অবনতিই হইবে ; এবং সেই একতা অত্যন্ত অনুচিত ও অন্বাভাবিত মূল্যদ্বারা ক্রয় করা হইবে।

ভদ্র ও ইতরের পার্থক্যবোধ অসঙ্গত বলিয়া ব্যাখ্যাত হউক, অথবা অনৈক্য-উৎপাদক বলিয়াই তিরস্কৃত হউক, উহা আমাদিগের এড়াইবার কোন উপায় নাই, কারণ উহা নৈসর্গিক সামাজিক নিয়ম সম্ভূত। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও মুশলমান ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে জাতীয় পার্থক্য দূর করিয়া দিয়া ভাল করিয়া থাকেন বটে,কিন্তু তাহা এপর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বরং যতই আধুনিক সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে ততই ভদ্র ও ইতরের পার্থক্য গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। তাহার সাক্ষী এই যে, ইংলণ্ডে কোন ইতর বংশীয় লোক সম্পত্তিশালী হইলে লণ্ডনে আসিয়া (ওয়েস্টএণ্ড নামক) ভদ্রপল্লিতে বাস করেন এবং বিবাহসূত্রে অথবা আহার ব্যবহার ইত্যাদিতে ভদ্রকুলের লোকদিগের সহিত মিশ্রিত হইতে কতই যত্ন করেন। কিন্তু অসামান্য অর্থব্যয় ও চেষ্টাদ্বারাও অনেকেই তাহাতে কৃতকার্য্য হন না।

যদি ইতর বংশোদ্ভব লোকেরা ক্রমে ভদ্রোচিত গুণ ও স্বভাব লাভ করিয়া ভদ্র হইতে পারেন তবেই দেশের মঙ্গল। এবং তাহা হইলে ভদ্রলোকদিগের সুখী হওয়া উচিত। এবং দুর্ব্বলের সাহায্য দানের ন্যায়, ঐ সমস্ত উন্নতীচ্ছু লোকের হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে উচ্চতর পদবীতে উত্তোলন করা ও তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া স্বদলভুক্তকরা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য।

কিন্তু যদি ভদ্রলোক স্বকীয় কুলগৌরব বিস্মৃত হইয়া ইতর লোকের স্বভাব

প্রাপ্ত হন, অথবা অর্থ, আমোদ কিংবা কর্তৃত্ব প্রিয়তার অনুবর্ত্তী হইয়া ভদ্রসমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতর সংসর্গভোগী হন, কিংবা ইতরের অনুগামী বা ইতর-উপাসক হন, তাহা হইলে ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে তদপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় দৃশ্য আর নাই। অপিচ ভদ্রসন্তান যদি মূর্খ, কদাচারী, অনুদার প্রকৃতি, নীচাশয়, ন্যায়বুদ্ধিহীন, মিথ্যাবাদী, কপটী, কিংবা আত্মগৌরব বিস্মৃত হন, তাহা অপেক্ষাও দুঃখজনক ব্যাপার আর নাই।

ভদ্রলোকে যে ব্যবসায়ই অবলম্বন করুন, যদি মনে প্রকৃত ভদ্রোচিত উন্নতভাব ও দৃঢ়তা থাকে, তবে ভদ্রলোকের অবলম্বন হেতু ইতর ব্যবসায়েরও উন্নতিসাধন ও গৌরব বৃদ্ধি হয়। আর স্বভাবের সেই দৃঢ়তাবিহীন হইলে, ভদ্রলোকে হীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ইতরত্ব প্রাপ্ত হন। বেহারের ব্রাহ্মণেরা স্বকীয় জাত্যোচিত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সামান্য কৃষক হইয়া এমন ইতর হইয়া গিয়াছেন যে, যজ্ঞোপবীত না দেখিলে ব্রাহ্মণ ও মুশলমানের পার্থক্য অন্য কোন মতে প্রায় অনুভব করা যায় না। পক্ষান্তরে অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা সিপাহীর হীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াও এমন নিষ্ঠা, স্বভাবের গৌরব এবং জাতীয়মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন এবং সেই সমস্ত গুণ রক্ষার নিমিত্ত ও স্বদেশদুঃখকাতরতা হেতু এমন অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে, অন্য জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে তেমন দৃষ্টান্ত পাওয়া প্রায় দুর্ঘট হইয়া থাকে।

(দী —

যীশু-খৃষ্ট অথবা ঈশ-কৃষ্ণ।

ভূমণ্ডলে সময়ে সময়ে যত ধর্ম্মোপদেষ্টা আবির্ভূত হইয়াছেন, যীশুর ন্যায় কেহই ভুবন-বিখ্যাত নহেন। পৃথিবীর যতদূর আবিষ্কার হইয়াছে, খৃষ্টের নাম এবং তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম ততদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধাংশ অধিবাসী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। এই কথা লইয়া খৃষ্টযাজকেরা সর্ব্বদা গৌরব করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের এতদ্বিষয়ক গৌরব নিরর্থক নহে। কিন্তু এই ঘটনা অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহারা যে অপরাপর ধর্ম্মাপেক্ষা খৃষ্টধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চান, সেটি তাঁহাদিগের ধর্ম্মান্ধতামাত্র। তাঁহাদিগের এতদূর বিশ্বাস যে, খৃষ্টধর্ম্মে যে সকল সত্য আছে তাহা অন্য কোন ধর্ম্মে নাই, খৃষ্টধর্ম্ম জগতে তুলনা রহিত, ইহাই একমাত্র সত্যধর্ম্ম; আর সকল ধর্ম্মই নিরব-

ছিল ভণ্ডতা, আর সকল ধর্ম্মের প্রচারকই ভণ্ডতাপস। এটি তাঁহাদিগের বিষম ভ্রম। বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, খৃষ্ট, আবস্তিক মহম্মদীয় প্রভৃতি ধর্ম্মগুলিতে পরস্পর যত পার্থক্য থাকুক না কেন, সকল ধর্ম্মের মৌলিকতা এক এবং অদ্বিতীয়। শব্দশাস্ত্রবিশারদ দিগন্ত-বিশ্রুত-নামা ভট্ট মোক্ষমূলর স্পষ্ট কহিয়াছেন, "ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পরকালে বিশ্বাস প্রভৃতি মৌলিক সত্যগুলি সকল ধর্ম্মেই দৃষ্ট হয়। খৃষ্টযাজকেরা মনে করেন একথা স্বীকার করিলে এবং অন্য ধর্ম্মের সঙ্গে তুলনা করিলে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মের অবমাননা হয়। একথার কোন অর্থ নাই। অসভ্য পেপুয়সজাতি ধর্ম্ম-শূন্য বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু ধর্ম্মের মৌলিক বিশ্বাস তাঁহাদিগের মধ্যেও অস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী ভাষা যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষা হইতে অনেক মূল শব্দ গ্রহণ করে, পরবর্ত্তী ধর্ম্মও তদ্রূপ পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মের মূল সত্যের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গঠিত হয় *।" খৃষ্টযাজকেরা একথা যে কেন স্বীকার করেন না এবং অন্য ধর্ম্মের সহিত কিজন্য যে স্বীয়ধর্ম্মের তুলনা করিতে বিরত হন, উক্ত পণ্ডিত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। খৃষ্ট-যাজকেরা স্বীকার করুন আর না করুন, আমরা এই প্রস্তাবে দেখাইব যে, কেবল খৃষ্ট-প্রচারিত ধর্ম্ম কেন, তদীয় জীবন-চরিত পর্য্যন্ত, এমন কি তদীয় বংশাবলী পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম হইতে গৃহীত।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-পুস্তকে লিখিত আছে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ হইতে অনেক প্রতারক ধর্ম্মপ্রচারকও ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া উপস্থিত হইবে। পরন্তু খৃষ্টযাজকেরাও সেই বাক্যের উপর আস্থাবান হইয়া, শাক্যসিংহ, কনফুসিয়স, চৈতন্য, মহম্মদ প্রভৃতিকে ভণ্ড ও প্রতারক বলিয়া ভৎর্সনা করেন। যীশুকে আমরা একজন অসামান্য লোক বলিয়া, লোক হিতৈষী বলিয়া মনের সহিত ভক্তি করি; বিশেষতঃ উদারতা-পূর্ণ আর্য্যকুলে আমাদিগের জন্ম, সুতরাং আমরা প্রাণান্তেও খৃষ্টকে প্রতারক বা ভণ্ড বলিব না। খৃষ্টযাজকেরা ধর্ম্মান্ধ হইয়া আমাদিগের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে যত কেন ভৎর্সনা করুন না, আমরা তাঁহাদিগের অনুকরণ করিয়া আর্য্য-উদারতায় কলঙ্ক অর্পণ করিবনা।

কৃষ্ণ বা খৃষ্ট কেহই আপন জীবন চরিত লিখিয়া যান নাই, সুতরাং তাঁহারা কি ছিলেন, কি শিক্ষা দিয়াছিলেন, কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, এ সকল কথাই আমরা তাঁহাদিগের ভক্ত বা শিষ্য প্রণীত

* আমরা মোক্ষমূলরের বাক্যের অবিকল অনুবাদ করি নাই; কিন্তু Chips from a German Work-shop এবং Lecture on Sanskrit Literature নামক পুস্তকদ্বয়ের স্থানে স্থানে যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, উপরে তাহারই তাৎপর্য্য গৃহীত হইয়াছে মাত্র।

গ্রন্থ হইতে অবগত হই। সুতরাং তত্তৎ লেখকেরা যদি প্রতারণা করিয়া থাকেন, তজ্জন্য উক্ত মহাত্মাদিগকে আমরা কেন দোষী করিব? খৃষ্ট-শিষ্যেরা খৃষ্টকে যে বেশে সাজাইয়াছেন, তাহাতে আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি তিনি কৃষ্ণের স্পষ্ট অনুকরণ বা "দ্বিতীয় সংস্করণ,, মাত্র।

কৃষ্ণ ও খৃষ্টের প্রচারিত ধর্মের সাদৃশ্য প্রদর্শনই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য; নতুবা আমরা দেখাইতে পারিতাম যে, খৃষ্টজন্ম সূচক ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় কৃষ্ণের জন্মসম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাক্যও বেদভাষ্যকার রামেশ্বর কর্তৃক উদ্ধৃত অথর্ববেদে, বেদান্তে, বেদাস্ত্রে, ও পুষ্করণ, নারদ এবং পৌলস্ত্য বচনে স্পষ্ট রহিয়াছে। দেখাইতে পারিতাম যে, দেবকিনীর জন্ম, বাল্য-লীলা, কৌমার-গর্ভ, কৃষ্ণের জন্ম, জন্ম মাত্র নন্দালয়ে অপসারণ, প্রভৃতি ঘটনাগুলি মেরী ও খৃষ্ট সম্বন্ধীয় সমুদয় ঘটনাতে প্রায় অবিকল প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এবং দেখাইতে পারিতাম, এব্রাহাম হইতে যীশুজনক যোজেফ পর্য্যন্ত মহাত্মাদিগের আদর্শ, অত্রিগোত্র হইতে বসুদেব পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনী হইতে গৃহীত। ইহাও দেখাইতে পারিতাম যে, বেথেলহাম নগরজাত সন্তান-ধ্বংশ-রূপ হিরডের নৃসংশতা কংশের তাদৃশ আচরণের ছায়া মাত্র। এই পর্য্যন্ত গেল পূর্ব্ব বৃত্তান্তের সাদৃশ্য।

ওদিকে উভয়ের জীবন কালের ঘটনা সমূহ পরস্পর তুলনা করিলেও দেখা যাইত, কৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুন ও অন্যান্য আত্মীয় ও মথুরাবাসীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক উপদেশ প্রদান করিতেন, খৃষ্টও তদ্রূপ জন, মেথু প্রভৃতি শিষ্য ও ইহুদি প্রভৃতি লোকদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক নীতিশিক্ষা দিতেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুন সমক্ষে একদা জ্যোতির্ম্ময় বিরাট রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, খৃষ্টও তদ্রূপ একদা সেণ্টজন সমক্ষে পর্ব্বতোপরি জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গীয় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া বাইবেলে উল্লেখ আছে। কৃষ্ণ নিম্বকাষ্টের উপর উপবেশন করিয়া লৌহ শরাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, খৃষ্টও কাষ্টময় ক্রুশোপরি লৌহশলাকাবিদ্ধ হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। ইহা সকি অঙ্গদের প্রতিবিম্ব নহে? মৃত্যুর পর একজন অবতারান্তর পরিগ্রহ পূর্ব্বক জীবিত হন, আর একজন জীবিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট গমন করেন। প্রলয় কালে কৃষ্ণ রূপান্তর পরিগ্রহ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইবেন, শেষ বিচারের দিন খৃষ্টও পুনর্ব্বার দর্শন দিবেন। আরও দেখান যাইত, ভূভার হরণার্থ ভগবান কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; পাপভার হইতে ভূমণ্ডলস্থ জনগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই যীশুর অবতার। কিন্তু এসকল সাদৃশ্য প্রদর্শন যে আমাদিগের অদ্যকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, তাহা অগ্রেই বলা হইয়াছে।

কৃষ্ণ কি খৃষ্টের প্রতি আমাদিগের যে অচলা ভক্তি তাহা দেবকিনীতনয় কিংবা মেরীসুতের প্রতি নহে। ইহা-

দিগের বাহ্য অলৌকিক কাণ্ডে বালক কি অজ্ঞান ভুলিতে পারে; আর ভুলিতে পারেন তত্তৎ ধর্ম্মাবলম্বীগণ। তাঁহারা উভয়েই মানব জাতির হিতচিকীর্ষু ছিলেন; উভয়েই মানব জাতির উপদেষ্টা; উভয়েই মানব জাতিকে নীতির পথ—ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং মানব জাতির উপকারী বলিয়া তাঁহাদিগের মহান্ আত্মার প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা। তাহাদিগের প্রদত্ত উপদেশ গুলিকেই আমরা অলৌকব্যাপার (Miracle) বলিয়া জ্ঞান করি; এবং যে মহান্ আত্মা হইতে সেই গভীরার্থ উপদেশমালা উদ্ভূত হইয়াছিল তাহারই প্রতি আমরা ভক্তিমান এবং বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহারই তুলনা করিয়া দেখাইব। খৃষ্টীয়ধর্ম্মের সহিত আর্য্যধর্ম্মের তুলনা করাতে আর্য্যকুলজাত ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যেন ক্ষোভিত না হন, এবং খৃষ্টীয় যাজক মহোদয়েরাও যেন খৃষ্টধর্ম্মের অবমাননা হইল বলিয়া ক্রোধ না করেন। কোন ধর্ম্মের অবমাননা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে।

আমরা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের একটি উপদেশ উদ্ধৃত করিব, তাহার অনুরূপ পার্শ্বে খৃষ্টের একটি উপদেশ প্রদান করিব। এবং স্থান বিশেষে আমাদিগের যদি কিছু বক্তব্য থাকে টীকা স্বরূপ তাহাও বলিব। কিন্তু এস্থলে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন হইতেছে। এই প্রবন্ধের লেখক হিব্রু ভাষায় যেরূপ অনভিজ্ঞ সংস্কৃতেও তদ্রূপ। সুতরাং যে সকল উপদেশ উদ্ধৃত হইবে, তাহা মূলে কিরূপ আছে তাহাও জানেন না। যত্ন করিলে তত্তৎ ভাষাবিদ্ পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে মূল বচন সংগ্রহ করা যাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা করিয়া কেবল প্রস্তাব দীর্ঘ করা আর লেখকের বিদ্যা প্রকাশ করা ভিন্ন অপর কোন লাভ দেখা যায় না। অধুনাতন সাময়িক সন্দর্ভলেখক মাত্রেরই এই রোগটি আছে, কিন্তু আমাদিগের মতে উহাতে কোন ফল নাই। আমরা ইংরেজী পড়িয়া ভগবদ্গীতা ও বাইবেলের বিষয় যাহা জানিয়াছি, তাহারই অনুবাদ প্রদত্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশগুলি মন্সিয়র জেকলিয়টের ইংরেজী অনুবাদের অনুবাদ; এবং ফরাশি ভাষায় লিখিত উক্ত মূলগ্রন্থ আবার ভগবদ্গীতার অনুবাদ। ওদিকে খৃষ্টের উপদেশ হিব্রু হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ; আমাদিগের অনুবাদ আবার সেই ইংরেজী বাইবেলের অনুবাদ। সুতরাং কোন কোন স্থলে মূলের সহিত অনৈক্য হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু তাদৃশ অনৈক্য নিবন্ধন বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

১। শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন;—

"জ্ঞানী ব্যক্তির দক্ষিণ হস্ত সর্ব্বদা উপায়হীনের দুঃখমোচন ও অদৃষ্টের

খৃষ্ট কহিয়াছেন;—

"লোক দেখাইবার জন্য অপরের সমক্ষে দান করিও না। অন্যথা তোমার স্বর্গস্থ

অসুখ অপনোদনে যেন উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু তিনি যেন তত্তৎকর্ম্মের জন্য গর্ব্ব করিয়া না বেড়ান।"

পিতার নিকট পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে। সভায় ও রাজবর্ত্মে দান করিয়া, কৈতবেরা যেরূপ লোকের নিকট যশস্বী হইতে চায়, দান করিবার সময় তুমি তদ্রূপ ঢক্কানাদ করিও না। কিন্তু দান করিবার সময়ে তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহা করে, বাম হস্ত যেন তাহা জানিতে না পায়।"

শ্রীকৃষ্ণ অল্পাক্ষরে যে উপদেশটি প্রদান করিয়াছেন, যীশু খৃষ্ট তাহাই অনেক কথায় বুঝাইয়াছেন। এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক। উপদেশের প্রথমাংশে যীশু যে পুরস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন, হিন্দু উপদেষ্টা তাহা করেন নাই। খৃষ্টধর্ম্মের যাবতীয় সৎকার্য্যই সকাম; কিন্তু হিন্দুদিগের ভাব তদ্বিপরীত। সর্ব্বপ্রকার হিন্দুধর্ম্মে নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছে। এমন কি ভগবদ্গীতার স্থানে স্থানেও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠতা দৃষ্ট হয়, যথা;—

"হে অর্জ্জুন! তুমি ফলত্যাগ করিয়া জ্ঞানের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান কর, যেহেতু অভিলাষী হইয়া যাহারা কর্ম্ম করে, তাহারা ক্ষুদ্র হয়।"

"বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কেবল পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞান পাইয়া জন্মমরণাদিরূপ বন্ধন মুক্ত হইয়া সকল উপদ্রবরহিত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন।"

"কুলোকের প্রতি উপকার সলিলাঙ্কিত রেখার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; তথাপি সৎকর্ম্ম করিতে হইবে। এই পৃথিবীতে সর্ব্বদাই সৎকর্ম্মের পুরস্কার প্রত্যাশা করা যায় না। অতএব পুরস্কারের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল সৎকর্ম্মের অনুরোধেই সৎকর্ম্ম করিতে হইবে।"

২ শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন;—

"অন্যের অপকার করিলে, সে অপকার ছায়ার ন্যায় আমাদিগের অনুসরণ করে।

খৃষ্ট কহিয়াছেন;—

"অন্যের নিকট যেরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর, তাহাদিগের প্রতি তদ্রূপ আচরণ প্রদর্শন কর"

এই উপদেশদ্বয় আপাততঃ স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইলেও ইহাদের তাৎপর্য্য একই। শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন, তুমি যাহার অপকার করিবে, সেও তোমার অপকার করিবে। সুতরাং অন্যের নিকট উপকারের প্রত্যাশা করিলে তাহাদের উপকার করা উচিত। যীশুর উপদেশের ভাবও ইহাই।

৩। শ্রীকৃষ্ণ—“ প্রতিদিন ঈশ্বরের ধ্যান করা, ও ধর্ম্মার্থে শারীরিক সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কদাপি তাহাতে বিরত হওয়া উচিত নহে।”

খৃষ্ট—“ তোমার সমস্ত হৃদয়ের সহিত, সমস্ত আত্মার সহিত, এবং সমস্ত মনের সহিত, প্রভু ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি কর।”

৪। শ্রীকৃষ্ণ—“ জ্ঞানবান লোকের পক্ষে প্রতিবাসিদিগের প্রতি প্রেম প্রদর্শন সর্ব্বকর্ম্মের প্রধান। স্বর্গীয় তুলাদণ্ডে এই প্রেমের গুরুত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে।”

খৃষ্ট—“ তোমার আপনার প্রতি যেরূপ প্রেম কর, প্রতিবাসিদিগের প্রতিও তদ্রূপ প্রেম করিবে।”

৫। শ্রীকৃষ্ণ—“ যাহারা পৃথিবীকে পদে দলন করে, যাহারা হল দ্বারা তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করে, পৃথিবী যেমন তাহাদিগকে পোষণ করেন, আমাদিগেরও তদ্রূপ অপকারীর উপকার করা কর্ত্তব্য।

খৃষ্ট—“ শত্রুদিগের প্রতি প্রেম কর: যাহারা তোমাকে ঘৃণা করে, তাহাদিগের উপকার কর।

যাহারা তোমাকে অভিসম্পাত করে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর এবং যাহারা তোমার নিন্দা করে, তাহাদের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর।”

৬। “অসতের হস্তে সতের পরাভব বিচিত্র নহে। কিন্তু চন্দনতরু যদ্রূপ ছেদকের কুঠারকে সুবাসিত করে, সৎব্যক্তি অসতের প্রতি তদ্রূপ আচরণ করিবেন।”

৭। “সমস্ত জীবনের মধ্যে কখনও পরপীড়ন কর্ত্তব্য নহে। প্রতিবাসিদিগকে রক্ষা করিবে, প্রেম করিবে এবং সাহায্য করিবে। এই সকল কার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরের প্রিয়।”

৮। শ্রীকৃষ্ণ—“ ক্রোধ পরিত্যাগ কর; পশুর প্রতিও নিষ্ঠুরাচরণ করিও না! তাহারা তোমাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট; এই জন্য তাহারা তোমাদের ঘৃণার পাত্র না হইয়া বরং দয়ার পাত্র।”

খৃষ্ট—“ যে তোমার এক গণ্ডে চপেটাঘাত করে, তাহাকে অপর গণ্ড ফিরাইয়া দাও; যে তোমার উত্তরীয় অপহরণ করে, তাহাকে পরিধেয়ও প্রদান কর।

এই উপদেশ দ্বয়ের তুলনা করিয়া পাঠকেরাই বলুন, কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ।

৯। শ্রীকৃষ্ণ—“যাঁহারা বিনম্র তাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয়। হৃদয় ও আত্মা যাঁহার নম্র, তাঁহার কিছুরই অভাব নাই।„

খৃষ্ট—“যাঁহাদিগের আত্মা নম্র, তাঁহারাই ধন্য, নম্র হৃদয় ও নীচ ব্যক্তিরাই ঈশ্বরের প্রসাদভাজন হইবে। ঈশ্বরের রাজ্য তাহাদের জন্যই উন্মুক্ত।„

১০। শ্রীকৃষ্ণ—“উপায়হীন দ্বারে আঘাত করিলে, তাহাকে গ্রহণ করিবে এবং তাহার পাদপ্রক্ষালন করিবে; স্বহস্তে তাহাকে ভোজন করাইয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকে, স্বয়ং ভোজন করিবে। কারণ, উপায়হীনেরাই ঈশ্বরের অনুগৃহীত ব্যক্তি।„

খৃষ্ট—“উপায়হীনেরাই ধন্য! ঈশ্বর তাহাদিগের অভাব মোচন করিবেন। যাহারা যাজ্ঞা করে, তাহাদিগকে দান কর; যাহারা তোমার নিকট হইতে স্ববলে কোন বস্তু গ্রহণ করে, তাহাদিগের নিকট হইতে প্রতিগ্রহণ করিও না।„

ভগবদ্গীতা ও বাইবেল মন্থন করিয়া এইরূপ সাদৃশ্য যদৃচ্ছা প্রদর্শন করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা করিয়া প্রস্তাব বাহুল্যে আমাদিগের বাসনা নাই। এস্থলে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন হইতেছে।

খ্রীষ্ট প্রায়ই ক্ষুদ্র উপন্যাস দ্বারা উপদেশ প্রদান করিতেন। এপদ্ধতিও তদীয় উদ্ভাবিত নহে। ভগবদ্গীতা হইতে তদ্রূপ একটি উপদেশ (parable) নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরার সমীপস্থ একটি উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক একজন ধীবরের উপাখ্যান কহিতেছেন।

“যে স্থলে ভাগিরথী শতধা হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করিতেছেন, তাহারই নিকটে দুর্গাদাস নামে এক ধীবর বাস করিত। সে প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পুরঃসর স্রোতস্বলে অবগাহন পূর্ব্বক, কুশহস্তে “ভূর্ভুবঃ স্বঃ„ উচ্চারণ করিয়া সবিত্রীর উপাসনা করিত। তৎপর পবিত্র দেহে ও পবিত্র হৃদয়ে পরিবারের জীবিকা অন্বেষণে বহির্গত হইত।

“দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমে দুর্গাদাস দারপরিগ্রহ করিয়াছিল। সেই বনিতার পূর্ণ যৌবনে ঈশ্বরানুগ্রহবশাৎ দুর্গার দুইটি পুত্র ও চারিটি কন্যা জন্মে। ইহারা সকলেই পিতার ন্যায় দয়ার্দ্রচিত্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল; সুতরাং জনকের আনন্দের সীমা ছিল না। তদীয় জ্যেষ্ঠ তনয় তরীচালন ও জালক্ষেপণ বিষয়ে পিতার সাহায্য করিত। দুহিতারা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া মেষরোম সংগ্রহ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বস্ত্রবয়ন করিত। এবং রক্তমার্থ হরিদ্রা, লঙ্কা, ধন্যা প্রভৃতি পেষণ করিত।

“পরিবারস্থ সকলেই অবিশ্রান্ত প-

বিশ্রম করিত ; কিন্তু দুর্গাদাসের ধার্ম্মিকতা ও সাধুব্যবহার দর্শনে তদীয় প্রতিবাসীরা ঈর্ষান্বিত হইয়া সর্ব্বদাই তাহার অনিষ্ট করিত, সুতরাং কখনও উক্ত পরিবারের অবস্থা সচ্ছল হইতে পারে নাই।

" মৎসরহৃদয় প্রতিবাসিগণ কখনও রজনীযোগে গোপনে যাইয়া তাহার জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিত ; কখনও নৌকা খানি চড়ার উপর উঠাইয়া রাখিত। সুতরাং জাল সংস্কার ও নৌকা জলে অবতারণ করিতেই মৎস্য ধরিবার সময় অতীত হইয়া যাইত।

" কখনওবা দুর্গাদাস নগরে মৎস্য বিক্রয় করিতে যাইতেছে, পথিমধ্যে বল করিয়া সমুদয় মৎস্য কাড়িয়া লইত। কখনওবা ধূলা ও মৃত্তিকায় ফেলিয়া এরূপ বিকৃত করিত যে, নষ্ট মৎস্য বলিয়া কেহ তাহা গ্রহণ করিত না।

" এবম্বিধ অত্যাচার নিবন্ধন অচিরেই পরিবারের দুরবস্থা উপস্থিত হইবে, এই ভাবিয়া দুর্গাদাস অনেক সময়েই বিষণ্ণবদনে ও বিরস মনে শূন্যহস্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিত। তথাপি উৎকৃষ্ট মৎস্য ধৃত করিলেই মুনি ঋষিদিগকে উপহার দিত ; দীন দুঃখিগণ দ্বারে উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ ও আশ্রয় দান করিত ; এবং যথা সম্ভব আহার প্রদান করিয়া তদীয় ক্লান্তি দূর করিত। দুর্গার উদৃশী দানশীলতা দেখিয়া প্রতিবাসিদিগের অন্তঃকরণে ঈর্ষারূপ শেলবিদ্ধ হইত। তাহারা ভিক্ষুক দেখিলেই কহিত " দুর্গার বাটীতে যাও, সে একজন ছদ্মবেশী রাজপুত্র। তবে যে মৎস্য ধরে, সেটা কেবল তাহার খেয়াল। " এবং দুর্গাদাসের দ্বারে তাহাদিগকে লইয়া যাইত। প্রতিবাসীরাই দুর্গাদাসের দুর্দ্দশার নিদানভূত ; এবং সেই দুর্দ্দশার জন্য তাহারাই আবার উপহাস করিত।

" কিন্তু অবিলম্বেই সকলের মহা বিপদ উপস্থিত হইল। পূর্ব্ববর্ষে অনাবৃষ্টি বশতঃ ধান্য হইয়াছিল না, সুতরাং অচিরে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া দুর্গাদাসের প্রতিবাসিরাও তাহার ন্যায় দীনভাবাপন্ন হইল। সংপ্রতি ঘোর বিপদে পতিত হইয়া দুর্গাদাসের প্রতি অত্যাচারে বিরত হইল।

" একদা সায়ংকালে শূন্যহস্তে বিষণ্ণচিত্তে দুর্গাদাস গঙ্গা হইতে জল লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে, এমন সময় পথ পার্শ্বস্থ তিন্তিড়ীবৃক্ষ মূলে রোরুদ্যমান একটি শিশুকে দেখিতে পাইল। সে স্বীয় মাতাকে উদ্দেশ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। স্নেহ বিগলিত-চিত্ত দুর্গাদাস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ' বাছা তোমার ঘর কোথা? কে তোমায় এখানে ফেলিয়া গিয়াছে ? ,

" শিশু কহিল ' মা আমায় এখানে দাঁড়াইতে কহিয়া অনেকক্ষণ খাদ্যান্বেষণে গিয়াছেন। আর ফিরিলেন না। , পর দুঃখ কাতর দুর্গাদাস তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া স্বভবনে লইয়া আসিল। দুর্গার ধর্ম্মশীলা দয়াবতী পত্নী বালকটিকে দেখিয়া

কহিল ' ইহাকে গৃহে আনিয়া ভাল করিয়াছ ; নতুবা অনাহারে মরিত , কিন্তু সে দিন গৃহে তণ্ডুল কিংবা শুষ্ক মৎস্য পর্য্যন্ত ছিল না । ,,

আমরা অনাবশ্যক বিবেচনায় প্রস্তাবটির মধ্য হইতে অনেকাংশ পরিত্যাগ করিলাম । রাত্রি হইলে সেই ছদ্মবেশী ভগবান দুর্গাদাসকে গঙ্গাতে মৎস্য ধরিতে যাইবার জন্য উপদেশ স্বরূপ তিনটি সঙ্গীত করিলেন ।

" দুর্গাদাস শুনিয়া বিস্মিত হইল । এবং উহা দৈববাণী বিবেচনা করিয়া জাল ও জ্যেষ্ঠ পুত্র সমভিব্যাহারে ভাগিরথী কূলে গমন করিল । শিশু তাহাদের সঙ্গে নৌকারোহণ পূর্ব্বক দণ্ড লইয়া নৌকা বাহিতে লাগিল । ত্রয়োদশবার জাল নিক্ষিপ্ত হইল ; প্রত্যেকবার এত মৎস্য ধৃত হইল যে, প্রতিক্ষেপণান্তে তীরে মৎস্য রাখিয়া আসিতে হইল, শেষবার জাল তুলিবার পর অকস্মাৎ বালক অন্তর্হিত হইল।

" স্বীয় পরিবারের ক্ষুধা দূর করিতে সানন্দমনে মৎস্য লইয়া দুর্গাদাস গৃহে প্রত্যাগমন করিতে করিতে মনে করিলেন এই মন্বন্তরাতে সকলেই অনশনে মৃতপ্রায় হইয়াছে, সুতরাং সকলের অভাব মোচন করা কর্ত্তব্য হইতেছে । ইহা মনে করিয়া প্রতিবাসিদিগের পূর্ব্বকৃত অসদাচরণ বিস্মৃত হইয়া, তাহাদিগকে স্বীয় ভবনে আমন্ত্রণ করিল ।

"দুর্গাদাসের এরূপ উদার ব্যবহারে সহসা কেহ প্রত্যয় না করিলেও দলে দলে লোক উপস্থিত হইল । দুর্গাদাস সকলকেই মৎস্য বিতরণ করিল । এইরূপে যত দিন দুর্ভিক্ষ ছিল, দুর্গাদাস যে কেবল স্বীয় শত্রুদিগের সাহায্য করিয়াছিল, এরূপ নহে ; দীন দুঃখী যে কেহ তাহার দ্বারে উপস্থিত হইত,তাহাদিগকে ভোজন করাইত । সে প্রতি দিন গঙ্গাতে জাল নিক্ষেপ করিবামাত্র প্রচুর পরিমাণ মৎস্য প্রাপ্ত হইত ।

"দুর্ভিক্ষের অবসান হইল । ঈশ্বরানুগ্রহে দুর্গাদাস প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী হইল । এবং সে একটী দেব-মন্দির স্থাপন করিল,তাহার শোভাদর্শন ও তথায় উপাসনা করিতে বহুদূরবাসী জনগণও তথায় উপস্থিত হইত ।

" হে মথুরাবাসি ! এই প্রকারে দুর্ব্বলদিগকে রক্ষা কর,পরস্পরকে সাহায্য কর এবং বিপন্ন শত্রুর প্রতিও মিত্রব্যবহার করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য । ,,

প্রস্তাব উপসংহারের পূর্ব্বে আমরা শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব । প্রায় সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে লম্পট শিরোমণি বলিয়া জানেন । তাঁহাদিগের দর্শনার্থ আমরা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে, দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি ।

" ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা, ঈর্ষা ও লোভ, মন হইতে দূর কর । ,, পুনশ্চ "নৃত্য, গীত, বাদ্য, সুরাপান এবং অক্ষক্রীড়া হইতে বিরত হও ,, অপরঞ্চ " কখনও স্ত্রীলোকের প্রতি সকাম দৃষ্টি, বা তাহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন করিও না । ,,

আমরা শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষীদিগকে এইক্ষণ জিজ্ঞাসা করি, এরূপ পবিত্র ও উচ্চ উপদেশ কি একজন লম্পট, ধূর্ত্ত ব্যক্তির মুখ হইতে বহির্গত হওয়া সম্ভব? ফলতঃ আমাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস যে, হীনচেতা আদিরস প্রিয় অমার্জ্জিত ও কদর্য্যরুচি কবিদিগের এবং লাম্পট্য প্রিয় বৈষ্ণব নামধারী ভাক্তভক্তদিগের হাতে পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ মারা পড়িয়াছেন। ব্রজলীলা, মুক্তিমণ্ডপের গল্প—আদিরসপ্রিয়কবিসৃজিত আকাশকুসুম এবং জয়দেব বিদ্যাপতি প্রভৃতির মুণ্ডপাত। আমরা আমাদিগের প্রচারিত গ্রন্থ বিশেষে পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখনও দার্ঢ্যসহকারে বলি, রাধাকৃষ্ণ প্রেম দাম্পত্য-প্রণয়ের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ—পবিত্র গঙ্গাজল। কেবল কুকবির কুরুচি দোষে সেই পবিত্র চিত্র জঘন্যাকারে লোক সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণ মানবজাতির উপদেষ্টা ও নীতিজ্ঞ; প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ, ভবদ্গীতা ও উত্তরগীতা;—বীরশ্রেষ্ঠ এবং রাজনীতিকুশল; প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত;—সুরসিক ও যথার্থ প্রেমিক; প্রমাণ অনাবশ্যক।

আমরা যে গ্রন্থকারের গ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক এই প্রস্তাবটি লিখিলাম, তাহার বাক্য দ্বারাই ইহার উপসংহার করিতেছি। পাঠক একবার শ্রবণ করুন।

"আত্মার অনশ্বরত্ব, ইচ্ছার স্বাধীনতা; এবং ভাবী জীবনের দোষগুণ এবং দণ্ড ও পুরস্কারে বিশ্বাস; এই সকল সত্য ভারত ক্ষেত্রে প্রচার করিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লোক সকলকে দাক্ষিণ্য, ভ্রাতৃভাব, আত্মাবমাননা, নিঃস্বার্থধর্ম্মানুষ্ঠান এবং স্রষ্টার অক্ষয় মঙ্গলেচ্ছায় বিশ্বাস শিক্ষা দিতে ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

"তিনি প্রতিহিংসা নিষেধ করিয়াছেন; অপকারীর উপকার করিতে আদেশ করিয়াছেন; ক্ষীণাত্মাদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছেন; অসুখী ও অত্যাচারিত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিয়াছেন; এবং স্বেচ্ছাচারীতার প্রশমন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং দরিদ্রাবস্থা ভোগ করিয়াছিলেন, সুতরাং স্বয়ং দরিদ্রের প্রতি প্রেম করিয়া জগৎকে প্রেম শিক্ষা দিয়াছেন; তিনি স্বয়ং পবিত্র হইয়া জগতে পবিত্রতা প্রচার করিয়াছেন।

"পুরাকালে যে তাঁহার ন্যায় মহান্ লোক ছিল না এবং তদীয় পরবর্ত্তী যীশুখৃষ্ট যে তাঁহারই উপদেশ হইতে স্বপ্রচারিত উপদেশমালা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, একথা আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিব *।,,†

সম্পাদকীয়। (জঁ)

† আমরা এই প্রস্তাবটি পাঠ করিয়া যুগপৎ হর্ষবিষাদের মিশ্রণজনিত এক অপূর্ব্বভাবে আপ্লুত হইয়াছি। হর্ষের কারণ এই যে, ইহাতে মহাত্মা খৃষ্ট এবং মহামতি শ্রীকৃষ্ণের অধরনিঃসৃত উপদেশাব-

* Mon-Jacolliot's the Bible in India.

গৃহে যে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মজগতের উপকারজনক। সমুদ্র যেমন চন্দ্রোদয়ে উদ্বেল হইয়া উঠে, সত্যানুরক্ত, পূতচিত্ত ব্যক্তিরাও সেইরূপ সংসারে সত্যের অভ্যুদয় এবং সার্ব্বভৌমিকতা দর্শনে আনন্দে উদ্বেল হইবেন। কোথায় পালস্তিন ও কোথায় ভারতবর্ষ! কোথায় জেরুসেলম নগর ও কোথায় যমুনা-জল-ধৌত পুরাতন মথুরাপুরী! কিন্তু কি চমৎকার। দেখ, সত্য ওখানেও যেরূপ অলৌকিক কান্তিতে প্রতিভাত হইয়াছে, এখানেও তদনুরূপ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে লোক হৃদয় মোহন করিতেছে! যেন এক যুগের সহিত আর এক যুগের পরামর্শ চলিয়াছে। যেন, মনুষ্যের হৃদয় কালের লৌহ কবাট ভেদ করিয়া পরবর্ত্তি মনুষ্য-হৃদয়ের সহিত অলক্ষিতভাবে কথোপথন করিয়াছে। যেন, অন্তঃসলিলা মন্দাকিনী, মানবজীবনরূপ স্তূপীকৃত বালুরাশির অন্তস্তলে প্রবাহিত হইয়া, সত্যের প্রাণপ্রদ সুশীতল বারি পৃথিবীর সকল স্থলেই সমানভাবে লইয়া যাইতেছে! ইহা কি সামান্য কথা?

আমাদিগের বিষাদের কারণ অন্যরূপ। বিষাদ এই, মনুষ্য অপূর্ণ, দুর্ব্বল, ক্ষমচেতা। সে আলোক না পাইলে বাচে না, অথচ কখনও আলোকবর্ত্তিকা দেখিতে চায় না। পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক রোগে শোকে, বিপদে সম্পদে, পাপপুণ্যে, ও আত্মার হর্ষোল্লাসে খৃষ্টকে মুক্তিদাতা মহাপ্রভু বলিয়া স্মরণ করিতেছে। আবার কোটি কোটি লোক অহর্নিশ হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া হৃদয়ে কৃষ্ণ নাম জপিতেছে, কৃষ্ণ প্রসঙ্গে দরদর ধারায় আকুলিত হইতেছে, এবং অন্তিম-মুহূর্ত্তেও কম্পিত কি অকম্পিত কৃষ্ণ পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া কালার্ণবে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে। যাঁহাদিগের নাম এত অসংখ্য লোকের হৃদয়গ্রন্থির সহিত গ্রথিত, তাঁহাদিগের চরিত্র লইয়া তর্ক বিতর্ক কি ভাল? আমরা বলি, ভাল নহে। মনুষ্যের প্রাণের প্রাণ এবং অন্তরের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া উপাস্য দেবতার চরিত্র সমালোচনা করা, মঙ্গলকর নহে। ইতিহাস মানিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহাতে কিছুই লাভ নাই। বরং বিশেষ এই এক ক্ষতি যে, অনর্থক মনুষ্যচিত্ত ব্যথিত হয়। প্রকৃত কৃষ্ণভক্তেরা খৃষ্টের সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুলনায় কখনও পুলকিত হইবেন না, এবং যাঁহারা খৃষ্টকে বিশ্বপতির পূর্ণাবতার বলিয়া জানেন তাঁহারাও ইহাতে দুঃখ বিনা সুখানুভব করিবেন না।

আরও দেখ, কালকুক্ষিনিহিত এবংবিধ অসাধারণ পুরুষদিগের চরিত্র সমালোচনা এক্ষণে যারপর নাই কঠিন, বলিতে কি, অসাধ্য। যাঁহারা পৃথিবীতে শতবৎসর পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমরা তাঁহাদিগেরই কিছু জানি না। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে কেমন ছিলেন, কি করিতেন, কি না করিতেন, কিছুই ইদমের জন্য বলিয়া

অবধারণ করিতে পারি না। শতবৎসরের ব্যবধানেই যদি এই, তবে যুগ যুগান্ত পূর্ব্বে যাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের বিষয় কেমন করিয়া কি জানিতে পারিব? তাঁহারা মনুষ্য লোকে প্রকাশিত হইয়া যে সকল বিস্ময়কর, ভয়ঙ্কর, অথবা লোক-হিতকর অসাধারণ পরাক্রম দ্বারা পৃথিবীকে চমকিত, উৎপীড়িত অথবা উপকৃত করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই সমস্ত মহানুষ্ঠানের ধ্বনিটি মাত্র শতাব্দীর পর শতাব্দীতে শতভাবে পরাজিত ও বিকৃত হইয়া জগতে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে; কিংবা উৎসাহশীল কবিগণের কল্পনার প্রতিমূর্ত্তি কালসহকারে নিত্য নূতন ভূমিকায় পুনঃ পুনঃ রঞ্জিত হইয়া আমাদিগের নয়নসন্নিধানে নৃত্য করিতেছে। এমন অদৃঢ় ভিত্তির উপরও কি ইতিহাসের দৃঢ় আসনকে স্থাপন করা উচিত!

খৃষ্ট ও কৃষ্ণ হইতেই আমাদিগের এ-কথার নিদর্শন দেখিতে পাই। য়িহুদি জাতির একবিধ পুস্তক খৃষ্টকে পূর্ণস্বরূপ বলিয়া পূজা করিতেছে এবং তাঁহাকে অমানুষিক চরিত্রে চিত্রিত করিয়া দেখাইতেছে, অন্যবিধ পুস্তক সেই দেবচরিত্র-মহাত্মার প্রসঙ্গে পুনরায় কত ধৃষ্টতাতেই না কলঙ্কিত রহিয়াছে। মধ্য হইতে আর এ সম্প্রদায় ইতিহাসের সাহায্য লইয়া একবারে খৃষ্টের অনস্তিত্ব পর্য্যন্ত প্রতিপাদনের জন্যও যত্ন পাইতেছে। এদিগে, সুযোগ্য প্রস্তাবলেখক যেমন বলিয়াছেন, কতক গুলি গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকে কলঙ্করেখাশূন্য পরম দেবতা বলিয়া বন্দনা করিতেছে; কতক গুলি আবার যাত্রাভিনয়ের শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহাকে ব্রজের রাখাল, গোপীবল্লভ, এবং মান-বিরহের কৃষ্ণ সাজাইয়া লোকরঞ্জনে যত্নশীল হইতেছে। কেহ কেহ এই উভয়কেই উপহাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বৌদ্ধ বিদ্বেষী এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি কৃষ্ণ-গুণগীতময় গ্রন্থাবলীকে কৃষ্ণনিন্দুক জনৈক বৌদ্ধ প্রণীত বলিয়া সকলের বিস্ময় জন্মাইতেছে। যদি চরিত্র সমালোচনায় এবং দুই দেশের দুইটি নামের এইরূপ তুলনায় কোনরূপ সার্থকতাও থাকে, তাহা হইলেও 'সত্য' কোথায়? কাহাকে কোন্ অংশে কাহার সমান বা অসমান বলিব? এই গভীরতম অন্ধকারের মধ্যে আমাদিগের সেই সংস্কারান্ধ চক্ষু কিছুই কি দর্শন করিতে সমর্থ হইবে?

সুরেন্দ্র-বিনোদিনী।*

বঙ্গীয় রঙ্গালয়সমূহের প্রাদুর্ভাব হইবার এক্ষণে নাটকের আর এইরূপ অভাব নাই। আমাদের সাহিত্যভাণ্ডার উহাদের দিনে দিনে বহুসংখ্যক সকল নূতন গ্রন্থের আবির্ভাবে উপকৃত কিংবা অপকৃত, অন্ততঃ উৎপীড়িত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই

* সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা প্রকাশিত।

নাটক। বঙ্গীয় পাঠকবর্গ, বিশেষতঃ নব্যোদ্যানের কুসুমকলিকাসদৃশী সুকুমারমতি পাঠিকারা যে সকল গ্রন্থের আদর করেন এবং প্রশংসা করেন, আবার অনাদর এবং অপ্রশংসা করিয়াও যে সকল গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহার অধিকাংশ নাটক। অপিচ, এদেশের অসংখ্য পত্রিকার অসংখ্য সমালোচকবর্গ অহর্নিশ যে সকল গ্রন্থের নিন্দাবাদ করেন, তাহারও অধিকাংশ নাটক। এ এক সামান্য বিচিত্রতা নহে। যেন, নাটক এক প্রকার নূতন মদিরা; প্রায় সকলেই উহার ব্যবসায় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করে, অথচ প্রায় সকলেই উহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া নিজ সদাচার-পরায়ণতার পরিচয় দেয়;— প্রায় সকলেই অল্প কি অধিক মাত্রায় উহার স্বাদ গ্রহণ করে, অথচ প্রায় সকলেই আবার নাটক-বিবাদিনী সভার সভ্য বলিয়া গণ্য ও সম্মানলাভ করিতে যত্নশীল হয়।

তবে কি লোকে নাটক লিখিবে না, এবং নাটক পড়িবে না? একথায় আমাদিগের উত্তর নাই। আমরাও অনেক সময়ে এইরূপ সংকল্প করিয়াছি যে, আর যে কোন কুক্রিয়াতেই কেন আসক্ত না হই, প্রাণান্তেও বাঙ্গালা নাটক পড়িয়া আপনার নিকট আপনাকে রুচিহীন এবং রসানুভব-শক্তিহীন বলিয়া অশ্রদ্ধেয় করিব না। কিন্তু সৌভাগ্যই বল, আর দুর্ভাগ্যই বল, আমরা দেখিয়াছি যে, আমাদিগের এই সাধুসংকল্প সকল সময়ে রক্ষা পায় না। আমরা এত যে নিন্দা করি এবং কুৎসা গাইয়া থাকি, তথাপি কখনও কখনও মন্ত্রপূতের ন্যায় ও বিমোহিত হইয়া দুই এক খানি নাটক পড়ি, এবং পড়িয়া গ্রন্থকারের নিকট পরাভব স্বীকার করি।

সুরেন্দ্রবিনোদিনীতে আমাদিগের ঐরূপ সংকল্প ভঙ্গ হইয়াছে। আমরা গত বৎসর উপেন্দ্র বাবুর শরৎ-সরোজিনী পাঠ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, "নিন্দাই কর আর প্রশংসাই কর, ইহাকে পড়িতে হইবে। ইহার আদি হইতে অন্ত সমস্তই কৌতূহলোদ্দীপক। আরম্ভ করিয়াছ, কি ঠেকিয়াছ। কোন মতেই নিঃশেষ না করিয়া পারিবে না।" এই কথাগুলি সুরেন্দ্র-বিনোদিনীতেও সম্যক্ প্রযোজ্য। আমরা ইহার আদি হইতে অন্ত প্রতি পৃষ্ঠা এবং প্রতি পংক্তিই ব্যগ্র ও বিমোহিত হইয়া পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠের পরেও গ্রন্থকারের নিকট পুনঃ পুনঃ আনন্দ-চিত্তে পরাভব মানিয়াছি। যদি এই দুইখানি নাটক একই ব্যক্তির তুলিকার চিত্র হয়, তবে চিত্রকরকে একজন উচ্চশ্রেণীর লোক বলিতে কেহই সঙ্কুচিত হইবে না।

কিন্তু এই কৌতূহলোদ্দীপকতাকেই যে আমরা নাটকীয় কাব্যের প্রধান আকর্ষণী বলিতেছি, এমন কেহ মনে করিবেন না। অনেক গ্রন্থ কৌতূহলোদ্দীপক কিন্তু কাব্য নহে; এবং অনেক গ্রন্থ কাব্য মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত, অথচ

তেমন কৌতুহলোদ্দীপক নহে। ফরাশি দেশের সুপ্রসিদ্ধ লেখক আলেকজেণ্ডর ডুমা যে সকল উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে উপন্যাস-গুরু ওয়াল্টার স্কটের লেখাকেও ঐরূপ উদ্দীপকতা গুণে হীন দেখি। ডুমার উপন্যাস পড়িবার সময়ে মনে এক অসহ্য আকুলতা জন্মে; ইহার পর কি হইল, ইহার পর কি হইল, এই এক চিন্তাই চিত্তের সকল চিন্তাকে গ্রাস করিয়া বসে; এবং পর পর ঘটনার অচিন্তিতপূর্ব্ব গাঁথনির গুণে হৃদয় প্রতিক্ষণেই নূতন কোন ভাবে অধীর হইয়া উঠে। অথচ সমগ্র গ্রন্থখানি পরিসমাপিত হইলে,কি শুনিলাম,কি হইয়া গেল, কিছুই আর মনে দৃঢ় অঙ্কিত থাকে না; কোথা হইতে কেমন এক ঔদাস্য এবং শূন্যতা আসিয়া সমুদয় হৃদয়ে ব্যাপিত হইয়া পড়ে। এদিগে ওয়াল্টর স্কটের উপন্যাসে যদিও ঠিক ঐরূপ উন্মত্ত কৌতুহল জন্মে না, ঐরূপ আকুলতায় চিত্ত স্পন্দহীন থাকে না, কিন্তু উহার পাতে পাতে সৌন্দর্য্যের যে সকল মোহনমূর্ত্তি একবার আমাদিগের নয়নপথে সঞ্চরণ করে, চিরকালই তাহা হৃদয়ে মুদ্রিত থাকে, এবং তাহাদিগের জন্য শত চেষ্টা করিলেও মন ফিরিয়া ফিরিয়া ঐ সকল ছবি দেখিবার জন্যই তৃষিত ও উৎসুক রহে।

আমাদিগের বিবেচনায় সুরেন্দ্রবিনোদিনী যে পরিমাণে কৌতুহলোদ্দীপক সেই পরিমাণে কাব্য নহে। কাব্যাংশে উহার অপেক্ষা শরৎসরোজিনী ইহা অপেক্ষা নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ। শরৎসরোজিনীর অনেক গুলি ছবিই চিরস্মরণীয়, সুরেন্দ্রবিনোদিনীতে তাদৃশী ছবি অল্প দেখিলাম। কবি উভয়েতেই প্রেমের এক এক খানি অপূর্ব্ব প্রতিমা প্রদর্শন করিতে যত্ন পাইয়াছেন। বঙ্গদেশের সামাজিক অবস্থা এখন পর্য্যন্তও যেরূপ রহিয়াছে, তাহাতে এরূপ প্রেম সম্ভবে না। এদেশে অদ্যাপি বালিকারই বিবাহ হয়; বরকন্যার স্বভাব, সৌন্দর্য্য এবং গুণাগুণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া দানের অন্যান্য সামগ্রীগুলি কিরূপ পরিপাটী হইয়াছে সেই কথারই আলোচনা হয়; এবং পুতুল খেলার মত এই একরূপ খেলা দর্শনেই সকলের পরমা তৃপ্তি হয়। কিন্তু গ্রন্থকার আমাদিগের বর্ত্তমান সমাজকে একবারে উপেক্ষা করিয়া অন্ততঃ অর্দ্ধশতাব্দী অগ্রসর হইয়াছেন, এবং অর্দ্ধ শতাব্দীর পরে বঙ্গে যাহা সম্ভবে তাদৃশ উপকরণ লইয়া প্রেমময়ী সরোজিনী এবং প্রেমগতপ্রাণা বিনোদিনীকে সৃজন করিয়াছেন। উভয়েই সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু তথাপি কত প্রভেদ। সরোজিনীকে যে একবার দেখিয়াছে, সে চিরজীবনের মত হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছে, বিনোদিনীকে দেখিয়াছি কিনা তাহা দুদিন পরেই একটুকু স্মরণ করা আবশ্যক। সুরেন্দ্রবিনোদিনীতে এই স্থায়িকলের অপেক্ষাকৃত অভাব দেখিয়াই আমরা বলিয়াছি যে, ইহা কাব্যাংশে কিঞ্চিৎ ন্যূন।

এই নাটকখানিতে গ্রন্থকারের আর একটি নিন্দা আছে। যদি শরৎসরোজিনী পূর্ব্বে গুণীতে পরিচিত না থাকিত, তবে সুরেন্দ্র বিনোদিনীকে অপূর্ব্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ক্ষণকালের জন্যও শঙ্কা হইত না। ইহাতে দীনবন্ধু মিত্রের অনুকরণ নাই এবং দুর্গেশনন্দিনী কি মৃণালিনী প্রভৃতি কাব্য-রচয়িতারও কোন গন্ধ নাই। কিন্তু ইহার অনেক স্থলেই শরৎসরোজিনীর ছায়া আসিয়া সজীব নূতনত্বকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। গ্রন্থকার পদে পদেই পরিচিতপূর্ব্ব বলিয়া ধরা পড়িয়াছেন, এবং তিনি যে আপনারই পুনঃ সংস্করণ করিয়াছেন, পাঠকবর্গকে ইহা জানিতে দিয়াছেন। আমরা গ্রন্থের নায়িকা বিনোদিনীকে সরোজিনীর অনুকৃতি বলি না, এবং বিরাজমোহিনীকেও সুকুমারীর প্রতিলেখা বলিতে সাহসী হই না। কারণ, বিনোদের কাঁদো কাঁদো প্রেম, সরোজের সহাস্য সমুজ্জ্বল প্রেমজ্যোতির ত্রিসীমাতেও পরিলক্ষিত হয়না, এবং সুকুমারী ও বিরাজমোহিনীকে একস্থানে রাখিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে কেহই উভয়কে এক ছাঁচে ঢালা বলিতে ইচ্ছুক হইবে না। কিন্তু সুরেন্দ্র যে শরতেরই পুনরাবির্ভাব এবং দুরাত্মা ম্যাক্রেণ্ডেল যে মতিলালেরই বিলাতি অবতার তাহা কেমন করিয়া গোপন করিব? এই চরিত্রগুলির বিকাশবিষয়ে যে কিছু স্থূল ও সূক্ষ্ম তারতম্য থাকুক, মূলে বেযুগলে যুগলে এক এবং অভিন্ন তাহা কিরূপে ভুলিয়া যাইব? ...

যাহা হউক, সুরেন্দ্রবিনোদিনীর রচয়িতা আমাদিগের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। তিনি মরিয়াও বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহা দ্বারা বঙ্গভাষা এবং বঙ্গভূমি বিশেষরূপে উপকৃত ও অলঙ্কৃত হইবে। আমরা এবার তাঁহার সহিতই তাঁহার তুলনা করিলাম; কিছুদিন পরে হয় ত তাঁহাকে বঙ্গের জীবিত ও মৃত সমস্ত নাটকলেখকের সহিতই তুলনা করিতে বাধ্য হইব। তিনি দেশ কাল পাত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং লোকচ্ছন্দরজ্ঞ। কবির ইহাই প্রধান গুণ। সুতরাং তিনি নাটক লিখিতে সর্ব্বথা উপযুক্ত। ভাষাও তাঁহাকে প্রিয়সখীর ন্যায় পরিচর্য্যা করিতেছে। তিনি যখন হাসিতে কি হাসাইতে চান, ভাষাও তখন চন্দ্র-কিরণধৌত নৈশ-কুসুমের ন্যায় হাসিতে থাকে; এবং তিনি যখন কাঁদিতে কি কাঁদাইতে চান, ভাষাও তখন প্রভাত-ছায়ারতা লতার ন্যায় ধীরে ধীরে অশ্রুবর্ষণ করে। পাঠকের হৃদয়বৃত্তির উপরও তিনি কিরূপ সবল আঘাত করিতে পারেন, সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর কারাভিনয়ই তাহার প্রমাণ। বাঙ্গালার নীলদর্পণ ভিন্ন আর কোন নাটকে এইরূপ করুণ বর্ণনা আছে কি না, আমরা জ্ঞাত নহি। আমরা শরৎসরোজিনীর বেলায় তাঁহার সংগীতগুলিকে নিন্দা করিয়াছিলাম, এবারকার সংগীতগুলির প্রশংসা করিব। নিম্নে দুই রসের দুইটি সংগীত উদ্ধৃত হইল। পাঠকবর্গ এই দুইটি

তেই কবির সহৃদয়তা এবং ভাবাকুলতার পরিচয় পাইবেন।

১

রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল মধ্যমান।

হায় কি তামসী নিশা ভারতমুখ ঢাকিল।
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল॥
শোকসাগরেতে ভাসি, ভারত মা দিবানিশি,
স্মরি পূর্ব্ব যশোরাশি, কাঁদিতেছে অবিরল;
কে এখন নিবারিবে, জননীর অশ্রুজল।

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা।

কে বোঝে রমণীমন, তার প্রণয় কেমন।
অপরূপ রূপ হেরি হই বিস্মিত মন॥
হাসিমুখে স্বর্গবাস, না দেখিলে সর্ব্বনাশ,
ক্ষণে রৌদ্র ক্ষণে মেঘ, কিবা বিধির সৃজন।
এমন প্রণয় করে, কেন মরমেতে মরে,
হৃদয়ের ধন অহে, করে নারী বিসর্জ্জন।

সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। সরোজিনী; উপন্যাস। শ্রী-অবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।—গ্রন্থের প্রকাশক ও প্রণেতা এক কি না, তাহা বুঝিতে পাইলাম না! কিন্তু তিনি যিনিই হউন, তাঁহাকে অল্প বয়স্ক ও অপক্ক বোধ হইল। পণ্ডিতবর জন্‌সন্ বলিয়াছেন যে, কেহই কোন দিন অনুকরণ করিয়া বড় লোক হয় নাই। একথা আমরা মানি না। আমাদিগের বিবেচনায় অনুকরণ অনবদ্য, অপরিহার্য্য। যে বড় হইয়াছে, সেই অনুকরণ করিয়াছে। তবে এই এক প্রভেদ, কেহ সাবধান, কেহ অসাবধান; কেহ আপনাকে ঠিক্ রাখিয়া পরানুকরণ করে, কেহ পরের অনুকরণ করিতে গিয়া আপনাকে একবারে পুঁছিয়া ফেলে। অনুকরণ বিষয়ে সরোজিনী-রচয়িত্রী সাবধান কি অসাবধান তাহার নিদর্শন দেখ।

সরোজিনী ১৪ শ পৃষ্ঠা—

"মধুলব্ধ ভ্রমর ধাইতেছে—পড়িতেছে—ছুটিতেছে। গন্ধবহ গন্ধবহন করিয়া ধীরে ধীরে যাইতেছে। বিলাসীকে কহিতেছে, যাহা ভাল বাছিয়া লও।"

বিষবৃক্ষ ১ ম পৃষ্ঠা—

নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে— নাচিতেছে— হাসিতেছে—ডাকিতেছে।"

এইরূপ শব্দ-প্রয়োগ-পদ্ধতি যাঁহার উদ্ভাবিত, তাঁহার লেখাতেই উহা একরূপ হয়, এবং যাঁহারা তাহাকে করায়ত্ত না করিয়া ব্যবহার করিতে যান তাঁহাদিগের লেখনীতেই আর এক রূপ হইয়া উঠে। বস্তুতঃ, সরোজিনীর ভাষা আমাদিগের নিকট প্রীতিকর বোধ হইল না। উহার অধিকাংশেই,—হইতেছিল, যাইতেছিল, ভাসি-

তেছিল, ডুবিতেছিল, নাচিতে নাচিতে হাসিতেছিল, হাসিতে হাসিতে নাচিতেছিল, ইত্যাদি। নিক্রিয় বাঙ্গালা ভাষায় এক লক্ষ ক্রিয়াপদ যেন কেমন কেমন প্রতীয়মান হয়।

সরোজিনীর কল্পনা ও আমাদিগের মনোমোহন করিতে সমর্থ হয় নাই। গ্রন্থের নায়িকা একটি অনতিপরিস্ফুটা বালিকা। তাঁহার মাতার ইচ্ছা কন্যাকে কুলীনে দিয়া কুলগৌরব বৃদ্ধি করেন। তাঁহার আপনার ইচ্ছা, তিনি কোন মনোহরমূর্ত্তি যুবার হৃদয়-বল্লভা হইয়া প্রকৃত প্রণয় সুখে সুখী হন। এই জন্য গোপনে প্রেম, এই জন্য গৃহত্যাগ, এই জন্য কলিকাতাভিমুখে পলায়ন এবং এই জন্য এই কাব্য। তবে, বলিতে কি, উল্লিখিত প্রকার প্রেমে আমরা সুন্দর কি শোভন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সরোজিনী যে বালকটির জন্য জননীর স্নেহ বন্ধন পর্য্যন্ত ছেদন করিলেন, যদি তাহাতে মাতৃস্নেহ-কমনীয় কোন রূপ উচ্চ শ্রেণীর গুণ গৌরব অবলোকন করিতাম, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা প্রসন্নচিত্তে ক্ষমা করিতাম। কিন্তু তাঁহার প্রেমাস্পদ অপাত্র। সুন্দরীর দিকে চাহিয়া থাকা বই পৃথিবীর আর কোন কর্ম্মেই তাহার অভ্যাস নাই। তাদৃশ বিরহবিধুর ক্ষুদ্রচেতা বালকের বরাঙ্গনালাভ বিধিবিড়ম্বনা। গ্রন্থকার উপসংহার সময়ে তাহাকে দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ বিবিধ সম্পত্তি দিয়াছেন। ইহা তাঁহার উদারতা মাত্র।

১। কবিতা কুসুম,; প্রথম ভাগ। শ্রীরাশমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।— ইহার কবিতা গুলি বালক-শিক্ষার অনুপযোগী নহে; ছন্দে দোষ নাই, এবং পদবিন্যাসে কাঠিন্য থাকিলেও কর্কশতা নাই। দুইটি কবিতা উদাহরণ স্বরূপ তুলিয়া দিলাম।—

ভীম প্রভঞ্জনাঘাতে নিবিড় কাননে,
উন্মুলিতা লতা যথা ধরণী লোটায়;
অথবা বিষয়ী যথা, বিষয় বিহনে,
ক্ষণে জ্ঞান লভে, ক্ষণে চেতনা হারায়,

২

রাম নির্ব্বাসন বার্ত্তা, করিয়া শ্রবণ,
হা রাম! বলিয়া রাণী, হলেন মূর্চ্ছিত;
পুনঃ কতু ক্ষণ পরে, হইল চেতন।
কিন্তু নিদারুণ শোকে, চিত্ত বিষাদিত।

৩। বঙ্গভূষণ। বঙ্গদেশোদ্ভূত মৃত মহাত্মা গণের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী, চতুর্দ্দশ পদী কবিতানুসারে শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত। (সটীক)। এই পদ্য গ্রন্থ খানিতে বঙ্গের ৬৭টি স্মরণীয় নামা ব্যক্তির সুবিবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্তাবককে আমরা ধন্যবাদ করি। "গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ, পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ।" যাঁহারা বঙ্গভূমিকে ইদানীং মলিনবদনা এবং নিরাভরণা দেখিয়া দুঃখে ম্রিয়মান হন, এখানি নিকটে থাকিলে তাঁহাদিগের উপকার দর্শিবে।

হও। উঁহাদিগের আশাকে উদ্দীপিত ক-রিবে, এবং আশার বিচরণের জন্যও প্র-শস্ত ক্ষেত্র দেখাইয়া দিবে। স্মৃতি চিরদি-নই আশার পুষ্টিসাধিকা।

৪। মনুষ্য-বিলাপ। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।—আমরা এই পদ্যময় প্রবন্ধটির সকল অংশ পড়ি নাই, এবং পড়ি নাই বলিয়া দুঃখিত অথবা লজ্জিত নহি। লেখক একজন সক্ষম ব্যক্তি। তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং সমগ্র পৃথিবী ছাড়িয়া এই চর্ব্বিত চর্ব্বণে কেন গিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছি-লেন,বুঝিতে পারিলাম না। এই পুস্তকখা-নিতে তাঁহার নাম দেওয়া ভাল হয় নাই।

৫। অদ্ভুত স্বপ্ন। বিক্রমপুরান্তর্গত রামনে-উলনিবাসী শ্রীকামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত। —গ্রন্থকার একদিন পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামলালসায় বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সন্ধ্যাসমাগমে নভোমণ্ডলের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইল, সন্ধ্যার সঙ্গে স্বপ্ন আসিয়া তাঁহার চেতনা হরণ করিল এবং তিনি দেখিলেন একটি কুলীন কামিনী কু-লের জ্বালায় উন্মাদিনী হইয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কথিত কুলীন কা-মিনীর দুঃখযন্ত্রণার কাহিনীই এই 'অদ্ভুত স্বপ্ন'। কাব্যাংশেও এই পদ্যপ্রবন্ধটি অ-দ্ভুত, সন্দেহ নাই। সন্ধ্যা-বর্ণনার দুচারি পংক্তি কাব্যরসলোলুপ পাঠকবর্গকে উ-পহার দিলাম। এই দুচারি পংক্তিই গ্র-ন্থকারের শাব্দিকতা, আলঙ্কারিকতা এবং কবিত্বশক্তির পরিচয় দান করিবে।

" কৃষক চলিল গৃহে লইয়া লাঙ্গল।
গোপাল লইয়া যায় গোপাল সকল॥
কোন নারী শয়নের শয়ন পাতিছে।
আঁচল পাতিয়ে কেহ ভূমিতে শুইছে॥
সারাদিন গৃহকাজ করিয়ে এক্ষণ।
স্তন ক্ষীর কেহ করে তনয়ে ভক্ষণ॥"

নিচ্ প্রত্যয় করিয়া কিরূপ পদ সিদ্ধ হয়, তাহার বিচার পশ্চাতের কথা; কিন্তু আপাততঃ জয়-ভক্ষণের কথা শুনিলেই শরীর শিহরিয়া উঠে। বঙ্গীয় গৃহলক্ষ্মীরা এই রসময়ী কবিতাটি পাঠ করিয়া কি ব-লিবেন ?

৬। উচ্চ গণিত; প্রথমভাগ। শ্রীকা-মিনীকুমার চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত।—উচ্চ গ-ণিতের সহিত সাহিত্য-জগতের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া, আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে এই পুস্তকের প্রাপ্তিমাত্র স্বীকার করিলাম।

৭। মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ। শ্রীশ্রীনাথ চন্দ্র প্রণীত।—অল্পবয়স্ক বালক বালিকার ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য এই পুস্তক খানিকে আমাদিগের উপযুক্ত সহায় বোধ হইল। কারক প্রকরণটি আর একটুকু সরল হইলে ভাল হইত। 'ক্রিয়ার আশ্রয়' 'ক্রিয়ার আধার' ইত্যাদি বাক্য বালকদিগের নিকট গ্রীকভাষা।

ভারতীর রাজপূজা

কাব্যের উচ্ছ্বাস এবং জাতীয় অভ্যুত্থান।

যেমন সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি, তেমন মনুষ্যজাতির হৃদয়। উহাতে কতই কি আছে, কে তাহা আতল নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়? উহাতে কতই কি বিভ্রম, ভঙ্গিমা, লীলাবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত সম্ভবে, কে তাহা কল্পনা করিতে পারে? এই দেখিলাম নিরভ্র নভোমণ্ডল, উহার দিগন্তপ্রসারিত প্রশান্ত বক্ষঃস্থলে প্রতিফলিত হইয়া, সেই ধ্যানধারণার অগম্য অনির্ব্বচনীয় স্তম্ভিতভাবে ভাবুকের চিত্তবৃত্তিকে ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত করিতেছে, অথচ ভক্তি জন্মাইতেছে;—এই দেখিতেছি, উহা মুহূর্ত্তমধ্যেই আর এক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রলয়ের প্রতিকৃতির ন্যায় অট্টহাস্যে হাসিতেছে, সহস্র পর্ব্বতপাত কি সহস্র জলপ্রপাতের মত ঘোর গম্ভীর বিশ্বত্রাস গর্জ্জনে প্রাণিমাত্রকে চমকিত করিয়া তুলিতেছে, বেলাভূমি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, জীবের জীবন ও মরণ লইয়া প্রমোদচ্ছলে ক্রীড়া করিতেছে এবং আপনার সর্ব্বসংহারিণী খেলা দেখিয়া আপনিই যেন বিলাপ করিতে করিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে সরিয়া যাইতেছে। কে সমুদ্রের জলে বিশ্বাস করে? আর কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বা চিরচঞ্চল চিরপরিবর্ত্তশীল মনুষ্যহৃদয়ের ক্ষণিক উচ্ছ্বাস অথবা ক্ষণিক শান্তি দেখিয়া উহার গূঢ়ার্থ পাঠ করিতে সাহসী হইতে পারেন?

আজি ভারতবর্ষের বীচিবিক্ষোভশূন্য 'নিবাত নিষ্কম্প' হৃদয়সমুদ্র উচ্ছ্বসিত দেখিতেছি। • চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র যেরূপ উ-

১। ভারতভিক্ষা।—(প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের শুভাগমন উপলক্ষে) শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রণীত।

২। ভারত-উচ্ছ্বাস।—(ভারতবর্ষে যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষে) শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

৩। জাগো মা আমার।—(উদ্বোধন)—শ্রীদীঃ বিরচিত।

৪। ভারতে সুখ।—(রাজ্ঞী পুত্রের ভারতবর্ষে আগমন উপলক্ষে) শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী প্রণীত ও প্রকাশিত।

৫। ভারতে যুবরাজ।—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।

৬। ভারতে যুবরাজ কাব্য।—শ্রীমধুসূদন সরকার প্রণীত।

চ্ছ্বসিত হয়, উহাও আজি সেইরূপ উচ্ছ্বসিত। যে জাতি নাড়িলেও নড়ে না, শত আঘাতেও বেদনা বোধ করে না, হর্ষ-বিষাদের শত কারণ উপস্থিত হইলেও চক্ষু মেলিয়া ফিরিয়া চায় না,—যে জাতি পৃথিবীর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কোন ঘটনাতেই কর্ণ দেয় না, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কিছুতেই স্পন্দিত হয় না, আপনি আছে কি নাই তাহাও ভাবিয়া দেখে না, আজি সেই মৃত হইতেও অধিকতর মৃত ভারতীয় আর্য্যবংশের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তটরেখা অতিক্রম করিয়া গ্রামে নগরে উছলিয়া পড়িতেছে, এবং অগণিতসংখ্যক প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত স্রোতে পরিণত হইয়া এদিগে, ওদিগে, ও সর্ব্বত্র খরধারে বহিতেছে। উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রি স্বকীয় অযুত-শৃঙ্গ উত্তোলন করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রকে সম্ভাষণ করিতেছে, দক্ষিণে সমুদ্র হিমাদ্রির সাদরসম্ভাষণে পুলকিত হইয়া প্রতিধ্বনি ব্যপদেশে জয়ধ্বনি দিতেছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম মিশিয়া যাইতেছে। বহু সহস্র বৎসরের জাতীয়বিদ্বেষ ক্ষণকালের জন্য স্থগিত হইতেছে। হিন্দু ও মুসলমান, মোগল ও মহারাষ্ট্রী, সপ্তদশ শতাব্দীর কেশাকেশি, মুষ্টামুষ্টি, শিরঃকৃন্তন, মর্ম্মঘাতন ও রক্তমোক্ষণ বিস্মৃত হইয়া, উভয়ে উভয়ের সহিত প্রণয়ের স্পর্দ্ধা করিতেছে; এবং নূতন ও পুরাতন, আর্য্য ও যবন, বেদ ও বাইবল, নদ ও হ্রদ, গিরি ও গুহা, বন ও মরুভূমি এক-প্লাবনে প্লাবিত হইয়া একবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

কে ইহা ভাবিয়াছিল? ভারতের দুঃখদগ্ধ নীরসহৃদয়ে সহসা এমন অভূতপূর্ব্ব রসোচ্ছ্বাস হইবে,—এই ছলগ্রাহি মিত্রদ্রোহি যুগে এমন অভাবনীয় ঘটনা ঘটিবে,—ভারতের শতধা বিভক্ত কলেবর এবং শতধর্ম্মে বিভক্ত জাতিসমূহ আজি একদেহ এবং একজাতি হইয়া জনৈক দূরাগত অতিথির অভ্যর্থনার জন্য এইরূপ উত্থান করিবে, কে ইহা মনে করিয়াছিল? যখন পৃথ্বীরাজ ও রাজা জয়চন্দ্রের সময় ভারতবক্ষে পরপাদুকার প্রথম প্রহার স্পৃষ্ট হয়, তখন এমন ঘটনা ঘটে নাই। যখন মোগলপাঠানের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতহৃদয় পুনঃপুনঃ ক্ষত বিক্ষত হয়, তখন এমন দৃশ্য কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। যখন পশ্চিম হইতে কতিপয় মৃদুভাষী বণিক্ আসিয়া এদেশে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল, ধীরে ধীরে সকলের সহিত সত্যধর্ম্ম, ইহকাল, পরকাল ও বিষয়বাণিজ্যঘটিত প্রণয়ের কথা কহিতে আরম্ভ করিল, ধীরে ধীরে সকলকে আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং সেই আপাতমধুর প্রেমালিঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে সকলের রোগজীর্ণ দুর্ব্বলচরণে প্রণয়পরাধীনতার দুর্ব্বহ ও দুশ্ছেদ্য লৌহনিগড় জড়াইয়া দিল, তখনও চারিদিগ জুড়িয়া এমন কোলাহল উঠে নাই, চারিদিগ ব্যাপিয়া এমন তরঙ্গ খেলে নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ভীমবিপ্লবে এত যে হুলস্থুল পড়িয়াছিল, এত যে ঘাত, প্রতিঘাত, ভূ-

কম্প, বজ্রনাদ ও রুধিরবৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতেও জাতীয়হৃদয় অদ্যকার মত এইরূপ একই দোলনে দোলায়িত হয় নাই। আজি ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি মৃত দেবতা, যেন পুনর্জ্জীবিত হইয়া, যেরূপ একমনে ও একপ্রাণে মিশ্রিত হইয়াছে, পুরাকালে কে কবে ইহাদিগের এইরূপ মিশ্রণ দেখিয়াছে? কোন্ ইতিহাসে, কোন্ পুরাতন পবিত্র গ্রন্থে সেই বিরাটমিশ্রণের বর্ণনা আছে? তবে এই কি হইল? এই আকস্মিক অভ্যুত্থানের অর্থ কি? ইহা কি আমাদিগের দৃষ্টিবিভ্রম, না দিবা স্বপ্ন?

কেহ কেহ বলিতেছেন, এই যে চতুর্দ্দিগে কলকলধ্বনি শ্রবণ করিতেছ, এবং লোককে উন্মত্তের মত উল্লম্ফন করিতে দেখিতেছ, ইহা একমাত্র কৌতূহলবৃত্তিরই লীলাতরঙ্গ। মনুষ্য বিনা উৎসাহে, বিনা উৎসবে এবং বিনা আমোদে বাঁচিতে পারে না। রাজদর্শনে ভারতে উৎসাহ হইয়াছে, উৎসব হইয়াছে এবং আমোদ হইয়াছে। সুতরাং ভারতবাসী কেন না ইহাতে উন্মাদিত হইবে? আজি নিরানন্দ ভারত-শ্মশানে আনন্দের মৃদঙ্গ, মুরজ বাজিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে কেন না দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে করতালি দিয়া নৃত্য করিবে? এই সিদ্ধান্তে আমাদিগের হৃদয়ও সায় দেয় না, বুদ্ধিও সম্মত হয় না। কৌতূহলে কি আমোদ-উৎসবে আর সকই হইতে পারে; কিন্তু দেশের এক প্রান্ত অবধি আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত লোকের অন্তরে অন্তরে কখনও তাড়িত প্রবাহ প্রবাহিত হয় না। কৌতূহল এক সামান্য উদ্দীপনা, এবারকার এই উদ্দীপনা অসামান্য, অদৃষ্টচর।

কাহারও বিশ্বাস এই, বর্ত্তমান উচ্ছ্বাসের আদি, অন্ত, মধ্য সর্ব্বত্রই রাজভক্তি। যেমন তীর্থে জনতা, তেমন রাজকীয় কৌমুদীর শীতলচ্ছায়ায় লোকারণ্য। ভারতভূমি কাণ্ডারীহীন তরণী; আজি উহা এই দুস্তর সংসারসমুদ্রে উপযুক্ত কাণ্ডারী পাইয়া আহ্লাদে জয় পতাকা উড়াইতেছে। ভারতভূমি অরাজক রাজমাতঙ্গ; আজি উহা রাজসমাগমে পুলকে পূর্ণ হইয়া মদধারা বর্ষণ করিতেছে। একথা আমরা মানিলেও ইউরোপীয়েরা মানিবেন না। ইউরোপীয়েরা বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ বলিয়াই উন্নত। রাজা এবং রাজভক্তির কথা বলিলে আমাদিগের মনে অযোধ্যার রঘুবীর ও রামচন্দ্র এবং ইন্দ্রপ্রস্থের যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পুরুষপ্রধানদিগের কথা আসিয়াই স্বতঃ উপস্থিত হয়; কিন্তু ইউরোপীয়দিগের মনে তখন সভা, শক্তি, নীতি ও চক্রের অন্তর্গত চক্র এবং তদন্তর্গত কূটচক্র ভিন্ন আর কিছুই আইসে না।

বস্তুতঃ ইউরোপে কেন, যাহাকে সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপরেরও আরম্ভে রাজভক্তি বলিত পৃথিবীর কোথাও এইক্ষণ তাদৃশী রাজভক্তি পূর্ণাবয়বে বিদ্যমান নাই। “মহতী দেবতা হোষা নররূপেণ তিষ্ঠতি” এই প্রচীনা নীতি

মনুসংহিতা কি তদনুরূপ প্রাচীন পুস্তকাদিতেই দৃষ্ট হয়; বাহিরের জগতে ইহার টীকা টিপ্পনি এবং ভাষ্য এইক্ষণ অন্য প্রকার। যে লোকললামভূতা করুণার্দ্রহৃদয়া রমণী আজি ইংলণ্ড ও ভারতভূমির ললাটমণিরূপে শোভা পাইতেছেন, অথবা যে কমণীয়প্রকৃতি কুমার শৈশবস্বপ্নের সাফল্যসাধনের জন্য আজি ভারতে মলয়ানিলসঞ্চালিত ভ্রমরের ন্যায় ফুলে ফুলে প্রফুল্লচিত্তে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতি ব্যক্তিগত অচলাভক্তি অথবা অমায়িক ভালবাসা, আর শাস্ত্রসঙ্গত রাজভক্তি এক কথা নহে।

তবে কি এই উদ্যোগ,এই আয়োজন, এই উপহারবাহুল্য অরাজপূজা, কপটসম্ভাষণ এবং ছলনা মাত্র? এমন কথা আমরা প্রাণান্তেও মুখে আনিব না। শোকসন্তপ্ত ভারতকে কেন আর কপটতার অপবাদ দিব? দুঃখের উপর কেন আবার দুঃখ দিয়া জ্বালাতন করিব? আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, এইক্ষণকার কালে রাজশক্তি এবং রাজভক্তি উভয়ই জাতিনিষ্ঠ। ইহাতে ব্যক্তি বিশেষের কিছুই গন্ধ সম্পর্ক নাই! যদি চিরায়ুষ্মতী শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর জন্য কোন দেশের লোক একবারের স্থলে সহস্রবার তনুত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত না হয়, সেই লোক ভারতবাসী। এমন হৃদয়ালুতা আর কোথায় আছে? যদি ভারতের ভাবী ভূপতি উদারমতি এলবার্টের প্রাণগত মঙ্গলের জন্য অবনীর কোন দেশ জ্বলন্ত বহ্নিমুখে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেও আহ্লাদসহকারে অগ্রসর হয়, সেই দেশ ভারতবর্ষ। স্নেহ মমতার এমন বিলাস-ক্ষেত্র আর কোন্ স্থান দৃষ্ট হইবে? কিন্তু কে কার হৃদয় দেখিতে পায়? এবং কাহাকেই বা কে হৃদয় দেখাইতে অবকাশ দেয়? এইক্ষণ যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তাহার সমুদয়ই জাতির উপর জাতির কর্তৃত্ব, জাতিগত আধিপত্য;—সুতরাং যাহা কিছু হইতেছে, তাহারও সমস্তই জাতিবিশেষের নিকট জাতিবিশেষের জানুপাত, যন্ত্রসংযোগে যন্ত্রচালনা, সৌরমণ্ডলে পৃথিবীর পরিভ্রমণ অথবা পৃথিবীর গতিনিয়মে সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধি। এইরূপ নিয়মতন্ত্রতা না থাকিলে এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই এত কোটি লোকের হৃদয়ে এইরূপ আন্দোল ও আবর্ত্তন উপস্থিত হইবে কেন? প্রণয়ী প্রণয়ীকে যে ভাবে আলিঙ্গন করে, যে ভাবে পুত্র পিতৃচরণে প্রণত হয়, ইহা সেরূপ নহে। ইহার দৃষ্টান্তস্থল স্রোতস্বিনীর সাগরসঙ্গম; উত্তরে যাও, দক্ষিণে যাও, শেষ গতি সাগরের বক্ষঃ। ইহার আর এক দৃষ্টান্ত স্থল, অগ্নির নিকট পতঙ্গের মৃত্যু। কারণ, এ উৎসবের পূজক 'শাক্ত' আর পূজনীয় দেবতা মুণ্ডমালিনী, বরাভয়দায়িনী, রুধিরবিহারিণী 'রাজশক্তি'; জিহ্বা লক লক করিতেছে, এই কটাক্ষমাত্রে পর্ব্বত তৃণ হইয়া উড়িয়া যাইতেছে, অথবা তৃণ পর্ব্বতের মূর্ত্তিধারণ করিতেছে।

যে কালকে অতি প্রাচীনকাল বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা অপেক্ষাও প্রাচীনকালে এসিয়া-ভূ-খণ্ডের মধ্যস্থল হইতে প্রাচীনতম আর্য্যজাতি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইদিকে দুইটি স্রোতে প্রবাহিত হয়। মনুষ্যজাতি পৃথিবীতে যত কিছু উন্নতি ও উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, সমস্তই ঐ আর্য্যজাতির প্রসাদাৎ যেমন পতিতপাবনী ভাগীরথী, ধ্যানার্ণবমগ্ন হিমাচলের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে অমৃতধারার ন্যায় নিঃসৃত হইয়া, অসংখ্য পতিতস্থান এবং পাতকিকুল উদ্ধার করিতে করিতে সাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছেন,ঐ আর্য্যপ্রবাহও সেইরূপ যেখান দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেখানেই নরক স্বর্গ হইয়াছে, জনমানবশূন্য ঘোর অরণ্য অমরাবতীর শোভা লাভ করিয়াছে, অন্ধকার আলোকে পরিণতি পাইয়াছে, এবং মনুষ্য মনুষ্য-নিবাসেই দেবকান্তি, দেববল এবং দেববৈভবে বিভূষিত হইয়া কবিকল্পিত সগর বংশের ন্যায় জয় জয় ধ্বনিতে দশদিগ নিনাদিত করিয়া তুলিয়াছে। উল্লিখিত প্রস্রবণের একটি স্রোত পারস্যাদি স্থান স্পর্শ করিয়া ভারতে আসিয়া ছড়াইয়া পড়ে; আর এক স্রোত বহুদেশ, বহুবন ও বহুপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ইউরোপে গিয়া পুষ্টিলাভ করে। মূল সম্বন্ধে এক এবং অভিন্ন হইলেও ঐ দুই স্রোতে চিরকালই ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ বাধিতেছে। গ্রীসে দারায়ুস ও জরক্সিসের অভিযান সেকন্দর সাহের পারস্যদলন, পুরুরাজমিলন, এবং চন্দ্রকেতন মুসলমানদিগের ইউরোপমন্থন এতৎসমুদয়ই ঐ বিরোধ হইতে। ইংলণ্ডের যুবরাজ একটি নামমাত্র, নগণ্য জলবুদ্বুদ। আজি তাঁহার আকস্মিক সমাগমে যে অভূতপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস দেখিতেছ, ইহাও ঐ দুই স্রোতেরই পরস্পর মুখচুম্বন। আজি তাঁহাকে একটি সাক্ষিবিগ্রহস্বরূপ সম্মুখে স্থাপন করিয়া সমগ্র এসিয়া ইউরোপের চরণে নমস্কার করিতেছে, প্রাচীন আর্য্যগণ প্রতীচীন আর্য্যগণের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে,আর্য্যজাতির তপোবনবিলাসিনী পুরাতন সভ্যতা ইউরোপীয় আর্য্যশাখার পার্থিবসুখবিলাসিনী নূতন সভ্যতার নিকট শক্তিসামর্থ্যে পরাভব মানিতেছে, অদৃষ্টবাদ বুদ্ধি ও বাহুবলের নিকট ধূলিরাশিতে গড়াইয়া পড়িতেছে এবং কালে কি ছিল ও কালে কি হইল এই অসহ্য চিন্তায় ভারতবক্ষ বিলোড়িত ও স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। ইতিহাস এমন সামগ্রী কবে পাইবে? কবিতাও ক্রীড়া করিবার জন্য এবং মনের সুখে অথবা মনের দুঃখে আকণ্ঠতানে গীত গাইবার জন্য এমন উৎসব আর কবে দেখিবে?

ভারতে রাজপূজার আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিলাম, ইহাই সত্যের প্রতিবিম্ব কি না, তাহা এক দুই তিন করিয়া ব্যক্তিবিশেষের কার্য্য ও অনুষ্ঠানের দ্বারা অনুমিত হইবে না। যদি ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তবে দেখিবে,

কেহ ভারতের যুগযুগান্তবাহি পুরারত্ত বিস্মৃত হইয়া বর্ত্তমানক্ষণেই ডুবিয়া রহিয়াছে, কেহ পুরাতন আর্য্যগৌরব পরিহার করিয়া অনার্য্যব্যবহারে দূষিত হইয়াছে, কেহ মুকুটমণ্ডিত শিরস্ত্রাণের অনুপম জ্যোতিতে বিভ্রান্ত হইয়া মণ্ডুকবৎ লম্ফ দিয়াছে.কেহ রাজলক্ষ্মীর কৃপালোভে দারিদ্র্যদুঃখরূপিণী মূর্ত্তিমতী অলক্ষ্মীকে যত্ন করিয়া গৃহে ডাকিয়া আনিয়াছে,এবং কেহ বা কুলমান বৃদ্ধির জন্য স্বকীয় কুলমানকে রাজপূজায় আহুতি দিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়াছে। কিন্তু সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয় এপুজায় কিভাবে যোগ দিয়াছে, এবং ভারতীয় কাব্যকুঞ্জপ্রমোদিনী দেবী বীণাপাণি কি কি উপহারে রাজপূজা করিয়াছেন তাহা যদি আলোচনা কর, দেখিবে আমরা যাহা বলিয়াছি,তাহার একু অক্ষরও মিথ্যা নহে।

যেরূপ মনুষ্যের মুখচ্ছবিসম্বন্ধে মার্জ্জিত দর্পণ, সেইরূপ মনুষ্যজাতির হৃদয়সম্বন্ধে কাব্য। সাধারণতঃ মনুষ্য দুর্ব্বলপ্রকৃতি। সে ভয়ে, লোভে, সাময়িকবিভ্রমে, এবং অন্য শতবিধ কারণে মিথ্যা কথা বলিতে পারে; কিন্তু মনুষ্যের হৃদয়নিহিত দৈবীপ্রতিভা কখনও কোন কারণে মিথ্যাভাষিণী হন না, কখনও কোন অনুরোধে সত্যের স্বভাবসুন্দর মোহন মাধুর্য্য হইতে দূরে যান না। ভারতী-কৃত রাজপুজাতেই ইহার আশ্চর্য্য নিদর্শন দেখিতে পার। অন্যেরা মনের হর্ষাবেশে কেবলই হাসিয়াছে এবং সকলকে হাসাইবার চেষ্টা করিয়াছে; ভারতী এপুজায় যেমন হাসিয়াছেন, তেমন হাসিতে হাসিতে কান্দিয়া ফেলিয়াছেন;— সম্মুখে মঙ্গলঘট স্থাপন করিতে গিয়া,যেন কি বিষাদে, যেন কোন্ নিদারুণ দুঃখে, যেন কতকালের কথা স্মরণ করিয়া দরবিগলিত ধারায় নেত্রনীর বর্ষণ করিয়াছেন। হায়! যিনি কোন দিন বাল্মীকিমুখে দয়ার অবতার অথচ সকল পৌরুষগুণের একাধার বীরশ্রেষ্ঠ দাশরথির সুধারসসিক্ত যশোগীত গাইয়াছেন, যিনি ব্যাস-কণ্ঠনিঃসৃত গম্ভীরস্বরে কুরুপাণ্ডবের অবদান পরম্পরা এবং সেই অতুল রাজসূয়ের কাহিনী কীর্ত্তন করিয়াছেন, আজি হেম-নবীন-প্রভৃতি কতিপয় নবজাত শিশুর অর্দ্ধস্ফুট কথা লইয়া ভারতে এই নূতন রাজমেধযজ্ঞের গুণানুকীর্ত্তনে তাঁহার হৃদয় যে স্মৃতি ও আশা এবং হর্ষ ও বিষাদের যুগপৎ পরিপ্লাবনে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিবে, তাহাতে কে বিস্মিত হইতে পারে? ভারতীকৃত রাজপূজার প্রতি উপহারই যে দুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বাসে উত্তপ্ত হইবে, প্রতি অর্ঘ্যই যে অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া আসিবে, ইহা কে বিচিত্র বোধ করিবে? সত্য কথা বলিতে কি, এদেশের কবিসম্প্রদায় এবার যে সকল কবিতা লইয়া রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহার সকলগুলিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া একদা অবলোকন করিলে, মন আপনা হইতেই পরাভূত হইয়া পড়ে। লোকে কথায় বলে, যদি লোকলীলার প্র-

কৃত-চিত্র দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে ইচ্ছা কর, তবে ইতিহাসের শরণ লও; আর যদি শুধু কল্পনার কৌতুকবিলাস দেখিতেই ইচ্ছুক হও, তবে কাব্যের বিনোদমন্দিরে গমন কর। আমাদিগের কবিসমাজ এবার এ-কথার বিপরীতার্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, হৃদয় জন্মান্ধ হইয়াও যাহা দেখিতে পায়, বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াও অনেক সময়ে তাহা দেখিতে পায় না এবং কল্পনা প্রেমোন্মাদিনী কুলকামিনীর মত যদৃচ্ছাক্রমে যাহা আঁকিয়া তুলে, ইতিহাসের অভ্যাস-নিপুণ সুপটু লেখনীও তাহা চিত্র করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহাদিগের ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত অযত্নসিদ্ধ কবিতাকলাপের উপর প্রথম দৃষ্টিসঞ্চালনে মনে প্রথমতঃ ইহাই প্রতীত হয় যে, আজি জাতীয়হৃদয়েও যেমন উল্লাস, কবিহৃদয়েও ঠিক সেইরূপ উল্লাস;—উহার যে দিকে চক্ষুনিক্ষেপ করি সেই দিকেই উল্লাসতরঙ্গ, আব্রহ্মস্তম্বব্যাপি আমূলবিলোড়ি উল্লাসতরঙ্গ; উল্লাস ভিন্ন কিছুই যেন আর উহার আবিলজলে দৃষ্টিপথে আইসে না। দেবদর্শনে ভক্তের উল্লাস, রাজদর্শনে প্রজার উল্লাস, প্রভুদর্শনে ভৃত্যের উল্লাস, প্রতিপালকদর্শনে পালিতের উল্লাস, সর্ব্বত্রই এই একনিষ্ঠ, এক ভাবময় অক্লান্ত উল্লাস। কিন্তু যেই আর একবার চাহিয়া দেখি, যেই ক্ষণকাল স্থির করিয়া তাকাইয়া থাকি এবং একটুকু মধ্যে প্রবেশ করি, অমনি দেখিতে পাই যে, যাহা উল্লাস বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহাই শোকের উচ্ছ্বাসরূপে পরিণত হইয়াছে এবং উভয়ের সেই অপূর্ব্ব সমাবেশে সকলই আর এক আকৃতি লাভ করিয়াছে। স্মৃতিকে কে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একবারে উৎপাটন করিয়া ফেলিতে পারে? এবং স্মৃতি যাহার অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে, স্মৃতিজন্য অভিমান অদ্যাপি যাহাকে মুর্ম্মুর দাহনের মত দগ্ধ করিতেছে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের আনন্দ, উৎসব, ও হর্ষোল্লাসের সময়েও যদি তাহার নয়নযুগল হইতে নিরানন্দের অশ্রুধারা বহিতে থাকে কে তাহা নিবারণ করে?

আমরা নিম্নে রাজপদসমুৎসৃষ্ট কাব্যস্তবক সমূহের কএকটি তুলিয়া সহৃদয় ভারতবাসীর নিকট উপস্থিত করিব। বিধাতা যাঁহাদিগকে দিব্যচক্ষু দেন নাই, তাঁহারাও উহা দেখিয়াই ভারতীকৃত রাজপূজা মহোৎসবের প্রকৃততত্ত্ব অনুভব করিতে পারিবেন,—এবং কবিতার ঐন্দ্রজালিক নিকেতনে পূর্ণিমা ও অমাবস্যাও যে একত্র বিহার করে। ইহা প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিত হইবেন।

প্রথম স্তবক

আনন্দ।

কি শুনি রে আজ—পূরি আর্য্যদেশ
　এ আনন্দধ্বনি কেন রে হয়?
বৃটিশ-শাসিত ভারত ভিতরে,
　কেন সবে আজি বলিছে জয়?
গভীর গরজে ছুটিছে কামান্

জিনি বজ্রনাদ, গিরি কম্পমান!
বিন্ধ্য, হিমালয় চূড়াতে নিশান
"রুল বৃট্যানিয়া" বলি উড়ায়।
শত শত শত উড়িছে পতাকা,
ভুবন বিখ্যাত চিহ্ন অঙ্গে আঁকা,
নগরে নগরে কোটি অট্টালিকা
শোভিয়া, সুচারু অনন্তকায়।
ভাসিছে আনন্দে ভারত বেড়িয়া,
দেব-অট্টালিকা সদৃশ শোভিয়া,
অর্ণব-তরণী কেতনে সাজিয়া,
কৃষ্ণা, গোদাবরী, গঙ্গার গায়।
নদীনদকূল কেতনে সজ্জিত,
কোটি কোটি প্রাণী পুলকে পূরিত,
বিবিধ বসন ভূষণে ভূষিত,
চাতকের ন্যায় তীরে দাঁড়ায়।—
কন্যাঅন্তরীপ হৈতে হিমালয়
কেন রে আজি এ আনন্দময়?
আসিছে ভারতে বৃটন-কুমার,
শুন হে উঠিছে গভীর বাণী
গগন ভেদিয়া "জয় ভিক্টোরিয়া
রাজরাজেশ্বরী, ভারতরাণী!"
যেই বৃট্যানিয়া কটাক্ষে শাসিয়া
অবাধে মথিছে জলধি-জল,
অম্বর জিনিয়া পৃথিবী ব্যাপিয়া
ভ্রমিছে যাহার সেনানীদল;
যে বৃটনবাসী আসি এ ভারতে
কামানে জ্বালিল বজ্রের শিখা,
যার দর্পতেজ ভারত অঙ্গেতে
অনল-অক্ষরে রয়েছে লিখা;
জিনিল সমরে যে ভীম-প্রহারী
ক্ষত্রিয় রক্ষিত ভরত-গড়,
মুদকি, মুলতান করি খান্ খান্,
শিকলে দিল দৃঢ় নিগড়;
হেলায়ে তর্জ্জনী লইল অযোধ্যা,
রাজোয়ারা যার কটাক্ষে কাঁপে;
প্রচণ্ড সিপাহী-বিপ্লবে যে বহ্নি
নিবাইল তীব্র প্রচণ্ড দাপে;
যার ভয়ে মাথা না পারি তুলিতে
হিমগিরি হেঁট বিন্ধ্যের প্রায়,
পড়িয়া যাহার চরণ-নখরে
ভারত-ভুবন আজি লুটায়—
সেই বৃটনের রাজকুলচূড়া
কুমার আসিছে জলধি-পথে,
নিরখিয়া তায় জুড়াইতে আঁখি
ভারতবাসিরা দাঁড়ায়ে পথে।
বাজা রে আনন্দে মৃদঙ্গ, রবাব,
মুরলী মধুর, সারঙ্গ সুরব,
বীণ, পাখোয়াজ্, মৃদু খরতাল,
মৃদুল এস্রাজ্ ললিত রসাল;
বাজা সপ্তস্বরা যন্ত্রী মনোহরা,
ভ্রমর গঞ্জিয়া বাজারে সেতারা,
বেহাগ, খাম্বাজে পুরিয়া তান।
বৃটন-কুমার আসিছে হেথায়,
সাজ্ পেসোয়াজে পরির শোভায়,
ভূতল রঞ্জিনী মোহিনী যতেক,
কিন্নর নিন্দিয়া শুনাও বারেক—
শুনাও বারেক মধুর সঙ্গীত,
আজি এ ভারতে ভূপতি অতিথ,
তান লয় রাগে পুরাও গান।

——(হেমচন্দ্র)

"গাইছে পশ্চিমে, পূরবে, দক্ষিণে,
ভারতসাগর আনন্দে তরল;
নাচিয়া নাচিয়া নীলিমা অসীমে,
দেয় করতালি তরঙ্গ চঞ্চল।
ঢলা ঢলি করি লহরে লহরে
সুখ সমাচার কহিছে বেলায়;
রাজ-প্রতীক্ষায় আনন্দ-অন্তরে,
সাজে তীর দীর্ঘ হীরকমালায়॥—
"জয় যুবরাজ! ভাবি-নরপতি!"—
গাইয়া আনন্দে মলয় অচল,
ঘোষিছে সিন্ধুর আনন্দ ভারতী,
উড়ায়ে আকাশে, সমীরে চঞ্চল
সুচারু কুসুম-পল্লব—কেতন।
পুষ্পগন্ধসহ আনন্দের ধ্বনি
মলয় অনিল করিছে বহন;
নাচে স্বর্ণলঙ্কা সাগরবাসিনী॥—
"জয় যুবরাজ! ভাবি-নরপতি!"—
শৈল করমালা তুলিয়া আকাশে,
প্রতিধ্বনি করি, প্রাচি-অদ্রিপতি,
মহানন্দে 'করমণ্ডল' সম্ভাষে।
সুদূর প্রাচীতে সিত পূর্ণিমাতে,
পূর্ণচন্দ্র শিরে করিয়া ধারণ,
নীলমণি পথ বঙ্গের অথাতে
সে 'চন্দ্রশেখর' করে প্রদর্শন॥—
"জয় যুবরাজ! ভাবি-নরপতি!"—
সপ্ততাল-ধ্বজা তুলিয়া আকাশে
ওই বিন্ধ্যাচল দেয় রাজারতি,
আরণ্য আহ্লাদে নৈমিষে সম্ভাষে।
প্লাবি দাক্ষিণাত্য, প্লাবি আর্য্যাবর্ত্ত,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে এই আনন্দের ধ্বনি
হয়ে প্রতিধ্বনি, শৃঙ্গে শৃঙ্গে তত্ত্ব
শুনিল। শৃঙ্গেশ হিমাদ্রি আপনি॥—
"জয় যুবরাজ! ভাবি-নরপতি!"—
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে হিমাচল,
উড়ায়ে আকাশে শ্বেত মেঘাকৃতি
অনন্ত তুষার-কেতন ধবল।
হ'লো প্রতিধ্বনি নদনদী বনে
গম্ভীরে সমুদ্র করিল উত্তর;
ভারত যুড়িয়া উঠিল গগনে,
"জয় ভারতের ভাবি-রাজ্যেশ্বর॥"—
——(নবীনচন্দ্র)

"রজনী প্রভাত; কেন অকস্মাৎ
ভারতের মুখে হাসি প্রতিভাত?
জনম অবধি হেরিনি নয়নে
এ মধুর হাসি ভারত-বদনে,
হেরিলাম আজি তায় রে;
ভারত জননী মলিন বদনা,
বহুদিন হ'তে সহিছে বেদনা!
তাঁরি মুখে হাসি? একি অঘটন!
অবাক্ হলেম, বুঝি না কারণ,
কে বুঝাবে—কব কায় রে?
গগন ছাইয়া উঠে কলরব;
আনন্দে মেতেছে ভারত-মানব;
আজের ভারত সে ভারত নয়,
নূতন ভারত ভারতে উদয়,
এমনি ওই দেখায় রে!
একিরে প্রকৃত? অথবা স্বপন?
কিম্বা মায়াবীর মায়ার সৃজন?
কিছুই বুঝিনা; কিন্তু বুঝিবার
বাসনা জাগিল হৃদয়ে আমার;

বুঝিবারে চিত্ত চায় রে ! ”

——(রাজকৃষ্ণ।)

দ্বিতীয় স্তবক

উদ্বোধন।

“ উঠ মা উঠ মা ভারত-জননি,
মহিষীনন্দন কোলেতে এল ;
আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল !
আদরে ধর মা কুমারে সম্ভাষি,
আশীর্ব্বাদবাণী উচ্চারি মুখে,
বহু দিন হারা হয়েছ আপন
তনয়ে না। পাও ধরিতে বুকে !
ত্যজ শয্যা, মাতঃ, অরুণ উঠিল
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে ;
কেঁদো না কেঁদো না আর গো জননি
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে।
চির দুখী তুমি, চির পরাধীনা,
পরের পালিতা আশ্রিতা সদা,
তুমি মা অভাগী অনাথা, দুর্ব্বলা,
ভজন পূজন যোগমুগধা !
মহিষী, তোমার, যাহার আশ্রয়ে
জগতে এখনও আছ মা জীয়ে,
পাঠাইলা তব দুঃখ ঘুচাইতে
আপন তনয়ে বিদায় দিয়ে
দেখাও, জননি, ধরিলা গো যত
রিপুপদচিহ্ন ললাট-ভাগে,
দেখাও চিরিয়া ক্ষতবক্ষঃস্থল
দিবা নিশি সেথা কি শোক জাগে।
উঠ মা উঠ মা ভারত-জননি,
প্রসন্ন বদনে বারেক হের ;
মহিষীনন্দনে কোলেতে করিয়া
প্রাতে শুক্রতারা উদিল হের। ”

——(হেমচন্দ্র)

“চির বিষাদিনী তুমি মা যখন,
আনন্দের বেশ সাজে কি কখন ?
হাস নাই তুমি কত দিন হ'ল,
কি সুখে, কেমনে এবে আর বল
হাসিবে ? ভুলিবে পূর্ব্ব দুখ যত ?
এই বেশে চল ; এই এলায়িত
শত বৎসরের ধূলায় লুণ্ঠিত
কুন্তল তোমার, বাধিও না আর,
মুছিও না, মাগো, নয়নের ধার ;
এই বেশে চল দুঃখিনীর মত
শত গ্রন্থি দেওয়া মলিন বসন
অঙ্গে কোন মতে কর মা ধারণ ;
শত পুত্র শোকে যাহার হৃদয়
দহিছে, শোভে কি অঙ্গে অলঙ্কার ?
লও বরদার কিরীট তুলিয়া।
দাঁড়াইও গিয়া এক পাশে সরি ;
ধীরে যুবরাজে আশীর্ব্বাদ করি
মঙ্গল বারতা সুধাইও তাঁর ;
সুধাইও,—‘ভাল আছেন কুমার
নারী-কুলোত্তমা মাতা বিক্টোরিয়া ?”

——(শ্রীদীঃ)

তৃতীয় স্তবক

(আত্মস্মৃতি)

“ ত্যজি শয্যাতল, ডাকি উচ্চৈঃস্বরে,
নিবিড় কুন্তল সরায়ে অন্তরে,
গভীর পাণ্ডুর বদন-মণ্ডল
আলোকে প্রকাশি, মেত্রে অশ্রুজল,

কহিল উচ্ছ্বাসে ভারতমাতা—
" কেন রে এখানে আসিছে কুমার ?
ভারতের মুখ এবে অন্ধকার !
কি দেখিবে আর—আছে কি সে দিন ?
জয়ধ্বনি করিয়া ছুটিত যে দিন
ভারত সন্তান নৈঋ্ত ঈশান,
মুখে জয়ধ্বনি তুলিয়া নিশান,
জাগায়ে মেদিনী গাহিত গাথা !
" ভারত কিরণে জগতে কিরণ,
ভারত জীবনে জগত-জীবন,
আছিল যখন শাস্ত্র আলোচন,
আছিল যখন বড় দরশন—
ভারতের বেদ, ভারতের কথা,
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা,
খুঁজিত সকলে, পুজিত সকলে,
ফিনিক, সিরীয়, য়ুনানী মণ্ডলে
ভাবিত অমূল্য মাণিক্য যথা !
" ছিল যবে পরা কিরীট, কুণ্ডল,
ছিল যবে দণ্ড অখণ্ড প্রবল—
আছিল রুধির আর্য্যের শিরায়,
জ্বলন্ত অনল সদৃশ শিখায়,
জগতে না ছিল হেন সাহসী
যাইত চলিয়া দেহ পরশি,
ডাকিত যখন ' জননী' বলিয়া
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ধ্বনি ছুটিত উঠিয়া,
ছিলাম তখন জগত-মাতা !
" পাব কি দেখিতে তেমতি আবার
ক্রোড়েতে বসিয়া হাসিবে আমার,
ডাকিবে কুমার 'জননী' বলিয়া
ইউরোপ, আমৃরিক্ উচ্ছ্বাসে পুরিয়া,—
ভারতের ভাগ্যে, অহো বিধাতা !
"পূর্ব্ব সহচরী রোম সে আমার
মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার—
গিরীশেরও দেখি জীবনসঞ্চার !
আমি কি একাই পড়িয়া রব ?
"কি হেন পাতক করেছি তোমায়,
বল্ অরে বিধি বল রে আমায় ?
চিরকাল এই ভগ্নদণ্ড ধরি,
চিরকাল এই ভগ্নচূড়া পরি,
দাস-মাতা বলি বিখ্যাত হব !
" হা রোম,—তুই বড় ভাগ্যবতী !
করিল যখন বর্ব্বরে দুর্গতি,
ছন্ন কৈল তোর কীর্ত্তিস্তম্ভ যত,
করি ভগ্নশেষ রেণু-সমাবৃত
দেউল, মন্দির, রঙ্গ-নাট্য-শালা,
গৃহ, হর্ম্ম্য, পথ, সেতু, পয়োনালা,
ধরা হ'তে যেন মুছিয়া নিল।
" মম ভাগ্যদোষে মম জেতৃগণ
কক্ষ, বক্ষ, ভালে পদাঙ্ক স্থাপন
করিয়া আমার দুর্গ, নিকেতন,
রাখিল মহীতে—কলঙ্ক মণ্ডিত
কাশী, গয়াক্ষেত্র, চণ্ডাল দুষিত,
শরীরে কালিমা—দীনতা প্রতিমা—
ধরণীর অঙ্গে যেন গাঁথিল !
" হায়, পানিপথ, দারুণ প্রান্তর
কেন তাগা সনে হলি নে অন্তর ?
কেন রে, চিতোর, তোর সুখনিশি
পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি
অচিহ্ন না হলি—কেন রে রহিলি ?
জাগাতে ঘৃণিত ভারত নাম ?

" নিবিছে দেউটি বারাণসি তোর,
কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর
লেপিয়া শরীরে এখনও রয়েছ ?
পূর্ব্ব কথা কি রে সকলি ভুলেছ
অরে অগ্রবন ? সরযূ পাতকী,
রাহুগ্রাস চিহ্ন সর্ব্ব অঙ্গে মাখি,
কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম ?
" নাহি কি সলিল হে যমুনে, গঙ্গে,
তোদের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে
কর অপস্থত এ কলঙ্ক-রাশি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি,
ভারতভুবন ভাসাও জলে ?
" হে বিপুল সিন্ধু, করিয়া গর্জ্জন
ডুবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন,
নাহি কি সলিল ডুবাতে আমায় ?
আচ্ছন্ন করিয়া বিন্ধ্য, হিমালয়,
লুকায়ে রাখিতে অতলতলে ? "
——(হেমচন্দ্র)

চতুর্থ স্তবক

আবাহন।

" এস যুবরাজ আদরের ধন,
জুড়াক তাপিত জীবন আমার,
তুমি অভাগার চির আকিঞ্চন,
দেখ উচ্ছ্বাসিত স্নেহ পারাবার;
একি আজি হেরি লীলা বিধাতার,
নাহি জানি হায় কোন্ পুণ্যবলে,
কোন্ তপস্যায়, নিরখি তোমার
করুণা-পূরিত বদন কমলে।
" অই দেখ, আঁখি করি উন্মীলিত
চঞ্চল ফেনিল অনন্ত সাগর,
নীলমণি দিয়ে করেছি সজ্জিত,
তুষিতে তোমার কোমল অন্তর ;
নীরময়-পথে তুমি সহোদর,
আসিবে বলিয়া, আকাশ হইতে
আহরণ করি নীলমণি স্তর,
সাজানু পয়োধি প্রফুল্লিত চিতে।
" যাও লো জাহ্নবি, চঞ্চল চরণে,
তরল-তরঙ্গে পুণ্য-প্রবাহিনি,
মৃদু কলরবে সাগর-সঙ্গমে,
উৎসব-উল্লাসে, নগেন্দ্র নন্দিনি,
নাচিতে নাচিতে, মুকল-নাদিনি,
বরষি বিমল সঙ্গীত-লহরী,
সলিল-স্যন্দনে বসায়ে, রঙ্গিণি,
আন যুবরাজে আবাহন করি।"
——(হরিশ্চন্দ্র)

পঞ্চম স্তবক

আরতি।

" রাজপুত্র তুমি, যে হও সে হও ;
ভাবি-রাজ্যেশ্বর,—বৃটিস-তপন ;
লও ভারতের সিংহাসন লও।
বহুদিন পরে যুড়াই নয়ন।
" এই ধরাতলে আদি হিন্দুজাতি,
ধরাতলে আদি হিন্দু সিংহাসন;
আচন্দ্র ভাস্কর হায়! যার ভাতি,
এবে শূন্য সেই পুণ্য সিংহাসন।
বসি সিংহাসনে দেখ একবার,
অদৃষ্টের শোক-অভিনয় স্থান ;
দেখ শেষ অঙ্ক—শোক পারাবার—
আজি হিন্দুস্থান,হিন্দুর শ্মশান।
" যখন নিরখি হিমাদ্রি শেখর ;

নিরখি যখন নীল বিন্ধ্যাচল,
পূর্ব্ব কীর্ত্তি, গীত, গৌরব আকর,
শুনি যবে স্বপ্নে হইয়া বিহ্বল,
জাহ্নবী, যমুনা, নর্ম্মদার মুখে;
বিংশতি কোটি জীব মৃতাকার—
দুর্ব্বিসহ ভার!—বাজে যবে বুকে;
তখনই জানি অস্তিত্ব আমার।
"হায়! রাজপুত্র, কি দেখিতে হায়!
পতিতা ভারতে তব আগমন?
ভারতের কীর্ত্তি এবে স্বপ্নপ্রায়;
আসমুদ্র গিরি তোমার স্বজন!
তোমার ইঙ্গিতে দেশ দেশান্তরে,
আপনি বিদ্যুত বহে সমাচার;
তব পরশনে চলে রোষভরে
বাষ্পীয় বাহন ছাড়িয়া হুঙ্কার।
"যাও তুমি আজি ছাড়িয়া ভারত,
কালি বিবসনা বসিয়া দুঃখিনী
নিরশনে, যেন স্বপ্নোত্থিতবৎ!
হাহাকার শব্দে ফাটিবে মেদিনী।
শাসনের যন্ত্র হইবে বিকল,
সভ্যতার যন্ত্র চলিবে না আর
যন্ত্রীর বিহনে, সকলি অচল!
ঝটিকার পূর্ব্বে যেন পারাবার।
"পশ্চিম হইতে গরজি গম্ভীরে,
বিপ্লব ঝটিকা করিবে প্রবেশ;
নিরস্ত্র ভারত, অরক্ত শরীরে,
ভীম উৎপীড়নে হইবে নিঃশেষ!
হায়! যুবরাজ, এই পরিণামে
শতবর্ষ তব দাসত্ব করিয়া?
ভারতের বল, বীর্য্য, কীর্ত্তি নাম,
চিরদিন তরে গেল কি নিবিয়া?
"ছিল অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ যার,
আজি পরহস্তে অ আত্মরক্ষা তার;
অক্ষয় আছিল যার অস্ত্রাগার,
আজি অস্ত্ররাশি মহাস্ত্র তাহার!
মহাকাব্য 'মহাভারত' যাহার,
মহা রঙ্গভূমি 'কুরুক্ষেত্র' হায়!
ভীষ্ম দ্রোণ অর্জ্জুন অভিনেতৃ যার,
যুবরাজ!—আজি সে জাতি কোথায়!
"যাও, যুবরাজ! রাজপুতনায়,
বীর ইতিহাসে পরিপূর্ণ যার
প্রতিপদ; যার প্রতিপদে হায়!
কীর্ত্তিস্তম্ভ কাল-সাগর-বেলায়।
এখনো 'চিতোরে' স্মৃতির নয়নে,
দেখিবে 'পদ্মিনী' চিতার অনল;
সেই স্মৃতি তব দয়ার্দ্র নয়নে,
আনিবে কি আহা! একবিন্দু জল?
"এ মহা শ্মশানে দাঁড়ায়ে কুমার,
জিজ্ঞাসিবে যবে—'এই রাজস্থান?'
উপহাসচ্ছলে অদৃষ্ট দুর্ব্বার,
করিবে উত্তর —'এই রাজস্থান!!'
যাও, যুবরাজ, নর্ম্মদার কূলে,
ক'বে স্রোতস্বতী কলকল স্বনে,
পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র বীরাঙ্গনাকুলে,
সম্মুখ সমরে মরিত কেমনে।
"মহারাষ্ট্র জাতি,—নিদ্রান্তেও যার
শিয়রে তুরঙ্গ কটিবন্ধে অসি;
হলো অস্তমিত বিক্রমে যাহার,
মোগলের বিশ্বত্রাস 'অর্দ্ধশশী।'
'শেষ পাণি পুটে' 'এসাই' সমরে

স্বাধীনতা তরে মত্ত সিংহপ্রায়
যুঝিল যে জাতি প্রাণপণ করে,
যুবরাজ!—আজি সে জাতি কোথায়?
"এক পদ আর;—সম্মুখে 'পঞ্জাব'
বীরপ্রসবিনী, 'সিখের' জননী;
'চিলেনোয়ালায়' যাহার প্রভাব,
দেখিলা বৃটিসকেশরী আপনি।
'সিপাহি বিদ্রোহে' ভারত কলঙ্ক
প্রক্ষালিল যারা শোণিত ধারায়,
সেই 'সিখ' জাতি—বীরের আতঙ্ক!
যুবরাজ!— আজি সে জাতি কোথায়?
"আজি সে জাতির ভস্মরাশি হায়!
সিন্ধু জাহ্নবীর নর্ম্মদার তীরে,
পড়ে আছে; ক্রমে বিধির ইচ্ছায়
হইবে বিলীন, কালসিন্ধুনীরে।
আজি ভস্মময় ভারত-হৃদয়,
একটি ধমনী নাহি চলে তার,
রাজ-পরশনে কর, দয়াময়!
এই ভস্মমাঝে জীবন-সঞ্চার।"
——(নবীনচন্দ্র)

দেবোপাখ্যান।

(তৃতীয় প্রস্তাব।)

গ্রীক দেবদেবী সংগ্রহ।

গ্রীসের দেবদেবীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, সুতরাং দেবোপাখ্যানও অপেক্ষাকৃত সহজেই বোধগম্য হয়। ভারতে দেবগণের সংখ্যা তিনকোটি তেত্রিশ লক্ষ; গ্রীসে সর্ব্বশুদ্ধ শতাধিক হইবে না। কিন্তু মানবগণের আকৃতি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট দেবগণের উপাসনার সহিত নরোপাসনা মিশ্রিত হওয়াতে দেবোপাখ্যান নিতান্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে। হারকিয়ুলেস, বেলারোফন্, ইডিপস্, পার্সিয়স্ প্রভৃতি বীরগণের চরিত্রের সহিত দেব-চরিত্র এমভাবে মিলিত যে, দেবমানবে প্রভেদ করা যায় না। থিসিয়স দেবপ্রকৃতিবিশিষ্ট। একিলিস্ প্রভৃতি দেব কুলোদ্ভব, কিন্তু মনুষ্য। এইরূপ গোলযোগের অভাব নাই। ভারতে এই গোলযোগ নিতান্ত অল্প। সমগ্র বেদের মধ্যে একস্থলে বীরজনোপাসনা দেখিতে পাওয়া যায় না*। রামচন্দ্রের সময়ের প্রায় সহস্র সহস্র বৎসর পরে, তাঁহার ইতিহাস সমস্ত উপন্যাসে পরিণত

---

* Colebrooke on Vedas. As. Re. Vol VIII. Page 495. Max Miller to Clips from a German Workshop. Vol. II 78-79. See also Elphinstone's India.

হইলে* ভারতে লোকের কার্য্যের প্রতি দেবোপম ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। রামাত্তগণের উৎপত্তি এবং কৃষ্ণের সেবকদিগের সম্প্রদায়-বদ্ধধর্ম্ম সহস্রবৎসর পর প্রচার হইয়াছে, সুতরাং প্রাচীন সময়ের দেবোপাখ্যানের সহিত এসমস্ত মিশ্রিত হইয়া গোলযোগ করিতে পারে নাই। কিন্তু গ্রীসে সে উপায় নাই, সে সুবিধাও নাই। কে দেবতা কে মনুষ্য কিরূপে নিরূপিত হইবে? ইলিয়াডে বর্ণিত আছে ডায়োমিডেস্ এথিনির নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য ও দেবতাদিগের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের এথিনি নাই, সুতরাং দেবে ও মানবে যে প্রভেদ তাহা দেখিতে আমাদের কেন না কষ্ট হইবে? †

গ্রীসে পিলাসজি জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উক্ত জাতির নাম খৃঃ পূঃ ১৭০০ অব্দে দৃষ্ট হয়। পিলাসজি জাতিতে যিয়সের উপাসনা বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল; সুতরাং গ্রীসে যিয়সপেটার অর্থাৎ যুপিটার সকলের আদিদেব। প্রাচীন সময়ে যে কেবল যিয়সের উপাসনা প্রচলিত ছিল এমন নয়, যিয়স্ সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন এইমাত্র, অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনাও প্রচলিত ছিল। ভারতে যেমন মনু দেবগণের জন্মবৃত্তান্ত প্রকটিত করেন, গ্রীসেও সেইরূপ হোমার দেবচরিত্র চিত্রিত করেন। মনু হোমারের অন্যূন তিনশত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

হোমার দেবগণের বিবাহাদি বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতের কবি তাহা করেন নাই। হোমার দেবগণকে মনুষ্য শরীর ও মনুষ্যের মন আদর্শ লইয়া গঠিত করিয়াছেন, হিন্দুগণ সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে মনুষ্য হইতে অনেক উচ্চে রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের পরবর্ত্তী প্রস্তাব সকলে এই প্রকার দুই উপায়ের ফল প্রদর্শিত হইবে।

হোমার দেবগণের ইতিহাস লিখিতে ছিলেন না। তিনি ট্রয় নগরের অবরোধ এবং অডেসিয়সের জীবনবৃত্ত সঙ্কলন করিতে ঘটনাক্রমে দেবচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার মত মান্য হইলেও অবিসংবাদিত নহে। তাঁহার পরবর্ত্তী হিসিয়ড্ দেবোপাখ্যান রচনা

---

* প্রত্যেক সত্য ঘটনাই প্রাচীন হইলে উপন্যাসবৎ গৃহীত হয়। নেপোলিয়ন কহিয়াছিলেন "What is history? but fables agreed upon.

† গ্রীসে বীরজনোপাসনা অত্যন্ত বিস্তৃত সংক্ষেপে বুঝিবার জন্য See Mure's History of the Literature of Greece Vol 1, 28 p. 500 p. Vol II, page 402.

Therlwall's History of Greece Vol 1 page 207.

Grote's History of Greece Vol XII page 339.

Gladstone's "Homer and his age.'

See also smith's and smity's History of Greece.

করিয়া সমস্ত দেবদেবী সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং প্রত্যেকের আকৃতি ও প্রকৃতি উৎকৃষ্ট ভাস্করের ন্যায় চিত্রিত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মতই অধিক মান্য। তৎপর অর্ফিয়স্ প্রভৃতির আবির্ভাব। যেমন মনুর লিখিত দেবরত্ত মহাভারতে এবং মহাভারতে লিখিত উপাখ্যান সকল পুরাণসমূহে ক্রমেই অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ হইয়াছে, গ্রীসেও সেইরূপ হোমার হইতে হিসিয়ডে এবং হিসিয়ড হইতে অর্ফিয়সে দেবমূর্ত্তি ও চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত আছে। কিন্তু অর্ফিয়স অধিক ঔজ্জ্বল্য সম্পাদনে যত্ন করাতে তাঁহার রঙ্ জ্বলিয়া গিয়াছে। তিনি মনু বর্ণিত ব্রহ্মাডিম্ব এবং অন্যান্য কোন কোন অংশ গ্রহণ করাতে গ্রীসের জাতিসাধারণে তাঁহার মত কৃত্রিম জ্ঞানে অবিশ্বাস করিত। তিনি যে সমস্ত নূতন দেবদেবীর অবতারণা করেন তাহার প্রায় সমস্তই আমাদের দেশের মাতালমস্তিষ্কপ্রসূত ত্রিনাথ দেবের ন্যায় উপহাসাস্পদ হইয়াছে। আমরা অতি সংক্ষেপে হিসিয়ডের "থিওগনি" হইতে গ্রীসের দেবগণ সঙ্কলন করিব।

এই বিশ্বমণ্ডল সর্ব্বপ্রথমে কেয়সময় ছিল*।

* নিষ্প্রভেঽস্মিন্ নিরালোকে সর্ব্বতস্তমসাবৃতে ইত্যাদি মহাভারত আদিপর্ব্ব ২৯ শ্লোক।

কেয়স অর্থ আকৃতিবিহীন গোলমালপূর্ণ পরমাণুসংহতি।

এস্থলে একথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, গ্রীক দেবদেবীর নাম গ্রীকভাষায় দেওয়াই কর্ত্তব্য। যিয়সের নাম রোমে যুপিটর। কিন্তু গ্রীসের যিয়স ও রোমের যুপিটর সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট, এজন্য গ্রীক নাম রাখাই কর্ত্তব্য। ভিসে ও এফ্রডাইট্, পেলাস্ ও মিনর্ব্বা প্রভৃতিতে একথা আরও স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। সুতরাং সুবিধার জন্য প্রথম একবার গ্রীক ও রোমান্ নাম একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া শেষে কেবল গ্রীক নামই প্রদত্ত হইবে। রোমান নাম সকল অপেক্ষাকৃত মিষ্ট শুনায় এজন্য ইতিহাস প্রণেতৃগণমধ্যে অনেকেই রোমান নাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাতে পাঠককে ভ্রমে নিক্ষেপ করিতে হয়।

তৎপর গিয়া (পৃথ্বী) টার্টারসের (নরক) উপর পাদস্থাপন করিয়া আগতা হইলেন। অনতিবিলম্বে দেবমানবজেতা ইরস (কাম) জন্মগ্রহণ করিলেন।

কেয়স হইতে ইরিবস্ (নরক বা নরকের নদী বিশেষ) এবং নক্স্ (রজনী) উৎপন্ন হইল। এবং তাহাদিগহইতে ইথর (অতি লঘু বাষ্প বা বায়ু) ও হিমিরার জন্ম হইল। গিয়া অমরদেবগণের আবাসভূমি এবং আপন মস্তকের আবরণ স্বরূপ ইয়ুরেনস্ নামক এক পুত্রের জননী হইলেন। তদনন্তর গিয়া হইতে পর্ব্বত, স্বর্গীয় বিদ্যাধরীগণের আবাসস্থান পণ্টস্, তরঙ্গময় সমুদ্র প্রভৃতি উৎপন্ন হইল। গিয়া আপন পুত্র ইয়ুরেনসের (স্বর্গের) সহিত বিবাহিতা হইলে ছয়জন টাইটান (অসুর)

এবং তাহাদিগহইতে আর ছয় পুত্রের জন্ম হইল *।

ইয়ুরেনস্ এই পরাক্রান্ত সন্তানদিগকে দেখিয়া ভীত হইলেন, এবং অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তাহাদিগকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। তাহাতে গিয়া সন্তানগণের ভার অসহমানা হইয়া, তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা তোমাদের পিতার নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিশোধ কর।" ক্রনস্ (সময়) † ব্যতীত অন্য কেহই সাহসী হইল না। সে মাতৃ-আজ্ঞাক্রমে কাস্তিয়া হস্তে লইয়া লুকাইয়া রহিল। রজনী আগত হইলে ইয়ুরেনস্ গিয়ার নিকটে গমন করিলেন, সময় সুযোগ পাইয়া তাঁহার অঙ্গবিশেষ ছেদন করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। তাহাতে যে ফেনরাজি উৎপন্ন হইল তাহাতে এফ্রডাইটের জন্ম। এফ্রডাইট সমুদ্র হইতে ছিথিরায় উঠিলেন এবং তথা হইতে সাইপ্রস্ দ্বীপে গমন করিলেন। সুন্দরীর সুকোমল চরণসংস্পর্শে সমস্ত দ্বীপ সবুজ শোভায় সুশোভিত হইয়া উঠিল। ইরস্ (অনঙ্গ) তাঁহার সহিত শীঘ্রই মিলিত হইয়া দেবতাও মনুষ্যদিগকে বশীভূত করিবার উপায় চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেন ‡।

শক্তিহীন ইয়ুরেনস্ এইরূপে সিংহাসনচ্যুত হইলে ক্রনস্ ও টাইটান্‌গণ স্বাধীন ও প্রবল হইয়া উঠিল। তাহাদের অনেক সন্তানসন্ততি হইল। তাহাদের মধ্যে ওসেনস্ আপন ভগ্নী টিথিস্‌কে বিবাহ করিয়া সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী তিন সহস্র কন্যা ও অনেক পুত্রের জনক হইল। নদী ও ঝরণা সকল তাঁহারই সন্তান ¶। হাইপারিয়ন্ আপন সহোদরা থিয়াকে বিবাহ করিয়া হিলিয়স্, সিলিনি এবং ইয়সের জনক হইল। কিয়স্ ও ফিবি, লিটো ও অষ্টিরিয়ার জন্ম প্রদান করিল। ক্রিয়সের আষ্ট্রিয়স্, পেলাস্ ও পর্সেস্ এই তিন সন্তান। আষ্ট্রিয়স্ ও ইয়স্ হইতে যেফিরস্ (অনিল), বোরিয়স্ ও নোটস্ উৎপন্ন হয়। আইয়াপিটস্ সমুদ্রগর্ভজা ক্লাইমিনিকে বিবাহ করিয়া সুবিখ্যাতনামা প্রমিথিয়স্, ইপিমিথিয়স্, মেনিটিয়স্ এবং আট্লাসের জনক হইল ∴।

---

* টাইটান ছয়জন;—ওসেনস্ (উসনস্) কিয়স্, ক্রিয়স্ হাইপিরিয়ন্, আইয়া পিটস্ এবং ক্রনস্ (সময়)।

টাইটান নন্দন;—থিয়া, রিয়া, থেমিস নিমোসিনি, ফিবি ও টেথিস্।

† ইহাতে দেখা যায়, সকলেই সময়ের অধীন। সময় সকল নাশকরে বলিয়া হস্তে কাস্তিক।

‡ এই রূপকে অনঙ্গের ক্ষমতা উত্তম বর্ণিত হইয়াছে।

¶ ওসেনসের বিবরণে সাগরাধিপ-সগর ও তাঁহার ষষ্টিসহস্র সন্তানের উপাখ্যান স্মরণ হয়।

∴ আবার রূপক স্পষ্ট। এস্থলে নরগণ দেবগণের সহিত অভেদভাবে অবস্থিত। প্রমিথিয়স্ ও তাঁহার ভ্রাতা মনুষ্য।

ক্রনসসন্তানগণ সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত। তিনি আপন সুহোদেরা রিয়াতে হিষ্টিয়া ডিমিটার এবং হিরি এই তিন কন্যা, এবং হেডেস্, পসিডন্ ও যিয়স্ এই তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন।

ক্রনস্ (কাল) ত্রিকালজ্ঞ। তিনি আপন অভিজ্ঞতার সাহায্যে জানিতে পারিলেন যে আপন সন্তান হইতে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইবে। সুতরাং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই তাহাদিগকে উদরস্থ করিতে লাগিলেন। রিয়া যখন দেখিলেন যে তাঁহার পাঁচ সন্তান এইরূপে নষ্ট হইল, তখন মাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া ষষ্ঠ সন্তান যিয়স্কে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। অবশেষে ধাত্রীর পরামর্শক্রমে ক্রনসকে বস্ত্রাবৃত একখণ্ড প্রস্তর প্রদানে প্রতারিত করিয়া সদ্যপ্রসূত বালককে আইডা পর্ব্বতের গুহামধ্যে লুকায়িত রাখিলেন। বালকের ক্রন্দনধ্বনি তত্রত্য যাজকগণের করতালের শব্দে মিশ্রিত হইয়া গোপন থাকিত। ক্রনস্ প্রস্তরখণ্ড উদরসাৎ করিলেন *।

যিয়স্ বয়োবৃদ্ধি সহকারে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। জননীর পরামর্শ মতে আপন পিতাকে কৌশলক্রমে বমন করাইলেন। তাঁহার তিন ভগ্নী ও দুইভ্রাতা এইরূপে জীবনলাভ করিয়া তাঁহার সহিত বড় হইতে লাগিলেন। উদ্গীরিত প্রস্তর খণ্ড পবিত্র বলিয়া আদরের সহিত ডেল্‌ফিতে স্থাপিত হইল।

নক্স্ বা নিক্স্ (রজনী) ইচ্ছাক্রমে থেনেটস্, হিপনস্, ওনিরস, মোমস্, ওইয়িস্ (দুঃখ); ক্লোথো, লাকিসিস্, এট্রোপস্ এবং ফেট (অদৃষ্ট) ত্রয়; নিমিসিস্গণ; এপেটি, ফিলোটেস্ (প্রতারণা ও ইন্দ্রিয়পরতা); গিরাস্ (বার্দ্ধক্য), ইরিস্ (ঈর্ষা? বিবাদ), প্রভৃতি মানসসন্তান উৎপাদন করিলেন †। ইরিস্ হইতে পনস্ (ক্লেশ), লিথি, লাইমস্ (দুর্ভিক্ষ), ফনস্ ও মাকি (হত্যা ও যুদ্ধ) ডিস্নোমিয়া ও এটি (অরাজকতা ও অবিমৃষ্যকারিতা) এবং হর্কস্ (শপথকর্ত্তা ও শপথের শাস্তিদাতা) উৎপন্ন হইল ‡।

গিয়া পণ্টসের সহিত বিবাহিতা হইয়া নিরিয়স্, থমাস্, ফর্কিস্ ও কিটোর জননী। ওসেনস্ কন্যা ডোরিস্ নিরিয়সের সহিত বিবাহিতা হইলে পঞ্চাশ জন নিরিইড্ (নীরজা) উৎপন্ন হইল। ইহাদিগ হইতে ক্রমে হাইড্রা (অনন্ত সর্প),

* ক্রনস্ সর্ব্বজ্ঞ, এজন্য তাঁহার প্রতি প্রবঞ্চনা! প্রমিথিয়সের খেয়ি চুরির উপাখ্যানে যিয়সেরও প্রতারিত হইতে হইয়াছে!

† রজনীতে দুঃখ, প্রতারণা, ও ইন্দ্রিয়পরতা।

‡ বিবাদের ফল ক্লেশ, দুর্ভিক্ষ, হত্যা, যুদ্ধ, অরাজকতা ও অবিমৃষ্যকারিতা। এস্থলে রূপক নাই বলিলেই হয়। ধন্য কালের গতি! এসকলও দেবতা ছিল!

ছারবিরস্ (পঞ্চাশৎ মস্তক কুক্কুর) ই-কিড্না (অর্দ্ধসর্প অর্দ্ধপরী) নিমিয়ান্ সিংহ, স্ফিনিক্স্ এবং গর্গণশোণিতে পেগাসস্ প্রভৃতি উৎপন্ন হইল। পেলাস সহযোগে ওসেনস্ পুত্রী ষ্টিক্সের যিলস্ ও নাইকি (স্পর্দ্ধা ও জয়), ক্রেটস্ ও বায়য়া (বল ও শক্তি), এই চারি সন্তান হয়। ইহাদের সাহায্যে যিয়স্ জয়লাভ করেন*।

শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে যিয়স্ এত প্রবল হইয়া উঠিলেন যে, ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পিতৃহস্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ক্রনস্ পরাক্রান্ত অসুরগণের সাহায্যে পুত্রদিগকে পরাভব করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। রামচন্দ্র যেমন লব কুশের সহিত সমরে পরাজিত হইয়াছিলেন ক্রনসের তাহাই হইল। যিয়স্ কুলিশ সাহায্যে সকলকে পরাভূত ও হতপ্রভ করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন †। ক্রনস্ প্রভৃতি চিরদিনের জন্য কারারুদ্ধ হইলেন ‡। ওসেনস্‌কে অনুগ্রহ করিয়া স্বাধীন রাখা হয় ¶। আইয়াপিটেসের এক পুত্র মিনিটিয়স্ কারারুদ্ধ হয়, দ্বিতীয় আটলাস্‌কে স্বর্গভার স্কন্ধে দিয়া চিরজীবনের জন্য দণ্ডায়মান রাখা হয় ∴।

এইরূপে দানবগণ পরাভূত হইলে যিয়স্ রাজা হইলেন। তিনি নিরাপদ হইবার জন্য আপন পিতামহী গিয়ার গর্ভে ও তাহার শেষস্বামী টার্টারসের ঔরসে উৎপন্ন টাইফিয়স্ নামক প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যকে বজ্রদ্বারা আহত করিলেন। তদনন্তর পসিডন্‌কে সমুদ্র ও প্রাকৃতিক শক্তিগত কার্য্যের অধীশ্বর করিয়া হেডেস্‌কে পাতাল ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের রাজত্ব সম্প্রদানান্তর স্বয়ং স্বর্গ ও পৃথিবীর শাসনভার গ্রহণ করিলেন। যিয়স্ হইতে গ্রীসের দেবকুলে নূতন রাজবংশের গণনা। যিয়স্ অতি বুদ্ধিমতী মিটিস্‌কে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ ও পিতামহী তাঁহাকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে তাঁহার গর্ভজসন্তান যিয়স্‌কে সিংহাসনচ্যুত করিবে। সুতরাং মিটিসের সন্তান প্রসব করার অব্যবহিতপূর্ব্বে যিয়স্ তাঁহাকে উদরস্থ করেন। মিটিসের জ্ঞান এইরূপে যিয়সে সংক্রামিত হইল। তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান এথিনী পিতৃমস্তক

* রূপক নিতান্ত স্পষ্ট। দেবাসুরের যুদ্ধে স্পর্দ্ধা, জয়, বল ও শক্তির সাহায্যে যিয়স্ বিজয়শ্রী লাভ করেন।

† এতদ্দ্বারা যিয়সের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ হইতেছে। স্বর্গ ও পৃথিবী কালের নিকট নত কিন্তু কাল যিয়সের অধীন।

‡ কালের অন্ত নাই, সুতরাং কাল চিরজীবনের জন্য কারারুদ্ধ।

¶ সমুদ্রাদির গতি ও কার্য্য স্বাধীন।

∴ আফ্রিকাদেশের এই পর্ব্বতের উচ্চতা দৃষ্টে গ্রীক কবির এইরূপ কল্পনা। ভারতে এক পর্ব্বতের মান গ্রীসে আর একটির সম্মান।

বিদীর্ণ করিয়া বর্ম্মচর্ম্মে সুসজ্জিত অবস্থায় ভূতলে অবতীর্ণা হইলেন।

থিমিসের গর্ভে হোরি; ইয়ুরিনো-মিতে চেরিটি বা গ্রেস্ (দয়াদিগুণ) ত্রয়; নিমোসিনির গর্ভে নয় জন মিউজেস্ (সরস্বতী); লিটোর গর্ভে এপোলো (সূর্য্য) ও আর্টিমিস্ (চন্দ্র); এবং ডিমিটারের গর্ভে পার্সিফনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা সকলেই যিয়সের স্ত্রী। যিয়স্ অবশেষে হিরির পাণিগ্রহণ করেন। রাজ্ঞী হিরির গর্ভে হিবি, এরেস ও ইলিথিয়া জন্মে। যিয়স্ আট্লাস্-দুহিতা মেইয়ার গর্ভে হার্মেসকে উৎপাদন করেন। কেহ বলেন হিফিস্টস্ হিরির মানসপুত্র, কেহ বলেন যিয়সের ঔরসজ। বালক হিফিস্টস্ নিতান্ত কদাকার বলিয়া তাহার মাতা দুঃখিতা হইয়া তাহাকে গোপন রাখিতে চেষ্টা করেন। বালক মাতৃহস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত হয়। সেখানে ইয়ুরিনোম ও থিটিসের যত্নে জীবিত থাকে।

যিয়সের পরিবার নিম্নলিখিতরূপে বিভাগ করা যায়।

১। অলিম্পিয়সের বারজন দেবতা ;—
যিয়স্, পোসিডন্, এপোলো, এরেস্, হিফিস্টস্, হার্মেস্, হিরি, এথিনি, আর্টিমিস্, এফ্রোডাইট, হেষ্টিয়া ও ডিমিটার্।

২। অন্যান্য পরাক্রান্ত দেবগণ ;—
হেডেস্, হিলিয়স্, হিকাটি, ডায়োনিসস্, লিটো, ডায়োনি, পার্সিফোণি, সিলিনি, থেমিস, ইয়স, হার্মোনিয়া, চেরিটেস্, মিয়ুজেস, ইলিথিই, মিরি, ওসেনস্ সন্তানগণ, নিরিসন্তানগণ ইত্যাদি।

৩। অধীন দেবগণ ;—
আইরিস, হিবি, হোরি ইত্যাদি।

৪। স্পষ্ট রূপকান্তর্গত দেবগণ :—
এটি, লিটি, ইরিস্, থেনেটস্, থিপনস্, ক্রেটস্, বাইয়া, ওসা ইত্যাদি।

৫। রাক্ষস ও দানবগণ ;—
হার্পিস, গর্গণ, গ্রে-ই, পেগাসস্, ক্রিসেয়র্, ইকিড্না, কাইমিরা, ড্রাগণ, ছার্বিরস্, অর্থস্, হাইড্রা, স্ফিনিক্স, নিমিয়ান্ লায়ন্ ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিবরণ সকল হোমার ও হিসিয়ড্ হইতে সংগৃহীত। অর্ফিয়স যে কল্পনা অবলম্বন করেন তাহা হিন্দুদিগের অনুযায়ি। তাঁহার বর্ণিত ডিম্বই ব্রহ্মডিম্ব। ব্রহ্মা আত্মদেহ প্রকৃতি ও পুরুষরূপে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করেন। অর্ফিয়সও সেই মত কিঞ্চিৎ ফিরাইয়া লিখিয়াছেন। তিনি উভয়লিঙ্গ মিটিস্কে সকলের আদি বলিয়া তাহা হইতে দেবমানবের সৃষ্টি কল্পনা করেন। তাঁহার মতে মিটিসের পরেই কসমস্, অর্থাৎ বিশ্বমণ্ডল। আবার যাগ্রিয়সের জন্ম ও মৃত্যুর সহিত ব্রহ্মার সন্তানগণের জন্মের এবং বৃহস্পতিপুত্র কচের পুনঃ পুনঃ মরণের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া

যায়। অর্ফিয়স্ খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক। ইহার পূর্ব্বেই ভারতে দেবোপাখ্যান রচিত হইয়াছে, সুতরাং এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে অর্ফিয়স ভারতবর্ষ হইতেই আপন দেবোপাখ্যানের মূল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে সৃষ্টিকাল হইতে একত্র দুই দেশের দেবোপাখ্যান তুলনা কর। ভারতে-ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব; গ্রীসে ত্রি-মূর্ত্তি যিয়স, পসিডন্ ও হেডেস্। ভারতে লক্ষ্মী আছেন, সরস্বতী আছেন, সূর্য্য চন্দ্রাদি আছেন, রতি, কাম, দুর্গা আছেন, গ্রীসেও এইরূপ সকলই আছেন, তথাপি দেখ দুই দেশের কবির কল্পনা কত বিভিন্ন। স্থিরভাবে চেষ্টা কর, গ্রীসের দেবোপাখ্যানে কবিকল্পনার মূল প্রাপ্ত হইতে বিলম্ব হইবে না কারণ সকলই কল্পনাকুসুমে সুশোভিত। কিন্তু ভারতের দেবোপাখ্যানের মুলোচ্ছেদ করিতে চেষ্টা কর, ইহাতে ত্রিমূর্ত্তি ত্রিগুণাত্মক দেখিবে, প্রকৃতি ও পুরুষ দেখিবে, সূর্য্যের রশ্মি চন্দ্রে প্রতিফলিত দেখিবে *, ঈশ্বরের অদ্বৈতত্ব সপ্রমাণিত দেখিবে এবং বাহ্যিক আড়ম্বরের অভ্যন্তরে গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়োজিত আছে। যে পুষ্প পর্য্যুষিত হইলে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে, আর্য্যকবি এমন কুসুমে আপন দেবোপাখ্যান রচনা করেন নাই। যদি কুসুম থাকে, তাহার ভিতরে ফল আছে। আর যদি কুসুমের অভাব বলিয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ভারতের দেবোপাখ্যানের মূল্য নির্দ্ধারণ অনাবশ্যক বোধ করেন, তবে তাঁহাদিগের জন্য শৈলসকল অনুশীলনের বিষয় নয়, কিন্তু তদুপরিভাগস্থ শৈবালসকল পরীক্ষার সামগ্রী, এবং মনের অপেক্ষা নয়নের আদর তাঁহাদের নিকট অনেক অধিক।

হিন্দুদিগের দেবত্ব সুন্দররূপে বুঝিতে হইলে সাঙ্খ্যদর্শনে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। সেই জ্ঞানের অভাবেই অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত সমস্ত বুঝিতে না পারিয়া একদেশদর্শী ও ভ্রমান্ধ হইয়াছেন।

* সামবেদসংহিতায় ইন্দ্রের স্তবে ঐন্দ্রপ্রকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩ ॥ ১১ ॥ ১৪৭ সংখ্যক বাক্যে দেখ। ভগবান্ সায়ণাচার্য্য এই মতের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করেন। তিনি বেদের ভাষ্য করিতে সমস্ত বিশদরূপে ব্যাখ্যান করিয়াছেন।

কি দেখিনু হায়!

১

কি দেখিনু হায়!—যেন বিমল সলিলে
চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব শারদ গগনে,
মেঘে আধ লুকাইয়া, আধ মুখ প্রকাশিয়া,
সুবঙ্কিম অর্দ্ধ দেহ হেলায়ে দক্ষিণে,
অশ্বত্থ শাখার তলে সহাস্য নয়নে!

২

কি দেখিনু,— একখানি সোণার প্রতিমা
আবরিত শতগ্রন্থি মলিন বসনে,
জলের কলসি কক্ষে, অর্দ্ধ হেলাইত বক্ষে,
দোলাইছে কেশ অর্দ্ধ সন্ধ্যাসমীরণে
কি দেখিনু হায়! যেন নিশীথ স্বপনে!

৩

কি শোভা, জলদমালা সিন্দুরে মার্জ্জিত
সাজিয়াছে স্তরে স্তরে পশ্চিম গগনে!
আলোকে ভাসিছে ধরা; হাসি যেন মুখভরা
উল্লাসে প্রকৃতি চেয়ে আছে শূন্যপানে!
ভাসিছে সোণার মূর্ত্তি আরক্ত কিরণে!

৪

সরলতা মাখা হাসি মাখিয়া অধরে,
সঞ্চরয়ে প্রীতি ফুল্ল যুগল নয়নে,
বামকরে অবহেলে, ধরিয়া কলসি গলে
মিটোল দক্ষিণ কর দোলায় দক্ষিণে
চলিয়াছে গ্রামপানে গ্রাম্য আলাপনে।

৫

গ্রাম আদরিণী এই সরলা যুবতী
যাইতেছে গেহপানে চঞ্চল চরণে;
উৎকম্পনে জলরাশি, ঢলিয়া পড়িছে হাসি,
উন্নত উরসে, কক্ষে, সুবর্ণ আননে,
নাচিয়া নাচিয়া সুখে কলসিবদনে।

৬

পশে নাই সভ্যতার কুটিল ভাবনা
স্বভাব পালিত এই সরল অন্তরে,
বিনাইয়া যত্নে বেণী, কমনীয় মুখখানি,
দেখেনি দর্পণে কভু মুহূর্ত্তের তরে;
দেখে নাই গর্ব্ব-নেত্রে নিজ কলেবরে!

৭

জনম ঘৃণিত কুলে; এ ছিন্ন বসনে,
সামান্য আহারে হায়! যাপিছে জীবন;
মূল্যবান দ্রব্য যাহা, জনমে দেখেনি তাহা,
জানে না,—ভাবেনা মনে কিহবে কখন,
নিত্যসুখী হায়! ওই বিহগী যেমন!

৮

দয়াময় বিধি, যাঁর সমান নয়নে
সমভাবে দৃষ্টি সদা রাজেন্দ্রে কাঙ্গালে
যাঁর দয়া পরশনে, রাণী রত্নসিংহাসনে,
সতত ভূষিত অঙ্গ মণিমুক্তাজালে,
সজ্জিত চিকণ বেণী ফুলরত্নমালে!

৯

সেই বিধি,—হায় সেই দীনদয়াময়
দীনাহীনা হেরি বুঝি এই রমণীরে,
রাজেন্দ্রাণী বাঞ্ছে যেই, সমর্পিলা হার সেই,

অতুল সৌন্দর্য্যরাশি ইহার শরীরে;
সৃজিলা সোণার পদ্ম অন্ধকূপনীরে!

১০

ফুটিয়া দুর্গন্ধময় অস্পৃশ্য সলিলে
রহিয়াছে অযতনে বিধির ইচ্ছায়,
সৌরভে পূর্ণিত দেহ; কভু ও দেখেনি কেহ
একটি ভ্রমর নাহি উড়িয়া বেড়ায়!
বিধির আশ্চর্য্য সৃষ্টি!—কি দেখিনু হায়!

ভালবাসে কে?

"ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে।"

ভালবাসা এক মহাযজ্ঞ; এ যজ্ঞের আহুতি স্বার্থ, এ যজ্ঞের দক্ষিণা মান। যেখানে স্বার্থ রক্ষা করিতে চাও, সেখানে ভালবাসিতে চেষ্টা করিও না; যেখানে মানে মানে রহিতে অভিলাষী হও, সেখানেও ভালবাসা দেখাইও না।

অনেকেই অনেকের সহিত ভালবাসা আছে বলিয়া গৌরব করেন, এবং ভালবাসাপ্রসঙ্গে শত কথা বলেন। কিন্তু ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা অন্তরে অনুভব করা দূরে থাকুক, ক্ষণকালও তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। যেমন সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত, তেমন ভাষারূপ অনন্তজলধি মন্থন করিয়া ভালবাসা। মনুষ্যের ভাষায় ইহা অপেক্ষা মিষ্টতর শব্দ নাই, মনুষ্যের কল্পনা কি ভোগের জন্যও ইহা অপেক্ষা মহত্তর সামগ্রী নাই। তুমি আমি স্বার্থের দাস, মানের ভিখারী; আমরা কিরূপে ভাল বাসিব? যিনি ভাল বাসিতে পারেন, তিনি মহাযোগী, মহাদেব; তাঁহার পদরেণু স্পর্শ করিতে পারিলেও আমি আমাকে কৃতার্থ মনে করি।

দয়া আর ভালবাসা এক কথা নহে। আমরা অনেককে দয়া করি, কিন্তু ভালবাসি না। তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া আর্দ্রচিত্ত হই, অশ্রুমোচন করি, এবং উপকার পক্ষেও সাধ্যানুরূপ যত্নশীল রহি; অথচ তাহাদিগকে হৃদয়ের অভ্যন্তরে আনিয়া পুষিতে চাহি না। তাহাদিগের অতি-নিকটস্থ হইলেও আপনাকে দূরস্থ বলিয়া মনে করি, এবং মিশিবার জন্য শত চেষ্টা করিলেও আপনা হইতে ফিরিয়া আসি। তখন কে যেন কোথা হইতে পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে, এবং কি কারণে যেন মধ্যে এক বৃহৎ ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হয়। ভালবাসায় কি বিপ্রকর্ষণ আর ব্যবধান আছে? যে সকল দীন দুঃখীরা কোনদিন নানাবিধ পাপাচরণ করিয়া এইক্ষণ রাজপথের উভয় পার্শ্বে উদরান্নের জন্য অনবরত চীৎকার করিতেছে, যে সকল বারবিলাসিনীরা এক সময়ে রূপ যৌবন এবং নানাবিধ গুণপণার পণ্যবীথিকায় বাণিজ্য

করিয়া আজি কালের শাসনে হৃতসর্ব্বস্ব ও অস্পৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদিগের ল-লাটপট্টের প্রত্যেক রেখায় হিংসা দ্বেষ ও অন্য অশেষবিধ দুষ্প্রবৃত্তির করলেখা অঙ্কিত রহিয়াছে,—অধিক আর কি, যাহারা দুদিন পূর্ব্বেও অকারণে তোমার অনিষ্ট চেষ্টা পাইয়াছে এবং মনুষ্যের সুখের পথের অপ্রয়োজনে কণ্টক দিয়াছে, যদি তোমার হৃদয় থাকে তবে তুমি তাহাদিগকেও দয়া করিতে বাধ্য। বস্তুতঃ,তাহারাই দয়ার প্রকৃত-পাত্র, এবং যে না তাহাদিগকে দয়া করে, সে আপনিই দয়ার্হ দীনাত্মা। কিন্তু, তা-হাদিগকে যেমন দয়া করিতে পার, সেই-রূপ কি ভালবাসিতেও পার?

কাম,অপত্যস্নেহ এবং আসঙ্গলিপ্সা প্র-ভৃতি দুর্নিবার পাশব প্রবৃত্তির প্রণোদনাতেও একপ্রকার ভালবাসা জন্মে। কিন্তু আমরা তাহাকেও যথার্থ ভালবাসা বলিতে সা-হসী হই না। আদৌ, এপ্রকার প্রবৃত্তি-জন্য ভালবাসার সাগরাভিসারিণী বর্ষা-কালীন স্রোতস্বিনীর বেগবত্তা থাকিলেও স্বাধীনতা নাই। আত্মা ইহাতে আপনার হইয়া আপনি চলিতে পারে না, ইচ্ছা নিরঙ্কুশ বিহার করিতে সমর্থ হয় না। শৃ-গাল, কুকুর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ই-ত্যাদি যাবতীয় প্রাণীই ঈদৃশী ভালবাসার অধীন হইয়া অহোরাত্র যন্ত্রবৎ চালিত হই-তেছে, অথচ তাহারা ইচ্ছা কি অনিচ্ছা কিছুই করিতেছে না। যেমন চালনা হই-তেছে, তেমন তাহারা চলিতেছে, যেমন প্রেরণা হইতেছে, তেমন তাহারা প্রেরিত হইতেছে। যেই প্রবৃত্তির বিরাম, সেই আসক্তিরও বিরাম। তার পর কে আর কোথায়? যদি এই প্রকার ইচ্ছাসম্পর্ক-শূন্য অপকৃষ্ট অনুরাগকেও ভালবাসা নাম দিতে অভিলাষী হও, তবে জলের প্রতি তৃষ্ণাতুরের, অন্নের প্রতি বুভুক্ষুর এবং ভে-কের প্রতি ভুজঙ্গেরও ভালবাসা আছে ব-লিতে অপরাধ কি?

উল্লিখিত প্রবৃত্তিচয় মনুষ্যহৃদয়ে অ-পেক্ষাকৃত উন্নত। মনুষ্য শিক্ষা ও সভ্যতার মাহাত্ম্যে, উচ্চতর মনোবৃত্তিসমূহের ক্র-মিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, যে পরিমাণে উন্নত হইতে থাকে, মনুষ্যের নিকৃষ্ট প্র-বৃত্তিসকলও মার্জ্জনার পর পরিমার্জ্জনায়, সংস্কারের পর পুনঃ সংস্কারে, সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ করে। তখন স্মরান্ধতাও প্রীতির ন্যায় সুন্দর প্রতিভাত হয়, অন্ধ অপত্যস্নেহও অকৃত্রিম বাৎসল্যের মূর্ত্তি ধারণ করে, এবং যে প্রকার আসঙ্গ-লালসা কোন হেতুতেই ভালবাসার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, তাহাও ভাল বাসা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধির সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ইহাতে একবারে ভুলিয়া যাইবে কেন? দেখিয়াছি, মনুষ্য যাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে, যখন কেহ আর নিকটে না থাকে তখন তাহাকে নিকটে পাইলেও সে আহ্লাদে অধীর হইয়া উঠে। ইহাও দেখিয়াছি, মনুষ্য প্রবৃত্তি-বিশেষের অনুশাসনে এই মুহূর্ত্তে যাহাকে রত্নহার

বলিয়া হৃদয়ে তুলিয়া নেয়, পর মুহূর্ত্তেই তাহাকে কলঙ্কপঙ্কিল জঘন্য বস্তু জ্ঞানে, পাদদলিত কুসুম বিবেচনায়, দূরে ফেলিয়া পলায়ন করে। যেখানে স্বার্থানুসারিণী ভোগস্পৃহা এত বলবতী এবং স্বসুখের প্রতি এত দৃষ্টি, সেখানে কেমন করিয়া ভালবাসা থাকিতে পারে ? একথা মানি যে, অনেকে আগে সুখের জন্য কি ভোগের জন্য, অথবা অন্য কোন ক্ষণিক উত্তেজনায় কাহারও সহিত সম্পৃক্ত হয়; তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাহাকে ভাল বাসিতে শিক্ষা করে; শেষে প্রাণের সহিত তাহাকে ভাল বাসে। কিন্তু শুক্তিতে মুক্তা জন্মে বলিয়া শুক্তি আর মুক্তা এক নহে, এবং পুষ্করিণীর কর্দ্দমময় আবিল জল হইতে নয়নবিনোদিনী ভুবনমোহিনী পদ্মিনী ফুটিয়া উঠে বলিয়া ঐ কর্দ্দম আর ঐ ফুল্ল পদ্মিনীও অভিন্নভাবাপন্ন এক পদার্থ নহে।

কৃতজ্ঞতা এবং ভাল বাসাতেও স্পষ্ট পার্থক্য আছে। উহা ভালবাসার অতি-সন্নিহিত, তথাপি ভালবাসা হইতে বিভিন্ন। যদি কোন অশ্রদ্ধেয় মনুষ্যও নিয়ত তোমার উপকার করে, তুমি তাহার নিকট জন্মের মত কৃতজ্ঞ থাকিবে, এবং তদীয় প্রত্যুপকার সাধনের জন্য চিরদিন যত্নপর রহিবে। তবে, এইরূপ করিলেই ভালবাসা হয় কি না, তাহার সাক্ষী তোমার হৃদয়। হৃদয় কৃতজ্ঞতার দুর্ব্বহভারে অনেক সময়ে একবারে ঝুলিয়া পড়ে; কিন্তু প্রতিদানে আপনাকে অর্পণ করিতে পারে না বলিয়া অহর্নিশ তুষানলে দগ্ধীভূত হইতে থাকে। উহার তদানীন্তন মুর্ম্মুরদাহ কেহ দেখিতে পায় না, কেহ অনুভব করিতেও সমর্থ হয় না। যদি তাহা কখনও প্রকাশিত হয়, সে প্রকাশ দীর্ঘনিঃশ্বাসে; যদি তাহা কখনও দৃশ্য হয়, সে দর্শন পরিম্লান মুখচ্ছবিতে। পৃথিবীতে অনেক ব্যক্তি পিতার স্নেহ-ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া চিরকাল বিলাপ করিয়াছেন, অনেকে প্রসূতীর পদারবিন্দকে প্রীতি-পবিত্র বাষ্পবারিতে বিধৌত করিতে না পারিয়া কতই পরিতাপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্যে যাহা থাকিলে মনুষ্য তাহাকে ভাল বাসিতে পারে, তাঁহারা পিতা কি প্রসূতীতে তাহা না দেখিয়া কেবল দুঃখের অন্তর্গূঢ় বিষদংশনই ভোগ করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতার ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর সম্পর্ক কোথায় সম্ভবে ?

এদেশে এখন আর পরিণয়ে স্বাধীনতা নাই, এবং প্রণয়ে পাণিদান বিষয়ে কুলকামিনীগণের আপনার উপর আপনার আধিপত্য নাই। তাঁহারা অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক ভোজ্যান্নের ন্যায় উৎসৃষ্ট হয়েন, এবং ভোজ্যান্নের মত ব্যবহার পাইলেই সর্ব্বথা চরিতার্থ রহেন। তাঁহারা পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গীর মত,—অল্প আশা, অল্প আকাঙ্ক্ষা এবং অল্প তৃষ্ণা; সুতরাং অতি অল্পেতেই তাঁহাদিগের পরিতৃপ্তি। কৃতজ্ঞতার আর ভালবাসার কত প্রভেদ, তাহা তাঁহারা কিরূপে বুঝিতে পারিবেন ? এক মুষ্টি তণ্ডুল

কি একখানি স্বর্ণাভরণ পাইলেই যে আহ্লাদে অবশ হইয়া পড়ে, কদাচিৎ কোন সময়ে পতিমুখে রূপার পরিচয় স্বরূপ একটি প্রিয় কথা শুনিলেই যাহার হৃদয় অননুভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্যগর্ব্বে নাচিয়া উঠে, যে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তেই আদর ও অনাদর এবং অনুগ্রহ ও নিগ্রহের চঞ্চল-দোলায় দোলায়িত হইয়া থাকে, কাহারও প্রতি কৃতজ্ঞ হইলেই যে তাহাকে ভালবাসা হয় না, তাহার সংকীর্ণ অন্তঃকরণ কেমন করিয়া তাহা ধারণা করিতে সক্ষম হইবে? কিন্তু যে দেশে প্রণয়, পরিণয় ও আত্মসমর্পণ বিষয়ে মনুষ্যমাত্রেরই স্বাধীনতা আছে, সেখানে পুরসুন্দরীরা সকলেই এই পার্থক্য ও প্রভেদ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং বুঝিয়া গীতে, কাব্যে, উপন্যাসে ও অশ্রুজলে তাহার পরিচয় দিতেছেন।

প্রশংসার বিনিময়ে প্রশংসাদানে, এবং স্তুতির বিনিময়ে স্তুতিবাদপ্রদানেও এক প্রকার ভালবাসা জন্মিয়া থাকে। মনুষ্য যত কেন চেষ্টা করুক না, সে যশঃস্পৃহার অসহ্য কণ্ডূয়ন হইতে কখনই অব্যাহতি পাইবে না। শৈশবে উহা বালসহচরীর মত তাহার সহিত ক্রীড়া করে, যৌবনের প্রমত্ততার সময়ে উহা তাহার হৃদয়ে আর এক প্রকার মদিরা ঢালিয়া দেয়, প্রৌঢ়াবস্থার পরিণামচিন্তার দিনে উহা তাহাকে পুতুলের মত নৃত্য করায়, এবং বার্দ্ধক্যের চরমশয্যাতেও উহা তাহাকে সুখশীতল হস্তাবলম্ব দিয়া ক্ষণকালের তরে উঠাইয়া বসায়। এমন যে যশঃস্পৃহা, ইহা যাহার দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে, তাহাকে প্রিয়জ্ঞান হইলে দুর্ব্বলচেতা মনুষ্যকে দোষী বলিব কেন? যদি তুমি কর্ত্তব্যের কঠোরব্রত হইতে স্খলিত না হইয়া হৃদয়ের সহিত কাহারও প্রশংসা করিতে পার, সে অবশ্য তোমাকে ভাল বাসিবে; এবং যে ঐরূপ সাধুহৃদয়ে তোমার প্রশংসা করিতে পারিবে, তুমিও তাহাকে ভাল মনে করিবে। তাহার আত্মা তোমার অভিমান-বহ্নিতে ইন্ধন দিবে, এবং তুমিও তাহার অভিমানে উপযুক্ত ইন্ধন দান করিয়া, তদীয় সম্পর্ককে সম্মানকর বিবেচনায় আনন্দে স্ফীত হইবে। কিন্তু এরূপ ভালবাসা অকলঙ্ক হইলেও উচ্চতম শ্রেণীর নহে, এবং ইহাতে মনুষ্যের মন ইহলোকেই স্বর্গের পূর্ব্বস্বাদ প্রাপ্ত হয় না।

যথার্থ ভালবাসা এই সকল ক্ষুদ্রভাবের বহু ঊর্দ্ধে অবস্থান করে। উহাতে দয়ার আর্দ্রতা আছে, উপেক্ষা নাই; কামাদি সংযোজনী বৃত্তির প্রবল-বেগবত্তা আছে, আবিলতা নাই; কৃতজ্ঞতার নম্রতা আছে, নীরসতা নাই; এবং অন্যোন্যস্তাবকতার দান আছে, প্রতিগ্রহ নাই। ফলাফল বিবেচনা, ক্ষতিলাভ গণনা এবং ভূতভবিষ্যদ্ভাবনা উহার জ্যোতির্ম্ময় নির্ম্মল সান্নিধ্যে কখনও পঁহুছিতে পারে না। যে ভাল বাসে তাহার পক্ষে অদ্য আর কল্য কি? লাভ আর অলাভ কি? এবং সুখ দুঃখই বা কি? ভাল বাসিয়া কি কেহ কোন দিন

সুখী হইয়াছে? না, ভাল বাসিয়া কেহ কোন দিন প্রতিরোম-প্রসূত দুর্ব্বিষহদুঃখকেও দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে? যখন মহাত্মা ভবভূতি সীতাস্পর্শ-মুগ্ধ প্রেমবিহ্বল রামচন্দ্রের মুখে বলিয়াছেলেন যে, *—"এ আমার কি হইল, একি আমি সুখানুভব করিতেছি, না দুঃখে জর্জ্জরিত হইতেছি, একি আমি জাগরিত রহিয়াছি, না নিদ্রায় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি, একি আমার শরীরে বিষসঞ্চার হইতেছে, না মদধারা প্রবাহিত হইতেছে" তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ভালবাসা কি। যেমন মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলে প্রতিভাময়ী ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক চমক, তেমন মোহাচ্ছন্ন মনুষ্যমনে প্রীতির প্রাণগতরসস্বরূপ প্রকৃত ভালবাসার ক্ষণিক বিকাশ। উহা যাহার হৃদয়ে যতক্ষণ থাকে, সে অন্ততঃ ততক্ষণের জন্য দেবত্ব পায়, ততক্ষণ দিব্যচক্ষে দর্শন করে এবং জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ততক্ষণ আপনার ভাবে আপনি পরিপূর্ণ রহে।

লোকে ভালবাসাকে অনুরাগ বলে, আমি উহাকে বৈরাগ্য বলি। ভালবাসা অনুরাগে বৈরাগ্য, বৈরাগ্যে অনুরাগ। যে ভালবাসে সে নিষ্কাম, নিস্পৃহ, নিরিন্দ্রিয়। সে তৃপ্তির জন্য লালায়িত নহে, কারণ তাহার হৃদয়ে অনন্ত অতৃপ্তি। সে যাহা দেয়, তাহা পাইবার জন্য প্রত্যাশা করে না, এবং দিয়াও আপনি পরিতৃপ্ত হয় না। যদি তদীয় জীবনের বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত হইতে সেই সৃষ্টিবিপ্লাবক মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত ও সে ভালবাসিতে পারে, তথাপি তাহার আকাঙ্ক্ষা ফুরায় না। কি ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা! কি অচিন্তনীয় যাতনা! কে কুসুমদামসংস্থিত শিশিরবিন্দুর ন্যায় মনুষ্যের হৃদয়বিন্দুতে এই অনন্তের প্রতিমাকে প্রতিবিম্বিত করিয়া রাখিল? কে তাহাকে সেই দুর্নিরীক্ষ্য অলৌকিক জগতের আভামাত্র দেখাইয়া, হায়! এইরূপ উন্মাদিত করিল? প্রকৃতির মর্ম্মার্থদর্শী কবিগুরু সেক্সপীয়র, কবি, প্রেমিক, আর পাগল, এই তিনকে এক শ্রেণিতে নিবিষ্ট করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার কি কবিত্ব, কি প্রেমিকতা, আর কি প্রমত্তহৃদয়তাই প্রদর্শিত হইয়াছে! কবি প্রকৃতিকে ভালবাসে, প্রেমিক আপনার হৃদয়পুত্তলকে ভালবাসে, আর পাগল আপনার ভাবকে আপনি ভালবাসে। তিনিই ভালবাসার দাস। ইহাকে এইরূপ বলিলেও হয়, যে ভালবাসে সেই কবি, আর যে কবি সেই ভালবাসে; যে ভালবাসে সেই পাগল, আর যে পাগল সেই ভালবাসে। ভালবাসায় নিত্য যৌবন, নিত্য বসন্ত, নিত্য নূতনত্ব।

* বিনিশ্চেতুংশক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতিবা;
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমুমদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মমহি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ।

কবি না হইলে, আর পাগল হইতে না পারিলে, সেই মন্দাকিনীধৌত অমৃতনিকেতনে, প্রেমময়ী প্রকৃতির সেই নিভৃত কুঞ্জকাননে কে প্রবেশ করিতে পারে ?

সাধনায় সিদ্ধি আছে, এবং তপশ্চর্য্যারও মুক্তি আছে। ভালবাসা অতি দুঃসাধ্য সাধনা, অতি দুষ্কর তপশ্চর্য্যা; কিন্তু ইহাতে সিদ্ধি, মুক্তি, কিছুই নাই। স্রোতের জল সাগরে গিয়া বিরাম লাভ করে; যে ভালবাসে তাহার হৃদয়ের-স্রোত চিরকাল চলিতে থাকে, চিরকাল চলিতে থাকিবে, কোথাও গিয়া উহার বিরাম নাই। কেন যে, সে ভাল বাসে, স্বার্থের এই সূক্ষ্ম প্রশ্ন কখনও তাহার মনে উদিত হয় না; হইলেও তাহার দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর হয় না। যদি প্রশ্ন এবং উত্তর করিতেই সে সমর্থ হইবে, তবে আর তাহার ভালবাসা কিসে ? এবং সে ভালবাসিবেই কেন ?

তবে কি ভালবাসার কোন পুণ্য নাই ?—আছে। সে পুণ্য অতি মহামূল্য পদার্থ, দেবদুর্লভ রত্ন। যাহার ভাগ্যে তাহা ঘটে, সে তাহা ভোগ করে, অথচ জানিতে পায় না। জানিলে আর উহা তাহার ভোগে আসে না। ভালবাসার এক অসামান্য গৌরব এই যে, উহা মনুষ্যকে মহত্ত্ব প্রদান করে। পূর্ব্বেই ইহা বলিয়াছে যে, এ যজ্ঞের আহুতি স্বার্থ, ইহার দক্ষিণা মান। যে ভালবাসে তাহাকে অবশ্যই স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয়, নহিলে সে ভাল বাসিতে পারে না; এবং যে ক্রমে ক্রমে স্বার্থ ত্যাগ করিতে শিক্ষা করে, সে অবশ্যই মহত্ত্বলাভ করিয়া পূর্ণকাম হয়। মনুষ্যহৃদয়ের বিকাশের পথে যত প্রকার অন্তরায় আছে, স্বার্থচিন্তাই তাহার প্রধান। স্বার্থচিন্তা শীতের মত; উহা মনুষ্যকে একটুকু একটুকু করিয়া সংকুচিত করে, একটুকু একটুকু করিয়া কমাইয়া আনে, এবং কমাইতে কমাইতে, সংকুচিত করিতে করিতে তাহাকে অবসানে একেবারে প্রাণহীন, মনুষ্যত্বহীন জড়পিণ্ড করিয়া ফেলে। ভালবাসায় স্বর্গীয় বহ্নি তাহাকে কোন মতেই কমিতে দেয় না। উহা তাহার হৃদয়কে একটু একটু করিয়া বাড়াইতে থাকে, একটু একটু করিয়া প্রসারিত করে; এবং এইরূপ বাড়াইয়া, ও এইরূপ প্রসারিত করিয়া পরিণামে তাহার ঐ একই হৃদয়কে শত সহস্র হৃদয়ের আশ্রয়ক্ষেত্র এবং তৃপ্তিস্থল করিয়া তুলে। যে একজনকেও যথার্থ ভাল বাসিতে পারে, সে সমস্ত জগৎকেই ভাল বাসে। সমুদ্রের জল যখন পূর্ণ-পরিবাহে উথলিয়া উঠে, তখন নদ, নদী, হ্রদ ও সরোবর সর্ব্বত্রই তাহা প্রবাহিত হইয়া পড়ে। মনুষ্যের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠতর সম্পদ কি? ভাল না বাসিলে তুমি তোমার আপনার ক্ষুদ্রতাতে আপনি কোনমতে লুক্কায়িত হইয়া, যেন নাই এই ভাবে, অবস্থান করিবে,—কূর্ম্মশাবক যেমন শুণ্ড সংকোচন করিয়া আপনাতে আপনি প্রবিষ্ট হইয়া রহে, মনুষ্য জন্ম

লাভ করিয়া তুমিও সেইরূপ রহিবে। আর, যদি হৃদয়কে খুলিয়া দিয়া ভালবাসিতে পার, তবে সংসারে কত হৃদয়কেই না তুমি 'তোমার' করিয়া কিনিয়া রাখিবে, কত হৃদয়ের উপরই না তোমার হৃদয় ছড়াইয়া দিবে। ভালবাসার নাম 'মমতা'। তুমি যাহাকে ভালবাসিলে, সেই তোমার হইল;—যাহাকে যেক্ষণ হইতে যে পরিমাণে ভালবাসিলে, সেই সেইক্ষণ হইতে সেই পরিমাণে তোমার হইয়া রহিল। সে জানুক আর না জানুক, সে ইচ্ছা করুক আর না করুক, তাহাতে তোমার অধিকার পৌঁছিল। সে তোমায় ভাল বাসুক আর না বাসুক, তোমার মমতা, চন্দ্রমার লক্ষযোজন দুরস্থ স্নিগ্ধকৌমুদীর ন্যায়, দূরে থাকিয়াও তাহাতে গিয়া ছাইয়া পড়িল। যদি তাহাকে ইহ জন্মেও দেখিতে না পাও, তথাপি তোমার হৃদয়, দেশ ও কালের আবরণ ভেদ করিয়া, তাহার হৃদয়ে গিয়া স্পৃষ্ট হইবে; এবং সে যেখানে যে অবস্থায় অবস্থিত থাকুক, তোমাকে তাহাতে লইয়া যাইবে।

ভালবাসার আর এক গৌরব এই, উহা মনুষ্যকে পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণবিকশিত করে। যে ভালবাসে না, তাহাতে পুরুষ আছে, প্রকৃতি নাই; সে অর্দ্ধাঙ্গ, অর্দ্ধবিকশিত। যে ভালবাসে, তাহাতে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই বিরাজ করে; সে পূর্ণাঙ্গ, পূর্ণবিকশিত। হে অভিমানগুম্ফিত পাষাণচিত্ত পুরুষসিংহ! হে বাহুবলদৃপ্ত দৃক্‌পাতশূন্য বীরবর! হে জ্ঞানমাত্রপরায়ণ গ্রন্থার্ণবমগ্ন ধীর! তুমি নানাবিধ পৌরব গুণে যেমন উচ্চশ্রেণীর মহাপুরুষই কেন হও না, আপনার অধ্যাত্মবলের উপর যত কেন নির্ভর কর না, যদি তুমি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন 'মনুষ্য' হইতে অভিলাষী হও, যদি তুমি 'সুন্দর' হইতে ইচ্ছা কর, তবে ভালবাস;—আপনাকে পরের করিয়া পরমুখপ্রেক্ষিণী অবলার মত ভালবাস। যে ভালবাসায় অবলা নহে, সে ধ্যান, ধারণা, আরাধনার কিছুই জানে না। তাহার জীবন উপাসনাশূন্য; সে নাস্তিক। পৌত্তলিকতা আর কি? ভালবাসাই পৌত্তলিকতা। যে ভালবাসে, ঘোর পৌত্তলিকও তাহা অপেক্ষা অধিকতর পৌত্তলিক নয়। কিন্তু যে হৃদয়ে এই পৌত্তলিকতা নাই, সেখানে সর্ব্বদাই অমাবস্যার আতঙ্কজনক গভীর অন্ধকার।

সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। মনিমালিনী নাটক। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।—আমরা এখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। ইহার কোন কোন অংশ এমন উদ্দীপক ও উপাদেয় হইয়াছে যে, অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাটকেও তাদৃশস্থল অল্প দেখা যায়। কারাবরুদ্ধ বীর-

ভূষণের মনিমালিনীর প্রতি আক্ষেপোক্তি, এবং জনকের অনুপায় মনিমালিনীর দুর্ব্বিষহ পরিতাপ, ইত্যাদি কতিপয় স্থান করুণরসে আতটপূর্ণ; পাঠ করিবার সময়ে কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারে না।

বিদূষক-বর্ণনায় অনেকেই নূতনত্বের অভাবে নিন্দনীয় হন। হরিমোহন বাবুর বিদূষকও নিতান্ত মন্দ হয় নাই। কিন্তু তাঁহার কালিন্দী ও প্রতাপে এবং আরও কএকটি চিত্রে স্পষ্টতঃই অন্যদীয় ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। যদি মনিমালিনীর আক্ষেপোক্তি গুলি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত হইত, এবং যদি পাপীয়সী কালিন্দী মৃত্যুসময়ে বীরভূষণকে মুহূর্ত্তের তরেও দেখিতে পাইত, তাহা হইলে নাটকখানি অধিকতর প্রীতিপ্রদ হইত। এসমস্ত দোষসত্বেও মনিমালিনী আমাদিগের বিবেচনায় আদরযোগ্য।

২। গৌড়েশ্বর নাটক। শ্রীরমেশচন্দ্র লাহীড়ি কর্ত্তৃক প্রণীত।—এই নাটকখানির উপন্যাস-অংশে মনোহারিতা নাই, কথাযোজনায়ও চাতুরী নাই, কিন্তু ইহাতে অতি প্রশংসার্হ কবিত্ব আছে। ইহার স্থানে স্থানে কতকগুলি সুন্দর ফুল ছড়ান অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে; গ্রন্থকার তাহা যত্ন করিয়া গ্রন্থন করিলেই তাহাতে ভারতীর কণ্ঠভূষণযোগ্য উৎকৃষ্ট এক ছড়া মালা হইত। কামিনীর কোমলহৃদয় স্নেহের অমৃত হইতে কিরূপে ক্রমে ক্রমে হিংসার গরলে পরিণত হয়, তাহা তিনি দেখাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; কিন্তু নাটকের উপসংহার ভাগে যাহাকে পথে পাইয়াছেন, তাহাকেই মারিয়া ফেলিয়া রসরক্ষা বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

৩। ধর্ম্মবিজয় নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। আজ কাল নাটকলেখকগণের সংস্কার এই যে, নাটকে যদি নবীন নবীনার পরস্পর অনুরাগ, বিরহ ও মিলন প্রসঙ্গ না থাকিল, নাটক অঙ্গহীন ও নীরস হইল। এই বিবেচনায় সকলেই প্রণয়ের এক একটি চিত্র প্রদান করেন। তর্করত্ন মহাশয় সে শ্রেণীর লোক নন। তিনি জানেন যে ভালবাসা মানবজীবনের প্রধান অবলম্বন বলিয়া যদিও কাব্য নাটকাদিরও প্রধান আশ্রয়, তথাপি পূর্ব্বরাগ, বা নবানুরাগ বর্ণনা না করিলেও নাটক অঙ্গহীন হয় না। ভুবনবিখ্যাত সেক্সপিয়রকৃত ম্যাকবেথ্ ও জুলিয়স-সিজর প্রণয় বর্ণনা না করিয়াও পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক মধ্যে গণ্য।

ধর্ম্মবিজয় নাটকের উপাখ্যানটি সকলেরই জানা আছে। কিন্তু সেই উপাখ্যানটিকে সরলভাষায় সুন্দর করিয়া লিখা, এবং স্থলভেদে বর্ণের তারতম্য করিয়া গ্রন্থখানি চিত্রবিচিত্র ও হৃদয়গ্রাহী করা লেখকের প্রশংসার কথা। রাজা হরিশ্চন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া আর একজন খ্যাতনামা নাটকলেখকও একখানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। দুইখানিই করুণরস-বর্ণনায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে।

বিদূষকের নাটকে উপস্থিত না হওয়াই উচিত ছিল। তাঁহার গুণের মধ্যে এই,তিনি প্রাচীন বিদূষকদিগের ন্যায় একজন পেটুক পঞ্চানন। বিদূষক সকল একরূপ হওয়ায় এখন আর বিদূষক ভাল লাগে না।

৪। শৈলনন্দিনী নাটক। শ্রীরায় ভূপেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত। গ্রন্থকার কুমারসম্ভব কাব্যের প্রথম সাতসর্গ অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন; সুতরাং ইহার কল্পনায় যেখানে যাহা কিছু মাধুর্য্য আছে, তাহা কালিদাসের; এবং কি কল্পনা কি বৃত্তান্তবিন্যাসে যেখানে যাহা কিছু অপ্রীতিকর হইয়াছে, তাহা গ্রন্থকারের। কালিদাস প্রভৃতি অলৌকিক কবিত্বসম্পন্ন প্রতিভাম্বিত পুরুষদিগের পদানুসরণ করিতে যাওয়া সুপরামর্শ নহে। তাঁহারা অবলীলায় যেখানে গিয়া উড্ডীন হন, অন্যের দৃষ্টিশক্তিও সেখানে পঁহুচিতে সমর্থ হয় না। এই শৈলনন্দিনী নাটকেই ইহার নিদর্শন দেখিতে পার। কোথায় কালিদাসের লীলাতরঙ্গময়ী প্রেমবিহ্বলা গিরিরাজবালা, আর কোথায় এই বঙ্গীয় বাসরগৃহ-বিলাসিনী প্রমোদরঙ্গিনী শৈলনন্দিনী। কোথায় কালিদাস-বর্ণিত মদনদাহ ও রতিবিলাপের সেই ভয়ঙ্কর রৌদ্রভাব ও রসপূর্ণতা, আর কোথায় এই কাম-পলায়ন ও রতির আধ তরল, আধ গম্ভীর, আধ অস্ফুট, আধ অমায়িক অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি! গ্রন্থের ভাষা সরল, ও সরস। গ্রন্থকার কালিদাসের কাপি করিতে না যাইয়া নূতন কিছু লিখিতে যত্ন করিলে অনেক নাটক লেখক অপেক্ষা অধিকতর যশস্বী হইতেন।

৫। অপূর্ব্ব সহবাস; ঐতিহাসিক উপন্যাস। গ্রন্থকার রাজস্থানের ইতিহাস আশ্রয় করিয়া এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গালির নিকট রাজস্থানের ইতিহাসই উপন্যাস। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই,বাঙ্গালি লেখকদিগের দুর্ব্বল তুলিকায় রাজপুত বীরদিগের প্রকৃতচরিত্র সুচারু চিত্রিত হয় না। গ্রন্থকার বাঙ্গালি; তাঁহাকে এবিষয়ে আমরা আর কি নিন্দা করিব? কিন্তু বীররসের জন্য প্রশংসা না কর, স্থলবিশেষে তাঁহার করুণরস-বর্ণনাকে অবশ্যই ভাল বলিতে হইবে। চতুর্থপরিচ্ছেদের পঞ্চমস্তবক প্রস্তরতুল্য হৃদয়কেও আর্দ্র করে। রাজপুত কুলবধূ রাজরাণী পুত্রের নিকট বিদায় লইতেছেন,পুত্রকে কর্ত্তব্যপথে উপদেশ দিয়া অগ্নি প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছেন, প্রণয়ী প্রণয়িনী হইতে, ভগ্নী ভ্রাতা হইতে জন্মেরমত বিদায় চাহিতেছেন, চিতোর ছারখার হইয়া যাইতেছে, পুস্তকের এই অংশ একান্ত প্রশংসনীয়।

লেখক উপন্যাসরচনায় বিশেষ কৌশল প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, স্থানে স্থানে সাজাইতে গিয়া ইতিহাস উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। যে বিষয়ের ইতিহাস আছে, কবির তাহার বিপরীত কল্পনা করিবার ক্ষমতা নাই। রাণা উদয়সিংহকে বীরপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা ইতিহাসবিরুদ্ধ, এবং ন্যায়তঃ

যারপরনাই অসঙ্গত। উদয় নিতান্ত রাজপুতস্বভাব বহির্ভূত ছিলেন। তিনি ভীরু, তিনি দুরাচার; বাঙ্গালির মত বধূর অঞ্চলই তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিল। কথিত আছে, চিতোরের প্রথম আক্রমণ তাঁহার কোন এক উপপত্নীর সমরনৈপুণ্যে বিফল হয়।

রাণা স্বয়ং পলায়ন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু রাজপুত সৈনিকগণ গ্রন্থকারের বর্ণনানুরূপ ভীরুস্বভাব ছিল না। যতদিন জগতে চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, তত দিন জয়মাল ও পুত্তের শৌর্য্য কেহই বিস্মৃত হইবে না। আকবর স্বহস্তে তাঁহাদের জীবনী লিখিয়া ও মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পুত্ত-জননী তনয়কে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়া পুত্রবধূ ও কন্যা লইয়া যে অপরিসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং যুদ্ধের অবসানে স্বয়ং যে ভাবে নিহত হইয়াছিলেন, রাজপুতগণ এখনও তদ্বিষয়ক গান গাইয়া থাকে, এবং কর্ণেল টড্ ও তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। লেখক তাঁহার স্বাভাবিক সরসভাষায় সেই সমস্ত প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিলেই উপন্যাস লেখা অপেক্ষা অধিক প্রশংসা পাইতেন।

৬। পদ্য-পদ্ম-মালিকা, প্রথমখণ্ড। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যান্ত বিরচিত।—গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, "সুকুমার মতি বালকবৃন্দের শিক্ষার বিধায় এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রচারিত হইল"। যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার যত্ন বিফল হইয়াছে। এদেশে কোন কোন স্থলে পুত্রের অন্নারম্ভ কি বিবাহ-উৎসবে "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" এইরূপ গান গীত হইয়া থাকে। বিদ্যান্ত মহাশয়ও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি "সুকুমারমতি বালকশিক্ষার" জন্য লিখিয়াছেন।

"বল, যবে তব পালঙ্ক সুন্দর
না পাইবে তব শয়নের তরে,
কেমনে শুইবে চিতার উপর,—
হারা'য়ে চেতন চির নিদ্রা করে?
"সার্দ্ধ তিন হস্ত পরিমিত ভূমি,
ব্যাপিয়া রহিবে তব চারুকায়,
"বিচিত্র পর্য্যঙ্ক পাবে কোথা তুমি
তখন ধনিন, শুইতে হে যায়?"

'এবম্ভূতা ব্যাদিতবদনা ভস্মাচ্ছাদিতা' কবিতায় 'সুকুমারমতি বালকবৃন্দ' কি শিক্ষা লাভ করিবে, তাহা ভগবান্ জানেন। আমাদিগের বিবেচনায় বালক শিক্ষার জন্য কবিতা লিখিতে হইলে, ৺ মদন মোহন তর্কালঙ্কার, বাবু মনোমোহন বসু, এবং বাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুগামী হইলেই অভীষ্টসিদ্ধির অধিকতর সম্ভাবনা।

৭। ভারতমিহির। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র; মৈমনসিংহ হইতে সম্পাদিত। এই পত্রিকাখানি মৈমনসিংহের বিশেষ গৌরবের কারণ হইয়াছে। ইহার লেখা যেমন সুন্দর, তেমন সারগর্ভ। আমরা ভরসা করি ইহা এদেশের ভদ্রসমাজে অতিশীঘ্র প্রতিষ্ঠালাভ করিবে।

নিশীথ চিন্তা।

"গভীর নিশীথে কেন জাগিলিরে মন?
কেন এত ব্যাকুলিত এত উচাটন?"

প্রিয় পাঠক! তুমি কখনও রাত্রি জাগিয়াছ?—দিনমণির অস্তগমন হইতে দিনমণির পুনরুদয় পর্য্যন্ত সেই যে এক দৃশ্য,—অন্ধকারও নয়, আলোকও নয়, অথচ অন্ধকার এবং আলোকের মিশ্রণজনিত সেই যে এক অনির্ব্বচনীয় আভা তাহা কখনও আনুপূর্ব্বিক প্রত্যক্ষ করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক, তবে কিছুই কর নাই; প্রকৃতির এই মায়াকাননে যাহা দেখিবার আছে, তাহা দেখ নাই; যাহা শুনিবার আছে, তাহাও শুনিতে পাও নাই।

দিবসেও এই পৃথিবী, এবং রাত্রিতেও এই পৃথিবী; এই অর্দ্রি,এই উদ্যান,এই সরোবর,এই নগর,এই গ্রাম,এইপ্রান্তর,সমস্তই এই। কিন্তু দিবারাত্রি সমান নহে। দিবসের পৃথিবী মনুষ্যের। রাত্রির পৃথিবী কাহার তাহা জানি না; অন্ততঃ মনুষ্যের নহে, একথার আর সংশয় নাই। দিবসে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সূর্য্যের খরজ্যোতিঃ, বিষয়, বাণিজ্য, ক্রয়, বিক্রয়, আঘাত, প্রতিঘাত, নিয়ত-ঘূর্ণমান সংসারচক্রের শ্রুতিকঠোর ঘর্ঘর-রব এবং লোকালয়ের হলহলা। রাত্রিতে জগতীর নিদ্রা আর নিস্তব্ধতা, এবং নিস্তব্ধতা আর নিদ্রা। যখন মনুষ্যনিবাসের আলোকমালা একটি একটি করিয়া নির্ব্বাণ হইয়া যায় এবং আকাশমণ্ডলের আলোকমালা একটি একটি করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, যখন অদূরে গৃহস্থাশ্রমের কুক্কুর-শব্দ এবং দূরে তরুকোটরস্থ বিহঙ্গকণ্ঠ ভিন্ন, সকল প্রকার শব্দই একবারে স্তম্ভিত হয়, যখন স্বকীয় পদধ্বনিও পশ্চাদ্বর্ত্তী দেবতা কি অপদেবতার পদধ্বনি বলিয়া ভয় ও ভ্রান্তি জন্মায় এবং আপনার ছায়াদর্শনও আপনাকে কণ্টকিত করিয়া তুলে, যে তখন জাগিয়া দেখিয়াছে এবং দেখিয়া হৃদয়কেও জাগাইতে পারিয়াছে, তাহাকে সুখী বলিব, না দুঃখী বলিব, বলিতে পারি না। তাহার অন্তরের কথা সে আপনিই তখন বুঝিতে পারে না, অন্যে আর কি বুঝিবে? তাহার চিন্তাসমুদ্র সে সময়ে যেরূপ তরঙ্গতাড়নে আকুলিত হয়, বুদ্ধিই তাহার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারে না, ভাষা তাহা কিরূপে প্রকাশ করিবে? তখন মনে স্বভাবতঃই এই জিজ্ঞাসা হয় যে,—এই কি দেখিতেছি? কি হইল? বিশ্বের অনন্তকোটি জীব এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই কোথায় গেল? কে আসিয়া কোথা হইতে কি কুহক বিস্তার ক-

রিল, কি মোহমন্ত্র উচ্চারণ করিল, আর সমস্ত জগৎ কেন এইরূপ ঢলিয়া পড়িল? রাত্রি কি?

একবার ভাবি, রাত্রিই জগদাবরণভূতা জগদ্ধাত্রীরূপিণী বিশ্বজননী। শুনিয়াছি, পুরাতন বৈদিক মহর্ষিগণও এইরূপেই উঁহার বন্দনা করিয়াছেন *। যেমন স্তনন্ধয় শিশু সন্ধ্যার সমাগম হইলেই প্রসূতীর ক্রোড়ে লুক্কায়িত হয়, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রাণিবর্গও সেইরূপ দিবালোকের অদর্শন হইলেই রাত্রির স্নেহরসপূর্ণ অনন্তক্রোড়ে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। মেদিনী তখন কি আনন্দের অব্যক্ত মধুরনাদেই না নিনাদিত হয়! ব্যবসায়ী সহাস্যবদনে ব্যবসায়কার্য্য স্থগিত রাখে; কৃষক, সমস্তদিবসের পরিশ্রমের পর, পশুপাল সঙ্গে লইয়া, মনের সুখে গাইতে গাইতে, গৃহাভিমুখে প্রধাবিত হয়; বিটপীর কলকল কোলাহলে দশদিগ বাজিয়া উঠে; পার্থিব ক্রিয়াকর্ম্মের প্রবলপ্রবাহ নিরুদ্ধ হইয়া আসে; দেখিতে দেখিতেই সকল একাকার হইয়া যায়, এবং যেখানে যে আছে, সকলেই সেই এক শয্যার শয়ন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করে। কি অপরূপ মোহ! কি আশ্চর্য্য করুণা! রাজা, প্রজা, দাতা, গৃহীতা, অপকারী, অপকৃত, নিন্দুক, নিন্দিত, পূজ্য, পূজক, ভক্ষ্য, ভক্ষক, কেহই সেই সুখশয্যায় বঞ্চিত হয় না। তাপহারিণী, দুঃখবারিণী, করুণাময়ী জননী, সকলকেই সমান আদরে বুকে লইয়া সকলের দুঃখ তাপ বিদূরিত করেন। যে দিনান্তে মুষ্টিভিক্ষাও আহরণ করিতে পারে নাই, তাহাকেও ক্রোড়ে লন, এবং যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিস্বামী হইয়াও সমস্ত দিবসে একমুষ্টি তণ্ডুল তুলিয়া ভিখারীকে দিতে সমর্থ হয় নাই, তাহাকেও আশ্রয় দান করেন। রাত্রি জননী না ত কি? মাতার ক্রোড় বিনা, এমন শীতল, এমন কোমল, এমন শান্তির শয্যা ত্রিভুবনে আর কোথায় সম্ভবে?

আবার ভাবি, ইহা নহে, ইহা নহে, কখনও এমন হইতে পারে না। রাত্রিতে কে কবে শান্তি পাইয়াছে? কে কোথায় শীতল হইয়াছে? প্রতপ্ত লৌহকটাহ যদি মনুষ্যের পক্ষে শান্তির স্থান না হয়, তবে রাত্রির জ্বলন্ত কণ্টকময় ক্রোড় দে-

* আরাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতুরপ্রায়ি ধামভিঃ।
দিবঃ সদাংসি বৃহতী বিতিষ্ঠসে ত্বেষাং বর্ত্ততে তমঃ।
যে তে রাত্রি নৃচাক্ষসো যুক্তাসো নবতির্নব।
অশীতিঃসন্ত্বষ্টা উতোতে সপ্তসপ্ততীঃ॥
রাত্রিংপ্রপদ্যে জননীং সর্ব্বভূতনিবেশনীং।
ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো-নিশাং॥
সংবেশনীং সংযমনীং গ্রহনক্ষত্রমালিনীং।
প্রপন্নোহহং শিবাং রাত্রিং ভদ্রে পারমশীমহি॥
(ঋগ্বেদসংহিতা)

শও তাহার জন্য শান্তির স্থান নহে। মনুষ্য, মনের যে সকল দুঃখ, যে সকল বেদনা, যে সকল দুর্ভাবনা, মনের মধ্যে অতি যত্নে লুকাইয়া রাখে, এবং বহু চেষ্টায় ভুলিয়া থাকে, রাত্রি গভীরা হইলে, সে সকল আপনা হইতে জাগিয়া উঠে, এবং বিষদন্ত ভুজঙ্গীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ দংশন করিয়া হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত ও দগ্ধ করিয়া ফেলে।

পাপাত্মাকে দিবসের প্রমত্ত প্রবৃত্তি-চালনা এবং মোহমায়ায় ভুলাইয়া রাখিতে পারে। রাত্রিতে তাহাকে কে রক্ষা করিবে? ওই দেখ! ম্যাকবেথ কমলদল-সদৃশ সুকোমল রাজশয্যায় শয়ন করিয়াও নিদ্রার স্পর্শ সুখ অনুভব করিতে পারিতেছে না। তাহার তাপিত শরীর ছিন্ন-মস্তক ছাগদেহের ন্যায় একবার পূর্ব্বে একবার পশ্চিমে, একবার উত্তরে একবার দক্ষিণে এইরূপ করিয়া শয্যার চতুর্দ্দিকে বিলুণ্ঠিত হইতেছে আর ছট্‌ফট্ করিতেছে, মূর্চ্ছাও ক্ষণকালের তরে তাহার সহায় হইতেছে না। ওই দেখ! রাজ-কুলকলঙ্ক দুর্ব্বৃত্ত রিচার্ড, যুবতীর নবনীতনিন্দি বাহুলতিকায় পরিবেষ্টিত হইয়াও নিমেষের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া রহিতে পারিতেছে না। সে যেই চক্ষু বুজিতেছে, আর কে যেন তাহার চক্ষে দগ্ধ শলাকা বিন্ধাইয়া দিয়া তাহাকে শত প্রকার বিভীষিকা দেখাইতেছে; এবং শত শত রুধিরাক্ত খড়্গ সহসা তাহার মানস নেত্রের সন্নিধানে বিলম্বিত হইয়া তাহাকে এই ভূতভয়গ্রস্ত শিশুর ন্যায় বিকম্পিত করিতেছে, এই তৃষ্ণায় আকুল করিয়া চীৎকার করাইতেছে। হায়! এমন যে অসহ্য ও অপরিহার্য্য যন্ত্রণা ইহাই কি মানব জাতির সুখ শয্যা? নরক আর তবে কাহাকে বলে?

শোক-সন্তপ্ত এবং বিরহ-বিধুরের পক্ষেও রাত্রি এইরূপ জ্বালাময়ী ও ভয়ঙ্করী। যাহার হৃদয় শোকদাহনে দগ্ধ হইয়াছে, কি প্রিয়-বিচ্ছেদ-বিষে জর্জ্জরিত হইতেছে, সে দিবসে কোন প্রকারে আপনাকে পাসরিয়া থাকিতে পারে, এবং একথায়, ওকথায় অন্তরের নিগূঢ় কথা বিস্মৃত হইতে পারে। কিন্তু রাত্রির নিঃশব্দ মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ের আগুন যখন দ্বিগুণিত বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, কে তখন তাহা নিবারণ করে? অনেকেই জ্যোৎস্না-ধৌত ধবল-যামিনীকে সুখ-যামিনী বলেন এবং অন্ধকারময়ী অমাবস্যাকে দুঃখের দীর্ঘ যামিনী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। যাঁহারা এইরূপ প্রভেদ দেখেন, তাঁহারা সুখী। দুঃখীর পক্ষে জ্যোৎস্না এবং অন্ধকার এক, পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা অভিন্ন পদার্থ; উভয়ই আশাশূন্য, আশ্বাসশূন্য, বিষাদপূর্ণ, তাপপ্রদ। যেখানে চন্দ্রমার অমল জ্যোতিঃ তটিনীর সৈকতবক্ষে নিপতিত হইয়া নিদ্রিতবৎ প্রতীয়মান হইয়াছে, অথবা লতাকুঞ্জে শ্যামল পত্রাবলীর অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বিলাসভঙ্গি দেখাইয়াছে, তাদৃশ স্থানও দেখিয়াছি; এবং যেখানে তমিস্রা নিশা, তরু লতা, বন উপবন, গিরি,

গুহা এবং জল স্থল সমুদয় বিশ্ব এক আবরণে আবৃত করিয়া সেই এক রোমহর্ষণ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিয়াছে, সে স্থানও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাহার হৃদয়ের মর্ম্ম স্থান হইতে সতত হাহাকার-ধ্বনি অস্থি পঞ্জর ভাঙ্গিয়া বাহির হইতেছে, তাহার পক্ষে ইহাও যেমন, উহাও তেমন। তাহাকে না জ্যোৎস্নাই স্নিগ্ধ করে, না অন্ধকারই আবরিয়া রাখে।

রাত্রিকে তাপসেরা তপস্বিনী বলিয়াছেন। একথাও নিতান্ত অলীক বোধ হয় না। যেমন দয়ার্দ্রহৃদয়া কুলকামিনীর সুধাময়সান্নিধ্যে অতিপাষাণ প্রাণও দয়ায় দ্রবীভূত হইয়া যায়; সেইরূপ তপঃপরায়ণ মহাত্মাদিগের পবিত্র সংস্পর্শে নিতান্ত ভোগরত চিত্তও, মুহূর্ত্তের জন্য ভোগবিমুখ হইয়া, তপস্যায় অভিনিবিষ্ট হয়। রাত্রিতে এইরূপ ঘটে। যিনি শবারূঢ় হইয়া ভৈরবী মূর্ত্তির ভজনা করেন রাত্রিই তাঁহার কাল, এবং যিনি স্বভাবের সৌন্দর্য্যসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্যস্বরূপ সেই অতীন্দ্রিয় সুন্দরের আরাধনা করেন, রাত্রিই তাঁহার উপযুক্ত সময়। দিবসে যে যত ইচ্ছা তত নাস্তিক থাকুক, রাত্রিতে সকলেই তপস্বী। রাত্রিতে অচেতন পদার্থও তপোনিবিষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়। পর্ব্বত তপস্যা করে, পাদপ তপস্যা করে, পাদপ প্রান্তবর্ত্তিনী বাতচুম্বিতা ব্রততীও তখন স্বকীয় ইষ্টদেবতার তপস্যা করে। মনুষ্যের হৃদয় তখন এমন এক দুর্ব্বিষহ ও অলৌকিক ভাবে অভিভূত হইয়া পড়ে যে, উহা আর নিরালম্ব থাকিতে ভালবাসে না; নিরালম্ব থাকিতে সমর্থ হয় না। তখন মনে লয় যেন প্রকৃতির প্রাণরূপিণী দেবী ভুবনমোহিনী, দিবসের উপদ্রব ও কলরবের পর একটু প্রশান্ত, সময় পাইয়া, দেবাদিদেব পরমপুরুষের তপস্যার জন্য ভূতলে আসিয়া যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন; এবং পাছে তাঁহার ধ্যান-ভঙ্গ হয়, পাছে তাঁহার একাগ্রতার বিঘ্ন জন্মে এই ভয়ে সমস্ত বিশ্ব সুদূরে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বায়ু যে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাও যেন ধীরে ধীরে; স্রোতস্বিনী যে কুলু কুলু ধ্বনিতে চলিয়া যাইতেছে তাহাও যেন ভয়ে ভয়ে; এবং জীবমণ্ডলী যে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেছে, তাহাও যেন সসঙ্কোচে। এমন প্রগাঢ় তপস্যা কে দেখিয়াছে?—এবং দেবীর সেই তপস্বিনীর বেশ যে একবার নয়ন ভরিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছে, সে ই বা কোন্ আপনাতে আর আপনি রহিতে পারিয়াছে?

অতিপ্রাচীন কাল হইতেই এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, ডাকিনী, শাঁখিনী এবং প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস, কবন্ধ প্রভৃতি নিশাচর ভূতযোনিরা নভোমণ্ডলে অলক্ষিতভাবে বিচরণ করে; এবং যেখানেই যজ্ঞ কি তপস্যার অনুষ্ঠান দেখে, সেখানেই নানাবিধ ভীষণ ও বীভৎস আচরণ করিয়া আরব্ধ কার্য্যে উৎপাত জন্মাইতে যত্ন-

শীল রহে। একথা কি সত্য? মেদিনী অদ্য পর্য্যন্ত যত যত পাপে কলুষিত হইয়াছেন, যত প্রকার গর্হিত দুষ্কৃতির ভার বহন করিয়া আসিতেছেন, তাহার অধিকাংশই রাত্রিযোগে সংসাধিত হয় কেন? ইহা ভগবতী নিশীথিনীরই তপস্যার ব্যাঘাত জন্মাইবার জন্য?—না,ইহার অন্য কোন কারণ আছে? শার্দ্দূল দিবসে স্বকীয় নিভৃত নিবাসে কোন প্রকারে লুকাইয়া থাকে; যেই রাত্রি দেখে, অমনি মেষের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়ে। দস্যু প্রভৃতি অধিকতর নিষ্ঠুর নর-শার্দ্দূলেরাও দিবাভাগে পেচকের মত কোন এক বিবরে অবস্থিত থাকে, এবং যেই রাত্রির অন্ধকার অবলোকন করিতে পায়, অমনি সেই অন্ধকারে নিজ নিজ অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া স্বজাতির শোণিত পানের জন্য ইতস্ততঃ পাদচারণা করে। প্রসূতী যদি কলঙ্কের পঙ্ক প্রক্ষালনের অভিলাষে ক্রোড়স্থ শিশুর বিশ্বাসবিমুগ্ধ সহাস্য বদনে স্তন্য দান না করিয়া সদ্যঃপ্রাণহর গরল তুলিয়া দেক, সে কখন? না, রাত্রিতে। এবং পুত্র যদি অর্থলালসার চরিতার্থতার জন্য পিতৃহত্যায় হস্তোত্তলন করে,হায়! তাহাও রাত্রিতে।

রাত্রি যখন অতি গভীর হয়, এবং সংসার সেই গভীরতায় বিমোহিত হইয়া ঝাঁ ঝাঁ করিতে থাকে, তখন যেন কেমন এক অশ্রুতপূর্ব্ব, অমানুষবোধ্য, ঔদাস্যময় বিলাপধ্বনি শ্রবণ করি। সে নিনাদ কোথা হইতে আইসে, কোথায় গিয়া বিলীন হয়, তাহা বুদ্ধির অগম্য। উহা কখনও মৃদু, কখনও স্ফীত, কখনও করুণ, কখনও ভয়ানক। শ্রুতি মাত্রই সমস্ত মনোবৃত্তি একবারে উহাতে মিশিয়া যায়, এবং হৃদয় এক এক বার অবসন্ন হইয়া পড়ে, এক এক বার উন্মাদিত হইয়া উঠে। চিত্তে তখন কতই যে কি লয় তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। কখনও মনে করি যে, ঐ যে ঊর্দ্ধে প্রকৃতির অযুত নেত্রস্বরূপ অসংখ্য তারকা পৃথিবীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, উহারাই বুঝি মনুষ্যনিবাসে কিছু কি দেখিতে পাইয়াছে এবং দেখিয়া বিলাপ করিতেছে; কখনও আবার এইরূপ চিন্তা করি যে, যাঁহারা অকালে লোকলীলা সংবরণ করিয়া এইক্ষণ অদৃশ্য দেবতা হইয়াছেন, তাঁহারাই বুঝি স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবাদির সেই পুরাতন ভালবাসা এবং বর্ত্তমান বিস্মৃতির তুলনা করিয়া দুঃখ জানাইতেছেন; অথবা পৃথ্বীবাসী প্রিয় জনদিগের পাপাচরণ কি ভাবিবিপদ দর্শনে বিষণ্ণ হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। যাহার প্রাণ লৌহ হইতেও কঠিন, ঐ অপার্থিব বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করিলে, তাহারও শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠে, এবং সেও ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনার চিরারাধ্য প্রেমাস্পদদিগকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে স্মৃতিমন্দিরে বিলোকন করে।

(উদাসীন।)

প্রেমোন্মাদিনী।

বুঝিয়াছি—
কেন রবি শশী তারা নিত্য নীলিমায়
পুরবে ফুটিয়া পুনঃ পশ্চিমে মিশায়,
বুঝি চন্দ্রোদয়ে কেন,
জলধি উছলে হেন,
বুঝিয়াছি নীলাকাশে বেড়িয়া ধরায়
কেন রবি শশী তারা ভাসিয়া বেড়ায়।

২

বুঝিয়াছি—
কেমনে পল্লবে তরু, বিকাশে প্রসূন,
বুঝিয়াছি কোন মতে অঙ্কুরে কুসুম,
বুঝিয়াছি কি কৌশলে
সময়ে অঙ্কুর ফলে,
অনন্ত জলধি-তল, অনন্ত গগন,
বুঝিয়াছি,—বুঝি নাই আপনার মন।

৩

বুঝি নাই,—
যেই প্রেম বিরাজিছে অন্তরে অন্তরে
হৃদয়-শোণিত সহ হৃদয়ে সঞ্চরে,
আদি নাই, অন্ত নাই,
বিরাম বিশ্রাম নাই,
মানবহৃদয় গঙ্গা, সুধা-প্রবাহিণী
শান্তভাবে, বিলোড়নে বিশ্ব-বিপ্লাবিনী।

৪

বুঝি নাই—
জগতের মোহ মন্ত্র সে প্রেম কেমন,
কোথায় অঙ্কুরে কিসে বিকাশে কখন
কিসে নিভে, কিসে জ্বলে,
কিসে সুধা বিষ ফলে,
কেন উগ্রচণ্ডা?—বধে, পরের জীবন;
কেন দয়াময়ী?—সাধে আত্মবিনাশন।

৫

বুঝিব কি?—
একদা নিশীথে আমি দাঁড়ায়ে নির্জ্জনে
চেয়ে আছি অন্যমনে আকাশের পানে,
অমাবস্যা অন্ধকার,
ঝিল্লিরবে বসুধার
করিতেছে নিদ্রাবেশ, পাইয়া নির্জ্জন
প্রকৃতি দেখিছে খুলি নক্ষত্ররতন।

৬

দেখি নাই,—
সে নিশীথে আমি সেই রত্নরাশি পানে,
ছিলাম না শ্যামাঙ্গিনী নিশীথিনী ধ্যানে,
যেই রত্ন সুরলভ,
রত্নাকর পরাভব,
ভাবিতেছিলাম যাহা চিত্রিত আকার,
নক্ষত্র হতেও তাহা দুর্ল্লভ আমার।

৭

ভাবিতেছি—
কি ভাবনা? কেন ভাবি? কাহার কারণ?
দেখি নাই যারে, তার ভাবনা কেমন?
যেমন সাধকবর,
পাইতে অভীষ্ট বর,

ভাবে বরদার রূপ, অদৃশ্য মূরতি,
ভাবিতেছিলাম বুঝি আমিও তেমতি।

৮

ভাবিতেছি—
মানস শ্মশানে বসি কল্পনা তাপসী
করিতেছে মহাধ্যান; শঙ্কা পাপিয়সী
অপদেবতার মত,
বিভীষিকা কত শত,
করিতেছে প্রদর্শন; আশ্বাস প্রদান
কেবল করিছে আশা, তপস্যার প্রাণ।

৯

ভাবিতেছি—
আর না, ভাবনাস্রোত বহিল উজানি;
দেখিলাম, দেখিব কি আর? দেখিলাম
অন্ধকার ভাগ করি,
কসিত সুবর্ণ তরি,
রূপের তরঙ্গ তুলি আসিছে ভাসিয়া,
শীতরশ্মি উল্কালতা আসিছে ছুটিয়া।

১০

মুক্তকেশ,
অন্ধকারে অন্ধকার, কটি বিলম্বিত,—
চিকুর প্রপাত; কৃষ্ণ, ঘন, রাশীকৃত;
সেই চিকুরের গায়ে,
সেই স্বর্ণ প্রতীমায়,
দেখিলাম চিত্রার্পিত, রহিল না আর
অমাবস্যা অন্ধকার নয়নে আমার।

১১

মুক্তকেশী,
প্রসারিয়া দুই ভুজ উন্মাদিনী প্রায়,
আসিছে ছুটিয়া যেন গ্রাসিতে আমায়;
সচঞ্চল শ্বেতাঞ্চল,
করিতেছে দলমল,
পশ্চাতে চিকুর সনে,—কামের কেতন!—
সজলদ সৌদামিনী আসিছে যেমন।

১২

মুহূর্ত্তেক—
মুহূর্ত্তেক প্রাণ মম হইল বিহ্বল,
মুহূর্ত্তেক নাড়ীচয় হইল অচল,
পুনঃ মুহূর্ত্তেক পরে,
শরীরের স্তরে স্তরে,
ছুটিল, বহিল উষ্ণ শোণিত জোয়ার,
দেখিলাম বিদ্যুদ্দাম গলায় আমার!

১৩

সে মুহূর্ত্ত,—
মানব জীবনে সে যে কহিনুর মণি,
সে মুহূর্ত্ত জীবনের পূর্ণিমা রজনী,
সে মুহূর্ত্ত হায় আমি,
কোথা ছিনু নাহি জানি,
সে মুহূর্ত্ত নহে এই মানব-জীবন,
আহা সেই মাদকতা—আত্ম-বিস্মরণ!

১৪

কি সুখের!—
কিসুখে দেখিনু সেই উন্মাদিনী হায়!
দৃঢ় আলিঙ্গনে ভুজে বেঁধেছে আমায়
নীরবে মোহিত প্রাণে,
চেয়েছে গগন পানে,
আমার হৃদয়ে রাখি বদন কমল,
শুনে যেন হৃদয়ের সঙ্গীত তরল।

১৫

কি বলিব

সুগোল সুবর্ণহারে পূর্ণ শশধর—
পুণ্যবান আমি—মম হৃদয় উপর,
কিম্বা সে সুবর্ণলতা,
জনমি গলায় যথা,
ফুটায়েছে বক্ষে মম সোণার কমল,
শুকাইবে যেন, যদি ছাড়ে বক্ষঃস্থল।

১৬

দেখিলাম—চুম্বিলাম—হাসিলাম—কাঁদিলাম,
ডাকিলাম "প্রিয়তমে!" শুনিলাম "প্রাণনাথ"
সেই সুখ সম্ভাষণে,
গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র সনে,
মিশিল—জীবন দুই প্রেমার্ণবে হলো পাত,
গাইয়া গাইয়া যেন 'প্রিয়তমে' 'প্রাণ-নাথ'!

১৭

"দেখি নাই প্রিয়তমে!"—"দেখ নাই প্রাণনাথ!"
"শুনি নাই প্রণয়িনি!"—"শুন নাই প্রাণেশ্বর!"
"তবে কেন অভাগিনী?"—
"আমি নাথ নাহি জানি"
"কে তুমি? কে আমি?" "জানি চকোরিণী শশধর"
আমি প্রেমাধীনী তব, তুমি মম প্রাণেশ্বর।"

১৮

"প্রিয়তম,
দুইটি বছর আমি ফুল পিঞ্জরের পাখী,
করেছি তপস্যা তব ফুল পিঞ্জরেতে থাকি,
দেখিয়াছি, দেখ নাই,
শুনিয়াছি, শুন নাই,
দুইটি বছর পরে, ফলিল তপস্যাফল,
নিবিল এদীর্ঘ জ্বালা, শুকাল নয়নজল।"

১৯

"হা হৃদয়!
একি কথা উন্মাদিনি, কি করিলি কি করিলি,
জ্বলন্ত অনলে কেন, দুটি প্রাণ ঢেলে দিলি,
এপ্রেমে কি সুখ বল,
প্রেম নহে এ অনল,
জ্বলিবি, জ্বালাবি, না না ফিরে যারে পাগলিনি,
তুই পিঞ্জরের পাখী, আমি ভুজঙ্গিনী-মণি।"

২০

"না না নাথ!—
জানে নাকি চাতকিনী, মেঘেতে বজর ঝরে,
সুধা প্রয়াসিনী যেই সে কি সুদর্শনে ডরে,
যেই প্রেম সেই প্রাণ,
আমি নাহি জানি আন,
তোমাকে সঁপেছি প্রেম, পিঞ্জরে কি রাখি নাথ।"
যথা প্রেম, তথা প্রাণ, প্রেমনাথ! প্রাণনাথ।"

কবি-গান

এদেশে সকলেই ইহা অবগত আছেন যে, বঙ্গীয় সঙ্গীত প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত ;—ভজন, * টপ্পা, যাত্রা, কবি। এই কবিগানের সমালোচন জন্যই এই প্রস্তাবের অবতারণা। গ্রাম্য চলিত ভাষায় কবিওয়ালাদিগের গীতকেই 'কবি' বলে। আমরাও কবিশব্দকে এস্থলে সেই অর্থেই ব্যবহার করিলাম। যদি ইহাতে কালিদাস ও সেক্সপীয়র প্রভৃতি মহাত্মারা অভিসম্পাত করেন, তবে লাচার আছি।

ভবানীবিষয়, সখীসংবাদ, লহর, টপ্পা। এই ভাগচতুষ্টয়ে কবি পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে। উপস্থিত পাচালীও কবির এক অংশ, কিন্তু উহা গানের মধ্যে পরিগণিত নহে।

ভবানীবিষয়,— রামপ্রসাদী মালসীর ভাবের অনুকরণমাত্র। লহর ও টপ্পা,— প্রতিপক্ষকে গালি দেওয়ার প্রশস্ত পথ। সখীসংবাদ,—বেওয়ারিস রাধাকৃষ্ণের মাথামুণ্ড।

চিতেন, মুখ, খাদ, অন্তরা;—মতান্তরে চিতেন, ধুয়া, অন্তরা, ঝুমৈর ;—এই চারি ভাগে চারি রকম সুরে সখীসংবাদ ও ভবানীবিষয় গীত হইয়া থাকে।

সংগীতে যাহা "কাকু" † বলিয়া অভিহিত হয়, সেই স্বর-বিকারই কবির চিতেন ; সুতরাং উহা নিতান্ত অস্পস্ট, অশ্রাব্য ও কর্কশ। নাভিমূল, কণ্ঠ ও শীর্ষস্থানজাত 'উদারা' 'মুদারা' 'তারা' ‡

---

* ভজনের মুখ্য উদ্দেশ্য ধ্রুবপদ লাভ, অথবা ভববন্ধনমোচন। পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা এই জন্য উহাকে ধ্রুবপদ বলিতেন। আধুনিক ধ্রুপদ শব্দ ধ্রুবপদ শব্দেরই অপভ্রংশ। হিন্দি এবং ব্রজভাষার সম্পর্কশূন্য অমিশ্র বাঙ্গালার ধ্রুপদ অতি অল্প আছে। ইদানীং টপ্পায়ও ভজন গান হয় এবং ধ্রুপদেও মান, বিরহ, ও বসন্ত বর্ণনা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রবন্ধলেখক ভজন শব্দকে কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত। (সং)

† কবিওয়ালারা ইহাকে কাকী বলে।

‡ প্রাচীন ব্যাকরণশাস্ত্রে উদারার নাম অনুদাত্ত,মুদারার নাম স্বরিত, এবং তারার নাম উদাত্ত। যথা পাণিনীর প্রথমাধ্যায়ে,— 'উচ্চৈরুদাত্তঃ, নীচৈরনুদাত্তঃ, সমাহারঃ স্বরিতঃ, (১।২৭-২৯-৩১), প্রাচীন স্বরশাস্ত্রে উদারার নাম ষড়্জ গ্রাম, মুদারার নাম মধ্যম গ্রাম, এবং তারার নাম গান্ধার গ্রাম। যথা,নারদবচনে,— 'ষড়্জমধ্যমনামানৌ গ্রামৌ গায়ন্তি মানবাঃ। নতু গান্ধারনামানং স লভ্যো দেবযোনিভিঃ।' কবিওয়ালারা যে তারা অর্থাৎ গান্ধারে

সংগীতের জীবন। কবিতে 'উদারার' গন্ধও নাই, কেবল 'তারাতেই' চিতেনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। বলা বাহুল্য যে, উহাতে স্বরের কোমলতা নাই, শুধু তীব্রতাই অনুভূত হয়। চিতেন গায়কের মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিয়া মুহুর্মুহুঃ শ্রোতার কর্ণপটাহ ব্যথিত করিতে থাকে। কবির ন্যায় এমন শ্রুতিকঠোর তীব্র-স্বরের সংগীত আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন বিকৃত দুগ্ধ অখাদ্য, তেমন বিকৃত সংগীতও অশ্রাব্য; তবে যে উহা বঙ্গের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে প্রবেশ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে জ্বালাতন করিতেছে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর নিদ্রাপহারিণী রসিকতারই মহিমাবলে!

কবির মূল গানই সখীসংবাদ। সখীসংবাদের 'ধুয়া' সপ্তমে কিংবা পঞ্চমে, কেহ কিছু বুঝুক আর না বুঝুক, গাইতেই হইবে। শ্রোতৃবর্গ বসিয়া বসিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া, শ্রবণের পরিবর্তে গান দেখিবেন, আর তার-স্বরের প্রশংসা করিবেন। পাঠক! আপনারা কি কখনও কবি শুনিতে গিয়াছেন? যদি না যাইয়া থাকেন তবে আমাদের অনুরোধে একদিন যাইয়া 'দেখিয়া' আসিবেন।

'খাদ' আর 'অন্তরা' মুদারাজাত; সুতরাং মধ্যমস্বরে গাইবার রীতি। সমস্ত গানের মধ্যে ইহাই একটুকু শ্রবণসহিষ্ণু। কবির জন্মদাতা, সপ্তস্বরের মধ্যে পঞ্চম, ধৈবৎ, নিখাদ, বাছিয়া লইয়াছেন। তিনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মধ্যম স্বরটিও ছাড়িয়া দিতেন তবেই তাঁহার আবিষ্কৃত গান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত; আমরাও অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক প্রশংসা করিতে পারিতাম।

তেয়ট ও রূপকতালে সখীসংবাদ, আর খেমটাতালে লহর ও টপ্পা রচিত হইয়া থাকে। এই তিন তালের সঙ্গে অন্যান্য অনেক তালেরও যোগ থাকে বটে, কিন্তু মূলে এই তিনটি রাখিতেই হইবে।

'গমক' অর্থাৎ স্বর-কম্পন, যদ্দ্বারা স্বরের মধুরতা বৃদ্ধি পায়, তাহা কবিতেও আছে। তবে কবির স্বর-মাধুর্য্য শ্রোতার অবোধ্য কেন, বোধ করি পাঠকগণ না বলিলেও বুঝিতে পারিবেন।

নাদ এবং লয় না থাকিলে গানই হয় না, সুতরাং কবিতে নাদ, লয় উভয়ই আছে।

ভিন্ন গায় না, ইহারা কি দেবযোনিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে? ফল কথা এই, ইহারা প্রকৃত গান্ধারগ্রামে পঁহুছিতে পারে না, কেবল চীৎকারমাত্র করিয়া হাড় জ্বালায়, এবং গ্রীবাকুঞ্চন, ভ্রুকুটি ও দন্তঘর্ষণ প্রদর্শন করিয়া অসহ্য বিরক্তি উৎপাদন করে। (সং)

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক আছে;— স্বরের মেল আছে, 'ন্যাস' আছে, বিবিধ রাগ রাগিণীর যোগ আছে, শ্রুতি আছে, মুর্চ্ছনা আছে, অর্থাৎ যাহা না থাকিলে না হয় তাহাই আছে; অথচ কিছুরই স্বাভাবিক মোহিনী শক্তি নাই। যেহেতুক গান

শুনিয়া চিত্ত দ্রব হয় না, বরং বিরক্তি জন্মে; অবশেষে শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়।

পাঠকবর্গ যদি জিজ্ঞাসা করেন কবির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? আমরা তাহার সদুত্তর দিতে পারিব না। অনুমানে বলিতে পারি ভূত, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি। নতুবা লহর, টপ্পায় এত অশ্লীলতার ছড়াছড়ি হইবে কেন? লজ্জাজনক বীভৎস নৃত্যেরই বা এত ঘটা কেন? এই সকল কি পৈশাচিক কাণ্ড নহে? খেম্‌টা নাচের জঘন্যতা আদিরসেরই অনুচিত অভিনয়, কিন্তু কবির অতি জঘন্য অমানুষিক নৃত্য, বীভৎস রসেরই পরিস্ফুট দৃশ্য। অতএব আমাদের বিবেচনায় লহরে ভূত, টপ্পায় প্রেত, নৃত্যে পিশাচ, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা *। সখীসংবাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বৃন্দাবনবিলাসিনীদিগের মধ্যেই এক জনকে বলিতে হইবে। আমরা নির্ব্বাচনের ভার পাঠকের নিকটই অর্পণ করিলাম; যাঁহার যাহাকে ইচ্ছা হয় বলুন; আমাদের কোন আপত্তি নাই।

* প্রবন্ধ লেখক কবিওয়ালার নৃত্যসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন আমাদিগের বিবেচনায় তাহাও সমুচিত কটু হয় নাই। কি লজ্জা! এদেশের অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও আসরে বসিয়া সহাস্য নয়নে উহা দেখিয়া থাকেন, এবং লজ্জার প্রতিমূর্ত্তিরূপিণী কুলকামিনীরাও, নৃত্যের ঐ বিড়ম্বনা অবলোকন করিবার জন্য, যবনিকার অন্তরালে আসিয়া দণ্ডায়মান হন। (সং)

এখন আমরা কবির রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। পাঠকগণ আর কিয়ৎকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শ্রবণ করুন। কবি যখন আমাদের দেশের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে, শারদীয় উৎসবের সময়ে ৪। ৫ শত টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া দুইদল কবি বাড়ীতে না নিলে যখন সম্মান থাকে না, তখন কবি সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতেও হয়, শুনিতেও হয়; পাঠক বিরক্ত হইয়া কাণ ঢাকিবেন না।

গ্রাম্য ভাষা, অর্থহীন শব্দ এবং একই কথার পুনঃ পুনঃ উক্তি, কবির রচনা সাধারণতঃ এই তিন দোষে দূষিত। কিন্তু সকল রচনাই একবারে চাতুর্য্য, মাধুর্য্য অথবা কবিত্বহীন নহে। পরে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে। আমরা ভবানীবিষয়, লহর ও টপ্পার কথা পরে বলিব। সুরসিক শ্রোতৃবৃন্দ কবিগানে সখীসংবাদেরই সমধিক আদর করেন, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সখীসংবাদেরই সমালোচনা করা উচিত।

সখীসংবাদের মধ্যে ভোর, গোষ্ঠ, মাথুর প্রভৃতি কএক রকমের গান আছে। প্রভাতে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে প্রত্যাগত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীদের ভর্ৎসনা, কিংবা লোকাপবাদের ভয় দেখাইয়া রাধাকৃষ্ণের নিদ্রা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা, ভোর গানের উপকরণ। অপত্যস্নেহের আধিক্য হেতু অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গোচারণে যাইতে নন্দরাণীর নিষেধ, অথবা গো-

চারণ সময়ে কৃষ্ণের বিপদ দর্শনে রাখাল-দের রোদন, গোষ্ঠের মূল। শ্রীরাধার দূতী হইয়া ধৃষ্টা, প্রগল্‌ভা, গর্ব্বিতা এবং অসারগ্রাহী-শ্রোতার মতে চতুরা বৃন্দার মথুরায় গমন, তথায় রাজসভায় দাঁড়াইয়া শ্রীমতীর বিরহ বর্ণন, নিরপরাধিনী কুব্জাকে লক্ষ্য করিয়া অস্বাভাবিক ব্যঙ্গ উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে শ্লেষ করণ, মাথুর গানের সর্ব্বস্ব। এতদ্ভিন্ন উদ্ধব সংবাদ, নারদ সংবাদ, প্রভাস এবং অন্যান্য সখীসংবাদ গানও অনেক আছে। এক একটি গানের মধ্যে একটি দুইটি কিংবা ততোধিক প্রশ্ন থাকে। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে শ্লেষকরা, গালি দেওয়া, অন্ততঃ তিরস্কার করা, সেই প্রশ্নের মুখ্য উদ্দেশ্য। মধ্যে মধ্যে দুই একটি গানের ভাল উদ্দেশ্যও আছে। প্রশ্নের উচিত উত্তর করিতে না পারিলেই গানে পরাজয় হয়, ইদানীং সাহাজাদ্‌পুরের হরি, চুয়াডাঙ্গার চণ্ডী, ও জয়দেবপুরের রামকুমার সরকার, উত্তর বিষয়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। অন্য কেহই উহাদের সমকক্ষ নহে,* উহারা উপস্থিত বোল্ ছুটাইয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর উত্তর দিতে বিলক্ষণ দক্ষ। এই জন্য কবি সমাজে উহাদের সম্মানও অধিক।

আমরা এপর্য্যন্ত যত 'ভোর' শুনিয়াছি তন্মধ্যে রামকানাই ঠাকুরের একটি গান সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"শ্যাম আসার আশা পেয়ে, সখীগণ সঙ্গে নিয়ে, বিনোদিনী।

যেমন চাতকী পিপাসায়, তৃষিত জলাশায়, কুঞ্জ সাজায় কমলিনী॥

তুলে জাতি যূতি কোট্‌রাজ বেলী, গন্ধরাজ আর কৃষ্ণকলি, নবকলি অৰ্দ্ধ বিকশিত—যাতে বনমালী হরষিত।

সাজায়ে রাই ফুলের বাসর, আস্‌বে বলে রসিক নাগর, আশাতে হয় যামিনী ভোর, হিতে হল বিপরীত। ফিরে যাও হে নাগর, প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে কাতর, আছে ঘুমাইয়ে।

প্যারী ভাগে প্রেম কর্‌বে না, রাগে প্রাণ রাখ্‌বে না, ঐ দুখেতে মর্‌তে চায় যমুনাতে প্রবেশিয়ে।

এই গানটির ভাব, মাধুর্য্য এবং পদবিন্যাস লালিত্য, রচকের রচনা বিষয়িণী শক্তি এবং ভাবুকতার পরিস্ফুট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে। 'প্যারী ভাগে প্রেম কর্‌বে না' ইত্যাদি পদগুলি অতি সুন্দর এবং স্বাভাবিক। কবির জন্মতিথি হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যেকাল গত হইয়াছে, উক্ত গানের রচক কানাই ঠাকুর তাহার মধ্য সময়ের গাথক। কবির বয়েস অন্যূন এক শতাব্দী হইবে †। আশ্চর্য্যের বি-

* লেখক কি বর্ত্তমানকালের সমস্ত কবিওয়ালার উত্তর-প্রত্যুত্তর শুনিয়াছেন? (সং)

† আমরা বিবেচনা করি, এক শতাব্দীর কিছু অধিক হইবে। (সং)

য়য় এই যে উহারই অন্য কোন গানে এইরূপ নৈপুণ্য দেখা যায় না।

গোষ্ঠ।

গোষ্ঠের একটি গানেও আমরা রচনা পরিপাট্য দেখিলাম না। কেবল 'কোথায় গেলিরে ভাই কানাই' 'চলরে ভাই গৃহে যাই' 'কৃষ্ণকে যেতে দিবনারে গহন বনে' ইত্যাদি পদেই গোষ্ঠ গান পরিপূর্ণ। যথা—

'বলাই বলি শুন গোপালকে গোষ্ঠে যেতে দিব না। বাছা! তোর সঙ্গে কা'ল গিয়ে, গোপাল ডুবেছিল কালীদুয়ে, কৃষ্ণ আ'জ্ গেলে দুখিনীর প্রাণ বাঁচবে না।'

'মনেতে সন্দে হয়, তোমায় তাই করিহে মানা। আমার অঞ্চলের ধন, কৃষ্ণ ধন, এদুখিনীর দুখের ধন, গোপাল লইয়ে আছি নন্দালয়, বলাইরে কপাল ভাল নয়; আছে কত ভয় সে গহন বনে, মনে শঙ্কা হয়, যদি বিপদ্ হয়, কৃষ্ণে রক্ষে করবে কে; তাই ভেবে আমার এখন মন বুঝে না। ইত্যাদি। (মাধবময়রা)।

যশোদা-উক্তির অন্যান্য গোষ্ঠ গানও ইহার এক ছাঁচেই ঢালা। যদিও এই সকল গানে রচনা পারিপাট্য না থাকুক্ কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, অপত্য স্নেহে মাতার মনে স্বভাবতঃ যেরূপ বিপদাশঙ্কা হয় তাহার চিত্র মন্দ হয় নাই। অতএব ইহাও কিয়ৎপরিমাণে প্রশংসার যোগ্য।

রাখাল উক্তি।

'প্রাণের ভাই কানাই, গোচারণের সময় ত নাই, চল চল গৃহে যাই, নিশি হয়েছে।

'বনে নানা ভয়, ভাবিছে তাই কত যে ভয় আমার মনে হয়, কি জানি কি ঘটে পাছে সময় ভাল নয়; নিদারুণ কংসের চরে, সদা বৃন্দাবনে ফিরে, কখন কি সর্ব্বনাশ করে, তাই ভেবে প্রাণ কাঁদিতেছে।

'তুই বিনে আর ব্রজবাসীর কি ধন আছে। তোরে না হেরে মা যশোদায়, বৎসহারা গাভীর প্রায়, পথপানে চেয়ে আছে ভাই, ভাই কানাই! ভাইরে তুই বিনে মার কেহ নাই। নয়নের পলকে ভাইরে, মা যশোদা হারায় তোরে, এখন বুঝি তোরে বিনে প্রাণে বেঁচে নাই। যত আমার মনেতে লয়, বলিতে বিদরে হৃদয়, ওরে ভাই কানাই! নিশ্চয় তুই বিনে নন্দালয়ে বিষম বিপদ্ ঘটেছে।' ইত্যাদি।
(রসিকচন্দ্র মুখুর্য্যা; বিক্রমপুর।)

মাথুর।

মাথুরে 'প্রেমরাজ্যে বর্ষা হ'ল বসন্ত কালে' 'রাই কুঞ্জে পঞ্চবটী সাজিল এখন, মদন হলো দশানন' ইত্যাদি শ্রীমতীর বিরহ জ্ঞাপক রূপকের চলাচলি; আর— 'পলাতক রাইর প্রেম খাতক, আমি সে খাতকের যাচক' 'তুমি নূতন রাজ্যে, নূতন রাজা, তুলেছ কুব্জার পৃষ্ঠে নূতন প্রেমের ধ্বজা' 'চোরা হরি বংশীধারী' ইত্যাদি শ্লেষের শ্রাদ্ধ পূর্ব্বাপর একভাবেই চলিতেছে। অধিক দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। একটি মাত্র গান আমরা পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

'জানি চিন্তামণি, চোরের শিরোমণি, জানি যতগুণ গুণমণি! বৃন্দাবনে। করলে রাধিকার মনচুরি, বসন আর ভূষণ চুরি, গোপীকার ননী চুরি, গোকুলে নাম চোরা হরি। তার স্বভাব আছে দেখা,দুদিন হলে অদেখা,আজত নয় নূতন দেখা,তোমার সনে। চোরের দেশ,চোরের শেষ,এই মধু ভুবনে।

'কেবল একা তুমি নও চোর, চোরের আছে মনচোর; কুব্জা এথায়, চোরের শোভা তায়। চোর রাজ্যে নৃপমণি, রাণীটি চোর হয় তেমনি, মুনিতে চোর অক্রুর মুনি, চোরের বাসা মথুরায়। চোরে চোরে হয় মিলন, সুখে বঁধু আছত এখন, এমন সুখ হয় নাই সখা কোন স্থানে।

শ্রীমহেশচন্দ্র বাড়ৈয্যা। বিক্রমপুর।

কবির বিরহ গানের মধ্যে পুরাতন দুইটি এবং আধুনিক একটি গান আমাদের নিকট উত্তম বোধ হইল। এই গানগুলি দেখিয়া পাঠকগণ পুরাতন গানের সহিত আধুনিক গানের তুলনা করিয়া নিবেন।

বিচ্ছেদ।

১। 'দুতি! বল্‌গো আমায়, প্রাণের নীলকমল কোথায় ফুটেছে। সেযে আমার প্রেম সরোবরে, প্রফুল্ল হওয়ার তরে,কাননে এলেম সঙ্কেত বাঁশরীর স্বরে, —সুখের বাসরে। কিশোর কে হরেছে।'

'বিহনে শ্যাম নীলপদ্ম, হৃৎপদ্ম, বিচ্ছেদ উত্তাপে, জ্বলে যায়। যেমন নলিনী সলিলে, শুকায় নিশাকালে, আমি গো হলেম তৎপ্রায়। অঙ্গে চুয়া চন্দন দিয়ে, শীতল শয্যায় গিয়ে, শয়নে যদি থাকি, শয্যায় শয্যা কণ্টকী,হয় গো সখি! কালায় না হেরিয়ে।'

'কৃষ্ণ-সুখের বাঞ্ছা করে, শুনে বাঁশী বনবাসী হয়ে, ঝাঁপ দিলেম সেই প্রেমসাগরে। সে আশাতে নৈরাশ করি, বলগো সহচরী, আছে কার কুঞ্জে কুঞ্জবিহারী। আশাবাক্যেতে, এসে বনেতে, প্রাণ গেল সই বিচ্ছেদশরে।' ইত্যাদি।

এই গানটি পরাণ সিংহের। পরাণ সিংহ, কানাইঠাকুরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী উদয়চাঁদের সমসাময়িক। বোধ হয় পরাণ সিংহের মূল নাম প্রাণকৃষ্ণ হইবে। কিন্তু সর্ব্বত্র পরাণচাঁদ বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

রামবসু * নামক একব্যক্তি পরাণের দলে সরকারী করিতেন। জয়দেব অথবা

* রামবসু যদিও কবিওয়ালার সরকার মাত্র ছিলেন, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় তিনি একজন যথার্থ কবি। তাঁহার দুই একটি গীত এমন সুললিত, এমন সুন্দর, যে, পাঠসময়ে হৃদয় আনন্দপ্রবাহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আমরা নিম্নে তাঁহার আর একটি গীত উদ্ধৃত করিলাম। যদি স্বভাবের প্রকৃত বর্ণনাই কাব্যের প্রধান প্রশংসা হয়, এবং যদি রসোদ্ভাবিনী শক্তিই কবিতার প্রাণ বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে এই গীতটি জয়দেব গোস্বামীর গীতাবলী অপেক্ষাও অধিকতর আদরণীয়।

"মনে রৈল সই মনের বেদনা।

বিদ্যাপতি হইতে অনুবাদিত নিম্নলিখিত গান রামবসুর রচিত।

২। 'হর নই হে আমি যুবতী, কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি, করো না আমার দুর্গতি। বিচ্ছেদে লাবণ্য, হয়েছে বিবর্ণ, ধরেছি শঙ্করের আকৃতি। ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ্ অনঙ্গ, একি রঙ্গ হে তোমার। হরভ্রমে শরাঘাত কেন করিতেছ বার বার। ছিন্ন ভিন্ন কেশ, দেখে কও মহেশ, চিননা পুরুষ প্রকৃতি। হায়! শুন শম্ভু অরি, ভেবে ত্রিপুরারি, বৈরী হওনা আমার। বিচ্ছেদে এদশা, বিগলিত কেশা, নহে এত জটাভার। কণ্ঠে কাল কূট নহে, দেখ পরেছি নীলরতন। অরুণ হলো লোচন, করে পতিবিরহে রোদন, এঅঙ্গ আমার ধূলায় ধূসর, মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি।

৩। 'হলো শীর্ণ ভিন্ন জীর্ণ দেহ দারুণ বিচ্ছেদ দায়। দেখ এবর্ণ লাবণ্য-শূন্য কৃষ্ণবর্ণ, ; কৃষ্ণভিন্ন—জনশূন্য শুষ্ক জলধর, সুধাশূন্য সুধাধর ; বনফুলে সৌরভশূন্য, গৌরবিণীর গৌরব শূন্য, দিবসে দেখ কিরণ শূন্য আছে দিবাকর। হলো ফলশূন্য তরুবর, ঐ দেখ রবশূন্য পিকবর, কি দুষ্কর, নিরন্তর, সুখান্তর শ্যামের অকৃপায়।'

'অযোগে প্রাণান্ত, হবে রতি-কান্ত, একান্ত আমার। দিও শবদেহ কেশবের পদে, করো মদন এই উপকার। এদেহ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত, সেপায় ভিন্ন উপায় রহিত, তা হইতে কি আছে সুবিহিত।' ইত্যাদি।

(রামদয়াল সরকার। জয়দেবপুর।)

এই গানটিতে যে পর্য্যন্ত বিরহ বর্ণন আছে তাহা যদিও নির্দ্দোষ না হউক তথাপি অন্যান্য নব্য রচকদিগের নিকট অপ্রাপ্য।

কবির রচকদিগের মধ্যে উদয় চাঁদের উপমা অতি সুন্দর নিম্নোদ্ধৃত পদটির প্রতি দৃষ্টি করিলেই পাঠকগণ আমাদের এই কথার প্রমাণ পাইবেন।

'রাই! তোমার ঐ চরণতলে, দেখ কালো মাণিক কেমন জ্বলে, সূর্য্যকান্ত মণির কোলে, যেমন নীলকান্ত। রক্তশতদলে, ভ্রমর যেমন খেলে, পায় তেমন মাণিক জ্বলে এইক্ষণে।'

প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি, আর বলা হলো না। সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।

যদি নারী হয়ে সাধিতাম তারে, নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে। সখি, ধিক্ ধিক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে, নারী জন্ম যেন করে না।

যখন হাসি হাসি সে আসি বলে, সে হাসি দেখিয়ে ভাসি নয়নজলে ; তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে, লজ্জা বলে ছি ছি ধ'রো না ॥"

রামবসু কলিকাতার অনতিদূরস্থিত শালিক গ্রামে বাঙ্গালা ১১৯৪ সনে জন্ম লাভ করেন এবং ৪২ কি ৪৩ বৎসর বয়সের সময় লোকান্তর প্রাপ্ত হন। বাঙ্গালা ভাষা, সে সময়ে কিরূপ বিকশিত ছিল এই সমস্ত গীত তাহার এক বিশিষ্ট নিদর্শন। (সং)

শ্লেষোক্তি ।

'অঞ্জন লাঞ্ছিত অঙ্গ, খঞ্জন নয়ন, ললিত ত্রিভঙ্গ বাঁকা কে তুমি হে কদম্বমূলে ।

সুখ্যাত্ যেমন শুনেছিলেম্, সাক্ষ্যাত্ জানলেম্ তাই । গুণে বিখ্যাত ভদ্র তুমি, মাছবে কেন বলভদ্রের ভাই । বেদান্তে সিদ্ধান্ত অতি, অষ্টম বৃহস্পতি, সুমন্ত্রণায় শুক্রাচার্য্য, দয়াগুণে দক্ষ ভূপতি, জিতেন্দ্রিয় ইন্দ্রের প্রকার, অকলঙ্ক চন্দ্রের আকার, তোমার গুণ বলিহারি যাই ।'

কবির মধ্যে পূর্ব্বে আন্‌তনু সাহেবের * অনেক হিন্দিগান ছিল । ব্রজবুলী অল্পদিন যাবৎ প্রবেশ করিয়াছে । চণ্ডী সরকারের দুইটি গান আদি অন্ত ব্রজ বুলিতে রচিত। আমাদের স্মরণ না থাকাতে আমরা তাহা পাঠকের নিকট উপহার দিতে পারিলাম না । হরি সরকারকে আমরা উপস্থিত পাঁচালীর ন্যায় ব্রজবুলীতে অন্তরা গাঁথিয়া জবাব করিতে শুনিয়াছি । আন্‌তনু আবার মধ্যে মধ্যে ইংরেজী পদও মিশাল দিতেন । (ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

* আন্‌তনু সাহেবের প্রকৃত নাম এণ্টনী, ইহা না বলিয়া দিলেও কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিবে না । শুনিয়াছি গ্রাম্য ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে পূর্ব্বকালে পরিহাসপ্রসঙ্গে রামতনু সাহেব বলিতেন । ইনি রামবসু প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন । শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু তদীয় 'সেকাল আর একাল' নামক পুস্তকের একস্থলে, লিখিয়াছেন যে,—"আণ্টুনি ফরাসডাঙ্গার একজন সম্ভ্রান্ত ফরাশিসের পুত্র । তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ফরাসডাঙ্গার বিখ্যাত গাঁজিয়াল-দিগের সংসর্গে পড়িয়া বয়ে গিয়াছিলেন। তৎপরে কবিওয়ালার দলে প্রবিষ্ট হইয়া একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা হইয়া উঠিয়াছিলেন । তিনি দুর্গার প্রতি উক্তি করিয়া বলিয়াছিলেন"—

'যদি দয়া করে তার মোরে এভবে মাতঙ্গী! ভজন সাধন জানিনা মা জেতেতে ফিরিঙ্গী।'

পুনরায়—

'আণ্টুনি ফিরিঙ্গী বলে, নিদানকালে মা, দিও চরণ দুখানি দিও চরণ দুখানি'।

আমাদিগের নিকট প্রথিতনামা রামতনু সাহেব মহাশয়ের অনেকগুলি গীত আছে । কিন্তু সে গুলি এরূপ অশ্লীল, এরূপ অশ্রাব্য, এবং এরূপ বীভৎসভাবব্যঞ্জক যে, লিখিতে লেখনীও লজ্জা অনুভব করে। বস্তুতঃ রামতনুর দ্বারা বাঙ্গালা ভাষারও কোন উপকার হয় নাই এবং কবি-গানেরও কোনরূপ গৌরব বাড়ে নাই । তবে যে, ভদ্রসমাজে তাঁহার আদর ছিল, সে কেবল ফিরিঙ্গী বলিয়া । চুনাগলির কোন একটা ফিরিঙ্গী এখনও যদি আসরে নামিয়া বানরের মত নাচিতে থাকে আর তারস্বরে চীৎকার করে, তবে সাধারণ লোকে এখনও তাহাকে কবিওয়ালা কিংবা কবি বলে, এবং পয়সা দিয়া অভ্যর্থনা করে । (সং)

সারস্বত সম্মিলন।

১

দেবী সরস্বতী বঙ্গ-নিকেতনে
বিভূষিত হয়ে কমল-ভূষণে
বিরাজেন আজ কিসের কারণ ?
কিসের কারণ বঙ্গ-সুতগণ
পুজিছে দেবীরে কুসুমদলে ?
কিসের কারণ দেবীপদপাশে
বঙ্গবাসিগণ গললগ্নবাসে,
নয়ন মুদিয়া ধ্যানে নিমগন ;*
স্তবের নিনাদে পূরিছে গগণ,
'জয় মা ভারতি!' সকলে বলে ?

২

একি সেই বঙ্গ ? যে দিন যেখানে
ভারতী বসিয়া হৃদয়াসনে,
সুখে দেব-বীণা বাজায়ে যতনে
হাসিতেন সদা হরষ মনে ?
এই সেই বঙ্গ ; কিন্তু, হায় হায়,
সে হৃদয় আর এখানে নাই ;
নীরস কুসুম নীরস শাখায়
দুলিছে বিষাদে, দেখিতে পাই !

৩

তবে কেন আজ দেবী সরস্বতী
বিরাজেন ? আজ শ্রীপঞ্চমী তিথি ;
তাই ভারতীর শুভ আগমন ;
তাই ভারতীর ভজন পূজন
আজি বঙ্গভূমে করিছে সবে।
পুরুষানুগত প্রথা অনুসারে
এই এক দিন বঙ্গের মাঝারে ;
বাঙ্গালির দগ্ধ হৃদয়-কন্দরে
দেব-ভাব কিছু আজিই সঞ্চরে,
যার কাছে যাও, সেই রে কবে।

৪

নতুবা তা ছাড়া—
নিরানন্দ-ভূমি বঙ্গের ভিতরে
যন্ত্রণার স্রোত নিয়ত বহে !
পীড়িত বাঙ্গালি-হৃদয়-কন্দরে
সেই স্রোতাঘাত নিয়ত সহে !
পরাজিত-জাতি বাঙ্গালিনিচয়
জেতৃজাতি-পাশে কীটের মত।
হায় রে, এ কথা কহিতে হৃদয়
পুড়ে যায়, সুধু অসুখ যত !

৫

কেন হে বিধাতঃ, বাঙ্গালি গড়িলে ?
যশ তরে ? কিন্তু কুযশ রাখিলে ;
বল বল বিধি, এ জগতী তলে
বাঙ্গালির মত আছে কি দুখী ?
বল হে বিধাতঃ! বল একবার,
বাঙ্গালির প্রতি একোন্ বিচার ?
এই কি, বিধাতঃ ; করুণা তোমার ?
বাঙ্গালির দুখে তুমি হে সুখী ?

* দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক 'কলেজ রিয়ুনিয়ন' উপলক্ষে।

৬

তুমিই, বিধাতঃ, গড়েছ হৃদয় ;
কাহার হৃদয় সুখের ভূমি,
বাঙ্গালীহৃদয় চির-দুখ সয়,
এই কি, বিধাতঃ, দয়ালু তুমি ?
মানবে মানবে পক্ষপাতী হয়,
দেবতাও কি হে তাহার মত ?
কেহ ভুঞ্জে সুখ ; কেহ দুখ সয়,
এই তোমার অমর ব্রত ?

৭

দেখ, পদ্মযোনি, এমহীমণ্ডলে
বাঙ্গালিরে ভীরু কাপুরুষ বলে
কেন হে সকলে ? কি পাপের ফলে
এত অপমান সহিতে হয় ?
কি কুক্ষণে, বিধি, গড়িলে বাঙ্গালি,
বহন করা'তে কলঙ্কের ডালি
এজাতির সৃষ্টি ? নতু চিরকালি
এত বিড়ম্বনা কি হেতু সয় ?

৮

যা হবার হ'ল ; পরে যেন আর
একলঙ্করাশি যাতে না ঘটে,
সেইরূপ বিধি, বিধি হে, তোমার
অবশ্য করাই উচিত বটে।
বাঙ্গালির পানে মুখ তুলে চাও,
পিপাসা মিটাও করুণা দানে ;
কৃপায় যন্ত্রণা-অনল নিভাও,
হরষ বরষ বিরস প্রাণে।

৯

এই ' বিদ্যালয় পুন সম্মিলনে '
অনেক বাঙ্গালি এসেছে এখানে ;
চাও আজি, দেব, তাহাদের পানে,
তোমা বই বল কে আছে আর ?
যদিও ইহারা মানসে পীড়িত,
তবুও সকলে আজি হরষিত
প্রিয় সম্মিলনে ; কর আপ্যায়িত
বরষি সরস করুণা-ধার।

১০

ভাই ভাই যদি রহে ঠাঁই ঠাঁই,
তার চেয়ে দুখ কি আছে ভবে ?
ভাই ভাই যদি রহে এক ঠাঁই,
তার চেয়ে সুখ কি আর হবে ?
আজি এ উদ্যানে বঙ্গ-সুতগণ
একত্রে মিলিত ; কি আছে আর
এর চেয়ে সুখ ? বিষাদিত মন
প্রিয়-সম্মিলনে সুখি সবার।

১১

এহেন সুযোগে যেন এইখানে,
হে বিধাতঃ, তব দয়ার বিধানে
ভাবী কুশলের সূত্রপাত হয় ;
কলঙ্কের কালি যেন ধুয়ে যায় ;
যেন সবে হয় সুযশ-ভাগী ;
একতা-বন্ধন, জাতীয় উন্নতি,
মনের মিলন, শুভ-কাজে মতি,
পঞ্জরে পঞ্জরে স্বদেশে মায়া
থাকে যেন, যথা শরীরের ছায়া,
হোক্ সবে স্বীয় ভাষানুরাগী।

১২

আকরে যেমতি হীরকাদি মণি
জনমে তোমার মহিমা-বলে ;
সাগর যেমতি মুকুতার খণি ;

পাদপ যেমতি ভূষিত ফলে;
এই ‘ বিদ্যালয় পুন সম্মিলনে ’
তেমতি তোমার করুণা-বলে.
সুভাগ্য-হীরক, সুযশ-মুক্তা,
একতা-সুফল যেন হে ফলে।

১৩

নির্ঝরের জল বিন্দু বিন্দু হয়ে
স্রোতের আকারে যথা যায় বয়ে;
বাঙ্গালির তথা হৃদয়-নির্ঝরে
যে সব সুচিন্তা-জল-বিন্দু ঝরে,
তব গুণে যেন প্রবল বেগে
বাধা-কূল ভাঙ্গি, স্রোতের আকারে
বহে যায় এই ভূতল মাঝারে;
সেই স্রোত-জলে অলীক কলঙ্ক,
সেই স্রোত-জলে অপযশ-পঙ্ক
ধুয়ে যায় যেন, থাকে না লেগে।

১৪

বাঙ্গালি হৃদয়ে যে জ্বালা-অনল
জ্বলে দিবানিশি প্রবল হয়ে;
নিভাবে তাহারে সেই স্রোত-জল
প্রতি লোম-কূপে বাহিত হয়ে।
নিভিবে আগুন, জুড়াবে হৃদয়;
শীতল হইবে তাপিত মন;
মূর্ত্তিমতী শান্তি হইবে উদয়
সেই স্রোত-জলে ধুয়ে চরণ।

১৫

দেখিব সে দিন বাঙ্গালির যশ—
গাইবে সকলে পূরি দিগ দশ;
দেখিব সে দিন বঙ্গের তমস
হইবে বিলীন; সুখ-তামরস
ফুটিবে সে দিন এ বঙ্গ-সরে;
সেই দিন, বিধি, আমরা তোমারে
‘ আমাদের বিধি ’ কব বারে বারে;
সেই দিন সবে মানসে জানিব
‘বিধি দয়াময় ’, অবশ্য মানিব
‘ বিধাতার দয়া বাঙ্গালি’পরে ’।

(শ্রীরাজ)—

রণরঘুর প্রলাপ।

অদৃষ্ট, না দৃষ্ট।—আমার সুখ দুঃখ।

বড় বধূঠাকুরাণী মাতৃতুল্যা; আমি তাঁহাকে কখনও অভক্তি করি না, কোনও দিন অসম্মান করি নাই। তবে তিনি কেন আমাকে ভাল বাসেন না? কেন আমাকে দেখিতে পারেন না? আমি ত জানিয়া শুনিয়া তাঁহার কোনও অনিষ্ট করি নাই। আমি বড় বউএর “ দুই চক্ষের বিষ ”। তাহাই হউক, আমার কপাল মন্দ ভাবিয়া, আমি না হয় ইহা সহ্যই করি। কিন্তু সে দিন পাড়ার মেয়েদের সম্মুখে বিষদিগ্ধ হাসি হাসিয়া ‘ রণরঘু—ভিটের ঘুঘু ’ বলিয়া ছড়া কাটাটা কি তাঁহার ভাল হ-

ইয়াছে? আমি না হয় সে কথা শুনিয়াও শুনিলাম না, পাশ কাটিয়া চলিয়া আসিলাম। কিন্তু আমি যদি তখনই সেই কুৎসামোদিনী সর্ব্বনাশিনী ছারমুখীদের সম্মুখে, বধূর মুখে মুখে বলিতাম যে "তুমি পরের মেয়ে, উড়িয়া আসিয়া যুড়িয়া বসিয়াছ, আমাদের সুখের ঘর ভাঙ্গিতেছ, আমার আপনকে পর করিতেছ, তুমি 'ভিটের ঘুঘু' হইলে, না আমি 'ভিঠের ঘুঘু"— যদি এই কথা সে দিন বলিতাম, যদি এমনই আর দশ কথা তখনই শুনাইয়া দিতাম, তবে তাঁহার মুখ কোথায় থাকিত?

কিছু যে বলি নাই, সে ভালই করিয়াছি। তিনি স্ত্রীলোক, আমি পুরুষ; সুতরাং লোকে আমারই নিন্দা করিত, সকলে তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিত। তিনি নিজের কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, আমার কথা গড়িয়া পিটিয়া দাদাকে বলিতেন, দাদা তাহাই শুনিতেন, শুনিয়া বেদ স্বরূপ মানিতেন, মুল কথা কি তাহা আমার নিকট জিজ্ঞাসাও করিতেন না; দাদা আবার লোকের কাছে সেইরূপ বলিতেন; সকলে দাদার কথাই সত্য জ্ঞান করিত. করিয়া আমাকে ধিক্কার করিত। এদুঃখ রাখিব কোথায়? যাহাই হউক কিছু না বলা ভালই হইয়াছে।

যাহারা আমাকে চেনে না, দাদাকে জানে না, ফল কথা, যাহারা আমাদের পারিবারিক সংবাদ কিছুমাত্র রাখে না, তাহারা আমার এই সমস্ত কথা জানিতে পারিলে, হয় ত ইহাতেই আমার দোষ দিবে; বলিবে যে, আমি অকারণে বধূর প্রতি কটাক্ষ করিতেছি, বিনা হেতুতে জ্যেষ্ঠের নিন্দা করিতেছি। অগ্রজ মহাশয় যে বধূর কথাই শুনিতেন, লোকে যে অগ্রজ মহাশয়ের কথাই যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিত, তাহার প্রমাণ কৈ? প্রমাণ যদি থাকে, এরূপ হইবার কারণ কি? অবশ্যই সমুদয় আমার দোষ। প্রমাণ আছে, কারণও আছে। প্রথমে প্রমাণ বলি, পরে কারণ বলিব। প্রমাণ;— সে দিন বিকালে বাড়ীর মধ্যে দক্ষিণদ্বারি ঘরের রোয়াকে একখানি গালিচার আসনে বসিয়া দাদা গণ্ডা দুই তিন আম, ক্ষীরের ছাঁচ, সরভাজা আরও কত কি খাইতেছিলেন; বউ দক্ষিণ জানু মাটিতে পাতিয়া, বাম চরণ সম্মুখদিকে ঈষৎ বাড়াইয়া দিয়া নূতন চিকমালা ছড়াটা হাতে করিয়া দাদার সম্মুখে বসিয়াছিলেন; দুইজনে বোধ হয় গল্প করিতেছিলেন। আমি যখন বাড়ীর মধ্যে গেলাম, তখন বউ 'চন্দ্রহার' বলিয়া, আমাকে দেখিয়া ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া, নাসিকাগ্র কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন, দাদাও অনন্যমনে জলযোগ করিতে লাগিলেন। আমি সেখানে দাঁড়াইলাম না, তাঁহারাও কেহ আমাকে বসিতে বলিলেন না। বাহিরে আসিলাম; আমার ভাবা হুঁকাটিতে জল ফিরাইয়া, এক ছিলিম তামাক সাজিয়া নিয়া আমাদের মেটে চণ্ডীমণ্ডপের কুঠরীতে

(আমি এই ঘরে শুই, বসি) আমার বিছানায় বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলাম, আর নানা কথা (লোককে তাহা বলিলে কি হইবে ?) মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ পরে দাদা বাহিরে আসিলেন, বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন, ভোলা তাঁহাকে তামাক দিতে গেল, ঝি আমাকে ডাকিতে আসিল। বাড়ীর মধ্যে আবার গেলাম, বউ আধখানা সন্দেশ ভাঙ্গিয়া আমার হাতে দিলেন, আমি জল খাইয়া আবার বাহিরে আসিলাম। সেই দিন অবধি আমার দাদা, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর, আমার বাল্যের ক্রীড়াপ্রদর্শক, আমার সংসারের প্রথম বন্ধু ভাল করিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করেন না। ভাল করিয়া ? সেই দিন অবধি দাদার সঙ্গে আমার বাক্যালাপ নাই বলিলেই হয়। লোকে বলিবে, কত জনে বলিয়া ফেলিয়াছে,—সমুদয় দোষ আমার। আমি বলি দোষ কাহারও নয়; দোষ, আমার কপালের।

আমার যাহা প্রমাণ তাহা ব্যক্ত করিলাম ; আর কিছু বলিবার নাই। লোকের যাহা বুঝিতে হয় ইহাতেই বুঝুক। এখন কারণের কথা বলি ; আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বলিব।

দাদা কিতাবৎ লেখা পড়া জানেন। পিতা মহাশয় বর্ত্তমান থাকিতে আমি ইংরাজী পড়িতাম। মধ্যে মধ্যে অবকাশকালে আমি যখন বাটিতে আসিতাম, তখন বধুঠাকুরাণী আমাকে 'সাহেব' বলিয়া পরিহাস করিতেন, এবং মাতাঠাকুরাণীকে বলিতেন যে, 'ইংরাজী পড়িলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, খ্রীষ্টানি মত হয়'। মা ইহাতে বিরক্ত কি সন্তুষ্ট হইতেন বলিতে পারি না, কিন্তু বধূর কথার প্রতিবাদ করিতেন ; এবং ইংরাজী পড়িলে ভাল চাকরি হয় বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতেন। তাহাতে বধূর মুখ ম্লান হইত ; আর কেহ দেখুক না দেখুক আমি ইহা লক্ষ্য করিতাম।

আমি স্কুলের বিদ্যা উদরসাৎ করিয়া যখন কালেজের বিদ্যায় হস্তক্ষেপ করিলাম, তখন কিছু দিন অগ্র প্রশ্চাৎ মাতা পিতা উভয়েরই মৃত্যু হইল। বাটীতে তখন দাদা, বউ আর আমি থাকিলাম। আমার পড়া অবশ্যই বন্ধ হইল। আমাদের পৈতৃক যে কিছু নিষ্কর ভূমি, বাগান ও পুষ্করিণী প্রভৃতি ছিল তাহাই জামিন দিয়া আমাদের যে গ্রামে বাস, দাদা সেই গ্রাম ইজারা লইলেন ; আমাকে চাকরির চেষ্টা করিতে বলিলেন। সহজে কাহারই চাকরি যোটে না, আমারও যুটিল না ; আমি বাটীতে থাকিয়া স্বেচ্ছানুসারেই চাস বাসের তদারক করিতে আরম্ভ করিলাম। বউ একদিন হাসিতে হাসিতে বলিলেন 'ইংরাজী পড়িলে না কি বড় চাকরি হয় ?' আমি কোনও উত্তর দিলাম না।

বধু ঠাকুরাণী ভ্রাতৃজায়া, আমি দেবর ; বাস্তবিক আমরা দুইজনেই পরস্পরের পর। বউ যে কেবল আমার পর, তাহা

নহে; বিধিমতে বউ দাদারও পর। তবে, এখন তাঁহারা দুইজনে এক হইয়াছেন, সুতরাং আমি এখন দুইজনেরই পর। আমার এ আপনকে কে পর করিল, দাদার কথা লোকে কেন শুনিবে, ইহা কি এখনও বলিতে বাকি আছে?

যাহাদের বুদ্ধির ঘট পরিপূর্ণ নয়, তাহারা মনে করে, মুখেও বলে, যে অদৃষ্টই সকল কর্ম্মের মূল। আমি বলি কর্ম্মমূল অদৃষ্ট নহে, দৃষ্ট।

অদৃষ্ট-চক্রের কথা ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই আছে। যাঁহারা পাণ্ডিত্যের অভিমান করেন, তাঁহারা ইহা রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বাস্তবিক ইহাতে রূপকের কিছুই নাই; ইহা নিরলঙ্কার প্রকৃত কথা। চক্ররূপিণী মুদ্রাই অচিন্তাশীলগণের অদৃষ্টচক্র।

পৃথিবী ঘুরিতেছে, ইহা অনেকেই জানে। কিন্তু এই সোণার সংসার কে ঘুরায়, তাহা অনেকেই জানিয়াও জানে না। এই পরিদৃশ্যমান মুদ্রাচক্রই আপনি ঘুরিয়া সকলকে ঘুরায়। এই যে প্রতি মুহূর্ত্তে আপন, পর হয়,—পর, আপন হয়; হাঁ, না হয়; না, হাঁ হয়, সে কেবল মুদ্রাচক্রের কাজ। রাজার ঘরে ইহার জন্ম, কিন্তু রাজাই আবার ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়ান। ভিক্ষুক ইহার পরিচয় জানে না, কিন্তু ভিক্ষুক ইহার পাছে পাছে ঘুরিতেছে। মুদ্রার সুখ দুঃখ নাই, হিতাহিত নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, দয়া নাই, সৌজন্য নাই, চক্ষুর্লজ্জা নাই; কেবল অন্যকে ঘুরাইয়া মারিবার জন্য আপনি সংসারময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তুমি ঐশ্বর্য্যশালী বঙ্গীয় যুবক! এই কিয়ৎক্ষণ মাত্র যে মুদ্রা তোমার করতলস্থ ছিল, এখন আবার সেই মুদ্রা নীচবৃত্তি শৌণ্ডিকের পদতলে আপাতমধুর পরিণাম-বিষ ঝন্‌ঝন্ শব্দে আত্ম পরিচয় দিয়া গড়াইয়া পড়িল; যখন তোমার ঐশ্বর্য্যকে বিদ্রূপ করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিল, তখন তাহার দয়ার লেশ মাত্র হইল না, আবার মূর্ত্তিবিশিষ্ট-পাপ ব্যবসায়ীর পদতলে যখন পড়িল, তখনও তাহার লজ্জা হইল না! ঐ দেখ জল্লাদ, শোণিতাক্ত হাত পাতিয়া আছে; আবার দেখ, নর-দেবতা-রাজার হস্তচ্যুত হইয়া মুদ্রা-পিশাচী সেই জল্লাদের সেই রক্তাভিষিক্ত হস্তে গিয়া জল্লাদকে অকৃত্রিক আনন্দে পরিপূর্ণ করিল, সে যে কি করিয়াছে তাহা একবার ভাবিতেও দিল না; চারিদিকে ক্রন্দনের কলরব, হাহাকার ধ্বনি উঠিতেছে, ইহার মধ্যেও তাহাকে হাসাইল! এ কে? এব্যক্তি কৌপীনবাসা ঘর্ম্মপ্লাবিতদেহ সাশ্রুনয়নে, যোড়করে দাঁড়াইয়া কেন? পশ্চাতে অর্দ্ধগতাসু শিশু কোটর প্রবিষ্ট নয়নদ্বয় ইহার মুখপানে ফিরাইয়া ক্ষীণস্বরে কাঁদিতেছে কেন?—কেন? দেখিলে না, মুদ্রা-মায়াবিনী ইহার নয়নজলে অভিষিক্ত হইয়া ঐ স্থূলোদর রাজানুচরের হস্তে গেল?

অতএব মুদ্রাকে বিশ্বাস করিও না, ইহাকে নিজভবনের ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে

দিও না; দিলে তোমার আর নিস্তার নাই, বিষম সংসারাবর্ত্তে পড়িয়া জন্মশোধ তুমি হাবুডুবু খাইবে; সহজে মরিবে না—তাহা হইলে দুঃখের অবসান হয়—কেবল দুঃখ পাইবে, দিবানিশি ঘুরিবে আর ঘুরিবে। যখন দেখিবে মুদ্রা তোমার কর স্পর্শ করিল, তখনই জানিবে তোমায় লক্ষ্মী ছাড়িলেন; মুদ্রা দোষে সামান্যের সামান্য গিয়াছে, মহতের মহতী ক্ষতি হইয়াছে! মুদ্রার নিমিত্তই বঙ্গের লক্ষ্মী অন্তর্হিতা, ভারতের লক্ষ্মী বিসর্জ্জিতা হইয়াছেন।

মুদ্রা সর্ব্বনাশিনী। তুমি ইহাকে আশ্রয় দিলে,—ইহার উপকার ভাবিয়া ইহাকে বিশ্রাম দিবার মানসে স্বগৃহে সাদরে সযত্নে রাখিলে,—কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। মুদ্রা লোকের কর্ণে কর্ণে কি মোহমন্ত্র বলিয়া দিয়া আসিয়াছিল, লোকে তোমাকে কৃপণ নাম দিয়া তোমাকে ঘৃণা, অবজ্ঞা, নিন্দা করিতে লাগিলেন। তুমি মুদ্রার স্বভাব জানিয়া তোমার করস্পর্শ হইবা মাত্র ইহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলে; লোকে বলিল, তুমি উচ্ছৃঙ্খল, তুমি নির্ব্বোধ, তুমি অপরিণামদর্শী, তুমি সংসারের উপহাস-পাত্র। তুমি জঠরানলে দগ্ধ হইতেছ, লজ্জা নিবারণের যৎসামান্য উপকরণও তোমার নাই, তুমি গিয়া 'কৃপণের' গৃহ হইতে মুদ্রাকে উদ্ধার করিয়া আনিলে; তোমার তস্কর বা বঞ্চক নাম হইল, রাজদ্বারে তোমার শাস্তি হইল। এমন মুদ্রাকেও বিশ্বাস করিতে আছে?

হায়! তথাপি পৃথিবী ঘুরিতেছে, ইহারই জন্য ইহারই মন্ত্রবলে ঘুরিতেছে। দুঃখের উপর একটা হাসির কথা বলি;—সহজেই ত মুদ্রার বংশ বৃদ্ধির সীমা নাই, আবার পণ্ডিত-নাম-ধারী কতকগুলি মনুষ্য সেই বংশ বৃদ্ধির নিমিত্ত অর্থশাস্ত্র নাম দিয়া নানাবিধ উপায়ের আবিষ্কার করিতেছেন! এখন কেবল পৃথিবী ঘোরে, এইবারি আকাশ পাতাল ঘুরিবে!

আমার পরিচিতের মধ্যে দুই জন মাত্র মুদ্রাকে চিনিয়াছে। প্রথম কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী; তিনি বিনা মূল্যে প্রসন্ন গোয়ালিনীর দধি দুগ্ধ খাইয়া থাকেন, বিনা মূল্যে প্রসন্নকে তিনি কিনিয়া লইয়াছেন, তিনি মুদ্রাকে চিনিয়াছেন, সেই জন্যই প্রসন্নের প্রসাদ লাভ করিয়াছেন; যাহার তাহার ভাগ্যে ইহা ঘটে না, ঘটিবে না, ঘটিবার নয়। দ্বিতীয়, আমি রণরঘু শর্ম্মা।

আমি চিনিয়াছি বটে, কিন্তু বড় বউ সেটা বুঝিলেন না। বুঝিলেন না, কিন্তু তাঁহার বোঝা উচিত; তিনি বঙ্গবালা, মূর্ত্তিমতী-বুদ্ধি, যত্ন করিলে আমার কথা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন। যিনি এহেন মুদ্রারও মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছেন; মুদ্রা, স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া রূপান্তরে যাঁহার রূপের শোভা বর্দ্ধন করিয়া কণু কণু নিক্বণে আপনার গৌরব ভাবিয়া আপনি তাহা ব্যক্ত করিতেছে;—যিনি এত পারেন, তিনি আমার এই সামান্য কথাটা বুঝিতে পারিবেন, তাহারকি সন্দেহ করিতে আছে।

ভাল, এখন না বুঝুন, বড় বধূ ঠাকুরাণী দুই দিন পরেও বুঝিবেন, তিনি বুঝিলেই আমার সকল দুঃখ ঘুচিবে। তাঁহাকে বুঝিতে হইবে যে আমি মুত্রার কাছে যাইব না, আমি ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিব না; তাঁহাকে বুঝিতে হইবে যে সুখ দুঃখ সকলেরই আছে, না ঘুরিতে হইলেই আমার সুখ। এসুখ আমি কেন ছাড়িব? আমি তাঁহার অন্নদাসত্বে সুখ পাই, আমি তাহা কেন ছাড়িব? তাঁহার অন্নদাস আছি, তাঁহারই অন্নদাস রহিব। ইহাই আমার সুখ। শ্রীরণরঘু গোস্বামী।

দুঃখ-সঙ্গিনী। *

বাঙ্গালা গীতি-কবিতার সহিত বঙ্গীয় কুলকামিনীদিগের অবস্থা-পরিবর্ত্ত এবং চারিত্র-বিকাশ বিষয়ে অনেক অংশে অতি সুন্দর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আমরা এই প্রবন্ধে সহৃদয় পাঠকবর্গকে সেই সাদৃশ্যটি বুঝাইয়া দিতে যত্নপর হইব।

গীতি-কবিতা এদেশের অনন্যলভ্য সম্পদ, অথবা অপরিহার্য্য বিপদ। এদেশের আর এক সম্পদ, অথবা আর এক বিপদ অন্তঃপুরে অবলা। বাঙ্গালির হর্ষ বিষাদ, সুখ দুঃখ এবং প্রীতি ও অমর্ষ প্রভৃতি ভাবনিচয়ের পরিব্যক্তি লাভের জন্য যদি কোন পথ থাকে, সে পথ গীতে। আর, বাঙ্গালির আশার বিচরণ, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি, এবং অন্তঃপ্রবৃত্তির উদ্দীপনার জন্য পৃথিবীতে যদি কোন স্থান থাকে, সেস্থান অন্তঃপুরে। বঙ্গভূমির যেখানে যাইবে, সেখানেই দেখিবে, তরল তরঙ্গময়ী গীতি-কবিতা এবং প্রেমতরঙ্গে তরঙ্গায়িতা ললিত-বনিতা একত্র বিরাজ করিতেছে;—আর বাঙ্গালির হৃদয়, স্রোতোনিক্ষিপ্ত নির্ম্মাল্য কুসুমের ন্যায়, সেই মিলিত-স্রোতে নিরন্তর ভাসিয়া যাইতেছে। কখনও জোয়ারে উপরে উঠিতেছে, কখনও ভাটায় নিম্নে সরিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সকল সময়েই ঐ প্রবল-প্রবাহে ভাসিতেছে এবং হাবু ডুবু খাইতেছে। যে জাতির সর্ব্বেধন হৃদয়, সে জাতি যে এইরূপ ভাববিহ্বল হইবে, ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের কারণ নাই; এবং যে জাতি এইরূপ ভাববিহ্বল, সে জাতি যে গীতি-কবিতার অমৃতরসে এবং কুসুম-কোমলা কুলকামিনীর প্রণয়মধুতে একেবারে ডুবিয়া থাকিবে, ইহাও অনুমাত্র বিচিত্র নহে।

এদেশে গীতি-কবিতার প্রথম কবি সুবিশ্রুতনামা জয়দেব গোস্বামী। তাঁহার গীত-গোবিন্দ পাঠ করিয়া ভারতবর্ষীয়

* দুঃখসঙ্গিনী।—গীতি-কাব্য।—কলিকাতা নূতন ভারতযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ব্যক্তিরাই যে আনন্দে অধীর হন এমন নহে; জর্ম্মন্‌, ফ্রান্স এবং ইতালীর পণ্ডিতবর্গও উহার প্রতি পদে মোহিত হইয়াছেন এবং গোস্বামী মহোদয়কে একজন অদ্বিতীয় রসিক বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। গীত-গোবিন্দে আমরা কি দেখিতে পাই?—না, বাঙ্গালি। বাঙ্গালি না হইলে একাব্য কেহ লিখিতে পারিত না, এবং বাঙ্গালি বিনা একাব্যের সমগ্র রসও কেহ বুঝিতে পারিবে না। এরসে বাঙ্গালিই রসিক। অন্যান্য জাতীয়েরা বাঙ্গালির অনুকরণ করিতে পারিলেই যথেষ্ঠ; তাহাকে পরাভব করা সুদূরপরাহত।

আর্য্যজাতির গৌরবরূপিণী দিগন্তপ্রবাহিনী সংস্কৃতভাষা আদিরস বিষয়ে দরিদ্রা নহেন। ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থের অনেক স্থানই আদিরসে পরিপূরিত; কবিকুঞ্জ-কোকিল কালিদাসের অধিকাংশ কবিতাই আদিরসে টলটল, এবং ভারবি ও মাঘ প্রভৃতি গভীরসত্ব মহাত্মাদিগের কাব্যকলাপও স্থানে স্থানে আদিরসে আতটপূর্ণ। তবে, সে আদিরস আর বাঙ্গালির আদিরসে প্রভেদ আছে। সংস্কৃতভাষা তখন আদিরসে যেমন ঢলিয়া পড়িতেন, বীররসেও তেমন জ্বলিয়া উঠিতেন। তখন—"দহৎ কচিৎ জ্বলন ইবাবলেলিহৎ;—বিয়ন্নাভং জ্বলিতহুতাশনপ্রভং"—* "পরিস্ফুরল্লোলশিখাগ্রজিহ্বং, জগজ্জিঘৎসন্তমিবান্তবক্ত্রম্‌," †—ইত্যাদি বজ্রস্ফুলিঙ্গবৎ পর্ব্বতবিদারি বাক্যকণাই অহরহঃ তাঁহার রসনা হইতে স্খলিত হইত, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে, আদিরসের পীযূষধারাও কখনও কখনও প্রসৃত হইয়া শ্রোতার শ্রমাপনোদন করিত। কিন্তু বাঙ্গালির হাতে পড়িয়া আর তাঁহার সে ভাব, সে ভৈরবী মূর্ত্তি রহিল না। যেই তিনি বাঙ্গালির প্রেম-পঙ্কজ-সমাকীর্ণ সুবাসিত হৃদয়-সরোবরে অবগাহন করিয়া উঠিলেন, অমনি চটুলনেত্রা নর্ত্তকীর মত নয়ন বাঁকাইয়া এবং অঙ্গ দোলাইয়া তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মুখে কেবলই গীতলহরি, আর সে গীতে কেবলই প্রণয়-বিলাস ও রস-মাধুরী। তখন,—

ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন-
কোমল-মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত-
কোকিল-কূজিত-কুঞ্জকুটীরে ॥ ‡

তখন,—

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তং।
ত্বদধর-মধুর-মধূনি পিবন্তং ॥
ত্বদভিসরণ-রভসেন বলন্তী।
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী ॥
ভবতি বিলম্বিনি বিগলিত-লজ্জা।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ॥ ‡

এইরূপ মদাবেশ-বিহ্বলা বিগলিত-লজ্জা ললনা অন্য দেশে হয় ত এই প্রকার

* মহাভারত, আদিপর্ব্ব।

† কিরাতার্জ্জুনীয়, তৃতীয়সর্গ।

‡ গীতগোবিন্দ।

সমাদর পাইত না; পুরাতন আর্য্যজাতিও হয় ত সমরাঙ্গণের রণরঙ্গিণী ভেরী-ধ্বনি এবং ঝন ঝন অস্ত্রঝন্‌ঝনায় উপেক্ষা দিয়া শুধু ইহারই বরাঙ্গশোভা এবং বচনসুধা ভোগ করিবার জন্য অবসর পাইতেন না। কিন্তু যে সময়ে বঙ্গে এই গীত প্রথম ধ্বনিত হইল, এই অঙ্গ-দোলন প্রথম দেখা দিল, তখন সমস্ত বঙ্গ-বাসীর হৃদয় ইহার জন্য প্রস্তুত ও তৃষিত হইয়া রহিয়াছিল। সুতরাং জয়দেব-ভারতী বিনা ক্লেশেই বাঙ্গালিকে মোহিত করিয়া ফেলিলেন, এবং রঙ্গভূমিতে সকলকেই মোহিত দেখিয়া আপনিও মোহবশে পদে পদে পদস্খলনের লীলা ও ললিতভঙ্গি দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বঙ্গে এই যে নৃত্য আর গীতের তরঙ্গ উঠিল, উহা কখনও আর থামিল না; কখনও যে থামিবে এমন সম্ভাবনাও দেখা যায় না। পরপাদুকাহত প্র-হারজর্জ্জরিত দুঃখী বাঙ্গালি সুখের সংবাদ জানিত না। সে এত দিনে সুখের এক অভিনব পথ দেখিতে পাইল। তাহার চক্ষু ফুটিল। তাহার শ্রমবিমুখ দুর্ব্বল হৃ-দয়ের বিরাম-বিশ্রামের জন্য একটি সুকো-মল অবলম্ব যুটিল। সে অবলার মত অব-লার কণ্ঠে ভর করিয়া অনুরাগ, বিরাগ, মান, বিরহ, এবং প্রণয়কলহের প্রিয়কা-হিনীকেই জীবনের একমাত্র সুখ দুঃখ বি-বেচনা করিতে আরম্ভ করিল; এবং আদি কি অনাদি জানি না, ঐ এক রসেই সমস্ত মনঃ প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, উহাতেই একবারে ডুবিয়া গেল। জয়দেবের বীণা তখন নী-রব হইল বটে, কিন্তু মহাজন-কবিদিগের কল্পকানন-বিহারিণী দেবী বঙ্গভারতীও ত-মুহূর্ত্তেই সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, পারসী, ব্রজবুলি এবং বাঙ্গালা প্রভৃতি বিবিধ ভাণ্ডারের রত্নরাশিতে অলঙ্কৃত হইয়া অ-ভিনয় ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং পুরাতন তানে তান মিশাইয়া অতি নূ-তন এক মনোহরচ্ছন্দে নাচিয়া নাচিয়া গাইতে লাগিলেন।—

দেখিবি সখি শ্যামচন্দ্র
ইন্দুবদনি রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র যুবতিবৃন্দ
গাওয়ে রাগ মালিকা॥
মন্দ পবন কুঞ্জ ভবন
কুসুম-গন্ধ-মাধুরী।
মদনরাজ নবসমাজ
ভ্রমর ভ্রমণ চাতুরী॥
তরল তাল গতি দুলাল
নাচে নটিনী নটন সুর।
প্রাণনাথ করত হাত
রাই তাহে অধিক পুর॥ *

বাঙ্গালি আদিরসময়ী গীতি-কবিতায় আজিও কিরূপ বিভোল রহিয়াছে, এবং উহার চরমোৎকর্ষ দর্শনের জন্য অবলা-মন্ত্রকে আজিও কিরূপ একাগ্রমনে জপ করিতেছে, আমরা সমালোচ্য গ্রন্থখানি হইতেই ইহার কতিপয় উদাহরণ দিব।

* জ্ঞানদাস।

দুঃখসঙ্গিনী আমাদিগের বিবেচনায় একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। বাঙ্গালায় যে সকল গীতি-কাব্য বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে, এখানি কল্পনার বৈচিত্র্য এবং মাদকতাদিগুণে সে গুলির সমান বলিয়া গণ্য না হইলেও সেই শ্রেণীতেই পরিগণিত হইবার যোগ্য। ইহার প্রণেতা কি ভাবিয়া আত্মনাম গোপন রাখিয়াছেন বলিতে পারি না; এ কাব্য প্রণয়ন করিতে পারিলে অন্য অনেকেই অভিমানে ঈষৎ স্ফীত হইত। তিনি এ পথে নূতন পথিক হইলেও ভাষায় তাঁহার প্রভূত অধিকার জন্মিয়াছে, এবং তাঁহার কর-ধৃত-বীণা এখনই নানা তানে, নানাবিধ রঙ্গে ঝঙ্কার দিতে শিখিয়াছে। কিন্তু আমরা তাঁহার কবিত্বশক্তির এত যে প্রশংসা করিতেছি, ইহার প্রাণ-গত-রস কি?—না, সেই মৃদুল মৃদুল অঙ্গভঙ্গি, সেই শ্রুতিমনোহর নূপুর-নিক্বণ, সেই আভোগ, আবেশ, আলস্য ও অবসন্নতা। বাঙ্গালির হৃদয়, ইহার সর্ব্বত্রই ভূতলবাহিনী ফল্গু গঙ্গার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে, এবং যে কবিতায় দৃষ্টিপাত করি, সেই কবিতাতেই বঙ্গবাসীর বিলাস-লালসা এবং শ্লথচিত্ততা আসিয়া সম্মুখে পড়িতেছে।

ইহার প্রথম কবিতার নাম 'আক্ষেপ'। কবি, কল্পনার কৃপায় হঠাৎ এক অত্যুন্নত শৈলশৃঙ্গে সমারূঢ় হইয়া, এই শৈল-সাগর-সমাচ্ছাদিতা, গ্রাম-নগর-পরিবৃতা সুবিস্তীর্ণা ধরণীর প্রতি স্থির গম্ভীর ভাবে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছেন; এবং বিধাতা অনন্তশক্তিমান্ এবং অনন্তকরুণাময় হইয়াও কেন এই ধরাধামকে দুঃখনিকেতন করিয়া রাখিয়াছেন এই চিন্তায় অভিভূত হইয়া, বিধাতারই নিকট আক্ষেপ জানাইতেছেন। ঈদৃশ আরম্ভ কাব্যের পরাকাষ্ঠা এবং দর্শন শাস্ত্রেরও পরমতত্ত্ব, †—

হায় পিতা পতিত-পাবন!
কেন নিরমিলে ধরা দুঃখের কানন;
তব সৃষ্ট জীবদলে, ভাসিতে নয়ন জলে,
দেখিয়া কি হও নাথ! আনন্দে মগন॥
তুমি ইচ্ছাময় নাথ!
মুহূর্ত্তে সৃজিতে পার সুখের সদন
তবে নাথ কেন হায়! কি বিষাদে পুনরায়,
করিলে এমন সৃষ্টি দুঃখের কারণ॥

এই প্রথম দুই শ্লোকে ভাবের যে অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস হইয়াছে, যদি তাহাই অব্যাহত চলিয়া যাইত, তবে কবি কোথায় গিয়া পঁহুছিতেন, তাহা চিন্তা করাও কঠিন। কিন্তু ইহার পরক্ষণেই অর্দ্ধ-বাঙ্গালি; শঙ্করীর আমোদ, উৎক্ষেপ; কবির প্রমাবসাদি;—

তোমারি কৃপায় নাথ!
আসে মনোহরা উষা ত্রিদিব-সুন্দরী;
শ্রীঅঙ্গে কুসুম পরি, হেমথালা করে ধরি,
গালে মৃদু চাকতম লাবণ্যলহরী!

---

† পার্কারের দৈববিধান নামক প্রবন্ধ এবং ষ্টুয়ার্ট মিলের প্রকৃতি ও ঐশী শক্তি বিষয়ক প্রস্তাবগুলি দেখ।

তোমারি কৃপায় সেই
বরষার কালে ঘন গরজে মধুর,
নব কাদম্বিনী মাঝে, চারু সৌদামিনী সাজে
আবার বিপিনে নাচে প্রমত্ত ময়ূর।
তোমার ইচ্ছায় নাথ!
ফুটে নলিনীর দাম মৃণালিনী বনে,
সুনীল-সরসী-কোলে, মৃদুল অনিলে দোলে
আবার সন্ধ্যায় কাঁদে মরিয়া মরমে।

বিষয়ভেদে কিছুকাল এইরূপ বিচিত্র বর্ণনা, এবং তাহার আর একটুকু পরেই পূর্ণ-বাঙ্গালি;—ভূতপূর্ব্ব জয়দেব গোস্বামীর বংশধর,—বিদ্যাপতির অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র,—বঙ্গবাসীর মর্ম্মগত দুঃখ,—বিধাতার নিকট সকল আক্ষেপের সার;—

কেহ বা বিরহে জ্বলি
কাঁদিছে স্মরণ করি প্রিয়ার বদন,
সেই প্রেমময়ী কথা, প্রণয় শিকলে গাঁথা
বিদায়ে সজল আঁখি,—মিলনে চুম্বন।
নবীন যৌবনকালে
নারীমন-অরবিন্দ বিকশিত হয়;
উথলিয়া পরিমল, মুগ্ধ করে মহীতল,
মুগ্ধ করে মানবের দুঃখের হৃদয়।
সেই পরিমল আহা!
পবিত্র প্রণয়সুখ,—অমূল রতন,
করি যারে পরশন, পবিত্র প্রণয়ী-মন,
দুঃখের জনমে থাকে সুখে নিমগন।
তোমার ইচ্ছায় নাথ!
সেই নিরমল সুখে দুরদৃষ্ট হায়!
দহিবারে প্রাণিগণে, দুর্নিবার হুতাশনে
গভীর বিচ্ছেদবিষ মিশিয়াছে তায়।
হায় নাথ কোন্ সুখে
নিরমিলে সুধাময় প্রণয় মিলন,
আবার কি দুঃখোদয়ে, কেন নিদারুণ হয়ে,
করিলে তাহাতে পোড়া বিচ্ছেদ ঘটন।

কবি এই অনন্ত দুঃখরাশির মধ্যে বাঙ্গালির দাসত্ব দুঃখকেও মুহূর্ত্তের তরে স্মরণ করিয়াছেন। আমরা বলি, বিরহ-তাপ-তপ্ত চকোরচিত্ত বাঙ্গালির সে দুঃখে আর দুঃখ কি; এবং সে দুঃখ উল্লেখ করারই বা প্রয়োজন কি?—

তাহাতে বাঙ্গালি জন্ম,
দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা আছে চিরদিন;
ভীম দুঃখ পারাবার, উচ্ছ্বাসিছে অনিবার
দুঃখেতে কাঁদিয়া প্রাণ হইবে বিলীন।

এস্থলে "তাহাতে" এই একটি শব্দই আমাদিগের জাতীয়চরিত্রের মূলসূত্র সম্বন্ধে কত টীকা ও কত টিপ্পনীর কার্য্য করিতেছে, এবং ভাবুকের মনে কত ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিতেছে! বাঙ্গালি একে বিচ্ছেদ-বিষে জর্জ্জরিত, অতৃপ্ত প্রেমলালসায় লালায়িত, এবং এই প্রকার আরও অশেষবিধ সুকুমার সন্তাপে সন্তাপিত; "তাহাতে" আবার দাসত্ব শৃঙ্খল, পরাধীনতা ও পরকীয়-ভ্রুকুটি-ভয়ের অসহ্য যন্ত্রণা! অহো অদৃষ্ট! তোমার কি নিদারুণ বিধি!

দুঃখসঙ্গিনী-প্রণেতা জয়দেব-প্রবর্ত্তিত ভজনাপদ্ধতিতে এবং বাঙ্গালির বীজমন্ত্রে কিরূপ প্রগাঢ়রূপে দীক্ষিত, তাহা তাঁহার প্রতি পৃষ্ঠার প্রতি পংক্তিতেই প্রকাশিত রহিয়াছে; সরস্বতী পূজার পবিত্র প্রসঙ্গেও

ঐ কথা কিরূপে আসে, পাঠক তাহা দেখিয়া পুলকিত হইবেন।

"বাজিছে বাজনা বাঙ্গালি ঘরে,
মুরজ মন্দিরা মন্দিরা ললিত স্বরে।
বাজিছে মৃদঙ্গ মধুরময়,
জীবন হতেছে সুতানে লয় ;
কেন রে ভারতে—বিষাদধ্বনি—
উছলে উল্লাসে মঙ্গল ধ্বনি ?
পুনঃ কি ভারত জাগিল হায় !
দাসত্ব শৃঙ্খল খুলে কি যায় ?
শুকাবে কি মা'র নয়ন জল ?
প্রসন্ন হবে কি বদন তল ?
ভুলিব কি হেরি মনের দুঃখ ?
প্রসন্ন মায়ের কমল মুখ !
পুন কি ভারতে সে দিন হবে ?
দেব দস্যু সব লুকায়ে রবে ?
আজি কি ভারতে আসিবে সারদা !
পঙ্কজ-বাসিনী বরদা জ্ঞানদা !
মৃণ্ময় দেহে হয়ে মূর্ত্তিমতী,
আসিবে কি আজি জননী ভারতী।
অনন্ত অনাথা ভারত ভূমে !

উল্লিখিত পংক্তিচয় পাঠ করিলে কাহার আশা না উথলিয়া উঠে ? কে না কবিকে পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করে ? যে ভারতে ব্যাস শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রবীণ পুরুষেরা দেবীর পদারবিন্দ পূজা করিয়া গিয়াছেন, আজি সেই ভারতে ভারতীর অধিষ্ঠান। বিংশতি কোটি লোকের হৃৎপদ্ম ছিঁড়িয়া দিলেও কি তাঁহার সমুচিত পূজা হয় ? কিন্তু বঙ্গীয় কবি এইরূপে উদ্বোধন করিয়া কি ভাবে তাঁহার আরতি করিয়াছেন, দেখ।

জয় জয় দেবি আলোক-রূপিণি,
কেশব-বাসনা, কমলবাসিনী,
জয় জয় দেবি, করুণা-মালিনি,
মাধব-হৃদয়-শোভিনী নলিনী,
তোমারি কৃপায় শুনিনু শ্রবণে,
প্রণয়-বারতা বিজন কাননে,
বন-কামিনীর কোমল অন্তরে,
বিঁধিল মন্মথ সম্মোহন শরে ;
প্রাবৃটে জলদে সম্ভাষি আদরে,
ভেজিল বারতা প্রেয়সীর ঘরে ;
তোমারি কৃপায় শুনিনু আবার,
বিরহ-ঝঙ্কার 'বীর অঙ্গনার'।
সহি নিরন্তর বিরহের জ্বালা,
গাহিল উচ্ছ্বাসে যত 'বীরবালা'।

বলি, এদেশে বীরবালা, ব্রজবালা, কুলবালা, আঁচল ও আধ-ঘোমটার কথা কিছু দিনের জন্য পরিত্যাগ করিলেই কি ভাল হয় না ? বঙ্গে এসব অনেক হইয়া গিয়াছে; এইক্ষণ নূতন রস চাই, কবি-কল্পনার ক্রীড়ার জন্যও নূতন ক্ষেত্র চাই। বর্ত্তমান সময়ের একজন ক্ষণজন্মা ভারত-ভৃত্য বঙ্গীয় কাব্যকলাপ সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু দিন হইল লিখিয়াছিলেন যে 'আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারে অন্যবিধ কবিতা যথেষ্ট আছে, এখন শিবজি-কবিতা আবশ্যক। ভারতীয় ভারতীর প্রথম অভাব,—উদ্দীপনা; দ্বিতীয় অভাব,—উদ্দীপনা; এবং তৃতীয় অভাব,—উদ্দীপনা।'

আমরা দুঃখসঙ্গিনী-প্রণেতাকে এ-কথা কয়টি অন্তরে লিখিয়া রাখিতে অনুরোধ করি। তিনি একজন সুন্দর কবি। সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্যের এই এক রূপ হেলান দোলান বর্ণনায় এদেশের অল্প লোক তাঁহার সমকক্ষ। যেমন প্রভাতের পদ্মপত্র হইতে ধীরে ধীরে শিশির ক্ষরে, তাঁহার মন্থরগামিনী লেখনী হইতেও সেইরূপ ধীরে ধীরে মধু ক্ষরে। এমন "ললিতকান্ত কোমল পদাবলী" বাঙ্গালায় আমরা অল্প পড়িয়াছি, প্রেমরসের এমন বিলাসময়ী বর্ণনা আমরা অল্প দেখিয়াছি। তাঁহার "অমৃতে গরল" "প্রণয়" "উচ্ছ্বাস" এবং "জন্ম ভূমি" প্রভৃতি কবিতা গুলিকে দুঃখসঙ্গিনী বলি না। উহারা সুধা-রস-নিষ্যন্দিনী সুখসঙ্গিনী মুক্তামালা। ভাষার কণ্ঠে এইরূপ কণ্ঠহার প্রখর ঔজ্জ্বল্যের কারণ না হইলেও অশোভার নহে। কিন্তু, তিনি এই একই ভাবের তরঙ্গেই যেরূপ নৃত্য করেন, যদি অন্যান্য ভাবেও সেইরূপ নাচিতে ও নাচাইতে, অথবা জ্বলিতে ও জ্বালাইতে পারিতেন, তাঁহাকে আমরা মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিতাম। তাঁহার বর্ণনাশক্তি কিরূপ হৃদয়বিনোদিনী এবং ভ্রমরগুঞ্জনবৎ শ্রুতিমোহিনী আমরা নিম্নে তাহার কতিপয় উদাহরণ দিব। নহিলে, তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ হয়। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিচয় তাঁহার কবিত্বশক্তিরও পরিচয় দিবে।

সখিরে!—

কতসুখে ছিনু দোহে প্রণয়ের মিলনে,
যেন রে কুসুম দুটি, একবৃন্তে আছে ফুটি,
সরস মধুর মাসে নিরজন কাননে।
উন্মত্ত যুগল মন, একমনে সম্মিলন,
মধুর প্রণয় সুখে বিমোহিত দুজনে।
পরশি প্রণয় সুখ, আনন্দে নাচিতে বুক,
প্রেম-প্রবাহিনী নীর ছুটিত এ মরমে,
কত সুখ হ'ত হায়, তব প্রেম প্রতিমায়,
স্নেহ সিংহাসনে রাখি দেখিতাম নয়নে।
সেই মুখ শশধর, নিথর * * থর,
অধর জড়িত হাসি নিরুপম ভুবনে।
কৌমার প্রতিমা সেই মৃদু নব মাধুরী।
লাজে মাথা দুনয়ান, চঞ্চল কোমল প্রাণ,
পড়েছে চিকুর দাম বদনের উপরি।
কখন নয়নজল, ভাসাইছে বক্ষঃস্থল,
কখন উছলে প্রাণে আনন্দের লহরী।
কখন বিরহ গায়, সোহাগ ঝঙ্কার তায়,
মিলন সঙ্গীত কভু মনোদুখ পাশরি।

* * * * *

সখিরে!—

যেই ভালবাসা হায়!
অপার্থিব নিরমল, প্রতিদিন অবিরল।
বাড়িয়াছে অনিবার প্রাণের মিলনে—
সেই ভালবাসা সখি! ভুলিব কেমনে?

সখিরে!—

নগেন্দ্র-মন্দির ছাড়ি
তরঙ্গিনী কুলেশ্বরী, তরঙ্গ বিস্তার করি,
বসুধার বক্ষঃস্থল বিদারিয়া যায়;
তপন-কিরণ-তাপে তাহা কি শুকায়?

সখিরে!—

তবে কেন বল হায়!

বিরহ-তপন-তাপে, শুকাইবে কোন পাপে,

সেই প্রেম প্রবাহিনী প্রেয়সি! আমার,

শুকাবে কি কোন দিন এজনমে আর?

বর্ত্তমান সমালোচনা প্রসঙ্গে আমাদিগের এইক্ষণ আর একটি কথা মাত্র বক্তব্য আছে এবং তাহা হইলেই এই প্রস্তাবের উপসংহার হইল। আমরা প্রবন্ধের অবতারণাতেই এইরূপ বলিয়াছি যে, এদেশের গীতিকবিতা এবং এদেশের কুলকামিনীরা পরস্পর অতিনিকটসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। বঙ্গে, কুলকামিনী উপাস্য দেবতা, কবিতা উপাসনা-মন্ত্র। আমাদিগের বিবেচনায় বিগত সার্দ্ধ শতাব্দীতে উভয়েই অনেক পরিবর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে,—উভয়েরই বিকাশ বিষয়ে বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। 'দুঃখ সঙ্গিনী' একথারও সূচক নিদর্শন।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি পূর্ব্বতন কবিরা যে সকল কবিতায় হৃদয়ের ভাব ঢালিয়া গিয়াছেন, সে গুলিও গীতিকবিতা; এবং মধুসূদনের আবির্ভাব সময় হইতে এদেশ যে সকল কবিতায় পরিপ্লাবিত হইয়াছে, তাহার ও অধিকাংশই গীতিকবিতা। উভয়ই বাঙ্গালির মানস-সম্ভূত, বাঙ্গালায় রচিত এবং বঙ্গপ্রচলিত বিবিধ ছন্দোভূষণে বিভূষিত;—উভয়েতেই সেই রস, সেই আবেশ, সেই মৃদু হাসি, মধুর কটাক্ষ, সেই অবসাদ, সেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস। কিন্তু আকৃতি ও প্রকৃতিতে উভয়ই কি ঠিক্ এক শ্রেণীতে নিবেশযোগ্য? যাঁহার চক্ষু আছে, তিনিই বলিবেন—না। যেমন এক প্রস্রবণজাত দুইটি স্রোতস্বিনীতে গতির পার্থক্য দেখিতে পাই, আমরা এই উভয়ে সেই পার্থক্য দেখি; এবং যেমন এক গর্ভজাত দুইটি বালিকায় শত বিষয়ে সাদৃশ্য সত্ত্বেও কেমন এক বিসদৃশতা পরিলক্ষিত হয়, আমরা এই উভয়ে সেই বৈষম্য ও স্পষ্ট উপলব্ধি করি। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার মূল কারণ স্বাতন্ত্র্য ও পরতন্ত্রতা। মন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি প্রদান না করিয়া মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতিই অগ্রে দৃষ্টিপাত কর।

এদেশের পূর্ব্বতন কুলকামিনীরা স্বতন্ত্রা ছিলেন। তাঁহারা পতি পুত্রের আনুগত্য স্বীকার করিতেন না এমন কথা বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আমরা তাঁহাদিগকে এই অর্থে স্বতন্ত্রা বলিতেছি যে, তাঁহাদিগের প্রকৃতির পরিস্ফুটতা লাভে যত কিছু কারণ কার্য্য করিত, সমস্তই স্বদেশ ও স্বজাতিতে নিবদ্ধ থাকিত। বিজাতীয় শিক্ষা কি বিজাতীয় সভ্যতা তাঁহাদিগের উপর কোনরূপ অনুকূলতা কি প্রতিকূলতা করিতে সমর্থ হইত না। তাঁহারা সর্ব্বথা 'আপনার' ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে দেখিলেই চেনা যাইত, দেশীয় বলিয়া অনুমান হইত, এবং কি তাঁহাদিগের বেশভূষা, কি তাঁহাদিগের বিভ্রম ভঙ্গি সকল লক্ষণই তাঁহাদিগকে বঙ্গীয় কুলবধূ বলিয়া পরিচয় দিয়া দিত। এখন কি আর তাহা হয়? বঙ্গের পুরসুন্দরীদিগকে এখন কি আর সেরূপ চেনা যায়? তাঁহারা এইক্ষণ পরতন্ত্রা হইয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার দুর্দ্দম স্রোত এদেশে এইক্ষণ এমন তর তর ধারে প্রবাহিত হইয়াছে যে, আমাদিগের পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গীরা, আমাদিগের অন্তঃপুরকাননের প্রিয় ব্রততীরাও, ছিন্ন-বন্ধন, ছিন্ন-মূল হইয়া, সেই স্রোতে পড়িয়া গিয়াছেন;—এবং উহার মায়া-জল-স্পর্শে এমন এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা বধূ না বিবি, বাঙ্গালি না

বিলাতী ইহা অবধারণ করাই ইদানীং এক প্রকার কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদিগের উন্নতি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করি। কারণ, সে বিষয়ে মনে ভ্রমেও যদি কখনও কিঞ্চিন্মাত্র বিতর্ক উপস্থিত হয়, আমরা রাজভয়ে, লাজ-ভয়ে, এবং সমাজ-ভয়ে সে কথা মুখস্ফুট করিয়া ব্যক্ত করিতে সাহসী হই না। কিন্তু, সে উন্নতি এত হইয়াছে যে তাঁহারা এইক্ষণ আর 'তাঁহারা' নহেন। তাঁহারা এইক্ষণ আধ বিবি, আধ বউ। তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা গীতি-কবিতা ও সেই রূপ নূতন হইয়াছে। উহাও এইক্ষণ আধ বিবি, আধ বউ; আধ জয়দেবের কণ্ঠসুধা, আধ বাইরণের প্রতপ্ত-মদিরা। পুরাতন ও নূতন দুই তিনটি কবিতা মিলাইয়া পড়িলেই ইহা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতে পারে।

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে এসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।
রাই এমন কেনেবা হলো?
গুরু দুরজন, ভয় নাহি মন,
কোথা বা কি দেব পাইল॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসায়ে পরে॥
বয়েসে কিশোরী, রাজার কুমারী,
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাড়ায় লালসে,
না বুঝি তাহার ছলা॥ † (চণ্ডীদাস)

নয়ন নীরে কি নিভে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল॥
তৃষায় চাতকী মরে, অন্য বারি নাহি হেরে,
ধারা জল বিনা তার সকলই বিফল॥
যবে তারে হেরি সখি, হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিভে জানি অনল প্রবল॥
(নিধু)

সেই দিন প্রণয়িনি! ভুলিব কি হায়!
ভুলিব কি সে প্রতিমা—বিষাদ মণ্ডিত—
সেই বেশ বিষাদিনী—
মনোদুঃখে পাগলিনী,
হৃদয়ের পটে মম থাকিবে অঙ্কিত।
সেই যে আমার পানে রহিলে চাহিয়া
নীরবে সতৃষ্ণ আঁখি আনত-আননে
যথা বনবাসিনী, পতিহারা কুরঙ্গিনী
সজল নয়নে চায় সুদূর কাননে॥

* * *

শিহরিল কলেবর মুহূর্ত্তেক তরে,
আবার চকিতে যেন সুখের সাগরে,
উঠিল লহরীচয়, পুনঃ মন্দীভূত হয়,
অস্থির বাসনা যত মনের ভিতরে।
বিমল হৃদয় তন্ত্র,—সুমধুর স্বরে
নিনাদিল ধীরে ধীরে আবার অচিরে;
প্রণয় তাড়িত তার
প্রণয়ের সমাচার
বহিল বিদ্যুত বেগে সকল শরীরে।
(দুঃখ সঙ্গিনী)

উপরি-ধৃত কবিতা কয়টির প্রথম দুইটি পুরাতন ও বধূজাতীয়। শেষের কটি আধ বিবি, আধ বউ;—যেন একটুকু অধিক শিক্ষিতা, অতএব অধিক চতুরা; যেন লাজে একটুকু অধিক জড়সড়, অতএব অধিক নির্লজ্জা। দুঃখ-সঙ্গিনীর অধিকাংশ কবিতাই এই শ্রেণির।

† শ্রীযুত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ। ১ম খণ্ড।

☞ স্থানাভাববশতঃ অন্যান্য প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচনা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল না।

কণিক-সূত্র।

প্রীতি আর রাজনীতি।

প্রীতি আর রাজনীতি উভয়ই মানব-হৃদয়রূপ প্রতপ্তপ্রস্রবণনিঃসৃতা মহতী দুই স্রোতস্বতী। উভয়ই তরঙ্গময়ী, তটাভিঘাতিনী, ও তীব্রবাহিনী। অথচ গতি, প্রকৃতি ও পরিণতিতে উভয়ে কি প্রভেদ। প্রীতি কলঙ্কপঙ্কে আবিলা হইলেও অমৃতপ্রবাহের ন্যায় প্রাণতোষিণী ও পুষ্টিসাধিনী। রাজনীতি ধুস্তুরার মত ধবলদর্শনা হইলেও রুধিরধারার ন্যায় ভয়বিধায়িনী ও বিষদায়িনী। প্রীতিতে চির-বসন্ত, চির-মোহ, চির-বিহ্বলতা;—রাজনীতিতে চির-তুষার, চির-চৈতন্য, চির-সাবধানতা। প্রীতির মূল আত্মদান, আত্মনিগ্রহ, পরার্থসর্ব্বস্ব এবং পরকীয় সুখ;—রাজনীতির মূল আত্মলাভ, আত্মপ্রভাব, পরাভিমর্দ্দন, এবং পরকীয় দুঃখ। রাজনীতিতে অনেক স্থলেই বাণিজ্যের অনেক কথা আছে, এবং বণিগ্‌বৃত্তির অনেক ব্যবস্থাই উহার সহিত আসিয়া জড়িত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু উহার সহিত প্রীতির কোন রূপ সম্বন্ধ, সম্পর্ক নাই। যাঁহারা রাজনীতির অভ্যন্তরেও প্রীতির কবিজনস্পৃহণীয় সুকুমার মাধুরী অবলোকন করিতে অভিলাষী হন, তাঁহারা বয়সে যতই কেন বৃদ্ধ হউন না, জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় সদ্যোজাত শিশু। এ সংসার তাঁহাদিগের স্থান নহে।

কেহ কেহ রাজনীতিকেও প্রীতির ন্যায় পরমুখপ্রেক্ষিণী ও পরার্থাভিসারিণী বলিয়া বর্ণনা করেন, এবং ঐ প্রকার বর্ণনা দ্বারা রাজনীতি সম্বন্ধে অন্যের মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তির বীজ বপন করিতে যত্নপর হন। কিন্তু বুদ্ধিমান্‌দিগের বিবেচনায় এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা ত্রিগুণ কপট। তাঁহারা প্রথমতঃ আপনাকে বঞ্চনা করেন, তাহার পর অন্যকে বঞ্চনা করেন, এবং কাহাকেও বঞ্চনা করি নাই এই ভাবিয়া বঞ্চনার উপর আত্মবঞ্চনা করেন। তাঁহাদিগের কথা কেন মানিব? সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র পুরাবৃত্তের সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিব?—না, তাঁহাদিগের বাক্যমাত্র শ্রবণেই ভাবে বিগলিত হইয়া পড়িব?

রাজনীতি কি? যে নীতিপ্রভাবে পুরাতন নূতন হয়, এবং নূতন পুরাতন হয়; প্রাচীন সাম্রাজ্যসকল বীচি-বিদীর্ণ জীর্ণমন্দিরের ন্যায় স্রোতের প্রমত্তপ্রবাহে ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং তাহার স্থলে অভিনব রাজ্য ও সাম্রাজ্যসকল নবনির্ম্মিত প্রাসাদের ন্যায় হাসিতে হাসিতে দণ্ডায়মান হ-

ইয়া উঠে;—যে নীতি রাজাকে পথের ভিখারী কিংবা, পশুবাটিকার দৃশ্যসামগ্রী মধ্যে পরিণত করায় এবং পথের ভিখারী কি পণ্যবীথিকার বণিক্কে রাজসিংহাসনে তুলিয়া দেয়; বর্লিনের এক সামান্য বিদ্যালয়ের অতিসামান্য একটি বালককে বহুরাজমণ্ডিত ইউরোপখণ্ডের অধিনায়কতায় প্রতিষ্ঠিত করে এবং বোনাপার্ট কি বাজিরাওর বংশধরকে কারাবাসে বন্দী করিয়া রাখে, তাহাই রাজনীতি, না রাজনীতি বারবণের মদিরাময়ী গীতলহরী, অথবা ভবভূতির জ্যোৎস্নাময়ী প্রেমবর্ণনা? যদি পূর্ব্বোক্ত কথাই সত্য হয়, তাহা হইলে রাজনীতি আর প্রীতি কখনই একপদার্থ নহে।

প্রীতির প্রধান লক্ষণ এই,—উহা স্বভাবতঃ বিশ্বাসপরায়ণা, সরলা, স্বচ্ছদর্শনা ক্রূরবৃত্তিশূন্যা এবং কুসুমকোমলা। রাজনীতির প্রধান লক্ষণ এই,—উহা স্বভাবতঃ সন্দেহপরায়ণা, কুটিলা, কপটাবরণা, ক্রূরকর্ম্মরতা এবং লৌহকঠিনা। এই দুইয়ের মধ্যে কখনও কি সখিত্ব অথবা সাহচর্য্য সম্ভব হইতে পারে?

অনেকের মনে এইরূপ সংস্কার আছে, যে, রাজনীতিতে যদি খলতা থাকে, তবে প্রীতিতেও খলতা আছে; প্রীতিও খলতাশূন্যা নহে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ইহা একপ্রকার স্পষ্টাক্ষরেই নির্দ্দেশ করেন যে, সংগ্রামে আর প্রেমে কোন অপরাধ এবং কোন দুরভিসন্ধিই দোষ বলিয়া পরিগৃহীত হয় না; এবং এদেশীয় ভাবুকদিগের মধ্যেও অনেকেই এই প্রকার বলিয়া থাকেন যে, প্রীতিমান্ ব্যক্তি শুদ্ধ আপনার হৃদয়পুত্তলকেই ভাল বাসেন; তিনি সেই ভাল বাসার বিশেষ পাত্র ব্যতীত আর সমস্ত জগৎকে ঘৃণা কি বিদ্বেষ করিতে মনে কখনও ক্লিষ্ট হন না। এই উভয় সিদ্ধান্তই নিরবচ্ছিন্ন ভ্রমমূলক। যে প্রীতি স্বার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, স্বার্থে অবস্থান করে, এবং অন্তেও স্বার্থেই গিয়া বিলয় পায়, তৎসম্বন্ধে এ সমস্ত কথা অংশতঃ সত্য হইতে পারে। তাদৃশী সংকীর্ণস্বভাবা প্রীতি, হিংসা, দ্বেষ, কপটতা, নির্দ্দয়তা এবং পরশ্রীকাতরতার দুর্গন্ধ হইতে একবারে নির্ম্মুক্ত নহে। কিন্তু যথার্থ প্রীতি প্রার্থনার ন্যায় নির্ম্মলা, জ্যোৎস্নার ন্যায় আনন্দময়ী, তপস্যার ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি এবং বর্ষাকালীন বারিধারার ন্যায় বিশ্বতোষিণী। উহা কখনও বাতদুলিত বসন্তবল্লরীর মত প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করে, কখনও ভক্তির নমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গুরুজনের পদারবিন্দে প্রণত হয়, কখনও বাৎসল্যে গলিয়া পড়ে, এবং কখনও পরদুঃখ ও পরকীয় যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া অজস্র অশ্রুজলে প্রবাহিত হইয়া যায়। উহা অমৃত। বিবেক যেখানে পহুঁছিতে পারে না, উহা সেখানেও প্রসৃত হয়; এবং পারলৌকিক সুখাভিলাষিণী ধর্ম্মবুদ্ধি অতি দুষ্কর যত্ন করিয়াও যাহা সাধন করিতে পারে না, উহা অবহেলায় তাহা সাধন করে। যেমন অমৃত আর গরল একত্র অবস্থান

করে না, ঈদৃশী প্রীতি এবং কাপট্য, বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুরতাদি খল প্রবৃত্তি ও সেইরূপ এক হৃদয়ে যুগপৎ অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না।

যিনি স্বকীয় অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রীতির এই প্রকার ভাবকে সতত পরিপোষণ করেন, তিনি মনুষ্য জাতির পরমবন্ধু। তাঁহার আত্মা ধর্ম্ম বিশেষের সাম্প্রদায়িক লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত না হইলেও তিনি পরম ধার্ম্মিক। তাঁহার দৃষ্টি সুধাবর্ষিণী, কথা সন্তাপহারিণী, এবং ক্রিয়া আশীর্ব্বাদরূপিণী। মুখে মধু, মনে হলাহল এই যে এক বিচিত্র নটনৈপুণ্য, তিনি কদাপি ইহা শিখিতে পারেন না; সংশয়ের ঘোর তিমিরান্ধ জগতে তিনি ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে চাহেন না; পরনিগ্রহ বিষয়ে ন্যায়পরতা যতদূর গমন করে, তিনি ততদূর যাইতেও ভালবাসেন না; এবং যে ব্যক্তি তাঁহার অশেষ অপকার করিয়াছে, তাঁহাকে পদে পদে বিপন্ন করিতে যত্ন পাইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে দুর্ব্বিষহ আঘাত দিয়াছে এবং তাঁহার সমস্ত জীবনের আশালতাটি উন্মূলিত করিয়া ফেলিয়াছে, যদি সেও তাঁহার নিকট কাতর-নয়নে শরণ-প্রার্থী হয়, তিনি তাহাকেও আশ্রয় ও অভয়দান না করিয়া শান্তি পান না। তাঁহার এবংবিধ উদারতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রাজনীতির কঠোর মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, কাহার না হৃদয় স্তম্ভিত হয়? কে না ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে? কোথায়,—'ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ;' আর কোথায়,—'অমিত্রো ন বিমোক্তব্যঃ কৃপণং বহ্বপি ব্রুবন্!' কোথায়—'অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং, উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং'; আর কোথায় 'পুত্রঃ সখা বা ভ্রাতা বা পিতা বা যদি বা গুরুঃ, রিপুস্থানেষু বর্ত্তন্তো হন্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা'।

যে সকল কূটযুদ্ধপ্রসিদ্ধ কৃতী ব্যক্তিরা মনুষ্যজাতিকে রাজনীতি বিষয়ে উপদেশ দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইউরোপে মেকিয়াভেলির নামই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরিচিত। নিকলো মেকিয়াভেলি ইটালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নগরে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্মলাভ করেন, এবং জীবনে নানারূপ ভোগ ভুগিয়া, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রনিকেতনে রাজলীলাসম্বন্ধে নানাবিধ শিক্ষা পাইয়া, এবং যাহা দেখিলেন ও শিখিলেন তত্তাবৎ জগৎকে নীতিশাস্ত্রে অর্পিত করিয়া, ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর প্রাপ্ত হন। মেকিয়াভেলি সাধু কি অসাধু ছিলেন, তাহা জানিতে চাহি না; অথবা রাজকীয়জগতের কার্য্যকলাপ ও বিধিব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কখনও এবিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিব, এমন আশা করি না। তবে, তিনি যে একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং অসামান্য ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। তাঁহার বুদ্ধিশক্তির অবশ্যই কোন বিশিষ্ট মহিমা ছিল। নহিলে, তাঁ-

হার নামে কখনও সমস্ত ইউরোপে এমন এক অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন ঘটিত না;—এত লোক তাঁহাকে অপদেবতার পূর্ণাবতার বলিয়া অভিসম্পাত করিত না,এবং কার্য্যকালেও এত অধিক সংখ্যক রাজপুরুষ তাঁহার উপদেশের অনুসরণ করিয়া চলিতেন না;—এত লোক তাঁহার প্রসঙ্গমাত্র শ্রবণেই ভূতভয়গ্রস্ত বালিকার ন্যায় শিহরিয়া উঠিত না, এবং তিনি যে সকল গ্রন্থ প্রকটন করিয়া গিয়াছেন, সে গুলিও এত ভাষায় অনুবাদিত এবং এত লোকের কণ্ঠস্থ হইয়া রহিত না।

কিন্তু, এমন যে মেকিয়াভেলি, কৃষ্ণদ্বৈপায়নবর্ণিত কুরুরাজমন্ত্রী কণিক * রাজনীতিশাস্ত্রে তাঁহারও গুরুস্থানীয়। মেকিয়াভেলি কখনও কখনও কোন বিষয়ে মনের দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, সরলতার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দর্শনে কদাচিৎ কখনও অকস্মাৎ মোহিত হইয়া পড়িয়াছেন, বলি বলি বলিয়াও হৃদয়ের দুই একটি গূঢ় কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, এবং লজ্জার সমুদয় বন্ধন ছেদন করিয়াও দুই এক সময়ে লজ্জায় যেন ঈষৎ জড় সড় হইয়াছেন। কণিকের সম্বন্ধে এসমস্ত ভ্রম, প্রমাদ এবং আপদ ও দুর্ব্বলতার চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। ধ্যানরত তাপসেরা যেমন ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য ও চিত্তবিকারের বহু উর্দ্ধে অবস্থান করেন, তিনিও সেইরূপ উল্লিখিত প্রকার সঙ্কোচ ও মনোমালিন্যের বহু উর্দ্ধে অবস্থান করিয়া বেদবক্তার ন্যায় উপদেশ করিয়াছেন এবং লজ্জা, শঙ্কা ও অপবাদভীতি প্রভৃতি যে কোন চিন্তা তাঁহার নিকটে আসিয়াছে তাহাকেই পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন। মেকিয়াভেলি বহুকথায় এবং বহু দৃষ্টান্তে যাহা বুঝাইয়াছেন,কণিক স্বল্পাক্ষরগ্রথিত সূত্রবৎ বাক্যেই তাহা বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন; এবং যে তত্ত্ব মেকিয়াভেলির বুদ্ধিতেও প্রতিভাত হয় নাই, কণিক তাহাও অতিসহজ কথার ন্যায় ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ মেকিয়াভেলির "প্রিন্স" কণিক সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ। কেমন করিয়া ইটালীর একজন রাজপুরুষ ভারতবর্ষীয় একজন রাজমন্ত্রীর আত্মা-

* পণ্ডিতবর কণিক রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এক জন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি নীতি বিষয়ে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা মহাভারতের আদিপর্ব্বে চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে। এই প্রবন্ধে কণিকসূত্র বলিয়া যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মহাভারতের ঐ অংশ হইতে গৃহীত। কণিক নামে কোন ব্যক্তি বস্তুতঃই কৌরবদিগের সভায় বিদ্যমান ছিলেন, না ইহাঁর সমস্ত কথাই ব্যাসের কল্পনা, তাহা অবধারণ করা কঠিন। কিন্তু যদি ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপ কর্ণাদি পরিচিতনামা ধনুর্দ্ধরদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ কণিকেরও অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে।

কর্ত্তৃক এইরূপ অনুপ্রাণিত হইলেন, তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু এই উভয়ের উপদেশ নিচয়ে, মূল ও টীকার অর্থগত সাদৃশ্যের ন্যায়, এমন এক আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে, যে, আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমরা রাজনীতির প্রকার প্রদর্শনের জন্য এই প্রবন্ধে কতকগুলি কণিকসূত্র উদ্ধৃত করিব, এবং রাজনীতি ও প্রীতিতে কেন এত পার্থক্য, তাহাও প্রসঙ্গতঃ বুঝাইয়া দিব। যাঁহারা ইউরোপীয় মেকিয়াভেলিরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে ভাল বাসেন, তাঁহারা এই ভারতীয় মেকিয়াভেলির প্রতিও একবার দৃষ্টিপাত করিবেন, এবং ইউরোপ গণিতাদি শাস্ত্রের ন্যায় রাজনীতি শাস্ত্রেও ভারতবর্ষের শিষ্যতা স্বীকার করিয়াছে কিনা, তাহাও ভাবিয়া দেখিবেন। যে সময়ে কণিকসূত্র ভারতবর্ষে প্রথম প্রকটিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, তখন ইউরোপ দুগ্ধের শিশু। কালের অজেয় শাসনে এইক্ষণ সেই ভারতবর্ষ দুগ্ধের শিশু হইয়াছে—এবং ইউরোপ উহাকে প্রতিপদক্ষেপে কণিক-সূত্রে উপদেশ দান করিতেছে!!

মেকিয়াভেলি কহিয়াছেন যে, * রাজপুরুষেরা কাহাকেও কখনও অধিক বিশ্বাস করিবেন না। যাঁহারা তাঁহাদিগের দক্ষিণে ও বামে সতত পাদচারণা করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের মিত্র কি অমিত্র তাহা অবধারণ করা কঠিন। অতএব তাঁহারা অজ্ঞাত-চরিত্র অপরীক্ষিত ব্যক্তির নিকট কদাপি অসন্দিগ্ধচিত্তে অবস্থান করিবেন না। এবিষয়ে কণিক বলিয়াছেন ;—

ন সংশয়মনারুহ্য নরো ভদ্রাণি পশ্যতি।
সংশয়ং পুনরারুহ্য যদি জীবতি পশ্যতি॥

মনুষ্য যত দিন পর্য্যন্ত না সংশয়ারূঢ় হয়, তত দিন পর্য্যন্ত সে মঙ্গলের মুখচ্ছবি দেখিতে পায় না। যদি সে সংশয়ারূঢ় হইয়া, অর্থাৎ যাহার সংস্পর্শে আসিসিতেছে তাহাকেই সংশয় করিয়া, কিছু দিন জীবিত থাকে তাহা হইলেই সে মঙ্গগুলিকে যেরূপ সূত্রের ন্যায় তুলিয়া দিতে পারিয়াছি, মেকিয়াভেলির কথা সেরূপ তুলিয়া দেওয়া অসম্ভব। কারণ,তাঁহার উপদেশ কোথাও সুদীর্ঘ প্রবন্ধরূপে বিন্যস্ত, কোথাও উদাহরণে প্রদর্শিত, এবং কোথাও বন্ধুর নিকট পত্রস্থলে বিবৃত হইয়াছে। ইহার কোন এক ক্ষুদ্র অংশ উদ্ধৃত করিলেও বাক্যের কলেবরে কুলায় না। যাঁহাদিগের ইচ্ছা হয়, তাঁহারা মেকিয়াভেলির গ্রন্থনিচয়ের, বিশেষতঃ 'প্রিন্স' নামক পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিবেন। আমরা এই প্রবন্ধে মেকিয়াভেলির উপদেশ বলিয়া যাহা গ্রহণ করিয়াছি, তাহা তাঁহার লেখার মূল মর্ম্ম মাত্র।

* মেকিয়াভেলি বহুসংখ্যক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তদীয় "প্রিন্স" নামক পুস্তকই রাজধর্ম্মসম্পর্কে পৃথিবীতে বিখ্যাত। প্রিন্সের পরিশিষ্ট কোন কোন প্রসঙ্গে মূল হইতেও মূল্যবান্। আমরা কণিকের কথা

সের দর্শন পাইয়া কৃতার্থতা লাভ করে। *

নবিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ।
বিশ্বাসাদ্ভয়মুৎপন্নং মূলান্যপি নিকৃন্ততি॥

অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কদাপি বিশ্বাস করিবে না; আর যে বিশ্বস্ত তাহাতেও অতিমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। কেন না, যদি বিশ্বাসের স্থলহইতে কখনও ভয়ের কোন কারণ উৎপন্ন হয়, তাহাতে মূল পর্য্যন্তও বিনষ্ট হইয়া যায়।

নন্দবংশের কালভুজঙ্গস্বরূপ কণিকশিষ্য চাণক্য এই সূত্রটিকেই একটুকু পরিবর্ত্তন করিয়া এইরূপ পাঠ করিয়াছেন;—

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তং মিত্রঞ্চাপি নবিশ্বসেৎ।
কদাচিৎকুপিতং মিত্রং সর্ব্বদোষং প্রকাশয়েৎ॥ †

যে অবিশ্বস্ত, যে অমিত্র, তাহাকে ত বিশ্বাস করিবেই না; যাহাকে মিত্র বলিয়া জান, তাহাকেও বিশ্বাস করিবে না। কারণ, মিত্র যদি কোন সময়ে কুপিত হন, তিনি তখন সকল দোষ প্রকাশ করিয়া দেন।

রাজনীতিজ্ঞ মেকিয়াভেলি সন্ধি, বিগ্রহ সৈনিকনিয়োগ এবং স্বরাজ্যরক্ষা, পরস্বলুণ্ঠন, ও পরপীড়নাদি লৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ ও ঐতিহাসিক উদাহরণ দিয়াছেন, তৎসমুদয়ের সারোদ্ধার এই;—কখনও কাহারও সহিত সরল হইয়া চলিবে না;—সাধুতা এবং অসাধুতার সূক্ষ্ম পার্থক্য লইয়া কখনও ব্যতিব্যস্ত থাকিবে না;—স্বকার্য্য সাধনের জন্য কোন কার্য্যকেই গর্হিত ভাবিবে না;—বিশেষ কোন কার্য্যোদ্ধারের জন্য অদ্য যে প্রতিজ্ঞা করিলে, কল্য তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কোন কথাই গণনায় আনিবে না;—প্রয়োজনের সময় আত্ম পর বাছিবে না;—মিত্র হউক আর অমিত্র হউক, পথের কণ্টক দূর করিতে কখনও সঙ্কুচিত হইবে না;—লোকে ভাল না বাসিয়া ভয় করিলে তাহাতে কখনও দুঃখানুভব করিবে না;—যাহাকে বিপদে পড়িয়া আশা দিলে, বিপদ হইতে অব্যাহতির পর তাহাকে নিরাশ করিয়া ফিরা-

* আমরা কণিকসূত্রের আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া সর্ব্বত্রই শুদ্ধ ভাবার্থের ব্যাখ্যা করিয়াছি, এবং যেখানে নিতান্ত আবশ্যক বুঝিয়াছি, সেখানে নীলকণ্ঠের টীকা হইতে দুই একটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। কোন কোন স্থলে আমাদিগের অনুবাদ প্রচলিত অনুবাদের বিপরীত হইয়াছে। তাদৃশ বিরোধস্থলে নীলকণ্ঠীয় 'ভারতভাবদীপই' আমাদিগের আলোকবর্ত্তিকা।

† ইহার সহিত মহাভারতীয় বনপর্ব্বের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুইটির তুলনা কর।

"আত্মনাপি ন বিশ্বাসস্তথা ভবতি সৎসু যঃ
তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ সর্ব্বঃ প্রণয়মিচ্ছতি॥
সৌহৃদাৎ সর্ব্বভূতানাং বিশ্বাসো নাম জায়তে।
তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ বিশ্বাসং কুরুতে জনঃ॥"

হয়া দিতে কদাপি লজ্জা বাসিবে না ;— স্বকীয় ও স্বজাতীয় শত্রুর মূল পর্য্যন্ত উ-চ্ছেদের জন্য, ছলনা, বঞ্চনা, বিষপ্রয়োগ গৃহদাহ গুপ্তহত্যা এবং প্রকাশ্য যুদ্ধ প্র-ভৃতি প্রচলিত ও অপ্রচলিত, নিন্দিত ও অনিন্দিত এবং সহজসাধ্য কি দুঃসাধ্য কোন উপায়ই ছাড়িয়া দিবে না ;— শত্রু যদি শরণাগত হয়, তথাপি তাহার প্রতি দয়া দেখাইবে না :—এবং পুনঃ পুনঃ ভগ্নমনোরথ এবং পুনঃ পুনঃ পরাভূত হই-লেও, অধ্যবসায় ও অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে হতাশ ও হতোদ্যম হইয়া পড়িবে না। মেকিয়াভেলির মন্ত্রগুরু মহোপাধ্যায় ক-ণিক কহিয়াছেন ;—

নাস্য ছিদ্রং পরঃ পশ্যেচ্ছিদ্রেণ পরমন্বিয়াৎ।
গূহেৎ কূর্ম্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্বিবরমাত্মনঃ॥

নীতিনিপুণ রাজপুরুষ কখনও অন্য কোন ব্যক্তিকে আপনার ছিদ্র, অর্থাৎ আ-পনার দোষ ও দুর্ব্বলতা দর্শন করিতে দি-বেন না। কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গ প্র-ত্যঙ্গ সকল আপনার শরীরাভ্যন্তরে লুকা-ইয়া রাখে, তিনিও সেইরূপ আপনাতে আ-পনি লুক্কায়িত থাকিবেন, এবং পরকীয় ছি-দ্রান্বেষণ দ্বারা পর-পরাভিভবের জন্য স-র্ব্বদা যত্নশীল রহিবেন।

অন্ধঃ স্যাদন্ধবেলায়াং বাধির্য্যমপি চাশ্রয়েৎ।
কুর্য্যাৎ তৃণময়ং চাপং শয়ীত মৃগশায়িকাম্॥

তিনি কখনও অন্ধের মত থাকিবেন, কখনও বধির হইয়া রহিবেন ; অর্থাৎ দে-খিয়াও যেন দেখেন নাই এবং শুনিয়াও যেন শুনেন নাই এইরূপ অবস্থান করিবেন ; এবং আপনার শরাসনকে সময়প্রাপ্তি প-র্য্যন্ত তৃণতুল্য নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া, ব্যাধ যেমন মৃগযূথের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য কপটনিদ্রার আশ্রয় লয়, তিনিও শ-ত্রুর বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য সেইরূপ ক-পটনিদ্রার আশ্রয় লইবেন। †

ক্রুদ্ধোঽপ্যক্রুদ্ধরূপঃ স্যাৎ স্মিতপূর্ব্বা-ভিভাষিতা।
ন চাপ্যন্যমপধ্বংসেৎ কদাচিৎ কোপ-সংযুতঃ॥

তিনি ক্রুদ্ধ হইলেও আপনাকে ক্রোধ-শূন্য দেখাইবেন, এবং ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কথা কহিবেন ;—কোপসংযুক্ত অবস্থায় ক-খনও অন্যকে ভর্ৎসনা কি তিরস্কার করি-বেন না, কেন না তাহা হইলে মনের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। ‡

† "স হি অন্ধবেলায়াং রাত্রৌ সামর্থ্য-প্রতিঘাত-সময়ে ইতি যাবৎ অন্ধঃ হীনোপকরণঃ স্যাৎ ভবেৎ, শস্ত্রং ত্যক্ত্বা শত্রুং শরণমেতীতার্থঃ ; বাধির্য্যমপি চাশ্রয়েৎ তদানীং ধিক্কৃতোপি অশ্রুতবদেব উৎ-কৃষ্টা ক্ষমেৎ। * * * নমু সিদ্ধস্তর্হি পু-রুষার্থ ইতি চেত্তত্রাহ, শয়ীত মৃগশায়িকাং মৃগহন্তঃ শয্যাং শয়ীত শেতে ; যথা ব্যাধো মৃগান্ বিশ্বাসয়িতুং মৃষা নিদ্রাতি, বিশ্ব-স্তেষু তেষু প্রহরতি এবং সংহৃত্তমেবাপ-কারং গোপয়তীত্যর্থঃ" ইতি ভারতভাব-দীপে।

‡ সক্রেটিসের সম্বন্ধে এইরূপ এ-

বাচা ভৃশং বিনীতঃস্যাৎ হৃদয়েনতথাক্ষুরঃ।
স্মিতপূর্ব্বাভিভাষী স্যাৎ সৃষ্টো রৌদ্রেণ কর্ম্মণা॥

তিনি বাক্যে বিনীত হইবেন, এবং হৃদয়ে ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্নধার রাখিবেন। আর যদি কোন ভয়ঙ্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা, তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তবে মুখে মৃদু হাসি হাসিয়া সকলকে ভুলাইয়া রাখিবেন। *

অঞ্জলিঃ শপথঃ সান্ত্বংশিরসা পাদবন্দনম্।
আশাকরণমিত্যেবং কর্ত্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা॥

তিনি কখনও কৃতাঞ্জলি হইবেন, কখনও শপথ করিবেন, কখনও অতি মধুর, অতি প্রীতিপ্রদস্বরে কথা কহিবেন, কখনও শত্রুর পায়ে মাথা লুটাইবেন এবং কখনও বা তাহাকে আশ্বাস দিবেন।

অগ্ন্যাধানেন যজ্ঞেন কাষায়েণ জটাজিনৈঃ।
লোকান্ বিশ্বাসয়িত্বৈব ততোলুম্পেদ্ যথাবৃকঃ॥

তিনি অগ্রে অগ্ন্যাধান, যজ্ঞানুষ্ঠান, কাষায় বস্ত্র পরিধান এবং জটা ও মৃগচর্ম্ম ধারণ দ্বারা বিপক্ষের বিশ্বাস জন্মাইবেন, এবং পরে সময় পাইলেই বৃকের ন্যায় তাহার উপর আক্রমণ করিবেন।

অঙ্কুশং শৌচমিত্যাহুরর্থাণামুপধারণে।
আনাম্য ফলিতাং শাখাং পক্বং পক্বং প্রশাতয়েৎ॥

স্বার্থসিদ্ধি বিষয়ে, শৌচ অর্থাৎ বাহিরে ধর্ম্মানুষ্ঠানই অঙ্কুশ স্বরূপ, অর্থাৎ পরচিত্তাকর্ষণের প্রধান উপায়। অতএব তিনি তথাবিধ আকর্ষণী দ্বারা প্রথমতঃ বৃক্ষের ফলবতী শাখাটি আনমিত করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে পক্ব পক্ব ফলগুলিকে বাছিয়া বাছিয়া করায়ত্ত করিবেন।

নাস্য কৃত্যানি বুধ্যেরন্ মিত্রাণি রিপবস্তথা।
আরব্ধান্যেব পশ্যেরন্ সুপর্য্যবসিতান্যপি॥

তিনি এরূপ সাবধানতার সহিত কার্য্য করিবেন যে, কি মিত্র, কি শত্রু, কেহই পূর্ব্বে তাহা জানিতে পাইবে না। যখন তাহারা দেখিতে পাইবে, তখন দেখিবে যে কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে কি পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। †

অনাগতংহি বুধ্যেত যচ্চকার্য্যং পুরস্থিতং।
নতু বুদ্ধিক্ষয়াৎ কিঞ্চিদতিক্রামেৎ প্রয়োজনম্।

কার্য্য উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি

কটি কথা প্রচলিত আছে,—তিনি একদা কোন একজন পরিচারকের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, "যদি আমার ক্রোধ না হইত, তবে তোমায় প্রহার করিতাম।" কিন্তু ক্রোধগোপন বিষয়ে সক্রেটিশের উদ্দেশ্য আর কণিকের উদ্দেশ্য নিতান্ত বিভিন্ন।

* 'ঐ যে মৃদু মৃদু হাসে আর হাসে, এই হাস্য সত্ত্বেও এ ব্যক্তি শঠের শিরোমণি।'—সেক্সপীয়র।

† দিলীপ রাজার বর্ণনায় 'রঘুবংশে এইরূপ আছে,—

'তস্য সংবৃতমন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ।
ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব॥

বিশেষ বিবেচনা সহকারে তাহার অনুগুণ উপায় সমস্ত অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। কারণ, কার্য্য হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলে বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ আপনার অভীষ্ট প্রয়োজনও উপেক্ষিত হইতে পারে। *

ভীতবৎ সংবিধাতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতং।
আগতন্তু ভয়ং দৃষ্ট্বা প্রহর্ত্তব্যমভীতবৎ॥

ভয় যতক্ষণ না উপস্থিত হয়, তিনি ততক্ষণ ভয়কে ভয় করিয়া চলিবেন এবং ভীতবৎ তাহার প্রতিবিধান চেষ্টায় থাকিবেন; কিন্তু যখন ভয় সম্মুখাগত হয়, তখন নির্ভীকবৎ প্রহার করিবেন। †

বিভজ্য দেশকালৌ চ দৈবং ধর্ম্মাদিয়স্ত্রিয়ঃ।
নৈঃশ্রেয়সৌ তু তৌ জ্ঞেয়ৌ দেশকালাবিতি স্থিতিঃ॥

বিজ্ঞ ব্যক্তি দেশ ও কালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই পারলৌকিক কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম,অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ সেবা করিবেন। কেন না, দেশ ও কাল বিবেচনা না করিয়া চলিলে শ্রেয়োলাভ হওয়া দুষ্কর।

কর্ম্মণা যেন তেনৈব মৃদুনা দারুণেন বা।
উদ্ধরেদ্দীনমাত্মানং সমর্থো ধর্ম্মমাচরেৎ॥

আপনি বিপদে পড়িলে, মৃদু আর নিদারুণ যে কোন কর্ম্ম দ্বারাই হউক আপনাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে। ইহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম লইয়া কোন রূপ বিচার বিতর্ক করিবে না। যে সমর্থ, অর্থাৎ কোনরূপে বিপন্ন নহে,সে গিয়া ধর্ম্মাচরণ করুক। ‡

নাচ্ছিত্ত্বা পরমর্ম্মাণি নাকৃত্বা কর্ম্মদারুণম্।
নাহত্বা মৎস্যঘাতীব প্রাপ্নোতি মহতীং শ্রিয়ম্॥

যেমন মৎস্যজীবী ব্যক্তিরা হিংসা না করিয়া কখনও অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইতে পারে না, সাধারণতঃ মনুষ্যও সেইরূপ শত্রুর মর্ম্মবিদারণ এবং অশেষবিধ নিদারুণ কর্ম্ম না করিয়া কখনও মহতী শ্রী লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

ভয়েন ভেদয়েদ্ভীরুং শূরমঞ্জলিকর্ম্মণা।
লুব্ধমর্থপ্রদানেন সমং ন্যূনং তথৌজসা॥

যে ভীরু তাহাকে ভয় দেখাইয়া অস্থির রাখিবে; যিনি শৌর্য্যসম্পন্ন, তাঁহার নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বশে আনিবে; লুব্ধকে অর্থ দিবে; আর যাহারা বল ও বিক্রমে আপনার ন্যূন কি স-

* "অনাগতং যঃ কুরুতে স শোভতে।
স শোচ্যতে যো ন করোত্যনাগতং॥"

প্রকৃতন্ত্রের কাকোলূকীয় তন্ত্রে ত্রয়োদশ কথা।

† "তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতং।"
আগতন্তু ভয়ং বীক্ষ্য প্রতিকুর্য্যাৎ যথোচিতং॥"—হিতোপদেশ।

‡ "কালে মৃদুর্য্যোভবতি কালে ভবতি দারুণঃ।
স বৈ সুখমবাপ্নোতি লোকেঽমুস্মিন্নিহৈবচ॥"

ইতি মহাভারতীয় বনপর্ব্বে। কণিকও যাহা বলিয়াছেন, এই শ্লোকেও তাহাই বলা হইয়াছে। তবে, অর্থে কত পার্থক্য তাহা পাঠক চিন্তা করিবেন।

মান, তাহাদিগকে অধীন করিবার জন্য বলবিক্রম প্রয়োগ করিবে। *

নাবজ্ঞেয়ো রিপুস্তাত ! দুর্ব্বলোঽপি কথঞ্চন।
অল্পোপ্যগ্নির্বনং কৃৎস্নং দহত্যাশ্রয়সংশ্রয়াৎ॥

শত্রুকে কখনও হীনবল বিবেচনায় অবজ্ঞা করিবে না। কারণ, কণিকামাত্র অগ্নিও আশ্রয় পাইলে সমস্ত বন দাহন করিতে পারে।

তালবৎ কুরুতে মূলং বালঃশত্রুরুপেক্ষিতঃ।
গহনেঽগ্নিরিবোৎসৃষ্টঃ ক্ষিপ্রং সংজায়তে মহান্॥

যদি অতি ক্ষুদ্র শত্রুকেও ক্ষীণবীর্য্য বলিয়া এইক্ষণ উপেক্ষা কর, কালে সে তালতরুর মত বদ্ধমুল ও সমুদ্ধত হইবে, এবং বনমধ্যে নিক্ষিপ্ত বহ্নিশিখার ন্যায় দেখিতে দেখিতেই বাড়িয়া উঠিবে।

বধমেব প্রশংসন্তি শত্রূণামপকারিণাম্।
সুবিদীর্ণ সুবিক্রান্তং সুযুদ্ধং সুপলায়িতং।
আপদ্যাপদিকালে চ কুর্ব্বীত ন বিচারয়েৎ॥

অপকারী শত্রুকে বধ করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় কার্য্য। কিন্তু যদি সে শত্রু এমন সুবোধ ও সুবিক্রান্ত নয় যে, তাহাকে সহজে বধ করা যায় না, তাহা হইলে সময়ের দিকে চাহিয়া থাকিবে এবং যখন তাহার আপৎকাল উপস্থিত হয়, তখনই তাহার বিনাশের উপায় দেখিবে; আর বিনাশ করিতে না পারিলে, যাহাতে সে আপনাহইতে কোন দিকে পলাইয়া যায়, এইরূপ করিবে। †

নিরুদ্বিগ্নোহি ভবতি ন হতাজ্জায়তে ভয়ম্।
মূলমেবাদিতশ্ছিন্দ্যাৎ পরপক্ষস্য নিত্যশঃ॥
ততঃ সহায়াং স্তৎপক্ষান্ সর্ব্বাংশ্চ তদনন্তরম্।
ছিন্নমূলে হ্যধিষ্ঠানে সর্ব্বে তজ্জীবিনো হতাঃ।
কথং নু শাখাস্তিষ্ঠেরংশ্ছিন্নমূলে বনস্পতৌ॥

ইহা নিশ্চয় জানিবে যে শত্রুকে বধ করিতে পারিলেই একবারে নিরুদ্বিগ্ন হওয়া যায়। কারণ, যে নিহত হয়, তাহা হইতে আর ভয়ের কোন সম্ভাবনা থাকে না। ‡ অতএব, প্রথমতঃ প্রতিপক্ষের মূলটিই

* "নুন্নমর্থেন গৃহ্লীয়াৎক্রুদ্ধমঞ্জলি কর্ম্মণা।" চাণক্যশতক।

† "আপদি আপদীতি দ্বিত্বং, যদা শত্রোরাপত্তদাতদেতৎ কর্ত্তব্যং, নত্ত অনুবন্ধাদিকং সৌভ্রাত্রাদিকং বা বিচারয়েৎ" ইতি নীলকণ্ঠীয় ভারতভাবদীপে।

‡ একদা ক্রমওয়েল কোন এক স্থলের চিত্রশালিকায় একজন রাজপুরুষের প্রতিমূর্ত্তিতে চরণে দৃঢ় নিগড় দর্শন করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, "যাহারা রাজা ও রাজপুরুষদিগের গায়ে হাত দিতে গিয়া মাথা ফেলিয়া পায়ে হাত দেয়, তাহারা মূর্খ"। ক্রূরবুদ্ধি ক্রমওয়েল পরিণামে কার্য্যতঃও এই নীতিই অবলম্বন করেন। মেকিয়াভেলি বলিয়াছেন, 'শত্রুতা করিতে হইলে শত্রুকে একবারে সংহার করিবে, নহিলে ভয় দূর হয় না। রোমানেরা কার্থেজ, কেপুয়া এবং নিমুমেন্সিয়া এই তিনটি রাজ্যকে একবারে

উচ্ছেদ করিয়া ফেলিবে; তাহার পর, তাহার সহায়, সহচর প্রভৃতি তৎপক্ষীয় সমস্ত ব্যক্তিকে বিনাশ করিবে। বৃক্ষ যদি সমূলে উচ্ছিন্ন হয়, তাহার শাখা পল্লব কোথায় থাকে? আর শত্রুপক্ষেরও মূলব্যক্তি নিহত হইলে,তাহার অনুজীবী ব্যক্তিরাই বা কোথায় গিয়া আশ্রয় লাভ করে?

যোঽরিণা সহ সন্ধায় শয়ীত কৃতকৃত্যবৎ।
স বৃক্ষাগ্রে যথা সুপ্তঃ পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে॥

যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া, যেন কৃতার্থ হইয়াছি এইরূপ বিবেচনায় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে, সে বৃক্ষের অগ্রশাখায় শয়ন করে। সে হঠাৎ এক সময়ে ভূতলে গড়াইয়া পড়ে, এবং পড়িয়া শেষে চক্ষু মেলে। *

সাম্নাদিভিরুপায়ৈস্তু হন্যাচ্ছত্রুং বশে স্থিতং।
দয়া ন তস্মিন্ কর্ত্তব্যা শরণাগত ইত্যুত॥

অতএব, সামাদি † যে কোন উপায়ে

ভস্মসাৎ করিয়াছিল। এই তিন রাজ্যের অধিবাসীরা রোমানদিগের অনিষ্ট করিবার জন্য পুনরায় আর উত্থিত হয় নাই।"

* শত্রুর সহিত প্রয়োজনের সময় সন্ধি করিয়া, প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া গেলে কিরূপে কোন এক কৌশলে, কোন এক ছলে, সেই সন্ধিপত্রের দোষ বাহির করিতে হয় এবং দোষ দেখাইয়া তাহার সমস্ত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা যায়, ইহাই আধুনিকী রাজনীতির প্রধান কথা, এবং ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল ইউরোপ। ইউরোপে সন্ধিবন্ধন এবং সন্ধিভঞ্জন এইক্ষণ একপ্রকার ক্রীড়া বস্তুর মত হইয়াছে। মহাত্মা মিল যে এমন সাধু লোক ছিলেন, তিনিও দিন কতক রাজনীতির শীতল সমীর-সেবনে আর একজন হইলেন, এবং কলমন্ত্রী গারচেকফের মত-পরিপোষক হইয়া অম্লানবদনে ব্যবস্থা দিলেন যে, যে সন্ধি দেশের অবস্থাবিশেষে সংস্থাপিত হইয়াছে, দেশে অবস্থান্তর ঘটিলে তাহা অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইতে পারে। কবিবর ভারবি কবিসমাজে অতি প্রগাঢ় চিন্তাশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ। সন্ধিদূষণ সম্বন্ধে তিনি বনবাসী যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর মুখে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—

'ন সময়পরিরক্ষণং ক্ষমন্তে
নিকৃতিপরেষু পরেষু ভূরিধাম্নঃ।
অরিষু হি বিজয়ার্থিনঃ ক্ষিতীশা
বিদধতি সোপধি সন্ধিদূষণানি॥'

আমরা পঞ্চতন্ত্রস্থ একটি নীতিবচনও এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না।—

'বৈরিণা নহি সন্দধ্যাৎ সুশ্লিষ্টেনাপি সন্ধিনা।
সুতপ্তমপি পানীয়ং শময়ত্যেব পাবকম্॥'

† কণিক এই কথাটিকে স্থানান্তরে আরও বিশদ করিয়াছেন,—

'হন্যাদমিত্রং সান্ত্বেন তথা দানেন বা পুনঃ।
তথৈব ভেদদণ্ডাভ্যাং সর্ব্বোপায়ৈঃ প্রণাশয়েৎ॥'

ভেদ শব্দের প্রকৃত অর্থ, শত্রুতে শত্রুতে বিবাদ জন্মাইয়া দেওয়া। চাণক্যশতকে আছে,—

হউক তদ্দ্বারা শত্রুকে বশে আনিবে, এবং যখন সে বশীভূত হইল, তখন তাহাকে বিনাশ করিবে। সে শরণাগত হইলেও কদাপি তাহার প্রতি দয়া করিবে না। *

অমিত্রো ন বিমোক্তব্যঃ কৃপণং বহ্বপি ব্রুবন্।
কৃপা ন তস্মিন্ কর্ত্তব্যা হন্যাদেবাপকারিণম্॥

শত্রু যদি বহুবিধ কাতরোক্তি করে, তথাপি তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না, তাহার প্রতি কখনও কৃপাপর হইবে না। কারণ, যে অপকারী, তাহাকে বধ করাই সর্ব্বথা বিধিসম্মত। †

'উপকারগৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্ধরেৎ।
পাদলগ্নং করস্থেন কণ্টকেনৈব কণ্টকম্॥'

দণ্ডেনোপনতং শত্রুমনুগৃহ্লাতি যো নরঃ।
স মৃত্যুমুপগৃহ্লীয়াৎ গর্ব্ভমশ্বতরী যথা॥

যে ব্যক্তি দণ্ডায়ত্ত শত্রুকে অনুগ্রহ করিয়া পোষণ করে, সে অশ্বতরীর গর্ভধারণের ন্যায় আপনার মৃত্যুকে আপনি ডাকিয়া আনে।

পুত্রঃ সখা বা ভ্রাতা বা পিতা বা যদিবা গুরুঃ।
রিপুস্থানেষু বর্ত্তন্তোঃ হন্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা॥

পুত্রই হউন, আর সখাই হউন, ভ্রাতা কি পিতা অথবা ইষ্টদেবতাই হউন, যিনিই আসিয়া শত্রুরূপে পথে দাঁড়াইবেন, শুভসম্পদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি তাঁহাকেই সংহার করিয়া আপনার পথ হইতে সরাইয়া দিবেক।

বহেদমিত্রং স্কন্ধেন যাবৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ।
ততঃপর্য্যাগতে কালে ভিন্দ্যাদ্ঘটমিবাশ্মনি॥

যতদিন না উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়, ততদিন শত্রুকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিবে। অবশেষে, যখন সময় পাইবে, তখন স্কন্ধস্থিত মৃন্ময় কলসের ন্যায় তাহাকে প্রস্তরে আঘাত করিয়া একবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিবে।

আশ্বাসয়েচ্চাপি পরং সান্ত্বদানার্জ্জবৃত্তিভিঃ।

* শরণাগত শত্রুর প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ে কালিদাসের দুইটি পংক্তি এস্থলে মনে পড়িল। কালিদাসের প্রাণ কত বড় প্রশস্ত এবং হৃদয় কিরূপ করুণার্দ্র ছিল এই দুইটি পংক্তিই তাহার প্রমাণ।—

'ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে
মমত্বমুচ্চৈঃ শিরসাং সতীব'।

পুনশ্চ,

'বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ংচ্ছেত্তুমসাম্প্রতম্।'

† শত্রুসংহার প্রসঙ্গে মনু যাহা কহিয়াছেন, তাহা প্রকৃত দেবতার কথা, ভারতীয় আর্য্যজাতির উপযুক্ত বিধি।—

'ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্।
ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ॥
নচ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিং।
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতিবাদিনং॥
ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধং।
নাযুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতং॥
নাযুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্ত্তং নাতিপরীক্ষতং।
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাংধর্ম্মমনুস্মরন্॥'

অথাস্য প্রহরেৎকালে যদা বিচলিতে পথি॥

শত্রুকে মিষ্টকথা, আর্থিক সাহায্য এবং আরও নানা প্রকার আর্য্যবৃত্তি দ্বারা অগ্রে আশ্বাসিত করিয়া লইবে, এবং যেই সে পথে একটুকু বিচলিত হইল, অমনি তাহাকে প্রহার করিবে।

প্রত্যুত্থানাসনাদ্যেন সম্প্রদানেন কেনচিৎ।
প্রতিবিশ্রব্ধঘাতী স্যাৎ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রোনিমগ্নকঃ॥

শত্রুর দর্শনমাত্রই উঠিয়া দাঁড়াইবে, তাহাকে আসন, এবং নানাবিধ বস্তু উপহার দিবে,—এবং এইরূপ যে কোন উপায়েই হউক, তাহার দৃঢ়প্রত্যয় জন্মাইয়া শেষে এমন নির্ম্মম আঘাত করিবে যে, সে যেন পুনরায় আর উত্থান না করে।

প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ প্রহরন্নপি ভারত!
প্রহৃত্য চ কৃপায়ীত শোচেত চ রুদেত চ॥

শত্রুকে প্রহার করিবার পূর্ব্বেও প্রিয় কথা কহিবে এবং প্রহারের সময়েও প্রিয়কথাই কহিবে। আর, যখন দেখিবে যে প্রহারের অভীষ্ট ফল সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ শত্রু নিপাত গিয়াছে, তখনও তাহার জন্য শোকাকুলকণ্ঠে বিলাপ ও পরিতাপ করিবে। *

অপি ঘোরাপরাধস্য ধর্ম্মমাশ্রিত্য তিষ্ঠতঃ।
স হি প্রচ্ছাদ্যতে দোষঃ শৈলো মেঘৈরিবা-
সিতৈঃ॥

যেমন কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা শৈলশৃঙ্গকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, ধর্ম্মও সেইরূপ সকল দোষ আচ্ছাদন করিয়া রাখেন। অতএব অতি ঘোরতর অপরাধ করিলেও বাহিরে ধর্ম্মেরই আশ্রিত হইয়া থাকিবে।

আশাং কালবতীং দদ্যাৎ কালং বিঘ্নেন
যোজয়েৎ।
বিঘ্নং নিমিত্ততো ব্রূয়াৎ নিমিত্তং বাপি
হেতুতঃ॥

শত্রুকে আশা দিতে হইলে এমন ভাবে আশা দিবে যে, সে যেন দীর্ঘকাল তোমার দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার পর যখন প্রতিশ্রুতিপালনের সময় উপস্থিত হইবে, তখন কোন একটা প্রতিবন্ধকের কথা কহিবে, এবং সেই প্রতিবন্ধকের একটি কারণ দেখাইয়া এবং কারণেরও আবার কারণান্তর প্রদর্শন করিয়া, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করিবে।

চারঃ সুবিহিতঃ কার্য্য আত্মনশ্চ পরস্য চ।
পাষণ্ডাংস্তাপসাদীংশ্চ পররাষ্ট্রেষু যোজ-
য়েৎ॥
উদ্যানেষু বিহারেষু দেবতায়তনেষু চ।
পানাগারেষু রথ্যাসু সর্ব্বতীর্থেষু চাপ্যথ॥
চত্বরেষু চ কূপেষু পর্ব্বতেষু বনেষু চ।
সমবায়েষু সর্ব্বেষু সরিৎসু চ বিচারয়েৎ॥

আপনাকে ঢাকিয়া রাখা আর শত্রুর গূঢ় মন্ত্র অবগত হওয়া এই উভয় উদ্দেশ্য

* রাবণের জন্য বিভীষণের বিলাপ, দুর্য্যোধনের শোকে যুধিষ্ঠিরের পরিতাপ এবং স্কট-রাজ্যের অধীশ্বরী মেরীর মৃত্যুসংবাদে এলিজাবেথের অশ্রুবিসর্জন ইত্যাদি সহস্র সহস্র ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত এই ব্যবস্থার নিদর্শন স্থান।

সাধনের জন্যই বিশিষ্ট পরীক্ষাসহকারে প্রচ্ছন্ন চর নিয়োগ করিবে, এবং তাহাদিগের মধ্য হইতে পাষণ্ড ও তাপসদিগকে শত্রু রাজ্যে পাঠাইয়া দিবে। তাহারা নিয়ত উদ্যানে, বিহারস্থানে, দেবমন্দিরে, পানাগারে, পথে, তীর্থে, চত্বরে, কূপসান্নিধ্যে, পর্ব্বতে, বনে, জনতার মধ্যে এবং নদীর তটে তটে বিচরণ করিবে; এবং এই উপায়ে শত্রুর সকল কথাই অবগত হইবে। *

যঃ স্যাদনুপ্রাপ্তবধস্তস্যাগারং প্রদীপয়েৎ।
কর্ষিতং ব্যাধিতং ক্লিন্নমপানীয়মধাসকম্।
পরিবিশ্বস্তমস্তঞ্চ প্রহর্ত্তব্যমরের্ব্বলম্॥
শপথেনাপ্যরিং হন্যাদর্থদানেন বা পুনঃ।
বিষেণ মায়য়া বাপি নোপেক্ষেত কথঞ্চন।
উভৌচেৎ সংশয়োপেতৌ শ্রদ্ধাবাংস্তত্র বর্দ্ধতে॥

শত্রুর মধ্যে যাহাকে বধ করিবে বলিয়া স্থিরসংকল্প হইয়াছ, তাহার গৃহে অগ্নি দিবে;—এবং তাহাকে ও তাহার সহায় স্বপক্ষদিগকে কৃশ, রুগ্ন, ক্লিন্ন ও অন্নপানে বঞ্চিত করিয়া তাহার সমস্ত বল একবারে নিঃসন্দেহরূপে উৎসন্ন করিবে। শত্রুসংহারের জন্য শপথ, অর্থদান, বিষপ্রয়োগ, কিংবা মায়াজাল বিস্তার ইহার কোন কার্য্যেই উপেক্ষা করিবে না। কারণ, যদি উভয় পক্ষই তুল্যবল হয়, তবে যে পক্ষ শ্রদ্ধান্বিত মনে অধিকতর যত্ন করে, সেই পক্ষই জয়শ্রীকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

না সম্যক্ কৃতকারী স্যাদুপক্রম্য কদাচন।
কণ্টকোহ্যপি দুশ্ছিন্ন আস্রাবং জনয়েচ্চিরং॥

কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, তাহা কখনও শেষ না করিয়া ছাড়িবে না। অসম্যকরূপে উচ্ছিন্ন সামান্য একটি কণ্টকও বহুকালসাধ্য ব্রণ উৎপাদন করিতে পারে।

সংগ্রহে বিগ্রহেচৈব যত্নঃ কার্য্যোহ নসূয়তা।
উৎসাহশ্চাপি যত্নেন কর্ত্তব্যো ভূতিমিচ্ছতা॥

যিনি প্রভুত্ব ও বৈভবকামনা করেন, তিনি আপনার সহায়-সাধন-সংগ্রহ এবং শত্রুর সহিত বিগ্রহ এই উভয় দিকেই সমান উদ্যোগী হইবেন; এবং যেন অবসন্ন হইয়া না পড়েন, এজন্য সর্ব্বদা উৎসাহযুক্ত রহিতে যত্ন করিবেন।

অগ্নিস্তোকমিবাত্মানং সন্ধুক্ষয়তি যো নরঃ।
স বর্দ্ধমানো গ্রসতে মহান্তমপি সঞ্চয়ম্॥

যেমন অল্পমাত্র অগ্নিকেও ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত করিলে, সেই অগ্নি কালে বহু বস্তু গ্রাস করে; সেইরূপ আপনার অত্যল্প শক্তিকেও সহায়াদি সংগ্রহ দ্বারা ধীরে ধীরে বাড়াইতে থাকিলে, সেই শক্তি কালে শতধা বিস্তৃত হইয়া বহুসংখ্য বিপক্ষকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

যাঁহার হৃদয় প্রীতির স্বর্গীয়সুধারসে ডুবু ডুবু হইয়া রহিয়াছে, তিনি কণিক, মেকিয়াভেলি এবং চাণক্যাদি শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকদিগের উপরিযুক্ত নীতিসূত্র সকল সমালো-

* 'গাবো ঘ্রাণেন পশ্যন্তি বেদৈঃ পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।
চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানশ্চক্ষুর্ভ্যামিতরে জনাঃ॥'

চনা করিয়া কিরূপ মর্ম্মাহত ও চমকিত হইবেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। বস্তুতঃ, যাঁহার অভিধানে সংশয় আর অবিশ্বাসের নাম বিষ, পাতকের মধ্যে নিষ্ঠুরতাই মহাপাতক এবং দোষের মধ্যেও বিশ্বাসঘাতকতাই সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত দোষ; যিনি সংশয়াকুলিত অথেলোকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দেন, এবং দয়ার অবতার দাশরথিকেও কখনও কখনও নির্দ্দয় বলিয়া তিরস্কার করেন; যিনি রাজরাজেন্দ্র সেকন্দর সাহকেও মনুষ্যত্বে দরিদ্র এবং ক্ষীণপ্রাণ বলেন, এবং বীরশ্রেষ্ঠ বোনাপার্টিকেও নির্ম্মম ও ক্রূরকর্ম্মা বলিয়া ঘৃণা করিতে চাহেন;—এক কথায় এই, যিনি পরকে আপন করা এবং পরকীয় সুখের জন্য সতত সচেষ্ট থাকাই মানবজীবনের একমাত্র কার্য্য জানেন এবং সশরীরে নরকে যাইতে সম্মত হইলেও পরের প্রাণে বেদনা দিতে এবং পরপীড়নে লিপ্ত হইতে অসম্মত হন, নীতির এই ভৈরবী মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে কেমন লাগিবে, তাহা জিজ্ঞাসা করাই বৃথা। তাঁহার নিকট অন্ধকার আর আলোক যত দূরস্থিত, প্রীতি আর ভীতি পরস্পর তাহা অপেক্ষাও অধিক দূরস্থিত। সন্দেহসঙ্কুচিত কুটিল মন, তাঁহার নিকট শ্মশানে অমাবস্যা। তিনি আপনার প্রিয়জনদিগকে এবং বিশ্বস্ত স্বজনবর্গকে আর কি অবিশ্বাস করিবেন; সাধারণতঃ মনুষ্যজাতির সরলতা বিষয়ে সন্দিহান হইতে হইলেই তাঁহার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইয়া যায়;—এবং আপনি আর কিরূপে নিষ্ঠুর হইবেন, সংসারে অন্য কাহারও নিষ্ঠুরতা দেখিতে হইলেই তাঁহার কোমল হৃদয় অন্তর্দ্দাহ তুষানলে দগ্ধীভূত হয়। কিন্তু কার্য্যকুশল রাজনীতিজ্ঞের নিকট প্রেমের এসকল আলাপ প্রমত্তের প্রলাপ মাত্র। তাঁহারা ইহা শুনিয়া অবজ্ঞা ও অভিমানের ভাবে ভ্রূকুঞ্চন করেন; এবং কেহ নিশীথ সময়ে সূর্য্যোদয়ের কথা বলিলে লোকে যেমন তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, তাঁহারাও এসকল কথা সেইরূপ হাসিয়া উড়াইয়া দেন।

রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিতেরা এবং যাঁহারা পারিবারিক ও সাংসারিক ক্রিয়াকলাপেও রাজনীতির সূত্রই অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, সেই সমস্ত বিষয়ী ব্যক্তিরা কণিকাদি উপাধ্যায়দিগের কথা শিরোধার্য্য করিয়া বিশ্বজনীন সংশয়কেই নীতির প্রাণ বলিয়া উপদেশ দিবেন, এবং যে বিশ্বাসবিমুগ্ধ হইয়া পরের দিকে চাহিয়া থাকে, পরের কথায় ভুলিয়া পড়ে এবং আপনার স্বার্থরক্ষার জন্য পরপীড়নে কুণ্ঠিত হয়, তাহাকে বোরবন বংশীয়শেষ ভূপতিদিগের ন্যায় যথার্থ কি নির্ব্বাসন যোগ্য এবং কাবুলের বেয়াকুব খাঁ * কি তাঁহার অন্যান্য প্রতিবেশীদিগের ন্যায় কারাবাসেরই উপযুক্ত বলিয়া ঘৃণা করিবেন। তাঁহারা বলিবেন,—যখন

* ইহাঁর প্রচলিত নাম ইয়াকুব খাঁ। ইনি পিতাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য কত চেষ্টা করেন, কত কষ্ট পান, এবং শেষে

অদীনসত্ত্ব দ্রোণাচার্য্য প্রিয়তম শিষ্য এবং প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের কথায় বিশ্বাস করিয়াই প্রাণে মরিলেন, তখন অন্যো পরে কা কথা?—যখন সিজরের বক্ষঃস্থলে ব্রুটসের ছুরিকাও আঘাত করিল, প্রেমময়ী ক্লিওপেট্রাও * এণ্টনীর প্রতিকূলচারিণী হইলেন, পুরুষসিংহ প্রথম রিচার্ড আপনার প্রাণসদৃশ প্রিয় এবং সযত্নপ্রতিপালিত কনিষ্ঠ সহোদরের নিকট হইতেও এত বঞ্চনা এবং এত যন্ত্রণা পাইলেন, এবং স্ববীর্য্য-বিখ্যাত সৈনিকবর জর্ম্মনিকস এত উপকার করিয়াও পিতৃব্য টাইবিরিয়সের বিষচক্ষে পড়িলেন, তখন অন্যদীয় চরিত্রের আর অনর্থক উল্লেখ কেন?—যখন রাজ্ঞী এগ্রিপিনা আপনি পুত্রকে সিংহাসনে তুলিয়া দিয়া পরিণামে সেই পুত্র কর্ত্তৃকই নিহত হইলেন †, আর ফ্রান্সের ক্যাথেরিণা রাজকীয় প্রভুত্বলোভে অন্ধ হইয়া পুত্র ও জামাতৃ হত্যায় অনুমতি দিলেন ‡, যখন রুশসম্রাট তৃতীয় পিটরের প্রিয় মহিষী সোফায়া পতির রূপ, গুণ, প্রেমিকতা এবং কামিনী-জন-মোহন কমনীয় চরিত্র ইত্যাদি কিছুরই প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া অকাতরচিত্তে তাঁহাকে, সংহার করিয়া ফেলিলেন, এবং ইংলণ্ডের কোন প্রসিদ্ধনামা রাজপুরুষ রাজ্যেশ্বরীর প্রণয় লাভের প্রত্যাশায় স্বকীয় প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পত্নীকেও মার্জ্জার মুষিকের মত বধ করিতে পারিলেন ¶, তখন আর বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, সাধুতা ও অসাধুতা এবং স্নেহপরতা ও নিষ্ঠুরতার কথা উত্থাপনেরই প্রয়োজন কি?

দণ্ডনীতি-নিপুণ রাজপুরুষদিগের এসকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। যদিও তাঁহাদিগের তমঃপুঞ্জরূপিণী, নৃমুণ্ডমালিনী নীতি ধর্ম্মের মর্ম্মাস্থি পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করিতেছে, দিনকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিন করিয়া

পিতা কর্ত্তৃক কিরূপ অপূর্ব্বকৌশলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, তাহা বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

* প্লুতার্ক প্রভৃতি পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতেরা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, যখন অক্টেভিয়স সিজর এণ্টনীকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিলেন, তখন ক্লিওপেট্রা গোপনে গোপনে তাঁহার সহিত সন্ধির কথা চালাইয়াছিলেন এবং সরলমতি এণ্টনীকে সিজরের হস্তে সমর্পণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পৃথিবী যদি লক্ষবার রসাতলে যায়, তথাপি এ কলঙ্ক বিধৌত হয় না।

† এই মাতৃহত্যার কীর্ত্তি মহাত্মা নিরোর। কথিত আছে, নীতিশাস্ত্রপ্রবক্তা সিনেকা এই কার্য্যে নিরোর সহায়তা করিয়াছিলেন।

‡ নবম চার্লসের মাতা, চতুর্থ হেনরীর শ্বশ্রুমাতা, এবং বার্থলমিয়ু হত্যাকাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

¶ রাজ্ঞী এলিজাবেথের ইতিহাস দেখ।

ফেলিতেছে, এবং মনুষ্য জাতিকে সর্প হইতেও ক্রূরতর, শৃগাল হইতেও অধিকতর শঠ এবং ব্যাঘ্র হইতেও অধিকতর ভয়ঙ্কর করিয়া রাখিতেছে; কিন্তু কল্পনার কুসুমময় জগৎ পরিত্যাগ করিয়া এই 'প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান' বাস্তব জগতে প্রবেশ করিলে, কে তাঁহাদিগের প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইবে? যাঁহারা, রাম-হৃদয়-সরোজিনী জনকনন্দিনীর মত অযোধ্যার রমণীয় হর্ম্মে অবস্থান করিয়াই, পিশাচ-রাক্ষস-সমাকীর্ণ নিবিড় অরণ্যানীকে প্রেম-রাগ-রঞ্জিত কুঞ্জকানন বলিয়া মনে মনে অবধারণ করেন, তাঁহারাও যেমন মুগ্ধ স্বভাব; যাঁহারা অধ্যয়ন-নিলয়ে উপবিষ্ট থাকিয়া অথবা কএকটি স্নেহের পুতুল কর্ত্তৃক পরিবৃত রহিয়াই সমগ্র সংসারের সমগ্র প্রতিকৃতি দেখেন, তাঁহারাও ঠিক্ তেমনই মুগ্ধস্বভাব। তাঁহারা অন্ধ, এবং সেই জন্যই তাঁহারা সুখী। কিন্তু তাদৃশ কতিপয় ব্যক্তি সৌভাগ্যবশতঃ অন্ধ বলিয়া লোকালয়ের অনন্ত কোটি চক্ষু কিরূপে অন্ধ হইয়া রহিবে? ইতিহাসের ললাটপট্টে উল্লিখিত প্রকার অসংখ্য রোমহর্ষণ ঘটনা রক্তাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কিসে তাহা প্রক্ষালিত হইবে এবং মনুষ্য কি প্রকারে তাহা ভুলিয়া যাইবে?

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যে সকল কূট সূত্র কণিক-মুখে প্রচারিত হইয়াছে, এবং মেকিয়াভেলি প্রভৃতি কণিক-শিষ্যেরা নীতির যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বার্থই তাহার আদি, স্বার্থই তাহার অন্ত এবং স্বার্থপরতাতেই তাহার সর্ব্বাবয়ব গঠিত। কিন্তু জগতের অধিকাংশ লোক স্বার্থের অনুসরণ করে, না পরার্থের অনুসরণ করে? যাঁহারা শিক্ষা ও সভ্যতার শ্বেতজ্যোতিঃ বিকীরণের জন্য অসজ্জ্য-সাগর-ব্যবহিত আমেরিকা রাজ্যে উপনিবিষ্ট হন; এবং উপনিবেশ সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই তত্রত্য আদিম-নিবাসীদিগকে একে একে উৎসন্ন করিয়া, অবসানে আপনারাই তথায় সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া বসেন; তাঁহারা স্বার্থের অনুসরণ করিয়া ছিলেন, না পরার্থের? যাঁহারা, এই ভারত-বিপণিতে কাচের বাণিজ্য করিতে আসিয়া, এই দিগন্ত-ব্যাপিত কাঞ্চনময় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন, তাঁহারা স্বার্থের জন্য আসিয়াছিলেন, না পরার্থের জন্য? ক্লাইভ, ক্রমওয়েল ও রিশিলু প্রভৃতি যে সকল ক্ষণজন্মা ধুরন্ধর পুরুষ, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে জন্মলাভ করিয়া, পরিশেষে পৃথিবীর এক এক বৃহৎ ভূভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, কিছু একটা ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন অথবা গড়িয়া ভাঙ্গিয়াছেন, এবং মানবজাতির স্মৃতিফলকে আপনাদিগের নাম দৃঢ় অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা স্বার্থ লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন, না পরার্থ পর্য্যালোচনাতেই জীবন অতিবাহিত করিতেন? তাঁহারা কথায় ও কার্য্যে এবং উত্থানে ও উপবেশনে, সকল বিষয়েই ক-

নিকম্মুত্রানুসারে চলিতেন, না প্রেমবিহ্বলা বিরহিনীর ন্যায় ঢুলু ঢুলু নয়নে এবং বিষণ্ণবদনে কেবল তোমার প্রেমের গীত গাইতেন?

জগতে কণিকসূত্রের অদ্যাপি কিরূপ আধিপত্য ও সম্মান আছে, তাহা ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও বিদিত হইতে পারে। কে বলে যে, ইউরোপ দিন দিন সুসভ্য হইতেছে, আর ক্রমশঃ প্রীতির দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে? ইউরোপ এখনও অসভ্য, ক্রূরতা এবং ঘোরতর নিষ্ঠুরতারই বিলাসক্ষেত্র, এবং বহুবিধ হিংস্র জন্তুরই বিচরণ-ভূমি। ইউরোপের একদিকে একটি বয়োবৃদ্ধ বৃষ* আপনার পুরাতন পরাক্রম রোমন্থন করিতেছে, আর মাঝে মাঝে শৃঙ্গ নাড়িতেছে; আর একদিকে এক ভয়ানক বন্য ভল্লুক† আরক্তনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে; মধ্যে এক সুবিক্রান্ত সিংহ‡ শোণিতপানে পরিতৃপ্ত হইয়া কিছুকালের জন্য নিদ্রা যাইতেছে, অথচ ক্ষণে ক্ষণে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিতেছে; সুদূরে এক জরাজীর্ণ রোগী¶ এই শ্বাপদসমূহের আক্রমণ ভয়ে অস্থির হইয়া থর থর কাঁপিতেছে, এবং মুহুর্মুহুঃ ত্রাহি ত্রাহি বলিতেছে। যেখানে এইরূপ সকলেই সকলের শত্রু, সকলেই সকলের মিত্র, সকলেই সকলের রক্তশোষণ করিতেছে, এবং সময় মত সকলেই সকলের চরণতলে লুটাইয়া পড়িতেছে; যেখানে এই প্রতিজ্ঞা হইতেছে, এই প্রতিজ্ঞা টুটিয়া যাইতেছে, এই প্রণয়ের বাঁশী বাজিতেছে, এই কলহের ভেরী নিনাদিত হইয়া উঠিতেছে, যদি সেই স্থানই প্রীতির প্রিয় নিকেতন হয়, তবে চক্রব্যূহের অন্তর্গত চক্রব্যূহ এবং কুম্ভীপাক আর কি?—এবং কণিকের পরলোকগত আত্মাই বা কোথায় গিয়া বিরাজ করিবে?

আগে ভাবিতাম যে, যেখানে প্রীতি, সেখানেই স্বর্গ। এখন এই বুঝিয়াছি যে, যেখানে স্বর্গ সেখানেই প্রীতি। এই কণ্টকাকীর্ণ কলুষিত পৃথিবী পবিত্রচিত্ত প্রীতিমান্ ব্যক্তিদিগের বসতিযোগ্য নহে। তাঁহাদিগের নিকট যাহা অসত্য, পৃথিবীতে তাহাই সত্য; এবং তাঁহাদিগের নিকট যাহা সত্য, পৃথিবীতে তাহাই অসত্য। তাঁহারা দীর্ঘনিশ্বাস আর অশ্রুজল ফেলিবার জন্যই মানবদেহ ধারণ করেন, এবং দীর্ঘনিশ্বাস আর অশ্রুজল ফেলিয়াই মানবলোক হইতে চলিয়া যান। মনুষ্যজগতে তাঁহারাই প্রকৃত অকর্ম্মণ্য,—তাঁহারাই প্রকৃত দুঃখী। তাঁহারা কণ্ঠে পরকীয় অধীনতার শৃঙ্খল এবং বক্ষে পর-পাদুকার প্রহারচিহ্ন বহন করেন। তাহা ভাঙ্গিয়া কি পুঁছিয়া ফেলেন না। কারণ, তাহা হইলে পরের মনে ব্যথা লাগিবে। তাঁহারা মেজারথের সেই সাক্ষাৎ শান্তরস

* জন বুল্।

† রুশ-সম্রাট্।

‡ জর্ম্মণীয় চক্রবর্ত্তী।

¶ তুর্কের সুলতান।

স্বরূপ নির্ব্বিকার তপস্বীর ন্যায় বধকাষ্ঠে বিলম্বিত হইয়াও শত্রুকে আশীর্ব্বাদ করেন। কেন না, তাহাকে অভিসম্পাত করিলে তাহার অনিষ্ট ঘটিবে।

'অতিবাদং ন প্রবদেন্নবাদয়েৎ,
যো নাহতঃ প্রতিহন্যান্নঘাতয়েৎ।
হন্তুং চ যো নেচ্ছতি পাপকং বৈ,
তস্মৈ দেবাঃ স্পৃহয়ন্ত্যাগতায়॥'

কেহ রুক্ষ কথা কহিলে আপনিও তাহাকে রুক্ষ কথা কহিবে না, এবং অন্য দ্বারাও তাহাকে রুক্ষ ও নিষ্ঠুর কথা শুনাইবে না। আর, কেহ তোমায় আঘাত করিলে, স্বহস্তে কি পরহস্তে, কোন রূপেই তাহাকে ফিরিয়া আঘাত করিবে না। যে তোমায় হিংসা করে, যদি তুমি এই প্রকারে তাহার প্রতিহিংসা হইতে নিরস্ত থাক, দেবতারা তোমার আগমনের প্রতীক্ষা করিবেন।

আমরাও ইহাই বলিয়া আসিতেছি, এইরূপ দেবস্বভাবসম্পন্ন অলৌকিক পুরুষদিগের জন্য ইহলোকে স্থান নাই। দেবতারাই তাঁহাদিগের আগমনের প্রতীক্ষা করেন। অহো বিধাতঃ, তোমার কি ইচ্ছা!

চন্দ্র।

১

ভুবন-মোহন-রূপ ধর তুমি শশি,
তোমার কৌমুদী রাশি, তামসীর তম নাশি,
কেমন সাজায় তারে মোহিনী রূপসী।
পরায় সোনার হার নদীর গলায়,
সৈকত পুলিনে তার চুমকি বসায়।

২

নভনীল হ্রদে তুমি সোণার কমল।
সুমন্দ প্রবাহ ভরে, ধীরে ধীরে নীরোপরে,
ভাসিতেছ রূপে দিশি করিয়া উজ্জ্বল।
রবির তোমাতে দেখি বড়ই সোহাগ,
নিজ করে তাই করে দেছে অঙ্গরাগ।

৩

ললিত লাবণ্য তব জুড়ায় নয়ন,
উদিলে গগনতলে, শিশুগণে কুতূহলে
অনিমিষে তোমাপানে করে বিলোকন।
প্রসূতি আদরে ডাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে,
মণির কপালে তার টিক দিতে যেতে।

৪

সবাই তোমারে ভাল বাসে শশধর।
তোমার চাঁদনি রাতে, বাঁশরি লইয়া হাতে,
রাখাল বাজায় কিবা সুললিত স্বর।
নীরব নিশায় অই বাঁশরীর স্বরে
অমিয়ের ধারা ঢালে শ্রবণ বিবরে।

৫

প্রণয়ীর সখা তুমি বিদিত ভুবন।
তোমারে উবাদী রাখি, লাজভরে নত আঁখি,
কত মুগ্ধা বঁধুকরে সঁপে দেহ মন।
বঁধুর বচন আর তোমার কিরণ,
ভাল পারে ভুলাইতে সরলার মন।

৬

বিভ্রম ঘটাতে তুমি বড়ই চতুর।
বিভাবরী দ্বিপ্রহরে, দিনমান মনে ক'রে,
আধোঘুম-চোকে পিক কুহরে মধুর।
নীরে ক্ষীর ভাবি লুব্ধ মার্জ্জারের মন,
বিটপে বিকট ভূত দেখে ভীরুজন।

৭

কত খেলা কলানিধি খেলাও আকাশে।
কভু ধনুসম বাঁকা, কখন বর্ত্তুল রাকা,
সারারাতি বঞ্চ সুখে রোহিণীর পাশে।
কভু তব অদর্শনে অমা-নিশীথিনী।
গলিত চিকুরভারে কাঁদে অনাথিনী।

৮

রঙ্গরসে সুরসিক চন্দ্র তুমি বট।
এই স্মিত হাস হাসি, তব সুধা অভিলাষী
চকোর নিকটে চির প্রণয় প্রকট।
আবার মেঘের আড়ে লুকায়ে মুরতি,
মানিনীরে শিক্ষা দেও মানের পদ্ধতি।

৯

কলঙ্কী শশাঙ্ক তুমি সকলেতে বলে।
কেন এই পরিবাদ, সহিতে হইল চাঁদ,
বিরহীরে হেতু তার সুধিও বিরলে।
সুধাইও সরোজীরে যদি পাও দেখা,
কেন সে হৃদয়ে তব পাষাণের রেখা।

১০

এ কলঙ্ক নিশানাথ ধরিনা তোমার।
সাগর মথিত হলে, উগারিল হলাহলে,
তবু রত্নাকর নাম প্রথিত তাহার।
ভ্রমুক বিরহী তব কিরণগরলে,
সুধাকর নাম তবু ঘোষিবে সকলে।

(শ্রীযঃ)

হীরক।

প্রথম প্রস্তাব।

রসায়নশাস্ত্রে কয়লা ও হীরক এক পদার্থ। কিন্তু এই অকিঞ্চিৎকর পদার্থের জন্য কোন্ ব্যক্তি না লালায়িত? কি সধন কি নির্দ্ধন; কি মূর্খ কি পণ্ডিত; কি স্ত্রী কি পুরুষ; কে না ইহার অনুরাগী? অতি প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটও একটি বহুমূল্য হীরক লাভ করিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। এই "অঙ্গার" লইয়া পৃথিবীতে কত মহাকাণ্ডই না ঘটিয়াছে! সময়ে সময়ে আহবানলে দেশ দগ্ধ হইয়াছে *; কত শত লোক কারাবাস ভোগ করিতেছে, এমন কি কতজন প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে †! শ্রদ্ধাস্পদ বিদ্যাসাগর মহাশয় কহিয়াছেন "এরূপ একখণ্ড প্রস্তর গৃহে

* প্রস্তাবান্তরে প্রকাশিতব্য।

† মেডেম কেম্পেন লিখিত "ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ হীরক-কণ্ঠীর বিবরণ" নামক উপন্যাস দেখ।

রাখিবার নিমিত্ত এত অর্থ ব্যয় করা কেবল মনের অহঙ্কার দেখান ও মূঢ়তা প্রকাশ মাত্র"। এরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন ন্যায়সঙ্গত কি না এবং বার্ত্তাশাস্ত্রানুমোদিত কি না, আমরা এসকল বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। তবে এইমাত্র বলি জগৎশুদ্ধ লোক ঋষিও নহে, শুকদেবও নহে। পক্ষান্তরে "অঙ্গারের" সহিত যদি ইহার কোন পার্থক্যই না থাকিবে, তবে তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা ইহার প্রকৃতির পরীক্ষায় মস্তক ঘূর্ণিত করেন কেন *? যে বস্তুর প্রতি যাহার অনুরাগ না থাকে, সে কি তাহার বিষয়ে একবারও চিন্তাশক্তির চালনা করে? ফলতঃ হীরকের অনুপম সৌন্দর্য্য ও অপ্রমিত গৌরবের বিষয় বিবেচনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ঊষার সহচরী চিত্র-লেখা এক খানি ক্ষুদ্র ফলকে ভুবনত্রয়ের চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় না যে, হীরকের ঔজ্জ্বল্য বর্ণদ্বারা প্রকাশ করিতে তিনিও সক্ষম হইতেন। এহেন যে ইউরোপীয় বিখ্যাত চিত্রকর রেকেল, রেনল্ড, টার্ণর প্রভৃতি; হীরকের ঔজ্জ্বল্য চিত্রের দ্বারা প্রদর্শন করিতে তাঁহাদিগেরই বা সাধ্য কি? কবিকে কেহ কেহ "সৌন্দর্য্যের যাজক" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাস, সেক্‌পিয়র প্রভৃতি কবিকুল-ভূষণ; তাঁহাদের তুলিকা কত অনুপম সৌন্দর্য্যের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া মানব-চিত্ত মোহিত করিয়াছে। কিন্তু তাঁহারাও হীরকের সুষমা বর্ণনাতে অসমর্থ।

ইহুদীয় ধর্ম্ম-পুস্তকে বলে, ঈশ্বর প্রথমেই আলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। আলোকের ন্যায় মনোহর সৃষ্টিও আর নাই। কিন্তু আলোকের সুষমাও হীরকের সৌন্দর্য্যের নিকট পরাস্ত মানিয়াছে। স্পর্শমণি নামে যদি কোন পদার্থ থাকে, তবে হীরকই সেই দুর্লভ রত্ন। অন্যে পরে কথা কি, ভূষণ-প্রিয়া ললনারা হীরককে ভূষণের ভূষণ বলিয়া মনে করেন। যে সুন্দরীর চিত্ত হীরকের শোভায় মোহিত না হয়, তিনি নারী-চরিত্রের অতীত। পুরুষেরা স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতিকে ঘৃণা করেন; এমন কি পাঠক! তুমি যদি স্বর্ণহার গ্রীবায় ধারণ করিয়া, বাহুতে বাজু পরিধান করিয়া একবার রাজবর্ত্মে বহির্গত হও, তবে তোমার অক্ষতশরীরে গৃহে প্রত্যাগমন ভার হইবে। লোকে তোমার প্রতি যদি লোষ্ট্র নিক্ষেপও না করে, তথাপি তোমায় অসভ্য বলিয়া যে পশ্চাৎ পশ্চাৎ করতালি দিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি উৎকৃষ্ট হীরকাঙ্গুরী পরিধান করিয়া ভদ্র-সমাজে যাও, দেখিবে তোমাকে মার্জ্জিত রুচি ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া লোকে কত আদর করে। যখন হীরকের এত গৌরব, তখন আমরা যদি ইহার সম্বন্ধে কএকটি কথা

* রেবারেণ্ড্ কিঙ্গস্লি কৃত "Madam How and Lady why" এবং বীটনের "বিজ্ঞান প্রভৃতির সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব" নামক পুস্তকের হীরক শীর্ষক প্রস্তাব দেখ।

বলি, তবে বোধ হয় কাহারও বিরক্তিকর হইবে না।

হীরককে কেহ উদ্ভিদ, কেহ ধাতু, কেহবা অন্যরূপ পদার্থ কহেন। ফলতঃ ইহা যে কোন্ জাতীয় পদার্থ তাহা অদ্য পর্য্যন্ত অবিসংবাদিতরূপে নির্ণীত হয় নাই। যাহা হউক, ইহা আকরিক পদার্থ, অর্থাৎ আকরে পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত মধ্য ভারতবর্ষ, সুমাত্রা, বোর্ণিও, ইউরাল পর্ব্বত, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল ও উত্তর আমেরিকার কোন কোন স্থানে হীরকের আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে ভারতবর্ষ ও ব্রেজিলই হীরকের প্রধান আকর-স্থান। ব্রেজিলের খনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষই হীরকের জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল। কড়াপা সন্নিহিত পান্নার উপত্যকা, ইলরার নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণা প্রদেশ, নর্ম্মদা ও শোণ নদীর উৎপত্তি স্থান, বুন্দেলখণ্ডস্থ পর্ব্বত সমূহ, গোলকোণ্ডা ও ত্রিবাঙ্কুরে হীরকের খনি দেখা গিয়াছে। শেষটি নবাবিষ্কৃত; অপর কএকটিতে বহুল পরিমাণে হীরক পাওয়া গিয়াছে। রাজাবলীতে দৃষ্ট হয় এক মহম্মদ ঘোরি ৭ মণ হীরক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের খনি ব্যতীত ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য হীরকাকর প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; ব্রেজিলের হীরকই এইক্ষণ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ব্রেজিলস্থ হীরক খনি কিরূপে প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণন করা যাইতেছে।

১৭২৭ খৃষ্টাব্দে বার্ণার্ডিনো ফনসেকা-লবো নামে একজন পর্ত্তুগেলবাসী মাইনসজিরস্ নামক স্থানে স্বর্ণখনিতে কার্য্য করিতেছিল। একদা দেখিল তত্রত্য দাসেরা এক প্রকার প্রস্তর দ্বারা বাটখারার কার্য্য করে। অনুসন্ধান দ্বারা জানিল যে, যে সকল নদীতে স্বর্ণখনি আছে, তাহাতেই এই প্রস্তর পাওয়া যায়। সে পূর্ব্বে সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে এরূপ প্রস্তর দেখিয়াছিল; সুতরাং ঐ উপলখণ্ড গুলিকে হীরক বলিয়া তাহার সন্দেহ হইল। লিস্‌বন নগরে প্রত্যাগমন সময়ে উহার কতকগুলি প্রস্তর সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। রত্নজীবীদিগের পরীক্ষা দ্বারা উহা হীরক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। এইরূপে ব্রেজিলের হীরক খনি আবিষ্কৃত হয়।

ব্রেজিলের হীরকের আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে শুনিয়া ভারতীয় হীরক ব্যবসায়ী ইউরোপীয় বণিক্‌দিগের মস্তকে বজ্রপাত হইল। পাছে ভারতবর্ষস্থ হীরকের মূল্য কমিয়া যায়, এই ভয়ে তাহারা জনরব তুলিয়া দিল যে, ব্রেজিলের হীরক খনি আকাশকুসুম। ফলতঃ গোয়া নগর হইতে গোপনে দক্ষিণ আমেরিকায় হীরক রপ্তানি করিয়া, ধূর্ত্তলোকেরা ব্রেজিলে হীরক খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু শঠের শঠতা কত দিন গোপন থাকে? পর্ত্তুগিজেরা ব্রেজিল হইতে বহুসংখ্যক হীরক অচিরে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়া বণিকদিগের ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিয়া দিল।

দক্ষিণ আমেরিকার ১৩° হইতে ২১° অক্ষাংশের মধ্যস্থিত পর্ব্বতসমূহই হীরকের আকর স্থান। তন্মধ্যে ডৌস, এরাস্যুরাহি, জেকুইটিন্হন্হা এবং সেণ্টফ্রান্সিস্কো নদীর তীরবর্ত্তী শৈলময় অনুর্ব্বরা ও অত্যুচ্চ ভূভাগই অতি প্রসিদ্ধ। অতঃপর প্রাচীন বেহিয়া প্রদেশে অনেকগুলি খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এক ব্যক্তি স্বর্ণখনির আবিষ্কারার্থ বেহিয়া প্রদেশের মধ্যভাগে গমন করে। সিংকরা নদীতে স্বর্ণখনি অন্বেষণ করিতে করিতে পরিক্লান্ত হইয়া, হস্তস্থিত যষ্টী (ইহার উপরে উপবেশনার্থ একখানি তক্তা থাকে) প্রোথিত করিতেছিল। মৃত্তিকায় আঘাত করাতে ঠন্ ঠন্ করিয়া শব্দ হইল; আবার আঘাত করিল, আবারও তদ্রূপ শব্দ হইল। তখন ডুব দিয়া এক মুষ্টি প্রস্তর তুলিয়া দেখিল, তৎসমুদয়ই সুবৃহৎ হীরকখণ্ড। তখন কতকগুলি হীরক উত্তোলন পূর্ব্বক বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল; এবং বণিকদিগের নিকট বিক্রয় করিতে গেল। এপর্য্যন্ত তৎপ্রদেশে যত হীরক পাওয়া গিয়াছে, তদপেক্ষা এই প্রস্তরগুলি বৃহত্তর, সুতরাং অধিকতর মূল্যবান্। সকলের মনেই সন্দেহ হইল, উক্ত ব্যক্তি কোন অভিনব আকর আবিষ্কৃত করিয়াছে। নানাপ্রকার অনুরোধ, প্রলোভন ও যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে ব্যক্তি সত্য প্রকাশ করিল না। পরিশেষে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া, কারাকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া নবাবিষ্কৃত খনির কথা প্রকাশ করিল। সেই একটি খনিতে ১০ পৌণ্ড ওজনের, অর্থাৎ ১০ লক্ষ টাকার হীরক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তাহার সমীপস্থ স্থানসমূহে এত আকর আবিষ্কৃত হয় যে, ৬। ৭ মাসের মধ্যে সেখানে প্রায় পঞ্চদশ সহস্র লোক হীরক সংগ্রহে নিযুক্ত হয়। এবং দুই বৎসরে তিন কোটী বাহাত্তর লক্ষ টাকার হীরক উত্তোলন করে। ব্রেজিলে সর্ব্বসমেত এত খনির আবিষ্কার হইয়াছে যে, বহুবর্ষেও তাহা নিঃশেষিত হইবে না।

১৭২৭ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া নির্ণিত হইয়াছে যে, ব্রেজিল হইতে ৫৪,৯৮,০০,০০০ চুয়ান্ন কোটী অটানব্বই লক্ষ টাকার হীরক সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতভূমি স্বর্ণগর্ভা বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু ব্রেজিল এক্ষন ভারতকেও পরাভূত করিয়াছে। সেখানে কোন কোন সময়ে আশ্চর্য্য কাণ্ড দৃষ্ট হইয়াছে। বর্ষার পর কোন কোন জলপ্রণালীতে বালকেরা বহুল পরিমাণে স্বর্ণ ও হীরক প্রাপ্ত হয়; কোন কোন উদ্ভিজ্জের মূলে ও রাজবর্ত্মস্থ উপলখণ্ডের মধ্যে হীরক দেখা যায়; এবং বিহঙ্গমগণ কখন কখন চঞ্চু দ্বারা খাদ্য ভাবিয়া হীরক উত্তোলন করে *।

প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ব্রেজিলের হীরক সংগৃহীত হইত। কিন্তু তত্ত্বাবধানের ত্রুটি বশতঃ, ও এতৎসংসৃষ্ট কর্ম্মচারিদিগের অসাধুতা নিবন্ধন কতিপয়

* ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের মেকমিলান্স মেগেজিন দেখ।

বর্ষ মধ্যেই গবর্ণমেণ্ট বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হন। সুতরাং এইক্ষণ বণিকদিগের নিকট বর্ষে বর্ষে ইজারা দেওয়া হয়। বণিকেরা দাসদিগকে হীরক সংগ্রহে নিযুক্ত করেন। তত্ত্বাবধানের নিয়ম এরূপ সুচারু যে, কোন রূপ ছল প্রতারণার ব্যাপার ঘটে না কেহ হীরক অপলাপ করিলে তাহার কঠিন দণ্ড হয়; পক্ষান্তরে বিশেষ কৃতিত্ব ও সাধুতা প্রদর্শন করিলে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদত্ত হয়। কোন দাস যদি প্রায় ১১ রতি পরিমাণ একটি হীরক প্রাপ্ত হয়, তাহাকে কুসুমদামে ভূষিত করিয়া তত্ত্বাবধায়কের নিকট উপস্থিত করিবামাত্র, তিনি তাহার দাসত্ব মোচন করেন। এবং তাহাকে একপ্রস্থ নূতন পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে অনুমতি দেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক আবিষ্কারের নিমিত্তও যথেষ্ট পুরস্কার প্রদত্ত হয়।

হীরক-সংগ্রহের প্রণালী অতি সহজ। যে সকল নদীতে হীরকখনি আছে, প্রথমতঃ তাহার কতকটা স্থান লইয়া বাঁধ দেয়; তৎপর সেচন-যন্ত্র দ্বারা জল সেঁচিয়া ফেলে। পরে কর্দ্দম, কঙ্কর প্রভৃতি উত্তোলন পূর্ব্বক চালনীতে রাখিয়া স্রোতমুখে চালনী ধরিয়া রাখে। স্রোতবেগে কর্দ্দম ধৌত হইয়া গেলে, কঙ্কর হইতে হীরক বাছিয়া লয়। এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্তই হীরক-সংগ্রহের সময়। বর্ষারম্ভমাত্র সে বৎসরের জন্য কার্য্য স্থগিত হয়। এই সকল কার্য্যোপযোগী কোন যন্ত্র অদ্যাপি রচিত হয় নাই, সকল কার্য্যই হস্তের দ্বারা সম্পাদিত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় হীরক দেখিতে গঁদের ন্যায়; সচরাচর ছয়, আট, কি দ্বাদশ পার্শ্ববিশিষ্ট হীরকই দৃষ্ট হয়। এই সময় ইহার উজ্জ্বলতা থাকে না; কিন্তু অভিজ্ঞ রত্নজীবীরা তদবস্থাতেই ইহার ভাবি মূল্য নিরূপণে সক্ষম।

সমুদয় সংগৃহীত হীরক রাইয়োজেনিরো নদীতটস্থ বন্দরে আসিয়া জমা হয়। তথা হইতে ইউরোপীয় বণিকেরা ক্রয় করিয়া দেশ বিদেশে লইয়া যায়। অধিকাংশ হীরকই লণ্ডনে প্রেরিত হয়। বণিকেরা মণিকারদিগের নিকট বিক্রয় করে; এবং তাহারা উহাকে কাটিয়া, পল তুলিয়া ও উজ্জ্বল করিয়া বহুমূল্যে ক্রেতাদিগের নিকট বিক্রয় করে। পূর্ব্বতন লোকেরা হীরক কেবল পরিষ্কার করিয়া পরিধান করিত; চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সুদৃশ্য আকারে হীরকচ্ছেদন করিবার প্রথম চেষ্টা হয়; কিন্তু সে প্রণালীতে ইহার ঔজ্জ্বল্য সাধিত হয় নাই। যে আকারে ছেদন করিলে হীরকের উজ্জ্বলতা সম্পাদিত হয়, তাহা পঞ্চদশ শতাব্দীতে উদ্ভাবিত হইয়াছে। ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে বার্গস্ নগর নিবাসী লুইবেন্ বার্কুয়েন নামে এক ব্যক্তি এই প্রণালীর উদ্ভাবন করেন। কিন্তু তাঁহার প্রণালীও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ফরাশিস রাজনীতিজ্ঞ কার্ডিনেল মেজারিনের যত্নে বর্ত্তমান প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রণালী অনুসারে প্রথমে

ফরাশিস রাজকোষস্থ দ্বাদশটি বৃহৎ হীরকের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদিত হয়। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, এবং অধুনা এই প্রণালীই প্রচলিত।

হলণ্ড দেশের রাজধানী এমেস্টার্ডম নগরবাসী ইহুদী বণিকেরাই হীরকচ্ছেদন ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকারী। উক্ত নগরে প্রায় ২৮,০০০ সহস্র ইহুদীর বাস; তন্মধ্যে দশ সহস্র বণিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই ব্যবসায়ে সংলিপ্ত। উক্ত নগরে এবিষয়ের শত শত কারখানা আছে; তন্মধ্যে কস্টার কোম্পানির গৃহই সর্ব্ব প্রধান। ঐ কারখানায় এত হীরক প্রস্তুত হয় যে, দুই তিন শত লোকে অনবরত বাষ্পযন্ত্র চালনা করে *। সংপ্রতি এই প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত হইতেছে। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা বাঙ্গলা ভাষায় এক প্রকার অসম্ভব। এই প্রক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন অংশের এবং এতদুপযোগী যন্ত্রের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম; তাহার প্রতিশব্দ বাঙ্গলায় নাই। নূতন রচনা করিলে নীরস ও অপ্রীতিকর হইবে, এমন কি সম্যক্‌রূপে পাঠকের বোধগম্যই হইবে না। অতএব আমরা কেবল ইহার স্থূল স্থূল বৃত্তান্তগুলির উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ একজন বহুদর্শী বিচক্ষণ মণিকার একটি অপরিষ্কৃত হীরক হস্তে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে, যে উহা কি আকারের ও কত আয়তনের হইবার সম্ভব। তৎপর সমানাবয়ব আর একটি হীরক লইয়াও ঐরূপ পরীক্ষা করে। ছাতার ন্যায় দুইখণ্ড কাষ্ঠফলকের অগ্রভাগে ধূনা সংযুক্ত থাকে; হীরক দুইটি তাহাতে বসায়। এবং দুই হস্তে দুইখানি কাষ্ঠফলক লইয়া হীরক দুইটিকে পরস্পর ঘর্ষণ করে। হীরকদ্বয় এরূপভাবে কাষ্ঠফলকে স্থাপিত হয় যে, কারুর ইচ্ছানুসারে উহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লওয়া যাইতে পারে। ক্রমে সকল দিক পরিষ্কার হইয়া কারুর সঙ্কল্পিত আকারে পরিণত হইবামাত্র, পল তুলিতে ও উজ্জ্বল করিতে অন্য কারিকরের হস্তে প্রদত্ত হয়। এই গেল হীরকচ্ছেদনের প্রথমভাগ। দ্বিতীয়ভাগই অতিশয় জটিল ও বিস্ময়কর।

প্রথমতঃ কোমল একখণ্ড ধাতু নির্ম্মিত দণ্ডের অগ্রভাগ ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহাতে হীরকটি স্থাপন করে। যেরূপ চক্রে নাপিতেরা ক্ষুর শাণ দেয়, ঐরূপ একটি চক্র বাষ্পপ্রভাবে ঘূর্ণিত হইতে থাকে। এক জন কারিকর পূর্ব্বোক্ত ধাতুখণ্ড লইয়া হীরকটি সেই চক্রের সহিত সংলগ্ন করিয়া ধরে। এইরূপে একটি পল তোলা হইলে হীরকের অপর পার্শ্ব চক্রাভিমুখ করিয়া ধরে; আর একটি পল তোলা হইল—ক্রমে ক্রমে সমস্ত পলই তোলা হয়। পূর্ব্বোক্ত ধাতুদণ্ডের মধ্যে হীরকটি এরূপভাবে সংস্থাপিত থাকে যে, একটি পল তুলিবার স-

* বহুমূল্য প্রস্তরাদির এক জন বিচক্ষণ ইংরেজ বিচারক প্রোফেসর টেনেণ্টের এমেষ্টারডেম নগরে হীরক খণনের বিবরণ দেখ।

যয়, অপরগুলি দৃষ্ট হয়। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, সহজেই পলগুলির পরস্পর তুলনা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে যে দুইটি হীরকের পরস্পর সংঘর্ষণের উল্লেখ হইয়াছে, ঐ সময় হীরকের চূর্ণ বহির্গত হয়। সেই চূর্ণ কোন প্রকার ঔদ্ভিদ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছেদনচক্রের গাত্রে লেপিয়া দেয়; তাহাতেই পল তোলা হয়। এই কার্য্যটিতে কতদূর পারদর্শিতা, লঘুহস্ততা, এবং বিবেচনা শক্তির আবশ্যক, একটি সামান্য উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইতেছে।

পাঠক! একটি গোলআলু লইয়া ছুরিকাদ্বারা তাহার চারিদিকে এরূপ চারিটি বর্গক্ষেত্র কাট যেন, বর্গক্ষেত্রগুলি সমানায়তন হয়; এবং তাহাদিগের কোণে যেন এরূপভাবে মিলে যে, চারিটি কোণ যেন সমান হয়। এবং ইহাও দেখিবে যেন ঐরূপ চারিটি পল কাটিতে যে পরিমাণে আলু নষ্ট হইবার সম্ভব তাহার অধিক নষ্ট না হয়। তুমি দ্বাদশ পুস্তক জ্যামিতি কেন অধ্যয়ন না কর; তোমার দৃষ্টি ও বিচারশক্তি যত কেন তীক্ষ্ণ না হউক; কিন্তু যে সকল বিষয়ের প্রতি তোমার দৃষ্টি রাখিতে বলা হইল, তাহার সকলগুলি বজায় রাখিয়া চারিটি পল তুলিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কিন্তু নিরক্ষর ইহুদী বণিক কেবল অভ্যাসপ্রভাবে, যন্ত্রের দ্বারা, কতিপয় পলের মধ্যে, ৮ কি ১০ রতি পরিমাণ একটি হীরকের চতুঃপার্শ্বে ৪০, ৫০ অথবা ৬০ টি পল তুলিয়া দিবে। তাহাতে একটি পল দুইবার তুলিতে চেষ্টা করিবে না; অতিরিক্ত হীরক নষ্ট করিবে না; অথচ পলগুলি পরস্পর সমানায়তন, ও সমান-কোণ বিশিষ্ট হইবে। পাঠক মনে করিবে কলের দ্বারা করে বলিয়া সক্ষম হয়। সে টি বিষম ভ্রম,—কলের দ্বারা কাটে বলিয়া আরো কঠিন। কলটি প্রতি পলে এত বেগে ৯৬০ বার ঘূর্ণিত হয় যে, উহাতে ১৪০৮ হস্ত ভ্রমণ করা যায়। কিন্তু কারুগণ এরূপ পটু, এবং লঘুহস্ত যে, সেই বেগের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ৫০। ৬০ টি পল ৫ মিনিটের মধ্যে কাটে। সংঘর্ষণোৎপন্ন চূর্ণ ব্যতীত আরো দুই উপায়ে হীরক চূর্ণ প্রস্তুত হয়। যে সকল হীরক এত ক্ষুদ্র যে কোন কাজে আইসে না, তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করে। এবং এক প্রকার অঙ্গারক পদার্থ দ্বারাও চূর্ণ প্রস্তুত হয়।

পূর্ব্বে ইহুদী বণিকদিগের নিজের কল ছিল, উক্ত কল যৎসামান্য ও হস্তের দ্বারা চালিত হইত। সংপ্রতি বৃহৎ বৃহৎ কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে; ঐ সকল কারখানাতে ইহুদী কারিকরেরা পারিশ্রমিক লইয়া কার্য্য করে। ইহাতে সুপটু কারুগণ বিলক্ষণ দশটাকা লাভ করে। এই সকল কারখানায় বাষ্পদ্বারা যন্ত্র চালিত হয়। ওজনে অল্প, মূল্যে অধিক এরূপ দ্রব্য লইয়া কারবার, সুতরাং অপহরণের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কারুদিগের চরিত্র প্রায়ই সাধু এবং পর্য্যবেক্ষণার্থ মহা-

জনের পক্ষ হইতে কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকে বলিয়া কোনরূপে প্রতারণা সংঘটিত হয় না।

আকারের উপরই হীরকের সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতা নির্ভর করে। সাধারণত. আকার দ্বিবিধ। যে গুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হীরক তাহার আকার একরূপ; তদিতর গুলি অপর বিধ। প্রথমটির নাম "দীপক" (Brilliant) দ্বিতীয়টির নাম "গোলাপ" (Rose or rosette)। শেষোক্ত আকারের হীরকই অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। ইহা দেখিতে ঠিক মুকুলিত গোলাপের ন্যায় দেখায়। ইহার আকার "সূচির" ন্যায়-সূক্ষ্মাগ্র; পলগুলি ত্রিভুজাকৃতি; তল চেপ্টা, ইহাই অঙ্গুরীয় প্রভৃতিতে বসান হয়। ভূমি সংযুক্ত "মস্তকহীন সূচী" দ্বয়ের ন্যায় দীপকের আকার। উপরের মস্তক অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, উহার নাম 'মেজ' (Table); নীচের মস্তকের নাম 'সংস্থিতি' (Collet)। সূচিদ্বয়ের সংযোগ স্থানের নাম 'মেখলা' (Girdle) উপরের সূচির গাত্রে ৩২ টি এবং নিম্নভাগেরটির গাত্রে ২৪ টি পল থাকে। কখন কখন ইহার কম বেশও হয়। নিম্ন সূচিটি ভূষণাভ্যন্তরে লুকায়িত থাকে, কিন্তু উহার দীপ্তি উপরের সূচিতে প্রতিফলিত হইয়া উহাকে অধিকতর সমুজ্জ্বল করে। যে ৫৬ টি পলের কথা বলা গেল, ইহারা বিশেষ বিশেষ নামে খ্যাত। চারিপলি হীরকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; কিন্তু অতিবৃহৎ হীরক ভিন্ন এরূপ আকারের হীরক হইতে পারে না। কারণ, ইহাতে হীরকের অনেকাংশ নষ্ট হইয়া যায়। সচরাচর পল তুলিতে হীরকের অর্দ্ধেক নষ্ট হয়। এক ভরি ওজনের হীরক প্রস্তুত করিতে হইলে, দুই ভরি পরিমাণের হীরক কাটা প্রয়োজনীয়।

হীরকের রাসায়নিক প্রকৃতির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে। ফলতঃ রন্ধনশালায় যে কালি পড়ে, তাহা ও হীরক একই পদার্থ। হীরককে দাহ্য পদার্থ বলিয়া সার্ আইজাক নিউটনই প্রথম প্রতিপন্ন করেন। পরবর্ত্তী পরীক্ষা দ্বারা উক্ত সত্য নিশ্চিতরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। অধিক উত্তাপ সংযোগে ইহা সম্পূর্ণরূপে ভস্ম হইয়া যায়। এবং অম্লজান বাষ্পের সহিত মিলিত হইয়া দ্রায় অঙ্গারক বাষ্পের উৎপাদন করে। অনেকেই কৃত্রিম হীরক প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সার্ ডেবিড ব্রুটার হীরককে উদ্ভিদ্ পদার্থ বলিয়া সন্দেহ করেন। তিনি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আরব্য দেশস্থ গাঁদের (Gum arabic) ন্যায় কোন পদার্থ রাসায়নিক পরিবর্ত্তে দৃঢ় হইয়া হীরক হয়। কিন্তু এইমত সর্ব্ববাদী সম্মত নহে।

কিছু দিন হইল ব্রেজিলের হীরক খনিতে 'অঙ্গারিকা' (Carbonado) নামে এক আশ্চর্য্য পদার্থের আবিষ্কার হইয়াছে। ইহা না অঙ্গার, না হীরক; অথচ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী,—হীরকের কাঠিন্য ও অঙ্গারের

রুক্ষত্ব ইহাতে বর্ত্তমান। অনেকে অনুমান করেন, ইহা ধাতব পদার্থ, এবং ইহাই কালে হীরকরূপে পরিণত হয়। এখনও এবিষয়ের পরীক্ষা চলিতেছে। পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলেও হীরকের রাসায়নিক প্রকৃতির অনেক নির্ণয় হইবে। হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩·৫। অতি প্রাচীন কাল হইতে কঠিনতা বিষয়ে হীরক প্রসিদ্ধ। ধাতু-বিৎ পণ্ডিতেরা দশটি কঠিন পদার্থের তুলনা করিয়া, হীরককে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যথা ;—

১ অভ্র Talk.
২ খড়িমাটি Gypsum.
৩ পাথুরে চুণ Calareous spar.
৪ স্বর্ণমাক্ষিক Fluor spar.
৫ মার্ব্বল Phosphate of lime.
৬ স্লেট্ প্রস্তর Felspar.
৭ স্ফটিক Quartz.
৮ গোমেদক মণি Topaz.
৯ পদ্মরাগ ও নীলকান্তমণি Ruby and Saphin.
১০ হীরক Diamond.

খড়িমাটির দ্বারা অভ্রের উপর, পাথুরে চুণ দ্বারা খড়িমাটির উপর, স্বর্ণমাক্ষিক দ্বারা পাথুরে চুণের উপর আঁক দিলে কাটিয়া যায়। এইরূপে পর পরটির দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্বটি ছিন্ন হয় ; হীরকের দ্বারা উহারা সকলেই ছিন্ন হয়, এই জন্য হীরক সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কাঠিন্য গুণ থাকাতে হীরকের দ্বারা কাঁচ কাটা, অপরাপর প্রস্তরের উপর কারুকার্য্য করা এবং ঘটিকাযন্ত্রের কীলক প্রস্তুত করা প্রভৃতি কার্য্য হয়।

প্লিনি কহেন, ইস্পাতের নেহাইর উপর হীরক রাখিয়া হাতুড়ী দ্বারা ঘা মারিলে নেহাই ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিন্তু হীরকের কিছুই হইবে না। এমতটি ভ্রমাত্মক ; যাঁহাদিগের হীরক আছে, তাঁহাদিগকে আমরা সাবধান করিয়া দিতেছি এরূপ উপায়ে যেন হীরকের কঠিনতা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত না হন। হীরকের "বিদীর্ণতা" (Cleavage) নামে একটি গুণ আছে। অর্থাৎ হীরকের চারিদিকে চারিটি শিরা বা আঁস আছে। হীরক স্বভাবতঃ অত্যন্ত কঠিন হইলেও এই আঁস মুখে আঘাত লাগিলে সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। এইরূপ আঁস সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি ফলের আছে ; এবং নানাবিধ প্রস্তরেরও আছে। যে বস্তুর আঁস অল্প, তাহা বিদীর্ণ হইবার সম্ভাবনাও অল্প। পদ্মরাগ মণি কঠিনতায় নবম স্থানীয় হইলেও ইহার ঘাত-সহনগুণ অধিক ; কারণ ইহাতে শিরা একটি মাত্র। বোধহয়, পদ্মরাগ মণি লইয়াই প্লিনি তাদৃশ পরীক্ষা করিয়াছিলেন!

হীরকের এই বিদীর্ণতা গুণ থাকাতে উপকার ভিন্ন অপকার নাই। এই গুণ না থাকিলে কীটক্ষত অনেক বৃহৎ হীরক অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিত। এবং ক্ষুদ্র ও কীটক্ষত হীরক ভগ্ন করিয়া চূর্ণ প্রস্তুত করা যাইত না, সুতরাং অভাবে হীরকের উ-

ঔজ্জ্বল্য এবং শোভাও সম্পাদিত হইত না। কোন বৃহৎ হীরকও যদি কীটক্ষত হয়, তাহার মূল্য অতি কম হইয়া যায়। কিন্তু এই বিদীর্ণতা গুণ আবিষ্কৃত হওয়া অবধি মণিকারেরা তাহা কাটিয়া ক্ষুদ্রাবয়ব বিশিষ্ট স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হীরকে পরিণত করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিক্রয় করে। ডাক্তর ওলেষ্টন নামা এক ব্যক্তি প্রথমে ইহার আবিষ্কার করেন। কথিত আছে একদা তিনি কোন মণিকারের নিকট একটি বৃহৎ কীটক্ষত হীরক অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া, তাহা কাটিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দুইটি হীরক প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহা বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন।

অনেকেই হীরকের উজ্জ্বলতার কারণ অবগত নহেন। ইহা নিজে তেজোময় নহে; ইহাতে কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছতা ও মসৃণতা মাত্র আছে। কিন্তু কাঁচ "দীপক" কিংবা "গোলাপের" আকারে কাটিলে, তাহার প্রতি কাহারই হীরক বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং স্বচ্ছতা ও মসৃণতা ঔজ্জ্বল্যের হেতু নহে। কোন স্বচ্ছ পদার্থে যখন শ্বেত রশ্মি পতিত হয়, তখন সেই রশ্মিজাল উহা ভেদ করিতে না পারিয়া, সেই পদার্থের গাত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বিবিধ বর্ণপ্রকাশ করে। সার আইজাক নিউটন স্থির করিয়াছেন শ্বেতবর্ণ সমস্ত বর্ণের সমষ্টি। অতএব নৈসর্গিক কারণ বশতঃ অবস্থা বিশেষে শুক্লরশ্মি স্থাপিত হইলে সেই সমস্ত বর্ণের বিশ্লেষণ হয়। স্বচ্ছ পদার্থের এই গুণ (Refractive power) পলতোলা বেলোয়ারি লণ্ঠনে এবং বেলোয়ারি ঝাড়ের ঝুলে সুন্দর দেখা যায়। সমুদয় স্বচ্ছ পদার্থ অপেক্ষা হীরকে এই গুণ অধিক। জলে ১·৩, কাঁচে ১·৬, এবং হীরকে ২·৪৭ অংশ। সার ডেভিড ব্রুষ্টার একটি প্রবন্ধে * দেখাইয়াছেন হীরকের বিশ্লেষীকরণ শক্তি (Dispersive power) নিবন্ধন এই সকল বর্ণ প্রকাশ পায়।

অনেকের সংস্কার আছে যে হীরকের কোন বর্ণ নাই; বাস্তবিক তাহা নহে। পীত, নারঙ্গী, পাটল, নীল, হরিত, কপিশ, ও কৃষ্ণবর্ণের হীরক দেখা গিয়াছে।

এই সকল বর্ণ কৃত্রিম নহে; কারণ কেহই কৃত্রিম বর্ণে হীরক রঞ্জিত করিতে অদ্যাপি সমর্থ হয় নাই। পরন্তু আহৃত হীরকের অধিকাংশই অর্থাৎ চারি ভাগের তিন ভাগই তরল-পীতাভ, কিংবা কপিশ বর্ণের দৃষ্ট হয়। আবার অনেকে মনে করেন একমাত্র বর্ণহীন উজ্জ্বল হীরকই সমধিক মূল্যবান। এটিও ভ্রম। অনেক সময় সমায়তনের বর্ণহীন হীরকাপেক্ষা বর্ণ বিশিষ্ট হীরকের মূল্য অধিক দেখা গিয়াছে। বর্ণ বা বর্ণহীনতা হীরকের উৎকৃষ্টতার একমাত্র কারণ নহে। বর্ণ, ঔজ্জ্বল্য, স্বচ্ছতা প্রভৃতির উপর উৎকৃষ্টতা নির্ভর করে। সম্পূর্ণ বর্ণহীন পরিষ্কৃত, উজ্জ্বল ও নিখুঁত

---

* ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের নর্থ ব্রিটিস্ রিভিয়ুর একটি প্রস্তাব।

হীরকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট (Diamond of the first water)। স্বর্ণ যেমন "ভরির" দরে বিক্রয় হয়, হীরক তেমন "কেরাটের" (প্রায় চারি রত্তি) দরে বিক্রয় হয়। কিন্তু এক কেরাটের ন্যূন ওজন হইলেই কেরাটের হিসাবে বিক্রয় হইতে পারে। এক কেরাটের উপরে হইলেই হিসাব অন্যরূপ; অর্থাৎ যত ওজন হইবে তাহার বর্গকে এক কেরাটের মূল্য দিয়া গুণ করিলে যত হয়, হীরকের মূল্য তত। চারি রত্তি পরিমাণ উৎকৃষ্ট হীরকের মূল্য (অর্থাৎ এক কেরাটের মূল্য) সাধারণতঃ ১২০ টাকা। কোন হীরক যদি ২ রত্তি অর্থাৎ অর্দ্ধকেরাট হয়, তাহার মূল্য $(\frac{১}{২} \times \frac{১}{২} \times ১২০)$ ৪০ টাকা; ৩ রত্তি হইলে $(\frac{৩}{৪} \times \frac{৩}{৪} \times ১২০)$ ৬৭৷৷০ টাকা; ইত্যাদি হইবে। পক্ষান্তরে ২ কেরাট পরিমিত হইলে (২×২ ১২০) ৪৮০ টাকা, ৩ কেরাটের মূল্য (৩×৩×১২০) ১০৮০ এইরূপ হইবে।

ধূর্ত্ত মণিকারেরা অনভিজ্ঞ ক্রেতার নিকট নিম্ন লিখিত পদার্থ গুলিকে হীরক বলিয়া বিক্রয় করিতে পারে। এমন কি অনেক সময়ে মণিকার স্বয়ংই প্রতারিত হয়।

১মতঃ। শ্বেত গোমেদক মণি। ইহা প্রায় হীরকের ন্যায় কঠিন; এবং ইহার আপেক্ষিক গুরুত্বও প্রায় হীরকের তুল্য। লণ্ডনের একজন মণিকারের একটি বৃহৎ শ্বেত গোমেদক মণি ছিল; কিন্তু সে ইহাকে হীরক বলিয়া জানিত এবং মৃত্যু সময় যে দান পত্র লিখিয়া যায়, তাহাতে লেখা ছিল, এই হীরক বিক্রয় করিয়া যে প্রভূত অর্থ লাভ হইবে তদ্দ্বারা অমুক অমুক কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু শেষে দেখা গেল উহা একটি উৎকৃষ্ট গোমেদক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

২য়তঃ। শৈল স্ফটিক। (ইহাকে ব্রাইটন হীরক, আইরিশ হীরক ইত্যাদি বলে) ইহা দ্বারাও কাঁচ কাটা যায়, কিন্তু ইহা হীরকাপেক্ষা কোমল। এবং হীরকাপেক্ষা ইহার উজ্জ্বলতা ও আপেক্ষিক গুরুত্বও অল্প।

৩য়তঃ। কলপ দেওয়া কাঁচ। হীরকের ন্যায় ইহার বিকীরণ শক্তি সম্পাদন করা যাইতে পারে। সুতরাং হীরকের ন্যায় উজ্জ্বলও হয়। কিন্তু ইহা অত্যন্ত কোমল। এমন কি সামান্য কাঁচ অপেক্ষাও কোমল। এবং ইহার ঔজ্জ্বল্য বহুদিন স্থায়ি নহে।

৪র্থতঃ। অর্দ্ধ দীপক (half brilliant)। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দুইটি সংযুক্ত মস্তকহীন সূচির নাম দীপক; এবং নীচের সূচিটি অলঙ্কারের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। ধূর্ত্ত বণিকেরা নিম্ন সূচিটি কাঁচের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া বৃহৎ সূচীর তলে সংলগ্ন করিয়া দেয়। অলঙ্কার হইতে খুলিয়া পরীক্ষা পূর্ব্বক ক্রয় করিলেই প্রতারণার ভয় থাকে না।

এতদ্ব্যতীত কিছু দিন হইল রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা সোহাগা হইতে এক প্রকার হীরকের ন্যায় স্বচ্ছ পদার্থ বাহির

করিবার উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উহা হীরকের তুল্য স্বচ্ছ ও কঠিন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাদৃশ যে সকল প্রস্তর প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা অণুবৎ ক্ষুদ্র; সুতরাং কোন প্রয়োজনে আইসে না। কালে এই প্রণালীর উন্নতি হইলে, হীরকের মূল্য কমিয়া যাইবার সম্ভব; এবং তখন অনেকের প্রতারিত হইবারও অধিক সম্ভাবনা হইবে। সংপ্রতি যেমন জোলা, মুচী, বাগদী, বাগ্তি, ডোম, মেথরে শাল ব্যবহার করে, তখন হীরকের দশাও তাহাই হইবে। কিন্তু তথাপি বিজ্ঞানের উন্নতি কাহার না বাঞ্ছনীয়?

(শ্রীক্ষঃ)



দেবোপাখ্যান।

(গ্রীস ও ভারতবর্ষ।)

চতুর্থ প্রস্তাব।

হিন্দু ও গ্রীক ত্রিমূর্ত্তি

প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে অনেকেই তিনটি শ্রেষ্ঠ দেবের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। মিশর দেশে ওসিরিস্, হোরেস্ ও টাইফুন্ এই দেবত্রয়ের উপাসনা প্রচলিত ছিল। রোমে জুপিটর্, নেপ্‌চুন্ ও প্লুটো; গ্রীসে যিয়স্, পোসিডন ও হেডেস্ এবং পৌরাণিক ভারতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন জনের উপাসনা হইত। আধুনিক খ্রীষ্টানদিগের এক সম্প্রদায়ের লোকেও এক প্রকার ত্রিমূর্ত্তিই স্বীকার করে;—ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র এবং পবিত্রাত্মা। উল্লিখিতরূপে সকল দেশেই শ্রেষ্ঠ দেবত্রয়ের আরাধনা প্রচলিত হইয়া আসিয়া থাকিলেও পর্য্যালোচনাক্রমে দেখা যায়, যে মূল অবলম্বন করিয়া কবিগণ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা এক এক দেশে এক এক প্রকার। মৈশরীয় দেবগণ পুরোহিতবর্গের অভাবনীয় কল্পনার বলে, মানবগণ হইতে আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেক উচ্চস্থান লাভ করিতে গিয়া দেবের পরিবর্ত্তে দানবে পরিণত হইয়াছেন। খ্রীষ্টান লেখকগণের কল্পনার মূলেও নিতান্ত অস্বাভাবিক কল্পিত কথার অভাব নাই। রোমের দেবগণ গ্রীকদেবগণের নামান্তর মাত্র *, সু-

* এস্থলে ইহা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক যে গ্রীকদিগের যিয়স্ রোমের জুপিটরে, পোসিডন্ নেপচুনে, হেডেস্ প্লুটোতে, হিরি জুনোতে, এফ্রোডাইট্ ভিনসে, এ-

তরাং প্রধান দেবত্রয়েও অধিক পার্থক্য নাই। কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, দেশ ও কালভেদে কোনটি কিঞ্চিৎ অধিক উজ্জ্বল বর্ণে, কোনটি কিঞ্চিৎ ক্ষীণবর্ণে রঞ্জিত। হিন্দুদিগের ত্রিমূর্ত্তি যথারীতি চিত্রিত করিতে কবি ও বৈজ্ঞানিক যুগপৎ চেষ্টা করিয়াছেন, গ্রীসের মূর্ত্তিত্রয় গঠনে কেবল কবিই যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং গ্রীসের দেবগণমধ্যে দুই চারিটি চিত্র অতি সুন্দর হইলেও দেবোপাখ্যানের মূল নিতান্ত দুর্ব্বল। গ্রীসে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বর্ণনা ও কল্পনার অভাব দেখিয়া এবং শ্রেষ্ঠ দেবত্রয়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাই হৃদয়ঙ্গম হয়।

আমাদের সকলেরই সৃষ্টিকামনা আছে। সৃষ্টবস্তু সকল প্রয়োজনমত সংগ্রহ করিয়া আমরা ঘট নির্ম্মাণ করি, গৃহ প্রস্তুত করি, নৌকাদি গঠন করিয়া থাকি। গঠিত বস্তুসকলের স্থায়িত্ব সম্পাদনে যত্ন করি, অথবা সকল প্রকার নাশ হইতে রক্ষা করি। আবশ্যক মত পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবজন্তু সকল রক্ষা ও পালন করি। আবার প্রয়োজনানুসারে বা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বকৃত ও যত্নরক্ষিত বস্তু, বা গৃহপালিত প্রাণীর বিনাশ সাধন করি। জগতেও এই ত্রিবিধ কার্য্য দেখিতে পাই। একটি বৃক্ষ জন্মিল, পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়া দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিল। পরিশেষে আপনা হইতেই পতিত হইয়া নাশ পাইল। যাহারা মহাপ্রাণী, যাহাদের বুদ্ধি আছে, যাহারা প্রকৃতির কার্য্য অনুকরণ করিয়া গঠন ও বিনাশ প্রভৃতি কার্য্য সাধন করে, তাহারাও এই নিয়মের অধীন। তাহাদেরও জন্ম, অবস্থান ও মৃত্যু আছে। সুতরাং জগতে তিনটি শক্তি, বা গুণ বর্ত্তমান,—সত্ব, রজঃ ও তমঃ। জগতের সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন কার্য্যকলাপ ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া, অনুমানবলে কার্য্য হইতে কারণ ও কারণ হইতে কার্য্যপরম্পারা নির্ণয় করতঃ মনুষ্য আপনা হইতেই কোন এক শ্রেষ্ঠ শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে শিক্ষা করিল। সৃষ্ট বস্তুসকলের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ও সমাবেশ দৃষ্টে ঈশ্বরের অদ্বৈতত্ব সপ্রমাণ হইল। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই স্থিতি ও পালনকর্ত্তা, তিনিই সংহর্ত্তা। ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মক। বৈদিক ভারতে ঈশ্বর একমাত্র, অনাদি, অনন্ত; তিনি ত্রিগুণাত্মক। ক্রমে ভারতে বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে লাগিল। শিক্ষিতগণ বুঝিলেন ঈশ্বর নিরাকার। কবি দেখিলেন, নিরাকার কল্পনা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য সুতরাং

"He gave to airy nothing
A local habitation and a name."

তিনি বৈজ্ঞানিকের মূল স্থির রাখিয়া ঈশ্বরকে প্রয়োজন সাধন জন্য মূর্ত্তিধারী ক-

---

থিনি মিনর্ভায়, হিকিস্টস্ ভল্‌কানে, এরেস্ মার্চে, আর্টিমিস্ ডায়নায়, ডিমিটার সিরেসে, হেষ্টিয়া ভেষ্টায়, ডায়োনিসস্ ব্যাকসে, হার্মেস্ মার্কুরিতে এবং এপোলন্ এপোলোতে চিত্রিত হইয়াছে।

ল্পনা করিলেন। সত্ত্বরজস্তমোগুণ তাহাতেই ভারতীয় পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে অবতীর্ণ। বিজ্ঞান-বিরোধী, উন্নতিপ্রতিবন্ধক যাজকগণ সাধারণ জনগণকে বুঝাইলেন দেবত্রয় ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ বর্গ চতুষ্টয়ের ফলপ্রদাতা। সুশিক্ষিতগণ বুঝিলেন তিনই এক, একই তিন। ইহাদের ছোট বড় নাই, আদি মধ্য শেষও নাই;—

" একৈব মূর্ত্তির্ব্বিভেদে ত্রিধা সা
সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বং। "

অনেক দিন পর্য্যন্ত এইরূপে ত্রিগুণাত্মক পরমেশ্বরের উপাসনা চলিল, মূর্ত্তি তিনটি হইলেও ঈশ্বর একই রহিলেন। মহর্ষি মার্কণ্ডের ন্যায় সকলেই ধ্যান করিতেন;—

"প্রণিপত্য জগন্নাথং পদ্মযোনিং পিতামহং
জগদ্‌যোনিং স্থিতং স্রষ্টৌ স্থিতৌ বিষ্ণুস্বরূপিণং
প্রলয়ে চান্তকর্ত্তারং রৌদ্রং রুদ্রস্বরূপিণম্‌।" *

এপর্য্যন্তও ঈশ্বরের অদ্বৈতত্বের ব্যাঘাত হয় নাই। ইহার পর সাধারণে ঋষির কথার মূল হারাইল। অশিক্ষিতগণ কবি বর্ণনানুরূপ উপাসনায় যাজকগণ কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইল। দেশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল। ক্রমে শৈব সম্প্রদায়ে দুর্ব্বাসা দধীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রাদুর্ভূত হইলেন, শিবের গৌরব বাড়িয়া উঠিল। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শৈবসম্প্রদায়ের সংস্করণে বিশেষ কৃতকার্য্য হইলেন। অধিকাংশ লোক শৈব সম্প্রদায় ভুক্ত হইল।

অনেক কাল পরে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব। বৈষ্ণবদিগের উন্নতিতে ব্রহ্মার উপাসনা দেশ হইতে প্রায় উঠিয়া গেল, কিন্তু প্রবল শৈব সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি হইল না। এই সময়ে শিবের চরণস্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়া বিষ্ণু আদিদেব, এবং মস্তক স্পর্শোদ্যোগে অকৃতকার্য্য হইয়াও মিথ্যাবাক্য ব্যবহার করিয়া ব্রহ্মা পঞ্চম মস্তক বিহীন হইলেন। *

যখন ধর্ম্ম বিষয়ে এইরূপ সম্প্রদায় প্রভেদ ও মতান্তরের সূত্রপাত, ভারতে তখনই বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। উপযুক্ত সময় ও সুযোগ লাভে বৌদ্ধগণ ধর্ম্মপ্রচারে বিশেষ কৃতকার্য্য হইল। অভিনব ধর্ম্মস্রোত হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চশিখর হইতে কুমারিকার দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইল। সমুদ্রও গতিরোধ করিতে পারিল না; লঙ্কা দ্বীপে এবং ভারতসাগরস্থ দ্বীপ সমূহে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইল। প্রচারকগণ হিমালয় অতিক্রম করিয়া চীন ও তীব্বত প্রভৃতি দেশে নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিল। এই অনিবার্য্য স্রোত নিবারণে, এই নূতন বলের মান্দ্য সম্পাদনে ভারতবর্ষে পৌরাণিক উপাসনাপ্রণালী প্রচলিত হইল। অষ্টাদশ মূলপুরাণ এবং অনেক উপপুরাণ রচিত হইল। ভিত্তিভূমির দৃঢ়তা সম্পাদনে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান এবং কবি কল্পনাচাতুর্য্যাছায় সা-

* মার্কণ্ডেয় পুরাণ। ৪৫ অধ্যায়, ১৯ শ্লোক।

* স্কন্দনামক শৈবপুরাণ।

ধারণের মনস্তুষ্টিসাধনে যুগপৎ প্রয়াস পাইল। সেই প্রাণপণ চেষ্টার ফল, কবিত্ব ও বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা—ভারতীয় ত্রিমূর্ত্তি।

এক্ষণে ভারতবর্ষীয় দেবত্রয়কে গ্রীসের শ্রেষ্ঠ দেবত্রয়ের সহিত তুলনা করা যাউক। ব্রহ্মাকে হেডেসের সহিত, বিষ্ণুকে পোসিডনের সহিত এবং শিবকে যিয়সের সহিত তুলনা করিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পৌরাণিক সময়ে ভারতে ব্রহ্মার প্রাধান্য বিস্তর কমিয়া গিয়াছিল, উপাসকের সংখ্যা বিস্তর কমিয়া যাওয়াতে তাঁহার আদিদেবত্ব প্রমাণ করিবার জন্য প্রবল স্বপক্ষ ছিল না, সুতরাং বৈষ্ণব লেখকগণ প্রচার করিলেন ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিষ্ণু জলময় বিশ্বে গাঢ় নিদ্রিতাবস্থায় ভাসমান ছিলেন, ব্রহ্মার আবির্ভাব তিনি জানিতেও পারিলেন না। সর্ব্বদর্শী মহাদেব সকল দেখিলেন। পরিণামে ব্রহ্মা পঞ্চমানন বিহীন হইয়া চতুরানন হইলেন। এইরূপে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঐকমত্য থাকায় ব্রহ্মাকে তৃতীয় স্থানীয় হইতে হইল।

ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ অবনত হইলেন, এবং তাঁহার পুনরুত্থানের পথ রুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু তিনি একবারে স্থান ভ্রষ্ট হইলেন না। উপাসকগণ সমক্ষে তখনও তিনি অনাদি অনন্ত ও ত্রিগুণাত্মক। ভক্ত তখনও উপাসনা করিবার সময় এইরূপ ধ্যান করিতেন;—

"অনাদ্যন্তং জগদ্‌যোনিং ত্রিগুণপ্রভবাপ্যয়ং।
অসাম্প্রতমবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।"*

সৃষ্টিক্রিয়া ব্রহ্মার কার্য্য, সুতরাং তিনি চতুর্ভুজ। তাঁহাকে চতুর্দ্দিকস্থ সকলই পর্য্যালোচনা করিতে হয়, অতএব তিনি চতুর্ম্মুখ। তাঁহার হস্তে সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকায় ভারতীয় কবি ও বৈজ্ঞানিক তাঁহাকে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়গুণে সজ্জিত করিয়াছেন। তাঁহার হস্ত হইতে, পদ হইতে, অঙ্গুলি হইতে, মুখ হইতে, উরু হইতে, নাভিপদ্ম হইতে, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতেই জীবগণ উৎপন্ন হইয়াছে। অগ্ন্যাদি দেবগণ তাঁহার আজ্ঞাধীনে। ব্রহ্মা জ্যোতির্ম্ময়। তিনি মহাজ্ঞানী ত্রিকালজ্ঞ। তাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বদাই স্থির ও গম্ভীর, তিনি দয়ার সজীব প্রতিমূর্ত্তি। অন্য দেবকে ভয়ঙ্কর বল, অন্যকে ক্রোধের বশীভূত বল, কিন্তু ব্রহ্মাকে তাহা বলিতে পারিবে না। ব্রহ্মা গম্ভীর, প্রশান্ত মহাসাগর অথবা অবিচলিত হিমাচল।

হেডেস্ নিরয় ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের অধীশ্বর। তাঁহার রাজ্য তজ্জন্যই নিবিড়মেঘাচ্ছন্না তামসী নিশার ন্যায় অন্ধকারাবৃত। তাঁহার রাজ্যে যে একবার প্রবেশ করে তাহার আর প্রত্যাগমন করিবার সাধ্য থাকে না †। সুতরাং তাঁহার সহিত ভার-

* মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৫ অধ্যায় ৩৪শ্লোক।

† ভারতীয় কবিদিগের ন্যায় গ্রীক কবিগণ পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন না পিথা-

তের তৃতীয় শ্রেণীর দেবতা যমের তুলনা হইতে পারে। কিন্তু যম নিরয়স্বামী হইলেও ন্যায়বান্ ধর্ম্ম; হেডেস্ পার্সিফোনির (প্রসারপাইন্) প্রতি বল প্রয়োগ করিয়া, অকলঙ্ক শশাঙ্কসদৃশ পবিত্র স্বভাবে অপবিত্রতা আরোপ করিয়া নরককর্ত্তা নারকী। ব্রহ্মার সহিত তাঁহার তুলনা চলে না। ফলতঃ সমস্ত প্রধান গুণ যিয়সেই বর্ণিত হইয়াছে। যিয়স্‌কে শিবের সহিত তুলনা করিলে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সহিত উপমেয় দেবতা গ্রীসের দেবোপাখ্যানে আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠগুণনিচয় মধ্যে একটি গুণও প্লুটোতে নাই। কিন্তু যে দুর্ব্বলতায় হিন্দুকবি জলজাসনের পবিত্র স্বভাব কলঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তাঁহাতে আছে। ব্রহ্মার সন্ধ্যা, হেডেসের প্রসারপাইন!

ব্রহ্মাকে হেডেসের সহিত তুলনা করিলে বিষ্ণুকে পোসিডনের (নেপ্‌চুন্) সহিত তুলনা করিতে হয়। বিষ্ণু কল্পনাবৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনোহর ফল। যেমন প্রিয়দর্শন আকৃতি, তেমনই হৃদয়গ্রাহী প্রকৃতি। তিনি প্রকৃতির পালক, জগতের সুখ দুঃখের বিধাতা। সমস্ত বিশ্ব পরিদর্শন করিতে হয়, সুতরাং তিনি দ্রুতগামী গরুড়ারোহী। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী। তাঁহার কার্য্য সরল, মহত্ব নির্ম্মল এবং সকলই স্নেহপূর্ণ অতএব তিনি শুভ্র শরীর। আবার সমস্ত প্রকৃতি পালন ও রঞ্জন করিতে হইবে বলিয়া তাঁহার বর্ণ দুর্ব্বাদলশ্যাম—যে বর্ণে নয়ন শীতল হয়, হৃদয়ে আপনা হইতেই ভালবাসা জন্মায়, যে বর্ণে প্রকৃতির অধিকাংশ বস্তু রঞ্জিত তাঁহার বর্ণ সেই। তাঁহার এক নাম অচ্যুত, তিনি চিন্ময়, আনন্দ স্বরূপ। স্বয়ং অখিল ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবগণের মঙ্গল কামনা করিতেছেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী কমলাসনা কমলা সকলকে ভাগ্য ও ঐশ্বর্য্য বিতরণ করিয়া পালন করিতেছেন; বীণাপাণি সরস্বতী বাক্‌শক্তি ও বিদ্যা বিতরণ করিয়া মহাপ্রাণী মানবদিগকে দেবগণের সমসোপানে উঠাইতেছেন। বিষ্ণুর সকলই মনোহর। পুরুষপ্রধান বলিয়া তাঁহার একনাম পুরুষোত্তম। তিনি প্রসিদ্ধ "পুরুষেষু বিষ্ণুঃ"। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত, শরীর পূর্ণায়ত, মুখশ্রী সর্ব্বদাই প্রফুল্ল।

জগতে দেখিতে পাই যাহার বুদ্ধি যত প্রখর, সে সমস্ত কার্য্যে তত সতর্ক, তত চাণক্যচক্রী। রাজাদিগের রাজনীতিজ্ঞ প্রধান মন্ত্রীমাত্রেই বুদ্ধি-কৌটিল্য জন্য প্রসিদ্ধ। বিষ্ণু দেবসভার প্রধান মন্ত্রী; বৃহস্পতির কল্পনাতীত বুদ্ধি ও বাক্‌পটুতা, প্রচেতার স্থিরতা সকলই তাঁহার নিকট পরাভূত হয়। কিন্তু মনুষ্যে বুদ্ধি অলৌকিক হইলে মন শান্তিবিহীন হয়, এবং স্বভাব সকলের হৃদয়গ্রাহী হয় না। কবি বিষ্ণুকে সে দোষ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। আশুতোষের হঠাৎ সন্তুষ্টি সাধন করিয়া ভক্ত

গোরস্ জীবগণের শরীরান্তরে জীব সংক্রমণ স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু তিনি কবি ছিলেন না, বৈজ্ঞানিক ছিলেন।

এমন ক্ষমতা লাভ করিতেছে যে, সে সমস্ত বিশ্বসংসার একাকী ধ্বংস করিতে সমর্থ। সামান্য দেবগণ পরাজিত হইলেন, ইন্দ্রের স্বর্গ-সিংহাসন টলিল, সমস্ত পৃথ্বী থর থরে কম্পিত হইল। পালন-কর্ত্তা ভগবান্ সৃষ্টি রক্ষণে চিন্তা করিয়া নিরাপদ ও নির্দ্দোষ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, দৈত্য খর্ব্ব হইতেছে বিশ্ব রক্ষিত হইতেছে। তাঁহার চাণক্যচক্র সুদর্শনচক্রবৎ তীক্ষ্ণ, তাহাতে ভক্তের মস্তক ছেদন করে না, বিপদ নাশ করে। তাহার জন্য বর ও অভয়। তাহার একাগ্রতায় অনুগত হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেবকবৎ গমন করিতেছেন, তাহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। ভক্ত তাঁহার উদারতায় ক্রীত হইয়া তাঁহাকে আদিদেব ও ত্রিগুণ বলিয়া, 'ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ*।' ইত্যাদি বাক্যে উপাসনা করিয়া থাকে।

পোসিডন জলময় বিশ্বের অধীশ্বর। তিনি দীর্ঘায়ত, পূর্ণকলেবর। আপন শকটের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ত্রিদণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত মুখশ্রী ক্রোধ ও বৈরক্তিব্যঞ্জক। ইচ্ছা হইলে ত্রিশূল দ্বারা সমুদ্র মধ্যে আঘাত করেন অমনি দ্বীপাদি উৎপন্ন হয়। ভূমিকম্প পোসিডনেরই লীলা মাত্র। তাঁহার স্ত্রী রূপবতী নীরজা এম্ফিট্রাইট্। সমুদ্র প্রশান্তভাব ধারণ করিয়া দেশ বিদেশে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করাইতেছে, মনুষ্যদিগকে স্বকার্য্য সাধনে সক্ষম করিতেছে, তাঁহারই আদেশ এসমস্তে দেদীপ্যমান। কিন্তু বিস্তীর্ণজলময় বিশ্বে শান্তভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। যে সময়ে মনুষ্যের নিঃশ্বাসানিলবৎ মৃদুমন্দ সমীরণও সঞ্চালিত হয় না, যে সময়ে সমুদ্র আলোড়ন করিবার জন্য কোন প্রকার বাহ্যিক কারণও থাকে না; তখনও সমুদ্রাম্বুতে জীবন ও গতি প্রত্যক্ষীভূত হয়; আবার অল্পমাত্র বায়ুসঞ্চালনেই তরঙ্গোপরি তরঙ্গাঘাত দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্র কদাচও স্থির নয়। অম্বুধি সর্ব্বদাই ভীষণ। সুতরাং পোসিডনের মুখশ্রী সর্ব্বদাই ক্রোধকষায়িত।

এইরূপে দেখা গেল যে পোসিডনে বরুণের শক্তি; নিম্ন শ্রেণীস্থা দেবী গঙ্গার স্বভাব, শিবের ত্রিশূল, এবং বিষ্ণুর গৌরব আংশিক চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যে যে বিষয়ের জন্য প্রসিদ্ধ তাহার একটিও যিয়ুস্ ভিন্ন অন্যদেবে দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুর প্রকৃতি পোসিডন্ হইতে অনেক পৃথক, অনেক শ্রেষ্ঠ।

এক্ষণে দেবদেব মহাদেবের সহিত দেবদেব যিয়ুসের তুলনা করা যাউক। কালিদাস ব্রহ্মার মুখে বলিয়াছেন;—

সহি দেবঃ পরংজ্যোতিস্তমঃপারে ব্যবস্থিতঃ পরিচ্ছিন্নপ্রভাবর্দ্ধির্ন ময়া নচ বিষ্ণুনা॥

হিসিয়ড্ও তৃতীয়দেব হেডেসের মুখে বলিয়াছেন, "যাঁহার প্রতাপের নিকট ই-

* গোপালতাপনী ৯৯ শ্লোক। অথর্ব্ব বেদান্তর্গত।

য়ুরেনস্ (স্বর্গ) ও গিয়া (পৃথিবী) নত হইয়াছে, যাহার প্রভাবে ক্রনস্ (সময়) চিরজীবনের জন্য কারাকদ্ধ হইয়াছে, টাইটাসগণ (দৈত্যগণ) বিনষ্ট হইয়াছে, যাহার অনুগ্রহে আমরা অধীনস্থ গবর্ণরের ন্যায় সমুদ্র ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে আধিপত্য করিতেছি সেই পরাক্রান্ত যিয়সের কত বল তাহা আমরা কিছুই জানি না। ”

সুতরাং যিয়সের সহিত শিবের তুলনা চলিতে পারে। দেবরাজ বজ্রপাণির সহিত বজ্রধর যিয়সের অনেক সাদৃশ্য আছে বটে। কিন্তু ইন্দ্র পৌরাণিক সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেব নন। যেমন ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়পরতায়, দানব-দলনে, এবং উত্তম গুণনিচয়ের সহিত দোষ সকলের আশ্চর্য্য সমাবেশে যিয়সের স্বভাবের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তেমনই আবার প্রধান দেবত্রয় সমীপে ইন্দ্রকে সামান্যাবস্থ দেখিলে এবং যিয়সের স্বতঃশ্রেষ্ঠ প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে বিস্তর প্রভেদও দেখা যায়। অতএব এস্থলে আমরা গ্রীসের বজ্রীকে ভারতের শূলীর সহিত তুলনা করিব।

ভারতীয় পুরাণ যাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, তিনি ইউরোপীয়গণের এবং তাঁহাদের অনুকরণ-প্রিয় বাবুগণের চক্ষে নিতান্ত অবজ্ঞেয়। পুণ্যভূমি ইউরোপ তাঁহার জন্মস্থান নহে, এই কি তাহার কারণ? কারণ যেই হউক এক্ষণে তাহা আলোচ্য নয়। পণ্ডিতবর বকল্, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্, টেলর্ কেনেডি, মেকেঞ্জি প্রভৃতি মহোদয়গণ শিবকে কিরূপ চক্ষে দেখিয়াছেন একবার দেখা যাউক।

“ শিব ভূত প্রেতের সমভিব্যাহারে নগ্নদেহে উন্মত্তাবস্থায় স্থানে স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি ভিক্ষুক, তাঁহার শরীর চিতাভস্মে আবৃত। নরমুণ্ড ও অস্থি সংগ্রহ করিয়া কখনও হাসি কখনও কান্না এইভাবে শ্মশানে অবস্থান করেন। তাঁহার আসন ব্যাঘ্রচর্ম্ম, হস্তে ত্রিশূল, জটায় লোলজিহ্ব সর্প সমূহ। তাঁহার চক্ষু তিনটি, ভয়ঙ্কর আকৃতি, ভয়ঙ্কর প্রকৃতি। তাঁহার লজ্জা ঘৃণা কিছুই নাই। তাঁহার উদ্দেশে নরবলিও হইয়া থাকে। ”

আমরা কি উল্লিখিতরূপ বর্ণনা অসত্য বলিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারি? না, প্রায়ই সত্য, কিন্তু অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় সকলই একদেশ দৃষ্ট। যে বর্ণনার এক মাত্র অংশ কদর্য্য বর্ণে চিত্রিত করিয়া ইউরোপীয়গণ সাধারণের মনে ঘৃণার উদ্রেক করেন, সহৃদয় বুদ্ধিমান পাঠক যদি সেই বর্ণনা সম্পূর্ণ পাঠ করেন, তাঁহার ঘৃণা বিস্ময়ে পরিণত হয়, এবং মনে অতি উচ্চ ভাবের উদ্রেক হয়। আমরা এই বাক্যসমর্থনে পাঠককে প্রথমতঃ মহাকবি কালিদাসকৃত কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে বর্ণিত ধ্যানাস্পদোপবিষ্ট শিবের প্রতিমূর্ত্তি ও উপাসনার ভাব একবার মনে ধারণা করিতে অনুরোধ করি। তবেই তিনি দেখিতে পাইবেন শিব যেমন আত্মগোপন করিয়া (পঞ্চমসর্গে) শিবনিন্দাচ্ছলে বলিয়াছিলেন,

"বপুর্ব্বিরূপাক্ষ মলক্ষ্যজন্মতা
দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু॥"

এবং তাহাতে পার্ব্বতী যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন তাহা কেমন সঙ্গত। নিন্দাও প্রশংসা স্বরূপ গণ্য করিয়া পার্ব্বতী যেমন বলিয়াছিলেন। "—পরমার্থতোহরং নবেৎসি নূনং যত এবমাত্থ মাম্।" শৈবও সেইরূপ ইয়োরোপীয়গণের নিন্দা ব্যাজস্তুতি অর্থে ব্যাখ্যা করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন, যে তাঁহারা শিবের প্রকৃতি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। ধ্যাননিবিষ্ট শৈব শিবকে কিরূপ চক্ষে দেখেন একবার দেখা যাউক।

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগাবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈঃ ব্যাঘ্রকৃত্তিংবসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং।"

রজতগিরি সদৃশ শরীর, ললাটে চন্দ্রলেখা। তাঁহার এক হস্তে বর অপর হস্তে অভয়। মুখশ্রী সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। তিনি বিশ্বের ভয়হারী। তাঁহার তিনটি (রবীন্দু পাবক) নয়ন। গম্ভীর অথচ প্রশান্ত আকার, পবিত্রভাবপূর্ণ। উপাসকের প্রতি সর্ব্বদাই প্রসন্ন। তাঁহার নাম আশুতোষ, শিবের এই প্রফুল্লতা, মহার্ণবের লহরীলীলার ন্যায়, হিমাচলের তুষারমালার ন্যায়, অমানিশার নক্ষত্ররাজির ন্যায় এক আশ্চর্য্যভাব প্রকাশ করে, তাহা সহজেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় না। গম্ভীরপ্রকৃতি মহাপুরুষের ঈষৎ প্রস্ফুরিতাধরে মধুর হাসি বিকাশ দেখিলে লোকের অন্তঃকরণ যেমন আপনা হইতেই আনন্দে উথলিয়া উঠে, যে মনোযোগের সহিত শিব-প্রকৃতি ও প্রতিকৃতির প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার প্রফুল্লতা দেখিতে পায়, সেই ব্যক্তির অন্তঃকরণও সেইরূপ হয়।

শিব স্বয়ং দরিদ্র হইয়াও সমস্ত সম্পদ ও মঙ্গলের মূল, শ্মশানবাসী হইয়াও ত্রৈলোক্যনাথ, ভীমরূপ হইলেও শিব নামে অভিহিত! যদি কোন পৌত্তলিক স্বকপোলকল্পিত দেব-চিত্র চিত্রিত করণে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে, যদি কখনও আপন মনের উচ্চভাব তুলিকার সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারিয়া থাকে সে চিত্রকর শৈব। সমস্ত দেবগণ যাঁহার অনুগ্রহপ্রেক্ষী, যিনি ভূতনাথ, যাঁহাকে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় অহোরাত্র চিন্তা করিতে হয়, যিনি দুঃখ দুর্দ্দশাগ্রস্ত আত্মাকে সমস্ত ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিয়া দেহ-পিঞ্জর হইতে স্বাধীন করিয়া উন্নত করিতেছেন, তিনি সংহর্ত্তা হইলেও জীবের প্রকৃত বন্ধু, সামান্যাবস্থ হইলেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার সমস্ত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া আত্মাকে অন্যের জন্য উৎসর্গ করার যে কতদূর মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে স্বার্থপর জাতি তাহা বুঝিবে কেন? যাঁহারা আহার করিবার পূর্ব্বে প্রাণিগণের প্রাণরক্ষার্থ প্রত্যেকে অন্যূন শত অন্ন রাখিয়া দেন, যাঁহারা পর দ্রব্য

লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন, যাঁহারা মৃত পূর্ব্বপুরুষগণকে উদ্ধার করার পূর্ব্বে উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া পিতৃমাতৃভ্রাতৃবিহীন জনগণের উদ্ধারার্থ গয়ায় পিণ্ডদান করেন, সেই নিঃস্বার্থ আর্য্যজাতি ভিন্ন অন্যে শিবের নিঃস্বার্থ জীবহিতৈষিতার মহত্ত্ব বুঝিবে না। শিবের রাজদণ্ড নাই, স্বর্ণ সিংহাসনও নাই। কিন্তু এমন উদার হৃদয় আছে যাহা কোন রাজারই সম্ভবে না। এক্ষণে যিয়সের আকৃতিও দেখা যাউক।

"তাঁহার শরীর দীর্ঘাকার সুগঠিত ও বীরোচিত। তিনি স্বর্ণময় সিংহাসনে রাজদণ্ডধারণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন, বামপদাগ্রে একটি বৃহৎ বাজ পক্ষী বসিয়া আছে, তাঁহার ভ্রূদ্বয় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশ কোঁকড়ান, নিবিড় ও সূক্ষ্ম। তাঁহার মস্তক মেঘে আবৃত *, কেহই তাঁহার প্রভাব সহ্য করিতে পারে না। সমস্ত বিশ্ব তাঁহার অণুমাত্র মস্তক কম্পনে কম্পিত হইতেছে। আবার যখন হাসিতেছেন, ত্রিভুবন মোহিত হইতেছে, স্বর্গীয় সৌরভে দশদিক মোহিত করিতেছে। যেমন সূর্য্যের তেজের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ তেমনই তাঁহার মানসিক তেজ। নয়নের তীক্ষ্ণতায় সকল প্রকাশ করিতেছে।" †

অলিম্পাস পর্ব্বত যিয়সের কৈলাস। তথায় তিনি সপরিবারে অবস্থান করেন। তিনি শত্রুনাশক ও সৎপাত্রে পুরস্কারদাতা। তাঁহার বিশেষ ক্রোধ নাই কিন্তু কেহ তাঁহার সহিত শত্রুতা করিলে তাহার রক্ষাও নাই। তখন তাঁহার ত্রিভুবন কম্পনকারি বজ্র ধ্বনিত হইয়া অপরাধীর হৃদয় বিদীর্ণ করে। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে সুখ-বারিপাত্র, বামপার্শ্বে দুঃখসলিলকুম্ভ। কখনও সুখবারি সিঞ্চন করিয়া মানবজীবন সুখী করিতেছেন, কখনও বা দুঃখবিষ ছড়াইয়া মানবের জীবনভার দুর্ব্বিষহ করিয়া তুলিতেছেন। তিনি অসুরনাশক দেবদেব। কিন্তু তিনি আদি নন। তাঁহার পিতা আছে, পিতামহ আছে, মাতা আছে। একবার তিনি নিয়তির অধীশ্বর, আবার নিয়তির দাস। একবার উন্নতাত্মা বীর পুরুষ, আবার নীচপ্রকৃতি পারদারিক। একবার উচ্চ দেবপ্রকৃতি, পৃথিবীর সমস্ত পাপ সমস্ত কলঙ্ক হইতে মুক্ত, আবার পরক্ষণেই সামান্য লোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত! তাঁহার শত্রু আছে, তিনিও মনুষ্যের শত্রু! মনুষ্যকুল বিনাশ করিতে তাহাদের জীবনের অবলম্বন অগ্নি লুকাইলেন, আর অমনি প্রমিথিয়স্ নামক একটি মনুষ্য তাঁহাকে বঞ্চিত করিল। তিনি ভূলোক পাপ ও দুঃখময় করিতে পরমরূপবতী প্যাণ্ডোরাকে * পাঠাইলেন, কিন্তু সে উপায়ে

* বৈদিক ইন্দ্র বা সূর্য্যের সহিত তুলনা কর।

† হিসিয়ড্ থিয়োগণি।

* দেবগণ অসুর বিনাশ করিয়া পৃথিবী নিরাপদ করিতে তিলোত্তমাকে অসুররাজ

তাহাকে কিছু করিতে না পারিয়া তাহার জীবিতাবস্থায়ই এক প্রস্তরের সহিত বদ্ধ করিলেন এবং তাহার হৃদয়স্থ শোণিত পান করিতে গৃধিনীকে নিয়োগ করিলেন †। আবার তাঁহার অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার কন্যাও তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলেন।

যিয়স্ ছদ্মবেশী। সরল প্রকৃতি শিবের সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। বৃষবাহন শিব বৃষভারোহণে ধ্যাননিবিষ্টচিত্তে গমন করিতেছেন, ভূতনাথ নাম ধারণ করিয়া কার্য্যের কারণস্বরূপ হইয়া আপন মঙ্গলার্থক নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। বৃষরূপধারী যিয়স্ ইউরোপার অপহরণাভিপ্রায়ে দ্বীপে দ্বীপে পরিভ্রমণ করিতেছেন। মহাদেব ইন্দ্রিয়ের উপর কর্তৃত্ব করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, সমস্ত সম্পদ,সমস্ত সুখ আপন সন্তানসদৃশ উপাসকদিগকে সুখে রাখিতে বিতরণ করিয়া স্বয়ং ভিক্ষান্নজীবী ও শ্মশানবাসী; যিয়স্ স্বর্ণমঞ্চে আরোহণ করিয়া স্বর্ণদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক স্বর্ণ বৃষ্টির সহিত ডেনেয়ির নিকট বিলাস প্রার্থী! মহাদেব প্রাণীদের প্রাণরক্ষার্থ পঞ্চভূত প্রদান করিয়া, অভিশপ্ত অগ্নিকে সন্তুষ্ট করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়া, প্রার্থনাকারীর প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে আশুতোষ; যিয়স্ হংসরূপী হইয়া লিডা-পদ্ম ধরিতে যত্নশীল। ছদ্মবেশী রাক্ষস্ অনুগত হইলেও ত্রিশূলীর বধ্য, যিয়স্ আল্কমিনার সর্ব্বনাশ সাধনে ছদ্মবেশী এম্ফিট্রিয়ন!

একণে বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। তুলনার [redacted] সাধারণতঃ উপসংহারভাগে মন্তব্যের ন্যায় লিখিত হইবে। ভারতে পুরাণের বাহুল্য সুতরাং সম্প্রদায়লব্ধ বিবাদে অনৈক্য প্রযুক্ত অচলশিবস্বভাবেও স্থান বিশেষে দোষ আরোপিত হইয়াছে বটে; কিন্তু জাতীয় বিশ্বাস এবং মূল পুরাণ অবলম্বন করিয়া দেখিলে উপন্যাসগত কোঁচকন্যাদিগের প্রস্তাব সকল এবং বিষ্ণুর মোহিনীরূপ ধারণ গম্ভীর আলোচনায় স্থান প্রাপ্ত হয় না। উপাসনাপ্রণালী জাতীয় বিশ্বাসানুযায়ী, সুতরাং গ্রীসের জাতীয় বিশ্বাস পর্য্যালোচনা করিয়া কেহই যিয়স্‌কে মহৎ বলিবে না। কারণ, যিয়স্ ভণ্ড মনুষ্যই হউক,আর দেবই হউক,কর্ত্তাভজা বা বাউল সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব প্রভুর ন্যায় যিয়স্ প্রভুর গমন সর্ব্বত্রই সম্ভবে। তিনি আপন দুহিতা পার্সিফোনির গর্ভে বাক্রিয়সের জন্ম প্রদান করেন, পার্সিফোনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেডেসের সহধর্ম্মিণী। হিরি

পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু যিয়স্ প্যাণ্ডোরাকে পাঠাইয়া পৃথিবী দুঃখময় করিলেন! এই জন্য বুঝি গ্রীসের দেবগণ সহানুভূতিক্ষম!

† আশ্চর্য্য সহানুভূতি! সিরাজউদ্দৌলা! তুমি এখন কোথায়? তোমার দয়া ও সহানুভূতি স্মরণ হইলে হৃদয় তোমার জন্য শোকে আপ্লুত হয়!

তাঁহার সহোদরা! তাঁহার পিতামহের জননী! এইরূপ দেবলীলা অনুকরণের ফল মিসরে টলেমি কুলে এবং সিরিয়ায় সিলিউকসের কুলে ফলিয়া ছিল।

এক্ষণে দেখা গেল যিয়সের আকৃতিতে যে মনোহারিত্ব ছিল, তাহা সৌন্দর্য্যের চরম ফল বিলাসে পরিণত। শিবের আকৃতিতে বা প্রকৃতিতে যে কিছু অস্বাভাবিক তাঁহার মহত্ব বর্ণনে তাহা নিতান্ত আবশ্যক। যিয়সের যে মহত্ব আছে তাহা পারদারিকতা ও নিষ্ঠুরতা দোষে এরূপ কলুষিত যে, তৎসদৃশ আর দৃষ্ট হয় না। মহাদেবের যদি কিছু দুর্ব্বলতা থাকে তাহাও গুণবাহুল্যে লুক্কায়িত। মহাদেব সামান্য কার্য্য হইতে সর্ব্বদাই অন্তরে থাকেন, তাঁহার স্বভাব সর্ব্বদাই উচ্চ। যিয়স্ সামান্য আমোদ বিবাদ ও ক্রীড়াকৌতুকে অনেক সময় যাপন করেন। এতদুভয়ের মধ্যে এখন কে শ্রেষ্ঠ?

(শ্রীব্রঃ)



ধর্ম্ম কি?

মনুষ্যহৃদয়ে সৎ ও অসৎ দুই প্রকারেরই প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। একটির কার্য্য অপরটির কার্য্য হইতে অনেক বিভিন্ন। ভিক্ষুককে যদি তাহার ইচ্ছানুরূপ দান করি, যদি প্রত্যহ অতিথিসেবা করি, লোক আমাকে 'দয়ালু' 'দাতা' বলিয়া প্রশংসা করিবে, কেননা আমি সৎকার্য্য করিতেছি। আবার যদি পরদ্রব্য হরণেচ্ছু হই, পরের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা পাই, দশজনে মিলিয়া আমার কুৎসা গাইবে, কেননা আমি অসৎকার্য্য করিতেছি। এক্ষণে সৎ কাহাকে বলে? যাহা ধর্ম্মসঙ্গত, তাহাই সৎ। ধর্ম্মসঙ্গত বলিবার পূর্ব্বে আমাদিগের দেখা উচিত, ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আজি এই প্রস্তাবের অবতারণা করা গিয়াছে।

ধর্ম্ম কি? ভাগবতে কথিত আছে,—"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।" 'বেদে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম, তাহার ব্যতিক্রম হইলেই অধর্ম্ম হয়।' হিন্দুমতে বেদ অনাদি, মনুষ্যকর্ত্তৃক উহা সৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং তাহাতে যাহা লেখা আছে, তাহাই যে ধর্ম্মকর্ম্ম, তাহাতে আর সংশয় কি? আমরা সমগ্র বেদ পাঠ করি নাই, কিন্তু এতৎসম্বন্ধে যাহা জানি, তাহাতে আমাদের বিশেষ জ্ঞান জন্মিয়াছে, যে, ভাগবতসূত্র গ্রাহ্য নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে কেহই ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন না। বেদমতে আমাদিগের ধর্ম্মরক্ষা করা বড় বিপদ। আহারে, শয়নে, উপবেশনে, চারিদিকেই আমাদিগের মহাবিভ্রাট। একটু পদস্খলন হ-

হলেই চিরকালের জন্য ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইব, আর রক্ষা নাই ?

মহাভারতে ধর্ম্মের এইরূপ লক্ষণ দেখা যায় ;—

'অহিংসালক্ষণো ধর্ম্মো হিংসা চাধর্ম্মলক্ষণা।'

'অহিংসা ধর্ম্মলক্ষণ, হিংসা অধর্ম্মলক্ষণ।' সূত্রটি অসম্পূর্ণ। অহিংসা ধর্ম্মকর্ম্ম বটে। হিংসাও যে অধর্ম্ম,তাহাও স্বীকার্য্য, কিন্তু এরূপ অনেক কার্য্য আছে, যাহাতে লোকের প্রতি হিংসা করা হয় না, যাহাতে লোকের অনিষ্ট হয় না, বা হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তত্রাপি তাহা ধর্ম্মকর্ম্ম নহে। যাঁহাদিগের মিথ্যাকথা বলা অভ্যাস, তাঁহারা এরূপ মিথ্যা অনেক সময়েই বলিয়া থাকেন, যাহাতে তাঁহাদিগের নিজের অনিষ্ট নাই, অন্যেরও অনিষ্ট নাই,নিজের উপকার নাই,অন্যেরও উপকার নাই। কিন্তু লোকে যদি জানিতে পারে কথাটি মিথ্যা, তাহা হইলে নিন্দা ব্যতীত প্রশংসা করিবে না। কথাটিতে কাহারও ইষ্ট হয় না, অনিষ্টও হয় না, তবে কেন লোকে ভাল বলে না ? মিথ্যা বলিয়া ? কেন ? মিথ্যাই হউক বা সত্যই হউক, যাহাতে লোকের প্রতি হিংসা করা হয়, তাহাই সূত্রমতে নিন্দনীয়, ইহাতে কাহারও অনিষ্ট হয় না, কাহারও প্রতি হিংসা করা হয় না, তবে কেন লোকে নিন্দা করে ?

এতৎসম্বন্ধে একটি ভয়ানক আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়। যে মিথ্যাকথার বা অন্য কোন অসৎ কার্য্যের অমঙ্গল আমি এখন দেখিতে পাইলাম না, তাহার বিষময় ফল ভবিষ্যতে অবশ্য ফলিবে। হাতে হাতে ফলিল না বলিয়া যে ফলিবে না, তাহার প্রমাণ কি ? বট্‌লার সাহেব বলিয়াছেন, আমি যে কার্য্য করি না কেন, তাহার ফলভোগ আমাকে অবশ্য করিতে হইবে। আজি না হয়, কালি না হয়, ভবিষ্যতে হইবেই হইবে। কিন্তু আমাদিগের শাস্ত্রমতে ইহার ফল হাতে হাতে।

আমরা যেরূপ মিথ্যা কথার উল্লেখ করিলাম, তাহা জনসমাজে কেন নিন্দনীয়, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। মিথ্যা কথায় সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিয়াছে; এই জন্য 'মিথ্যা' এই শব্দের সহিত আমাদের ঘৃণার ভাব এরূপ দৃঢ়সংস্পৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে, মিথ্যা কথাটি শুনিলেই আমরা চটিয়া উঠি। যেমন শয়নসুখ ভাবিলেই,আমাদের শয্যা মনে পড়ে, ভোজনসুখ ভাবিলেই সুস্বাদ দ্রব্যসকল মনে পড়ে, ফাঁসিকাট ভাবিলেই ভীষণ যাতনা মনে পড়ে, সেইরূপ মিথ্যা কথা ভাবিলেই আমাদের মনে ঘৃণার সঞ্চার হয়।

যেরূপই হউক মহাভারতের সূত্র যে, অসম্পূর্ণ তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

হব্‌স্ সাহেবের ধর্ম্মসূত্র অতিশয় কৌতুকাবহ। তাঁহার মতে আমিই জগতে এক। যাহা করি, আমার জন্যই করি। আমারই সুখ, আমারই দুঃখ, আমারই পাপ, আমারই পুণ্য, সকলই আমি। লোককে দে-

-খিয়া হাসিলাম; কেন হাসিলাম?'আমি' তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। মান্য কি? আমি রামকে মান্য করি; কেন করি? রাম আমা অপেক্ষা বলবান্ বা ধনবান্; তাহার বল আছে, বা ধন আছে একথা স্বীকার না করিলে সে 'আমার' বিপদ ঘটাইতে পারে। এই জন্যই তাহার বল বা ধন স্বীকার করি; এই স্বীকার করাকেই মান্য বলে। কাহাকে ভাল বাসি; কেন? তাহাতে 'আমার' প্রয়োজন আছে—বিশেষ কোন স্বার্থসিদ্ধি হয়। কেহ কষ্টে পড়িয়াছে, অর্থ দিয়া তাহার সাহায্য করিতে আমার ইচ্ছা হয়; কেন হয? আমার হৃদয়ে 'দয়া' নামে একটি বিভিন্ন পদার্থ আছে বলিয়া? কথনই নহে। বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি আমার সম্মুখে থাকিল, আমার মনে হয় যে, ঐ প্রকার বিপদে ত 'আমিও' পড়িতে পারি, উহাকে উদ্ধার করিতে পারিলে, এ প্রকার চিন্তা আমার মনে আর পড়িবে না, এই জন্যই অর্থ দিয়া তাহার উপকার করি। বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি ধার্ম্মিক হইলে আমার উদ্ধারেচ্ছা অধিকতর বলবতী হয়, কেন না ধার্ম্মিক যদি এরূপ বিপদে পড়ে, আমার উহাতে পড়িবার শতগুণ সম্ভাবনা। সে ব্যক্তি যদি অসৎ হয়, তাহা হইলে মনে হয়, আমিত ওরূপ স্বভাবের ব্যক্তি নই, 'আমার' ওরূপ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং উদ্ধার করিয়া 'আমার' লাভ কি? এই জন্য অধার্ম্মিকের উপকারের জন্য আমাদের ইচ্ছা হয় না।

হবস্ সাহেবের এইরূপ মত, ভ্রমপূর্ণ। বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি সম্মুখে থাকিলে, আমাদিগেরও উক্ত প্রকার বিপদ ঘটিতে পারে, এই ভয়ের জন্যই তাহার উপকার করিতে যদি অগ্রসর হই, তাহা হইলে সে স্থল হইতে স্থানান্তরিত হইলেইত সকল গোল মিটিয়া যায়। এই আড়ম্বরের প্রয়োজন কি?

এক্ষণে দেখা যাউক, ধর্ম্মসম্বন্ধে হবস্ সাহেব কি বলেন? পৃথিবীর আদিতে সকল মনুষ্যের সমান ক্ষমতা ছিল, প্রত্যেক বস্তুতে সকলের সমান অধিকার। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল কতকগুলি নিয়মাধীন নহিলে চলে না, তখন তাহারা সকলে মিলিয়া একজনকে বাছিয়া প্রধান করিল— সেই ব্যক্তি যাহাতে সমাজের স্থিতি হয়, যাহাতে অনেক অনিষ্ট নিবারিত হয়, যাহাতে দেশের, দেশবাসীর ও নিজের মঙ্গল হয়, এইরূপ আইন করিলেন, সেই আইনই ধর্ম্ম। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত, সুতরাং সকলকেই সেই ধর্ম্ম পালন করিতে হইল। অতএব, 'দয়া' 'দাক্ষিণ্য' প্রভৃতি যাহা ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া প্রশংসা করা যায়,তাহা আর কিছুই নহে, ভয়ের নামান্তর মাত্র। প্রত্যেকের আদিতে ভয় আছে।

ফল কথা, এই মহোদয়ের মতে 'ভয়' ও 'ধর্ম্ম' এক পদার্থ। এতদ্ভিন্ন 'দরিদ্রকে দয়া কর, এরূপ বাক্য ইঁহার মতে না বলিয়া 'দরিদ্রকে দেখিয়া আপনাকে ভয় কর,' এইরূপ বলা উচিত। ইহা যে ঘোর

ভ্রমাত্মক, তাহা পাঠকগণকে স্পষ্ট করিয়া আর বুঝাইতে হইবে না।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক কার্নিয়েডিজও এই মতের পোষকতা করেন। ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ আপনাদিগের সুবিধার জন্য যে সকল আইন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম। এই কথার সমর্থনার্থ 'ধর্ম্ম দেশ বিশেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে' এই বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদিগের দেশে যাহা ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, বিলাতে তাহা ধর্ম্ম না হইতে পারে; আবার বিলাতে যাহা ধর্ম্মকর্ম্ম তাহা এদেশে হয়ত পাপ বলিয়া পরিগণিত। ধর্ম্ম যদি মনুষ্যকর্ত্তৃক সৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে এতৎসম্বন্ধে এরূপ ইতর বিশেষ কেন দেখা যায়? তাঁহার মতে পরোপকার পাপ বিশেষ। আমি যদি হরির সর্ব্বস্ব লইয়া কানাইকে প্রদান করি, তাহা হইলে যেরূপ কার্য্য হইবে, পরোপকারেও তাহাই হইবে। কারণ এস্থলে আমি আপনার অনিষ্ট করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির উদ্ধার চেষ্টা করিতেছি।

এরূপ কথা ন্যায়সিদ্ধ নহে। পরোপকার অসৎ কার্য্য হইতে পারে না। ইহা আমাদিগের প্রকৃতি অনুযায়ি কর্ম্ম—আমাদের কেন পশুদিগেরও প্রকৃতিসিদ্ধ। তাহা যদি না হইবে, তাহারা আপনাদিগের কষ্ট হইলেও শাবকদিগকে কেন প্রতিপালন করে? কৈ তাহারাত কোন শিক্ষা পায় নাই। কোন রূপ উপদেশ পাইবার পূর্ব্বেও বালকদিগের অন্তঃকরণে দয়া, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি প্রবৃত্তির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কেন? মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে বড় ভাল বাসে; সমাজ হইতে তাহার যদি কোন প্রকার উপকার না হয়, তথাপি সমাজ ভাল বাসে। কেন? আর কিছুই নহে, আমাদিগের হৃদয়ে প্রবৃত্তি আছে,—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম; সৎ, অসৎ; পাপ, পুণ্য। সে প্রবৃত্তি স্বতঃজাত, মনুষ্য গঠিত নহে।

এপিকিউরসের সূত্র অপেক্ষাকৃত মনোহর। তিনি বলেন,—"আমরা সুখে থাকিতে না পাইলে ধার্ম্মিক হইব না, ধার্ম্মিক না হইলে সুখ পাইব না।" কথাটি সত্য; কিন্তু তাঁহার ছাত্রেরা এই মহৎ উপদেশের এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের গুরুর নাম আজি পর্য্যন্ত কলঙ্কিত। ধর্ম্মকর্ম্মে আমাদিগের সুখ বৃদ্ধি হয়, এই কথা এপিকিউরস বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ছাত্রেরা স্থির করিলেন, সুখ বৃদ্ধি হইবে বলিয়াই আমরা ধার্ম্মিক হইব; সুখ বৃদ্ধি না হইলে ধার্ম্মিক হইতাম না। গুরু বলিলেন অনাহারে জীবন শেষ হয়; অমনি ছাত্রেরা স্থির করিলেন, মরিতে হইবে বলিয়াই আহার করি; অর্থাৎ মৃত্যুই যেন আমাদিগের আহারের কারণ; নতুবা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে আমাদের আহার করিতে হইবে, বা আমাদিগের শরীরে আহারের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি আছে, এরূপ কথা তাঁহারা বলেন না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যাহাতে

আমাদের নিজের সুখ বৃদ্ধি হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যাহাতে সুখ হয়, তাহাই যদি ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে আর চিন্তা কি ? মদ্যপানেও সুখ হয়, তাহাকেও কি ধর্ম্মকর্ম্ম বলিতে হইবে ? লিবনিট্জ্ ও বুফিয়ার এই মতের প্রবর্ত্তয়িতা।

যাহাতে অপরের সুখ বৃদ্ধি হয়, তাহাকেই কেহ কেহ ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করেন। দান, পরোপকার, দয়া প্রভৃতি প্রবৃত্তি সকল এই সূত্রানুসারে ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। যাহাতে পরের সুখ বৃদ্ধি হয় না, তাহা কি সৎকার্য্য নয়? সত্য কথা বলিলে অনেক সময়ে পরের উপকার বা সুখ বৃদ্ধি না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সত্য কথা বলা কি ধর্ম্মকর্ম্ম নয় ? স্যাফ্‌ট্‌সবেরী ও হুচেসন এই মতের পালয়িতা।

উইলিয়ম পেলী এই মতের আংশিক পোষকতা করেন। তিনি বলেন, চিরসুখভোগের জন্য ঈশ্বরের নিয়মানুসারে যদি পরের উপকার করা যায়, তাহা হইলেই ধর্ম্ম হইল। যাহাকে আমরা প্রয়োজনীয় বলি, তাহা উক্ত মহোদয়ের মতে ধর্ম্মকর্ম্ম। আমরা যখন পরোপকার করি, তখন কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখি না যে, আমরা যাহা করিতেছি তাহা ধর্ম্মসঙ্গত কি না ? আমরা দেখি না, আমরা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে দান করিতেছি কি না, এই দান করিলে আমরা চিরসুখ ভোগ করিব কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখি না। মনে কর, কোন ভিক্ষুক অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া আমার নিকট আসিয়া কাকুতি মিনতি করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। তখন যদি আমি ভাবি, ইহাকে দান করা উচিত কি না ? এ ব্যক্তি দুঃখের অবস্থা যেরূপ জানাইতেছে, তাহা সত্য কি না ? ইহাকে কিছু দিলে দেশের কোনরূপ উপকার হইতে পারে কি না ? অথবা এরূপ অলস ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া ন্যায়সিদ্ধ কি না ? আমি এই অর্থের অধিকতর সদ্ব্যয় করিতে পারি কি না? এইরূপ চিন্তা যদি সেই সময়ে আমার মনে উদয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে সাহায্য দান করি কি না, সন্দেহস্থল হইয়া উঠে। কিন্তু এইরূপ চিন্তা সাধারণতঃ আমাদের মনে স্থান পায় না, একথা পেলী কেন প্রায় সকল দার্শনিকেরা (হব্‌স্ প্রভৃতি দুই এক জন ব্যতীত) স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

অভ্যাসগুণে আমাদিগের পাপ ও পুণ্যের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। মনে কর, কোন ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে সত্য কথা কহিতে শিখিয়াছে। সে কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের আলয়ে গিয়া ভাবিতে পারে, এখানে যদি দুই একটি মিথ্যা বলিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারি, তাহা হইলে বিশেষ ক্ষতি নাই ; কেন না এখানে অনেকের উপকার হইতেছে এবং আমি যাহা বলিব, তাহাতে কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, পেলী সাহেবের মতে ধর্ম্মের তিনটি লক্ষণ।

(১) পরোপকার; (২) ঈশ্বরের নিয়ম পালন; (৩) আমাদিগের চিরসুখভোগ। প্রথমটি করিতে হইবে, দ্বিতীয়টির অনুযায়ী করিতে হইবে, তৃতীয়টি আমাদিগকে করাইবে। ইহার একটি লক্ষণ ত্যাগ করিলেই আর ধর্ম্ম থাকিবে না। কিন্তু আমরা প্রথমটিই সাধারণতঃ করিয়া থাকি; দ্বিতীয় বা তৃতীয়টি প্রায়ই ভাবি না। দরিদ্র আসিলেই তাহাকে দান করি। ভাবি না এব্যক্তি দানের যোগ্য কি না, কিংবা দান করিবার সময়ে এরূপও মনে হয় না, যে, ইহাকে এখন দান করিলে আমি পরকালে অত্যন্ত সুখভোগ করিব কি না? কিন্তু তথাপি আমরা দানক্রিয়াকে ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করিয়া থাকি।

এতৎসম্বন্ধে পেলী একটি উদাহরণ দিয়াছেন। যেমন বাটির বৃদ্ধ দাস বা দাসী প্রভুর আজ্ঞামত কোন কার্য্য করে না, অথচ সর্ব্বদা মঙ্গলের চেষ্টা করিয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ। কিন্তু দৃষ্টান্তটি এস্থলে সম্যক্ প্রযুক্ত হয় না।

এই মহোদয় ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনটি মত সংস্থাপন করেন;—

(১) যাঁহারা পৃথিবীতে ধর্ম্ম বা পুণ্যসম্বন্ধে কোনরূপ নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার বা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা সুখভোগের আশা করিতে পারেন না। পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীদিগের যেরূপ দয়া, ধর্ম্ম বা অন্য কোনরূপ প্রবৃত্তি নাই, এই দলভুক্তেরাও তদ্রূপ। সুতরাং তাহাদিগের ন্যায়ই ইহাঁদিগের বিচার হইবার সম্ভাবনা; ঈশ্বর তাহাদিগকে (পশু পক্ষী প্রভৃতিকে) যেরূপে পুরস্কার দিবেন ইহাঁদিগকেও সেইরূপ।

(২) যাঁহারা পাপাসক্ত, তাঁহাদিগেরও সুখভোগাশা বৃথা। ঈশ্বর যে যে নিয়মে এই জগৎ রক্ষা করিতেছেন, সেই সেই নিয়মের জ্ঞান বশতঃ অবমাননা করিলেই পাপের জন্ম হয়। ঈশ্বরের নিয়ম ভঙ্গই পাপ।

(৩) যিনি কাহারও উপকার করেন না, অনিষ্টও করেন না, তিনিও ঈশ্বরের নিকট শাস্তি পাইবার যোগ্য।

এই কথা বলিয়া তিনি ধর্ম্মকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন,—* পরিণামদর্শন, সহিষ্ণুতা, পরিমিততা ও সুবিচার।

সাধারণতঃ ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্যকর্ম্ম, বন্ধুগণের প্রতি কর্ত্তব্যকর্ম্ম, এবং আপনাদিগের প্রতি কর্ত্তব্যকর্ম্ম, এই গুলিই ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া পরিচিত।

এক্ষণে আমরা পেলীর ধর্ম্ম বৃত্তান্ত সমাপ্ত করিলাম। তাঁহার প্রধান দোষ এই, যে, তিনি ধর্ম্মকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। তিনি ধর্ম্মের যেরূপ লক্ষণ দিয়াছেন, তাহাও আমরা পুর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এবং উহার ভ্রমাত্মকতাও বলা গিয়াছে।

* Prudence, fortitude, temperence and justice.

কেহ কেহ পেলীর মত ধর্ম্মকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের শ্রেণী ইঁহার সহিত মিলে না। তাঁহাদিগের চারি ভাগ যথা; * —পরহিতৈষিতা, পরিণামদর্শন, সহিষ্ণুতা, পরিমিততা †।

(১) পরহিতৈষিতা—আমরা কি করিব, কি করিলে মঙ্গল হয়, তাহাই স্থির করিয়া দেয়।

(২) পরিণামদর্শন—কি উপায়ে আমরা সেই মঙ্গলকে লাভ করিব, তাহাই শিখাইয়া দেয়।

(৩) সহিষ্ণুতা—মঙ্গল লাভ করিতে গেলে, যদি পথে কোন প্রকার বিপদ বা বাধা আসিয়া আমাদিগের প্রতিবন্ধক হয়, এতদ্দ্বারা আমরা তাহা দূরীকরণ করিতে সমর্থ হই।

(৪) পরিমিততা—মনের যদি কোন প্রবৃত্তিই আমাদিগের এই সৎকর্ম্মের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, ইহার দ্বারা আমরা তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হই।

ম্যালব্যাঙ্ক—নিয়ম রক্ষাই ইঁহার মতে ধর্ম্ম। যে নিয়মে পৃথিবী চলিতেছে, যে নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হইলেই সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা—সেই নিয়মপালনের নামই ধর্ম্ম।

স্মিথ—যাহাতে মনে দয়ার উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহাই ধর্ম্ম। প্লেতো ধর্ম্মের কোন বিশেষ লক্ষণ করিয়া যান নাই; কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উপমালঙ্কারে পূর্ণ। যাহাতে আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থাবস্থাতে থাকে, তাহাই ধর্ম্ম। যখন আমাদিগের প্রবৃত্তি সকল আপনাদিগের স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া সুন্দররূপ পরস্পরের ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করে, যখন আমাদিগের আপন ভরসা প্রভৃতি অন্যান্য মানসিক ক্ষমতা অপরের স্থানাধিকার না করিয়া স্ব স্ব স্থানে থাকে সেই সময়েই আমাদিগের সুখের অবস্থা বা ধর্ম্মের অবস্থা।

আরিস্তত্তলও এই মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করেন। কিন্তু একটু বিশেষ আছে।

প্লেতো বলেন, সুখই ধর্ম্মের কারণ। আরিস্তত্তল বলেন, ধর্ম্মই সুখের কারণ। অর্থাৎ, প্লেতো সুখেরই উপর কিছু বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন; কিন্তু আরিস্তত্তল তাহা করেন নাই, তিনি ধর্ম্মকেই বিশেষ আদরচক্ষে দেখেন।

কম্বার্লাণ্ড—কি উপায় অবলম্বন করিলে অপরের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার হয়, এই কথা যদি প্রত্যেকে ভাবিয়া তদনুরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে পৃথিবীতে যত সুখ হইবে, এত আর কিছুতেই নহে। "পরোপকারে সুখোৎপত্তি হয়" এইটিই 'যেন পরোপকার ঈশ্বরাভিপ্রেত' সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। ইহাতে যদি সুখ না হইত, পরোপকার ঈশ্বরাভিপ্রেত আমরা বলিতাম না।

* বলা বাহুল্য এই মতটি পেলীকৃত দর্শনশাস্ত্রেই পাওয়া গিয়াছে।

† Benevolence, prudence, fortitude and temperance.

আমরা উপরে যতগুলি ধর্ম্মের লক্ষণ দিলাম, তাহার কোনটিই পূর্ণ লক্ষণ নয়; অথচ কোনটি মিথ্যা নয়। আংশিক সত্য সকল গুলিতেই আছে।

মনে কর, কেহ চুরি করিল, এটি পাপ না পুণ্য? পাপ।

(১) ইহা আইন মতে কাজ নয় এই জন্য পাপ।

(২) ইহাতে কর্ত্তার অর্থাৎ যিনি চুরি করিয়াছেন, তাহার অনিষ্ট হইতে পারে, অথবা সমাজের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, এই জন্য পাপ।

(৩) পৃথিবীস্থ সকল পদার্থেরই পরস্পর সম্বন্ধ আছে; সেই সম্বন্ধ ভঙ্গের নাম পাপ। দ্রব্যের সহিত দ্রব্যাধিকারীর সম্বন্ধ আছে; চুরি করিলে সেই সম্বন্ধ ভঙ্গ হয়, এই জন্য চুরি পাপ।

(৪) আমাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ, এই জন্য পাপ। আমাদিগের অন্তরে কতকগুলি প্রবৃত্তি প্রতিরোপিত আছে, সেই প্রবৃত্তি আমরা আপনারা জানিতে পারি, বুঝিতে পারি; সেই প্রবৃত্তির বিপরীত হইলেই পাপ হইল। 'হিতাহিত বিবেচনা' দ্বারাই এই প্রবৃত্তি সকল চালিত হয়।

(৫) ইহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ, এই জন্য পাপ।

আমাদিগের বিবেচনায় চতুর্থটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। ইহা হইতেই আমরা ধর্ম্মের লক্ষণ স্থির করিতে পারি। যে কার্য্যে প্রবৃত্তিগণ স্ব স্ব অবস্থায় থাকে, যাহাতে তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ বিষংবাদ না হয়, তাহাই ধর্ম্মকর্ম্ম। যে কাজ করিলে মনে কোন রূপ ক্লেশ বোধ না হয়, তাহাতে পাপ নাই। অনেকে বলেন এটি শিক্ষার ফল। আমরা বাল্যকাল হইতে সত্য কথা কহিতে উপদেশ পাইয়া আসিতেছি, দরিদ্রকে দান করিলে পরকালে মঙ্গল হয়, মিথ্যা কথা কহিলে বা চুরি করিলে অসৎকার্য্য হয়, এই সকল শিখিয়া আসিতেছি এই জন্যই সে গুলি স্মরণ হইলে আমাদের ঘৃণা হয়। 'হিতাহিত বিবেচনা, বলিয়া যে শরীরে কোন রূপ প্রবৃত্তি আছে, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু ইহার বিপরীতে শত শত উদাহরণ দেখান যাইতে পারে। যাহারা বাল্যকাল হইতে কসায়ের ব্যবসা করিয়া আসিতেছে, তাহারাও তাহাকে ঘৃণা করে। পশু পক্ষীরাও আপনাদিগের কষ্ট হইলেও শাবকদিগকে যত্নে পালন করে এগুলি কি শিক্ষার ফল? এই জন্য আমরা বলিতেছি, যে কার্য্যটি আমাদিগের স্বভাবের অনুযায়ি অর্থাৎ যেটি "বিহিত ক্রিয়া" তাহাই ধর্ম্ম। এই জন্যই ধর্ম্মদীপিকায় লিখিত আছে।

"বিহিত ক্রিয়য়াসাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসাং গুণোমতঃ।
প্রতিসিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ স গুণোঽধর্ম্ম উচ্যতে॥"

এইটি ধর্ম্মের পূর্ণ লক্ষণ। (ক্রমশঃ)

ভুবনমোহিনী প্রতিভা।

আমাদিগের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই সাধারণী নামক সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকার সহিত পরিচিত আছেন; এবং যাঁহারা সাধারণী দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই "ভুবনমোহিনী" স্বাক্ষরযুক্ত কবিতানিচয় পাঠ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তবাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি সেই কবিতাগুলিকে "ভুবনমোহিনী-প্রতিভা" নামে গ্রন্থাকারে খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা নবীন বাবুকে তাঁহার এই সদনুষ্ঠানের জন্য অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি;—এবং ভরসা করি, বঙ্গদেশে যে কোন ব্যক্তি কাব্যরসে প্রকৃত অনুরাগ প্রদর্শন করেন, বঙ্গীয় কাব্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টি দর্শন করিয়া সুখী হন, এবং বাঙ্গালির হৃদয়ে নূতন তাড়িত-বেগের সঞ্চারণ দেখিয়া আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠেন, তিনিই আমাদিগের মত তাঁহাকে নির্ম্মুক্ত-চিত্তে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন।

বাবু নবীনচন্দ্র ভুবনমোহিনীর কবিতা গুলিকে আদর করিয়া 'প্রতিভা' নাম দিয়াছেন। এ নামে অভিমানের গন্ধ থাকিলেও ইহা অনুপযুক্ত হয় নাই, এবং গ্রন্থকর্ত্রীর স্নেহকারী সুহৃজ্জনের মুখে ইহা কোন অংশেও অপ্রীতিকর শুনায় না। আমরা ভুবনমোহিনীর সমস্ত কবিতা একান্ত নিবিষ্টমনে পাঠ করিয়াছি, এবং ইহা সাহস-সহকারে বলিতে পারি যে, যদি প্রতিভা শব্দের কিছুমাত্র অর্থ থাকে, তাহা হইলে ভুবনমোহিনীতে উহা বিদ্যমান আছে। ভুবনমোহিনীর কবিতা দোষশূন্য নহে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নহে, এবং সকল স্থলেই পাঠকের হৃদয়হারিণী এমন নহে। কিন্তু তথাপি উহা প্রতিভাময়ী। উহাতে প্রতিভার সকল লক্ষণই পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিভা আর শিক্ষা, বাহিরের অনেক লক্ষণে উভয়ে উভয়ের অনুরূপা এবং সখিত্ব সম্বন্ধে পরস্পর অতিনিকটসম্পার্কিতা হইলেও, মূলে এক-প্রকৃতিকা নহে। শিক্ষার যাহা কিছু সৌন্দর্য্য, তাহা উদ্যানলতার সৌন্দর্য্যের ন্যায় কৃত্রিম; প্রতিভার যাহা কিছু সৌন্দর্য্য, তাহা বনলতার সৌন্দর্য্যের ন্যায় অকৃত্রিম। শিক্ষা শিল্পবিলাসিনী;—প্রতিভা স্বভাবজাত বিলাস-মাধুর্য্যে চিত্ত-বিনোদিনী। শিক্ষা

* ভুবনমোহিনী-প্রতিভা। ১ম ভাগ।—শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। গুপ্তপ্রেস;—কলিকাতা।

সাবধানা, সুবেশ-পরিহিতা ;—প্রতিভা অসাবধানা, উন্মত্তা। শিক্ষা ধীর-পদ-বিক্ষেপিণী, মন্থর-গমনা ;—প্রতিভা নীল নভস্তলে চল-সৌদামিনীর ন্যায় স্বদীপ্তি-চঞ্চলা, দ্রুতগমনা।

মনুষ্যমনের উপর শিক্ষাও কর্ত্তৃত্ব করে, প্রতিভাও কর্ত্তৃত্ব করে। কিন্তু এই উভয়-বিধ কর্ত্তৃত্বে অনেক অন্তর। যাঁহার শক্তি শিক্ষা-সিদ্ধ, তিনি প্রভু-পদবীতে অধিরূঢ় হইলেও যেন অপ্রভু ;—যাঁহার শক্তি প্রতিভা-লব্ধ, তিনি আপাততঃ অপ্রভু বলিয়া অবহেলিত হইলেও মানবজাতির প্রভু। মনুষ্যের হৃদয় তাঁহাকে দীর্ঘকাল উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না।

জগতে অনেক লোকই মুখের কথা কহিয়া পরের মন কাড়িয়া লইতে যত্ন পাইয়াছেন, শিক্ষা আর শাব্দিকতার বলে বাক্যের সহিত বাক্য গাঁথিয়াছেন এবং ভাবের পর ভাব যোজনা করিয়া এক বিচিত্র ক্ষমতা দেখাইয়াছেন; অথচ লোকে তাঁহাদিগের কথা শুনিয়াও শুনে নাই,—তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেও হৃদয়ে তাহা অনুভব করে নাই। কিন্তু যেই অকোনেল, মেরাবো, কি ওয়েণ্ডেল ফিলিপ্স আসিয়া সাধারণ-স্বত্বের প্রতিনিধিরূপে দুটি কথা কহিয়াছেন, অমনি সকলে তাঁহাদিগের চরণে গিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। ইহার অর্থ কি ?—না, অর্থ শিক্ষা আর প্রতিভা। শিক্ষা শুকপক্ষীর মত অভ্যস্ত কথা কহে। সেই অভ্যস্ত কথা কেন লোকের অন্তরাত্মায় স্পৃষ্ট হইবে ?—প্রতিভা পাগলিনীর মত আপনার প্রাণের প্রাণ ঢালিয়া দেয় ; সুতরাং ঐ প্রবল প্রবাহ যাহাতে গিয়া নিপতিত হয়, তাহাকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়।

চক্ষু এবং কল্পনা উভয়ের যুগপৎ পরিতৃপ্তির জন্য, লোক-নিবাসে অনেকেই করে চিত্রকরের তুলিকা লইয়া আপনার মানসপটের চিত্রনিচয়কে দৃশ্যপটে আঁকিয়া তুলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা আর শক্তি কতকদূর যাইয়াই অবসন্ন হইয়াছে, এবং কেহ তাঁহাদিগের কারুকার্য্য-দর্শনে কিয়ৎ পরিমাণে সন্তোষলাভ করিয়াছে, কেহ বা দেখিয়াও যেন দেখে নাই এইভাবে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে একবার রেফেল, কি মাইকেল এঞ্জেলো, কিংবা ঐপ্রকার অন্য কোন ক্ষণজন্মা পুরুষের ঐন্দ্রজালিক পটলেখা নয়ন ভরিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছে, সেই চিত্রার্পিতবৎ উহার দিকে সূত্রবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে, এবং কিরূপে নিজ মনের নিগূঢ়তম চিন্তা গুলি পরকীয় তুলিকায় প্রতিফলিত হইল একমনে এই ভাবনা ভাবিয়াছে।

এইরূপ গায়ক-সমাজে, এইরূপ বৈজ্ঞানিক-সমাজে, এইরূপ কবিসমাজে, সর্ব্বত্রই শিক্ষা আর প্রতিভার এইরূপ প্রভেদ। যে তানসেন, যে নিয়ুটন, অথবা যে হাফেজ, সে জন্ম হইতেই তানসেন, নিয়ুটন, এবং হাফেজ; এবং যে শঙ্করাচার্য্য, কি, শাক্যসিংহ

সে জন্য হইতেই শঙ্করাচার্য্য, কি শাক্য সিংহ। শিক্ষা উপমাতার মত উৎসাহবারি সিঞ্চন করিয়া ক্রমে তাঁহাদিগকে পরিবর্দ্ধিত করে, তাঁহাদিগের চক্ষু মেলিয়া দেয়, এবং তাঁহাদিগের অভ্যন্তরীণ অনল-শিখায় উপযুক্ত ইন্ধন দিয়া এক অদৃষ্টপূর্ব্ব আলোক জন্মায়; কিন্তু উহা তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করে না। যাহা আছে, শিক্ষায় তাহারই বিকাশ হইতে পারে; যাহা নাই, তাহা আসে না। জনসনের ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা আপনাদিগের পাণ্ডিত্য-বলের উপর নির্ভর করিয়া চায়না হইতে পেরু পর্য্যন্ত বহির্জ্জগৎ দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু মনুষ্যের অন্তর্জ্জগৎ দর্শন করিবার যে চক্ষু, তাহা ব্যাসের কিংবা সেক্সপীয়রের; এবং পোপ কি আডিসনের শ্রেণিস্থ কবিরা ভাবগর্ভ-বচনবিন্যাস করিয়া মনুষ্যের মন ক্ষণকাল আকৃষ্ট রাখিতে পারেন, কিন্তু মনুষ্যকে 'মোহিত' কি 'উন্মাদিত' করিবার যে শক্তি, তাহা কালিদাসের কি বাইরণের।

বঙ্গভাষা আজি পর্য্যন্তও পৃথিবীর উচ্চতম শ্রেণিস্থ কবি-কর-স্পর্শে অভিনন্দিত হন নাই; যাদৃশী প্রতিভাকে ভূতলে দেবতা বলি, আজি পর্য্যন্তও ঠিক সেই শ্রেণির প্রতিভা বঙ্গ-ভারতীর পদারবিন্দে পুষ্পাঞ্জলি দেন নাই। পরপ্রহারনিপীড়িত পরাধীন রাজ্যে অদ্যেলো কি অভিজ্ঞান-শকুন্তলের ন্যায় অনিন্দিত-সৌন্দর্য্য নন্দন-পারিজাত কোন দিনও প্রস্ফুটিত হইবে কি না, ইহা অনেকেই সংশয় করেন। কারণ, সাহিত্যের উন্নতি এবং সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা পরস্পর অচ্ছেদ্য নিয়মে শৃঙ্খলিত। কিন্তু ইহা তথাপি সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে যে, এত দুঃখে জর্জ্জরিত এবং এত প্রকারে নিগৃহীত রহিয়াও, আমরা বঙ্গে প্রতিভার অভিনব স্ফুরণ দেখিতে পাইতেছি, এবং জন্মান্তরীণ প্রিয়জনের পবিত্র কণ্ঠধ্বনির ন্যায় উহার প্রাণপ্রদ, পরিচিত কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া পুলকে পূর্ণ হইতেছি। বঙ্গে অবশ্যই বীণাপাণির কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে, এবং প্রতিভার মৃতসঞ্জীবনী শক্তিরও একটুকু একটুকু সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহা না হইলে, স্বোদর-পরায়ণ স্বদেশ-গৌরববিমুখ হীনবীর্য্য বাঙ্গালি কখনও মেঘনাদ বধ, পলাসির যুদ্ধ, বৃত্রসংহার, মৃণালিনী, কবিতাবলী, কপালকুণ্ডলা, এবং শরৎ-সরোজিনীর মত কাব্যকুসুম দেখিতে পাইত না; এবং ভুবনমোহিনীর যে কয়টি কবিতা অবলম্বন করিয়া অদ্য আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, তাহাও কদাপি আমাদিগের নয়ন গোচর হইত না। আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি, এবং পাঠকবর্গও শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, যে, দেবী ভুবনমোহিনীর বয়ঃক্রম আজও অষ্টাদশ বৎসর অতিক্রম করে নাই। আমরা ইহাও অতি বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পাইয়াছি যে, তিনি সামান্য প্রকারের যে কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহাও কোন অংশেই শিক্ষা নামের উপযুক্ত নহে। যখন এইরূপ

এক অজ্ঞাত-সংসার-চরিত্রা অশিক্ষিতা বঙ্গবালাও বাঙ্গালির জাতীয়হৃদয়ে অগ্নির তরঙ্গ উত্তোলন করিতে সমর্থ হইতেছে, তখন এজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাবৃত হইলেও আমাদিগের চক্ষে আশাশূন্য নহে।

ভুবনমোহিনী-প্রতিভার প্রথম কবিতার নাম 'পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী'। পিঞ্জরের বিহঙ্গী যেরূপ সুললিত স্বরে ও যেরূপ সরসচ্ছন্দে গাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা শুনিলে প্রথমতঃ কামিনীর স্নেহ-গদগদ অর্দ্ধস্ফুটকথা, ভ্রমরীর ঝঙ্কার অথবা নিশীথে বংশিধ্বনিই মনে আসিতে পারে। কিন্তু এ ভাব বহুক্ষণ থাকে না। বিহঙ্গী কিছুক্ষণ পরেই গলরুধিরবদনা, স্ফুরিতাধরা, ভীমা কাত্যায়নী; এবং উহার সমস্ত মৃদু ঝঙ্কারই কিছুক্ষণ পরে আতঙ্কজনক ভৈরব হুঙ্কার। যেন কি ভাবিয়া কি গাইতে আরম্ভ করিল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যেই কি দুঃখে, কি ক্রোধে, সে ভাব, সে ভঙ্গি একবারে ভুলিয়া গেল;—সেই মোহন মূর্ত্তি পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া কি এক মায়াবলে আর একজন হইল। আমরা এই কবিতাটির নানা স্থান হইতে নিম্নে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। আমাদিগের উল্লিখিত ব্যাখ্যা কতদূর সঙ্গত, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই অনুভব করিবেন।

"পিঞ্জরেতে রব, পিঞ্জরেতে খাব,
পিঞ্জরেতে বসি গাইব গান।
কখন হাসিব, কখন কাঁদিব,
কখন থাকিব করিয়া মান।
কখন সরস সুধার লহরী
প্রণয়সাগরে ঢালিয়া দেহ;
গাইব সুরুচি মধুর মধুর
মাতাব তাহাতে বিরহ-বিধুর
মাতাব তাহাতে প্রণয় বাউর,—
অথবা যদিও না মাতে কেহ—
না হ বা মাতিল নিজেই মাতিব,
নিজেই সুখের সাগরে ভাসিব,
দিব না অপরে সুখের ভাগ।
এই কণ্ঠরব হবে না নীরব,
না হ বা হইল বীণা বেণু রব,
না হ বা হইল ললিত ভৈরব,
না হ বা হইল বেহাগ রাগ।
হাসিবে বঙ্গ? হাসুক তাহাতে
হইবে না মোর হৃদয়ে দাগ!
ভারতের দুখে কাঁদিলে হৃদয়
গাইব করুণ শুনিবে নিদয়

* * *

শুনিয়া সে গান কাহার কি প্রাণ
কাঁদিবে নাক? যদিই কাঁদিল—
একবিন্দু অশ্রু যদিই পড়িল—

* * *

যদিও বিহঙ্গী দুর্ব্বলা অবলা
বিহীন প্রতিভা, অবোধ সরলা
পরের আহারে পোষিছে উদর।
শৃঙ্খলপীড়নে ব্যথিত জীবনে,
ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িছে সঘনে,
তথাপি যখন শুনিবে শ্রবণে
ভীষ্ম কর্ণার্জ্জুন বীর বৃকোদর।
আর্য্যবংশচ্ছবি কল্পনা করির,

পাণ্ডব রাঘব মহা মহাবীর,
শুনিবে যখন যোদ্ধৃ বিবরণ
দেখিবে যখন সুদূর স্বপন,
দেখিবে যখন মানস নয়নে।
নীল কাদম্বিনী আকাশ-আসনে
(গাইবে তখন)—
'অসুর নাশিতে অমর তুষিতে
রসাতলে দিতে মরত মেদিনী
করে কাল অসি, খল খল হাসি,
চপলা রূপসী কপালমালিনী
করে হুহুঙ্কার, বলে মার মার
মাররে অসুরে পলায়! পলায়!
চেড়ীগণ সব ঢালিছে আসব
ঠমকে চমকে নাচিছে তায়।
* * *
উন্মত্তা উলঙ্গী, ভয়দা ভীমাঙ্গী,
খর্পরে রুধির করিছে পান;
বদনে না ধরে, ধারা বেয়ে পড়ে,
কপোলে হৃদয়ে যেতেছে বান।'
বীরের সঙ্গীত বীরের মত,
গাইব তখন পারিব যত,
এই পক্ষপুট তুলিয়া উল্লাসে।
হবে প্রতিধ্বনি প্রান্তরে সাগরে
নদ নদী হ্রদ ভূধর গহ্বরে
পবনে বহিয়া সে ধ্বনি সত্বরে
বিলয় করিবে অনন্ত আকাশে!
নিবিড় তিমির হিমাদ্রি গুহায়,
কদাচিৎ যদি কেশরী ঘুমায়,
কদাচিৎ যদি সে সঙ্গীত শুনে।
ভাঙ্গে তার ঘুম, উঠে বা জাগিয়া,
তরাসে শীকার ক্ষুধার্ত্ত হইয়া,—
মুখের আহার খেতেছে কাড়িয়া,
শৃগাল বায়সে দেখে নয়নে!
তা হলেই হবে, তা হলেই যাবে,
সঙ্গীত পিপাসা জনমের তরে,
মিটিবে আমার গাব নাক আর,
রহিব বিহঙ্গী নীরবে পিঞ্জরে।"

'প্রতিভার' অধিকাংশ গীতই এইরূপ প্রমত্ত তরঙ্গ,—বিশৃঙ্খল, বিকট হাস্যযুক্ত, ভয়াবহ। বস্তুতঃ আর্য্যজাতির অতীত কীর্ত্তি এবং আর্য্যসন্তানের অধুনাতন হীনদশা কবির হৃদয়পটে এমন দৃঢ় অঙ্কিত রহিয়াছে, যে, তিনি প্রায় কোন প্রসঙ্গেই উহা একবারে বিস্মৃত হইতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার হিমালয় বিলাপ, অলস যুবক, ১৯ এ এপ্রিল, দুঃখিনী মহিষী, বাঙ্গালির জ্ঞানালোক, উন্মাদিনী, শারদীয় প্রদোষ, ইত্যাদি সমস্ত কবিতাই ভারত-ক্ষেত্ররূপ মহাশ্মশানে সমীরণের নৈশ নিঃস্বন,—কখনও পুত্রশোকাতুরা জননীর বিলাপ,কখনও অবমানিতা বন-দেবতার মর্ম্মবিদারি অভিশাপ;—কখনও নৈরাশ্যের দীর্ঘ নিঃশ্বাস, কখনও আলুলায়িতকেশা উন্মাদিনীর অর্থহীন প্রলাপ।

"আমি উন্মাদিনী প্রখরা রমণী—
গৃহিণী নইরে নইও যোগিনী—
নই বর্ষীয়সী অশীতি বয়সী
নইও সরলা বালিকা রূপসী
পতি নাই কভু বিধবাও নই
অনূঢ়া তথাপি বিবাহিতা হই"

"আমি—হাসি বটে কিন্তু আহ্লাদেতে নয়,
কাঁদি বটে কান্না দুঃখেতে না হয়।
নাচি বটে কিন্তু কেন যে নাচিনু,
অভিমান করি কেন যে করিনু
সে সব কিছুই জানি না।
গাই মনে মনে— মৃদুকণ্ঠ করি,
কি যে গাই তাহা বুঝিতে না পারি
বুঝিনা তথাপি নিখিল পাসরি
সঙ্গীত সাগরে ঢালিলে হৃদয়
তরঙ্গ ভঙ্গ মানি না— !"

এদিকে—

" বিধিরে! তিমিরে বঙ্গ ডুবাও আবার!
নিবাও জ্ঞানের বাতি, জ্বলন্তবিজ্ঞানভাতি
হৌক ম্লান,ধর্ম্মনীতি হৌক ছারখার!
হৌক অন্ধ, কেন আর, তৃণ রাশি দহিবার
তরে অগ্নি আবিষ্কার কর পুনর্ব্বার?
অতলসাগরজলে স্মৃতি ডুবাইয়া ফেলে
যা শিখেছে,ভুলাও রে! কেন বা আবার
গণিত,বিজ্ঞান দেখে,কবি কাব্য ছাই লেখে,
কেন মানসিক চিন্তা কি ফল,তাহার?—
ইতিহাস তর্কশাস্ত্র কেবল দুঃখের অস্ত্র,
কেবল বিষাদপূর্ণ কেবল অসার!
দেখিলে ওসব হায়! দুখে বুক ফেটে যায়,
মনে পড়ে আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যের সংসার,
উথলে অমনি হায় দুঃখ পারাবার!"

সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে আর্য্যসংগীত নামে একটি সুদীর্ঘ কবিতা আছে। এই কবিতাটি সর্ব্বাংশে প্রশংসা যোগ্য। কি রচনার ছটা, কি কল্পনার গরিমা, কি উদ্দীপকতা, কি করুণার্দ্রতা,ইহার কোন বিষয়েই আর্য্যসংগীত কাহারও নিকট ন্যূন বোধ হইবে না। যদি ভুবনমোহিনী এই আর্য্যসংগীত ব্যতীত আর কিছুই না লিখিতেন, তথাপি, যেমন কবিবর গ্রে একমাত্র 'এলিজি' নামক কবিতা দ্বারাই চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ এই একটি কবিতা দ্বারাই আর্য্যজাতির চির-কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া থাকিতে পারিতেন। তাঁহার এই কবিতাটি অসূত্রগ্রথিত অশ্রুমালার ন্যায়। ইহাতে অবলার প্রাণ এবং অবলার শিল্পণ কাকনৈপুণ্য উভয়ই অতি চমৎকাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।—

" গভীর রজনী হ'ল জগৎ ঘুমায়ে গেল
নীরবে মৃদুল নৈশ সমীরণ বহিল;
কুঞ্জে কুঞ্জে নানা জাতি,ফুটিল কুসুম পাঁতি
কোমল সুরভি গন্ধে চতুর্দ্দিক মোহিল!
কাঁপিল সরসীনীর, নবদূর্ব্বাদল শির,
নব দল তরুশিরে ধীরে ধীরে নড়িল;
কোমল মালতিরাজি, ঘন কিশলয়ে সাজি
নব সহকার সাথে মৃদু মৃদু দুলিল!
নীলানন্ত নভ তলে, বেষ্টিত কৌমুদীদলে
অমল সুধাংশু ওই সুধাহাসি হাসিল;
নীরব ধরণী কোলে, চল নীল সিন্ধুজলে,
পর্ব্বতে প্রান্তরে স্বর্গে স্বর্ণধারা ভাসিল!
নীলাভ গগণোপরে শুভ্র মেঘ থরে থরে,
ধীরে ধীরে চ'লে,বুঝি শশধরে ঢাকিল;
চাঁদের কিরণমাখা, এ সংসার গেল ঢাকা
সোণার ভারতে গাঢ় মসীরাশি মাখিল!"

ভারতভূমির সুখের যামিনী এখান হইতেই ঘন ঘোর দুর্ভেদ্য তিমিরাবরণে আ-

রত হইল;—ভারতে যাহা কিছু শোভা কি সৌভাগ্যের ছিল তাহাও এই হইতেই কুরাইল। ইহার পর ঝটিকা, করকাভিঘাত, অবিরাম বজ্রনির্ঘোষ, অবিরাম ভূকম্প, অবিরাম দুর্য্যোগ ও দুঃখ-ধারা। এই আকস্মিক অবস্থাপরিবর্ত্ত ভারতীয় আর্য্যবংশের একটি হৃদয়ালু যুবাকে নিতান্ত আলোড়িত করিল;—এবং ইতিহাস যে ভারতের গৌরব কীর্ত্তন করে, ইহাই কি সেই ভারত এই প্রশ্ন তাহার অন্তরে কালভুজঙ্গের ন্যায় দংশন করিতে লাগিল। যুবার এই মনোগত গভীর বেদনা কবিতায় কিরূপ স্ফুটিত হইয়াছে, তাহা আমরা বলিয়া বুঝাইতে পারি না।—

"শতাব্দীর ব্যবধানে যুগের তরঙ্গ রণে
ডুবিয়াছে আর্য্য,মাত্র আর্য্যাবর্ত্ত রয়েছে।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এই কিরূপে প্রমাণ দেই
নাহি আর্য্য, নাহি বীর্য্য সমস্তই গিয়েছে!
সমস্ত হয়েছে নাশ, ভারতের ইতিহাস
কি আছে? গিয়াছে সব আর্য্যদের সনেতে,
সে যুগের কথা সব, সমস্তই অনুভব,
অনুমান ভিন্ন আর কার আছে মনেতে!
যুগান্তের ইতিহাস কালের কবলে গ্রাস
হইয়াছে; কারে কথা সুধাই? কে বলিবে?
স্বাধীন ভারতে যবে, বিজয়-পতাকা শোভে
কে তখন দেখেছিল এবে সাক্ষী হইবে!
এই পুণ্য ভূমি পরে অদ্যাপিও ধীরে ধীরে
বহিছে জাহ্নবীস্রোত বহুকাল হইতে;
দেখিয়াছে ভাগীরথী আর্য্যবংশে মহারথী
স্বাধীন আর্য্যের গৃহে জয়ধ্বজ উড়িতে!
আমি,—
যাই জাহ্নবীরতীরে কান্দিয়া জিজ্ঞাসি তারে,
এ কি সেই আর্য্যাবর্ত্ত সোণার সংসার?
আমরা কি বীর্য্যবান সেই বংশে কুসন্তান?
বল মা, সংশয় দূর কর মা আমার।
বলিতে বলিতে কথা যুবক চলিল তথা,
যথা বহে ধীরে ধীরে বিস্তৃত সৈকত পরে,
নিস্তেজ তরঙ্গ মাঝে জাহ্নবীর স্রোত!
যথায় বিমল জলে সুখে শ্বেত পক্ষ তুলে
উড়ে ক্ষুদ্র শত শত ভারতীয় পোত।
গিয়া জাহ্নবীর তীরে, দেখি যুবা জাহ্নবীরে
অমনি বিষাদ-হ্রদে হল নিমগন।
দুঃখ উৎস উথলিল হৃদয় ভাসায়ে দিল,
পড়িল চক্ষেতে জল তিতিল কপোল তল,
কাঁদিল নীরবে, পরে, বলিল বচন—"
"একি মা? কিসের তরে,কাঙ্গালিনীমত পড়ে
রয়েছ সৈকত ভূমে নির্জ্জীবে, অথবা ঘুমে,
জানিনা; কি লাগি এবে এ দশা তোমার?
অন্তিম লক্ষণ মত দেখিতেছি সকলি ত,
তবে কি ত্যজিবে তুমি এ দুঃখ সংসার?
কেনমা! কি দোষপেয়ে আমাদিগে তেয়াগিয়ে
তেয়াগিয়ে যাবে দগ্ধ ভারত হৃদয়?
স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে পুণ্য ভূমি শূন্য করে
তুমি যদি যাও চলে,অন্তিমে কে লয়ে কোলে
অভাগা সন্তানদিগে দেবে মা অভয়?
বুঝেছি ভারত এবে দুর্দ্দশা সাগরে ডোবে,
তাই বুঝি ধীরে ধীরে আপন মঙ্গল তরে
ত্যজ্য করি আর্য্যাবর্ত্ত করিছ প্রস্থান!
স্নেহের এ রীতি নয় হলে পরে দুঃসময়
অনুকূল হতে হয় এই সে বিধান!"

ভারতভাববিহ্বল আর্য্যযুবার তাপদগ্ধ তৃষিতপ্রাণ জাহ্নবীর কল কল সম্ভাষণে শীতল হইল না। সে এই নিমিত্ত তদীয় প্রস্রবণস্থান ভূতদর্শী ভগবান্ হিমাদ্রির সন্নিধানে উপস্থিত হইল, এবং আপনার মনের মত কথা তাহা তাঁহার নিকট কহিতে লাগিল। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কাব্যে হিমাচলের অনেক রূপ কল্পনা আছে; কিন্তু এখানকার এই কল্পনা নিতান্ত হৃদয়স্পর্শিনী। হিমাচল ভারতপ্রান্তে বিধিপ্রতিষ্ঠিত এক ত্রিকালজ্ঞ সাক্ষী। এই একটি চিন্তাতেই ভাবুকের মনে কত চিন্তা উথলিয়া উঠে, এবং হর্ষ ও বিষাদ এবং স্মৃতি ও আশার বিরোধমূলক কি ভয়ানক উচ্ছ্বাস হৃদয়ে আসিয়া ছাঁইয়া পড়ে। এই ভারত! ঐ হিমাদ্রি! ভারত কি ছিল, এইক্ষণ কি হইয়াছে। কিন্তু হিমাদ্রির অভ্রভেদি উন্নত মস্তক, যেন কালের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া, যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে, এবং গান্ধাররাজ্য হইতে ব্রহ্মদেশ এবং কুমারিকা হইতে তির্ব্বত-রেখা পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে কতই কি ঘটিল তাহা অযুত চক্ষু উন্মীলন করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছে। হিমাদ্রির নিকটে ভারত সন্তানের বিলাপ আর্য্য-সংগীতে একটি আশ্চর্য্য অন্তরা। পাঠসময়ে এইরূপ প্রতীতি হয়, যেন কেহ কোন নিদারুণ দুঃখে দগ্ধ হইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া রোদন করিতেছে; আর অচলের তুষার-শীতল পাষাণ বক্ষও সেই রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে দ্রব হইতেছে।—

"অনন্ত সময়সিন্ধু কাঁপি কতবার,
তুমুল তরঙ্গ ধায়, ভারত বিপ্লব তায়,
অটল অক্ষুণ্ণ কিন্তু শরীর তোমার।
প্রত্যেক দিনের কথা আছে তব মনে
ভারতের পুরাবৃত্ত, সব অনুমান তত্ত্ব,
সাহিত্যবিদের কথা মানিব কেমনে?
কেমনে মানিব আমি ভাষার প্রমাণ?
ভাগীরথী তীরবর্ত্তী কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকৃতি
শর্ম্মোপাধিধারী হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান—
—আর দেশান্তরবর্ত্তী রাইনদীতীরে—
শ্মশ্রুধারী শ্বেতকায়, দুয়ে এক সম্প্রদায়
এক আর্য্যবংশ কবে ছিল যুগান্তরে?
জান কিছু? মহাকায়! সুধাই তোমারে
আরও কত কথা আছে, সুধাতে তোমার [কাছে,
আসিয়াছি পিতঃ তবে শুন ধীরে ধীরে।
কে আমি? আমি কি সেই আর্য্য-বংশ-ধর?
প্রবল প্রতাপে যারা শেষে ছিল সসাগরা
ধরার ভিতরে যারা মহাধনুর্দ্ধর।
যাহাদের পরাক্রমে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, যমে
আঁটিত না সম্মুখেতে হইলে সমর!
যাঁর ঘোরসিংহনাদে যার বিহরিত পদে
মেদিনী কম্পিত হ'ত টলিত ভূধর
* * *
যাহাদের জ্ঞান নীতি, বিচার মীমাংসা রীতি
ক্ষিতিতলে একদিন আছিল প্রধান।
আছিল জগত পূজ্য আহা! সেই চন্দ্রসূর্য্য-
বংশ অবতংশ আর্য্য! আর্য্যাবর্ত্তস্থান—
* * *
ধর্ম্মভয় বদান্যতা সত্য নিষ্ঠা নিঃস্বার্থতা

জগতে ছিল না যেই আর্য্যের সমান
কে আমি? আমি কি সেই আর্য্যের সন্তান?
পিতঃ হিমালয়!
তাই যদি হব মোরা তবে কি কারণ
হীনবলে, হীন আশে, জীর্ণ বাসে, রুক্ষকেশে,
ছাড়িয়া বীরের বুলি, স্কন্ধে লয়ে ভিক্ষাঝুলি
জঠর অনলে পুড়ি, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি
রাখি কোন রূপে এই দুর্ব্বহ জীবন
ভিক্ষাও মিলে না ভাগ্যে ঘটে না মরণ।

* * *

যাহা হোক্ পিতঃ!
সৃষ্টি হতে আছ তুমি ভারত-হৃদয়ে!
উন্নত ধবল শিরে অনন্ত গম্ভীর ধীরে
বিশাল, তেজস্বী নেত্রে দেখেছ এ পুণ্যক্ষেত্রে
দেখিছ ভারতিগণে বল দেখি মম স্থানে
চন্দ্র সূর্য্যবংশ কোথা গিয়েছে নিবিয়ে?
কোথা আর্য্যভস্মরাশি গেছে ধৌত হয়ে?
দেখেছ কি তুমি?
স্বচ্ছ সরযূর তীরে তপোবন মাঝে
সুরভি মধ্যাহ্ন কালে ঘনদল তরুমূলে;
স্নিগ্ধগন্ধী সমীরণ ঝুরু ঝুরু অনুক্ষণ
বহিলে, কোকিলা সুখে ঘনপত্র মধ্য থেকে
ছাড়িলে পীযূষ কণ্ঠে বনস্থলী মাঝে
উথলিলে সুধাউৎস! মহীরুহ রাজে
কানন-বল্লরি!
কোমল কুসুম সাজে মৃদু সমীরণে
দুলিলে মৃদুল ধীরে, দিব্য কুশাসন'পরে
বসিয়া অগাধ সুখে কল্পনার চিত্র লিখে
গাম্ভীর নিবিষ্ট মনে বিজন কানন স্থানে
সে গুরু বাল্মীকি, ধ্যেবে পবিত্র জীবনে?

সে যুগের কথা পিতঃ আছে তব মনে?
দেখেছ কি তুমি?
পর্ণকুটীরের মাঝে জ্বলন্ত অনল
প্রচণ্ড তেজস্বী ব্যাসে জীর্ণ তৃণাসনে বসে
ভবি উন্মোদিনী ভাবে সুরুচি কল্পনার্ণবে
অনন্ত গম্ভীর স্বরে গগন বিদীর্ণ ক'রে
অনন্ত রতন গর্ভ সাগর কল্লোল—
ভারত-সঙ্গীত-স্রোত পবিত্র নির্ম্মল!
ছুটাইতে? পিতঃ!
দেখেছ কি তুমি সেই প্রতিভা জলধি,—
আশ্রম-অরণ্য-চারী ফল কন্দ মূলাহারী
গম্ভীর গৌতম মূর্ত্তি? যাহার নশ্বর কীর্ত্তি
দর্শন মীমাংসা কাণ্ড অসীম অমিয়া ভাণ্ড
যাহার উচ্ছিষ্ট মিষ্ট বলি অদ্যাবধি
ইউরোপ আসিয়া ভকিছে প্রসাদি!"

ভুবনমোহিনী কবি-কল্প-শৈলের উচ্চতর প্রদেশে কিরূপ অবলীলায় আরোহণ করিতে পারেন, তাহা উপরি-দ্ধৃত কবিতা কয়টিই প্রমাণ করিবে। কিন্তু এদেশের 'সৌখীন' সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই এইরূপ গাঢ় রচনায় বীতস্পৃহ। তাঁহারা পুষ্টিকর ভোজ্যবস্তু অপেক্ষা সুপেয় সরবতেরই অধিক আদর করেন, এবং কবিতায় অনুরাগ দেখাইতে হইলেও ভারবি কি ভবভূতির জলদগম্ভীর মধুর নির্ঘোষে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া ঋতুসংহার, অমরুশতক, এবং গীতগোবিন্দ প্রভৃতি ললিত কাব্যের মৃদুল মৃদুল ত্রিভঙ্গী নিকণেই মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দেন। আমরা তাঁহাদিগের হৃদয়-বিনোদনের জন্য নিম্নে কএকটি পংক্তি তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলাম।

ভুবনমোহিনীর লেখনী হইতে ঐরূপ 'তরল তাল' কোমল পদাবলীও কিরূপ অজস্র নিঃসৃত হয়, তাহা দেখিয়া তাঁহারা সুখী হইবেন ; এবং ভাষা রস-পরিপূর্ণা হইয়াও অশিষ্ট শব্দের সম্পর্করূপ কলঙ্ক হইতে কিরূপ নির্ম্মুক্ত রহিতে পারে, তাহা দর্শন করিয়া ভাষা-রসজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিবেন। ইহা বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক যে, নিম্নের কবিতাগুলি পরস্পর সম্বন্ধ নহে। আমরা এ গুলির সংকলন বিষয়ে অণুমাত্রও অনুসন্ধান করি নাই, এবং স্থানাভাববশতঃ কোন একটি কবিতারও সমস্ত অংশ গ্রহণ করিতে পারি নাই।——

"ঐ যে মধুরা নিশা—নিদ্রিতা ধরণী !—
নিদ্রা আসিল না চখে,
কি ভাবিছি মনোদুখে,
কি ভাবনা ?—কাহারে বা বলি সে কাহিনী!
হৃদয়ে তরঙ্গ উঠে
হৃদয়ের মধ্যে ছুটে
হৃদয়েই লয় হয় আপনা আপনি !
কে শুনিবে অভাগার দুঃখের কাহিনী ?"

* * *

"সোনার প্রতিমা মোর হৃদয়ের নিধি,—
লজ্জার লেপনী দিয়ে,
সরলতা মাখাইয়ে,
নিভৃতে নির্ম্মাণ বুঝি করেছিল বিধি !
কোমল-হৃদয়া সতী,
প্রণয়ের প্রতিকৃতি,
দরিদ্র-আনন্দময়ী—সোহাগের নদী,—
—সোনার প্রতিমা মোর হৃদয়ের নিধি !—

* * *

কেন এত ভাল বাসি—
এত গুলি চিত্র মাঝে ঐ ছবিটিরে !
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রাহার
পরিহরি বারম্বার
দেখিতে বাসনা কেন হ'তেছে ওটিরে ?
এই স্থানে নিত্য থাকি,—
বিবিধ বিধানে দেখি
তবুও দেখার ক্ষুধা মিটিল না অন্তরে।
এ ক্ষুধার শান্তি বুঝি, হবেনা এ সংসারে !"

* * *

প্রতি দিন দেখে যাব,—
তাতেই সন্তোষ হব ;
—তাতেই মনের আশা না মিটেও মিটিবে ;
তাতেই পুলকস্রোত দুর্নিবার ছুটিবে !
হৃদয় চঞ্চল হলে, ভাল করে বুঝাব
অন্তরের ভালবাসা অন্তরেই রাখিব"।

* * *

"ভালবাসা এত জ্বালা কে জানিত স্বপনে ?
জানিলে পতঙ্গ কভু পড়িত না আগুনে—
মনে করি ভুলে যাই
ভুলিলেও সুখ নাই
শৈশবের খেলা ধুলা পড়ে সদা মনেতে
তারি তরে পোড়া মন পারে নাক ভুলিতে !"

* * *

"কি বলিব প্রিয়বর !
ভেঙ্গেছে চাঁদের হাট—সাধের বিপণী !
বিনা দুঃখ হাহাকার—
কি আছে পল্লীতে আর !

—আছে মাত্র গোটা কত বিধবা রমণী।
ভগ্নগৃহ,—ভিটা সার—
শর পুষ্প শোভা তার,
শুষ্ক বায়ু বংশারণ্যে বহিছে নিঃস্বনি
ভেঙ্গেছে চাঁদের হাট সাধের বিপণী"

*　　*　　*

"কি ওটি গোলাপ, ছি! ছি! ছুঁও না ছুঁও না,
ভাই! ছুঁও না ছুঁও না!
দেখিতে সুন্দর হোক, সুগন্ধ যদিও রোক
অস্পৃশ্য! উদ্যানে উহা রাখা হইবে না,
ভাই! রাখা হইবে না।
ছুঁতে না কদাপি তুমি, যদ্যপি জানিতে
ভাই! যদ্যপি জানিতে
যবনের অসিঘাতে, আর্য্যদের রক্তস্রোতে
ভাসিয়া এসেছে উহা দেশান্তর হতে,
হায়! দেশান্তর হতে!
সেই সঙ্গে আমাদের ডুবেছে সুখের তরী
দুর্দ্দশা সাগরে
সেই সঙ্গে হায়! হায়! কঠিন নিগড় পায়
পরেছে কেশরী নিজে আকিঞ্চন করে ভাই!
আকিঞ্চন করে।"

আমরা ইচ্ছা করিলে "ভুবনমোহিনী-প্রতিভা" হইতে আরও অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা উদ্ধৃত করিতে পারিতাম ; এবং ইহার স্থানে স্থানে যে সকল নির্ম্মল মুক্তাফল যদৃচ্ছাক্রমে ছড়ান রহিয়াছে, তাহা আহরণ করিয়া বান্ধবের পাঠকবর্গকে উপহার দিতে সমর্থ হইতাম। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রীর স্বার্থের দিকে চাহিয়া, আমরা সে ইচ্ছা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। কবি কহিয়াছেন,—"ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ।" এ কথা সত্য কি না, এবার তাহা দেখিব। এদেশে মণি মাণিক্য বিকায় কি না,—এবং বাঙ্গালি কাচ কাঞ্চনের তারতম্য বুঝে কি না, এবার তাহা জানিতে পাইব।

ইদানীং যে দুইটি প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তি বঙ্গে কবি সম্প্রদায়ের নেতা হইয়াছেন, এবং আপনাদিগের অসাধারণ ক্ষমতা বলে এদেশের রুচির উপর যথেচ্ছ কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগের লেখার সহিত ভুবনমোহিনীর কোন কবিতারই তুলনা করি না। তাদৃশ তুলনা এ বালিকার পক্ষে বিষম এক অগ্নিপরীক্ষা, এবং ইহাঁকে ঐরূপ পরীক্ষার অধীন করা নিষ্ঠুরতার একশেষ। উল্লিখিত ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরা যেমন প্রখর প্রতিভান্বিত, তেমন প্রগাঢ়রূপে শিক্ষিত। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ভাষা দাসীর ন্যায় তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ভাব-তরঙ্গ তাঁহাদিগের হৃদয়ে আসিয়া আহত এবং প্রতিহত হইয়াছে, এই পৃথ্বীব্যাপি কাব্যকাননের যেখানে যে ফুলটি সুন্দর, যে ফুলটি সুগন্ধযুক্ত সেইটিই সেখান হইতে কোন না কোন রূপে, তাঁহাদিগের কোন না কোন রূপ সেবায় আসিয়াছে, এবং জাতিগত স্বাধীনতা না থাকুক, অন্ততঃ সামাজিক স্বাধীনতা জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহাদিগের দিকে প্রসন্ননয়নে চাহিয়াছে। তাঁহাদিগের কল্পনা যেমন প্রকৃতির অনন্ত জগতে, তেমন বিজ্ঞান,

এবং ইতিহাসের সুবিস্তীর্ণ রাজ্যে নির্ব্বাধ উড্ডীন হইতে পারিয়াছে, এবং তাঁহাদিগের পরিপুষ্ট ও পরিমার্জ্জিত বুদ্ধিবৃত্তিও কল্পনার গগনাভিমুখ বিচরণ-বর্ম্মে এক উজ্জ্বল আলোক স্বরূপ নিয়ত সহায় রহিয়াছে। কিন্তু ভুবনমোহিনীর শিক্ষা, দীক্ষা, উৎসব, উল্লাস, সমস্তই পিঞ্জরবদ্ধ কোকিলার ন্যায় পিঞ্জরের মধ্যে। পিঞ্জরেই প্রভাত, পিঞ্জরেই সন্ধ্যা, এবং পিঞ্জরাভ্যন্তরেই শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি ষড়ঋতুর পর্য্যায়-ভ্রমণ। প্রতিভা আপনার তেজে প্রজ্বলিত হইতে পারিলেও, ঐরূপ নিরুদ্ধদশায় কি কখনও উহার সমুচিত বিকাশ হইতে পারে?

আমরা এপর্য্যন্ত ভুবনমোহিনীর লেখায় একটি খুঁতও প্রদর্শন করি নাই। ইহার এমন অর্থ নহে যে, আমরা অন্ধ; এবং ইহাও এই উদাসীনতার কারণ নহে যে, যে সকল অপূর্ণতা ভুবনমোহিনীর কবিতানিচয়ে ভাসমান রহিয়াছে, তাহা উপেক্ষণীয়। ফলতঃ মধ্যে মধ্যে গাঁথনির জটিলতা, ভাবের অর্দ্ধবিকাশ, এক কথায় আর এক কথা, একই কথার পুনরুক্তি, ধৈবতে নিখাদ, নিখাদে ধৈবত ইত্যাদি অনেক দোষই প্রতিভার অনেক কবিতায় আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে পড়িয়াছে; এবং কেন এখানে এমন হইল এইরূপ আশাভঙ্গ আমাদিগের হৃদয়কে সময়ে সময়ে ক্ষণকালের জন্য ব্যথিত করিয়াছে। কিন্তু আমরা অন্যান্য কাব্যের দোষ প্রদর্শনে যেরূপ উৎসাহ পাইয়াছি, প্রতিভার দোষ প্রদর্শনে তেমন উৎসাহ পাই নাই;—এবং সত্য কথা বলিতে কি,—প্রতিভার এক এক স্থান পাঠে এমন মোহিত ও অভিভূত হইয়াছি যে, উহার স্থানান্তরে যে সকল দোষ রহিয়াছে, তাহা দোষ বলিয়াই গণনায় আনি নাই।

দোষরাহিত্য মনুষ্যের প্রশংসা নহে, গুণবাহুল্যই তাহার প্রশংসা। কাষ্ঠে দোষ নাই, লোষ্ট্রে দোষ নাই, অথচ জন হাওয়ার্ড এবং হেমডেনের চরিত্রে বহু দোষ মিশ্রিত ছিল। এই প্রকার, দোষ-রাহিত্যে কাব্যের গৌরব নহে, গুণবাহুল্যেই উহার যথার্থ গৌরব। অনেক কাব্য আলঙ্কারিকের অনুশাসনমতে নির্দ্দোষ, কিন্তু নির্দ্দোষ হইয়াও সে গুলি অকাব্য;—আবার অনেক কাব্য শাস্ত্রানুসারে দোষরাশিতে সমাচ্ছাদিত, কিন্তু সদোষ হইয়াও সে গুলি শ্রেষ্ঠকাব্য মধ্যে পরিগণিত। এদেশে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে যে সকল ক-বি-তা বিবিধচ্ছন্দে নিবদ্ধ হইয়া গ্রন্থাকারে বাহির হইতেছে এবং দুরদৃষ্ট সমালোচকদিগের অস্থি জ্বালাইতেছে, তাহার অনেকটিতেই দোষের ভাগ অল্প। কিন্তু দোষ অল্প বলিয়া, গুণ কোথায়? পক্ষান্তরে যে সকল কাব্য কবির মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া গিরিপ্রস্থনিঃসৃত স্রোতস্বিনীর ন্যায় দুর্দ্দমবেগে ছুটিয়া পড়িয়াছে এবং আপনার গতিপথে কোথাও আনন্দের লহরী উঠাইয়াছে, কোথাও আবর্ত্ত-ঘূর্ণনে

আর্ত্তনাদ জগাইয়াছে, তাহার অধিকাংশই দোষ-বহুল। কিন্তু দোষ-বহুল হইলেও কে তাদৃশ কাব্যের প্রীতিপ্রদ আকর্ষণী হইতে দূরে রহিতে পারিয়াছে?

ভুবনমোহিনীর এই কাব্যখানিকে যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি দোষ-বহুল এবং অপরিপক্ক বলুন, আমাদিগের আপত্তি নাই। কিন্তু ইহাতে দোষের ভাগ যাহাই থাকুক, বঙ্গভাষার সৃষ্টি অবধি অদ্য পর্য্যন্ত বঙ্গে কুলকামিনী কোন দিনও এমন প্রশংসার্হ কবিতা লেখেন নাই। যদি এদেশে মনুষ্যত্ব এবং মহানুভাবতা থাকে, তবে কখনও এই অসামান্যা আর্য্যদুহিতার, এই অমূল্য অবলারত্নের অনাদর হইবে না;—আর, যাঁহারা নারী-শিক্ষার বিরোধী হইয়া কপোলকল্পিত কূটযুক্তিকেই অকাট্য তর্ক মনে করেন, তাঁহারাও এই প্রত্যক্ষফলের অপলাপ করিতে অতঃপর আর সাহস পাইবেন না। ইংলণ্ডীয়েরা ফিলিসিয়া হিমেন্স প্রভৃতি কতিপয় বৃটিশ-ললনার কবিত্ব-শক্তির প্রসঙ্গ করিয়া শ্লাঘান্বিত হন। বাঙ্গালি এই বঙ্গ-ললনার অযত্নসম্ভূত গুণরাজি স্মরণ করিয়া শ্লাঘান্বিত হইলে অপরাধ কি? আমাদিগের বিবেচনায় বৃটেনিয়ার কোন পুরসুন্দরীই কবিতার দীপকরাগে এই পর্ণকুটিরশোভিনী পবিত্র বহ্নিশিখার সম্মুখস্থ হইবার যোগ্যা নহেন।

দেবী ভুবনমোহিনী গ্রন্থের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

"দুরাশা ছলনে ভুলি,—
কেন আসিলাম আমি প্রবল প্রয়াসে,
—নিবিড় অরণ্য মাঝে, অত্যুচ্চ শাখীনরাজে
অভেদ্য কণ্টকী শাখে পূরিত পীযূষে—
ও সুপক্ক ফললোভে? হাতমাত্র ক্ষত হবে
না হবে সফল আশা বুঝেছি অন্তরে।
আঁধার ভূধর-খনি, ভীষণ গরজে ফণী,
এথা কেন আসিলাম রতনের আশে?
কি আছে ভাগ্যেতে, তাহা কে বলিতে পারে?

মুগ্ধস্বভাবা প্রতিভার এইরূপ অমায়িক বিনয়নম্রতা কি সুন্দর! কি সুখদর্শন! কিন্তু আমরা নির্ভীক-হৃদয়ে বলিতে পারি, ভুবনমোহিনী আশার ছলনায় প্রতারিত হইয়া অসাধ্যসাধনে অভিলাষিণী হন নাই। তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে; এবং বিধাতা তাঁহাকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যদি তাহা অব্যাহত পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে এদেশে তাঁহার নাম পুণ্য-পুঞ্জময়ী গৃহ দেবতার নামের মত সর্ব্বত্র পূজিত রহিবে। কবির প্রথম পুরস্কার আত্ম-প্রসাদ, তার পর পুরস্কার যশ,—তার পর পুরস্কার স্বজাতীয়ের আশীর্ব্বাদ। ভুবনমোহিনী এখনই যশস্বিনী হইয়াছেন; তিনি জীবনের উচ্চব্রত হইতে স্খলিত না হইলে, স্বজাতীয়ের আশীর্ব্বাদ রূপ অমল সৌভাগ্যেও অচিরেই অধিকারী হইবেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। রাজকুমারাগমনম্। খণ্ডকাব্যম্। পঞ্চনদীয়-মহাবিদ্যালয়াধীন-সংস্কৃত-পাঠ-শালাস্থতমাধ্যাপকেন শাস্ত্র্যুপনামশ্রীহৃষী-কেশ-শর্ম্মণা প্রণীতম্।—

২। রাজকুমারাভিনন্দনম্। শ্রীচন্দ্র-কান্ত তর্কালঙ্কারপ্রণীতম্।—

আমরা বড় দুঃখিত হইলাম যে এই দুইখানি কাব্য যথাসময়ে আমাদিগের হস্ত-গত হয় নাই। পূর্ব্বে পাইলে,এই উপাদেয় কাব্য দুখানির অনেকগুলি কবিতা 'ভারতীর রাজপূজা' নামক প্রবন্ধে আদর সহকারে গৃহীত হইত; এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই উভয় ভাষার কণ্ঠধ্বনি একত্র মিশ্রিত হইয়া, গাম্ভীর্য্য এবং মাধুর্য্যের যুগপৎ মি-শ্রণে, শ্রোতার কর্ণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ ধারা ঢালিয়া দিত। আমরা রাজপূজা প্র-সঙ্গে যে কয়খানি কাব্য দেখিয়াছি, তন্মধ্যে ভারত-ভিক্ষা, আর 'ভারত-উচ্ছ্বাস' এই দুইখানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভারত-ভিক্ষার শব্দবিন্যাস তেমন শ্রুতিসুখাবহ না হইয়া থাকিলেও উহার আদ্যোপান্ত সমুদয় অংশই নিতান্ত গভীর স্নেহযুক্ত, সু-তরাং নব্যসমাজের মনোমদ, এবং কতি-পয় কবিতা যার পর নাই উৎকৃষ্ট;—ভা-রত-উচ্ছ্বাসের আরম্ভভাগ স্নেহহীন ব-লিয়া আধুনিকদিগের কিঞ্চিৎ অপ্রিয় হইলেও উহার সমস্ত অংশই উচ্ছ্বসিত ত-রঙ্গমালার ন্যায় তরল ও তৃপ্তিপ্রদ,এবং উ-হার উপসংহার, কি রসপূর্ণতা,কি রচনার পারিপাট্য, সর্ব্বাংশে অতুল। পণ্ডিত হৃষী-কেশ শাস্ত্রীর কএকটি কবিতায় ভারত-উচ্ছ্বাসের ছায়া আছে, এবং তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লেখাতেও ভারতভিক্ষার আভা আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা তাঁহাদিগের দুই তিনটি করিয়া কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। হৃদয়ে হৃদয়ে যদি মেল থাকে তবে বিনা অনুকরণেও পরস্পর কিরূপ অনুকরণ হয়, তাহা দেখিয়া পাঠক পুল-কিত হইবেন।—

"ক্ষেত্রং বিশালমিদমেব কুরোঃ পুরাস্মিন্
পৃথ্বীশ্বরা যুযুধিরে কুরুপাণ্ডবীয়াঃ।
এতৎ সরো নরপতেঃর্জ্জুনবাণজাতং
শেতেস্ম ভীষ্ম ইহ তীক্ষ্ণ-শরাগ্রতল্পে॥"

"মাস্ত্যদ্য বিক্রমপুরী নচ ভোজরাজ্যং
মাহিষ্মতী ক চ গতা ক নু বৎসদেশঃ।
কিং দর্শয়ামি নৃপতে! কথয়ামি কিংবা,
কালেন ভারতমিদং জনিতং শ্মশানম্।"

পাঠক, পাঞ্জাবীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সকল কবিতার সহিত বঙ্গীয় কবির ভারত-উচ্ছ্বাসের 'যাও যুবরাজ! রা-জপুত্তনায়'—'আজি হিন্দুস্থান হিন্দুর শ্মশান' ইত্যাদি প্রাণস্পর্শি পংক্তিচয়

মিলাইয়া পড়িবেন। শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকনিচয়ের সহিত ভারতভিক্ষার,—'ভারতের মুখ এবে অন্ধকার,' 'ভারতের বেদ, ভারতের কথা' ইত্যাদি কবিতার তুলনা করাও অসঙ্গত হইবে না।——

"চিরমস্তমিতং ধনং বলং
স্মরণে শত্রুরপীহ দূয়তে।
অধুনা তময়া মহীপতেঃ-
প্ন্যপগচ্ছত্যশনায় দাসতাম্॥"
প্রবলানপি বিদ্বিষাং গণান্
ন পরাভূয় ন তৃপ্তিমাপ যঃ।
স সুতো মম তুলকোপমং
বত ফুৎকাররয়েণ কম্পতে॥
স্মৃতি-বেদ-পুরাণ-দর্শনা-
দ্যখিলে শাস্ত্রচয়ে সুতা মম।
অভবন্ পরমার্গ-দর্শকাঃ
পরমেবাদ্য মুদানুযান্তি তে॥"

তর্কালঙ্কার মহাশয় একস্থলে এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন,

"রোমে মাতৃ-জরায়ু-বাসমগতে
গ্রীসে চ গর্ভস্থিতে।"

ভারতভিক্ষায় আছে,—

"পূর্ব্ব সহচরী রোম সে আমার,
মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার
গ্রীসেরও দেখি জীবন সঞ্চার"
ইত্যাদি।

আমাদিগের বিবেচনায় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লেখা কিছু প্রগাঢ়, শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা প্রাঞ্জল। একজন অধিক চিন্তাশীল,আর একজন অধিক হৃদয়গ্রাহী।

৩। কুসুম-বিকাশ। প্রথমভাগ। 'নিম্ন শ্রেণীস্থ বালক বালিকাদিগের শিক্ষার্থ'। মৈমনসিংহ, ভারত-মিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। কুসুমবিকাশের একটি কুসুম কাব্য-কুঞ্জ-বিহারী মধুলুব্ধ ভৃঙ্গবর্গকে উপহার দিব।

মিলিয়ে সবে পাঠশালাতে
যাচ্চে শিশুগণ।
চিন্তা নাই সুখে যেন
নাচে সবার মন।
গলাগলি করি মিলি
বালকেরা যায়।
আগ হইতে কেহ কেহ
পিছুনেতে চায়।

সৌভাগ্যের বিষয় এই, ইহার অন্যান্য কুসুম ঠিক এটির মত নহে।

৪। নিসর্গসুন্দরী! শ্রীশারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।—এখানি একখানি পদ্য গ্রন্থ। কিন্তু এখানি বাজারের পদ্য হইতে অনেক গুণে উৎকৃষ্ট! গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম হইলেও ইহাতে তাঁহার রসগ্রাহিতা এবং লিপিনৈপুণ্যের নিদর্শন আছে। তাঁহার লেখার প্রধান দোষ কঠোরশব্দ প্রয়োগ। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় পণ্ডিত নহেন, তাঁহারা নিসর্গ-সুন্দরীর কোন সৌন্দর্য্যই দেখিতে পাইবেন না। গ্রন্থকারকে ভবভূতির ভক্ত বলিয়া বোধ হইল। তিনি ঐরূপ অর্দ্ধশিক্ষিত অরসিক পাঠকবর্গকে বলিতে পারেন,—

"যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।"

৫। পতিব্রতা। নাট্যগীতি।— শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।—এই গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে গৌরবান্বিত। বাঙ্গালায় নাট্যগীতি নাই বলিলেও অযুক্ত হয় না। সম্প্রতি যে কএকখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'পতিব্রতা' ই সমধিক প্রশংসনীয়। ইহার রচনা অতি মধুর, গীতগুলি অতি সুললিত, এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটি অংশ করুণরসে এমন টল টল যে, পড়িবার সময়ে অশ্রুবেগ সংবরণ করা অসাধ্য হইয়া উঠে। সাবিত্রীর চিরস্মরণীয় পবিত্র প্রসঙ্গে এদেশে অনেকেই কাব্য লিখিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় 'পতিব্রতা' এতৎসংক্রান্ত সমুদয় কাব্যকেই আঁধারে ফেলিয়াছে। লেখার গুণে পুরাণ কাহিনীও নূতনবৎ হইয়াছে। ফলতঃ রাজকৃষ্ণ বাবু এই কতিপয় পৃষ্ঠায় ক্ষমতারই পরিচয় দিয়াছেন। তিনি নাটক লিখিলে যশোভাজন হইতে পারিবেন, এইরূপ ভরসা হইল।

পতিব্রতার ভূমিকায় নাটক, নাট্যরাসক এবং গীতাভিনয় সম্পর্কে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। দেখিলাম, গ্রন্থকারের সহিত সকল স্থলে আমাদিগের মতের একতা নাই। আমরা উল্লিখিত বিষয়ে ভবিষ্যতে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিব, এবং নাটক, যাত্রা ও অপেরার মধ্যে কোন্‌টি আদরণীয়, এবং কেন আদরণীয়, ঐ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব। 'পতিব্রতা' সম্বন্ধে সুতরাং আমাদিগের অনেক কথা বলা বাকি রহিল।

৬। চিতোর-রাজসতী পদ্মিনী। ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীমহেন্দ্রলাল বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।—যদি রঙ্গলাল বাবুর 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান লাভ না করিত, তাহা হইলে এই নাটক প্রশংসিত হইত। পদ্মিনী-উপাখ্যানের পর ইহা আর ভাল লাগে না। এই নাটকের আলাউদ্দীন ঠিক যেন বঙ্গদেশের একজন খল-প্রকৃতি বিলাসী মুসলমান, এবং ভীমসিংহ ও পদ্মিনীও সকল লক্ষণেই বঙ্গদেশীয়ের মত।

৭। "ভিক্ষার ঝুলি। প্রথম অভিযোগ। কি হোলো!!!"—এই এক বিচিত্র গ্রন্থ। ইহার মুখপত্রে প্রথমেই এই জিজ্ঞাসা,—'কি হোলো'। গ্রন্থের শেষ পত্রের শেষ পংক্তি পর্য্যন্ত পাঠ করিলে পাঠকের মনেও এই জিজ্ঞাসাই পুনরায় উপস্থিত হয়,—'কি হোলো'। এই ঝুলির মধ্যে রাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম, বেদ, পুরাণ, কোরাণ, তন্ত্র, সমাজসংস্কার ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল সামগ্রীই প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অনবদ্য, তাঁহার যুক্তিপদ্ধতিও সর্ব্বত্র দূষণীয় নহে। আমাদিগের যাহা কিছু আপত্তি, তাহা তাঁহার ভাষার প্রতি, আর এইরূপ হ য ব র ল খিচুড়ি পাকের প্রক্রিয়ার প্রতি।

রামায়ণ।

(প্রথম প্রস্তাব।)

বৈদেশিক পণ্ডিতদিগের মত।

রামায়ণ ও মহাভারত পৃথিবীর মধ্যে অতি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। রাজনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি প্রভৃতি সমুদয় বিষয় এই দুই গ্রন্থে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি করিতেছে। প্রাচীন ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বর্ণন করিতে রামায়ণ ও মহাভারতকা[illegible] নিরতিশয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের তুলিকাবিন্যাসদোষে যদিও তৎসাময়িক ঘটনাচিত্র অতিরঞ্জিত বা অরঞ্জিত হইয়া প্রকৃত ইতিবৃত্তের সম্মানিত পদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, তথাপি তলপ্রবেশী হইয়া অনুসন্ধান করিলে ইহা হইতেও অন্তর্নিগূঢ় সত্যসমূহ উদ্ধৃত হইয়া ইতিহাসের কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ফলে রামায়ণ ও মহাভারত পূর্ব্বতন আর্য্যজাতির দুইখানি অত্যুৎকৃষ্ট চিত্রপট। চিত্রনৈপুণ্যসুলভ আলেখ্যবৎ রমণীয়তা এই চিত্রপটদ্বয়কে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। সংযতমনা হইয়া ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, প্রত্যেক সূক্ষ্মচিত্রে তোমার হৃদয় আকৃষ্ট হইবে, এবং সেই সঙ্গে চিত্রকরের অসীম চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসাবাদ ব্যক্ত করিতে তোমার রসনা অধীর হইয়া উঠিবে।

রামায়ণ ও মহাভারতের সম্মান কেবল আর্য্যজাতি ও আর্য্যগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতগণও ইহার প্রতি যথোচিত আদর ও আস্থা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। এই প্রতীচ্য পণ্ডিতবর্গ রামায়ণ ও মহাভারতের মাহাত্ম্যে মোহিত হইয়া দীর্ঘতর প্রস্তাবে স্বীয় স্বীয় সম্মান-বুদ্ধি স্ফুটতর করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। রামায়ণ ও মহাভারত এই উভয় গ্রন্থ সম্বন্ধে ইঁহাদিগের যে যে অভিপ্রায় পরিব্যক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে লিখিতে গেলে একখানি বিস্তৃতাবয়ব গ্রন্থ হইয়া উঠে। আমরা এই অতিবিস্তৃতিদোষ পরিহারার্থ অদ্য কেবল রামায়ণ লইয়া সহৃদয় সমাজে বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

রামায়ণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা ক্রমে ক্রমে তাহার সারাংশ প্রকাশ করিয়া পরিশেষে স্বীয় মত উপন্যস্ত করিব। এক মতের সহিত অন্যমত সংশ্লিষ্ট করিয়া প্রস্তাবটিকে ভঙ্গপ্রক্রমতাদোষে দূষিত করিব না। আমরা

যে উদ্দেশ্যসূত্রে চালিত হইয়া পাঠকসমাজে উপস্থিত হইয়াছি, সাধ্যানুসারে সেই উদ্দেশ্যের সমন্বয় রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইব। সর্ব্বাদৌ ইতালীয় পণ্ডিত গোরেসিওর মত লক্ষ্য করিয়া আমরা প্রস্তাবের সূত্রপাতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১ম। গোরেসিওর মত।

রামায়ণের প্রাচীনত্ব।

গোরেসিও রামায়ণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেক অবান্তর তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, আমরা প্রস্তাবের পল্লবিতত্ব-দোষ পরিহারার্থ তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলির সারাংশের সঙ্কলন ও তাহার ভাবানুবাদ করিতেছি। গোরেসিও স্বপ্রকাশিত রামায়ণের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় উহার প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণ-প্রসঙ্গে স্বীয় মত এইরূপ উপন্যস্ত করিয়াছেন ;—

"আমি যে দুরূহ ও অনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে প্রবেশ করিতেছি, তাহা প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়িগণকে বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। এবিষয়ের সিদ্ধান্তক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার উপযোগী কোনও পথ অদ্যাপি সুপরিষ্কৃত হইয়া উঠে নাই। প্রাচীন ভারতের শব্দশাস্ত্রের ইতিহাস ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। গ্রীকজাতি হইতে কোন পরিস্ফুট আলোক প্রসূত হইয়া এই অন্ধকার বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। ইতিহাস সর্ব্বাদৌ যে সমস্ত জাতিতে স্বীয় প্রথমবিকশিত আলোক বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যেও আমরা প্রাচীন মহাকাব্যসমূহের সময়নির্ণায়ক প্রমাণের অল্পতা দেখিতে পাই। ইতিহাসের সম্মানিতক্রোড়ে লালিত হইয়াও এই সমস্ত জাতি যখন তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে, তখন যে জাতি ইতিবৃত্তের উপকরণ সংগ্রহ অপেক্ষা কুহকিনী কল্পনার বিষয় সঙ্কলনেই সমধিক আসক্ত ছিল, তাহাদিগের নিকট ঐতিহাসিক প্রমাণের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনামাত্র। ঈদৃশ অনির্দ্দিষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন বিষয় হইতে সত্য সংগ্রহ করা অনায়াসসাধ্য নহে। যাহা হউক, প্রাচীন ভারতের শব্দশাস্ত্র-ক্ষেত্রে যে বিষয় ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, আমি তাহাই সঙ্কলন করিয়া রামায়ণের প্রকৃত সময় যথাসাধ্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

রামায়ণের বালকাণ্ডে, কাব্যপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষেপে বর্ণন জন্য যে অবতারণিকা লিখিত হইয়াছে, তাহার তৃতীয় অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়, বাল্মীকি সমগ্র রামায়ণ মানসপটে চিত্রিত করিয়া রামতনয় কুশ ও লবকে শিক্ষা দেন। কুশ ও লব এইরূপে মহাকবির রসনানির্গত রামচরিত অধিগত করিয়া ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমিতিতে তানলয় বিশুদ্ধ বীণাসংযোগে গান করিয়া বেড়ায়। রাজাধিরাজ রামচন্দ্র একদা এই সঙ্গীতনিপুণ বালকদ্বয়ের মুখে বাল্মীকির রসময়ী কবিতানিবদ্ধ স্বচরিত শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হয়েন। কুশ ও লবের

এই বীণাসঙ্গীত লক্ষ্য করিয়া ভারতীয় কিম্বদন্তী বাল্মীকি ও রামচন্দ্রকে একসময়ে সন্নিবদ্ধ করিয়া থাকে, এবং যে সময়ে মহারাজ রামচন্দ্রের অবদানপরম্পরা বিশ্ব সংসারকে চমৎকৃত করিয়াছিল, রামায়ণের উৎপত্তি ঠিক সেই সময়ে সন্নিবেশিত করে। যে সমস্ত কিম্বদন্তী নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা ও উপন্যাসে গ্রথিত হইয়া নিতান্ত-প্রাচীন ও সমাদৃত গ্রন্থসমূহ অধিকার পূর্ব্বক লোকপ্রসিদ্ধ প্রধান প্রধান নাম সমূহে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ের প্রতি আমার কিছু মাত্র সম্মান-বুদ্ধি নাই। এই কিম্বদন্তী গুলি যে অদ্ভুতরসপ্রিয় ব্যক্তিদিগের স্বকপোলকল্পিত তাহা বলিতেও আমি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহি। ভারত-সাহিত্য-ক্ষেত্রে ঈদৃশ কিম্বদন্তীর অসদ্ভাব নাই। দৃষ্টান্তস্থলে অদ্ভুতরামায়ণ ও মহাভারতীয় উপকথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অদ্ভুতরামায়ণে লিখিত আছে, বাল্মীকি রামের জন্মপরিগ্রহের ষষ্টি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভাবি রামচরিত অবলম্বন করিয়া দশ লক্ষেরও অধিক শ্লোক রচনা করেন। বাল্মীকির এই রচনানৈপুণ্য দর্শনে পিতামহ ব্রহ্মা ও তাঁহার স্বীয় সমিতি নিরতিশয় আহ্লাদিত হয়েন। এতদ্ব্যতীত মহাভারত পাঠে অবগতি হয়, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন অতি প্রাচীন সময়ে মহাভারত নামে একখানি ষষ্টিলক্ষশ্লোকাত্মক অতি-বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার মধ্য হইতে ত্রিংশৎ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পঞ্চদশ লক্ষ পিতৃলোকে এবং চতুর্দ্দশ লক্ষ গন্ধর্ব্ব লোকে গীত হইবার জন্য নির্ব্বাচিত হয়। অবশিষ্ট একলক্ষ মাত্র মর্ত্ত্যলোকে থাকে, ইহাতেই মর্ত্ত্যমধ্য ভারত সম্পূর্ণ হইয়া মানবগণকর্তৃক অধ্যাপিত ও অনুশীলিত হইতেছে। এইরূপ কিম্বদন্তী নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও অবিশ্বাস্য। এগুলি নিরবচ্ছিন্ন কুহকিনী কল্পনার কুপোষ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু যে কিম্বদন্তী বাল্মীকি ও রামচন্দ্রকে এক সময়সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে তাহা এ গুলির অন্যতম সহোদরা নহে। পূর্ব্বোক্তরূপ কিম্বদন্তীসমূহ কল্পনার গর্ভে প্রসূত হইয়াছে, কল্পনার ক্রোড়ে লালিত হইয়াছে, এবং পরিশেষে কল্পনাতেই বিলীন হইয়া গিয়াছে। ঈদৃশ কল্পনা-লীলাময়ী কিম্বদন্তী যে উপাদান হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে তদ্রূপ উপাদান শেষোক্ত কিম্বদন্তীর উদ্ভবক্ষেত্র নহে। অসম্ভাবিত ঘটনার পরিবর্ত্তে ইহাতে কতিপয় সম্ভাবিত ঘটনা নিহিত রহিয়াছে, এবং নিরবচ্ছিন্ন আরোপিত মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তে ইহাতে কতিপয় প্রমাণ অন্তর্নিগূঢ় ভাবে অবস্থিতি করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত কিম্বদন্তীটি কেবল রামায়ণের অবতারণিকাতেই পর্য্যবসিত হয় নাই। মূলগ্রন্থেরও কতিপয় স্থলে ইহার পরিপোষক বাক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই এই স্থলে বাল্মীকি আপনাকে তৃতীয় পুরুষ পদবাচ্য করিয়া স্বীয় নাম ব্যক্ত করিয়াছেন। রামায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ডের ষট্ প-

ঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে চিত্রকূট-ভূধর-শোভী আশ্রমে বাল্মীকির সহিত রামের সাক্ষাৎকার বর্ণিত আছে।

'ইতি সীতাচ রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ।
অভিগম্যাশ্রমং সর্ব্বে বাল্মীকিমভিবাদয়ন্।

এইরূপে সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ সকলে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া করপুটে বাল্মীকিকে অভিবাদন করিলেন। *

পারীনগরীতে দেবনাগর অক্ষরে এক খানি হস্তলিখিত রামায়ণ আছে। তাহার দ্বিতীয় কাণ্ডেও চিত্রকূট পর্ব্বতস্থ বাল্মীকির আশ্রমপদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত হস্তলিখিত পুস্তকের দ্বিতীয় কাণ্ডের মধ্যে 'ভরত প্রবেশ' নামে একটী অধ্যায় আছে। ভ্রাতৃবৎসল ভরত অরণ্যবিহারী অগ্রজের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ঋষিবর তাঁহার নিকট চিত্রকূট পর্ব্বতে রামের মনোনীত বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া সেই স্থলে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমপদের উল্লেখ করিয়াছেন।

'বাল্মীকেরাশ্রমো দিব্যো মহর্ষেস্তত্ররাঘব।'

হে রঘুবংশোদ্ভব ভরত! সেই চিত্রকূট পর্ব্বতে মহর্ষি বাল্মীকির দিব্য আশ্রম অবস্থিত রহিয়াছে।

যে কিম্বদন্তী রামায়ণের অবতারনিকায় বাল্মীকি ও রামচন্দ্রকে সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, রামায়ণোদ্ধৃত উক্ত বাক্যদ্বয় এক্ষণে সেই কিম্বদন্তীরই যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছে। ইহা নিঃসন্দেহ সকলেই স্বীকার করিবেন রামচন্দ্র ত্রেতাযুগের শেষার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং তিনি সমস্ত দ্বাপরযুগ ও কলিযুগের কিয়দংশদ্বারা বর্ত্তমান সময় হইতে ব্যবহিত হইতেছেন। ভারতবর্ষীয়গণ যাহাকে যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করে তাহার সীমা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের সহিত আবদ্ধ নাই এবং তাহার সহিত আমাদিগের অব্দেরও কোন একতা দৃষ্ট হয় না, সুতরাং রামচন্দ্র ত্রেতাযুগের শেষার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন, এই কথা বলিলে রামচন্দ্রের বর্ত্তমানকাল সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দেশ করা হয় না। জোন্স্, বেণ্টলি টড্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ রামচন্দ্রের আবির্ভাবসময় সম্বন্ধে পরস্পর বিভিন্ন মতের অনুসারী হইয়াছেন। জোন্স্ রামচন্দ্রকে খ্রীঃ পূঃ ২০২৯ অব্দে, বেণ্টলি ৯৫০ অব্দে এবং টড্ ১১০০ অব্দে নিবেশিত করিয়াছেন †। আমি এস্থলে কূটতর্কের আশ্রয় গ্রাহী হইয়া দীর্ঘতর সময়নির্ণায়ক বিচারের অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি না, কিম্বা সূক্ষ্মরূপে অব্দ, মাস ও তারিখের সমাবেশ করিয়া রামের জন্ম পরিগ্রহের সময় নির্দ্ধারিত করিতেও আমার কোনও স্পর্দ্ধা নাই। ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ভারতবর্ষীয়গণ যে কলিযুগের প্রারম্ভ খ্রীষ্টাব্দের বহুপূর্ব্বে নিবেশিত করিয়া থাকেন, রামচন্দ্র সেই কলিযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী

* Schlegel's Edition.

† Prinsep's Useful Tables, part II. pp. 78. 95.

দ্বাপরযুগেরও পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। এবিষয়ে সমুদয় পণ্ডিতগণই ঐকমত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। যদি খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ করিয়া ইহা অপেক্ষা বিশেষ সূক্ষ্মতা সহকারে রামের সময় নির্দ্ধারিত করিতে হয়, তাহা হইলে আমি বোধ করি, তিনি খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নিবেশিত হইতে পারেন। রামচন্দ্র ও সুমিত্রের মধ্যবর্ত্তী সময়ে পঞ্চাশৎ সংখ্যক নরপতি তদীয় উত্তরাধিকারীরূপে পরিগণিত হইয়াছেন *। এই সুমিত্র সুপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের (খ্রীঃ পূঃ ৫৭ অব্দে) সমকালবর্ত্তী। এক্ষণে যদি উক্ত ৫০ জন রাজার প্রত্যেকের রাজত্বকাল গড়ে ২০ বৎসর করিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে আমরা অনায়াসেই খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উপস্থিত হইতে পারি †। কিন্তু আমি এই গণনাকে অনুমান অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করি না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঃ—

ভারত-রোদন।

১

অস্ত যাও নিশানাথ সুদূর অম্বরে
অস্ত যাও তারাবৃন্দ হাসিওনা আর
ডেকোনা কোকিল আর সুললিত স্বরে
খুলে ফেল চারুবেশ প্রকৃতি তোমার;
আজ ভারতের ঘরে, সে আনন্দ নাহি নরে
মরম বেদনা বুকে মুখে হাহাকার
অস্ত যাও জ্যোতিঃপুঞ্জ হ'ক অন্ধকার।

২

লুকাও সরসিকুল কুমুদ কমলে
সারস মরাল দল লুকাও সত্বর
করোনা বিকাশ আর নবনব দলে
লুকাও মুকুলে পুন প্রসূন নিকর;
সোহাগে ভাসায়ে কায়, সুরভি মলয় বায়
এসোনা ভারতে আর প্রণয়ের তরে
প্রেমের অন্ত্যেষ্টি এবে ভারত ভিতরে।

৩

শান্ত বিভাবরী এবে সুপ্ত ধরাতল
চেতন বিহীন ঘুমে ভারত-সন্তান
উত্তরে নিদ্রিত ঐ হিমাদ্রি অচল
দক্ষিণে সৈকত কোলে সাগর শয়ান;
কুরুক্ষেত্র পাণিপথ, পলাশিও নিদ্রাগত
যমুনা জাহ্নবী ঘোর ঘুমে অচেতন
কি ঘোর নিদ্রায় সুপ্ত ভারত ভুবন।

৪

উঠ উঠ হিমাচল ঘুমাওনা আর

* Prinsep's Useful Tables, p. 107.

† রাজতরঙ্গিণীতে এই রাজাদিগের রাজত্বকাল গড়ে ২৪ বৎসর ধরা হইয়াছে।

বারেক বদন তুলি কর নিরীক্ষণ
অনাথা ভারত মাতা চরণে তোমার,
ভাসিছে শোকের নীরে যুগল লোচন ;
নাহি সে সুচারু বেশ, বিষাদে বিমুক্তা কেশ
পুত্র শোকে বিমলিন, কাতর জীবন
উঠ হিমাচল দেখ মেলিয়া নয়ন ।

৫

সৈকত শয়ন ত্যজি সলিল ঈশ্বরি
বারেক নেহার দীনা ভারত জননী
সকরুণ আর্ত্তনাদে শূন্য ভেদ করি
বিলাপেন রাজমাতা এবে অনাথিনী ;
তোমার অতল কোলে, দুখিনীরে লহ তুলে
রাখ এমিনতি মম রত্ন প্রসবিনী
ঘুসিবে একীর্ত্তি তব পুরিয়া মেদিনী ।

৬

অয়ি শূণ্যময়ী নীলা অনন্ত রূপিনী
অনাথা দুখিনী দুখ হেরিছ কেমনে
করিয়ে অনল বৃষ্টি বজ্র প্রসবিনী
নিভাও অভাগী দুখ কৃপা বিতরণে ;
অথবা নিকটে আসি, লুকাও এদুখ রাশি
তোমার সুনীল ওই ঘন আবরণে
ভারতের হেন দশা অসহ্য নয়নে

শ্রীঈঃ—

হীরক ।

দ্বীতিয় প্রস্তাব ।

প্রথম[redacted]ব হীরক সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা ইংরেজী হইতে সংগৃহীত । বর্ত্তমান প্রস্তাবে এদেশস্থ পণ্ডিতদিগের মত উদ্ধৃত করিব । রাজনির্ঘণ্ট, ভাবপ্রকাশ, ভেষজতন্ত্র প্রভৃতি বৈদ্যক-গ্রন্থে হীরক সম্বন্ধে প্রভুত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । কিন্তু এসকল বিবরণে বিজ্ঞান ও কল্পনা উভয়েরই মিশ্রণ দৃষ্ট হয় । আমরা কাল্পনিক অংশ পরিত্যাগ করিতে যথাসাধ্য যত্ন পাইব । রাজনির্ঘণ্টে হীরকের গুণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ।

ষড্রসো পেতন্থং, সর্ব্বরোগাপহারকন্থং, সর্ব্বাঘ শমনত্বং, সৌখ্যত্বং, দেহদার্ঢ্যকরত্বং, রসায়নত্বঞ্চ ।

অর্থাৎ ষড়রস যুক্ত, সর্ব্বরোগাপহারক, সর্ব্বপাপ বা সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক, সুখপ্রদ, দেহদৃঢ়কারক, এবং রাসায়নিকগুণযুক্ত ।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যেমন গুণানুসারে “ প্রথম শ্রেণীর ” “ দ্বিতীয় শ্রেণীর হীরক ” প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, সংস্কৃত পণ্ডিতেরাও তদ্রূপ বর্ণ ও গুণানুসারে হীরককে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । রাজনির্ঘণ্ট ও ভাবপ্রকাশ উভয়ই শ্বেত, লোহিত, পীত, ও মেচক

(মেঘবর্ণ) বর্ণভেদে হীরককে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে যথা;—

"সত্ত্ব শ্বেতঃ স্মৃতো বিপ্রো
লোহিতঃ ক্ষত্রিয়োমতঃ।
পীতো বৈশ্যোঽসিতঃ শূদ্র
শ্চতুর্ব্বর্ণাত্মকশ্চ স।
রসায়নে মতো বিপ্রঃ
সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ।
ক্ষত্রিয়ো ব্যাধি বিধ্বংসী
জরামৃত্যুহরঃ পরঃ।
বৈশ্যোধনপ্রদঃ প্রোক্ত
স্তথা দেহস্য দার্ঢ্যকৃৎ।
শূদ্রোনাশয়তি ব্যাধীন্
বয়স্তম্ভং করোতি চ॥"

শ্বেতবর্ণ হীরক বিপ্র, লোহিত ক্ষত্রিয়, পীত বৈশ্য, এবং কৃষ্ণবর্ণ হীরক শূদ্রনামে খ্যাত। রসায়নমতে বিপ্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক; ক্ষত্রিয় ব্যাধিনাশক ও জরামৃত্যুহর; বৈশ্য ধনপ্রদ এবং দেহদৃঢ়কারক; শূদ্র ব্যাধিহর ও বয়স্তম্ভকারক অর্থাৎ চির ও স্থিরযৌবনপ্রদ।

ভাবপ্রকাশে পুং, স্ত্রী, নপুংসকভেদে হীরককে পুনশ্চ তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছে। যথা;—

"সুবৃত্তাঃ ফলসংপূর্ণাস্তেজোযুক্তা বৃহত্তরাঃ
পুরুষাস্তে সমাখ্যাতা রেখাবিন্দুবিবর্জ্জিতাঃ॥"

সুগোল, ফলবিশিষ্ট, তেজযুক্ত, বৃহত্তর, এবং রেখাবিন্দুবিবর্জ্জিত হীরা পুরুষ বলিয়া খ্যাত।

"রেখাবিন্দু সমাযুক্তা ষড়স্রাস্তে স্ত্রিয়ঃস্মৃতা।
ত্রিকোণাশ্চ সুদীর্ঘাশ্চ তে বিজ্ঞে যা নপুংসকাঃ॥"

রেখাবিন্দুযুক্ত ও ষট্‌কোণ হীরক স্ত্রী; এবং সুদীর্ঘ ত্রিকোণ বিশিষ্ট হীরক নপুংসক নামে খ্যাত।

এই বিভাগানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ গুণেরও উল্লেখ আছে। তাহা প্রকটন করা অনাবশ্যক। বৈদ্যক মতে অবিশোধিত হীরকের অশেষ দোষ বর্ণিত আছে যথা;—

অশুদ্ধং কুরুতে বজ্রং কুষ্ঠং পার্শ্বব্যথাং-তথা।
পাণ্ডুতা পঙ্গুরত্বঞ্চ তথা সংশোধ্য-[illegible]রয়েৎ॥

অশুদ্ধ হীরক ব্যবহার করিলে কুষ্ঠ, পার্শ্ববেদনা, পাণ্ডুতা ও পঙ্গুত্ব জন্মে। "জারণ মারণ" নামক গ্রন্থে হীরক সংশোধন করিবার প্রক্রিয়া বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। এবং জারিত হীরকের গুণও অনেক। যথা;—

"আয়ুঃপুষ্টিং বলংবীর্য্যং বর্ণং সৌখ্যং করোতি চ।
সেবিতং সর্ব্বরোগঘ্নং মৃতং বজ্রং নসংশয়ঃ॥"

জারিত হীরক সেবন করিলে আয়ু, পুষ্টি, বল, বীর্য্য, বর্ণ ও সুখ বর্দ্ধন হয়। এবং সকল রোগ বিনষ্ট হয়।

রাজনির্ঘণ্টে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট হীর-

কের লক্ষণ, এবং হীরক পরীক্ষার লক্ষণ উল্লেখিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট হীরকলক্ষণ যথা ;—

স্বচ্ছং বিদ্যুৎপ্রভং স্নিগ্ধং
সুন্দরং লঘুলেখনং।
ষড়ারতীক্ষ্ণধারঞ্চ
সুশাম্যারং শ্রিয়ং দিশেৎ ॥

উৎকৃষ্ট হীরক স্বচ্ছ, বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, স্নিগ্ধকর, সুন্দর, লঘুলেখন, ষট্‌কোণ, তীক্ষ্ণধার, সুশাম্য এবং লক্ষ্মীপ্রদ অর্থাৎ বহুমূল্য।

ভস্মাভং কাকপাদঞ্চ
... বর্ত্তুলং।
...লিনং বিন্দু
...টিতস্তথা ॥

...ভস্মাভ, কাকপাদা-
...াকার আধারমলিনকারক, বিন্দুযুক্ত, কীটক্ষত, এবং স্ফুটিত।
নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখিয়া হীরক পরীক্ষা করিতে হয়।

যৎ পাষাণতলে নিকাশ নিকরে নোদঘৃষ্যতে নিষ্ঠুরে। যচ্চান্যোপল লৌহমুদ্গারমুখে লেখান্নয়াত্যাহনং। যচ্চান্যং নিজলীলয়ৈব দলয়েদ্বজ্রেনবা ভিদ্যতে। তজ্জাত্যং কুলিশং বদন্তি কুশলাঃ শ্লাঘ্যং মহার্ঘঞ্চ তৎ ॥

যাহা পাষাণতলে বা কঠিন নিকসাপ্রস্তরে ঘর্ষিত হয় না; যাহা অন্য উপল বা লৌহমুদ্গরাঘাতে ভগ্ন হয় না, বা যাহাতে দাগ পড়ে না; এবং যাহা কেবল অপর হীরকের দ্বারা দলিত হইতে পারে; রত্নপরীক্ষা-কুশল ব্যক্তিরা তদ্রূপ হীরককেই প্রশংসনীয় ও মহামূল্য বলেন।

আমরা উপরে যে সকল সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে অনেক অসার কথা আছে বটে, কিন্তু পাঠকেরা একটুক মনোনিবেশপূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রবন্ধে বর্ণিত ইউরোপীয় মতের সহিত এই গুলির তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন ইহা নিরবচ্ছিন্ন ভ্রমসঙ্কুল নহে। বস্তুতঃ হীরকের বর্ণ ও উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টতার লক্ষণ ও পরীক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে উভয় মতের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যে সকল হীরক বৃহত্তর ও মহার্ঘ বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বারা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি *।

* বিগত আশ্বিন মাসের "শ্রমজীবিতে" হীরক সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে ছয়টি হীরক বৃহত্তর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা উক্ত হীরক গুলির যে পরিমাণ ও মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম, তাহার সহিত 'শ্রমজীবির' ঐক্য নাই। যাহৌক উক্ত অংশ অবিকল উদ্ধৃত হইল।

"পৃথিবীতে যত হীরক আছে, তন্মধ্যে ছয়টি বৃহত্তর। প্রথমটি ব্রেজিলস্থ ভিলাকার নামে হীরক। ইহা ওজনে প্রায় ৫৩ ভরি এবং ইহার মূল্য প্রায় ৩,৮০৮,৫৯৩-৭০ টাকা। দ্বিতীয়টি বোরনিও দেশে

১ম। পর্ত্তুগেলের রাজার নিকট ৬১ ভরি ওজনের "ব্রেগেঞ্জা" নামে একটি হীরক আছে। এত বৃহৎ হীরক ভূমণ্ডলের কুত্রাপিও নাই। ইংরেজেরা ঈর্ষাবশতঃ বলেন ইহা প্রকৃত হীরক নহে, ইহা একটি বৃহত্তর শ্বেত গোমেদক মণি। পর্ত্তুগেলের রাজা ইহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিয়াছেন, কর্ত্তন কিংবা উজ্জ্বল করিতে দেন না; অথবা পরীক্ষার্থে কাহার হস্তেও প্রদান করেন না। বোধ হয় ইহাতেই গোমেদক মণি বলিয়া উক্ত হীরকের প্রতি অ-আছে; ইহা ঐ দ্বীপের ম্যাটানের রাজার হীরা। ইহার ওজন ৮ ভরি এবং মূল্য ৩০৯৩৭৫ টাকা। তৃতীয়টি অর্লফ্ নামে বিখ্যাত। কেহ কেহ বলে যে ইহা ব্রহ্মার মন্দিরে একটি দেবীর চক্ষে ছিল। একজন ফরাশি ইহাকে আমাদের দেশ হইতে লইয়া যায়, ক্রমে হস্তান্তর হইয়া পরে রুশিয়ার মহারাণীর জন্য কাউণ্ট অর্লফ্ ইহা ৭,২৬৫৬০ টাকায় ক্রয় করেন। চতুর্থটি রিজেন্ট নামে বিখ্যাত। ইহা গোলকুণ্ডা হইতে চুরি হয়। আরল্ অব বেথাসের পিতামহ যখন মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন তখন তিনি ইহা খরিদ করেন। পরে ফরাশি দেশের রাজা ইহা ৯,২০০০০ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। পঞ্চমটি ষ্টার অব দি সাউথ নামে বিখ্যাত। ইহা ব্রেজিল দেশে উৎপন্ন হইয়াছে। ষষ্ঠটি কহিনুর নামে বিখ্যাত। ইহা ওজনে তিন ভরি। তিন হাজার বৎসর পুর্ব্বে ইহা অঙ্গের বিখ্যাত রাজা কর্ণের নিকট ছিল। মুসলমানেরা এদেশ অধিকার করিলে এই হীরক তাহাদিগের হয়। ক্রমে ইহা লাহোর ও কাশ্মীরের বিখ্যাত রাজা রণজিৎ সিংহের হস্তে পতিত হয়। পরে যখন পঞ্জাব ইংরেজদিগের অধিকারে আইসে তখন এই মহামূল্য কহিনুর তাহাদিগের হস্তে যায়। অনন্তর ইংলণ্ডে গিয়া মহারাণীর মুকুটের উপর শোভা পাইতেছে।"

নেকের সন্দেহ হইয়া থাকিবে। ইহার মূল্য ৫,৬৪,৪৮০০০ সহস্র মুদ্রা।†

এই হীরকটি আকারে ও আয়তনে হংসডিম্ব সদৃশ। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিলের আকরে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২য়তঃ। পরীক্ষিত হীরকের মধ্যে বোর্ণিও দ্বীপস্থ মণ্ডনের রাজার হীরকই বৃহত্তম। ইহার ওজন ১৫ ভরি ২৮ রতি; এবং ইহার মূল্য ১,৬১,৫৮,৬৮০ টাকা। ইহার আকার নাশপাতি (নেয়াপাতি ?) ফলের মত। শতাধিক বৎসর গত হইল লেগুকের নিকট কোন স্থানে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার অধিকার লইয়া অনেকবার ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে।

ভারত শ্রমজীবী আশ্বিন
১ম খণ্ড ষষ্ঠ সংখ্যা ১২৮১।

† "চেম্বর্স ইনফর্মেসন্ ফর দি পিপল্" নামক গ্রন্থের মতে এই মূল্য ধরা গেল। কাহার কাহার মতে ২৯,৮৬,৮-৮০০০ টাকা। উক্ত গ্রন্থানুসারে ইহার ওজন প্রায় ৯ ভরি।

৩য়তঃ। পিট বা রিজেন্ট নামে হীরক। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে মসলিপত্তনের ১০ ক্রোশ দূরস্থিত পর্ত্তিল নামক স্থানে এক জন দাস এই হীরকটি প্রাপ্ত হয়। সে এক জন জাহাজের খালাসির নিকট ইহা লইয়া বলে " তুমি আমার দাসত্ব মোচন করাইতে পারিলে, আমি তোমাকে ইহা দিব " ধূর্ত্ত নাবিক তাহাকে প্রলোভন্ দ্বারা জাহাজে তুলিয়া রাত্রিকালে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া হীরকটি আত্মসাৎ করিল। পরে ১০ সহস্র মুদ্রায় মান্দ্রাজের তদানীন্তন গবর্ণর পিট সাহেবের নিকট বিক্রয় [redacted] কথায় বলে " পাপের [redacted] না। " প্রাগুক্ত নাবিক [redacted] অর্থ পাইয়া সত্বরই ব্যা- [redacted] লাসী হইয়া উঠিল; এবং [redacted] দশসহস্র মুদ্রার পরিতর্পণ করিয়া অনুতাপে উন্মাদ হইল, এবং অবশেষে আত্মঘাতী হইয়া মরিয়া গেল। প্রথমে ইহার ওজন ১৭ ভরি ২ রতি (১-৩৬ কেরাট *) ছিল; কিন্তু পিট সাহেব লণ্ডন নগরে আসিয়া উহা কাটাইয়া একটি "দীপক " প্রস্তুত করান † এবং রিজেন্ট ডিউক অব অর্লিন্সের নিকট ২২,৫-৪,২৮০ ‡ টাকায় বিক্রয় করেন। কথিত আছে যে ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য্যে ইহা পৃথিবীতে অদ্বিতীয় রত্ন ¶। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দীয় ফঁরাশি বিপ্লবের সময় জেকবিন দলের দ্বারা যখন টুয়েলারিস্ নামক রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠিত হয়, তখন কোষাগারস্থ অপরাপর রত্নের সহিত ইহাও অপহৃত হইয়াছিল। উক্ত বিপ্লবাবসানে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইলে পর সন্ধান পাওয়া যায় যে উহা বর্লিন নগরস্থ একজন বণিকের হস্তগত হইয়াছে। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ইহার উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক স্বীয় বিশাল অসির মুষ্টিতে স্থাপন করেন। বিখ্যাত ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পর উহা প্রুসিয়ানদিগের হস্তে পতিত হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন ইহার পুনরুদ্ধার করিয়া স্বীয় মুকুটে ধারণ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ফঁরাশি প্রদর্শনে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। বিগত সিডানের যুদ্ধের পর ইহা পুনর্ব্বার অদৃশ্য হইয়াছে।

" ধন জন জোয়ারের পাণী।
আস্‌তে যেতে নাহি জানি। "

লক্ষ্মী যে চঞ্চলা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা এই একটি হীরকের ইতিহাস পাঠ করিলেই প্রতিপন্ন হয়।

* প্রফেসর ব্রেণ্ডির ও বিটনের অভিধানানুসারে উপরি উক্ত ওজন আছে; কিন্তু চেম্বর্সের মতে ১৩৯ কেরাট।

† এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রীটেনিকা বলে যে, এই ব্যাপার সম্পন্ন হইতে দুই বৎসর লাগিয়াছিল।

‡ প্রফেসর ব্রেণ্ডির মতে ১,০০০,০০০ টাকা; চেম্বর্সের মতে ১৩,০০,০০০ টাকা।

¶ সকল গ্রন্থকারেরাই একমত হইয়া ইহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

৪র্থ। প্রাগুক্ত প্রদর্শনের সময় একজন বণিক্ "দক্ষিণ নক্ষত্র" (ষ্টার অব দি সাউথ) নামে একটি উৎকৃষ্ট হীরক প্রদর্শন করিয়াছিল। ইহার ওজন ৫ ভরি ৫ রতি; আকার বাদামী। ইহার বর্ণ তরল পীত এবং মূল্য প্রায় ১৮,৭৫০০০ টাকা। ইহা ব্রেজিলের আকরে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৫মতঃ "সেন্সি,, নামে হীরক। রিজেন্ট হীরক অপেক্ষাও ইহার ইতিহাস, অধিকতর বিস্ময়কর। ইহার পরিমাণ প্রায় ৩ ভরি; এবং প্রকৃত মূল্য প্রায় ৩,৪৩,৪-৭০ টাকা। একজন ফরাশি সৈনিক ভারতবর্ষের কোন দেবালয় হইতে ইহা অপহরণ করে। খ্রীস্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতে বার্গাণ্ডির ডিউক চার্লস দি বোল্ড ইহা প্রাপ্ত হন। উক্ত ডিউক "নেন্সির,, যুদ্ধে হত হইলে, তদীয় পরিচ্ছদের মধ্যে উহা প্রাপ্ত হইয়া একজন নির্ব্বোধ সৈনিক এক মুদ্রায় একজন যাজকের নিকট বিক্রয় করে। বিষয়বাসনাবিরহিত যাজক উহা দেশীয় মহাসভার হস্তে অর্পণ করেন। ঘটনা পরম্পরা দ্বারা উহা পর্ত্তুগেলের রাজার হস্তে আসিয়া পতিত হয়। অর্থের অনটন নিবন্ধন তিনি ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে একজন ফরাশি বণিকের নিকট উহা বিক্রয় করেন। তাহার নিকট হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বেরন অব সেন্সি উহা ক্রয় করেন। ফরাশি ভূপতি তৃতীয় হেনরি উক্ত বেরণের নিকট ঋণ স্বরূপ উহা প্রার্থনা করাতে, বেরণ স্বয়ং উহা লইয়া নৃপ সমীপে যাইতে ছিলেন। পথি মধ্যে দস্যুরা তাঁহাকে হত করে; কিন্তু মৃত্যু সময়ে তিনি উহা গলাধ করিয়া ফেলেন। তদীয় শবচ্ছেদন করাতে উদর মধ্যে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদনন্তর ইংলণ্ডের ভূপতি দ্বিতীয় জেমস্ কোন সূত্রে উহা প্রাপ্ত হন, এবং যখন ১৬৮৮ অব্দে ফ্রান্সে পলায়ন করেন তখন হীরকটি সঙ্গে লইয়া যান। পরে দৈন্যে পতিত হইয়া ২৫০,০০০ টাকা মূল্যে চতুর্দ্দশ লুইর নিকট বিক্রয় করেন, চতুর্দ্দশ লুই, রাজপদে অভিষিক্ত হইবার সময়, উহা তদীয় মুকুটে ধারণ করেন। ১৭৯২ অব্দ হইতে ইহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না; কিন্তু নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টির সময় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ৫০০,০০০০ মুদ্রায় রুসিয়ার সম্রাটের নিকট বিক্রীত হয়, অধুনা ইহা তদীয় অধিকারেই আছে।

(৬)° "নেমাক" হীরক। মার্কুইস অব হেষ্টিংস মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের সময় পেসোয়ার দ্রব্যাদির মধ্যে ইহা প্রাপ্ত হন। উহা নানা হস্তে ভ্রমন করিয়া প্রায় ৩৬ বৎসরগত হইল মার্কুইস অব ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের হস্তে পতিত হয়। হণ্ট এবং রস্কেল নামক কোম্পানি ইহাকে নাশপাতি ফলের আকারে কাটিয়াছেন। সংপ্রতি উহার ওজন ৩ ভরি ৫৩ রতি এবং মূল্য ৭৪১৮২৭ টাকা।

এইরূপে অনেক বৃহৎ হীরকের এক একটি আশ্চর্য্য ইতিবৃত্ত আছে, কিন্তু প্র-

সিদ্ধ "কোহিনূরের" ইতিবৃত্ত সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। সংপ্রতি আমরা সেই অদ্ভুত ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিয়াই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। হিন্দুকিম্বদন্তী অনুসারে এই প্রসিদ্ধ হীরক কৃষ্ণানদীর উত্তরতীরবর্ত্তী গোলকুণ্ডা প্রদেশের একটি আকরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার আকার অর্দ্ধডিম্বের ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট। ইহার ওজন ১৮৬ * কেরাট; এবং অনুমানিক মূল্য ২৭,৬৭,৬৮০ টাকা। ইহার জন্য কতবার যে আহবানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, এবং কতবিপ্লব যে ঘটিয়াছে তা-
ক্কর। কেহ কেহ ইহাকে
বং কেহ কেহ অশ্বত্থা-
ণি বলিয়া অনুমান ক-
হউক, খৃষ্টাব্দের প্রা-
নীর রাজমুকুটে ছিল,
এবং তদীয় বংশধরেরাও উহা ধারণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দিন মালবদেশ জয় করিয়া উহা প্রাপ্ত হন। মোগলেরা পাঠানদিগকে পরাভূত করিয়া উহা গ্রহণ করেন; এবং ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবরসাহ দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়া উক্ত মণি অঙ্গে ধারণ করেন। বাবরের বংশধরেরা উহা ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদেরসাহ অরঙ্গজিবের প্রপৌত্র মহম্মদসাহকে পরাজয় করিয়া উক্ত মণি গ্রহণ করেন। কথিত আছে মহম্মদ যখন নাদেরের সহিত সাক্ষাত করিতে যান, তখন এই মণি তদীয় শিরস্ত্রানে সংলগ্ন ছিল। ধূর্ত্ত নাদের মৈত্রীবন্ধনের প্রমানস্বরূপ শিরস্ত্রান পরিবর্ত্তন ব্যপদেশে এই মহামূল্য রত্নটি আত্মসাৎ করেন। নাদেরই ইহার কোহিনুর বা "দীপ্তি শৈল" নাম প্রদান করেন। নাদেরের গুপ্তহত্যার পর কাবুলস্থ আবদালি বংশের সংস্থাপিত আহম্মদসাহা ইহা প্রাপ্ত হন; তদীয় পরলোক গমনের পর তাঁহার উত্তরাধিকারী সাসুজা উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে কোহিনুর প্রাপ্ত হন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লাহোরাধিপ রণজিৎসিংহ সাসুজাকে পরাভূত পূর্ব্বক বন্দী করিয়া আনেন। রণজিৎ উক্ত রাজপুত্রের মোচনের নিষ্ক্রয় স্বরূপ এই মণিটি চাহিলেন। অনেক ছল, প্রতারণা, কৌশল, অসম্মতি ও অনিচ্ছার পর সাসুজা কোহিনুর প্রদান পূর্ব্বক মুক্তি লাভ করিলেন। রণজিৎসিংহ এই মহার্ঘ রত্ন পাইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন; এবং সভারোহ, পর্ব্ব বা যুদ্ধ উপলক্ষে উহা বাহুতে ধারণ করিতেন। কখনও কখনও উহা দ্বারা আপনার প্রিয়তম অশ্বটিকেও সজ্জিত করিতেন †। প্রথমে এটি ওজনে ৮০০ কেরাট ছিল। কথিত আছে, ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি রণজিৎসিংহের নিকট ইহার মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি কহিয়াছিলেন, "এস্‌কা কেম্মত পাঁচ জুতি"। অর্থাৎ ইহা যখন যে লাভ ক-

* বিটনের মতে ১৪৭ কেরাট।

† চেম্বর্স ইনফরমেশন ফর দি পিপল্।

দিয়াছে, সেই পূর্ব্বাধিকারীর নিকট হইতে সবলে গ্রহণ করিয়াছে। "পাঁচ জুতা মারিয়া" সাসুজার নিকট হইতে আমি লইয়াছি; আমার নিকট হইতে যে লইবে সেও তাহাই করিবে।

রণজীৎসিংহের মৃত্যুর পর খড়কসিংহ ও সেরার সিংহও ইহা ধারণ করিতেন। কিন্তু পঞ্জাব সমরাবসানে যখন উক্ত দেশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইল, তখন দলিপ সিংহ সন্ধিতে বাধ্য হইয়া (অর্থাৎ "পাঁচ জুতি" মূল্য লইয়া) মহারাণীকে ইহা প্রদান করিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে লেফ্‌টিনেণ্ট কর্নেল মেক্‌সন এবং কাপ্তেন রাম্‌সে ইহা আনিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষের হস্তে প্রদান করেন; তৎকর্ত্তৃক ইহা মহারাণীকে প্রদত্ত হয়। ইংলণ্ডে আনিয়া একবার ছেদন করাতে ইহার পরিমাণ মাত্র ২৭৯ কেরাটে পরিণত হয়। শেষ কর্ত্তনে ১৪৭ কেরাট মাত্র আছে।

১৮৫১ ও ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের প্রদর্শনে ইহা একটী অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কষ্টর কোম্পানি ইহার শেষ ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করেন। * শ্রীদ্ব—

* এই বিবরণ গুলি "বিটনের সার্ব্বভৌমিক অভিধান," ও এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রীটেনিকা হইতে সংগৃহীত হইল।

সংগীতশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার

প্রাচীন আর্য্যগণ, ভারতবর্ষে প্রথম আসিবার পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে, সামবেদ গান করিয়া বৈজ্ঞানিক সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রথম উদ্ভাবন করেন।* তৎপর হিন্দুরাজাদিগের প্রাধান্য সময়ে অন্যান্য শাস্ত্রের উন্নতির সহিত সঙ্গীতশাস্ত্রেরও ভূয়সী উন্নতি হইয়াছিল। সেই সময়েই সমুদয় সঙ্গীতের উপাদানস্বরূপ ষড়জ ঋষভ গান্ধার প্রভৃতি সপ্তস্বর এবং উদগুর্ণাদি শ্রুতিগুলি নির্ণীত হয়, প্রাচীন রাগ রাগিনী সমূহের সৃষ্টি হয়; এবং সম্বাদি বাদি প্রভৃতি স্বর ও আরোহণ, অবরোহণ,

* ১। প্রিন্স-পঞ্চাশৎ—অর্থাৎ মহামান্য-মহিমার্ণব-শ্রীযুক্ত-প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স্-গুণাদি-বর্ণনপঞ্চাশৎশ্লোকময়গ্রন্থঃ। ভারতবর্ষীয়সঙ্গীতানুগতঃ ইংরাজিভাষায়ানুবাদিতশ্চ ডক্‌টর্ অব্ মিউজিকোপাধিকেন বঙ্গসঙ্গীতবিদ্যালয়াধ্যক্ষেণ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহনঠাকুরেণ প্রণীতঃ।

২। ভিক্টোরিয়া-গীতিকা।—শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরেণ প্রণীতা।

৩। যন্ত্রকোষ। ——— ঐ

মূর্চ্ছনা প্রভৃতির নিয়ম নিরূপণ দ্বারা সেই রাগ রাগিণী গুলির স্বরূপ স্থিরীকৃত হয়। নাদপুরাণ, রাগার্ণব, সভাবিনোদ, রাগদর্পণ, সঙ্গীতদর্পণ প্রভৃতি সঙ্গীত সম্বন্ধীয় প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকগুলির কোন্ খানি কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইতে পারে কি না সন্দেহের বিষয়। কিন্তু মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বেই যে এতদ্দেশে সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সংসয় জন্মিবার কোন কারণ নাই।

...হের সময়ে তানসেন,
সঙ্গীতবিশারদ বি-
র অভ্যুদয়ের কথা সা-
প্রবাদ আছে। সে
অমূলক নহে। সেই
সময়ে সঙ্গীতশাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি ছিল, অধিক দিন পূর্ব্ব হইতে বিশেষ উন্নতি হইয়া না আসিলে, তদ্রূপ উন্নতি প্রদর্শিত হইতে পারিত না। আকবরের পূর্ব্বে কোন মুসলমান সম্রাট্ সঙ্গীতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন নাই, বা করিতে পারেন নাই।

পাঠান রাজারা প্রথমতঃ মুসলমান অধিকার স্থাপন সময়ে, হিন্দুদিগের সহিত সর্ব্বদা সংগ্রাম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুসলমানেরা অন্যান্য দেশে যেমন বলে পূর্ব্বধর্ম্ম বিনাশ পূর্ব্বক স্বকীয় ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষেও তদ্রূপ করিবার চেষ্টায় পাঠানসম্রাট্দিগের সমস্ত বল পর্য্যবসিত হয়। সুলতান বাবর মোগল অধিকার স্থাপন করিবার পর হিন্দুধর্ম্ম লোপ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করেন; এবং হিন্দুদিগের প্রতি সদাচরণ ও হিন্দু মুসলমানে সমব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি দিল্লীর সম্রাটের গৌরবের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এবং সেই সাম্রাজ্যের দ্বারা এদেশের যত বিষয়ের উন্নতি হইয়াছিল, তাহা সেই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। কিন্তু বাবরের ভারতবর্ষবাসের কএকটি বৎসর নানারূপ গোলযোগে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র হুমাউন সেরসাহার প্রপীড়নে অত্যন্ত বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন এবং অনেক বৎসর দেশত্যাগী থাকেন।

সুতরাং হুমাউনের পুত্র আকবর বাদসাহ হিন্দুসঙ্গীতের যেরূপ উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হন, তাহা তাঁহার সময়ের অনেক পূর্ব্বে হিন্দুরাজাদিগের যত্নে ও উৎসাহেই অপরাপর হিন্দুশাস্ত্রের উন্নতির সহিত সংসাধিত হইয়াছিল।

যাহা হউক আকবর বাদসাহের সময় অবধি মোগলসম্রাট, হিন্দু ও মুসলমান রাজা, এবং নবাব প্রভৃতি আঢ্য লোকদিগের উৎসাহ দানে দেশীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়া আসিতেছিল। এই সময়েই চৈতন্যের অভ্যুদয়। তাঁহার শিষ্যেরা ভক্তিশাস্ত্র আলোচনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে, ভক্তিরসের

উদ্দীপন জন্য সঙ্গীতকে সহায় করিয়া, খেয়াল, ধ্রুপদ এবং টপ্পা প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রণালীর গানের ন্যায়, অসাধারণ মধুরতা সম্পন্ন কীর্ত্তনের নূতন একটি প্রণালীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আরও অনেক প্রকারে সঙ্গীতের উন্নতি ও বহুলপ্রচার হইয়া আসিতেছিল।

কিন্তু ইংরেজরাজ্য সংস্থাপনাবধি একে একে দেশীয় সমুদয় রাজা, নবাব ও অপরাপর আঢ্য পরিবারের ধ্বংশ হইতেছে। যাহারা আছেন, তাঁহাদিগেরও শোচনীয় অবস্থা। দেশস্থ সম্পন্ন, এবং সঙ্গীত প্রভৃতি অর্থব্যয়সাপেক্ষ সুকুমার শাস্ত্রের আলোচনা ও উন্নতি সাধন করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাশালী, লোকের সংখ্যা দিন দিন যত কমিতেছে, তাহার চতুর্থাংশ পরিমাণ নূতন পরিবারও তদ্রূপ অবস্থাবিশিষ্ট হইতেছে না। অপরাপর লোকের পক্ষে উদর পূরণ ও পরিবার প্রতিপালন করাই দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং স্বভাবতঃই দেশমধ্যে সঙ্গীতের সদালোচনা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। পঁচিশ কি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও যে সমুদয় ওস্তাদ এদেশে বিদ্যমান ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের অনুরূপ ব্যক্তি প্রায় কোথাও দৃষ্ট হয় না। একেত দেশীয় সুসঙ্গীত কি কোনরূপ সঙ্গীত আলোচনা করিবার জন্য দেশীয় সাধারণ লোকের অর্থ, সময় বা মানসিক স্ফূর্ত্তি নাই; তাহাতে আবার আমরা ইংরেজী পড়িয়া, দেশীয় সমুদয় বিষয়ের সহিত দেশীয় সঙ্গীতকেও অনেকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি। যাত্রা বা কবিগান ভাল হইলে আদরের বিষয় হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যাত্রার কথা উল্লিখিত হইলেই "কুৎসিত যাত্রা", এবং কবিগানের কথায় "ঘৃণিত কবি", ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা, আর কীর্ত্তনকে "কুসংস্কার" বা "পৌত্তলিকতা" মূলক বলিয়া অবজ্ঞা করা, আমাদিগের অনেকের নিকট আধুনিক সভ্যতার লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। পারদর্শী ওস্তাদ লইয়া উচ্চতর সঙ্গীতের আলোচনার কথাত বলিবারই নয়। প্রথমত সেই সমুদয় লোকের পারিতোষিক দেওয়ার উপযুক্ত অর্থ আমাদিগের নাই। দ্বিতীয়ত তাঁহাদিগের মধ্যে যে সকল গুণের তৎসম্বন্ধীয় শাস্ত্রজ্ঞান আছে, তাহা তাঁহাদিগের প্রণালী অনুসারে বুঝিবার বা শিক্ষা করিবার, অথবা সেই সমস্ত গুণের মর্ম্মাববোধ পূর্ব্বক গুণিগণের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার উপযুক্ত সহিষ্ণুতা ও শিষ্টসম্মত বিনয় নম্রতাতেও আমরা বঞ্চিত। তৃতীয়ত তাঁহাদিগের মলিন বসন, অনাবৃত পদ, বা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিবার রীতি আমাদিগের নিকট এতদূর সভ্যতাবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, যে আমরা তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিতেও অপমান জ্ঞান করি। চতুর্থতঃ আমরা স্বয়ং মদিরা পান করিলেও গায়কেরা গাঁজা খায় অথবা তাহারা ছোট লোক, এই বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করিবার প্রবৃত্তি আমাদিগের মনে বিলক্ষণ ব-

লবর্ত্তী। এই সমস্ত কারণে আঢ্য ও সুশিক্ষিত মধ্যবিৎ লোকের মধ্যে এইক্ষণ সঙ্গীতের আলোচনা প্রায় উঠিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

সঙ্গীতের আলোচনা উঠিয়া যাওয়ার আর একটি কারণ আছে। অতি প্রাচীন কালে পণ্ডিতেরা সঙ্গীত লিখিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। যদি কেবল হিন্দু রাজা ও পণ্ডিতদিগের দ্বারাই সেই হইতে সঙ্গীতের আলোচনা ও উন্নতি হইয়া আসিতে থাকিত,তাহা হইলে বোধ হয়, সেই স্বরলিপি প্রণালীক্রমে পরিবর্দ্ধিত ও উ-

এক্ষণ বিশেষরূপ . প্রচলিত ও

। কিন্তু যে অবধি

।। সঙ্গীতের সমালো-

ধ হয়, সেই অবধি প্রা-

চলন উঠিয়া যাইতে

থাকে; এবং সঙ্গীতসম্বন্ধীয় শাস্ত্রজ্ঞান কেবল কণ্ঠের ও অঙ্গুলির অভ্যাসে প্রচলিত থাকে; আর সেতার বীণা প্রভৃতি বাঙ্কা ঠাটের যন্ত্রেই কণ্ঠস্বরকে শাসন করিয়া আইসে। এই হেতু সঙ্গীতশাস্ত্রের মূল নিয়ম ও কথাগুলি প্রায় অপ্রচলিত পুস্তকেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। বহুতর অভ্যাস দ্বারা কণ্ঠ ও উপরি উক্ত যন্ত্রগুলি সাধন না করিলে, এইক্ষণ সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক নিয়ম গুলির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। একথা বলা বাহুল্য যে, কেবল কতকগুলি উৎকৃষ্ট গান উৎকৃষ্ট রূপে গায়িতে পারিলেই যে সঙ্গীতবিশারদ হওয়া যায় এমত নহে। সঙ্গীতের মূল নিয়ম ও তত্ত্বগুলি জানা না থাকিলে ঐ শাস্ত্রে অধিকার জন্মে না, তৎসম্বন্ধে সুশিক্ষিত লোকের রসবোধ হয় না এবং তাহার আলোচনার প্রবৃত্তিও তাঁহাদিগের মনে উদ্রিক্ত হয় না।

এই সকল কারণে এইক্ষণ আমাদিগের লুপ্তপ্রায় সঙ্গীতশাস্ত্র পুনরুদ্ধার করিবার জন্য নিম্নলিখিত কএকটি উদ্দেশ্য স্থির রাখিয়া, সঙ্গীতরসজ্ঞ লোক মাত্রেরই কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

প্রথম। কোন্ কোন্ স্বরের ভিন্ন ভিন্নরূপ সন্নিবেশ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রাগ রাগিণীর উৎপত্তি হয়; সেই সমুদয় রাগ রাগিণীর আকার সজীব রাখিয়া আরোহণ ও অবরোহণ কালে কি কি পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, এবং কি রূপ পরিবর্ত্তন করিলেই বা রাগিণীর আকারভঙ্গ হইয়া যায়, ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি, প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক হইতে এবং সঙ্গীত আলোচনা দ্বারা নূতন উদ্ভাবন করিয়া, সাধারণের বোধগম্য হেতু সরল বাঙ্গলায় প্রকাশ করা আবশ্যক।

এই বিষয়টি নিতান্ত গুরুতর ও প্রয়োজনীয়। এই সমুদয় নিয়ম সাধারণতঃ গায়কদিগের জানা না থাকাতে ক্রমেই যে রাগিণী গুলির আকার ভঙ্গ হইয়া আসিতেছে, সেকথা বলা বাহুল্য। এক একজন ওস্তাদের নিকট এক এক প্রকার উপদেশ পাওয়া যায়। যাঁহারা ইদানীং সঙ্গীত

সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিতেছেন, তাঁহাদিগের উপদেশেরও একতা নাই। এইরূপ অবস্থা ক্রমে আরও কতক দিন চলিলে অবশেষে সকলেরই বোধ হইবে, রাগ রাগিণীর কথা বার্ত্তা কেবল মিথ্যা বাগাড়ম্বর মাত্র, কিছুরই স্থিরতা নাই। আর এইরূপ বোধ জন্মিলে "তাজা বতাজা" প্রভৃতি কএকটি শ্রুতিমধুর গীত, লক্ষ্ণৌর ঠুংরী এবং বিদ্যাসুন্দরের গান শিক্ষা করিয়াই লোকে সঙ্গীতলালসার তৃপ্তিসাধন করিতে থাকিবে।

দ্বিতীয়। ভিন্ন ভিন্ন তালের মাত্রা ও রূপ, অর্থাৎ তৎসহ লয় রক্ষা করিয়া গান করিতে হইলে, স্বর গুলি কোন্ স্থানে কি পরিমাণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক, ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাকরণ থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

তাল, হিন্দুসঙ্গীতের জীবনস্বরূপ। ইউরোপীয় সঙ্গীতে সমকালপ্রদর্শক একই প্রকার তাল সকল স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু স্থায়িকাল সমান হইলেও ভিন্ন ভিন্ন তালের ভিন্ন ভিন্ন লয় দ্বারা যে মধুরতা উৎপন্ন হয়, তাহা ইউরোপীয় সঙ্গীতে নাই। এইটি এদেশীয় সঙ্গীতের একটি অতুল সম্পত্তি। কিন্তু এই বিষয়সম্বন্ধীয় ব্যাকরণের অভাবে গায়কদিগের মধ্যে অনেক ব্যবহারবৈচিত্র দেখা যায়। আর অনেকে ইংরেজী সঙ্গীত অভ্যাস করিয়া মনে করেন, সমকালান্তর অভিঘাত হইলেই তালসম্পর্কে যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা রক্ষিত হইল। তাহার একটি সহজ দৃষ্টান্ত এই। কাওয়ালি ও আড়াঠেকার মাত্রাপরিমাণ সমান। কাওয়ালিতে প্রত্যেক তালাংশের অন্তর্গত বর্ণগুলি সমকালস্থায়ি; চারিটি বর্ণ থাকিলে প্রত্যেকটি সিকি মাত্রা, অথবা দুইটি মাত্র বর্ণ থাকিলে প্রত্যেক বর্ণ অর্দ্ধ মাত্রা। কিন্তু আড়াঠেকার গানে তালের এক ফেরতায় সচরাচর যে আটটি বর্ণ থাকে, কোন কোন গায়ক প্রথম তালেই তাহার চারিটি (প্রত্যেককে সিকি মাত্রা করিয়া) সন্নিবেশিত করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালে একটি হ্রস্ব ও একটি অতিদীর্ঘ বর্ণ, এবং ফাঁকে অবশিষ্ট দুইটি বর্ণ বসাইয়া থাকেন। কেহ কেহবা এই শেষোক্ত বর্ণ তৃতীয় তালে বসাইয়া, প্রথম অন্তর্গত উপরি উক্ত চারিটি বর্ণের প্রথম দুইটি ফাঁকের সময়ে গাইয়া থাকেন। অধিকাংশ তাল সম্বন্ধেই এইরূপ। কোন দুই তালের বর্ণগুলির মাত্রাসমষ্টির পরিমাণ সমান হইলেও, প্রত্যেক বর্ণের হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব বিষয়ে অনেক পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য হেতুই লয়ের মধুরতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এই লয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীতপারদর্শী লোকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যবহার দেখা গিয়া থাকে। বিচিত্রতা থাকা ভাল বটে, কিন্তু এই সকল বিষয় সম্বন্ধে দৃঢ় নিয়ম থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

তৃতীয়। প্রাচীনকালাবধি এপর্য্যন্ত কতই না সুমিষ্ট সুর ও গান রচিত হইয়াছে,

এবং তন্মধ্য হইতে কতই না লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইক্ষণ যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও ক্রমেই অতি দ্রুতবেগে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অতএব এইক্ষণও প্রধান প্রধান প্রাচীন গায়কদিগের মুখে যে সমুদয় পুরাতন গান শুনিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

যেমন ইংলণ্ডে সেক্সপীয়রের নাটক পরিত্যাগ করিয়া, অধিকাংশ লোক অতি সামান্য প্রবৃত্তিগুলির উত্তেজক ও [illegible] দীপক নাটকাদির আ- [illegible] যেমন দেশীয় অ- [illegible] সম্পন্ন আঢ্য লোকেরা [illegible] বিৎ লোকেরা কাংশ্য [illegible] রিয়া চাকচিক্যময় কাচ [illegible] নের ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন, অথবা যেমন দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকেরা কমনীয়, দীর্ঘকালস্থায়ি ও সর্ব্ববিষয়ে সুবিধাযুক্ত দেশ-জাত বস্ত্রগুলির ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া, ঐ সমস্ত গুণবিরহিত অথচ দর্শনশোভাবিশিষ্ট ও সুলভমূল্যে বিক্রিত বিলাতীয় কাপর ব্যবহার করিতেছেন, সেইরূপ সঙ্গীত বিষয়েও সাধারণ লোকের রুচির অতিশয় শোচনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রাচীন ধীর গম্ভীর ও উজ্জ্বল সুর গুলির পরিবর্ত্তে সকলে এইক্ষণ চটকের সুরগুলিকে অধিকতর আদর করিয়া থাকেন। ইহাতে সেই সমস্ত সুমধুর সঙ্গীত গুলি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। রাগ রাগিণী গুলি সহসা বিস্মৃত হইয়া যাওয়ার বিষয় নয়, এক প্রকার রুগ্ন অবস্থাতেও জীবিত থাকিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক রাগিণীরই স্ব স্ব সুর গুলি এবং আরোহণ অবরোহণের প্রণালী ঠিক রাখিয়া, কোন বিশেষ সুরের বারম্বার পুনরুক্তি অথবা রাগিণীর কোন বিশেষ অংশের ঘন ঘন প্রত্যাবর্ত্তন ইত্যাদি দ্বারা অসংখ্য প্রকার মধুরতাযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আর ভিন্ন ভিন্ন গায়কের গুণে মূর্চ্ছনা প্রভৃতির তারতম্যে প্রত্যেক গানেরই রূপভেদ হইয়া থাকে। এই প্রকার যে সমুদয় ভিন্ন ভিন্নরূপ মাধুর্য্যবিশিষ্ট অমূল্য রত্ন প্রাচীনকালাবধি ক্ষণজন্মা লোকদিগের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল, যদিও তাহার অধিকাংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তথাপি যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা রাখিতে পারিলেও আমাদিগের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ও বিচিত্র থাকিতে পারে।

সঙ্গীত প্রিয় প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন ২০। ২৫ বৎসর পূর্ব্বেও তাঁহারা ওস্তাদ দিগের মুখে যে সমস্ত গান শুনিয়াছেন, এইক্ষণ আর তাহা শুনিতে পান না। এই সমুদয় বিষয় আলোচনা করিলে বক্ষমান উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে পারে।

চতুর্থ। ইউরোপীয় স্বরলিপির প্রণালী অনুসারে আমাদিগের দেশের আশু শ্রবণসুখদায়ক গানগুলি প্রকাশ করিয়া

হিন্দুসঙ্গীতের প্রতি ইউরোপীয় লোকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক। এবং আমাদিগের সঙ্গীত সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি তাহাদিগের ভাষায়, তাহাদিগের পক্ষে সহজেই বোধ্য ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

ইউরোপীয়েরা প্রাচীন হিন্দুদিগের সংস্কৃত ভাষায় এবং সাহিত্যে বিলক্ষণ প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন; এবং যতই তাহার আলোচনা করিতেছেন, ততই তাহার উৎকৃষ্টতা ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতেছেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রের মধ্যে, আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতেরা, গণিতে, তাঁহাদিগের সময় বিবেচনায়, যেরূপ অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও ইউরোপীয়েরা আলোচনা করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এক্ষণ গণিত ও তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য শাস্ত্রে, অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়াছেন বলিয়া আমাদিগের প্রাচীন গণিতে তাঁহাদিগের শিখিবার বিষয় কিছু নাই। কিন্তু আমাদিগের ভেষজতন্ত্রে তাহারা কিছুমাত্রও প্রবেশ করিতে পারেন নাই; সেই শাস্ত্রে তাহাদের শিক্ষনীয় বহুতর বিষয় থাকা নিতান্ত সম্ভব। আমাদিগের ইংরেজ রাজচিকিৎসকেরা দেশীয় চিকিৎসা প্রণালী অবজ্ঞা করিয়া এবং হিমপ্রধান, পার্ব্বত্যদেশবাসী, গোমাংসভোজী, সুরাপায়ী লোকদিগের শারীরধাতুর উপযুক্ত ঔষধগুলি, তাহার মাত্রা পরিমাণ ও অন্যরূপ চিকিৎসা প্রণালী আমাদিগের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যমুনা গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্রের তীরবাসী মৃদু শান্তপ্রকৃতিবিশিষ্ট নিরামিষভোজী বা মৎস্যাহারী হিন্দুসন্তানগণের প্রতি ব্যবহার করিয়া কিরূপ ফল উৎপাদন করিতেছেন, বোধ হয় অনেকেই তাহা ভোগ করিয়া অবগত আছেন। আর খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা হিন্দুধর্ম্মকে পৌত্তলিক ধর্ম্মজ্ঞানে অবজ্ঞা করেন বলিয়া হউক, কিম্বা বিজ্ঞানতত্ত্বানুসন্ধায়ী লোকেরা ধর্ম্মসংক্রান্ত সমুদয় কথাই অসার ও নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করেন বলিয়াই হউক, ইউরোপীয়েরা আমাদিগের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে, অর্থাৎ **যোগ ও** ভক্তিশাস্ত্রে, কিছুমাত্রও **প্রবেশ করিতে** পারেন নাই। হিন্দুধর্ম্ম যে কি বিঅদ্ভুত ব্যাপার, তাহা যে কিরূপ মানবপ্রকৃতির সূক্ষ্মদর্শী লোকদিগের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, আমাদিগের সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতা আরও অধিক। এই অনভিজ্ঞতা দূর হইলে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে, হিন্দুজাতির গৌরব করিবার আর একটি নূতন কারণ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ইউরোপীয়েরা তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতাহেতু প্রায়ই বলিয়া থাকেন, এদেশের রাগ রাগিনীগুলি ভিন্ন ভিন্ন সুরের কতকগুলি গান মাত্র; তাঁহারা গানের জাতি বা শ্রেণীস্বরূপ নহে। তাল ও লয়ের কথা বার্ত্তা রূপা আড়ম্বরমাত্র। আর সাহেবদিগের

এই সকল কথা বিশ্বাস করিয়া দেশীয় সঙ্গীতের প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন, আমাদিগের মধ্যেও এরূপ লোক পাওয়া যায়।

রাজশ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের যত্নে অধিক বা অল্প পরিমাণে এই চারিটি উদ্দেশ্যেরই সফলতা সম্পাদিত হইতেছে। তাঁহার পূর্ব্বে এই গুরুতর বিষয়ে এরূপ উৎসাহের সহিত কেহই হস্তক্ষেপণ করেন নাই। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কথঞ্চিৎ পরিমাণেও উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলি

বহুতর অর্থব্যয় আব-
রে সেই ব্যয় বিধান ক-
কার বিদ্যাবুদ্ধি ও রস-
তাহাও তাঁহাতে বিলক্ষণ
এবং দেশ-হিতকর
ারে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য

যেরূপ উৎকৃষ্ট স্পৃহা ও সুগভীর উৎসাহ থাকিলে লোকে তদুদ্দেশ্যে অক্ষুব্ধমনে অর্থ ও স্বকীয় মানসিক পরিশ্রম ব্যয় করিতে পারে সেইরূপ স্পৃহা ও উৎসাহের বলেই তিনি এপর্য্যন্ত সঙ্গীতসমালোচনা বিষয়ে দেশ বিদেশে, এসিয়া ও আমেরিকায়, সুখ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার এই যত্নের ফল চিরস্থায়িরূপে দেশের মুখশ্রী উজ্জ্বল করিবে, এবং তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবে, সন্দেহ নাই। দেশহিতৈষী ব্যক্তির পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর গৌরব ও আত্মপ্রসাদের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না।

কিন্তু সঙ্গীতের প্রসঙ্গে মনের কতকগুলি দুঃখের কথা বলিতে গিয়া আমরা এপর্য্যন্ত তাঁহার গ্রন্থনিচয়ের সমালোচনা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি তদীয় গ্রন্থসমূহ অসাধারণ যত্নের ফল। সহজ যত্নে এইরূপ সর্ব্ববিষয়সম্বন্ধীয় গুণের সামঞ্জস্য হওয়া অসম্ভব। গণিতের অভেদ্য নিয়ম অনুসারে সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের অনুযায়ী প্রায় সম্পূর্ণরূপ ব্যাকরণ-দোষবিরহিত শ্লোক রচনা করা, বিশুদ্ধ রাগ রাগিণীর নিয়মানুসারে তাহাতে স্বর গুলি নিবদ্ধ করা, এবং সাধারণতঃ বর্ণের হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব অনুসারে তালের মাত্রার পরিমাণ সংযোজিত করা, সেই সকল স্বর ইংরেজী স্বরলিপি প্রণালীতে বর্ণবদ্ধ করা এবং তৎসমুদয় এমন উৎকৃষ্ট ও পরিশুদ্ধরূপে মুদ্রাঙ্কিত করা যে কতদুর চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা ও পরিশ্রমের ব্যাপার, তাহা সাধারণে অনুভব করিতে না পারুন, যাঁহারা কখনও এইরূপ কার্য্যের চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিবেন। তাদৃশ বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট এই গ্রন্থচয়ও যেমন এক কীর্ত্তির স্তম্ভ, গ্রন্থকারও তেমনিই কৃতজ্ঞতাভাজন।

এইরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তকচয়ের এখান ওখান হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া দুই একটি দোষ বাহির করা এবং সমালোচনায় তাহার উল্লেখ করা নিতান্ত অপ্রীতিকর কার্য্য। কিন্তু তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা

ঐরূপ দুই একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। দোষ শব্দ ব্যবহার করিলে বোধ হয় অন্যায় হয়, কারণ নিম্নে যে কএকটি কথা বলিতেছি তাহা মতভেদের কথা মাত্র।

প্রথমতঃ। সংস্কৃত ভাষায় যাদৃশ ছন্দোবন্ধনে এবং কথকতার যাদৃক্ সুরে রামায়ণ ও মহাভারত ইত্যাদি পুরাণান্তর্গত হিন্দুজাতির চিরমনোহারিণী কথা গুলি কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাদৃশ ছন্দে এবং তাদৃশ সুরে এঙ্গলনর্ম্ম্যান্ জাতীয় বৃটিস দ্বীপের রাজগণের গুণকীর্ত্তন,ইংরেজ রাজপুত্র আলবার্ট এডয়ার্ডের আশীর্ব্বাদ ও স্তুতিবাদন, ও এদেশীয় ইংরেজ শাসনকর্ত্তাদিগের কর্ম্মকার্য্য দেখিয়া যে ইংরেজ শাসন প্রণালীর সহিত আমাদিগের পরিচয় হইয়াছে, সেই শাসনপ্রণালীর অঙ্গবিশেষস্বরূপ মহারাজ্ঞীকে ঈশ্বর সম্বোধনের অব্যবহিত পরক্ষণেই মাতৃ সম্বোধন করিয়া "রক্ষা কর" ইত্যাদি শব্দ সহকারে স্তুতি করা, কতদূর রুচিকর হইয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। বোধ হয় দেশীয় অনেক লোকেরই রুচি এবিষয়ে গ্রন্থকারের রুচির বিপরীত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ। সংস্কৃত শ্লোকগুলিতে গীতের সুর সন্নিবেশ না করিয়া কথকতার সুর সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ, গীতে যেরূপ ধুয়া, অন্তরা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ থাকে, এই সমুদয় শ্লোকের তদ্রূপ পৃথক পৃথক্ অঙ্গ নাই; তবে যত্ন করিলে এই সমুদয় শ্লোকের ঐরূপ অঙ্গ গঠিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেটি কষ্টসাধ্য এবং তদ্রূপ করিলে যে সুর ও তাল দেওয়া হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ রূপান্তর হয়। আমাদিগের বিবেচনায় যদি প্রাচীন প্রসিদ্ধ গানগুলির সুর ও তালযুক্ত গীত এই সকল পুস্তকে প্রকাশিত হইত এবং পরিচয়ার্থ তৎসমুদয়ের উল্লেখ থাকিত তাহা হইলে উপরিউক্ত উদ্দেশ্য গুলি অধিকতর সুষ্ঠুরূপে সংসাধিত হইত। অন্য উদ্দেশ্যের সহিত আমাদিগের কথার কোন সম্পর্ক নাই, কেবল সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যচয় লক্ষ্য করিয়াই আমরা এইরূপ বলিলাম।

তৃতীয়তঃ। যে নিয়মে সঙ্গীত গুলি ইংরেজী স্বরলিপিতে লেখা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের গুরুতর সংশয় আছে সুরের ঐক্য, অনৈক্য, ও উৎপাদনের সোপান ইত্যাদি বিষয় পদার্থ-গুণ-মূলক,সুতরাং তাহা বিজ্ঞান শাস্ত্রের কথা। এই হেতু তাহাতে সকল জাতিরই মতের একতা আছে। আমাদিগের শাস্ত্রে যেমন ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি সাতটি মূল সুর আছে ইউরোপীয় প্রণালীতেও সি,ডি, ই, এফ,জি, এ,বি, এই নামে সেই সাতটি সুরই অভিহিত হইয়াছে। কণ্ঠস্বর প্রকাশ করিবার জন্য আমাদিগের মধ্যে উদারা,মুদারা, তারা এই তিনটি গ্রামের ব্যবহার আছে। ইউরোপীয় প্রণালীতেও কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে বাস্ বা অতি নীচ, টিনর বা মধ্যম, ট্রিবল,

বা অতি উচ্চ, সাধারণত এই তিনটি গ্রামের ব্যবহার আছে। কিন্তু এই তিন গ্রামের মধ্যস্থিত সুর অর্থাৎ টিনর গ্রামের মধ্যস্থিত সুর (যাহাকে ইংরেজীতে সি মিডল কহে) ষড়জের সহিত ঐক্য হয়। এই হেতু উপরি উক্ত তিনটি ইংরেজী গ্রামের প্রত্যেকেরই সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নসুর পঞ্চম বা জি, এবং সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্বর মধ্যম বা এফ্। কিন্তু আমাদিগের নিয়মানুসারে উদারা মুদারা তারা ইহার প্রত্যেক গ্রামের নিম্নস্বর ষড়জ এবং উচ্চস্বর নিষাদ। যদি ষড়জ স্কেল পরিবর্ত্তন) না চ্চারণ করা যায়, তাহা তিনটি গ্রাম ইংরেজী হিত মিলে না। আর স্কেল সুরগুলির নামের ব্যত্যয় প অবস্থায় আমাদিগের রা এই তিনটি গ্রামের অন্তর্গত সুরগুলি ইংরেজী কোন্ কোন্ সুরের সহিত সমান জ্ঞান করিয়া, ইংরেজী নিয়মে দেশীয় সুর লেখা যাইবে তাহা স্থির করিতে গেলে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর মুদারার ষড়জ ইংরেজী টিনর বা মধ্যস্কেলের মধ্যস্থানীয় সি সুরের স্থলবর্ত্তী ধরিয়া লইয়াছেন, এবং তদনুসারে ইংরেজী ষ্টাফে সুর গুলি বিন্যস্ত করিয়াছেন। যদি ইংরেজীর নিয়মানুসারে ষ্টাফের চিহ্ন দেখিয়া হারমোনিয়ম প্রভৃতি ইংরেজী যন্ত্রে সুর গুলি বাজান যায়, তাহা হইলে ইংরেজী ট্রিবল অর্থাৎ উচ্চ স্কেলের সুরগুলিই অধিকাংশ বাজাইতে হয়। তাহার সমুদয় সুর বালক, স্ত্রীলোক বা বিশেষ কণ্ঠসাধনবিশিষ্ট গায়কদিগের কণ্ঠে ভিন্ন সাধারণ পুরুষের কণ্ঠে আসে না। অথচ সংস্কৃত বর্ণ দ্বারা সুরগুলি যেরূপ বিন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে অধিকাংশ সুর মুদারা গ্রামের অন্তর্গত রহিয়াছে। যদি সংস্কৃত বর্ণ অনুসারে কণ্ঠে স্বরগুলি উচ্চারণ করিয়া তাহার সহিত মিলাইয়া হারমোনিয়ম প্রভৃতি বাজান যায় তাহা হইলে টিনর ও বাস্কেলের সুরগুলিই অধিকাংশ ধ্বনিত হয়। অর্থাৎ ইংরেজী অংশে ট্রিবল স্কেলের যে চিহ্ন দিয়াছেন, তাহাতে সংস্কৃত স্বরলিপি অপেক্ষা এক গ্রাম উচ্চ সুর গুলিই বুঝায়। আমাদিগের স্থূল কথা এই বাম পৃষ্ঠে সংস্কৃতে যে সুরগুলি বিন্যস্ত করা হইয়াছে, দক্ষিণ পৃষ্ঠে ইংরেজীতে তাহার একগ্রাম উচ্চ সুর লিখিত হইয়াছে। যদি বলা যায় যে ট্রিবল স্কেলের সুরগুলি ও তাহার নিম্নস্থ লেজার লাইনস্থিত দুইটী সুর বাস্তবিক মুদারা ও তারা গ্রাম ব্যক্ত করে; অর্থাৎ ইংরেজী সি মিডলের সহিত আমাদিগের মুদারার ষড়জ সমান ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তারা গ্রামের পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ ট্রিবল গ্রাম হইতেও উচ্চ হইয়া পড়ে। তাহা কাহারও কণ্ঠে আসিতে পারে কি না সন্দেহ; এবং বাস্ গ্রামের নিম্নস্থ

তিনটী স্বর অর্থাৎ নিষাদ, ধৈবত ও পঞ্চম উদারারও নিম্নস্থ গ্রামের অন্তর্গত হইয়া পড়ে।

চতুর্থতঃ—কোন্ রাগিনীতে কোন্ কোন্ স্বর লাগিবে, তদ্বিষয়ে গ্রন্থকার যাহা বলিবেন তৎসম্পর্কে কোন সন্দেহও মনে ধারণা করা অন্যব্যক্তি সম্বন্ধে ধৃষ্টতা। কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ লোক-দিগের মধ্যে এই বিষয়ে বহুল মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতভেদ প্রাচীন সঙ্গীতবিশারদ পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ থাকার ফল হইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের বোধ হয় ইহা এদেশীয় সাধারণ সঙ্গীতভক্ত লোকদিগের মধ্যে অধিকতর পরিমাণে সঙ্গীত শাস্ত্র অর্থাৎ সঙ্গীতের ব্যাকরণের আলোচনা নাথাকারই ফল। এই সমস্ত বিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থকারগণ কে কিরূপ বলিয়া গিয়াছেন, প্রাচীন প্রসিদ্ধ গায়কদিগের মতামত বিষয়ে কোন জনশ্রুতি বা ইতিহাস আছে কি না, কিম্বা বর্ত্তমান কালের প্রধান প্রধান গায়কদিগের কিরূপ ব্যবহার, এই সমস্ত বিষয়ের আনুপূর্ব্বীক বিবরণ লিখিয়া শ্রীযুত শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর মহাশয় একখানা গ্রন্থ লিখিলে সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা সম্বন্ধে অসাধারণ উপকার হয়। আমরা তাঁহার লেখনী হইতে সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এইরূপ পুস্তক প্রাপ্ত হইবার আশা করি। যে পর্য্যন্ত এই প্রকার পুস্তক প্রকাশিত না হইবে তাবৎ আমাদিগকে বাধ্য হইয়া সাধারণ সঙ্গীতব্যবসায়ী লোকদিগের মুখে শুনিয়াই রাগ রাগিণীর পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইবে। তাহা কতদূর শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, মূল অনুসন্ধান করিয়া তাহার নিরূপণের ক্ষমতা সাধারণের থাকিবে না। সচরাচর যেরূপ শুনা যায় তাহাতে মূলতানীতে স্বভাবমধ্যমের পরিবর্ত্তে তীব্রমধ্যম, এবং ললিতে কোমল ধৈবতের পরিবর্ত্তে স্বভাবধৈবতের ব্যবহার অনেকের নিকট অসঙ্গত ও কিঞ্চিৎ শ্রুতিকটু বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এবিষয়ে, কি শুদ্ধ ও কি অশুদ্ধ তাহার জ্ঞান লাভ করা বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যন্ত দুষ্কর। তথাপি যে পর্য্যন্ত না শ্রীযুত শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের প্রকাশিত কোন পুস্তক পাঠদ্বারা, এবিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব কি তাহা জানিতে পারিব, সেই পর্য্যন্ত উপরিউক্ত প্রয়োগ গুলি সঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করিতে সহসা প্রবৃত্তি জন্মিবে না। পুস্তক দুই খানিতে অধিকাংশ প্রাচীন ও প্রধান প্রধান রাগরাগিণীগুলি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সুমিষ্ট তোড়ী এবং ইতরসাধারণ মনোলোভা লগ্নি পাইলে অনেকেই সুখী হইতেন।

পঞ্চমতঃ—সমালোচিত পুস্তক গুলিতে যে সমুদয় সুর দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক তাল বিভাগের স্থায়িত্বকালের চিহ্ন স্বরূপ $\frac{৯}{৮}$ $\frac{৮}{৮}$ $\frac{৬}{৮}$ বা $\frac{৮}{৪}$—দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কেবল ইংরেজীর নিয়মানুসারে সমকালস্থায়িত্বের নিয়ম মাত্র

প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন তালে গাওয়া যাইতে পারে। যথা $\frac{৮}{৮}$ চিহ্নযুক্ত স্বরগুলি মধ্যমান ও ধিমাতেতালা কিম্বা কাওয়ালী বা আড়াঠেকাতেও গাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তালে গাইতে হইলে প্রত্যেক তালাংশের অন্তর্গত বর্ণগুলির হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব কিরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়, অথবা প্রস্বন বা অভিঘাতের কিরূপ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয়, তাহার নিয়মগুলি উপযুক্ত চিহ্নদ্বারা প্রদ- ... র উক্ত দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের ... স্তকখানি বিশেষ কার্য্য- ... কার পুস্তকের ভূমিকা ... যে পদ্ধতি বর্ণনা করিয়া- ... কটি তালের স্বরূপ উ- ... হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে " যদিও ক্রন্ততেত্রিতালী এবং একতালার মাত্রার সংখ্যা, ঠুংরী ও চৌতালের মাত্রার সংখ্যায় সমান, তথাপি আঘাত ও বিরামের পার্থক্য হেতু সমান মাত্রাবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন তালের পার্থক্য জন্মিয়া থাকে "। আমাদিগের বিবেচনায় কেবল যে আঘাত ও বিরামের তারতম্যে পার্থক্য জন্মে এমত নহে। ভিন্ন ভিন্ন তালাংশের অন্তর্গত বর্ণগুলির স্থায়িকালের সমষ্টি ঠিক থাকিয়া, তাহাদিগের আপেক্ষিক (অর্থাৎ পরস্পরের সহিত তুলনায়) হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্বেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, পুস্তকোল্লিখিত স্বর গুলিতে ভূমিকার প্রদর্শিত তাল এবং চিহ্ন সমুদয় নিবেশিত করিলে, পাঠকগণের নিকট সঙ্গীতসমালোচনা সম্বন্ধে এই পুস্তক গুলির অধিকতর উপযোগিতা হইত।

ষষ্ঠতঃ। যখন এই গ্রন্থ কথানির সর্ব্বত্রই নূতন শ্লোকের সন্নিবেশ দৃষ্ট হইতেছে, তখন আমাদিগের বিবেচনায় গ্রন্থকার মহোদয়ের এইরূপ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ছিল যে, ইহার কোন শ্লোক পাঠ করিবার সময়ে পুরাতন কোন শ্লোক যেন সহসা পাঠকের স্মৃতিপথারূঢ় না হয়। প্রেম-পঞ্চাশতের কোন কোন শ্লোক আমাদিগের নিকট পুরাতন কবিতারই নূতনমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীত হইল।

প্রেম-পঞ্চাশতে আছে,—

যথাচ্ছিন্নং পদ্মং ত্যজতি ন পুনঃ
সৌরভং সুপ্রসিদ্ধং,
যথা দগ্ধং স্বর্ণং ত্যজতি ন পুনঃ
কান্ততাচোজ্জ্বলত্বং।
যথা খণ্ডীভূতং মধুতৃণমপি
স্বাদুতানোজ্জহাতি
স্বধর্ম্মঃ সম্পত্তৌ বিপদিচ তথা
ত্বাংত্যজেন্মাকদাচিৎ॥

মহানাটকে আছে,—

দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ
কাঞ্চনং কান্তবর্ণং
ছিন্নং ছিন্নং ত্যজতি ন পুনঃ
স্বাদুমাবিক্ষুদণ্ডং। ইত্যাদি।

আর একস্থলে রাজকুমারের বর্ণনায় এইরূপ আরম্ভ হইয়াছে,—

শ্রীমদ্ রাজকুমার তুণ্ড-কমলে
তে ভাতি বাণী সদা
দৃষ্ট্বৈ তৎ কমলা জগাম ভবতাং
গেহং বিচিত্রং মুদা।

কর্ণাট বর্ণনার এক স্থলেও ঠিক্ এই রূপে আরম্ভ হইয়াছে ;—

শ্রীমন্নাথ তবাননে ভগবতী
বাণী নরীনৃত্যতে।
তদ্দৃষ্ট্বা কমলা সমাগতবতী
লোলাপি বদ্ধ্বা গুণৈঃ॥ ইত্যাদি

সপ্তমতঃ। এই গ্রন্থনিচয়ে কালকুক্ষিনিহিত মুসলমান রাজ্যসম্বন্ধে স্থানে স্থানে যে সকল উক্তি করা হইয়াছে তাহা অনাবশ্যকরূপে প্রযুক্ত, অনেকস্থলে ইতিহাস-বিরুদ্ধ, এবং সত্য হইলেও উদারতার চক্ষে অপ্রিয়। যে মৃত, তাঁহার উপর আবার অকারণে খড়্গাঘাত কেন ?

যাহা হউক, উপসংহারে আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মতভেদের এত কথা সত্বেও রাজশ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ভারতের মৃতকল্প সঙ্গীতশাস্ত্রে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব সঞ্জীবনী শক্তি ঢালিয়া দিয়াছেন, এবং এই একটি কার্য্য দ্বারাই সর্ব্বত্র প্রথিতনামা এবং স্বদেশের পরিচয় ও গৌরবের স্থল হইয়াছেন। তাঁহাকে আমরা অভিনন্দন করি।— (দী)

নিশীথ চিন্তা।

দুঃখে সুখ।

" মৃগাতৃষ্ণিকার ফাঁদে
শুষ্ককণ্ঠে কেঁদে কেঁদে
—এখন পেয়েছি এক সুখের সদন। "

একবার ভাবি দুঃখই সুখ। নহিলে সমস্ত সংসারই দুঃখে দগ্ধ হইবে কেন ? দুঃখে পরিম্লান হয় নাই, এমন মুখচ্ছবি কোথায় ? আর, দুঃখের মুর্ম্মুরদাহনে জর্জ্জরিত হয় নাই, এমন হৃদয়ই বা কোথায় ?

যখন কোন জন-মানব-শূন্য প্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যস্থলে থাকি, এবং দূরে তরুরাজির শ্যামরেখা দর্শন করিয়া মৃগাতৃষ্ণিকাভ্রান্ত, তৃষাতুর কুরঙ্গের ন্যায় দেখিতে দেখিতে তাহার নিকটবর্ত্তী হই, তখন মনে করি যে, যে লোকালয় দূর হইতেই হৃদয়কে এত আনন্দিত করে, না জানি তাহাতে প্রবিষ্ট হইলে কত সুখেই সুখী হইব! কিন্তু হায়! যেই লোকালয়ে প্রথম পদ নিক্ষেপ করি, অমনি একে আর দেখিয়া শুম্ভিত হই; এবং কি ভাবিলাম, কি

হইল, ইহা চিন্তা করিয়া বিষাদে অবসন্ন হইয়া পড়ি। সেখানে কোথাও দারিদ্র্যের আর্ত্তনাদ, কোথাও শোকের করুণকণ্ঠ; কোথাও অপমানের অন্তরজ্বালা, কোথাও বিশ্বাসঘাতকতা কি প্রণয়ভঙ্গের মর্ম্মান্তিক বেদনা; কোথাও ভোগে অতৃপ্তি এবং অতৃপ্তিতে খেদ; কোথাও অভাবে আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষায় অচিকিৎস্য সন্তাপ। ইহা ভিন্ন লোকনিবাসে কোথায় কি শুনিয়াছি এবং কোথায় কবে কি দেখিতে পাইয়াছি? কি মণিমণ্ডিত স্বর্ণসিংহাসন, কি ধূলিধূষরিত তৃণশয্যা, সকল স্থলই অশ্রুজলে সমান অভিষিক্ত। কি প্রাসাদ, কি পর্ণকুটীর, সকল স্থানই দুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বাসে সমান আকুলিত!

"মর্ম্মরিলে তরুরাজি নৈশ সমীরণে,
আমি ভাবি, শুনি শাখী দুঃখ অভাগার,
নিঃশ্বাসিছে ধীরে ধীরে বিষাদিত মনে।
নিশির শিশির পড়ে, আমি ভাবি মনে,
কাঁদিছে নক্ষত্রাবলী দুঃখিত গগনে।"

অনেককে আপাততঃ দেখিয়া সুখী বলিয়া বোধ হয়, এবং অনেক স্থানকেও আপাততঃ দর্শনে সুখেরই বিলাসস্থান বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্তু কি পরিতাপের কথা! যখনই বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া, অভ্যন্তরে প্রবেশ করি, তখনই দেখি, তাদৃশ লোক এবং তাদৃশ স্থান শ্বেতমর্ম্মরখচিত সুন্দরদৃশ্য শ্মশানের মত;—উপরে হাস্যের আমোদলীলা, অন্তরে হাহাকার এবং অনুতাপ। কেহ দেখে না, কেহ জানিতে পায় না, অথচ সেই অগ্নি অহর্নিশ জ্বলিতেছে। যে দুঃখ রোদনধ্বনিতে পরিস্ফুট হয়, তাহা আর কিসের দুঃখ? যে বেদনা বাষ্পবারিতে বিধৌত হইয়া যায়, তাহা আবার কিসের বেদনা? প্রকৃত দুঃখ এবং প্রকৃত বেদনা বিষদিগ্ধ শলাকার ন্যায় মনুষ্যের মর্ম্মস্থানে লাগিয়া থাকে; এবং সে যতই উহার তীব্রতা ও প্রগাঢ়তা অনুভব করে, ততই উহাকে অশেষবিধ যত্ন করিয়া একবারে আত্মার অন্তস্তলে নিয়া লুকাইয়া রাখে। মনুষ্য প্রমোদচ্ছলে, প্রণয়প্রসঙ্গে, কি পরকীয় স্নেহ মমতার প্রত্যাশায় যে দুঃখ প্রকাশ করে, তাহা লঘু দুঃখ। তাহা ভাষায় পরিব্যক্ত হয়। তাহা বলিবার সময় অস্থি পঞ্জর বিদীর্ণ হয় না, এবং আত্মাও জীবনেই মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করে না। কিন্তু মনুষ্যের মজ্জাগত দুঃখ-শিখা সকল সময়েই লোকচক্ষুর অগোচরে রহে। যদি কেহ তাহা কোন মতে দেখিতে পায়, তাহা হইলে দুঃখের উপর ক্রোধের জ্বালা সে দুঃখকে দ্বিগুণতর অসহ্য করিয়া তুলে। অহো! কি কপটতা! কি ভয়ানক লাঞ্ছনা!

যাহা প্রচলিত ভাষায় মনুষ্যের সুখ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, তাহাও কি দুঃখসম্পর্কশূন্য? কে যেন এই অন্ধকারের মধ্যে সমীরণের ধীরবাহি করুণনিঃস্বনে আমায় উপদেশ করিতেছে,—না। যে সকল পশুপ্রবৃত্তি কর্ত্তৃক মনুষ্য অহোরাত্র প্রণোদিত হইতেছে, তৎসমুদয়ের পরিতৃ-

প্তিতে সামান্যতঃ এক প্রকার সুখ জন্মে বটে। ক্ষুধার সময় অন্ন পাইলেই সুখ; তৃষ্ণার সময় জল পান করিতে পাইলেই সুখ; এবং যখন নিদ্রার সেই চিরস্পৃহনীয় আলস্যে অভিভূত হইয়া পড়ি, তখন কাহারও দ্বারা উৎপীড়িত না হইয়া, কোন এক স্থানে যথেচ্ছ নিদ্রা ভোগ করিতে পাইলে, সেও নিঃসন্দেহ এক প্রকার সুখ। কিন্তু এই পাশবসুখের নিম্নগ্রাম অতিক্রম করিয়া, মানুষসুখের সেই উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিলেই, দেখিতে পাই যে, মনুষ্যের কোন সুখই নিরবচ্ছিন্ন সুখ নহে। যে তৃপ্তিতে যতটুকু আনন্দ, তাহাতেই আবার ততটুকু নিরানন্দ। আশা যখন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, স্মৃতি তখন বৃশ্চিকের মত দংশন করে; এবং স্মৃতি যখন পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটুকু সুখী হইতে ইচ্ছা করে, বর্ত্তমানক্ষণের অবশ্যভোগ্য, অপরিত্যাজ্য যন্ত্রণারাশি তখন উহার সকল সুখেই দুঃখের গরল মাখিয়া দিতে থাকে।

প্রেমিকের বিশ্বাস প্রেমে সুখ, কবির বিশ্বাস কল্পনায় সুখ; আর সাধকের বিশ্বাস সাধনায় সুখ। কিন্তু কি প্রেমিক, কি কবি, কি সাধক, ইহার কেহই কোন দিন দগ্ধ দগ্ধ না হইয়া সুখী হইতে পারেন নাই; এবং ইহাঁরা সুখী হইয়াও কেহ কোন দিন দুঃখের প্রবলদাহ হইতে অব্যাহতি পান নাই। যে সকল রাগিণী প্রমোদতরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়, এবং নর্ত্তকীর মত তালে তালে নৃত্য করে, কি প্রেমের প্রিয় আরাধনা, কি কবির কল্পনা, কি সাধনার গম্ভীর চিন্তা ইহার, কিছুই তদ্দ্বারা প্রবাহিত হয় না। পক্ষান্তরে, যে সকল রাগিণী প্রেমিক, কবি, কি সাধকের হৃদয়গহ্বরনিহিত গাঢ়তর সুখের ভার বহন করিয়া মন্থরগতিতে চলিতে থাকে, তন্তাবতই মনুষ্য-জগতের বিলাপধ্বনির মত শ্রূয়মান হয়। মনুষ্য সুখপূর্ণ হৃদয়ে সুখের গীত গান করে, তথাপি শ্রোতার চিত্ত কি এক অনির্ব্বচনীয় দুঃখে পরিপ্লুত হইয়া ক্ষণে স্ফীত ও ক্ষণে বিদীর্ণ হয়।

কিন্তু মনুষ্যের সুখ যদি দুঃখের সম্পর্কশূন্য না হয়, মনুষ্যের দুঃখও একবারে সুখশূন্য নহে। সুখে যেমন দুঃখ আছে, দুঃখেতেও তেমন সুখ আছে; আর আমার মন, আমার এই কঠিন প্রাণ ঐরূপ দগ্ধ, ও নীরস, ও কঠোর সুখকেই ভাল বাসে।

সুখে যে সুখ সে তরল, সে চঞ্চল, সে জ্যোৎস্নার মত ক্ষণস্থায়ি, পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মত টল টল, প্রভাতপদ্মের লাবণ্যের মত লজ্জাভয়ে জড় সড়। আর দুঃখে যে সুখ, সে অন্ধকারের ন্যায় গাঢ়, সাগরজলের ন্যায় গম্ভীর, সমাধিমন্দিরের ন্যায় স্থির ও নির্ভীক, এবং ভূতলন্যস্ত পাষাণখণ্ডের ন্যায় নীরক্ত ও নীরব। যে সুখে সুখী সে সংসারের নিকট ঋণী;— সে যাহা পাইতে অধিকারী কি উপযুক্ত নহে, তাহা সে পাইয়াছে; সুখ তাহাকে পরাধীন ও পরপ্রত্যাশী করিয়াছে, তাহার

হৃদয় আপনার ভরে আপনি ঢুলিয়া পড়িয়াছে, সে ভোগের ভোগ্য হইয়া আপনাকে হারাইয়াছে। যে দুঃখে সুখী সে সংসারের নিকট অঋণী। সে যাহা পাইতে অধিকারী কি উপযুক্ত ছিল, তাহা সে পায় নাই; সে স্বাধীন, সে স্বতন্ত্র। তাহার হৃদয় শফরীর বিক্ষেপের ন্যায় চাপল্য দেখায় না, এবং তাহার অন্তরাত্মাও ক্ষণমুহূর্ত্তের জন্য দক্ষিণে কি বামে হেলিয়া পড়ে না। যে দান পাইয়া প্রতিদান করে, সে সুখী হইলেও অভিমানী নহে; তাহার অভিমানী হইবার অধিকার নাই। সে কৃতজ্ঞ মাত্র। কিন্তু যে নিয়ত দান করে, অথচ প্রতিদানে কিছুই পায় না, মুক্ত হস্তে বিলাইয়া দেয়, অথচ জগতের নিকট কোন দিন কিছু পায় নাই বলিয়াই আর কোনরূপ প্রত্যাশা রাখে না, সে অকৃতজ্ঞ হইলেও অভিমানে অটল রহিবার উপযুক্ত;—অতএব দুঃখে আকণ্ঠ নিমগ্ন রহিলেও সুখী। তাহার মস্তকের উপর ঝটিকার পর ঝটিকা বহিয়া যায়, তাহার হৃদয়ের দাবানল দিনে নিশীথে সমানভাবে ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিতে থাকে, নিদ্রা তাহার চক্ষুকে পরিত্যাগ করে, শান্তি তাহা হইতে সশঙ্কভাবে দূরে রহে, প্রীতি এবং কোমলতা তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া বসে, তথাপি তাহার সুখ। কারণ সে কিছুই পায় নাই বলিয়া অভিমানের আশ্রয় পাইয়াছে, এবং সে দুঃখে সুখী।

শকুন্তলা কখন সুখে ছিলেন? কণ্বের কুসুমাস্তীর্ণ তপোবনে, না কশ্যপের আশ্রমে? আমার হৃদয় সখি-সমাবৃতা, প্রিয়-সম্ভাষণ-পুলকিতা আনন্দঢুলিতা শকুন্তলা অপেক্ষা, অবহেলিতা, প্রবঞ্চিতা, অন্যায়তঃ প্রত্যাখ্যাতা তপস্বিনী শকুন্তলাকেই অধিকতর সুখী বলিয়া হিংসা করে। জানকী যদি কখনও সুখী হইয়া থাকেন, তবে সে বাল্মীকির পুণ্য নিকেতনে। এই অবনীতলে অনন্তকোটি অবলা প্রেমের নাম গন্ধ কিছুই না জানিয়া পতিসহবাসে ভোগে সুখে রহিল, এবং যিনি জগতে দাম্পত্য-প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন, জগতের বিচারে তিনি পতিসহবাসে বঞ্চিতা, কলঙ্কিতা এবং অশেষ প্রকারে অবমানিতা হইয়া পরিশেষে জটাচীরধারিণী বনবাসিনী হইলেন। আর রাম? রামেরও এই সুখ যে, তিনি প্রাণশূন্য প্রজাপুঞ্জের জন্য আপনার অমূল্য, অমৃততুল্য প্রাণ এবং প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকেও অকাতরে বিসর্জ্জন করিলেন।

হেনরী আর এনাবোলিন! আমি আমার এই দিব্য চক্ষে তোমাদিগকেও এইক্ষণ এই নৈশনিস্তব্ধতার মধ্যে দর্শন করিতেছি;—তুমি হেনরী! বিলাসিনীর কোমল বাহুবল্লীতে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ-ভোগ্য পুষ্পশয্যায় কিরূপ বিলুণ্ঠিত হইতেছ, আমি তাহা দেখিতে পাইতেছি; আর রাজমহিষি এনাবোলিন! তুমি আজ বিনা দোষে বিনা অপরাধে বধকাষ্ঠে সমারূঢ়া হইয়া অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় কিরূপ অপূর্ব্ব শোভায় শোভিতা হইয়াছ

তাহাও আমি প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি। আমি তোমায় সুখী বলিব, না তোমার সকল নিগ্রহের নিদান ঐ রাজকুলকলঙ্ক দুরাত্মা হেনরীকেই সুখী বলিয়া নির্দ্দেশ করিব? যদি সুখ কিছু থাকে, তবে তাহা তোমার। আমার অন্তরাত্মা, অস্ফুট অথচ আতঙ্কজনক গভীর স্বরে তোমাকে এবং তোমার মত ব্যক্তিদিগকেই সুখী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। তোমরা দুঃখে সুখী, তোমরা দেবতা, তোমরা পবিত্র। মনুষ্যের হৃদয় উপদিষ্ট না হইয়াও তোমাদিগের পদারবিন্দে প্রণত হয়, মনুষ্যের সহানুভূতি যুগ যুগ ভরিয়াই তোমাদিগের স্তুতি-গীত গান করে। আমি যখন তোমাদিগের 'মলিন মুখচন্দ্রমা' ধ্যান করিতে করিতে আত্মবিস্মৃত হই, যখন কল্পনার অক্লান্ত পক্ষে উড্ডীন হইয়া দিগ্ দিগন্তরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াই—এবং কখনও মেরী এণ্টোনেটের কারাবাসে প্রবেশ করিয়া অজস্র অশ্রুপাত করি—অথবা ক্রুস দণ্ডে খৃষ্টের সাক্ষাৎ শান্তিরূপিনী নির্ম্মলমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া অধীর হইয়া উঠি,—যখন দর্পের অবতার অদীনসত্ব দুর্য্যোধনের মুকুটিত মস্তকে ভীমকে পদাঘাত করিতে দেখি, অথবা দয়ার অবতার এবং অবনীর অলঙ্কার স্বরূপ সজ্জন কিংবা সরস্বতীর সাধক দিগকে সমাজে অশেষ প্রকারে নিগৃহীত এবং অন্নবস্ত্রের জন্যও লালায়িত হইতে দেখিয়া মরমে মরিয়া যাই, তখন আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে ইহাই উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকি যে,—দুঃখ তুমিই আমার সুখ। তুমি গরলাক্ত হইলেও আমার পক্ষে সুধারসাভিষিক্ত, তুমি কণ্টকময় হইলেও আমার নিকট কুসুম-কোমল। প্রাণের প্রাণস্বরূপ প্রিয়জনবিচ্ছেদে তোমায় আলিঙ্গন করিয়া শীতল হইব, শোকের নিদারুণসময়ে তোমাকেই বুকে করিয়া রাখিব এবং অপমানের তুষানল সদৃশ অসহ্য যন্ত্রনার সময়েও তোমাকেই হৃদয়ে পুষিয়া অভিমানের দুর্ভেদ্য বর্ম্মে আপনাকে আচ্ছাদিত করিব। তুমি অনল, আমায় তুমি শোধন কর; তুমি অপরিহার্য্য, আমায় তুমি আজীবনের জন্য আবরিয়া রাখ। তোমার প্রসাদে অন্ধকার আমার আলোক হউক, এবং অতৃপ্তিই আমার চক্ষে তৃপ্তির রমণীয় কান্তিতে বিরাজ করুক। এজগতে তুমি আমার এবং আমি তোমার। তোমার সহিত যে দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছি, ইহার বন্ধন কখনও শিথিল হইবে না। এই যে গভীরা নিশা, ত্রিভুবন নিদ্রাভিভূত, তরু লতা নিচয় নিস্তব্ধ, এবং জগতীর শ্বাস প্রশ্বাসও যেন নিরুদ্ধ, হে দুঃখ! হে দুর্ব্বলের বল, হে বিপন্নের সম্পদ, জ্ঞানের সহায়, সাহসের সঙ্গি, সাধনার সহচর, এবং অবান্ধবের চিরবান্ধব, তুমি ভিন্ন কে আমায় এসময়ে স্মরণ করিতেছে? কে আসিয়া এইক্ষণ 'আমার' হইয়াছে?

(উদাসীন।)

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। স্বপ্ন-প্রয়াণ। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।—ইহা একখানি অতি প্রশংসার্হ কাব্য। ইহার সবিস্তর সমালোচনা করাই আমাদিগের একান্ত অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থাদি নানাবিধ কারণে আমরা সে অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া সুবিজ্ঞ পাঠকসমাজ এবং গ্রন্থকার এই দুইয়েরই নিকট অপরাধী রহিলাম।

দর্শনশাস্ত্র সাধকের মত নির্ব্বিকারচিত্ত এবং তপোরত হইয়া শুধু সত্যেরই অনুসরণ করেন। আর, কাব্য সৌন্দর্য্য মাত্র লইয়াই চিরকাল আকুলিত রহেন। দর্শনে এবং কবিতায় বিরোধ না থাকিলেও এই জন্যই বিরোধ। দর্শনে কঠোর চিন্তা, কাব্যে কল্পনার কুসুমলীলা। দর্শনে ধ্যান, ধারণা এবং আত্মনিরোধ;—কাব্যে তরঙ্গভঙ্গি, রসের উচ্ছ্বাস, প্রবাহ, পরিপ্লাবন ও তটাভিঘাত। স্বপ্নপ্রয়াণে এই উভয়ই দৃষ্ট হইতেছে;—ইহাতে দর্শন এবং কাব্য মিলিত হইয়াছে। আমরা তত্ত্ববিদ্যার রচয়িতা দ্বিজেন্দ্র বাবুকে এত দিন একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলিয়া জানিতাম, এইক্ষণ হইতে স্বপ্নপ্রয়াণ-প্রণেতা দ্বিজেন্দ্রনাথকে একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিব। তাঁহা দ্বারা বঙ্গীয় দর্শনশাস্ত্র এবং বঙ্গীয় কবিতা উভয়ই অলঙ্কৃত হইল। তাষা কখনও কিঞ্চিৎ জটিল এবং কখনও কিঞ্চিৎ কর্কশ হইয়া থাকিলেও, তাঁহার এই স্বপ্নপ্রয়াণে এক একটি পংক্তি এমন সুন্দর যে, একবার মাত্র পাঠ করিলেই উহা চিরদিনের জন্য হৃদয়ে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার প্রথম সর্গের এক স্থানে আছে,—

‘ অশ্ব তেজে ভরা
মৃদুহস্তে মরা,
চাকরের কাছে আর দর্প খাটে কার। ’

যাঁহারা মনোযোগ সহকারে এই কাব্যখানির আদ্যোপান্ত পড়িবেন, তাঁহারা এইরূপ কবিতা এবং এইরূপ ভাব, এবং স্থানে স্থানে ইহা অপেক্ষাও গাঁথনির নৈপুণ্য এবং ভাবের মাধুর্য্য দেখিয়া পুলকিত হইবেন। বস্তুতঃ স্বপ্নপ্রয়াণ এক নূতন পদার্থ; ইহার সমধিক সম্মান না হইলে দেশের নিন্দা হইবে।

২। কুসুম-কলাপ। মৈমনসিংহ ভারতমিহিরযন্ত্রে শ্রীযদুনাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।—এইক্ষণকার দিনে কাব্য হইলেই কুসুম, এবং কুসুম হইলেই কাব্য। বঙ্গীয় সাহিত্য-উদ্যানে কাব্যের এত ‘ কুসুম ’ প্রস্ফুটিত হইয়াছে যে, পাঠকরূপ ভৃঙ্গবৃন্দ নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়াও সকল ফুলে মধু পান করিতে পারেন না, এবং সমালোচকরূপ ভেকবৃন্দ নিরন্তর মক্ মক্ করিয়াও

অদৃষ্টের শাসন অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না। যাহা হউক, আমরা কুসুমকলাপের এখানে ওখানে দুই একটি কোমল কুসুম দেখিয়া কিঞ্চিৎ সুখী হইলাম। লেখা স্পষ্টতঃই বালকের বলিয়া বোধ হইল। বালকেরা একটুকু অপেক্ষা করিয়া 'গ্রন্থকার' হইলেই কি ভাল হয় না ?

৩। বিলাপ-মঞ্জরী। শ্রীনবীনচন্দ্র কর্ম্মকার প্রণীত।—এখানিও কাব্য বলিয়াই প্রকাশিত; কিন্তু আমরা ঈদৃশ কাব্যের দোষ গুণ বিচারে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। এক ব্যাকরণজ্ঞানশূন্য নৈয়ায়িক ক্রোধ করিয়া বলিয়াছেন,—"অস্মাকীনাং নৈয়ায়িকানাং অর্থনি তাৎপর্য্যঃ, শব্দনি কোশ্চিন্তা"। যদি 'কবি' মহোদয়েরাও ক্রোধ করিয়া এইরূপ বলেন যে,—"অস্মাকীনাং কবীন্দ্রানাং শব্দনি তাৎপর্য্যঃ অর্থনি কোশ্চিন্তা" তবে আমরা নিরুপায়। বিলাপমঞ্জরীর রচয়িতা যে ভাবে বিলাপ করিয়াছেন,তাহার অর্থ সংগ্রহ করাই অনেক স্থলে আমাদিগের পক্ষে কঠিন ব্যাপার। আমরা নমুনার জন্য একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।—

"এক ছিল লঙ্কানাথ দেখ তার দশা।
শেষে হৈল লঙ্কানাথ পাপে পুরি রসা॥"

গ্রন্থকার নিম্নে টীকায় লিখিয়া দিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পংক্তির 'লঙ্কানাথ' শব্দের অর্থ—'লঙ্কার অনাথ' এবং 'রসা' শব্দের অর্থ 'পৃথ্বী'। এই গ্রন্থে এইরূপ আদ্যযমক, মধ্য যমক এবং অন্ত্য যমকের অভাব নাই। আমরা যদি কবি হইতাম, তবে এই কাব্যের সমালোচনায় এইরূপ কবিতা লিখিতাম,—

যেদিকে ফিরাই আঁখি,সেদিকে যমক দেখি,
যমকে চমকি উঠে প্রাণ ! ! !

আমাদিগের পাঠকবর্গের মধ্যে, যাঁহাদিগের যমক-পিপাশা অত্যন্ত বলবতী, তাঁহাদিগের পরিতৃপ্তির জন্য আরও একটি কবিতা তুলিয়া দিব।

"তার অঙ্গ পরশিবে ওরে মন ! যদি।
পরশিবে পরশিবে নারে সে অবধি॥"

টীকায় তৃতীয় 'পরশিবে' শব্দের অর্থ পরম মঙ্গল; আর দুই পরশিবের অর্থ লেখা নাই। আমাদিগের বিবেচনায় মল্লিনাথের প্রণালীতে সমগ্র কাব্যখানির অর্থ-বিবৃতি হইলেই ভাল হইত।

৪। নীতিপাঠ। প্রথমভাগ।—এখানিও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকার কর্তৃক প্রণীত। কিন্তু আমরা দৃঢ়তাসহকারে নির্দ্দেশ করিতে পারি যে,এখানি যমক-শূন্য এবং বিলাপ-মঞ্জরী অপেক্ষা সহজবোধ্য। তবে বালকের সুপাঠ্য কি না, তাহা সন্দেহের কথা

৫। মনোরঞ্জিকা। শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় প্রণীত।—এখানি বিলাপ-মঞ্জরী অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, ইহার কোন কোন স্থান 'কুসুম-কলাপ' অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। কিন্তু ইহার কোথাও কবিত্ব নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, যাঁহারা এদেশে কবিকীর্ত্তি লাভ করিতে চান, তাঁহাদিগের অনেকেই কবিত্ব কাহাকে বলে তাহা বু-

হেন না। আমরা বান্ধব; গুণানুকীর্ত্তন করিতে পাইলেই সুখী হইয়া থাকি। তথাপি যে বাধ্য হইয়া নিন্দা করি, সে কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, আর কর্ত্তব্যের অনুরোধে।

৬। বৈদেহী-বৈধব্য-কাব্য। শ্রীঅনাথ বন্ধু রায় প্রণীত।—আমরা এখানি পড়িয়া অপেক্ষাকৃত প্রীত হইয়াছি। রামের সহিত কুশীলবের যুদ্ধ নিতান্ত পুরাণ কাহিনী হইয়াও যে বিরক্তি জন্মায় নাই, ইহা প্রশংসার কথা। আমরা গ্রন্থকারকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি, তিনি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ সময়ে ইহার আরম্ভ হইতে " সিত দিশা গত নিশা "— " চিতে ভুষা করি উষা " ইত্যাদি পংক্তি গুলি ফেলিয়া দিবেন। ঐ পংক্তিনিচয় এই কাব্যখানির কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

৭। জেলদর্পণ নাটক। শ্রীদক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।—যখন এদেশের অধিকাংশ নাটককারই কাব্যের প্রকৃত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, সমাজ, রাজনীতি, ডাক্তারি, মাষ্টারি, ওকালতি,দোকানদারি, এবং ধর্ম্মপ্রচারাদি বিষয়ে নাটক লিখিতেছেন, তখন একা দক্ষিণা বাবুকে আর কি বলিয়া নিন্দা করিব? বরং তাঁহাকে এইজন্য ধন্যবাদ দি যে, তিনিই প্রথমে বঙ্গীয় কারাগৃহরূপ দুর্গন্ধময় নরকের গভীর অন্ধকারে একটুকু আলোক ফেলিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। তাঁহার লেখা প্রগাঢ় না হইলেও অনেক স্থলে প্রীতিকর, পরিপক্ক ও পরিমার্জ্জিত না হইলেও কিয়ৎপরিমাণে উদ্দীপক;—সুতরাং তদীয় উদ্দেশ্যসাধনে অনুকূল।

৮। হিতোপাখ্যান-মালা। দ্বিতীয় ভাগ। পারস্য পুস্তক বুস্তাঁ হইতে সংকলিত।—সেখ সাদির গোলেস্তাঁ এবং বুস্তাঁ পারস্য ভাষার কণ্ঠমালায় দুইটি অমূল্য মণি। এই গ্রন্থদ্বয় যেমন বালকের পাঠ্য, তেমন বৃদ্ধেরও আদরণীয়। বাঙ্গালায় এই দুখানিরই আক্ষরিক অনুবাদ দেখিলে আমরা সুখী হইতাম। হিতোপাখ্যান-মালা অনুবাদ বটে,কিন্তু আক্ষরিক নহে। লেখক ইচ্ছা করিয়াই অনেক স্থলে,মূল হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। ইহা না করিলে ভাল হইত। তাঁহার এই উদ্যম সাধারণের হিতকর।

৯। সচিত্র একাধিক সহস্র রজনী। ইব্রাহিরাহিম ও জেমিলের উপাখ্যান। গুপ্ত প্রেস,কলিকাতা।—আরব্য উপন্যাসের যে সকল অনুবাদ দেখিয়াছি,তন্মধ্যে এখানিই সমধিক প্রশংসনীয় বোধ হইল। ভাবও অবিকৃত রহিয়াছে,অথচ ভাষাও মনোজ্ঞ হইয়াছে। ইহার মুদ্রাঙ্কণ এবং চিত্রগুলিও প্রকাশকের যশস্কর।

১০। ভারত-সুহৃদ। মাসিক পত্র ও সমালোচন। ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত। আমরা এই অভিনব পত্রিকাখানি দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলাম। ইহার লেখা প্রাঞ্জল। কএকটি প্রবন্ধ সুখপাঠ্য ও আশাপ্রদ। আমরা ভরসা করি এখানি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বনামের সার্থকতা সাধনে যত্নশীল রহিবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

বিদেশীয় ১২৮১ সন।

শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র মজুমদার,
লাহোর। ১৸৵০

〃 〃 আনন্দচন্দ্র নন্দী, কালীগচ্ছ ১।৵০

〃 〃 ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়
কৃষ্ণনগর। ১৸৵০

〃 〃 কৈলাসচন্দ্রচক্রবর্ত্তী,
বরিশাল। ১৸৵০

〃 〃 ভূতনাথ হাজরা, বর্দ্ধমান ১৸৵০

〃 〃 দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য,
কুঁচবেহার। ১৸৵০

〃 〃 কালীকুমার বসু, হাটহাজারী ১৸৵০

〃 〃 চন্দ্রকুমার রায়, নোয়াখালী ১।৵০

〃 〃 দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বর্দ্ধমান। ১৸৵০

রাজশ্রী শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর
কলিকাতা। ১।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী
দাঁতুন। ১৸৵০

〃 〃 ত্রৈলোক্যনাথ বসু, ত্রিহুত। ১৸৵০

〃 〃 রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী
মুরসীদাবাদ। ১।৵

〃 〃 মুকুন্দ সেন, ঐ ১।৵০

স্থানীয় ১২৮২ সন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকামোহন বসাক ১॥০

〃 〃 রামচন্দ্র সরকার ১॥০

শ্রীযুক্ত বাবু মথুরা নাথ দাস। ১॥০

〃 〃 যোগেন্দ্রমোহন রায় ১৸৵০

〃 〃 লক্ষ্মীকান্ত দাস। ১॥০

〃 〃 শারদা কুমার রায়। ১॥০

〃 〃 নন্দকুমার বসু। ॥০

〃 〃 বিপিন বিহারী সেন। ১৲

〃 〃 রজনীকান্ত চৌধুরী। ১॥০

〃 〃 গিরিশচন্দ্র দাস। ১॥০

শ্রীযুক্তা বিবি আমিরন্নেচ্ছা খাতুন ১৲

শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু চন্দ। ।০

বিদেশীয় ১২৮২ সন।

〃 〃 বিহঙ্গনাথ দাস, গয়া। ১৸৵০

〃 〃 রাধিকানাথ মুখোপাধ্যায়
হোসাঙ্গাবাদ। ১॥৵০

〃 〃 মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
ময়মনসিংহ। ১৸৵০

〃 〃 দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা। ১৸৵০

〃 〃 কালীদাস রায়, গাইবান্ধা,
রঙ্গপুর। ১৸৵০

〃 〃 মদনমোহন পালিত
মানিকগঞ্জ। ১৸৵

〃 〃 অম্বিকাচরণ সরকার
ব[illegible]। ১৸৵০

〃 〃 শরচ্চন্দ্র রায়, আ[illegible]ঢাকা ১৸৵

〃 〃 রজনীকান্ত সেন, [illegible]। ১৲

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সেন বরিশাল। ১।৵০
" " নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ ১৲
" " হরমোহন বসু, ময়মনসিংহ ২।৵০
" " রেবতীমোহন নন্দী ঝিনাইদহ। ২।৵০
" " বসন্তলাল দত্ত, যশোহর। ২।৵০
" " আদিত্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নোয়াখালী। ১৸৵০
" " আনন্দচন্দ্র নন্দী কালীগচ্ছ ১॥৵
" " যোগেন্দ্রনাথ রায় ধাত্রীগ্রাম ১৸০
" " শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী কাছাড় ২।৵০
" গোলামালী চৌধুরী ছাটুরিয়া ২।৵০
" " দুর্গামোহন রায় জপসা, ফরিদপুর ১৸/০
" " শারদানন্দ দত্ত,আজিজপুর ১৸৵০
" " কাশীনাথ মজুমদার, শ্রীহট্ট ২।৵০
" " জানকীনাথ মত্ত, শ্রীরামপুর ১৵০
" " হরচন্দ্র চৌধুরী সেরপুর, ময়মনসিংহ। ১৸৵০
" " শশিভূষণ সেন দিনাজপুর ১৸৵০
" " আনন্দমোহন চৌধুরি ঐ ১৸৵০
" " নিলমণি পাল ঐ ১।০
" " কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বরিশাল। ২।৵০
[illegible] বসু, ঐ ২।৵০
[illegible] দাস, ঐ। ২।৵০
[illegible] দাস, ঐ। ২।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু সেন, বরিশাল ১৸৵০
" " দ্বারিকানাথ দত্ত, ঐ। ১৸৵০
" " প্যারীলাল রায়, ঐ। ১৸৵০
" " রজনীকান্ত ঘোষ, ঐ। ১৸৵০
" " উমেশচন্দ্র সেন, ঐ। ১৸৵০
" " রজনীনাথ ঘোষ, ঐ। ১৸৵০
" " রাজকুমার সেন, ঐ। ১৸৵০
" " ললিতচন্দ্র মজুমদার সন্তোষ, ময়মনসিংহ। ২।৵০
" " দীননাথ সাহা, আশাম। ৸৶১০
" " কৃষ্ণকুমার সেন, ঐ ২।৵০
" " অন্নদাপ্রসাদ রায় কাশীমবাজার, বহরমপুর ২।৵০
" " অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ২।৵০
" " ভৈরবচন্দ্র দাস,হোসেনপুর ২।৵০
" " অদ্যোতচরণ শর্ম্মা, শ্রীহট্ট ২।৵০
" " প্রসন্নকুমার রায় ডায়মণ্ডহারবার, ২৪পঃ ২।৵০
" " হরিনাথ রায়, কুবাজপুর ১৲
" " মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নর্ম্মালস্কুল, ময়মনসিংহ ১৸৵০
" " মহেশচন্দ্র বসু, বুড়ীরহাট ১৸৵০
" " রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব দিনাজপুর ১৸৵০
" " গিরীশচন্দ্র ঘোষ, পাবলীক লাইব্রেরী, রঙ্গপুর ২।৵০
" " দীনবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় বাঁকিপুর ২।৵০
" " গুরুপ্রসাদ সেন ঐ ২।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার
বারাদিয়া, ঢাকা ২।৶৹
" " প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়
নড়াইল, যশোহর ১৸৶৹
" " রামলাল রায়, ঐ ১৸৶৹
" " গদাধরমিত্র, ঐ ১৸৶৹
" " কৈলাসচন্দ্র মজুমদার, ঐ ২৲
" " বৈকুণ্ঠচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গৌরনদী। ১৸৹
" " কালীনাথ রায়
নবাবগঞ্জ, মালদহ। ২।৶৹
" " উমেশচন্দ্র রায় ২।৶৹
" " ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
এলাজা, ময়মনসিংহ ২।৶৹
" " প্রভাতচন্দ্র সেন
জামালপুর, ঐ ২।৶৹
" " ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
তন্তর, ঢাকা ।৶৹
" " ধর্ম্ম নারায়ণ দাস
বালাগ্রাম, রঙ্গপুর। ১৸৶৹
" " ভূতনাথ হাজরা, বর্দ্ধমান ৶৹
" " শশী ভূষণ গুহ, মানিকগঞ্জ ২।৶৹
" " মহিম চন্দ্র সেন, ঐ ২।৶৹
" " চণ্ডি চরণ সেন, ঐ ২।৶৹
" " প্রসন্ন কুমার সেন, ঐ ২।৶৹
" " মথুরা মহোন ঘোষ, ঐ ২।৶৹
" " প্রসন্ন কুমার সেন
কীর্ত্তিপাশা, বরিশাল। ১৸৶৹
" " দীন বন্ধু ভট্টাচার্য্য
কুচবেহার ২।৶৹

শ্রীযুক্ত বাবু বসন্ত কুমার মিত্র
, রাজঘাট, যশোহর ১৸৶৹
" " কালী কুমার বসু
হাট হাজারী, চট্টগ্রাম ২।৶৹
" " দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়,
বর্দ্ধমান। ১৸৶৹
" " মহেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী
দাঁতুন। ২।৶৹
রাজশ্রী শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর,
কলিকাতা। ১৸৶৹
শ্রীযুক্ত মাহাম্মুদ ওয়াজিজ,
বরিশাল। ১৸৶৹
শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দলাল রায়,
তাজহাট, রঙ্গপুর। ২।৶৹
" " উমেশচন্দ্র নিয়োগী,
কালীতলা, দিনাজপুর। ২।৶৹
" " দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী,
দীনহাটা। ২।৶৹
" " লক্ষ্মীকান্ত দাস, বিশ্বনাথ ২।৶৹
" " চন্দ্রকুমার রায়, নোয়াখালী ১৸৶৹
" " বিপিনবিহারী মল্লিক,
বসিরহাট, পুড়া। ১৲
" " বনওয়ারীচন্দ্র চৌধুরী,
কাকিনীয়া, রঙ্গপুর। ২।৶৹
" " প্রেমচাঁদ পাল, তমলুক। ২।৶৹
" " সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য,
মেরতলা, বর্দ্ধমান। ১৸৶৹
" " ব্রজেন্দ্রকুমার রায়,
বালিয়াটী। ২।৶৹
" " উমেশচন্দ্র রায়, ত্রিহুত। ২৲

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ত্রিহুত। ২।৶০
' ' পূর্ণচন্দ্র মিত্র, ঐ ২।৶০
' ' উমাচরণ মজুমদার, ঐ ২৲
' ' কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ ২।৶
' ' ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, ঐ ১৸৶০
' ' যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, ঐ ২।৶০
' ' রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ঐ ২।৶০
' ' ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, ঐ ২।৶০
' ' উদয়চন্দ্র পলিত, ঐ ২৲
' ' ত্রৈলোক্যনাথ বসু, ঐ ২।৶০
' ' বৈকুণ্ঠনাথ সেন, বহরমপুর ২।৶০
' ' গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ ২।৶০
' ' মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ ২।৶০
' ' মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঐ ২।৶০
' ' মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়, ঐ ২।৶০
' ' শালগ্রাম বর্ম্মণঃ, ঐ ১৸৶০
' ' ব্রজেন্দ্রকুমার রায়, ঐ ১৸৶০
' ' পূর্ণচন্দ্র দাস, ঐ ১৸৶০
' ' ক্ষেত্রনাথ রায়, ঐ ১৸৶০
' ' সারদাচরণ গাঙ্গুলি, ঐ ১।০

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ সেন, পটুয়াখালী, ১।০

স্থানীয়। ১২৮৩।

শ্রীযুক্তবাবু যোগেন্দ্রমোহন রায়, ৶০
' ' নন্দকুমার বসু, ॥০

বিদেশীয়। ১২৮৩।

শ্রীযুক্তবাবু দীনবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়,
বাঁকিপুর। ৶০
' ' গুরুপ্রসাদ সেন, ঐ ৶০
' ' কাশীনাথ রায়,
নবাবগঞ্জ, মালদহ। ॥৶০
' ' বিহঙ্গনাথ দাস, গয়া। ১৲
' ' ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
এলাসিন, ময়মনসিংহ। ॥৶০
' ' মহেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, দাঁতুন ৸০
' ' গোবিন্দলাল রায়,
তাজহাট, রঙ্গপুর। ১৸৶০
' ' গুরুচরণ সেন, পটুয়াখালী। ॥৶০
' ' বদনচন্দ্র দাস, বাঁকিপুর,
পাটনা। ১৸৶০
' ' চন্দ্রকুমার রায়,
নোয়াখালী। ৫৶০

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বান্ধবের অনেক গ্রাহকের নিকট ১২৮১ সনের মূল্য ১৸৶০ এবং ১২৮২ সনের জন্য মূল্য ২।৶০ এই ৪।০ বাকী রহিয়াছে এবং অনেকের নিকট শুদ্ধ ১২৮২ মূল্য পাওনা আছে। তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে, তাঁহাদিগের স্মরণ হইতেছে না। আমরা ভরসা করি, তাঁহারা মূল্য পাঠাইতে আর বিলম্ব করিবেন না।

শ্রীআনন্দচন্দ্র রায়, কার্য্যাধ্যক্ষ।

মূল্য প্রাপ্তি।

বিদেশীয় ১২৮১ সন।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কাছাড় ১।৵০
‘ ‘ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহট্ট ১৸৵০
‘ ‘ উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় পটুয়াখালী ১৸৵০
‘ ‘ কালীনারায়ণ গুপ্ত ভাটপাড়া, ঢাকা ১।৵০
‘ ‘ এব্রাহিম হোসেন চৌধুরী সায়েস্তাবাদ ১৸৵০
‘ ‘ মহিমাচন্দ্র রায় বাউফল, বরিশাল ১৸৵০
‘ ‘ অমৃতলাল রায়, মানিকগঞ্জ ১৸৵০
‘ ‘ কালীদাস চক্রবর্ত্তী, সরবরী ১।৵০
‘ ‘ রাজা অযোধ্যালাল খাঁ মেদিনীপুর ১।৵০
‘ ‘ কুমার মহেন্দ্র নারায়ণ খাঁ ঐ ১।৵০
‘ ‘ উমাচরণ মন্না শুকলগাছা ১।৵০
‘ ‘ মহেশচন্দ্র সেন কুচবেহার ১।৵০
‘ ‘ বিহারীলাল ঘোষাল, লক্ষ্ণৌ ১।৵০
‘ ‘ ভগবানচন্দ্র সেন, বরিশাল ১৸৵০
‘ ‘ কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, কিশোরগঞ্জ ১৸৵০
‘ ‘ হরিদাস ভট্টাচার্য্য কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ ১।৵০
‘ ‘ রজমণী গুপ্ত ময়মনসিংহ ১৸৵০

স্থানীয় ১২৮২ সন।

শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় ১॥০
‘ ‘ মহেশচন্দ্র বিশ্বাস ১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকা মোহন রায় ১॥০
‘ ‘ গিরিশচন্দ্র বসু ১॥০
‘ ‘ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১॥০
‘ ‘ মোহন বাঁশী দে ১॥০
‘ ‘ চৈতন্য কৃষ্ণ বসাক ১॥০
‘ ‘ কৃষ্ণকুমার শিল ১॥০
‘ ‘ সুবর্ণকুমার চন্দ ১॥০
‘ ‘ লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ ১॥০
‘ ‘ হারাণচন্দ্র সরকার ১॥০
‘ ‘ কৈলাশচন্দ্র সেন ১॥০
‘ ‘ নরনারায়ণ রায় ১॥০
‘ ‘ প্রসন্নকুমার সেন ১॥০
‘ ‘ ঈশ্বরচন্দ্র শিল ১॥০
‘ ‘ ভৈরবচন্দ্র দত্ত ১৲
‘ ‘ রামচন্দ্র সেন ২৲
‘ ‘ কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ১॥০
‘ ‘ মনমোহন নিয়োগী ১॥০
‘ ‘ গোবিন্দচন্দ্র সেন ১॥০
‘ ‘ মহম্মদ আমির ১॥০
‘ ‘ সারদাচরণ সোম ১॥০
‘ ‘ আনন্দচন্দ্র রাউত ১॥০
‘ ‘ রামচন্দ্র বসাক ॥৴০
‘ ‘ নন্দকুমার বসু ১৲
‘ ‘ অন্নদা চরণ গুহ ১॥০
‘ ‘ মোহনচন্দ্র বসাক ১॥০
‘ ‘ জগবন্ধু রায় ১॥০
‘ ‘ দ্বারকানাথ বসু ১॥০
‘ ‘ নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১॥০

' ' জগচ্চন্দ্র সেন

' ' বসন্তকুমার ঘোষ ১৷৹

' ' কালীপ্রসন্ন চৌধুরী ১৷৹

' ' রমাকান্ত নন্দী ১৷৹

' ' ব্রজবিহারী রায় ১৷৹

' ' দ্বারিকানাথ গুপ্ত ১৷৹

' ' রামতনু মিত্র ৷/১০

' ' লছমন বসাক ১৲

' ' আনন্দচন্দ্র ঘোষ ১৲

' ' হরিনাথ বসু ১৷৹

' ' গোবিন্দচন্দ্র দাস ১৷৹

' ' গণেশচন্দ্র লস্কর ১৲

বিদেশীয় ১২৮২ সন।

বঙ্গসাহিত্য সমাজ, অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী ৸৹

শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য
নৈহাটী, ভাটপাড়া ১৷৶৹

' ' শ্রীনাথ গুহ ফরিদপুর ১৸৶৹

' ' বৈষ্ণবচরণ পাল, রঙ্গপুর ১৸৶৹

' ' কৈলাশচন্দ্র গুহ,ময়মনসিংহ ১৸৶৹

' ' কৃষ্ণরমন গোস্বামী
মহিনন্দন, কিশোরগঞ্জ ১৲

' ' কালাচাঁদ দে, ময়মনসিংহ ১৸৶৹

' ' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কাছাড় ৸৹

' ' গিরীশচন্দ্র দত্ত,গোয়ালপাড়া ১৸৶

' ' দুর্গাপ্রসন্ন বারড়ী, বরিশাল ১৸৶৹

' ' বসন্তকুমার সরকার
দেলালকোলা ১৸৹

র গঙ্গোপাধ্যায়
রালপুর ১৸৶৹

ল দাস, আসাম ১৸৶৹

শ্রীযুক্ত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়
পটুয়াখালী, বরিশাল ১৷৶৹

' ' শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য
ময়মনসিংহ ১৸৶৹

' ' বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ ১৸৶৹

' ' হরেন্দ্রচন্দ্র গুহ ঐ ১৸৶৹

' ' দুর্গাচরণ ঘোষ যশোহর ১৸৶৹

' ' যদুনাথ রায় নোয়াখালী ১৸৶৹

' ' পূর্ণচন্দ্র মজুমদার
ত্রিবেণী হুগলী ১৸৶৹

' ' জয়রাম রায় চব্বিশ পরগণা ।৶৹

' ' কালী নারায়ণ গুপ্ত
ভাটপাড়া, ঢাকা ১৸৶৹

' ' শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাগ্যকুল, ঐ ১৸৶৹

' ' বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
নিবাধৈ, বারাশত ৷৹

' ' অমৃতলাল রায়,মানিকগঞ্জ ১৸৶৹

' ' কালীদাস চক্রবর্ত্তী সরবরী ১৸৶৹

' ' সত্যনারায়ণ শুকুল
সেরপুর, ময়মনসিংহ ১৲

' ' শ্রীনাথ গুপ্ত,ফুলশ্রী,বরিশাল ১৸৶৹

' ' গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কলসকাঠী, ঐ ১৸৶৹

' ' কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান,চট্টগ্রাম, ১৸৶৹

' ' মহেশচন্দ্র সেন কুচবেহার ১৸৶৹

' ' যজ্ঞেশ্বর দাস মেহার ১৸৶৹

' ' মহিমচন্দ্র গুপ্ত,গোয়ালপাড়া ১৸৶

' ' প্রবোধচন্দ্র ঘোষ,কলিকাতা ১৸৶৹

' ' বিহারীলাল ঘোষাল, লক্ষ্নৌ ১৲

শ্রীযুক্তবাবু মানিকচন্দ্র দে, চট্টগ্রাম ৸৶০
" " কানাইলাল মুখোপাধ্যায়
নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ ১।৶০
" " অন্নদাচরণ দত্ত, ফরিদপুর ১৸৶০
" " নবীনচন্দ্র নাগ ময়মনসিংহ ১৸৶০
" " মহেশচন্দ্র সান্ন্যাল
সিমুলিয়া, ঢাকা ১৶০
" " হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কালীগঞ্জ, ঐ ১৸৶০
" " কালীনাথ বিশ্বাস, বরিশাল ১৸৶০
" " অন্নদাচরণ বিশ্বাস, ঐ ১৸৶০
" " বিশ্বেশ্বর ঘোষ, ঐ ১৸৶০
" " কৃষ্ণকান্ত পালিত, ঐ ১৸৶০
" " চৈতন্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যা ঐ ১৸৶০
" " উমাকান্ত বিশ্বাস, ঐ ১৸৶০
" " রত্নকৃষ্ণ সেন ঐ ১৸৶
" " মনোরঞ্জন দত্ত, ঐ ১৸৶০
" " সমেদকাটি স্কুলপণ্ডিত ঐ ১৸৶০
" " শ্রীনাথ বিশ্বাস ঐ ১
" " বৃন্দাবনচন্দ্র বিশ্বাস ঐ ১
" " আনন্দমোহন গুহ, ঐ ১৸৶০
" " উমেশচন্দ্র নাগ, বারদী, ঢাকা ১।৶০
" " জগদিন্দ্রনারায়ণ রায়
বানারস ১।৶০
" " শ্রীনাথ বসু, ভৈরববাজার,
ময়মনসিংহ ১৸৶০
" " গিরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা ১৸৶
" " রাজগোবিন্দ শর্ম্মা শ্রীহট্ট ॥০
" " গৌরনাথ ঘোষ, শালদহ, ঢাকা ৸৶০
" " জয়রাম রায়, ২৪ পঃ ১৲

শ্রীযুক্তবাবু গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
টাঙ্গাইল ১৸৶০
" " রাজকুমার ঘোষ যশোহর ১৸৶০
" " মহিমচন্দ্র রায়, গাছা, ঢাকা ১৸৶০
" " গগনচন্দ্র ঘোষ, শিলং ১৸৶০
" " গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
কুমিল্লা ৸৶০
" " বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী
রাজসাহী ১৸৶০
" " ভৈরবনাথ চৌধুরি, বগুড়া ১৸৶০
" " হরিমোহন গাঙ্গুলি
গোয়ালন্দ ১৸৶০
" " রামকান্ত ঘোষাল, ফরিদপুর ২।৶০
" " আনন্দনাথ চৌধুরী, টাঙ্গাইল ১৸৶০
" " রাজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
[illegible] ১৲
" " হরিরাম ভট্টাচার্য্য
কলিকাতা ১৸৶০
" " উমেশচন্দ্র সান্ন্যাল
আগ্রা কলেজ ১।৶০
" " বেণীমাধব গাঙ্গুলি
নড়াইল, যশোহর ১৷৶১০
" " যোগেন্দ্রনাথ রায়
বেহালা, কলিকাতা ৸৶০
" " ভগবানচন্দ্র সান্ন্যাল
ময়মনসিংহ ১৸৶০
" " উগ্রকণ্ঠ ঠাকুরতা
বানরীপাড়া, বরিশাল ১৸৶০
" " কালীপ্রসন্ন মৌলিক
ভদ্রাকৈর, ঢাকা ১৸৶০

মূল্য প্রাপ্তি।

স্থানীয় ১২৮১ সন।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকান্ত নাগ ১৷৹

বিদেশীয় ১২৮১ সন।

শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াচরণ সান্যাল,
বানারস। ১৸৶৹

" " সদানন্দ চট্টোপাধ্যায়, গোসাই দুর্গাপুর, নদীয়া। ১৷৶৹

" " তারাপ্রসন্ন রায়, ময়মনসিংহ ।৶৹

" " বিপিনবিহারী দাস,
গৌহাটী। ১৸৶৹

" " রমাপ্রসাদ বিশ্বু ও [illegible]চন্দ্র তালুকদার, ময়মনসিংহ। ১৷৶৹

" " কৈলাসচন্দ্র বাগছি,
সিরাজগঞ্জ। ।৹

" " আনন্দচন্দ্র গুহ, কুমিল্লা। ১৸৶৹

" " শশিকুমার পোদ্দার,
বরিশাল। ১৷৶৹

" " চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
পাটীকাবাড়ী, বহরমপুর ১৸৶৹

স্থানীয় ১২৮২ সন।

শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন দাস। ১৷৹

" " হরিমোহন রায়। ১৷৹

" " বাঁশীবাবু প্রকাশ্যে জগচ্চন্দ্র
দাস। ১৷৹

" " মোহিনীমোহন বসু। ১৲

" " ললিতমোহন বসু। ১৷৹

" " বিপিনচন্দ্র সেন। ১৷৹

" " তারিণীচরণ সেন। ১৷৹

শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র মজুমদার। ১৷৹

" " প্রসন্নকুমার দত্ত। ১৷৹

" " চন্দ্রমাধব পাল। ৸৶৹

" " প্রিয়নাথ বসু। ১৷৹

" " কেদার নাথ ঘোষ। ১৷৹

" " বসন্তকুমার সেন। ১৷৹

" " চন্দ্রেশ্বর গুপ্ত। ১৷৹

" " হরকুমার গুহ। ১৷৹

" " রামচন্দ্র বসাক। ৸৶৹

" " ভোলানাথ বল। ৸৶৹

" " রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৷৹

" " রাজেন্দ্রকুমার বসু। ১৷৹

" " দীননাথ ঘোষ। ১৷৹

" " পুষ্পময় রায়। ১৷৹

" " সৈয়দ হোসেনজান। ১৷৹

" " জগদ্বন্ধু গুহ। ১৷৹

" " নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৷৹

" " গোপীমোহন বসাক। ১৷৹

" " অম্বিকাচরণ শীল। ১৷৹

" " রাজকুমার রায়। ১৷৹

" " ক্ষেত্রমোহন শীল। ১।৹

" " কিশোরী মোহন রায়। ১৷৹

" " প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৷৹

বিদেশীয় ১২৮২ সন।

" " অনাথ বন্ধু চাকলাদার,
রঙ্গপুর।

" " শশিকুমার পোদ্দার,
বরিশাল।

শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ বসু,
বাঙ্কিপুর, পাটনা। ১৸৵০
' ' গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
কমিল্লা। ১৲
' ' নিলমণি ভট্টাচার্য্য,
কাশ্যপপাড়া,মেহেরপুর। ৸৵০
' ' যাদবকিশোর গোস্বামী,
চব্বিশ পরগণা। ১৸৵০
' ' অভয়াচরণ সান্যাল,
বানারস। ১৸৵০
' ' রাজ মোহন সরকার,
জয়দেবপুর। ১৸৵০
' ' শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়,
কাপাশিয়া। ১৸৵০
' ' কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়,
ভারপাশা ১৲
' ' পার্ব্বতীনাথ সেন বরিশাল। ১৸৵০
' ' তারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী,
কালীতলা, দিনাজপুর। ৸৵০
' ' নবকিশোর সেন, শ্রীহট্ট। ১৸৵০
' ' বিপিনবিহারী দাস,
গৌহাটী। ১৸৵০
' ' তিবিরাম বড়ুয়া শিলং,
আশাম। ১৸৵০
' ' বিধুধর বরকাকতি,গৌহাটী। ১৸৵
' ' [illegible] সাহা, দেরাধুন। ১৸৵০
[illegible] সোম, ঐ। ১৸৵০
[illegible]জুমদার, ত্রিবেণী,
[illegible]লী। ১৲
[illegible] জগবন্ধু কুণ্ড, কাশী। ১৵০

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকমল চট্টোপাধ্যায়,
কুমিল্লা। ১৸৵০
' ' কৈলাসচন্দ্র বাগছি,
সিরাজগঞ্জ। ১৸৵০
' ' প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীনগর। ১৸৵০
' ' চণ্ডীচরণ মজুমদার, ও তারাপ্রসন্ন
রায়, ময়মনসিংহ। ১৸৵০
' ' সারদা প্রসাদ দে, হাইলাকান্দী,
কাছাড়। ১৸৵০
' ' উমানাথ ঘোষ, কুচবেহার। ১৸৵০
' ' কৃষ্ণচন্দ্র সেন, ঐ। ১৸৵০
' ' যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,সেনহাটী,
যশোহর ১৸৵৯
' ' রমাপ্রসাদ বিশু, ও হরেন্দ্রচন্দ্র তা-
লুককদার, ময়মনসিংহ। ৷৵০
' ' রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর,সু-
সঙ্গ দুর্গাপুর, ময়মনসিংহ ১৷৵০
' ' চন্দ্রকিশোর কর,ময়মনসিংহ। ১৲
' ' মতিলাল হালদার,
দারজিলিং। ১৸৵০
' ' হৃষিকেশ দত্ত, বর্দ্ধমান। ১৸৵০
' ' চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ। ১৸৵০
' ' শ্যামাচরণ নিয়োগী,
রঙ্গপুর। ১৸৵০
' ' কালীপ্রসন্ন দাস, বরিশাল। ১৸৵
' ' জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,
মেহেরপুর। ১৸৵০
' ' মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঘোষপুর,
ফরিদপুর। ১৲

মূল্য প্রাপ্তি।

স্থানীয় ১২৮১।

শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ১৲
' ' বঙ্গচন্দ্র বসু ১৲

বিদেশীয় ১২৮১।

শ্রীযুক্ত মির সমসের আলী চোধুরী ফলকোটা ৷৵০
' ' মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ময়মনসিংহ ৵০
' ' বিলাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জয়দেব পুর ১৸৵০
' ' প্রসন্ন কুমার মিত্র ঐ ১৸৵০
' ' নবকুমার নিউগী ঐ ১৸৵০
,, মহেন্দ্রকুমার ধর, আগরতলা ১৷৵০
' ' চন্দ্রশেখর ঘোষাল, আগরা ১৷৵০
' ' মহেন্দ্রনাথ মিত্র, বিশ্বনাথ, আসাম। ১৷৵০
' ' বিশ্বনাথ রায়, লক্ষ্ণৌ ১৸০
' ' চণ্ডীচরণ তালুকদার, কুমিল্লা ১৸৵০
' ' প্রসন্ন কুমার সেন, মানিকগঞ্জ ১৸৵০
' ' দ্বারকানাথ রায়, ঐ ১৸৵০
' ' মদনমোহন মিত্র, ঐ ১৸৵০
' ' রামকিঙ্কর দত্ত, ঐ ১৸৵০
' ' দ্বারকানাথ সেন, ঐ ১৷৵০
' ' নিত্যগোপাল মৌলিক, জালিপুর ১৸৵০
' ' দীনদয়াল দে, কিশোরগঞ্জ ১৲
শ্রীযুক্ত মুন্সী মফিজুদ্দিন মহাম্মদ, মানিকগঞ্জ ১৸৵৯
শ্রীযুক্ত অভয়া চরণ দাস, বলিমুক চাবাগিচা ১৷৵০
' ' মহিমচন্দ্র জোয়ারদার বৃন্দাবন ১৸০
' ' আবদুল রহমান তরফদার বগুড়া ৸৵০
' ' কৃষ্ণচন্দ্র রায়, পিরোজপুর ১৷০
' ' সুরনাথ চৌধুরী, ইছাপুর ॥৵০
' ' শ্রীনাথ মিত্র, কলিকাতা, ১৷৵০
' ' তারিণীচরণ সেন বরিশাল ১৷৵০
' ' উপেন্দ্রচন্দ্র খাঁ, করঞ্জা ॥৵০
' ' শশীভূষণ দত্ত, কলিকাতা ১৸৵০
' ' ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী, দরভাঙ্গা ১৸৵০
' ' চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, খোরগাছি ১৲
' ' বিপিনবিহারী মিত্র, বদরগঞ্জ ২৷৵০
' ' হরি প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমিল্লা ১৷৵০
' ' বিদ্যাধর দাস, কুমিল্লা ১৷৵০
' ' নছিরদ্দিন আহাম্মদ বগুড়া ১৸৵০
' ' সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় গুপ্তিপাড়া ১৸৵০
' ' প্রসন্নকুমার মিত্র জয়দেবপুর ১৷৵০
শ্রীযুক্ত বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জয়দেব পুর ১৷৵০
' ' জানকীনাথ বিশ্বাস ঐ ১৸৵০

স্থানীয় ১২৮২ ।

শ্রীযুক্ত বাবু বীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৷৷০
' ' হারাণচন্দ্র দাস ১৷৷০
' ' মনোমোহন মিত্র ১৷৷০
' ' বিভুচরণগুহ ঠাকুরতা ১৷৷০
' ' অশ্বিনীকুমার বসু ১৷৷০

বিদেশীয় ১২৮২ ।

শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার বিশ্বাস, দিনাজপুর ১৸৵
' ' কালীনাথ দেব, কুমিল্লা ১৸৵০
' ' হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিদ্যাধর দাস ঐ ১৸৵০
' ' শশীকুমার গুহ ধুবরী ১৸৵০
' ' নিশিকান্ত দাস, বাজিতপুর ১৸৵০
' ' হরিশ্চন্দ্র সাহা, কুচবেহার ১৸৵০
' ' কৈলাসচন্দ্র সেন, বরিশাল ১৸৵০
' ' রামদাস সেন, বহরমপুর ১৸৵০
' ' উমেশচন্দ্র কর, নোয়াখালি ১৸৵০
' ' কিশোরীমোহন চৌধুরী, সেরপুর ১৸৵০
' ' কালীকিশোর মজুমদার, জামুর্কী । ১৸৵০
' ' প্রসন্নকুমার মুখর্টি,ফটিকছরি ১৸৵০
' ' দ্বারকানাথ বসাক,দেওয়ানহাট ১৸৵
' ' নীলমণি ভট্টাচার্য্য, মেহেরপুর ৸৵
' ' [illegible]দাস মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদ । ১৸৵০
[illegible]ভয়াচরণ দাস, বর্ণিমুক চাবাগিচা ।৵০

শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র জোয়ারদার,বৃন্দাবন ১৷৷০
' ' তারা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় হোসেনপুর । ১৸৵০
' ' রামদয়াল মৌলিক, কাবারিকোলা ১৸৵০
' ' জয়চন্দ্র মিত্র, কালিপাড়া ১৷৷০
' ' হরেন্দ্রনারায়ণ রায়, এলাসীনগ্রাম । ১৸৵০
' ' কালীকুমার চক্রবর্ত্তী, সন্তোষ ১৸৵০
' ' গোপালচন্দ্র দে, কলিকাতা ১।৵০
' ' গৌরনাথ ঘোষ, মানিকগঞ্জ ১৲
' ' [illegible]শ্বর ভট্টাচার্য্য,কার্ত্তিকপুর ১৲
' ' শশাঙ্কমোহন চক্রবর্ত্তী,পারলিয়া ১৸০
' ' ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী হেরনী, লক্ষ্ণৌ ২৲
' ' অন্নদাপ্রসাদ সেন, (দ্বিতীয়) নোয়াখালী ১৸৵০
' ' মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়, কালনা ১৲
' ' বৈকুণ্ঠচরণ পাল । ভূঁষভাণ্ডার, রঙ্গপুর ১৸৵০
' ' অমৃতলাল সেন, বরিশাল ১৸৵০
' ' শিবনারায়ণ, লাহোর ৸৵০
' ' শ্রীনাথ রায়, জলপাইগুড়ি ১।৵০
' ' শ্যামচাঁদ পাল, দোগাছি ১৸৵০
' ' প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ধলা, ময়মনসিংহ ১৵৸০
' ' ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী দরভাঙ্গা । ১৸৵০

মূল্য প্রাপ্তি।

বিদেশীয় ১২৮১।

শ্রীযুত বাবু রামগোপাল চাকি।
মাদারীপুর ১।৶০
' ' চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ ১৸৶০
' ' ঈশানচন্দ্র সেন, ঐ ১৸৶০
' ' জগচ্চন্দ্র বসু, ঐ ১৸৶০
' মুন্সি গোলামরব্বানি, বরিশাল ১৸৶০
' বাবু বংশীবদন গোস্বামী।
শান্তিপুর। ১৲
' ' বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়।
সার্সা, গোবরডাঙ্গা ১৲
' ' কৃষ্ণলাল দত্ত, কলিকাতা ১৸৶০
' ' হরমোহন বসু, ময়মনসিংহ ১৸৶০
' ' বিশ্বেশ্বর সেন, বদরগঞ্জ
রঙ্গপুর। ১৸৶০
' ' কুমুদবন্ধু বসু, চট্টগ্রাম। ১৸৶০
' ' শশিভূষণ সেন, তমলুক। ১॥০
' ' তারিণীকান্ত সেন।
দিনাজপুর। ১৸৶০
' ' কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ত্রিহুত। ১।৶০
' ' উমাচরণ মজুমদার, ঐ ১৲
' ' শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ ১।৶০
' ' পূর্ণচন্দ্র মিত্র, ঐ ১।৶০
' ' মুন্সি সীতারাম, ঐ ১।৶০
' ' ত্রৈলোক্যনাথ নন্দী,
ছাপড়াস্কুল। ১৲
' ' হরিমোহন গুহ, কুমিল্লা ১৸৶০
' ' হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
যশোহর। ১৸৶০
' ' ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায়,
ত্রিহুত। ১।৶০

শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন দত্ত,
ফরিদপুর। ১৲
' ' উমেশচন্দ্র রায়, ত্রিহুত ১।৶০
' ' অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়,
ঐ ১।৶০
' ' ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, ঐ ১।৶০
' ' উদয়চন্দ্র পালিত, ঐ ১।৶০

স্থানীয় ১২৮১।

শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র বসু, ১৲
' ' মহিমচন্দ্র ঘোষ, ১৲
' ' প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, ১॥০
' ' অক্ষয়কুমার বসু, ১॥০
' ' ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ১॥০
' ' হরিমোহন গাঙ্গুলি, ১॥০
' ' রাজবিহারী রায়,
কমিসনর আফিস ১॥০
' ' চন্দ্রকুমার বসু, ঐ ১॥০
' ' অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
ঢাকা কলেজ ১॥০
' ' মদনচন্দ্র সেন, ঢাকা ঐ ১॥০

১২৮২ বিদেশীয়।

' ' শ্রীযুক্ত বাবু মদনচন্দ্র ঘোষ,
ময়মনসিংহ ১৸৶০
' ' মহেশচন্দ্র মৌলিক,
কলিকাতা ১৸৶০
' ' বঙ্কচন্দ্র সরস্বতী, উত্তরপাড় ১৸৶০
' ' মহিমচন্দ্র দাস,
ঐ বালিয়াঘাটা ১৸৶০
' ' বরদাদাস বসু, যশোহর ১৲
' ' রজনীকান্ত ঘোষ, নড়াইল, ঐ ১৸৶
' ' শশিভূষণ সরকার, চাচড়া, ঐ ১৸৶০
' ' নীলাম্বর রায়, সাহেবগঞ্জ, ১৸৶

শ্রীযুক্ত বাবু বদনচন্দ্র দাস,
শাঁকিপুর, ১৸৶০

" " নবীনচন্দ্র চৌধুরী,
অলিপুর, রঙ্গপুর ১৲

" " গোপালচন্দ্র দাস গুপ্ত,
মাদারীপুর ১৸৶০

" " রাজকুমার গোস্বামী,
বিনদপুর ১৸৵

" " বিশ্বেশ্বর সেন,
বদরগঞ্জ, রঙ্গপুর ১৸৶০

" " রাজকুমার ভট্টাচার্য্য, ঐ ১৸৶০

" " কালীপ্রসন্ন রায়, ঐ ১৸৶০

" " বরদাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ঐ ১৸৶০

" " উমাকান্ত সেন, ঐ ১৸৶০

" রাজচন্দ্র নাগ, ঐ ১৸৶০

" " প্রসন্নকুমার চৌধুরী, ঐ ১৸৶০

" " দিগেন্দ্রপ্রসাদ সেন, ঐ ১৸৶০

" " করুণাকান্ত সেন, ঐ ১৸৶০

" " রাসবিহারী সাহা, করিবাজ
ঐ ১৸৶০

" " কুমুদবন্ধু বসু, চট্টগ্রাম ১৸৶

" " মহেন্দ্র নাথ ঘোষাল,
ডায়মণ্ড হারবার ১৸৶০

" " কাশীচরণ রায়, নবাবগঞ্জ ১৸৶০

" " সত্য নারায়ণ শুকুল,
সেরপুর স্কুল ১৲

" " কালীদাস মুখোপাধ্যায়,
মালাড়া, বহরমপুর ১৸৶০

" " কেদারচন্দ্র সান্যাল
ময়মনসিংহ ১৸৶০

" " কৈলাশচন্দ্র বাগছি,
বিজনা, গোয়াল পাড়া ১৸৶০

" " রামগতি রায়, দাউদকান্দি ১৸৶০

শ্রীযুক্ত বাবু মাণিকচন্দ্র দে, চট্টগ্রাম ১৲

শ্রীযুক্তা মহারাণী স্বর্ণময়ী
কাশিম বাজার ১৸৶০

শ্রীযুক্ত বাবু রাজীবলোচন রায়, ঐ ১৸৶০

" " নবীনচন্দ্র রায়
বরিশাল, পাটুয়াখালী ১৸৶০

" " দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
প্রেসিডেন্সি কলেজ ১৸৶০

" " উমাচরণ মল্ল, গুকল গাছা,
শ্রীরামপুর ১৸৶০

" " রামকমল দাস মদনপুর,
বরিশাল ১৸৶০

" " আনন্দনাথ সেন, কলিকাতা ৸০

" " করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়,
লক্ষ্ণৌ ১৸৶০

" " হরিশচন্দ্র মিত্র, ইস্লামপুর,
ময়মনসিংহ ১৸৶

" " কালী সাধন মুখোপাধ্যায়
বড়পেটা, আসাম ১৸৶০

" " রাজীবলোচন দাস
টেরখি, টাঙ্গাইল ১৲

" " যদুনাথ মিত্র, কালিয়া চক,
মালদহ ১৸৶

" " রামচন্দ্র ভাদুরি, মুক্তাগাছা ১৸৶

" " প্রসন্নকুমার মুখটী
চট্টগ্রাম, ফেরুয়ার চা বাগীচা ১৸৶

" " সারদাচরণ শর্ম্মা, কাছার ১৸৶

" " রজনীকান্ত দাস, কুমিল্লা ১৸৶

" " দুর্গানাথ রায়চৌধুরী, পুবাইল
ঢাকা ১৸৶

" " কাশীকান্ত ঘোষ, ঐ ১৸৶

" " নবীনচন্দ্র দত্ত, সরাইল
কালীকচ্ছ, ত্রিপুরা ১৸৶

মূল্য প্রাপ্ত।

স্থানীয় ১২৮[illegible]

শ্রীযুত বাবু কুমুদ [illegible]ঘোষ। ১৲

‘ ‘ রোহিনী[illegible]মার মজুমদার। ১৲

বিদে[illegible]১২৮১।

শ্রীযুত বাবু প্রেম চ[illegible]রণ দাস।

গো[illegible]পাড়া ১।৶০

‘ ‘ বৈকুণ্ঠ চন্দ্র বসু, বরিশাল। ১।৶০

‘ ‘ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়,ঐ। ১।৶০

‘ ‘ গোরা চাঁদ দাস ঐ। ১।৶০

‘ ‘ চন্দ্রকুমার দত্ত ঐ ১।৶০

‘ ‘ কালী দয়াল বসু ঐ। ১।৶০

‘ ‘ প্যারী লাল রায় ঐ। ১।৶০

‘ ‘ দুর্গা চরণ সেন ঐ। ১।৶০

‘ ‘ দীন বন্ধু সেন ঐ। ১।৶০

‘ ‘ দ্বারকা নাথ দত্ত ঐ। ১।৶০

‘ ‘ চন্দ্র কান্ত সেন ঐ। ১।৶০

‘ ‘ উমেশ চন্দ্র সেন ঐ। ১।৶০

‘ ‘ রজনী কান্ত চৌধুরী ঐ। ১।৶০

‘ ‘ শশী কান্ত সেন ঐ। ১।৶০

‘ ‘ রোমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

রামপুর হাট, বীরভূম ১৸৶০

‘ ‘ রাজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

টগুলা ১।৶০

‘ ‘ শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

জোর বাঙ্গালা, দারজিলিং ১।০

‘ ‘ অক্ষয় চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মেহের পুর ১।৶০

শ্রীযুত বাবু মদন মোহন পণ্ডিত।

মানিক গঞ্জ ১৸৶০

‘ ‘ অভয় চন্দ্র ঘোষ দিনাজপুর। ১৷৷০

‘ ‘ শ্যামা চরণ সান্যাল।

ফরিদপুর ১।৶০

‘ ‘ গুরু চরণ দত্ত গোয়ালন্দ। ১।৶০

‘ ‘ উমেশ চন্দ্র সেন ঐ। ১৸৶০

‘ ‘ ত্রৈলোক্যনাথ মজুমদার ঐ। ১৸৶০

‘ ‘ কৃষ্ণচন্দ্র দাস বিষ্ণুপুর,।

পশ্চিম বর্দ্ধমান ১৸৶০

‘ ‘ কালীপ্রসন্ন মিত্র।

মহেশ্বরপুর, বারাশত ১।০

‘ ‘ কেদারনাথ ঘোষ।

কলিকাতা ১।৶০

‘ ‘ বঙ্ক বিহারী বসু পাবনা। ১।৶০

‘ ‘ অমৃত লাল চট্টোপাধ্যায়।

বহরম পুর ১।৶০

‘ ‘ বিপ্র দাস চট্টোপাধ্যায় ঐ। ১।৶০

‘ ‘ বৈকুণ্ঠ নাথ সেন ঐ। ১।৶০

‘ ‘ মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

ঐ ১।৶০

‘ ‘ ভবানী কিশোর চক্রবর্ত্তী

ঐ ১।৶০

‘ ‘ কেদার নাথ রায় ঐ। ১।৶০

‘ ‘ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ঐ ১।৶০

‘ ‘ মথুরা নাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ। ১।৶

শ্রীযুত বাবু পূর্ণ চন্দ্র দাস।
বহরমপুর। ১।৵০
" " ব্রজেন্দ্র কুমার রায় ঐ ১।৵০
" " প্রসন্নময় ঘোষ ঐ। ১।৵০
" " শশী ভূষণ মুখোপাধ্যায় ঐ। ১।৵
" " মতি লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
ঐ ১।৵০
" " উমা চরণ ভট্টাচার্য্য ঐ ১।৵০
" " লাল বিহারী দাস ঐ ১।৵০
" " যুগল দুর্লভ চট্টোপাধ্যায়।
ঐ ১।৵০
" " শালীগ্রাম বর্দ্ধণ ঐ। ১।৵০
" " সারদা চরণ গাঙ্গুলী ঐ। ১।৵০
" " সুরেন্দ্রনাথ রায় কৃষ্ণনগর। ১।৵০
" " গোবিন্দচন্দ্র দাস। চাইর-
তালুক স্কুল, ঢাকা ১৲
" " নন্দ কুমার সেন। ঘাড়িন্দা-
ময়মনসীংহ ১।৵০
" " রজনী ভূষণ ধর মুরশীদাবাদ। ১।৵
শ্রীযুত বাবু অম্বিকা চরণ ঘোষ ডিঃ ইনস্পেক্টর অব স্কুল জলপাইগুড়ি।
৬৸৵০
" " ভগবান্ চন্দ্র দাস হেড্ মাস্টর।
কালীপাড়া স্কুল ১।৵০
" " শ্রীকৃষ্ণ রায়। কামারগাঁও-
আশাম ১৸৵০

——

স্থানীয়।

১২৮২ সন।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাস ॥০

শ্রীযুত বাবু কৃ[illegible] ঘোষ। ১॥০
" " জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস ১॥০
বিজ্ঞাপনীয় ১২৮২ সন।
শ্রীযুত বাবু [illegible]ন্দ্র সরকার উকিল।
মাথাভাঙ্গা, কুচবেহার। ১॥৵০
" " মোক্ষদাপ্রসাদ সরকার।
কলিকাতা সিমলে ১।০
" " প্রতাপচন্দ্র [illegible]পাধ্যায়।
বরিশাল। ১৸৵০
" " ক্ষেত্রনাথ পাল।
খরকপুর, মুঙ্গের। ১৲
" " দু[illegible]দাস মুখোপাধ্যায়।
[illegible]র বাঙ্গালা, দারজিলিং। ১।০
" " শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
ঐ ১৸৵০
" " অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
মেহেরপুর। ৸৵০
" " রাজগোবিন্দ শর্ম্মা। ও
ঠাকুরদাস শীল।
মাছুলীয়া, শ্রীহট্ট। ১।৵০
" " রামকুমার শর্ম্মা।
লাকশাম, ত্রিপুরা ১৸৵০
" " রামকৃষ্ণ বসু।
আরবালিয়া, ২৪ পঃ ১৲
" " ভগবানচন্দ্র সেন।
ব্রাহ্মণ বাড়িয়া ১৸৵০
" " অভয়াচরণ দাস।
বর্নিমোথ চাবাগিচা, কাছাড় ১॥০
" " প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী।
টুবগী বাগড়া, ত্রিপুরা। ১৸৵০

মূল্য প্রাপ্তি।

বিদেশীয় ... সন।

শ্রীযুক্ত বাবু ...ী মোহন ঘোষ, দেরাধুন। ১।৵০

‘ ‘ কৈল...চন্দ্র দত্ত নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ। ১৸৵০

‘ ‘ শ...দ্র গুপ্ত জমিদার, চট্টগ্রাম। ১৸০

‘ ‘ হরকিশোর গুপ্ত,কাছার। ১৸৵০

‘ ‘ নবীনচন্দ্র নাগ, মে...নীপুর ১।৵০

‘ ‘ পূর্ণচন্দ্র রায়, ময়মনসিংহ। ১৸৵০

‘ ‘ চন্দ্রকান্ত ঘোষ ঐ ১৸৵০

‘ ‘ মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ঐ ১৸৵০

‘ ‘ শশিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ ১।৵০

‘ ‘ কালী নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, ঐ ১।৵০

‘ ‘ রাম দয়াল সেন, সিদ্ধকাটী, বরিশাল। ১।৵০

‘ ‘ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর। ১৸৵০

‘ ‘ পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, ইদিলপুর। ১।৵০

‘ ‘ বেণীমাধব সিংহ, কাটোরা। ১।৵

‘ ‘ ভুবনমোহন চৌধুরী, নাটোর ৸০

স্থানীয় ১২৮২ সন।

শ্রীযুক্ত বাবু সাধুচরণ শিল। ১॥০

‘ ‘ গোবিন্দ চরণ বসাক। ১॥০

‘ ‘ কালীচরণ চক্রবর্ত্তী। ১॥০

শ্রীযুক্ত বাবু চাঁদমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১॥০

‘ ‘ গঙ্গাচরণ ঘোষ। ১॥০

‘ ‘ শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী। ২॥০

‘ ‘ কৈলাশচন্দ্র রায়। ১॥০

‘ ‘ মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ১॥০

‘ ‘ প্রতাপচন্দ্র গুপ্ত। ১॥০

‘ ‘ প্রতাপ চন্দ্র সেন। ১॥০

‘ ‘ কহিণীকুমার মজুমদার। ১॥০

‘ ‘ চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। ১॥০

‘ ‘ গোবিন্দ নাথ নিয়োগী। ১৲

‘ ‘ অভয়চন্দ্র দাস। ১॥০

‘ ‘ প্রাণকুমার দাস। ১॥০

‘ ‘ ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১॥০

‘ ‘ রূপলাল দাস। ১॥০

‘ ‘ ভারতচন্দ্র মিত্র। ১॥০

‘ জোগেনআলী চৌধুরী সাহেব ১॥০

‘ ‘ গোপীচরণ দাস ১॥০

‘ ‘ কিশোর নারায়ণ দাস। ১॥০

বিদেশীয় ১২৮২ সন।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন বসু,রঙ্গপুর ১৸৵০

‘ ‘ হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ ১৸৵০

‘ ‘ কালীপদ বন্দ্যো- বারাশত ৸৵০

‘ ‘ গুরুচরণ নাগ বরিশাল ১॥৵

‘ ‘ উমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কালীপাড়া। ১৸৵০

‘ ‘ ক্ষেত্রনাথপাল, খরখপুর। ৸৵০

শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুহ, শ্রীনগর। ১৷৹
" " প্রসন্নচন্দ্র সেন, দিনহাটা কুচবেহার। ১৸৵৹
" " প্রসন্নকুমার আচার্য্য, ময়মনসিংহ। ১৲
" " মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ঐ ১৲
" " শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বহরমপুর। ১৸৵৹
" " কৈলাসচন্দ্র দত্ত, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ। ১৸৵৹
" " শরৎচন্দ্র গুপ্ত, চট্টগ্রাম। ১৸৵৹
" " হরকিশোর গুপ্ত, কাছার। ১৸৵৹
" " নবীনচন্দ্র নাগ, মেদিনীপুর। ১৸৵৹
" " রামতনু মিত্র, ময়মনসিংহ। ১৴৹
" " গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দ্বীপ, নোয়াখালী। ১৸৵৹
" " অতুলচন্দ্র ঘোষ, টুবগী বাগর, ত্রিপুরা। ১৸৵৹
" " শিবকিশোর মুন্সি, আচারবাড়ী ময়মনসিংহ। ১৸৵৹
" " শরৎচন্দ্র বসু, কৃষ্ণনগর। ১৸৵৹
শ্রীযুক্ত বসিরদ্দিন মহম্মদ, রঙ্গপুর। ১৸৵৹
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মশুরী দেরাধুন। ১৸৵৹
" " ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা। ১৸৵৹
চট্টোপাধ্যায়, ম্রা ১৸৵৹
।, ভাগ্যকুল। ১৷৹

শ্রীযুক্ত বা[illegible]কুমার চক্রবর্ত্তী, গোকর্ণ [illegible]সিদাবাদ। ১৸৵৹
" " [illegible] সরকার, দিনাজপুর ১৸৵৹
" " ভুবনমো[illegible]ন চৌধুরী, লা[illegible]। ১৸৵৹
" " মহিমচন্দ্র মজুমদা[illegible] রঙ্গপুর। ১৸৵
" " রজনীকান্ত চ[illegible]ধ্যায়, চৌদ্দগ্রা[illegible] ত্রিপুরা। ১৸৵৹
" " যোগেন্দ্র নাথ র[illegible] বেহালা, কা[illegible]তা। ৸৵৹
" " বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যা[illegible] নিবাধৈ, বারাশত। ৸৵৹
" " উর্ম[illegible]চন্দ্র দাস, নোয়াখালি। ১৸৵৹
" " কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাকিপুর, রিডিংক্লাব। ১৸৵
" " কৃষ্ণকুমার গুহ, মুন্সীগঞ্জ। ১৲
" " হরমোহন গুপ্ত, ঐ ১৷৹
" " মহিমচন্দ্র দাস, ঐ ১৷৹
" " ভগবানচন্দ্র গুপ্ত, ঐ ১৷৹
" " জয়চন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ১৲
" " পূর্ণচন্দ্র রায়, ঐ ১৷৹
" " উমাচরণ দাস, হাটহাজারি, চট্টগ্রাম। ১৸৵৹
" " শ্রীনাথ ঘোষ, লক্ষণকাঠী বরিশাল। ২৷৹
" " রামজীবন ঘোষ, দরভাঙ্গা। ১৸৵৹

বিদেশীয় ১২৮৩।

শ্রীযুক্ত হরকিশোর গুপ্ত, কাছার ১৷৹

মূল্য প্রাপ্তি।

বিদেশীয়। ১২৮

শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র ব...াধ্যায় মুঙ্গে... ১।৵০

শ্রীশ্রীমতী রাণী শ...ন্দরী, পুটিয়া ১৸৵০

শ্রীযুক্তবাবু হরিমো...ন ডিঃ মাজিষ্ট্রেট গড়পেটা ১।৵০

" " মদনমোহ...ষ, মুক্তাগাছা ১৸৵০

" " শশিভূষ...বর্ত্তী, পোড়াগাছা ১৸৵

স্থানি...। ১২৮২।

শ্রীযুক্তবাবু চন্দ্রকুমার সেন, উকিল ১॥০

" " বঙ্গচন্দ্র বসু, সাচীবন্দর ১৲

" " জগচ্চন্দ্র সেন, টৈষুরিয়া ॥০

" মিঞা ওসমানউদ্দিন চৌধুরী ১৲

" বাবু চন্দ্রকুমার বসু, উকিল ১॥০

" " ঈশ্বরচন্দ্র দাস, ঐ ॥০

" " লছুমন বসাক, পোষ্টাফিস ॥০

" " প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় ১৲

" " রসিকচন্দ্র গুহ, উকিল ১৲

" " জগচ্চন্দ্র গুহ, উকিল ১৲

" " বঙ্গচন্দ্র রায় মোহরের ১॥০

" " জগদ্বন্ধু চন্দ ১৲

" " প্রাণনাথ বসু ১৲

" " উপেন্দ্রনাথ মিত্র, উকিল ১॥০

" " ভৈরবচন্দ্র দত্ত, উকিল ॥০

" " নন্দকুমার গুহ উকিল ১॥০

বিদেশীয়। ১২৮২।

শ্রীযুক্ত রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর নাটোর ১৸৵০

শ্রীযুক্তবাবু জগদ্বন্ধু সেন নাটোর ১৸৵০

" " হরকুমার সরকার ঐ ১৸৵০

" " বেণীমাধব নন্দী ঐ ১৸৵০

" " হরিমোহন ঘোষ ঐ ১৸৵০

" " তারিণীকান্ত চৌধুরী ঐ ১৸৵০

শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন সেন, ডিঃমাজিষ্ট্রেট গড়পেটা ১৸৵০

" " কালীকুমার চক্রবর্ত্তী, বনগাঁও, ১।০

" " মাধবচন্দ্র লাহিড়ী, সেরাজগঞ্জ ॥৵০

" " যাত্রামোহন দাস, চট্টগ্রাম ১৸৵

" " জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর গড়পেটা ১৸৵০

" " হারাণচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীহট্ট ১৸৵০

" " রামচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীহট্ট ১৸৵০

শ্রীমতী রাণী শরৎ সুন্দরী, পুটিয়া ২।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু গোলকচন্দ্র সোমদ্দার, শ্রীহট্ট ১৲

" " রাধাচরণ দাস গোস্বামী ফরেক্কাবাদ ১৸৵০

" " কিশোরীলাল রায়, বাগুরা ॥০

" " চন্দ্রকিশোর কর, ময়মনসিংহ ১৲

" " বিষ্ণুচন্দ্র সেন, বাসণ্ডা ১৸৵০

" " কে, জি, গুপ্ত, এসিষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট বরিশাল ১৸৵০

" " বাবু রমেশচন্দ্র লাহিড়ী মুন্সেফ, মুলফত গঞ্জ ১৸৵০

" " মনোমোহন অধিকারী, চাঁদপুর। ১৸৵০

" " চন্দ্রকুমার রায়, বরিশাল ১৸৵০

" " শশিকুমার চট্টোপাধ্যায়, উকীল জজ আদালত ময়মনসিংহ ২।৵০

" " রামকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ১৵০

" " মদনমোহন ঘোষ মেনেজার, মুক্তাগাছা ২।৵০

শ্রীযুক্তা বিদ্যাময়ী দেবী, মুক্তাগাছা ১।০

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী, পোড়াগাছা ॥৵০

" " নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রঙ্গপুর ১৸৵

মূল্য প্রাপ্ত ।

বিদে[illegible] ১২৮১ ।

শ্রীযুতবাবু গি[illegible]চন্দ্র মজুমদার, বরি[illegible] । ১।৵০

‘ ‘ চন্দ্রকা[illegible]ঘোষ, মেদিনীপুর । ১৸৵০

‘ ‘ কালী[illegible]ন্ন মুখোপাধ্যায়, ঐ ১৸৵

‘ ‘ গো[illegible]াকচন্দ্র সোমদ্দার, শ্রীহট্ট ।৵০

‘ ‘ দু[illegible]কুমার বসু, শ্রীহট্ট । ১৸৵০

‘ ‘ কালীকিঙ্কর গুহ, মুলগাঁ [illegible]০

‘ ‘ হরমোহন ঘোষ, প[illegible] । ১৸৵০

‘ ‘ রাজচন্দ্র চন্দ, শ্রীবাটী, ১।৵০

স্থানীয় ১২৮২ ।

শ্রীযুতবাবু নিশিকান্ত সোমদ্দার, ১॥০

‘ ‘ হেমেন্দ্রচন্দ্র বসু, ১॥০

‘ ‘ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১॥০

‘ ‘ গোবিন্দনাথ নিয়োগী, ৷/১০

‘ ‘ মোহিনীমোহন বসু, ॥০

‘ ‘ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, ১॥০

‘ ‘ দুর্গাপ্রসন্ন রায়, ২৲

বিদেশীয় ১২৮২ ।

শ্রীযুতবাবু তারাপ্রসন্ন রায়, ময়মনসিংহ ৸০

‘ ‘ বৈকুণ্ঠনাথ রায়, ঐ ১৸৵০

‘ ‘ রামকুমার বন্দ্যো ঐ ১৸৵০

‘ ‘ কালীকুমার গুহ ঐ ১৸৵০

‘ ‘ গুরুপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ঐ ১৸৵০

‘ ‘ রামকুমার সরকার, জয়দেবপুর । ১৸৵০

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র, গড়বৰ্দ্ধমান । ১৸৵০

‘ ‘ চন্দ্রকালী ঘোষ, মেদিনীপুর ২।৵০

‘ ‘ অনাথবন্ধু চাকলাদার, কুতবপুর, রঙ্গপুর । ৸৵০

‘ ‘ গিরিশচন্দ্র মজুমদার, বরিশাল । ১৸৵০

‘ ‘ ত্রৈলোক্যনাথ রায় চৌধুরী উলপুর, ফরিদপুর । ২৲

‘ ‘ পুলিনচন্দ্র দাস, পাবনা । ১৵০

‘ ‘ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, কলিকাতা । ১৸৵০

‘ ‘ হরিকৃষ্ণ মজুমদার, বহরমপুর ১৸৵০

‘ ‘ ঘনশ্যাম দাস, গৌহাটী । ১৸৵০

‘ ‘ রামদয়াল সেন, বরিশাল । ১॥০

‘ ‘ প্রসন্নকুমার দাস, কালীগঞ্জ । ২৲

‘ ‘ রামকান্ত ঘোষাল, ফরিদপুর । ২।৵০

‘ ‘ গোলকচন্দ্র সোমদ্দার, শ্রীহট্ট । ১৸৵০

‘ ‘ নীলকমল মিশ্র, রঙ্গপুর । ২।৵০

‘ ‘ যাদবচন্দ্র মিত্র, দিনাজপুর । ২।৵০

‘ ‘ সারদামোহন বসু, ঐ ২।৵০

‘ ‘ কালীপ্রসাদ সান্যাল, এলাহাবাদ । ১৸৵০

‘ ‘ প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিলক্ষী, নোয়াখালী । ১৸৵০

শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহনঘোষ, পটী ১৶
' ' রসিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়,
রাম্নগর, মুলফতগঞ্জ। ২৲
' ' মন্মথকুমার ঘোষ, ভালুকা,
কৃষ্ণনগর। ২।০
' ' তারিণীপ্রসাদ নিয়োগী,
ময়মনসিংহ। ১৲
' ' জয়গোবিন্দ পণ্ডিত, এলাহাবাদ ১৸৴০
' ' রাজচন্দ্রচন্দ, শ্রীবাটী, বর্দ্ধমান ১৸৴০

শ্রীযুক্ত বা[illegible] বসু, শ্রীহট্ট। ৸০
' ' [illegible] ভট্টাচার্য্য,
[illegible]পুর,। ৸৶০
' ' রামেশ্[illegible] চক্রবর্ত্তী, চাণক,
বর্দ্ধমান। ১৸৶০
বিদেশীয় ১২[illegible]।
শ্রীযুতবাবু গিরিশচন্দ্র [illegible],
বরিশাল। ১৸০
' ' যাদবচন্দ্র মিত্র, [illegible]জপুর। ।০

ম[illegible] প্রাপ্তি।

স্থানীয় ১২৮১ স[illegible]

শ্রীযুক্ত বাবু বরদা কান্ত নাগ। ১৲

" " রজনীকান্ত ঘো[illegible] ১৲

স্থানীয় [illegible]২ সন।

শ্রীযুক্ত বাবু জগতচ[illegible]হ। ৷৷০

" " গণেশচন্দ্র ল[illegible] ।৵০

" " বিপিন বি[illegible]া বসু। ১৸০

" " রজনীকা[illegible] ঘটক। ১৷৷০

" " বরদাক[illegible] নাগ। ১৷৷০

" " রজনী কান্ত ঘোষ। [illegible]

" " বরদাকান্ত ধর। ১৷৷০

" " কৈলাশচন্দ্র বসু। ১৷৷০

" " প্রসন্নকুমার রায়। ১৲

" " তারকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৷৷০

বিদেশীয় ১২৮১ সন।

শ্রীযুক্ত মুন্সী সৈয়দ আবদুল সালাম, বর্দ্ধমান। ৷৷৵০

" বাবু গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরা। ১৸৵০

" " মাধবচন্দ্র লাহিড়ী, সিরাজগঞ্জ। ৷৷০

" " বসন্ত কুমার ঘোষ, কোটাপাড়া। ১৸৵০

বিদেশীয় ১২৮২ সন।

শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণাচরণ বসু, কাছার ১৸৵০

" " হরনাথ রায়, জয়দেবপুর। ২৲

" " শ্রীকুমার ভট্টাচার্য্য, ঐ। ২৵০

" " ঈশানচন্দ্র দত্ত, ঐ। ২৲

" " দেবেন্দ্রনাথ নিয়োগী, ঐ। ২৲

শ্রীযুক্ত বাবু অম্বরচন্দ্র মিত্র, জয়দেবপুর। ২৲

" " জগচ্চন্দ্র সেন, ঐ। ১৸৵০

" " কালীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। ২৲

" " রামনাথ চৌধুরি, ঐ। ২৵০

" " হরনাথ চক্রবর্ত্তী, ঐ। ১৸৵০

" " প্রতাপচন্দ্র চৌধুরি, ঐ। ২৲

" " কালীদাস মুখোপাধ্যায়, মুরসিদাবাদ। ২৷৵০

" " হরিনাথ রায়, ময়মনসিংহ। ২৷০

" কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরি জয়দেবপুর। ২৷৵০

" বাবু শ্রীগোপাল মিত্র, কলিকাতা ১৸৵০

" " বিশ্বেশ্বর দাস, শ্রীহট্ট। ১৸৴০

" " তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী, মুন্সীগঞ্জ ১৷৷১০

" " গোপীনাথ গুপ্ত, নবদ্বীপ। ১৸৵০

" " কালীচরণ পণ্ডিত, দোগাছি ১৸৵০

" " বসন্তকুমার ঘোষ, কোটাপাড়া ৷৵০

" " যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়, হাজারিবাগ। ৸৴০

" " মেঘনাথ ধর ত্রিপুরা। ১৷৷১০

" মুন্সী সৈয়দ আবদুল সালাম, বর্দ্ধমান। ৷৷৵০

" বাবু চণ্ডীচরণ তালুকদার ত্রিপুরা ২৲

" " গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ৵০

" " প্রসন্নকুমার দাস, আসাম। ১৸০

" " গোপালকৃষ্ণ দে, শ্রীহট্ট। ১৷৵০

" " শিবচন্দ্র দত্ত, ঐ। ১৷৵০

" " সারদাকান্ত সেন, মাদারীপুর ২৷৵০

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ,
ময়মনসিংহ। ১৸৶০
" " দীননাথ ঘোষ, ঐ। ১৸৶০
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরি
মুক্তাগাছা। ২৲
" রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী,
মুরসিদাবাদ। ২।৶০
" রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরি,
মুরসিদাবাদ। ২।৶০
" মহারাজকুমার মহেন্দ্র নারায়ণ
খাঁ বাহাদুর, মেদিনীপুর ২।৶০
" বাবু মাধবচন্দ্র লাহিড়ী, সিরাজগঞ্জ ১৸৶০
" " প্রসন্নকুমার আচার্য্য, ময়মনসিংহ ৸৶
" " শশীকুমার গুহ ঠাকুরতা,
বানরীপাড়া। ২।৶০
" " হরিমোহন গুহ, ত্রিপুরা ২।৶০
" " ললিতমোহন রায়, গোবিন্দপুর ২৲
" " শ্যামাকান্ত বন্দ্যো, কাউলীপাড়া ১॥
" মেঃ সামুয়েল লাভ্‌ডে, আসাম ১৸৶
" বাবু পদ্মহাস গোস্বামী, ঐ। ১৸৶
" " শরৎচন্দ্র মজুমদার, ঐ। ১৸৶০
" " উমেশচন্দ্র চৌধুরী, নলছিটী। ২৲
" " আনন্দমোহন রায়,
বরিশাল। ১৸৶০
" " রজনীকান্ত চৌধুরি, ঐ। ১৸৶০
" " ভগবানচন্দ্র সেন ঐ। ১৸৶০
" " চন্দ্রকুমার দত্ত, ঐ। ১৸৶০
" " যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
চন্দ্রভাগ। ১৶০
" " কালীকিঙ্কর সেন, রাজসাহী। ২৲

[illegible]দেশীয় ১২৮৩ সন।

শ্রীযু[illegible] জগদিন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরি,
[illegible] জমীদার রঙ্গপুর। ১৸৶০
" " [illegible]থ চৌধুরি, জয়দেবপুর ১৸৶
" " শ্রীনাথ [illegible] মথুরা। ১৸৶
" কুমার রাজেন্দ্র[illegible]রণ রায় চৌধুরি,
[illegible]য়দেবপুর। ১৸৶০
" বাবু শশীকুম[illegible] গুহ ধুবড়ী। ১৸৶০
" " যোগেন্দ্র না[illegible]ণ রায়,
হাজারীবাগ। ৸৶০
" " লক্ষ্মীচন্দ্র দাস, [illegible]হাটী। ১৸৶০
" " উমেশচন্দ্র চৌধুরি, নলছিটী। ২৲
" [illegible]ভূষণ মুখোপাধ্যায়,
ভাগলপুর। ১৸৶০
" " জানকীনাথ বিশ্বাস, জয়দেবপুর ১৸৶
" " রাসমোহন মুখোপাধ্যায়,
জয়দেবপুর। ১৸৶০
" রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরি,
মুরসিদাবাদ ৶০
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরি, ঐ ৶০
" মহারাজকুমার মহেন্দ্রনারায়ণ
খাঁ বাহাদুর মেদিনীপুর। ॥০
" বাবু গোপালচন্দ্র সেন, যশোহর ৸০

বিদেশীয় ১২৮৪ সন।

" কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় ১৸৶০
" বাবু জগদিন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরি,
জমিদার, রঙ্গপুর। ১৶০

বিদেশীয় ১২৮৫—৬—৭।

শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়,
জয়দেবপুর। ৬৶০

থ্রের অতিরিক্ত ফর্দ্দ।

বিদেশীয় ১২

শ্রীযুক্ত বাবু প্যা ন রায়,
কলি তা ১৸৵০

বিদে ১২৮২।

' ' প্যারীমে রায়
কলি তা। ২।৵০

' ' দীনবন্ধু ঘোষ,
জলপাইগুড়ি। ২।৵০

' ' দুর্গানাথ কর,

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু,
জাহানাবাদ। ২।৵০

' ' শ্রীনাথ ঘোষ, বরিশাল। ১।৵০

বিদেশীয় ১২৮৩।

' ' প্যারীমোহন রায় কলিকাতা, ।৵০

' ' দীনবন্ধু ঘোষ, জলপাইগুড়ি ১৸৵

' ' প্রকাশচন্দ্র সেন, জামালপুর ১৸৵

বিদেশীয় ১২৮৪।

' ' দীনবন্ধু ঘোষ, জলপাইগুড়ি। ৸০

বিজ্ঞাপন।